স্কীম আছে যে, যারা মেথরের কাজ করে তাদের জন্য এ, বি, সি, ব্লক করে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। সেখানে এইরকম লোয়ার ইনকাম গ্রুপের ৫০০ ঘর বস্তিতে রয়েছে। সেখানে ইলেকট্রিক লাইটএর ব্যবস্থা করার কথা। কিন্তু সেখানে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, প্রতিনিয়ত লোকে এ্যাক্সিডেন্টএর সম্মুখীন হচ্ছে। তখন আমরা বলেছিলাম যে, আপনারা যদি না করেন তাহলে আমরা টাকা তুলে সেই ব্যবস্থা করে নেব। একথা জানিয়ে আমি চিঠি দিলে তার উত্তরে তিনি লিখেছেন,

I have received your further letter. It after doing so I find that a further discussion with you will be fruitful, I shall fix a date and let you know.

যাইহোক, আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কর্পোরেশনএর উপর ভার দিতে পারেন, তবে এসব ব্যাপারগুলির প্রতি যেন সিলেক্ট কমিটি লক্ষ্য রাখেন। জনসাধারণকে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আজকে সেখানে যে ব্যবস্থা চলছে তা বস্তিবাসীরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না এবং তার জন্য প্রয়োজনবোধে তারা আন্দোলন করবে এবং সেই আন্দোলন আমাদের কনস্টিটিউয়েন্সি থেকেই আরম্ভ হবে।

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

স্যার, আমার একটা ছোট্ট কথা, আশা করি মন্ত্রীমহাশয় জবাব দেবার সময় এটা বলে দেবেন। সেই কথাটা হচ্ছে ও'রা বলছেন যে, স্লাম ক্লিয়ারেন্স হবে। কিন্তু আমাদের খবর হচ্ছে যে স্লাম ক্লিয়ারেন্স হবে না, কিছুই হবে না। তারপর আরেকটা কথা হচ্ছে, কয়েকটা জায়গা নিয়ে বাড়ী নাকি করা হবে। আমি জানতে চাই, সেই জায়গাগুলির মালিক কোন কোন ভাগ্যবান পুরুষ যাদের জমি সরকার প্রথমে নেবেন, এটা দয়া করে জানিয়ে দেবেন। সেই জায়গাগুলির দাম কি এবং কে তার মালিক, এগুলি জানতে পারলে আমাদের আলোচনার সুবিধা হবে।

Sj. Panchanan Bhattacherjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, বস্তিবাসীদের সমস্যা সামাধান-কল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হঠাৎ আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ নিয়ে এসে রাতারাতি এই সমস্যার সমাধান করবেন এটা আমরা আশা করি না। গত বাজেট অধিবেশনে বলা হয়েছে যে, ৫০ থেকে ৭০ বিঘা পরিমাণ বস্তির মালিক যে কাঠাপ্রতি ২০ টাকা খাজনা দেয় তাদের থেকে প্রথম আরম্ভ করা হবে। আমরা বলেছিলাম যে, প্রজাদের কর্পোরেশনএর ট্যাক্স রিবেট দিয়ে জমিদারকে দেওয়ার কোন মানে হয় না। এই ধরণের রিলিফ সরকার দিতে পারতেন এবং তাহলে আইনের মারপ্যাঁচ করতে হত না। এই এভিকশন এবং এনহান্সমেন্ট অফ রেন্ট যেমনি চলছিল তেমনিই চলছে—১৯৫৪ সালের রেন্ট থেকে বর্তমানে অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। এখন—

"our premonition is that enhancement of rent will go on and eviction suits will go on because Government will take at least 50 years to acquire all the slums in Calcutta with the meagre annual help of 5 crores or 10 crores and that is why we suggest that in the meantime some relief should go to the bustee-dwellers."

এর পর, আরেকটা জিনিষ আছে। আমার কাছে একজন বাংলাদেশের রেসপন্সিবল অফিসার বলেছিলেন যে, যদি গভর্নমেন্ট কো-অপারেটিভ হাউসিং স্কীম করতেন তাহলে প্রভিডেন্ট ফান্ডএর টাকা, বড় বড় কোম্পানীর টাকা, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে লোন এবং সাবসিডি ইত্যাদি নিয়ে কলকাতার বাইরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ করা যেত। লোকজনের চলাচলের জন্য প্রয়োজনমত স্টেট বাসএর এ্যারেঞ্জমেন্ট করা যেত। এই ধরণের স্কীম করলে এই কাজে বস্তিবাসীদের খানিকটা দরদ হোত। কিন্তু এই সরকার কো-অপারেটিভ হাউসিং স্কীমএ উৎসাহ দেবার প্রয়োজন বোধ করেন না। কো-অপারেটিভ বেসিসএ জল এবং আলোর ব্যবস্থা করে যদি সরকার কার্যে অগ্রসর হতেন তাহলে অনেক কাজ হতে পারত। তাই আমি মন্ত্রীমহাশয়কে জানতে চাই যে, বিভিন্ন সেকশনএ যতদূর সম্ভব এই ধরণের ব্যবস্থা করেন তাহলে বস্তির প্রবলেমএর সলিউশন তাড়াতাড়ি হতে পারে।

ol. XVIII—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Eighteenth Session

(November-December, 1957)

(From 25th November to 16th December, 1957)

The 6th, 7th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th,
14th and 16th December, 1957

WEST BENGAL LEGISLATURE
LIBRARY.
Date 27 NOV 1960
Accn. No 964
Catalg No 328.54/BEN
Price

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

GOVERNOR

Sreemati PADMAJA NAIDU.

MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS

The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY, Chief Minister and Minister-in-charge of the Home Department except the Police and the Defence Branches, Departments of Finance, Co-operation and Cottage and Small-Scale Industries.

The Hon'ble PRAFULLA CHANDRA SEN, Minister-in-charge of the Department of Food, Relief and Supplies and the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

*The Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE, Minister-in-charge of the Police and Defence Branches of the Home Department.

The Hon'ble KHAGENDRA NATH DAS GUPTA, Minister-in-charge of the Department of Works and Buildings and the Department of Housing.

The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI, Minister-in-charge of the Department of Irrigation and Waterways.

The Hon'ble HEM CHANDRA NASKAR, Minister-in-charge of the Department of Fisheries and of the Forests Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

The Hon'ble SYAMA PRASAD BARMAN, Minister-in-charge of the Department of Excise.

The Hon'ble Dr. RAFIUDDIN AHMED, Minister-in-charge of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests except the Forests Branch.

The Hon'ble ISWAR DAS JALAN, Minister-in-charge of the Department of Local Self-Government and Panchayats.

The Hon'ble BIMAL CHANDRA SINHA, Minister-in-charge of the Department of Land and Land Revenue.

The Hon'ble BHUPATI MAZUMDAR, Minister-in-charge of the Department of Commerce and Industries.

The Hon'ble SIDDHARTHA SANKAR ROY, Minister-in-charge of the Judicial and Legislative and Tribal Welfare Departments.

The Hon'ble ABDUS SATTAR, Minister-in-charge of the Department of Labour.

*The Hon'ble Rai HARENDRA NATH CHAUDHURI, Minister-in-charge of the Department of Education.

MINISTER OF STATE

The Hon'ble PURABI MUKHOPADHYAY, Minister of State for the Jails Branch of the Home Department and for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

The Hon'ble TARUN KANTI GHOSH, Minister of State for the Departments of Development and Refugee Relief and Rehabilitation.

The Hon'ble Dr. ANATH BANDHU ROY, Minister of State in charge of the Department of Health.

---

*Member of the West Bengal Legislative Council.

DEPUTY MINISTERS

Sj. Satish Chandra ray Singha, Deputy Minister for the Transport Branch of the Home Department.

Sj. Sourindra Mohan Misra, Deputy Minister for the Department of Education.

Sj. Tenzing Wangdi, Deputy Minister for the Department of Tribal Welfare.

Sj. Smarajit Bandyopadhyay, Deputy Minister for the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

Sj. Rajani Kanta Pramanik, Deputy Minister for the Relief and Supplies Branches of the Department of Food, Relief and Supplies.

*Sj. Chittaranjan Roy, Deputy Minister for the Department of Co-operation.

Janab Syed Kazem Ali Meerza, Deputy Minister for the Department of Cottage and Small-Scale Industries.

Janab Md. Zia-ul-huque, Deputy Minister for the Department of Health.

Srijukta Maya Banerjee, Deputy Minister for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

Sj Charu Chandra Mahanty, Deputy Minister for the Food Branch of the Department of Food, Relief and Supplies.

Sj. Jagannath Kolay, Deputy Minister for the Publicity Branch of the Home Department and Chief Government Whip.

Sj. Narbahadur Gurung, Deputy Minister for the Department of Labour.

---

*Member of the West Bengal Legislative Council.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

PRINCIPAL OFFICERS AND OFFICIALS

he Speaker ..	.. The Hon'ble Sankardas Banerji.
eputy Speaker ..	.. Sj. Ashutosh Mallick.

SECRETARIAT

ecretary ..	.. Sj. Ajita Ranjan Mukherjea, M.SC., B.L.
pecial Officer ..	.. Sj. Charu Chandra Chowdhuri, B.L., Advocate.
eputy Secretary ..	.. Sj. A. K. Chunder, B.A. (HONS.) (CAL.), M.A., LL.B. (CANTAB.), LL.B. (DUBLIN), Barrister-at-law.
ssistant Secretary	.. Sj. Amiya Kanta Niyogi, B.SC.
egistrar ..	.. Sj. Syamapada Banerjea, LL.B.
egal Assistant ..	.. Sj. Bimalendu Chakravarty, B.COM., B.L.
ditor of Debates ..	.. Sj. Khagendranath Mukherji, B.A., LL.B.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

A

(1) Abdul Hameed, Hazi. [Hariharpur—Murshidabad.]
(2) Abdulla Farooquie, Janab Shaikh. [Garden Reach—24-Parganas.]
(3) Abdus Sattar, Janab. [Ketugram—Burdwan.]
(4) Abdus Shokur, Janab. [Canning—24-Parganas.]
(5) Abul Hashem, Janab. [Magrahat—24-Parganas.]

B

(6) Badiruddin Ahmed, Hazi. [Raiganj—West Dinajpur.]
(7) Badrudduja, Janab Syed. [Raninagar—Murshidabad.]
(8) Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath. [Rajnagar—Birbhum.]
(9) Bandyopadhyay, Sj. Smarajit. [Haringhata—Nadia.]
(10) Banerjee, Dr. Dhirendra Nath. [Balurghat—West Dinajpur.]
(11) Banerjee, Sjkta. Maya. [Kakdwip—24-Parganas.]
(12) Banerjee, Sj. Profulla Nath. [Basirhat—24-Parganas.]
(13) Banerjee, Sj. Subodh. [Joynagar—24-Parganas.]
(14) Banerjee, Dr. Suresh Chandra. [Chakdah—Nadia.]
(15) Banerji, Sj. Sankardas. [Tehatta—Nadia.]
(16) Barman, Sj. Syama Prasad. [Raiganj—West Dinajpur.]
(17) Basu, Sj. Abani Kumar. [Uluberia—Howrah.]
(18) Basu, Sj. Amarendra Nath. [Burtolla South—Calcutta.]
(19) Basu, Dr. Brindabon Behari. [Jagatballavpur—Howrah.]
(20) Basu, Sj. Chitto. [Barasat—24-Parganas.]
(21) Basu, Sj. Gopal. [Naihati—24-Parganas.]
(22) Basu, Sj. Hemanta Kumar. [Shampukur—Calcutta]
(23) Basu, Sj. Jyoti. [Baranagar—24-Parganas.]
(24) Basu, Dr. Monilal. [Bally—Howrah.]
(25) Basu, Sj. Satindra Nath. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(26) Bera, Sj. Sasabindu. [Shyampur—Howrah.]
(27) Bhaduri, Sj. Panchugopal. [Serampore—Hooghly.]
(28) Bhagat, Sj. Budhu. [Mal—Jalpaiguri.]
(29) Bhagat, Sj. Mangru. [Mal—Jalpaiguri.]
(30) Bhandari, Sj. Sudhir Chandra. [Maheshtala—24-Parganas.]
(31) Bhattacharjee, Dr. Kanailal. [Howrah South—Howrah.]
(32) Bhattacharjee, Sj. Panchanan. [Noapara—24-Parganas.]
(33) Bhattacharjee, Sj. Shyamapada. [Jangipur—Murshidabad.]

Note.—Sj. stands for Srijut, and Sjkta. stands for Srijukta.

(34) Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna. [Sankrail—Howrah.]
(35) Bhattacharyya, Sj. Syamadas. [Panskura West—Midnapore.]
(36) Biswas, Sj. Manindra Bhusan. [Bongaon—24-Parganas.]
(37) Blanche, Sj. C. L. [Nominated.]
(38) Bose, Sj. Jagat. [Beliaghata—Calcutta.]
(39) Bose, Dr. Maitreyee. [Fort—Calcutta.]
*(40) Bouri, Sj. Nepal. [Raghunathpur—Purulia.]
(41) Brahmamandal, Sj. Debendra Nath. [Kalchini—Jalpaiguri.]

C

(42) Chakravarty, Sj. Bhabataran. [Patrasayer—Bankura.]
(43) Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra. [Muchipara—Calcutta.]
(44) Chatterjee, Sj. Basanta Lal. [Itahar—West Dinajpur.]
(45) Chatterjee, Dr. Binoy Kumar. [Ranaghat—Nadia.]
(46) Chatterjee, Sj. Mihirlal. [Suri—Birbhum.]
(47) Chattopadhyay, Sj. Bijoylal. [Karimpur—Nadia.]
(48) Chattopadhyay, Sj. Dhirendra. Nath [Chhatna—Bankura.]
(49) Chattopadhyay, Dr. Hirendra Kumar. [Chandernagore—Hooghly.]
(50) Chattopadhyay, Dr. Satyendra Prasanna. [Mekliganj—Cooch Behar.]
(51) Chattoraj, Dr. Radhanath. [Labpur—Birbhum.]
(52) Chaudhuri, Sj. Tarapada. [Katwa—Burdwan.]
(53) Chobey, Sj. Narayan. [Kharagpur—Midnapore.]
(54) Chowdhury, Sj. Benoy Krishna. [Burdwan—Burdwan.]

D

(55) Das, Sj. Ananga Mohan. [Mayna—Midnapore.]
(56) Das, Dr. Bhusan Chandra. [Mathurapur—24-Parganas.]
(57) Das, Sj. Durgapada. [Rampurhat—Birbhum.]
(58) Das, Sj. Gobardhan. [Rampurhat—Birbhum.]
(59) Das, Sj. Gokul Behari. [Onda—Bankura]
(60) Das, Dr. Kanailal. [Ausgram—Burdwan].
(61) Das, Sj. Khagendra Nath. [Falta—24-Parganas.]
(62) Das, Sj. Mahatab Chand. [Mahisadal—Midnapore.]
(63) Das, Sj. Natendra Nath. [Contai North—Midnapore.]
(64) Das, Sj. Radha Nath. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(65) Das, Sj. Sankar. [Ketugram—Burdwan.]
(66) Das, Sj. Sisir Kumar. [Patashpore—Midnapore.]
(67) Das, Sj. Sunil. [Rashbehari Avenue—Cacutta.]
(68) Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra. [Sabong—Midnapore.]
(69) Das Gupta, Sj. Khagendra Nath. [Jalpaiguri—Jalpaiguri].
(70) Dey, Sj. Haridas. [Santipur—Nadia.]
(71) Dey, Sj. Kanai Lal. [Jangipara—Hooghly.]

(72) Dey, Sj. Tarapada. [Domjur—Howrah.]
(73) Dhar, Sj. Dhirendra Nath. [Taltola—Calcutta.]
(74) Dhara, Sj. Hansadhwaj. [Kulpi—24-Parganas.]
(75) Dhibar, Sj. Pramatha Nath. [Galsi—Burdwan.]
(76) Digar, Sj. Kiran Chandra. [Vishnupur—Bankura.]
(77) Digpati, Sj. Panchanan. [Khanakul—Hooghly.]
(78) Dolui, Dr. Harendra Nath. [Ghatal—Midnapore.]
(79) Dutt, Dr. Beni Chandra. [Howrah East—Howrah.]
(80) Dutta, Sjkta. Sudharani. [Raipur—Bankura.]

E

(81) Elias Razi, Janab. [Harishchandrapur—Malda.]

F

(82) Fazlur Rahman, Janab S.M. [Nakashipara—Nadia.]

G

(83) Ganguli, Sj. Ajit Kumar. [Bongaon—24-Parganas.]
(84) Ganguli, Sj. Amal Kumar. [Bagnan—Howrah.]
(85) Gayen, Sj. Brindaban. [Mathurapur—24-Parganas.]
(86) Ghatak, Sj. Shib Das. [Asansol—Burdwan.]
(87) Ghosal, Sj. Hemanta Kumar. [Hasnabad—24-Parganas.]
(88) Ghose, Dr. Prafulla Chandra. [Mahisadal—Midnapore.]
(89) Ghosh, Sj. Bejoy Kumar. [Berhampore—Murshidabad.]
(90) Ghosh, Sj. Ganesh. [Belgachia—Calcutta.]
(91) Ghosh, Sjkta. Labanya Prova. [Purulia—Purulia.]
(92) Ghosh, Sj. Parimal. [Beldanga—Murshidabad.]
(93) Ghosh, Sj. Tarun Kanti. [Habra—24-Parganas.]
(94) Golam Soleman, Janab. [Jalangi—Murshidabad.]
(95) Golam Yazdani, Dr. [Kharba—Malda.]
(96) Gupta, Sj. Nikunja Behari. [Malda—Malda.]
(97) Gupta, Sj. Sitaram. [Bhatpara—24-Parganas.]
(98) Gurung, Sj. Narbahadur. [Kalimpong—Darjeeling.]

H

(99) Hafizur Rahaman, Kazi. [Bhagabangola—Murshidabad.]
(100) Haldar, Sj. Kuber Chand. [Jangipur—Murshidabad.]
(101) Haldar, Sj. Mahananda. [Nakashipara—Nadia.]
(102) Halder, Sj. Ramanuj. [Diamond Harbour—24-Parganas.]
(103) Halder, Sj. Renupada. [Joynagar—24-Parganas.]
(104) Hamal, Sj. Bhadra Bahadur. [Jore Bangalow—Darjeeling.]

(105) Hansda, Sj. Jagatpati. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(106) Hansda, Sj. Turku. [Suri—Birbhum.]
(107) Hasda, Sj. Jamadar. [Binpur—Midnaporre.]
(108) Hasda, Sj. Lakshan Chandra. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(109) Hazra, Sj. Parbati. [Tarakeswar—Hooghly].
(110) Hazra, Sj. Monoranjan. [Uttarpara—Hooghly.]
(111) Hembram, Sj. Kamalakanta. [Chhatna—Bankura.]
(112) Hoare, Sjkta. Anima. [Kalchini—Jalpaiguri.]
(113) Jalan, Sj. Iswar Das. [Barabazar—Calcutta.]
(114) Jana, Sj. Mrityunjoy. [Kharagpur Local—Midnapore.]
(115) Jehangir Kabir, Janab. [Haroa—24-Parganas.]
(116) Jha, Sj. Benarashi Prosad. [Kulti—Burdwan.]

K

(117) Kar, Sj. Bankim Chandra. [Howrah West—Howrah.]
(118) Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra. [Egra—Midnapore.]
(119) Kazem Ali Meerza, Janab Syed. [Lalgola—Murshidabad.]
(120) Khan, Sjkta. Anjali. [Midnapore—Midnapore.]
(121) Khan, Sj. Gurupada. [Patrasayer—Bankura.]
(122) Kolay, Sj. Jagannath. [Kotulpur—Bankura.]
(123) Konar, Sj. Hare Krishna. [Kalna—Burdwan.]
(124) Kundu, Sjkta. Abhalata. [Bhatar—Burdwan.]

L

(125) Lahiri, Sj. Somnath [Alipore—Calcutta.
(126) Lutfal Hoque, Janab. [Suti—Murshidabad.

M

(127) Mahanty, Sj. Charu Chandra. [Dantan—Midnapore.]
(128) Mahata, Sj. Mahendra Nath. [Jhargram—Midnapore.]
(129) Mahata, Sj. Surendra Nath. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(130) Mahato, Sj. Bhim Chandra. [Balarampur—Purulia.]
(131) Mahato, Sj. Debendra Nath. [Jhalda—Purulia.]
(132) Mahato, Sj. Sagar Chandra. [Arsha—Purulia.]
(133) Mahato, Sj. Satya Kinkar. [Manbazar—Purulia.]
(134) Mohibur Rahaman Choudhury, Janab. [Kaliachak—Malda.]
(135) Maiti, Sj. Subodh Chandra. [Nandigram North—Midnapore.]
(136) Majhi, Sj. Budhan. [Kashipur—Purulia.]
(137) Majhi, Sj. Chaitan. [Manbazar—Purulia.]
(138) Majhi, Sj. Jamadar. [Kalna—Burdwan.]
(139) Majhi, Sj. Ledu. [Kashipur—Purulia.]

(140) Majhi, Sj. Nishapati. [Rajnagar—Birbhum.]
(141) Majhi, Sj. Gobinda Charan. [Amta East—Howrah.]
(142) Majumdar, Sj. Apurba Lal. [Sankrail—Howrah.]
(143) Majumdar, Sj. Bhupati. [Chinsura—Hooghly.]
(144) Majumdar, Sj. Byomkes. [Bhadreswar—Hooghly.]
(145) Majumdar, Dr. Jnanendra Nath. [Ballygunge—Calcutta.]
(146) Majumder, Sj. Jagannath. [Krishnagar—Nadia.]
(147) Mallick, Sj. Ashutosh. [Onda—Bankura.]
(148) Mandal, Sj. Bijoy Bhusan. [Uluberia—Howrah.]
(149) Mandal, Sj. Krishna Prasad. [Kharagpur Local—Midnapore.]
(150) Mandal, Sj. Sudhir. [Kandi—Murshidabad.]
(151) Mandal, Sj. Umesh Chandra. [Dinhata—Cooch Behar.]
(152) Mardi, Sj. Hakai. [Balurghat—West Dinajpur.]
(153) Maziruddin Ahmed, Janab. [Cooch Behar—Cooch Behar.]
(154) Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan. [Siliguri—Darjeeling.]
(155) Misra, Sj. Monoranjan. [Sujapore—Malda.]
(156) Misra, Sj. Sowrindra Mohan. [Ratua—Malda.]
(157) Mitra, Sj. Haridas. [Tollygunge—Calcutta.]
(158) Mitra, Sj. Satkari. [Khardah—24-Parganas.]
(159) Modak, Sj. Bijoy Krishna. [Balagarh—Hooghly.]
(160) Modak, Sj. Niranjan. [Nabadwip—Nadia.]
(161) Mohammad Afaque, Janab Choudhury. [Chopra—West Dinajpur.]
(162) Mohammad Giasuddin, Janab [Farakka—Murshidabad.]
(163) Mohammed Israil, Janab. [Naoda—Murshidabad.]
(164) Mondal, Sj. Amarendra. [Jamuria—Burdwan.]
(165) Mondal, Sj. Baidyanath. [Jamuria—Burdwan.]
(166) Mondal, Sj. Bhikari. [Bhagabanpur—Midnapore.]
(167) Mondal, Sj. Dhwajadhari. [Ondal—Burdwan.]
(168) Mondal, Sj. Haran Chandra. [Sandeshkhali—24-Parganas.]
(169) Mondal, Sj. Rajkrishna. [Hasnabad—24-Parganas.]
(170) Mondal, Sj. Sishuram. [Bankura—Bankura.]
(171) Muhammad Ishaque, Janab. [Swarupnagar—24-Parganas.]
(172) Mukherjee, Sj. Bankim. [Budge Budge—24-Parganas.]
(173) Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(174) Mukherjee, Sj. Pijus Kanti. [Alipurduars—Jalpaiguri.]
(175) Mukherji, Sj. Ajoy Kumar. [Tamluk—Midnapore.]
(176) Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal. [Ondal—Burdwan.]
(177) Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi. [Vishnupur—Bankura.]
(178) Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath. [Behala—24-Parganas.]
(179) Mukhopadhyay, Sj. Samar. [Howrah North—Howrah.]
(180) Mullick Chowhdury, Sj. Suhrid. [Sukea Street—Calcutta.]
(181) Murmu, Sj. Jadu Nath. [Raipur—Bankura.]
(182) Murmu, Sj. Matla. [Malda—Malda.]
(183) Muzaffar Hussain, Janab. [Goalpokher—West Dinajpur.]

N

(184) Nahar, Sj. Bijoy Singh. [Chowringhee—Calcutta.]
(185) Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar. [Magrahat—24-Parganas.]
(186) Naskar, Sj. Gangadhar. [Baruipur—24-Parganas.]
(187) Naskar, Sj. Hem Chandra. [Bhangar—24-Parganas.]
(188) Naskar, Sj. Khagendra Nath. [Canning—24-Parganas.]
(189) Noronha, Sj. Clifford. [Nominated.]

O

(190) Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md. [Entally—Calcutta.]

P

(191) Pakray, Sj. Gobardhan. [Raina—Burdwan.]
(192) Pal, Sj. Provakar. [Singur—Hooghly.]
(193) Pal, Dr. Radhakrishna. [Arambagh—Hooghly.]
(194) Pal, Sj. Ras Behari. [Contai South—Midnapore.]
(195) Panda, Sj. Basanta Kumar. [Bhagabanpur—Midnapore.]
(196) Panda, Sj. Bhupal Chandra. [Nandigram South—Midnapore.]
(197) Pandey, Sj. Sudhir Kumar. [Binpur—Midnapore.]
(198) Panja, Sj. Bhabaniranjan. [Daspur—Midnapore.]
(199) Pati, Dr. Mohini Mohan. [Debra—Midnapore.]
(200) Pemantle, Sjkta. Olive. [Nominated.]
(201) Platel, Sj. R. E. [Nominated.]
(202) Poddar, Sj. Anandilall. [Jorasanko—Calcutta.]
(203) Pramanik, Sj. Rajani Kanta. [Panskura West—Midnapore.]
(204) Pramanik, Sj. Sarada Prasad. [Mathabhanga—Cooch Behar.]
(205) Prasad, Sj. Rama Shankar. [Beliaghata—Calcutta.]
(206) Prodhan, Sj. Trailokyanath. [Ramnagar—Midnapore.]

R

(207) Rafiuddin Ahmed, Dr. [Deganga—24-Parganas.]
(208) Rai, Sj. Deo Prakash. [Darjeeling—Darjeeling.]
(209) Raikut, Sj. Sarojendra Deb. [Jalpaiguri—Jalpaiguri.]
(210) Ray, Dr. Anath Bandhu. [Bankura—Bankura.]
(211) Ray, Sj. Arabinda. [Amta West—Howrah.]
(212) Ray, Sj. Jajneswar. [Mainaguri—Jalpaiguri.]
(213) Ray, Dr. Narayan Chandra. [Vidyasagar—Calcutta.]
(214) Ray, Sj. Nepal. [Jorabagan—Calcutta.]
(215) Ray, Sj. Phakir Chandra. [Galsi—Burdwan.]
(216) Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra. [Bortala North—Calcutta.]
(217) Roy, Sj. Atul Krishna. [Deganga—24-Parganas.]
(218) Roy, Sj. Bhakta Chandra. [Manteswar—Burdwan.]
(219) Roy, Dr. Bidhan Chandra. [Bowbazar—Calcutta.]

(220) Roy, Dr. Pabitra Mohan. [Dum Dum—24-Parganas.]
(221) Roy, Sj. Pravash Chandra. [Bishnupur—24-Parganas.]
(222) Roy, Sj. Rabindra Nath. [Bishnupur—24-Parganas.]
(223) Roy, Sj. Saroj. [Garbetta—Midnapore.]
(224) Roy, Sj. Siddartha Sankar. [Bhowanipur—Calcutta.]
(225) Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar. [Baruipur—24-Parganas.]
(226) Roy Singha, Sj. Satish Chandra. [Cooch Behar—Cooch Behar.]

S

(227) Saha, Sj. Biswanath. [Jangipara—Hooghly.]
(228) Saha, Sj. Dhaneswar. [Ratua—Malda.]
(229) Saha, Dr. Sisir Kumar. [Nalhati—Birbhum.]
(230) Sahis, Sj. Nakul Chandra. [Purulia—Purulia.]
(231) Sarkar, Sj. Amarendra Nath. [Bolpur—Birbhum.]
(232) Sarkar, Dr. Lakshman Chandra. [Ghatal—Midnapore.]
(233) Sen, Sj. Deben. [Cossipore—Calcutta.]
(234) Sen, Sjkta. Manikuntala. [Kalighat—Calcutta.]
(235) Sen, Sj. Narendra Nath. [Ekbalpur—Calcutta.]
(236) Sen, Sj. Prafulla Chandra. [Khanakul—Hooghly.]
(237) Sen, Dr. Ranendra Nath. [Manicktola—Calcutta.]
(238) Sen, Sj. Santi Gopal. [English Bazar—Malda.]
(239) Sengupta, Sj. Niranjan. [Bijpur—24-Parganas.]
(240) Shukla, Sj. Krishna Kumar. [Titagarh—24-Parganas.]
(241) Singha Deo, Sj. Shankar Narayan. [Raghunathpur—Purulia.]
(242) Sinha, Sj. Bimal Chandra. [Kandi—Murshidabad.]
(243) Sinha, Sj. Durgapada. [Murshidabad—Murshidabad.]
(244) Sinha, Sj. Phanis Chandra. [Karandighi—West Dinajpur.]
(245) Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath. [Tufanganj—Cooch Behar.]

T

(246) Tah, Sj. Dasarathi. [Raina—Burdwan.]
(247) Taher Hossain, Janab. [Mirapur—Burdwan.]
(248) Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna. [Dinhata—Cooch Behar.]
(249) Tarkatirtha, Sj. Bimalananda. [Purbasthali—Burdwan.]
(250) Thakur, Sj. Pramatha Ranjan. [Haringhata—Nadia.]
(251) Trivedi, Sj. Goalbadan. [Bharatpur—Murshidabad.]
(252) Tudu, Sjkta. Tusar. [Garbetta—Midnapore.]

W

(253) Wangdi, Sj. Tenzing. [Siliguri—Darjeeling.]

Y

(254) Yeakub Hossain, Janab Mahammad. [Nalhati—Birbhum.]

Z

(255) Zia-Ul-Huque, Janab Md. [Baduria—24-Parganas.]

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 6th December, 1957, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 210 Members.

[3—3-10 p.m.]

Allocation of time for discussion of non-official resolutions

Sj. Ganesh Ghosh: Mr. Speaker, Sir, I would like to request you to fix half an hour for questions and after that you take up non-official resolutions—first of all the resolutions that are pending from last Friday.

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, I would like to make the position perfectly clear. I have explained to you in my Chamber. You have suggested that 45 minutes will be spent over the pending resolution regarding 25 per cent. increase, one hour and a half over the resolution on discrimination and one hour on the resolution on Ambar Charka, and there will be fifteen minutes' recess. I will see that the entire work is done within that allotted time.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[**Further supplementaries on starred question No. 96.**]

Sj. Ramanuj Halder:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যে গতকাল প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে জেলা বোর্ড হাসপাতালগুলি গ্রহণকরা হবে, উনি কি এখন জানাবেন যে ঐ জেলা বোর্ড হাসপাতালগুলিতে যে স্টাফ আছে সেই সকলকে গ্রহণ করা হবে কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, along with the staff.

Extension of the scope of the Minimum Wages Act

***91.** (Admitted question No. *491.) **Dr. Ranendra Nath Sen:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) the names of industries to which the Minimum Wages Act has so far been extended by this State Government;

(*b*) in what way the minimum wages have been fixed for those industries which have been brought within the scope of the said Act;

(*c*) whether any Advisory Committee was formed to advise on the fixation of such minimum wages; and

(*d*) if so, how many Advisory Committees have been formed?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) Tea Plantations, Cinchona Plantations, Bidi-making, Cigarette-manufacturing, Rice Mills, Oil Mills, Flour Mills, Road Construction and Building Operations, Public Motor Transport, Tanneries and Leather Manufactories and Local Authorities.

(*b*) On the recommendation of the Advisory Committees and the Advisory Board.

(*c*) Yes.

(*d*) Fourteen.

Dr. Ramendra Nath Sen:

এই যেসব কমিটিগুলি ফমর্ড হয়েছে এগুলি কবে নাগাদ ফর্মড হয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar: You want the date of appointment?

Mr. Speaker: Roughly as to the dates when these Committees were appointed.

The Hon'ble Abdus Sattar: Bidi-making—18th April 1955; Cigarette-making—2nd July 1956; Rice Mills—3rd May 1955; Flour Mills—12th August 1955; Municipality—27th September 1955; District Board—30th July 1956; Howrah Municipality—5th August 1957; Calcutta Corporation—21st May 1957; Cinchona Plantation—30th May 1956; Tea Plantation—9th January 1953; another—14th November 1952; Public Motor Transport—27th September 1955.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় (এ)র জবাবে বলেছেন, এই পর্যন্ত যে যে ইন্ডাস্ট্রিতে মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট এক্সটেন্ডেড হয়েছে—তার নাম দিয়েছেন—সংখ্যা গুণে দেখছি, যে ১১। অথচ (বি)র উত্তরে বলেছেন অ্যাডভাইসরি বোর্ড ফর্মড হয়েছে ১৪টি, বাকী কোন তিনটি ইন্ডাস্ট্রিতে মিনিমাম ওয়েজ এ্যাক্ট এক্সটেন্ডেড হয়েছে জানাবেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

চোদ্দটির নামই আমি পড়ে দিচ্ছি।

Rice Mills, Flour Mills, Municipalities, District Boards, Calcutta Corporation, Bidi-making, Cigarette manufacturing, road construction, building operations, public motor transport, cinchona plantation, tanneries and leather manufacture, oil mills, tea plantations in the Darjeeling Hill areas, tea plantation in Terai areas of Darjeeling, Jalpaiguri, Dooars and Cooch Behar.

Sj. Saroj Roy:

এই যে মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট

wage fixation rice mill 3rd may 1955

এ হয়েছে এটা কি বাংলা দেশের সর্বত্রই এই ওয়েজ ফিক্সেসান অনুযায়ী কাজ চলছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

বাংলাদেশের সর্বত্র যেসব মিল্ আছে সেই সম্পর্কে রেকমেন্ডেশন আছে।

Sj. Saroj Roy:

রেকমেন্ডেশন থাকা সত্ত্বেও যে সমস্ত রাইস মিলএ, গ্রামাঞ্চলে অয়েল মিল—মফঃস্বল শহরের কথা বলছি যদি সেটা না মানে সেই সম্পর্কে কোন খবর নেবেন কি?

Mr. Speaker: Hypothetical questions are disallowed.

Sjkta. Manikuntala Sen:

টি প্ল্যানটেসনে মিনিমাম ওয়েজ ঠিক হবার সময় নারী শ্রমিক এবং পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে যে মজুরীর পার্থক্য ছিল সেটার সম্পর্কে কি নতুন আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

রেকমেন্ডেশন এখন বিবেচনাধীন আছে, কাজেই সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নি।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি প্ল্যানটেসন ইনকোয়ারী কমিশন স্ত্রী, পুরুষ এবং বালকদের সমান মিনিমাম ওয়েজের সুপারিশ করেছেন?

The Hon'ble Abdus Sattar: No

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

ডেফিনিটলি করেছে।

Mr. Speaker: Mr. Mazumdar, his answer is—no. I may tell you it is no use trying to trap the Minister if you have knowledge of it. If you want to elicit an information you can put a supplementary question You are not testing the Minister

Next question.

Scarcity of filtered water in the city

***97.** (Admitted question No. *1.) **Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:** (*a*) Wil the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state whether Government is aware of acute scarcity of filtered water in the city of Calcutta?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what are the reasons for the same; and

(*ii*) what immediate steps, if any, Government have taken to increase the supply of filtered water in the city of Calcutta?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray): (*a*) There are certain areas in Calcutta where the supply of filtered water is not adequate.

(*b*) (*i*) Influx of East Bengal refugees and abnormal increase in the population of the city during the last few years.

(*ii*) The Corporation of Calcutta who are primarily responsible have taken the following steps:

(1) Sinking of 2,300 small diameter tubewells.

(2) Supply of water by means of lorries

(3) Sinking of 50 big diameter tubewells yielding 15,000/20,000 gallons of water.

As a special measure Government have also sunk 250 small diameter tubewells besides seven big diameter tubewells for fire fighting which are also used for drinking water.

[3-10—3-20 p.m.]

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: In answer (a) the Hon'ble Minister has said that there are certain areas in Calcutta where the supply of filtered water is not adequate. May I know which are those areas?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: They are—Burrabazar, Cossipore, Manicktolla and a portion of Tollygunge.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Why this inequality in the matter of distribution? Are the connections defective?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Connections are not adequate, but not defective.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: In answer (b)(ii) the Hon'ble Minister has stated that the Corporation is primarily responsible—what is the responsibility of the State Government?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: To help the Corporation in augmenting their water supply.

Mr. Speaker: The State Government has nothing to do with it. It is a statutory body, you well know it.

Dr. Narayan Chandra Roy: I want some clarification. He says there are certain places where the pressure is low. Are they in bustees?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, it is quite possible that in the bustee areas the water supply is neglected.

Dr. Narayan Chandra Ray: As regards the 2,300 small tubewells, have you received any complaint from the Corporation—whether there has been any dispute under the property laws?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: There is no report with us.

Sjta. Sudharani Dutta:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি সেভেন বিগ ডায়ামেটার টিউবওয়েলস কোন কোন জায়গায় খনন করা হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: They have been sunk in Marcus Square, Lansdowne Market, Mohan Bagan, Bagmari, South Sinthi Road, Ballygunge drainage pumping station, Bondel Road, Harish Park, Tollygunge Road and junction of Myerpore Road.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Has the State Government any plan to improve and expand the water supply of the city apart from sinking tubewells?

Mr. Speaker: How can the State Government have a plan when the Municipality is functioning. The power is entirely vested in the Corporation. If you look at the Municipal Act, you will find that the amount of water is linked up with the rate of tax you pay. The State Government cannot interfere.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Is the Talla Water Supply station under the Corporation?

Mr. Speaker: Of course.

Sjkta. Manikuntala Sen:

এই যে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন—

supply of water by means of lorries,

এখানে আমি জানতে চাই কর্পোরেশানএর জল সাপ্লাইএর জন্য কয়টা লরি আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: At present there are 22 such lorries.

Sjkta. Manikuntala Sen:

৩০০টা স্মল টিউবওয়েল বসানোর কথা ছিল তার মধ্যে কয়টা বসানো হয়েছে বলবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: It is not known.

Post-graduate Medical Education under the Second Five-Year Plan

***98.** (Admitted question No. 70.) **Dr. Narayan Chandra Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(a) total amount of money allotted in the West Bengal Second Five-Year Plan for Post-graduate Medical Education, and

(b) how and through which agency or agencies this money is to be spent?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: (a) Rs. 20 lakhs.

(b) The money is proposed to be spent through the Institute of Post-graduate Medical Education and Research located at the Seth Sukhlall Karnani Memorial Hospital Calcutta, and other institutions which may be federated with it and also the School of Tropical Medicine, Calcutta, for providing adequate accommodation for the Post-graduate Departments and purchase of essential equipment and also for maintenance of staff.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই ২০ লক্ষ টাকা আপনি বলেছেন,

comes from the Bengal Government in the course of five years

না, এই বৎসর?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes.

Dr. Narayan Chandra Ray: Are you aware that there is another post-graduate department in the Calcutta University?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: My friend is wrong. There is only one post-graduate medical college that is under the University. Although the University does not possess any college of its own—it is a notional college—the functions are carried on through the different existing colleges.

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি নতুন পোস্ট-গ্রাজুয়েট ইউনিভার্সিটি বিধানের সঙ্গে এর রিলেসানশিপ কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Part of the same.

Dr. Narayan Chandra Ray: Does it go to the Calcutta University or to some other department?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: It does not go to the Calcutta University. It is only meant for the post-graduate classes which are held in the Seth Sukhlall Karnani Memorial Hospital.

Dr. Narayan Chandra Ray: Calcutta University organises post-graduate training but the money goes to different departments?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: This is for the institutions maintained by Government.

Dr. Narayan Chandra Ray:

ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি আলাদা কিছু পায় নাকি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: No.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is a notional college.

Dr. Colam Yazdani: How this is spent?

Mr. Speaker: That question does not arise.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Extension of Employees' Provident Funds Act to Cinema emoloyees

28. (Admitted question No. 503.) **Sj. Rama Shankar Prasad:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state whether the attention of the Government has been drawn to the persistent demands from the Cinema employees for extension of scope of Employees' Provident Funds Act and the Scheme framed thereunder to the employees of Cinema trade and the lowering of minimum limit from fifty to fifteen employees for the application of the said Act?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what decision has been taken by the Government?

The Minister for Labour (the Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) Yes.

(*b*) As the Act and the Scheme are administered by the Government of India, the State Government cannot do anything in this regard.

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Rama Shankar Prasad: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether this matter has been brought to the notice of the Central Government?

Mr. Speaker: This is a Central matter. So, no supplementary is allowed.

Sj. Narayan Chobey: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the Government of West Bengal suggested anything to the Central Government in this regard or not?

Mr. Speaker: This supplementary cannot be allowed.

Sj. Narayan Chobey: Why not? The reply is, the Government of India is responsible for this. So, the supplementary is this—whether the Government of West Bengal sent any recommendation to the Government of India in this regard ?

Mr. Speaker: They are not bound to make any recommendation.

The Hin'ble Abdus Sattar: The answer given is self-explanatory.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এই প্রস্তাব সিনেমা এমপ্লয়ীজদের পক্ষ থেকে যে আবেদন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে জানাবার পর, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের শ্রম মন্ত্রীর যে সম্মেলন হয়েছিল, সেই সম্মেলনে আমাদের শ্রমমন্ত্রী মহাশয় এই সম্পর্কে কোন সুপারিশ করেছেন কি?

Mr. Speaker:

এ প্রশ্নত নাই এখানে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আছে। কারণ স্টেট গভর্নমেন্টএর জুরিসডিকসান ঐ লেবার মিনিস্টারদের কনফারেন্সএ ছিল।

Mr. Speaker:

উনি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কিনা সেটা আগে বার করুন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

সেটা খবরের কাগজে বেরিয়েছে যে উনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যাই হোক, আমি প্রশ্ন করছি এই শ্রমমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয়, তাতে তিনি উপস্থিত ছিলেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

হ্যাঁ, ছিলাম।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

যে শ্রমমন্ত্রীদের সম্মেলন হয় সেই সম্মেলনে সিনেমা এমপ্লয়ীজদের সম্বন্ধে সিনেমাটাও যাতে তাদের প্রস্তাবের মধ্যে ইনক্লুডেড হয় এইরকম একটা রেকমেন্ডেশন করেছেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

যে কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ হয়েছিল তার মধ্যে এই সমস্ত কিছু ছিল না।

Eviction of tea garden workers' family on the dismissal of the head of the family

29. (Admitted question No. 522.) **Sj. Bhadra Bahadur Hamal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that in the tea gardens of Darjeeling, Dooars and Terai on the dismissal of one worker in the family all the family members are dismissed; and

(b) if so, whether the Government propose to take any steps to protect the tea garden workers in this respect?

The Hon'ble Abdus Sattar: (a) The question apparently refers to the practice of evicting a tea garden worker's family from the garden premises on dismissal of the head of the family for any reason. This practice was in vogue in the tea plantations for many years in the past.

(b) The above practice has already been declared as illegal and unjustified by the Appellate Tribunal. Government have drawn attention of the employers to this fact that the practice has been outlawed and have asked them to discontinue it forthwith.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि दार्जिलिंग जिला चाय बगान की तरफ से ये जो illegal practice प्रथा . . . .

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

आपको क्या मालूम है कि ये illegal practice है ?

Mr. Speaker:

Illegal कौन बोला है ?

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

Sir, उत्तर में दिया है ।

Mr. Speaker: All right, put your question.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

मंत्री महोदय क्या बतलायेंगे कि चाय बगान के मजदूरों की छँटाई से उनके परिवारों को जो कष्ट होता है उसको बन्द करने का कोई उपाय किया जाया ?

The Hon'ble Abdus Sattar: A recent discussion has revealed that there have been, in fact, very few instances of this practice in the recent past. All such instances and those which may be brought to the notice of the Government will be dealt with in the prescribed manner on the basis of the Appellate Tribunal's decision.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

माननीय मंत्री महोदय को क्या मालूम है कि उसके बाद जैसे कोई M. L. A. या मेरी तरफ से ये सब illegal practice हो रहा है—ऐसी कोई चिठ्ठी या information मिला है ?

Mr. Speaker:

प्रश्न ठीक से पूछिए ।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि Darjeeling, Dooars के चाय बगान के मजदूरों के प्रति हुए illegal practice के बारे में मेरी कोई चिठ्ठी मिली थी ?

Mr. Speaker:

मेरी बात सुनिए । गवर्नमेन्ट ने ऐसे practice को illegal declare कर दिया है । जो लोग मालिक हैं उन्हे बोल दीजिए कि यह सब illegal है ऐसा आपलोगों को नहीं करना चाहिए । फिर भी यदि आप question करना चाहें तो कीजिए ।
The above practice has already been declared as illegal.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Labour Appellate Tribunal এই রায় কবে দিয়েছেন, জানতে পারি কি?

The Hon'ble Abdus Sattar: 25th June, 1956.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আপনারা মালিককে এই নির্দেশটা কবে দিয়েছেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

নির্দিষ্ট তারিখ আমার মনে নেই, তবে কয়েক মাসের মধ্যেই।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

কয়েক মাস দেরী করলেন কেন, এই নির্দেশটা দিতে?

Mr. Speaker: Everybody is supposed to know the law Ignorance of law is no excuse.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এই সময়ের মধ্যে এই প্র্যাকটিস অনুযায়ী কতজনকে ডিসমিস করা হয়েছে, লেবার অ্যাপেলেট ট্রাইবিউনালএর রায় বের হবার পর, সে সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয় কোন খবর রাখেন কি

The Hon'ble Abdus Sattar:

এই রকম কোন খবর আমার জানা নেই।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

ডুয়ার্স এলাকায় এই খবর মালিকদের কাছে পাঠাবার পর মালিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার পরেও ডুয়ার্সের দুটো চা-বাগানে, একটার নাম হল শ্রীনাথপুর, আর একটার নাম আমার ঠিক স্মরণ নেই সেখানকার চা-শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা তাদের অভিযোগ সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয়ের দপ্তরে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তিনি এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন কি

The Hon'ble Abdus Sattar:

এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

সেই ব্যবস্থাগুলি কি জানতে পারি কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

প্রথম ব্যবস্থা হল, অনুসন্ধান করা যে এই অভিযোগ সত্য কিনা; দ্বিতীয়তঃ ঐ অভিযোগ সত্য হলে আইন অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

তাহলে সেই ব্যবস্থাটা কি?

Mr. Speaker: Mr. Mazumdar, you are unnecessarily pursuing the question. He says that enquiry has been started. If, as a result of the enquiry, it is found to be true, steps will be taken in accordance with law. So, I do not think any more supplementary arises.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে লেবার অ্যাপেলেট ট্রাইবিউনালএর রায়ের পরেও ডুয়ার্সএর ভবতপুর চা-বাগানের ও বাংলাদেশের আরও অনেক চা-বাগানের মালিক পক্ষ হতে শ্রমিককে বহিষ্কার করেছিলেন, এবং সেটা সমর্থন করা হয়েছিল?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমার জানা নেই।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আপনি এই ইনফরমেশান জানেন না যখন, তখন বড় মুস্কিল হচ্ছে, কারণ এর উপর অনেক প্রশ্ন আছে।

Mr. Speaker:

আপনাকে খুসী করবার জন্য উত্তর চাচ্ছেন? আপনি ঐটা জেনেশুনে এসে মন্ত্রী মহাশয়কে চ্যালেঞ্জ করছেন।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার কথাটা শুনে বড় দুঃখিত হলাম। আমাকে খুসী করবার জন্য নয়, আমাকে ইনফরমেশান দেবার জন্য ওঁকে অনুরোধ করছি।

Mr. Speaker: The very frame of your question shews that you are fully conversant with what is going on there. Certainly, if the Labour Minister is in the know of things, you can put your questions, but as he is not, you cannot put them.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

স্যার, অসুবিধাটা হল একটা দিক আমরা জানি, সে দিকটা নিয়ে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেই ব্যাপারে তিনি কি করেছেন একটু আলোকপাত করবার জন্য বলছি।

Mr. Speaker:

উনি যা জানেন তাই বলেছেন।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

যদি না জানেন, তাহলে তাই বলুন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমি যে দুটো চা-বাগানের ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছিলাম.. .

Mr. Speaker:

দুটো নয়, আপনি একটার নাম করেছেন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

একটার নাম করেছি, আর একটার নাম আমার স্মরণ নেই। সেই ব্যাপারে ছয় মাস হয়ে গেল, তার প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বেই করেছি। এখন আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি, আর কত দিন লাগবে এই ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে?

Mr. Speaker: He will answer you on Monday. Question time over. Further supplementaries on this question held over.

[3-30—3-40 p.m.]

Non-official Resolution

Sj. Jyoti Basu: Mr. Speaker, Sir, the second resolution after balloting was on the Official Language Commission. We have been having some discussion with the Chief Minister on this point. We are very keen on discussing this particular resolution or a resolution of this nature. The Chief Minister has informed us that he is in correspondence with the Centre on the subject. Now our only request to you and to the Chief Minister through you is that in case the reply from the Centre is that even before our House meets next in February, the Parliament will decide to take up this subject, in that case a discussion should be held in this very session.

Mr. Speaker: That is what you told us in the past, Mr Basu. The reply has not reached us. Let us wait for sufficiently long time to see what answer we get.

[Discussion on Non-official Resolution No. (i) of Sj. Narayan Chobey.]

Mr. Speaker: Mr. Subodh Banerjee will kindly speak. The time allotted is seven minutes.

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার বক্তব্যের কেবলমাত্র যুক্তিগুলি আমি উপস্থিত করছি বক্তৃতা আমি দেব না। বিধানবাবু কতকগুলি অর্থনৈতিক প্রশ্ন এই বিধান সভার সামনে তুলেছেন এবং তার মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন যে, কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা যেতে পারে না বা কম্পেনসেটরী অ্যালাউন্স দেওয়া যায় না। সে অর্থনৈতিক যুক্তিগুলির অসারত্ব আমি প্রমাণ করতে চাই

His first argument is that of vicious circle of inflation

অর্থাৎ যদি কর্মচারীদের মাইনে বাড়ান হয় তাহলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে এবং সেই দাম বৃদ্ধির জন্য আবার মাইনে বাড়াতে হবে। এইভাবে মাইনে বৃদ্ধি আবার দাম বৃদ্ধি এবং তারজন্য মাইনে বৃদ্ধির একটা ভিসাস স্পাইরাল কার্যকরী হবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় অর্থনীতির ছাত্র কিনা জানি না, কিন্তু তবুও আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দেব যে, ঠিক এই প্রশ্নটিই ১৯৫৮ সালে গ্রেট ব্রিটেনএ উঠে ছিল। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্গট হেনরিমানএর ওয়েজ ফ্রন্ট বলে একটা বই আছে। সেইটে যদি তিনি পড়েন তাহলে দেখবেন এই প্রশ্নের সমাধান গ্রেট ব্রিটেনএ হয়ে গেছে। গ্রেট ব্রিটেনএ এ নিয়ে তখন প্রচুর আলোচনা হয়েছিল এবং সেই আলোচনাকালে যা স্থিরিকৃত হয়েছিল সেইটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি -

The main forms of argument may be examined. They can be summarised roughly as follows:

(1) In a period of shortage of consumer goods wage increases bid up prices and cause a vicious inflationary spiral of wages and prices to develop.

(2) Since all production costs are in the last resort reducible to wage costs, wage increases must cause an equivalent rise in costs and therefore in prices

এই দুটি প্রশ্ন ডাঃ রায় করেছেন এবং ঠিক এই দুটি প্রশ্নের উত্তরও গ্রেট ব্রিটেনে তখন দিয়েছে। সেখানে আলোচনার পর ঠিক হয় যে মাইনে বাড়ালে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে, এই যুক্তি ঠিক নয়, বরং জিনিসপত্রের দাম বাড়ার জন্যই মাইনে বাড়াতে হয়।

Prices increase first and wages follow at a distance.

ডাঃ রায়এর গোটা বক্তব্যটা একটা ভুল ধারণার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেটা কি - মনে করা কস্ট অব প্রডাকশনএর উপর একটা বাঁধা লাভ যা ধরে নেয় এবং তার উপরেই জিনিসপত্রের দাম কষা হয়। কিন্তু বাস্তবে এমনটি হয় না জিনিসপত্রের দাম লাভের জন্যই বাড়ান হয় এবং এইভাবেই সমস্ত জায়গায় আগে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে এবং তার ফলেই কর্মচারীরা বেতন বৃদ্ধির কথা বলে। সুতরাং ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেবার ডাঃ রায়ের যুক্তিটা অচল। এইসব অর্থনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দীর্ঘ সময় লাগবে বলে আমি শুধু এই বইখানা তাঁকে পড়ে দেখতে বলব।

তা ছাড়া তাঁর বক্তব্যে আর একটা বক্তব্য অবলুপ্তিভাবে বলা হচ্ছে। কর্মচারীদের মাইনে বাড়ালেই ইনফ্লেশান দেখা দেবে। এই যুক্তি দিয়ে মাইনে বাড়াবার দাবী অস্বীকার করবার অর্থ মালিকের হাতে যদি বাড়তি ক্রয়ক্ষমতা থাকে তাতে ক্ষতি নেই তাতে ইনফ্লেশন দেখা দেবে না এই যুক্তি প্রচ্ছন্নভাবে চালু করা। কর্মচারীদের যদি ২৫ পারসেন্ট কম্পেনসেটরী অ্যালাউন্স দেওয়া যায় তাহলেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে, আর মালিকদের হাতে বাড়তি ক্রয়ক্ষমতা থাকলে ইনফ্লেশান দেখা দেয় না। এই ধারণা ভুল। মালিকদের হাতে বাড়তি ক্রয়ক্ষমতা থাকার জন্য অস্বাস্থ্যকর ফাটকাবাজি প্রশ্রয় পায় এবং তার জন্য জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। আমাদের দেশে আজকের দিনে যে দাম বেড়েছে তার প্রধান কারণ এই অস্বাস্থ্যকর ফাটকাবাজি যার মূলে রয়েছে মালিকের হাতে বাড়তি ক্রয়ক্ষমতা। মালিকদের হাতে যে বাড়তি টাকা গিয়ে জমেছে সেই

টাকায় মালিকরা ফাটকাবাজি করছে। এই ধরণের স্পেকুলেশানএর ফলে পরে ইকনমিক ক্ল্যাসএর দিকে দেশের অর্থনীতিকে চালিত করে। আমাদের দেশের অর্থনীতিকে পুঁজিবাদীরা সেই দিকেই যে নিয়ে চলেছে এ কথাটা আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেব। তা ছাড়াও তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেব যে, মালিকের বাড়তি ক্রয়ক্ষমতার জন্য ক্যাপিটাল গুডসএর দাম বাড়ে যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ভোগ্যবস্তুর দামও বাড়ে। হয় তাঁকে আর একটা কথাও স্মরণ করিয়ে দেব যে আমেরিকাতেও এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমেরিকা ১৯৪২ সালে

investigation of concentration of economic power—Monograph No. 5, p. XXI

যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে এই প্রশ্নগুলি সেখানে আলোচিত হয়েছে। আলোচনার পর কমিটি এই সিদ্ধান্তে এসেছে—

it appears to be usual for price changes to bring about wage changes.

অর্থাৎ আগে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে তারপরে মজুরিকে তার পিছনে পিছনে যেতে হয়। মজুরী বেঁধে দিয়ে মূল্যবৃদ্ধিকে বন্ধ করা যায় না। মূল্যবৃদ্ধিকে যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে

stricter control of price

এর দরকার। তা করতে না পারলে একদিকে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে আর অন্যদিকে শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরি বেঁধে দেওয়ায় তাদের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাবে তাতে শুধু তারাই মারা পড়বে না, দেশের মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হবে এবং অধিকতর উৎপাদন ও শিল্পোন্নতি প্রচেষ্টা বানচাল হবে। এইটাই এখন হচ্ছে সাধারণ মানুষ, কর্মচারী, শ্রমিক প্রভৃতির জীবনধারনের মান দিনের পর দিন মূল্যবৃদ্ধির জন্য মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিংএর চেয়েও নীচে নেমে যাচ্ছে। এই

minimum standard of living and National wage structure

নিয়ে আমাদের দেশে কিছু আলোচনা হয়েছে। শুধু তাই নয়—প্ল্যানিং কমিশন এ বিষয় নিয়ে নির্দেশ দিয়েছে। ট্রাইবিউনাল অ্যাওয়ার্ডগুলিতেও কিছু কিছু এই নীতি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি এই মিনিমাম ওয়েজ না দেয় তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের বাঁচার কোন অধিকার নেই ফেয়ার ওয়েজেস কমিটি এই কথা বলেছে। সরকারী ক্ষেত্রে এটা আরও বেশী প্রযোজ্য। এই সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ান হাইকোর্টগুলির রায় এবং

Gajendra Gadkar এবং Bank Award

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে পড়ে দেখতে বলি। ডি. এ কমিটি রিপোর্টএ পরিস্কার করে স্বীকার করে নিয়েছি যে সরকারী কর্মচারীদের

[3-40 - 3-50 p.m.]

যে জনসাধারণের উপর ট্যাক্স না বাড়িয়েই এই ২৫ পারসেন্ট ভাতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে মিডল ইনকাম গ্রুপএর ক্ষেত্রে আর লোয়ার গ্রেড স্টাফদের ১০০ পারসেন্ট বৃদ্ধি দেওয়া যেতে পারে। আমি তাঁদের ডি. এ. কমিটির রিপোর্ট পড়ে দেখতে বলতে চাই। অল্প সময়ে সেই সব কথা বলা সম্ভব নয়। কাজেই 'টাকা নাই, দিতে পারব না'—এসব কথা বলতে সরকার পাবেন না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: On a matter of personal explanation. My friend, Mr. Subodh Banerjee, has misquoted me. He has forgotten two conditions that I said are existing and which might lead to inflation, viz., the first was restricted availability of consumer goods and the absence of any fixation of the higher prices. These two conditions being here, any increase in wage will lead to inflation.

Sj. Chitto Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সকলের আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের জীবনযাত্রা এবং তাদের আয় সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো যে

comprehensive statistics of staff employed under the Government of West **Bengal**

যেটা ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছাপা হয়েছিল তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাতে অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১৫৭,৭৬২ জন সরকারী কর্মচারী আছে এবং শতকরা ৪৪ জন স্থায়ী, ৪৬ জন অস্থায়ী এবং ১০ জন ওয়ার্ক চার্জড কনটিনজেন্সি ইত্যাদি। তাদের ভাতা সহ বেতনের পরিপূর্ণ লিস্ট আমার কাছে আছে। সেই লিস্ট পড়তে গেলে অনেক সময় কেটে যাবে। তা না পড়ে তা বিশ্লেষণ করে আমি তা থেকে যে ফলাফল পাওয়া যায়—আপনার কাছে বলছি, তাতে দেখি সরকারী শ্রমিক ও কর্মচারীদের মধ্যে ৬৬ পারসেন্ট হচ্ছে ১০০ টাকার কম সর্বসাকুল্যে বেতন পেয়ে থাকেন। এবং এই যাঁরা ১০০ টাকার কম বেতন পান তাঁদের সংসার যাত্রা কিভাবে নির্বাহিত হতে পারে তা আপনি নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেন। এই পে স্কেল রিভিশন করা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ পর্যন্ত কিছুই করেন নি, যদিও ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সরকারী কর্মচারীদের জন্য একটা 'পে স্কেল রিভিসন' করা হয় তথাপি অর্থনৈতিক কারণে, জিনিসের মূল্য বৃদ্ধিজনিত তাদের যে দুর্দশা সে কথা বিবেচনা করা হয় নি। তখন বিবেচনা করা হয়েছিল চারটা জিনিস। (১) ১৯৪৬-৪৭ সালের অন্তর্বর্তীকালীন যে ভাতা সেই ভাতা পে স্কেল-এর অন্তর্ভুক্ত করা, (২) স্কেলের সংখ্যা হ্রাস করা, (৩) ১৯৩৯ সালের স্কেল একত্র করা এবং (৪) অন্যান্য সম্পর্কিত সংস্কারসাধন করা। কিন্তু এর মধ্যে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে সে কথা বিচারাধীন আনা হয় নি। তার ফলে দেখলাম ১৯৫০ সালে যে 'পে স্কেল' রিভিশন হল তাতে ১৯৩৯ সালের দ্রব্যমূল্যের সূচক সংখ্যা যদি ১০০ থাকে এবং বেতনও যদি ১০০ হয়ে থাকে তাহলে ১৯৫০ সালে যখন দ্রব্যমূল্যের সূচক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৫ তখন চাকুরীয়াদের অর্থাৎ সরকারী শ্রমিক কর্মচারীদের সর্বসাকুল্যে বেতন হচ্ছে ২২৪, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অর্থনৈতিক অবস্থাটা বিবেচনাধীনে আনা হয় নি। মিঃ স্পীকার স্যার এই সরকারী কর্মচারী ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত কর্মচারী রয়েছে, যারা মার্কেন্টাইল ফার্ম-এ কাজ করে তাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করলে দেখি এই শেষোক্ত কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা ৭০ টাকা বেতন পান তাঁদের ডি এ হয়েছে ৮০ টাকা আট আনা, যাঁরা ১১০ টাকা বেতন পান তাঁদের ডি. এ হয়েছে ১২৬ টাকা আট আনা, আর যাঁরা ১৬০ টাকা বেতন পান তাঁদের ডি. এ. ১৮৪ টাকা। এর তুলনায় গভর্নমেন্ট কর্মচারীরা কত পান? আমরা দেখি যে যাদের বেতন ১ থেকে ৫১ টাকা তাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডি. এ দেন ৪০ টাকা, বোম্বাই গভর্নমেন্ট দেন ৪০ টাকা, কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট দেন ২৫ টাকা। আর ৫১ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত যাদের বেতন তাদের কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট দেন ৫০ টাকা, বোম্বাই গভর্নমেন্ট দেন ৫০ টাকা। আর আমাদের এখানে গভর্নমেন্ট দেন ৩৫ টাকা। এই তথ্যগুলো আর বেশী আপনার কাছে বলছি না, বলতে গেলে সময় চলে যাবে। মাত্র ৭ মিনিট টাইম পেয়েছি, কাজেই সব বলব না। এর দ্বারা আমি প্রমাণ করতে চাই কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের কাছে সরকারী কর্মচারীরা যে ডি এ. পান আমাদের রাজ্যসরকারের কর্মচারীরা সেই পরিমাণ পান না। এমন কি, মার্কেন্টাইল ফার্ম-এ যে ডি. এ. পেয়ে থাকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীরা সে ডি. এ. পর্যন্ত পেয়ে থাকেন না। এর ফলে আমরা দেখছি যে কলিকাতার 'মিডল ক্লাস'এর 'কস্ট অব লিভিং' কি করে দিনের পর দিন বেড়ে গিয়েছে। আমরা দেখতে পাই সর্বসাকুল্যে যেখানে ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে ৪২৪ ছিল সেটা ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে ৪৩৪ হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমার সোর্স হচ্ছে ক্যাপিটাল আর একটা কথা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে লেবার গেজেট তাতেও যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে ১৯৫৬ সালের মে মাসে যেখানে ছিল ৩৫০ ৪ ১৯৫৭ সালের মে মাসে সেটা বেড়ে গিয়ে হয়েছে ৩৬৭·১। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি যে স্টেট স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরোর যে মন্তব্য লিখেছেন সেটা হচ্ছে এই

as is to be expected, the concentration of Government employees is highest in Calcutta.

এ সম্পর্কে আমরা বলি তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের বেতন না বাড়াবার কোন কারণ নেই। এই প্রসঙ্গে ইনফ্লেশান সম্বন্ধে যে কথা উঠেছে সুবোধবাবু সে কথা সম্বন্ধে ভাল করেই বলেছেন, সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নাই। ডাঃ মৈত্রেয়ী বোস আগের দিন বলেছিলেন যে এদের বেতন আর বাড়াবার প্রয়োজন নেই, যখন এক্রয়েড নীতি অনুসারে মিনিমাম ওয়েজ তৈরি করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আমার জিজ্ঞাসা এক্রয়েড থিওরি অনুসারে যেখানে ফুড রিকয়ারমেন্ট ২,৮০০ ক্যালোরি, ক্লোদিং আঠার গজ, হাউসিং এবং অন্যান্য যে

সমস্ত মিসলেনিয়াজ—তাতে শতকরা ২০ ভাগ সর্বসাকুল্যে হয় সেই অনুসারে হিসাব কোরে দেখলে বুঝবেন আমাদের দেশের সরকারী কর্মচারীরা এর চেয়ে কম পান বা বেশী পান।

[At this stage the red light was lit.]

আর দু মিনিট স্যার, আমার অনেক বলবার ছিল—

Mr. Speaker:

আরও অনেকের অনেক বলবার আছে।

Sj. Jagannath Majumder:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে যে প্রস্তাব এখানে এসেছে সেই প্রস্তাবটা যদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে প্রস্তাবটার বেশীর ভাগ সেন্টিমেন্টাল তার ভিতর সায়েন্টিফিক জিনিস কমই আছে। প্রস্তাবটা প্রথমে দেখেই মনে হচ্ছে যে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি একটা আকস্মিক ব্যাপার। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতবর্ষে এই মূল্য বৃদ্ধি একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। সমস্ত পৃথিবীতেই একটা মূল্য বৃদ্ধি চলেছে এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষেও মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। মূল্য বৃদ্ধির কতকগুলি কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষের যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলেছে এই পরিকল্পনার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই মূল্যবৃদ্ধির বিচার করতে হবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়াস ও তার ভিত্তি রচনার কাজ চলেছে। যে কোন দরিদ্র দেশের পক্ষে কনজামসানএর স্ট্যান্ডার্ড কমিয়ে ইকনমিক সারপ্লাস বাড়াবার চেষ্টা করতে গেলে সেই সারপ্লাস দিয়ে যদি ভবিষ্যতের সম্পদ সৃষ্টির ভিত্তি রচনা করা যায় তাহলে খানিকটা চাপ দেশের জনসাধারণের উপর পড়বে এবং সেই চাপটা যদি একটা 'ডেমোক্রাটিক কান্ট্রি' হয়, যদি গণতান্ত্রিক পরিবেশ হয়, তাহলে জনসাধারণ সাধারণভাবে সেই চাপ সহ্য করবার আগে যে আপত্তি জানাবে এটা স্বাভাবিক।

[3-50—4 p.m.]

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরিভাষায় বলা যায়
planning with unbalanced growth.
ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ, সুতরাং আমাদের দেশে
planning with unbalanced growth.

অর্থাৎ আমাদের যে ইকনমিক সারপ্লাস যা দিয়ে আমাদের প্ল্যানিংএর ভিত্তি রচনা করবে সেই ইকনমিক সারপ্লাস পেতে গেলে এই আনব্যালান্সড গ্রোথ অর্থাৎ কিছুটা কনজাম্পসন ইকনমির উপর আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হবে। রুশ দেশে এরকম প্রথম আনব্যালান্সড গ্রোথ হয়েছিল এবং সেখানে সেজন্য ইকনমিক সারপ্লাস পাবার জন্য চরম পন্থা অবলম্বন করেছিল এবং সেই দেশে একটা সম্ভব হয়েছিল—ডিক্টেটরিয়াল দেশ বলে। আমাদের ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ, আমাদের দেশে সব রকম লোকের মতামত প্রকাশ করবার সুযোগ আছে। সেজন্য আমাদের দেশে যখনি একমাত্র চাপ জনসাধারণের উপর পড়ে, সেই চাপে তখন জনসাধারণের বিরক্তির অভিব্যক্তি আমাদের দেশে হয়। সেজন্য রুশ দেশে যা আছে তা আমাদের দেশে পেতে গেলে, সেই ইকনমিক সারপ্লাস আমাদের দেশ ততখানি

consumption standard at the rock bottom level

এ আনতে হয়, যা আমাদের দেশে সম্ভব নয়। সেজন্য আজকে যতটা সারপ্লাস আর্নিং জনসাধারণের হাতে যাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে তার কিছুটা অন্ততঃ এই কনজিউমার গুডস দিয়ে তাদের ডিমান্ড পরিপূরণ করতে হবে। এবং পরিপূরণ করার নিতান্ত পরিকল্পনাকারীরা চিন্তা করেছেন। আর একটা জিনিস এই প্রস্তাবে রয়েছে। মূল্য বৃদ্ধির বিভীষিকা এর ভিতর আছে। এখন ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবঙ্গের বিষয়ে চিন্তা করে যদি দেখি তাহলে এই বিভীষিকা এর ভিতর আনতে পারে না। এবং একটা কথা বলা হয়েছে—

continuous rise in prices of essential commodities.

এই কন্টিনুয়াস রাইজ আমরা দেখি না। এই ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবঙ্গের মূল্য বৃদ্ধির ইতিহাসকে যদি পর্যালোচনা করে দেখি—তাহলে আমরা পাঁচটি স্তরে এই মূল্য বৃদ্ধির ইতিহাসকে আলোচনা করতে হবে। প্রথম কোরিয়ার যুদ্ধের সময় ১৯৫০-৫১ সালের পরে—এই মূল্যবৃদ্ধি খুব বেশী প্রকট হয়েছিল এবং এই কোরিয়া যুদ্ধের বিভীষিকার পর আস্তে আস্তে ইকনমিক আবার একটা স্বাভাবিক পরিণতির দিকে যায় এবং আস্তে আস্তে মূল্য মান নীচের দিকে যায়। আবার একটা স্তরে আসে যখন আবার কিছুটা মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং আর একটা স্তরে ১৯৫৫ সালে মূল্য মান আবার কমের দিকে চলে গিয়েছে। আমরা ১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত মূল্য মানের ইতিহাস যদি দেখি তাহলে, এই ছ বছরের ইতিহাস রচনা করলে এই কয়টি পর্যায়ই দেখবো। এটা যে কন্টিনিওয়াজ রাইজ হয়েছে তা নয়। আমার মনে হয়, যতদূর স্মরণ আছে--আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা ১৯৫৫ সালের একটা প্রস্তাব—নন-অফিস্যাল প্রস্তাব এনেছিলেন তখন তারা বলেছিলেন যে মূল্য মান নিম্নের দিকে বিশেষতঃ কৃষিজাত দ্রব্য এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিম্নাভিমুখী এটা প্রতিরোধ করা উচিত এবং গভর্নমেন্টএর তার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। সুতরাং কন্টিনিওয়াজ গ্রোথ এটা বলা যায় না। এবং এই যে মূল্য মান উঠানামা করছে সেটা যে খুব অস্বাভাবিকরূপে করছে তাও আমাদের মনে হয় না। আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ভিতর যে ব্যাপক অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে বা হয়েছে তার তুলনায় অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক ঘটছে বলে বলা যায় না।

সুতরাং আজকে একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে এবং বলবারও আছে যে এই যে অপারেশনাল ক্লজগুলি রেজলিউসনে রয়েছে- তাঁরা যে পন্থা অবলম্বন করতে চান এই মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করবার জন্য কিম্বা এই সমস্যা সমাধান করবার জন্য সেগুলি খণ্ড খণ্ড করে তাঁরা রেখেছেন। যেখানে একটা ওভারঅল প্রোবলেম সামগ্রীক প্রোবলেম সেখানে তাঁরা সেকশনাল উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছেন, যে নন-গেজেটেড কর্মচারী ১ লক্ষ ৬০ হাজার এবং ৫ লক্ষ যে মজুর আছে মিল শ্রমিক বা বেসরকারী কর্মচারী তাদের মাইনা বৃদ্ধি বা তাঁদের এ্যালাউয়েন্স বৃদ্ধির দিকে তাঁরা নজর দিয়েছেন। কিন্তু আজকে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় তিন কোটি জনসাধারণ যে সামগ্রীক সমস্যার অন্তর্গত হয়েছেন তাতে এই সেকসনাল পন্থা যদি অবলম্বন করা যায় তাহলে সমস্যা আরো কঠিন হবে, সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ তাঁরা অতিরিক্ত পার্চেজিং পাওয়ার নিয়ে যদি জনসাধারণের সঙ্গে কম্পিটিশন করেন তাহলে জনসাধারণের সেখানে অসুবিধা হবে। সুতরাং সমস্যা সমাধানের প্রকৃত পন্থা হচ্ছে মাইনা বৃদ্ধির বদলে তাঁদের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস যদি কন্ট্রোল দরে কিনতে পারে, তাঁদের গণ্ডীর মধ্যে ক্ষমতার মধ্যে যদি তাঁরা পান নিজস্ব কেন্দ্র থেকে বা নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বা নিজস্ব কর্মকেন্দ্র থেকে তাহলে তাতে জনসাধারণের সুবিধা হতে পারে, তাঁদেরও সুবিধা হতে পারে। তা না হলে এই প্রস্তাব রচনাকারী বলতে পারেন না যে আজকে যদি ২৫ পার্সেন্ট মাইনে বৃদ্ধি করা যায় সেটা কালকে বজায় থাকবে অর্থাৎ মানিটারী ওয়েজটা রিয়েল ওয়েজ হতে পারে না এবং কালকে সেটা মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। সুতরাং আজকে এই যে প্রস্তাব এসেছে এটা সমস্যা সমাধানের প্রকৃত পন্থা নয় এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Haridas Mitra:

মিঃ স্পীকার স্যার জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রায় মান বৃদ্ধির জন্য ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান......

Mr. Speaker: Mr. Mitra, may I remind you that only five minutes have been allotted to you by your party.

Sj. Haridas Mitra: Yes, Sir,

ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার এবং সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান হয়েছে। আমরা দেখছি যে সরকার ঘোষণা করছেন যে ১৮ পার্সেন্ট আমাদের জাতীয় আয় বেড়েছে। আমরা দেখছি দেশের জাতীয় আয় যদি বেড়ে থাকে তাহলে সেই আয় বেড়েছে কাদের ধনী আরো বেশী ধনী হয়েছে এবং সেই আয়ের সম্পূর্ণ সুযোগ ধনীরা নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা নন-গেজেটেড কর্মচারী আছেন তাঁদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩৮৫। এর মধ্যে ৭৬ হাজার ৫৪৪ জন, তাঁরা ৭৫ টাকার

কম মাইনে পান। প্রতিদিন সেখানে মুদ্রাস্ফীতির ফলে ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে সেখানে একটা পরিবারের পক্ষে ৭৫ টাকায় মাসে খরচ চালানো কি অসম্ভব ব্যাপার মিঃ স্পীকার স্যার, সেকথা আপনি জানেন। জগন্নাথ মজুমদার মহাশয় বল্লেন যে এটা সেন্টিমেন্টের ব্যাপার কিন্তু আমরা বলি এটা বাঁচবার কথা। এটা তাঁদের পক্ষে সেন্টিমেন্টের ব্যাপার হতে পারে কিন্তু মধ্যবিত্ত দরিদ্র কর্মচারীদের পক্ষে এটা বাঁচবার কথা, এটা কোন সেন্টিমেন্টের ব্যাপার নয়। তিনি আর একটা পয়েন্ট বলেছেন যে এই রিজলিউসন সেকসানালভাবে আনা হয়েছে, আমি বলবো যে এটা সেকসানালভাবে আনা হয় নি। আমাদের রিজলিউসন পরিষ্কার—একদিকে সরকারী কর্মচারী, অন্যদিকে বেসরকারী কর্মচারী—এই সমস্ত মানুষের জন্য আমরা এই রিজলিউসন এনেছি। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের অন্ততঃপক্ষে ১৭-১৮ লক্ষ লোকের জীবনমরণ সমস্যার প্রশ্ন এতে জড়িত আছে।

[4—4-10 p.m.]

সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ৪০ টাকা ভাতা দেন, বোম্বে গভর্নমেন্টও ৪০ টাকা ভাতা দেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেখানে ২৫ টাকা ভাতা দিচ্ছেন। এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীরা ভাতা বৃদ্ধির দাবী জানিয়ে আন্দোলন করেছিলেন। সরকার যেখানে উচ্চ বেতনের কর্মচারীদের এক-দেড়-দুই হাজার টাকা মাইনে দিতে পেছপা হন না, ধনিকদের যেখানে আরো ধনী করবার ব্যবস্থা করছেন সেখানে এইসব কর্মচারীদের বেলায় তাঁরা দুই টাকা স্যাংসন করলেন। এই আন্দোলনের ফলে তাঁরা দুই টাকা পেলেন যেখানে লক্ষ লক্ষ কর্মচারী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্টেটম্যান কাগজে এ সম্বন্ধে যে একটা ইনডেক্স বেরিয়েছিল আমরা সেটা রেফার করতে পারি। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের কথা বাদই দিলাম। কিন্তু আমাদের সরকার একটু চিন্তা করে দেখুন আজকে যদি এই সমস্ত পরিকল্পনাকে কৃতকার্যতার পথে নিয়ে যেতে হয় তাহলে সরকারী কর্মচারীদের স্যাটিসফায়েড করা দরকার, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটান দরকার। সরকারী কর্মচারীরা তো ওভার টাইম পান না, তাঁদের হোল টাইম কাজ করতে হয়। এটাও সরকারের চিন্তা করা দরকার। আমার শেষ কথা আমাদের সরকার সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়বার কথা বলেন ; কিন্তু একদিকে উচ্চ বেতনের কর্মচারীদের আড়াই-তিন হাজার টাকা মাইনে হবে আর সর্বনিম্ন কর্মচারীদের মাইনে হবে ৫৫ টাকা -এটাই কি তাঁদের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়নের আদর্শ? নিজের ঘরে যে আদর্শ দেখাবেন সেটাই বাইরে লোকের কাছে প্রকট হবে। এটা আমি সরকারকে ভেবে দেখতে বলি। প্রাইভেট ফার্মগুলি অনেক ডিভিডেন্ড দেন। তাদের বড় বড় কর্মচারীদের বাড়ী গাড়ী দেন, অন্যান্য নানারকম সুযোগসুবিধা দেন। তারপরও তারা ফাইনান্স কর্পোরেসান থেকে সাহায্য নেন, কিন্তু দরিদ্র কর্মচারীদের বেলায় কিছু দেবার কথা উঠলেই তাঁরা বিরোধিতা করেন।

Dr. Ranendra Nath Sen:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, প্রথমেই আমি ডাঃ রায় সেদিন যে তথ্যগুলি দিয়েছিলেন সেই তথ্যগুলি যে ভুল তা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তিনি আমাদের কাছে যে চিঠি দিয়েছিলেন সেই চিঠি পড়লেই বুঝা যাবে তাঁর তথ্যগুলি কিরকম ভুল। তিনি বলছেন, প্রডাকশান ফিগার ১৯৫১ সালে ১২৮, কিন্তু কারেন্সি অ্যান্ড ফাইনান্স রিপোর্টএ তাঁরা বলছেন ১৩২·৮ অর্থাৎ ৩৩এর কাছাকাছি। এই হোল এক নম্বর। দুই নম্বর হচ্ছে, তিনি বলেছেন তাঁর চিঠিতে—

increase in national income is made up of increase in agricultural production to the extent of 50 per cent., increase in industrial production by 16 to 20 per cent.

সেখানে কারেন্সি ফাইনান্স রিপোর্টএ ট্রেন্ডস ইন ন্যাশনাল ইনকাম চ্যাপটার বলে যে চ্যাপটার আছে সেটা দেখবার জন্য ডাঃ রায়কে বলছি। ঠিক উল্টো কথা বলেছেন। তাঁরা সেখানে বলেছেন ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৫৫-৫৬ সালে

contribution of agriculture and animal husbandry and ancillary activities has been reduced by 13.9, contribution of mining and manufacturers of small industries has increased by 22 per cent.

অর্থাৎ তিনি যেটা লিখেছেন তার উল্টোটাই রিজার্ভ ব্যাংকএর পুস্তকে দেয়। কিন্তু এই ভুল তথ্যের উপর তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, না, বাড়ান যায় না। কোনরকমেই বেতন বাড়ান যায় না। আমি এখনে বলছি, ইন্ডাস্ট্রিগুলির দেবার ক্ষমতা আছে কিনা। রিজার্ভ ব্যাংকএর ফিগারএ পরিষ্কার রয়েছে ৭৫০টা কোম্পানীর ৫৩·৮ ইনক্রিজ হয়েছে রেট অব. প্রফিট। ইস্টার্ন ইকনমিস্টও স্বীকার করেছেন ৮৮ ইনক্রিজ হয়েছে। এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, ডাঃ রায় ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করেন এবং তাঁর অফিসাররা তাঁকে ভুল পথে পরিচালিত করেন—১৯৪০ সালের তুলনায় যদি ২ কম থাকে তাহলে আর বাড়ানোর জাস্টি-ফিকেশন নাই কেন? প্রডাকশন বাড়লো, প্রাইস বাড়ালো, প্রফিট বাড়ালো, সব কিছুই বাড়লো, তথাপি গরিব কর্মচারীদের বেতন বাড়ান যাবে না, তাতে ইনফ্লেশন হবে, এই তাঁদের সোস্যালিজমের ধরণ। তাঁরাই আবার ওয়েলফেয়ার স্টেটএর কথা বলেন। কিন্তু যখনই বড় বড় মালিকদের প্রফিটএর আঘাত দেবার কথা হবে তখনই ইনফ্লেশন কথা বলেন। যদি ইনফ্লেশনএর কথাই বলেন, এই ইনফ্লেশন কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে বিধানবাবু সে কথা বলেন নি। এটা আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তারা ৪০০ কোটি টাকা ডেফিসিট ফাইনেন্সিং করেছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শেষ দিকে ১৯৫৫ সালে ইনফ্লেশন দেখা গেল। তখন এক পয়সাও বেতন বাড়ান হয় নি। ১৯৫৬-৫৭ সালে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এর রিপোর্টে রয়েছে তারা ৩০০ কোটি টাকা ডেফিসিট ফাইনেন্সিং করেছেন। এত কোটি কোটি টাকার নোট ছেপে বাজারে ছাড়বেন, আর ইনফ্লেশন হবে না? তারা ট্যাক্সেসান বাড়িয়ে যাবেন বছরের পর বছর, জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই বেড়ে যাবে এগুলি তারা চেক করতে পারেন না। তারা স্পেকিউলেটরদের চেক করতে পারেন না। কেবল গরীব কর্মচারীদের বেতন বাড়ালেই ইনফ্লেশন হবে। আমরা একথা বলি না যে নতুন নোট ছাপুন, কিন্তু আমরা একথা বলি যে, প্রফিটস ন্যায্যভাবে শেয়ার্ড আউট হোক এবং ন্যায্যভাবে সেটা কর্মচারীদের দেওয়া হোক। তাঁরা কেবল স্পাইরালএর কথা বলেন, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর কোথায় ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করতে পেরেছে প্রাইস এ্যান্ড প্রফিট চেক না করে, না বেঁধে দিয়ে? বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইনফ্লেশন চেক হতে পারে। প্রফিট কম ও প্রাইস কন্ট্রোল করুন। এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ কন্ট্রোল করবার, অন্য কোন পথে কন্ট্রোল করা যায় না। ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারীদের ব্যাপারে বলেছেন, আমি ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেব কোথা থেকে? তিনি বলেছেন তারা ৮০ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই বের করে দিয়েছেন। তাহলে হিসাবে দেখা যায়, কর্মচারীদের দাবীর মধ্যে বাকী থাকল ২০ টাকা। এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে ন্যায্য দাবী আদায় করতে পারেন না। কেন আপনারা ফাইনান্স কমিশন থেকে আদায় করতে পারেন না? সেন্ট্রার থেকে টাকা আনুন। তারা বাংলাদেশকে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। টাকা যদি আনতে পারেন তাহলে কর্মচারীদের এফিসিয়েন্সি বাড়বে, ডিপার্টমেন্টের করাপশন কমবে। এই সরকার টপ হেভি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে এঁরা স্বীকার করেন না। কিন্তু এঁদের বেতন আপনারা কমাতে পারেন না। যাই হোক, বর্তমানে যে ডিসপ্যারিটি রয়েছে তা দূর করা দরকার। কিন্তু আপনারা তা করেন না, আপনারা কেবল বলেন, টাকা নাই। টাকা নাই তো, টাকা পাবার ব্যবস্থা করুন। যা দিতে পারেন তাই ঘোষণা করুন। আমার কথা হচ্ছে, ৫৫ হাজারের বেশী কর্মচারী ৭৫ টাকার কম বেতন পান।

[4-10—4-20 p.m.]

সুতরাং আমার সেখানে কথা হচ্ছে যেখানে ৫৫ হাজারের বেশী কর্মচারী ৭৫ টাকার কম পায়, ১৬ হাজারের বেশী কর্মচারী ৫০ টাকার কম পায়, সেখানে তিনি কি করে তাঁর গভর্নমেন্টকে বলতে পারেন, যেখানে এইরকম অবস্থা দাম বেড়ে যাচ্ছে, ট্যাক্স বেড়ে যাচ্ছে, এই ইনফ্লেশান কারা সৃষ্টি করেছে, কাদের অর্থনৈতিক পলিসির ফলে এটা হয়েছে, সেখানে কি করে কর্মচারীদের বঞ্চিত করতে পারেন টাকা নেই—এই কথা বলে? এটা অন্যায় কথা, এটা গভর্নমেন্টের বোঝা দরকার। সুতরাং ইনফ্লেশনএর ধুয়া তাঁরা যত কম তোলেন, তত ভাল। সেদিন শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী বসু—হঠাৎ একটু ক্ষুব্ধা হয়ে বক্তৃতা দিলেন, এটা আমরা আশা করি নি। এ সম্পর্কে আমি দু-একটি কথা বলবো, ডাঃ রায়ও একটু শুনে রাখুন। তিনি কেন হঠাৎ ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হলেন গরীব কর্মচারীদের বেতন বাড়াবার প্রস্তাব শুনে, সেটা আমি বুঝলাম না। তাঁরা আই এন. টি. ইউ. সি.র

সেক্রেটারী কে পি ত্রিপাঠী, তাঁর বক্তৃতা পার্লামেন্ট থেকে টুকে নিয়ে এসেছি। তিনি বক্তৃতার মধ্যে বলেছেন পরিষ্কার করে শ্রীঅশোক মেহটার বক্তৃতার বিরুদ্ধে, ইনফ্লেশন ইত্যাদির বিরুদ্ধে। সেখানে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলছেন যে ১৯৩৯এর তুলনায়

wage index 102, production index 113. What happens to this extra production? Now workers are getting low wages—minimum wages. Therefore it is necessary

যে তাদের ইনক্রিজ প্রডাকশান তাদের দিতে হবে। আর একটা জায়গায় বলেছেন তাতে গভর্নমেন্ট স্টাফরা সেটিসফাইড থাকবে। সুতরাং স্টেট এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর এ্যাফিসিয়েন্সি বাড়াবার জন্য এইসব প্রয়োজন হয়। তাঁর সেক্রেটারী এই বক্তৃতা দিয়েছেন, সেটা ডাঃ মৈত্রেয়ী বসুর জানা উচিত ছিল। এখন তিনি লেবার মিনিস্টার। আমরা বলেছি যে স্ট্রাইক না করলে কোন কাজ হয় না। ধমকে না দিলে, স্ট্রাইক না করলে কিছু হয় না। 'কোলে' তাই হয়েছে। তাঁর সেটা জানা উচিত ছিল যে স্ট্রাইক নোটিশ দিলে তারপর ট্রাইবুনাল বসলো। কিন্তু আগে স্ট্রাইক হলো, তার ফলে সেখানে বেতন বৃদ্ধি হলো। এটা ঐতিহাসিক সত্য। তিনি আবার টি ওয়েজ-এর ব্যাপার, ইনফ্লেশন স্প ইরেল ব্যাপার বলে গেলেন। তিনি অর্থনীতির ব্যাপারে কিছুই জানেন না। আবার তার মধ্যে তিনি বলেছেন যে বেতন বাড়লে বাজারে কিছু দাম বেড়ে যায়। এটা তিনি কোথায় দেখলেন, বাড়লো কবে? তিনি বললেন ১৯৫১ সালে নাকি দেখেছেন যে কোরিয়ায় যুদ্ধ বাধলো, আর তেজপাতার দাম বাড়লো। আমি বলবো তেজপাতা কেন, ঘুটেরও তো দাম বেড়েছে কোরিয়ার যুদ্ধের সময়। এটা কি বেতন বাড়ান ফলে হয়েছিল, না, যুদ্ধের ফলে ওয়ার স্পেকুলেশনএর জন্য হয়েছিল? তাই আমি বলি যে জিনিসটা তিনি জানেন না, সেই জিনিস বললেন, ভুলভাবে অবতারনা করলেন। এর কোন দরকার ছিল না। সেই কথাটাই আমি শুধু তাঁকে বলছি।

আজকের দিনে প্রশ্ন তুলেছেন নিড বেসিস। আমি এখানে ওয়েস্ট বেংগল লেবার গেজেট থেকে পড়ে শোনাব। তাঁদের যে ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স হয়েছিল, সেখান থেকে যে প্রস্তাব পাশ হয়েছে, তা শুনলে স্পীকার মহাশয়, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। সেখানে প্রস্তাব পাস হল ২৫ পার্সেন্ট কেস ৫০ পার্সেন্ট বাড়াতে হবে অবিলম্বে। চার জনকে ইউনিট করে ধরতে হবে। ১৮ গজ কাপড় মাথাপিছু ধরতে হবে। ভারতবর্ষে এখন কত কাপড় কনজাম্পশন হয়? ১৫-১৬ গজ। এখন ১৮ গজ অর্থাৎ ৪×১৮=৭২ গজ কাপড় সেখানে পরিবার পিছু বছরে দরকার হবে। তারপর চার জনের পরিবারের খাওয়াপরা হবে—এক্রয়েড থিওরী অনুসারে তাহলে দাঁড়ায় কি রকম? ৫০ টাকা মাইনের সুতাকলের মজুর তিনি পাবেন? ৬৭ টাকা মাইনের চটকলের মজুর তিনি পাবেন, একশো টাকা মাইনের ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মজুর তিনি পাবেন, ৫৭ টাকা মাইনের গভর্নমেন্ট অফিসের পিওন তিনি পাবেন? অথচ একজন ১৩০ টাকা মাইনের লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক তিনি পাবেন না। নিড বেসিস যদি তাঁরা বলেন, অবিলম্বে সেই নিড বেসিস করতে হলে পর বাড়াতে হয় ২৫ পারসেন্ট নয়, ৫০ পারসেন্ট বাড়াতে হয়। এটা অংকের কথা হিসেব করে দেখেছি। সময় নেই বলে সেটা তুলছি না। সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে সেদিন যে কথা ডাঃ রায় কিম্বা ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু ও অন্যান্য কংগ্রেস বন্ধুরা বলেছেন, তা ভুল। আমি অবান্তর কথা না বলেও বলতে পারি যে যে ভুল ফিগার দিয়ে তাঁর অফিসাররা ডাঃ রায়কে বিপথে নিয়ে গিয়েছেন এবং তিনি প্রডাকটিভিটি শুধু ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বলে ১৯৫৭ সালের ফিগারে যান নাই—পাছে সেগুলি জাস্টিফায়েড হয়। এমন কি বর্তমান ওয়েজ লেভেলএ ও জান নাই, প্রফিটএর ব্যাপারেও যান নাই। তিনি যে হিসেব দিয়ে গেছেন, আমি তার প্রত্যেকটিকে রিফিউট করব'র জন্য কয়েকখানা বই নিয়ে এসেছি। আজকে ডাঃ রায়ের এটা বোঝা দরকার ছিল যে গভর্নমেন্ট কর্মচারীদের আরো কিছু বেতন বাড়াবার প্রয়োজন রয়েছে এবং প্রয়োজনমত তিনি সেটা বাড়াতেও পারেন। এই এসেম্বলী যদি আজকে পাস করেন যে এই এসেম্বলী মিলিতভাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে চাইতে পারবেন আমাদের ন্যায্য যা পাওনা আছে তা থেকে আমাদের এই টাকাটা দেওয়া হোক—আমাদের কর্মচারীদের বেতন বড়াবার জন্য। এটা ৫ লক্ষ বা ১০ লক্ষ লোকের ব্যাপার নয়। ও'র হিসেব যদি দেখেন আমাদের প্রস্তাব আছে—মোটের উপর কল-কারখানার শ্রমিক, সওদাগরী অফিসের কর্মচারী, ব্যাঙ্কের কর্মচারী থেকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের কর্মচারী যদি নেন—তাহলে কর্মচারী ও শ্রমিকদের সংখ্যা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়াবে ২৫ লক্ষের মত। এর মানে এক কোটি বাঙ্গালী আজকে এই প্রস্তাব পাস হলে উপকৃত হবে। সুতরাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা দাবী জনসাধারণের বিরুদ্ধে উপস্থিত করা হচ্ছে। একথা মোটেই সত্য নয়। এটা হচ্ছে জনসাধারণের একটা বড় অংশের দাবী, যে দাবী নিয়ে তারা বহু দিন ধরে আন্দোলন করছেন, আলোচনা করছেন। সুতরাং সে কথা আজকে ডাঃ রায়ের ভালভাবে বোঝা দরকার এবং সেই অনুসারে অগ্রসর হওয়া দরকার।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, the Resolution is divided into two parts. The first one is "sanction forthwith an additional dearness allowance of rupees twenty-five per head per month for all non-gazetted employees in their employment," and the second part is "advise all industrial and commercial employers to increase the total emoluments by 25 per cent. for those persons in their employment who draw a basic salary of Rs 300 or less per month."

Sir, it will be noticed that in the second part of the Resolution, the person who will be given relief must be within the group of those who obtain a basic salary of Rs. 300, whereas in the first part of the Resolution there is no limit to the emolument of those to whom this relief is proposed to be given. Sir, it will be seen that in this Government there are 153,600 persons who are non-gazetted and many of them get a much higher salary than Rs. 300. As I said the other day, my first objection to consider this resolution is that if we give Rs 25 to a non-gazetted servant who is getting, say, Rs. 400, then a gazetted servant who is getting Rs 400 will not be getting this Rs 25. So there will be discrimination between one group and another.

My second objection that I mentioned the other day is this. The actual basic salary and allowances which the lower group of Government servants up to Rs. 250 are getting are as follows:—

Those who are paid Rs 50 get food allowance and dearness allowance of Rs. 37.

Those who are paid between Rs. 51 and Rs. 100 get food allowance and dearness allowance of Rs. 45.

Those who are paid between Rs. 101 and Rs. 150 get food allowance and dearness allowance of Rs. 50.

Those who are paid between Rs. 151 and Rs. 200 get food allowance and dearness allowance of Rs. 55.

Those who are paid between Rs. 201 and Rs. 250 get food allowance and dearness allowance of Rs. 60.

This is the present pay structure. If we have got to give to these 153,600 non-gazetted employees Rs. 25 a month, we will have to find Rs. 4 crores 79 lakhs for payment to these employees. The resources of this State cannot bear this. On the other hand, if you look at the cost of living index, taking 1939 as the basis, the lowest paid Government servant is now getting 396.6 as against the cost of living index of 375. When we go to the higher stages, the cost of living index is much more than the actual emoluments which they get.

With reference to the remarks made by my friend Sj. Subodh Banerjee, who is a great expert on economic matters which I am not, on the question of inflation, I made it clear that situated as we are today with the non-availability of consumer goods in suitable quantities and also with no

proposal for checking higher prices, from the economic point of view putting in Rs. 4 crores more into the wage bill of the Government is bound to increase the prices of goods, in spite of the great expert Sj. Subodh Banerjee.

[4-20—4-30 p.m.]

But, Sir, we are not considering now the economic problem; we are considering the human problem. Who does not realise that the prices are going up? We have got to face the double issue, viz., while the prices are going up we have to keep up our production. As to whether the wages should precede increased production or whether the wages should come after increased production is a matter of judgment in a particular stage. At the present moment we have not the resources to give Rs. 25 more but I would make no distinction—I would not say that only a particular type of people should get Rs. 25 more—non-gazetted or gazetted. It should be based upon a real calculation as to who are the worst affected people, who have got to live and struggle against increased cost. As we all know, this inflationary process is bound to continue until we get more production and therefore production is essential. We have been trying our best to tell the honourable members of the Assembly that in order to increase production we have got to increase our resources.

As regards the second part of the resolution, viz., to advise all industrial and commercial employers to increase the total emoluments by 25 per cent. for those persons in their employment who draw a basic salary of Rs 300 or less per month—it is a very pious resolution. I do not know whether we have any authority to advise industrial and commercial employers. We can make a friendly suggestion perhaps in the interest not so much of the employees as in the interest of the employers themselves and in the interest of trade and production. The employers can have contented employees and production is bound to increase. Everybody knows it. We can only make a suggestion that every employer should try and find out to what extent he should go to satisfy the employees, so that the employer may benefit, the employee may benefit, and the general public and the people who consume the goods manufactured by the industries may also get the benefit out of this arrangement. But, as I was saying, they may turn round and say "What about the Government? Are they increasing the total emoluments by Rs. 25? If you cannot do it why do you ask us to do it". The resolution is worded in such a manner that in spite of the fact that we do feel for the under-paid employees in view of the high prices of commodities—it is impossible for us to accept either part of the resolution because it is a lopsided resolution and the second part has got no bearing upon our relationship with the industrial and commercial employees.

With these words I oppose the resolution.

Dr. Maitryee Bose: On a point of personal explanation, Sir—

আমি সেদিন যা বলেছিলাম—আজকে আমার বিরোধী পক্ষীয় বন্ধুরা সেটা ইচ্ছা করেই বিকৃত করেছেন। ডাঃ রণেন সেন খুব ভালভাবেই জানেন, আমি কি বলতে চেয়েছিলাম। তাঁর সেটা বুঝবার ক্ষমতা আছে—সেটা আমি জানি। আমি সেদিন বলতে চেয়েছিলাম ২৫ পার্সেন্ট বা ২৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি করে কারুও কিছু সুবিধা হবে না। এবং সেজন্য নানারকম যুক্তি আমি উল্লেখ করেছিলাম। যাক—এই হচ্ছে আমার পার্সোনাল এক্সপ্লানেশন সম্বন্ধে। যে যুক্তি আমি সেদিন দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম তা হচ্ছে ফিফটিনথ্ লেবার কনফারেন্সএ ৪টা ইউনিটএর মধ্যে ৩টা ইউনিটএর যে এগ্রিমেন্ট তার উপরই সবকিছু বিল্ড আপ করতে হবে। তা না করে শুধু ২৫ পার্সেন্ট বা ২৫ টাকা বাড়ালে কিছুই হবে না।

The motion of Sj. Mihir Lal Chatterji that in line 6, after the words "twenty-five per head per month" the words "with effect from the present financial year" be inserted, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that for lines 1 to 3, beginning from "In view of the fact that there has been a steep and continuous rise" and ending with "low income groups", the following be substituted:—

> "In view of the phenomenal increase in the industrial productions, profits and productivity and thus of increase in national wealth; Also in view of the fact that there has been a steep and continuous rise in the prices of all essential commodities, resulting in further lowering of the already low standard of living of low-income groups in this State."

was then put and lost.

[4-30—4-40 p.m.]

The motion of Sj. Narayan Chobey that in view of the fact that there has been a steep and continuous rise in the prices of all essential commodities, resulting in further lowering of the already low standard of living of low-income groups, this Assembly is of opinion that the Government of West Bengal should—

(i) sanction forthwith an additional dearness allowance of rupees twenty-five per head per month for all non-gazetted employees in the employment, and

(ii) advise all industrial and commercial employers to increase the total emoluments by 25 per cent. for those persons in their employment who draw a basic salary of Rs. 300 or less per month,

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—74.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra

Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy, Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Saha, Sj. Nakul Chandra
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—127.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hore, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Bhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 74 and the Noes 127, the motion was lost.

Sj. Panchu Gopal Bhaduri: Sir, I beg to move that—

This Assembly is of opinion that—whereas foreign, specially British controlled business Houses and Clubs in this State continue, as a matter of general policy, to practise discrimination on only racial grounds, implying racial superiority of such foreigners over the nationals of this country; and,

Whereas such practice has a far reaching demoralising effect on the people of the soil; and,

Whereas it is opposed to the State policy and derogatory to the national prestige and against the principle of social harmony;

This Assembly feels concerned over the continuance of such racial discrimination in this State, and resolves as follows:—

(1) That a non-official Inquiry Commission to investigate into the whole question of racial discrimination practised in foreign, specially British Controlled business Houses and Clubs in this State, be set up consisting of one representative from each political party and group inside the State Legislature.

(2) That this Commission be nominated by the Speaker in consultation with the parties and groups in the Assembly.

(3) That the Commission should submit its findings to the Government and also to the Assembly within three months from the date it is constituted.

(4) That the Government of West Bengal should give necessary facilities to this Commission for investigation and urge the Union Government to take suitable action in the light of the report of the Commission.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that after the words "This Assembly", in line 1, and for the words beginning with "is of opinion" in the same line, and ending with "the Commission" in the last line, the following be substituted, namely,—

"views with concern the discrimination on racial grounds practised by companies, and commercial and industrial houses controlled by foreign nationals carrying on business in this State and is of opinion that the Government of West Bengal should request the Union Government to take suitable steps to end such discrimination."

Sj. Syamadas Bhattacharyya: Sir, I beg to move that after the words "This Assembly" in line 1, and for the words beginning with "is of opinion" in the same line and ending with "the Commission" in the last line, the following be substituted, namely:—

"views with concern that although there is growing unemployment in this State, the industrial and commercial concerns operating here are reported to be following a discriminatory policy in matters of employment by *inter alia* not employing even qualified people of this State in sufficient numbers and urges the State Government to make appropriate enquiries about this state of affairs and make suitable representation in this behalf to the Union Government."

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, এই প্রস্তাবটাকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। কারণ এই প্রস্তাবে—আপনি দেখতে পাবেন আমরা কি বলতে চাই, আমরা স্পষ্ট করে এই কথা বলতে চাই যে বিদেশী এবং বিশেষ করে বৃটিশ যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানে আছে এবং তাদের সওদাগরী আফিস যেগুলি আছে, প্রায় সমস্তগুলিতেই আমরা দেখেছি যে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহার তারা করছে, এবং এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা আইনগত-ভাবে তাদের সেখানে আছে। আমরা এটার সাধারণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে একথা বলছি না। সাধারণ ইংরেজ যারা তাদের নিজেদের দেশে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলবার নাই। যারা এদেশে ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত আছে, আজকে থেকে নয়, দেড়শো বছর ধরে যারা যে কান্ড-কারখানা এখানে চালাচ্ছে সেটা আমাদের স্বাধীনতা পাবার দশ বৎসর পর আমরা বরদাস্ত করতে পারি না। এটা আমাদের সেন্টিমেন্টের বা ভাবাবেগের কথা নয়, এতে যে আমাদের ভারতবর্ষের মর্যাদাহানি হচ্ছে শুধু তাই নয়, আমাদের অর্থনৈতিক, ও সামাজিক অনেক কিছুর পরিপন্থী তাদের এই ব্যবস্থা। সেইজন্য অর্থনৈতিক দিক থেকেই বলুন আর নৈতিক দিক থেকেই বলুন আমরা এই পলিসীর বিরোধীতা করছি। আমরা দেশের জনসাধারণ আজ দাবি করছি যতশীঘ্র, যত সত্বর, ও'রা এটার পরিবর্তন সাধন করেন ততই দেশের পক্ষে এবং দেশের জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গল।

স্পীকার মহাশয় আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, যে কথা আমরা বলছি যে দেড়শো বছর ধরে এইরকম শোষণ চলছে এবং এইরকম বৈষম্যমূলক ব্যবহার চলছে, সমস্ত বৃটিশ কোম্পানীর অফিসে এবং বৃটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে। এবং আমরা খবর পেয়েছি—আরো কয়েকটি বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে এইরকম বৈষম্যমূলক ব্যবহার চলেছে। কিন্তু আগেকার দিনে আর এখনকার দিনে তফাৎ আছে। আগের দিনে ওদের যা খুসী তা বেয়োনেট দিয়ে ব্যবস্থা করে নিত—কেউ কিছু প্রতিবাদ করত না বা প্রতিবাদ করতে পারত না। কিন্তু আজকের দিনে যে বেয়োনেট দিয়ে করছে না—এটা আরো অপমানকর, আজ এমন একটা সরকার আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমি কংগ্রেস সরকারের কথা বলছি, এই সরকারের অসার নীতির দরুণ এইরকম ব্যবস্থা আজও তারা এখানে চালিয়ে যাচ্ছে। দেড়শো বছর ধরে যা চলেছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছিল, মাঝে মাঝে সংগ্রামও হয়েছিল—এ আমরা দেখেছি। কিন্তু এই দশ বছর ধরে যে জিনিস চলছে এ জিনিস চলছে, চলতে পারছে--শুধু কংগ্রেস সরকারের নীতির দরুন এবং পরোক্ষে তাদের সাহায্য করার দরুন। কিন্তু আমরা জানি, এর জন্য কোন জোর জবরদস্তী করবার প্রয়োজন হত না। এরজন্য যদি তাঁরা কতকগুলি আইনের ব্যবস্থা করতেন, আমরা মনে করি দু বছরের মধ্যেই তাহলে এরকম বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা দূর করা যেত। কিন্তু তাঁরা তা করছেন না। সুতরাং আমরা এই ব্যবস্থার জন্য দোষী করব কংগ্রেস সরকার এবং তাঁদের নীতিকে।

এখানে এর দু একটা নমুনা আমি দিতে চাই আপনার কাছে, তাহলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে শুধু মর্যাদার হানি নয়, এর সঙ্গে অন্য প্রশ্নও আছে। একজন ইংরেজ শুধু তার চামড়ার জন্য পাঁচ হাজার টাকা যে কাজ করে মাইনে পাবে আর একজন ভারতীয় সেই একই কাজ করে তার চামড়ার জন্য দু হাজার বা পোনে দু হাজার টাকা যে মাইনে পাবে এতে শুধু ভারতবাসীর মর্যাদা হানিই নয় এর মধ্যে দেশের শোষণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক অপচয়ও আছে, এবং সেটা দেশের অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর। আমরা দেখেছি অনেক কোটি টাকা, প্রায় একশো কোটি টাকা বিদেশে চলে যায় এই সমস্ত কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠান থেকে। এইমাত্র কংগ্রেসী সদস্যের কাছ থেকে শুনলাম ২৫ টাকা কি করে বাড়ানো যায় [illegible] জন্য, আমাদের এটা গরীব দেশ, সোভিয়েট দেশে হতে পারে।' এত যদি গরীব দেশ হয় তবে ১০০ কোটি টাকা বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কেন? আমাদের একটা নিয়মকানুন করে কি এটা বন্ধ করা যায় না? এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্য কি ক্ষতিটা হয় দেখুন, গিলান্ডার্স আর্বুথনটএর যারা বড় বড় অফিসার ম্যানেজার প্রভৃতি এক একজন যদি পাঁচ হাজার, ছয় হাজার টাকা মাইনে পায়, তাহলে তারা

সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে। এইরকমভাবে উপর তলায় বেশী খরচ করে তারা দেখিয়ে দেয় যে বেশী লাভ হচ্ছে না। এইভাবে তারা কোম্পানীর লাভের উপর যে ট্যাক্স দিতে হয় সেটা ফাঁকি দিয়ে আসছে এবং সেই টাকার অপর একটা অংশ দেশে থাকছে না, বিদেশে চলে যাচ্ছে। এই জিনিসটা আমি লক্ষ্য করছি।

[4-40—4-50 p.m.]

কাজেই সেদিক থেকে যদি বিচার করেন তাহলে দেশের অর্থনীতির ভীষণভাবে ক্ষতি করছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেজন্য আমরা এইরকম একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছি অন্ততঃপক্ষে আমাদের জানান যে সরকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এজন্য বলি খুব বড় কথা বলে কংগ্রেস সরকারের কাছে কোন লাভ নাই। আমি নিশ্চয়ই আশা করতে পারি না যে প্রেসিডেন্ট নাসের যা করেছে, আমাদের সরকার তা করবেন। বৃটিশ মূলধন সম্পর্কে বিদেশী বড় বড় মালিকদের সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট নাসের যা করেছে—আমরা দেখেছি যে কংগ্রেস সরকারের সেই নীতি নয় এবং সে সাহসও বোধ করি নাই। ইংরেজের বিরুদ্ধে, ইংরেজের শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইজিপ্ট যা করেছে, ইন্দোনেসিয়ায় যা হয়েছে ডাচ ক্যাপিটালএর বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে কংগ্রেস সরকারের ক্ষমতা নাই বোধ করি সাহসও নাই তা করবার। অতএব এত বড় কথা প্রস্তাবে বলছি না, আমরা বলছি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় যদি কিছু কমাতে পারেন তাহলে কিছুটা টাকা ফিরে আসে, বিদেশে চলে যাওয়া বন্ধ হয় কিন্তু এতটুকু সাহসও বোধ করি কংগ্রেস সরকারের নাই বা হতে পারে না। এদের গদিচ্যুত না করে এদের সঙ্গে কোন কথা বলে লাভ নাই। সেজন্য আমি এটা বলছি না। আমি এখানে দুই একটি উদাহরণ দেব, খুব বেশী দেব না। আগেই বলেছিলাম—দুই একটি কোম্পানী সম্বন্ধে আমি দেখেছি, গতকালও হিসাব নিয়ে দেখেছি বৃটিশ কোম্পানীতে সেখানে কিরকম বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা হয় দেখুন স্যার, যেখানে একজন ভারতীয় অফিসার, কর্মচারী আছেন তার মাইনে হয়ত আরম্ভ হল ২৫০ টাকায় এবং শেষ হল ৪৫০ টাকায়—সেই জায়গায় একজন বৃটিশ ২৪-২৫ বছরের ছেলে হলে, তার খুব বেশী অভিজ্ঞতাও নাই তাকে মাইনে দিতে হয় ৭৫০ টাকা থেকে ১,২০০ টাকা। কাজ হয়ত একই চামড়া একজনের সাদা আর একজনের কালো। ঠিক সেইভাবে দেখেছি ইনক্রিমেন্টের ব্যাপারে বৃটিশ হলে ৫০ থেকে ২০০ টাকা এবং ভারতীয় হলে হয়ত ২৫ টাকা পাবে—এইরকম জিনিস হচ্ছে। এসব ছাড়াও বৃটিশ হলে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ছাড়াও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে তাদের সাময়িকভাবেও ইনক্রিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, সেখানে নিয়ম কানুনের কোন ব্যবস্থা কিছু নাই। ঠিক সেইভাবে দেখেছি ভারতীয় অফিসার হলে ১,২০০ টাকা পাচ্ছে আর সেখানে ইংরেজ ঐ ধরণের কাজে ৩,২০০ থেকে ৩,৫০০ টাকা পায়। একই ধরণের কাজ, তা ছাড়া ইংরেজের বেলায় ফার্নিসড বাড়ী দেওয়া হয়, চাকরবাকর মালী সমস্ত কিছু দেওয়া হয়, এমন কি তাদের এ্যালাউন্স —ডগ এ্যালাউয়েন্স পর্যন্ত দেওয়া হয়, তারপর তাদের মেম সাহেবরা ঘুরবেন তাদের গাড়ী পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে এসব শুধু যে অফিসারএর বেলায়ই হয় তা নয়, ভারতীয়দের বেলায়ই সে রকম কোন ব্যবস্থা নাই। তারপর ইংরেজের বেলায় এ্যান্টারটেইনমেন্ট এ্যালাউয়েন্স আছে, কিন্তু ভারতীয়দের বেলায় সেরকম কোন ভাতাই নাই, তারপর দেশে তাদের ফিরে যাওয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ইংরেজের বেলায় আছে—এখানে আমি সেগুলি বলে আর বাড়াতে চাই না কিন্তু গত ১০ বছর ধরে এগুলি কি করে হয়? কংগ্রেস সরকার কি কিছুই জানেন না? ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কি কিছুই জানেন না? কোন খবরাখবর নেন নি—এটাই আমার কংগ্রেস সরকারের নিকট জিজ্ঞাস্য।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে যার যা কোয়ালিফিকেসন আছে যার যা প্রাপ্য তা তাকে দিতে হবে। যদি কারো ভাল কোয়ালিফিকেশন থাকে তাহলে তাকে ভাল টাকা দিতে হবে। তিনি সেজন্য বল্লেন যে ডি, ভি, সি,র যে ইঞ্জিনিয়ার এল আমেরিকা থেকে তিনি যদি পাঁচ হাজার টাকা মাইনে চান ত তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে দিতে হবে কারণ আমি মনে করি তাঁর সেই কোয়ালিফিকেশন আছে তা নাহলে সে এসে আমাদের কাজ করে দেবে কেন। আমি বলি এই দুটোকে মিশিয়ে কোন লাভ নেই। আমরা যে কাজ জানি না, নো হাউ জানি না, আমাদের ছেলেরা, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা তা শিখে নেবে এই রকম শিখবার জন্য আমেরিকা থেকে হোক, ওয়েস্ট জার্মানী

থেকে হোক, জাপান থেকে হোক, রাশিয়া থেকে হোক, যেখান থেকে হোক আমাদের লোক আনতে হবে এবং তাঁরা যে মাইনে চান সেই মাইনে তাঁদের দিতে হবে। আমরা ছয় মাস কি দশ বছরে তা শিখে নেবো, শিখে নিয়ে তাঁদের বিদায় করে দেবো, তাঁরা চলে যাবেন এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ারেরা তারপর সেই টেকনিকাল কাজগুলো করতে পারবে। যাঁরা আমাদের সাহায্য করবার জন্য আসবেন আমরা তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে ডেকে নেবো কাজ করবার জন্য। আর ইংরাজ যারা এক্সপ্লয়েট করছে, এখানে কোম্পানী তৈরী করে ১৫০ বছর ধরে যে এক্সপ্লয়টেসন চালাচ্ছে—এই দুটোকে মিলিয়ে কোন লাভ নেই। ধরুন রাশিয়া যদি আমাদের শতকরা আড়াই টাকা সুদের ব্যবস্থা করে, তাও ১২টা ইনস্টলমেন্টে তা শোধ দিতে হবে—আমাদের সুবিধা করে দিয়ে তাঁরা আমাদের টাকা ধার দিচ্ছেন, তাঁরা ইঞ্জিনিয়ার পাঠাচ্ছেন, টেকনিসিয়ান পাঠাচ্ছেন এবং তাঁরা সেখানে আমাদের ছেলেদের তৈরী করে দিয়ে, শিখিয়ে দিয়ে চলে যাবেন। এইরকম যারা ক্যাপিটাল দিচ্ছে এইসব কাজের জন্য টেকনিসিয়ান ইঞ্জিনিয়ার পাঠাচ্ছেন, আমেরিকা থেকে হোক, রাশিয়া থেকে হোক, যে-কোন দেশ থেকে হোক, তাদের সঙ্গে যদি আমরা এইসব ব্যবস্থা করি তাহলে তাদের মাইনে দিতে হবে। এটা একসঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া এবং বৈষম্যমূলক কথা বলা ঠিক নয়। তাঁরা আমাদের সাহায্য করতে আসবেন, আমাদের শিক্ষিত করে দেবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তা নয়, তারা যে কাজ করেন যে-কোন ইন্ডিয়ান তা করতে পারেন, এক্ষেত্রেও বিধানবাবু বলতে পারেন না যে কোয়ালিফিকেসন দেখা হবে চামড়া দেখা হবে না। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে বিলাত থেকে ট্যাক্সি ড্রাইভার এসে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায়, তারা ১২শো টাকা, ২ হাজার টাকা মাইনে পায় এবং আমাদের গ্লাসগো ফেরত ইঞ্জিনিয়ারকে তার নীচে কাজ করতে হয়, এগুলি আমরা জানি কারণ এইসব প্রতিষ্ঠান যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে আমাদের আলাপ আছে। তা না হলে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় কথা বলতাম না। এ দুটো একেবারে আলাদা জিনিস বলে আমি মনে করি। এইসব বিষয়ে আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম পার্লামেন্টে বহুদিন পূর্বে প্রায় দুই-তিন বছর আগে এবং সেখানে প্রফেসর হীরেণ মুখার্জী, শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জি তাঁরা এ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং আরো অনেকেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার ফলে কি হোল, একটা ইনকোয়ারী হোল,—ইনকোয়ারী অন্য বিষয়ে হোল, সেটা হচ্ছে ন্যাশানালাইজেসন কত তাড়াতাড়ি করা যায় এবং আমরা দেখলাম তাদের সেসব হিসাব দিতে বলা হোল এই ইংরাজ কোম্পানীগুলি বা ফরেন কোম্পানীগুলি তারা সবাই হিসাব দিলেন না। কে কত মাইনে পায় সেইসব কথা তারা কিছুই বল্লেন না। সম্প্রতি একটা রিপোর্ট দেখলাম ভারত সরকার বের করেছেন যে এইসব ব্যাপারে কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে অর্থাৎ ইণ্ডিয়ানাইজেসন কিছু কিছু হয়েছে, ভারতীয়রা সেখানে চাকরী পেয়েছে। কিন্তু আজকের এই প্রস্তাবে সে কথা হচ্ছে না যে সম্পূর্ণ ইন্ডিয়ানাইজাইসেন করুন, অবশ্য সেটা করা উচিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ ২৪-২৫টা ইংরাজ ছেলে যদি বিলাত থেকে এখানে কাজ করতে আসে তাহলে ২৪-২৫টা ভারতীয় ছেলে চাকরী পেল না অথচ তারা যে কাজ করে আমাদের ভারতীয় যেকোন ছেলে তা করতে পারে। আনএমপ্লয়মেন্টের দিক থেকে বিচার করলে আমার মনে হয় এই অবস্থার পরিবর্তন করার দরকার আছে। আমি এ কথা বলছি যে ইন্ডিয়ানাইজেসন হোক কিন্তু ইন্ডিয়ানাইজেসন হতে যদি ১০ বছর লাগে তাহলে এই ১০ বছর কেন এইরকম বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চলতে থাকবে—এটাই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন? আমরা দেখছি যে এই প্রশ্ন যখন আমরা উপস্থাপিত করেছি, উত্থাপন করেছি তখন ঐদিক থেকে কংগ্রেসের বেঞ্চ থেকে একজন সদস্য একটা এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন।

[4-50—5-15 p.m.]

এই এ্যামেন্ডমেন্টএর অর্থ আমরা তাঁদের বক্তব্য শুনার পর বুঝতে পারব, কিন্তু তার অর্থ ওখানে যদি এই হয় যে, ভারতীয় এমন কতকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে এবং এরকম কতগুলি কমার্শিয়াল হাউসেস, সওদাগরী অফিস আছে যেখানে অবাঙ্গালীরা এগুলো কিনে নিয়ে বাঙ্গালীদের তাড়াচ্ছে এবং এমপ্লয়মেন্টএর ব্যাপারে, চাকরী দেবার ব্যাপারে বাঙ্গালীকে জায়গা দিচ্ছে না—এই যদি হয় তাহলে আমি বলব আপনারা যদি এনকোয়ারী করতে চান তাহলে আলাদা করে ভালভাবে এনকোয়ারী করা উচিত। কিন্তু এসব বলতে গিয়ে ইংরাজদের আপনারা বাদ দিয়ে দিলেন এটা যেন না হয়। ইংরাজ কি অনেক বড়? মাড়োয়ারীকে ধরা যাবে না, শুধু

ইংরাজকেই ধরা হবে, আর ফরেনারস ধরা হবে এইটাই যদি আপনারা মেনে নেন তাহলে এইরকম বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চলবে না। আপনারা সাহস করে এই কথাটা বলুন। ডালহাউসী স্কোয়ার-এর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি অবাঙ্গালীরা ইংরেজদের হাত থেকে কিনে নিচ্ছে, কিন্তু কিনে নেবার পর থেকে এই বাংলাদেশেই বাঙ্গালীকে তাড়িয়ে দিচ্ছে এবং তার জায়গায় অবাঙ্গালী নিচ্ছে। কেউ এই জিনিস টলারেট করতে পারে না। একদল ভারতীয় অপরদল ভারতীয়কে তাড়াচ্ছে, বিশেষ করে বাংলাদেশে বাঙ্গালীকে তাড়িয়ে দিয়ে অবাঙ্গালীকে জায়গা দেবেন এটা কেউ কোনদিন সমর্থন করতে পারে না। আমরা এর প্রতিবাদ নিশ্চয়ই করব। এর আগের বারের সেসনে এরকম একটা প্রশ্ন উঠেছিল, কিন্তু কোন ব্যবস্থা হয়েছে বলে জানি না। কিন্তু আমি আবার পরিষ্কার করে বলছি এই সমস্ত ফার্ম নিয়ে নেওয়া হোক ইংরাজদের হাত থেকে এবং তারপর এরকম অন্যায় চলুক আমাদের প্রস্তাবের অর্থ এই নয়। আমাদের প্রস্তাব ভারত সরকারের কাছে পাঠান হোক আমাদের বক্তৃতাসহ। কংগ্রেস থেকে এ সম্বন্ধে কি বলা হয় শোনার জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে আছি। আমাদের এটা সবসময়ই মনে রাখতে হবে যে, ব্যবসায়ের মাধ্যমে ও অন্যান্যভাবে আমাদের দেশের টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে। তাই আমি বলছি একটা এনকোয়ারি করা হোক—এবং এই এনকোয়ারীর দুটো অংশ হবে। একটা হবে, ইংরাজের ও অন্যান্য ফরেনারসদের ব্যাপারে এনকোয়ারী করা, আর অপর অংশ হবে, ভারতীয় যারা এরকম করছে আমাদের স্টেটএ বসে তাদের সম্বন্ধে এনকোয়ারী করা—এবং আমার মনে হয় এটা নিশ্চয়ই করা দরকার। এই এনকোয়ারী না করলে এমন অবস্থা হবে যে, বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারীর মধ্যে ভারতীয় ভারতীয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব জেগে উঠবে। এই অবস্থাটা যাতে না আসতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার এখুনি। আমার মনে আছে, এই প্রসঙ্গে শ্রীআনন্দী লাল পোদ্দার হিসাব দিয়েছিলেন যে এত সংখ্যক বাঙ্গালী আছে অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানে, যেখানে তারা কর্তৃত্ব করছে। এই ব্যাপারে অন্যান্য যেসব প্রশ্ন এখানে রাখা হয়েছিল তার কোন জবাব আমরা পাই নি। সবাই এরকম করছে একইভাবে একথা বলছি না। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, দুই-চারজন এই জিনিস করতে আরম্ভ করেছেন। যদি এই জিনিস বেশী দিন চলতে থাকে তাহলে আমাদের বাংলাদেশে একটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং তিক্ততা দিন দিন বেড়ে যাবে। সেজন্যই আমি বলছি, একটা এনকোয়ারী করে এই জিনিস বন্ধ করা হোক। আমি স্পষ্টভাবে বলছি, এই প্রস্তাব দেখে আমার মনে এক এক সময় সন্দেহ হয় এই এ্যামেন্ডমেন্ট এনে ইংরাজ-গুলোকে আমরা একেবারে বাদ দিয়ে দেব কিনা। দুটো হলে আমাদের আপত্তি নাই, আমরা মেনে নিতে পারি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখানে বলছেন যে আমরা ভারত সরকারের কাছে এটা করার জন্য বলেছি, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি এনকোয়ারী করা হোক বা না হোক, একবার অন্ততঃ খোঁজখবরও কি তাঁরা নিতে পারেন না এই ব্যাপারে? যাঁরা কংগ্রেস পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেবেন এবং কোন মন্ত্রী যদি বক্তৃতা দেন তাহলে এটা বলে দেবেন গত ১০ বছরের মধ্যে একদিনও কি খবর নেবার চেষ্টা করেছেন। এই খোঁজখবর ডাঃ রায়ের কাছে কি নেই? কোথায় কিভাবে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা হচ্ছে, বাঙ্গালী অফিসারদের তাড়িয়ে দিচ্ছে, ১৯৪৭ সাল থেকে কোন জায়গায় এসব হচ্ছে সে সম্বন্ধে প্রস্তাব করলেন, বড় বড় বক্তৃতা দিলেন, তারপর ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন—তারপর এখানে বল্লেন তাঁরা ব্যবস্থা না করলে আমরা কি করতে পারি। একথা বল্লে চলবে না। আপনারা যদি সত্যিই চান এবং আগ্রহশীল হন তাহলে আমি বলব আপনারা এসব তথ্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করুন এবং তথ্যসম্বলিত একটা দলিল তৈরী করে ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিন। গত ১৫০ বছর ধরে ইংরেজেরা বাংলাদেশের বুকের উপর বসে এই জিনিস করছে—এতে কি আপনাদের লজ্জাও হয় না? আমি বুঝি না কংগ্রেস পক্ষে যাঁরা আছেন এ বিষয়ে তাঁদের কি লজ্জাও হয় না যখন দেখেন ছোট ছোট দেশের লোকেরা কি করছে—প্রেসিডেন্ট নাসের, ইন্দোনেশিয়ার মানুষ তাঁরা যদি আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের অর্থনীতিক বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে পারে, কংগ্রেস সরকার কি তাও পারেন না? আমি বলছি, জোরজুলুমের দরকার নাই, কথাবার্তার মাধ্যমেই করুন, নেগোসিয়েশন-এর মাধ্যমে করুন, দেশের টাকা দেশে রাখুন। দেশের ছেলেদের চাকরী দেবার ব্যবস্থা করুন। ইংরাজ বা বিদেশীদের আনবার কোন প্রয়োজন নাই। এই কথা বলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করছি।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After adjournment.]

[5-15—5-25 p.m.]

Sj. Syamadas Bhattacharyya: Sir, in moving my amendment I want to assure Sj. Jyoti Basu at the outset that I have not excluded from the purview of my amendment the British firms or other foreign companies. What I submit, Sir, is this that not only British firms or other foreign firms but there are other firms also—Indian or partly Indian—who are guilty of discrimination, and, Sir, we are against all manner of discrimination. Sir, with this object in view, I have widened the scope of my amendment and I do not like to confine the attack to the British firms or other firms alone. Sir, I do not feel happy that there should ever arise an occasion to table an amendment of the type I have done. Sir, the matter is extremely delicate and I should not have touched upon the issue at all had it not involved grave issues of policy upon which the future development and progress of India as a whole to a very large extent depends.

Sir, discrimination in regard to employment is a very serious evil. It undermines the very basis of democracy which we want to build up here on the solid foundation of equality and justice. Sir, the Constitution forbids discrimination in the matter of employment under the Government on the ground solely of religion, race, caste, sex and place of birth or for any of them. If this is bad in the case of Government, it is equally bad in the case of other spheres of national activity. Sir, my submission is this that the policy of discrimination is being followed by many industrial and commercial concerns of Indian origin as well as of non-Indian origin in the matter of employment. This, in my view, is an extremely undesirable feature in our economy and this should be firmly tackled. It is not at all good that our development should proceed in this way—that a favoured few should monopolise some posts or that a favoured few belonging to a particular section should get the monopoly of particular jobs. Sir, we shall be moving away from our ideals of justice, liberty and equality which we have set forth in our Constitution if we allow this thing to continue. The socialist pattern of society will remain a far cry if we cannot force the industrial concerns to follow a policy of recruitment which will afford equal opportunity to everybody. If we look to the employment figures of this State of West Bengal, the picture presented is a very gloomy one. The other day, the Hon'ble Labour Minister here on the floor of the Assembly gave us the figures of unemployment in West Bengal. We have all seen those figures. The Statistical Bureau carried out an unemployment survey in 1953 and got the following figures of employment of Bengalis and non-Bengalis in Greater Calcutta: For every 100 persons fully employed here, 58.3 per cent were Bengalis and 41.7 per cent. were non-Bengalis. Sir, Statewise the employment figures in some major industries make a depressing reading. In the cotton industry, of the total population, 30.23 per cent. are from West Bengal and 69.77 per cent. are from outside West Bengal. In jute industry, 22.37 per cent. are from West Bengal and 77.63 per cent. are from outside West Bengal. In engineering industry alone we have got a fair percentage of Bengali population—62.03 per cent. are from West Bengal and 37.97 per cent. are from outside West Bengal. All other industries combined give us 44.94 per cent. labour from West Bengal and 55.06 per cent from outside West Bengal.

Sir, a survey of unemployment was conducted by the Statistical Bureau in 1953 to obtain the unemployment statistics for West Bengal. The total population covered in respect of the urban area was 65.19 lakhs of which the middle-class population was 30 lakhs and others 35 lakhs. The rural area covered had a population of 32 lakhs of whom the middle-class population

was 4 lakhs and others 28 lakhs. The areas covered in respect of the urban area included the Calcutta Corporation area and all other towns of West Bengal. The rural area covered included the districts of Nadia and 24-Parganas except the subdivisions of Diamond Harbour and Barrackpore. The result was this. Persons having no full time employment and seeking full-time employment were the following—in the urban areas 4.6 lakhs were the number of such persons of whom the middle class population was 2.49 lakhs and others 2.15 lakhs. In the rural areas, 71.3 thousand were seeking employment of whom the middle class people were 19.6 thousand and others 51.7 thousand.

With regard to unemployment, we have got our own experience and we know a good many things. I should like to tell you that in 1957 exactly on March 21, a report had been issued by the Director of Statistical Bureau of the Government of West Bengal which shows an analysis of 7,000 aplications which were received by the Bureau in response to an advertisement for some temporary posts some time ago. These applications were analysed and the results are rather depressing. According to this analysis, on an average, a matriculate in West Bengal cannot expect to get employment in less than 32 months, an under-graduate in less than about 2 years, a graduate or a person with high academic qualifications in less than a year and a typist or a stenographer would have to sit idle for at least three years on an average. More than half the candidates had been sitting idle after completion of their studies for more than two years On an average, only one out of five candidates was found to have registered with the Employment Exchange.

Sir, I may submit here that many of us have received various complaints that there is no fair competition in recruitment, so far as Bengali applicants are concerned, in many industrial concerns in West Bengal. Preferential treatment is accorded to non-Bengalis on the pretext very often of linguistic affiliation. In non-Bengali firms the Bengalis have hardly any chance of recruitment. Those in charge of recruitment recruit men of their own States. Sir, I am very sorry to narrate that there is an antipathy, very often expressed and sometimes implied, against Bengali applicants. The *modus operandi* in many of these firms is very often this Non-Bengalis of inferior qualifications are placed in key positions and the conditions of service are so altered that the Bengali executive officers are made to leave their jobs.

[5-25—5-35 p.m.]

Sir, many non-Bengalees get employment in industrial and commercial concerns operating here. At the present moment there is very little chance of getting employment for Bengalees there; but every attempt is made to put non-Bengalees wherever possible.

[At this stage the blue light was lit.]

Sir, I shall, in view of the shortage of time, place before you only a few concrete suggestions. My suggestions are these briefly:

My first suggestion is that a quota should be fixed for all new vacancies in private firms and establishments, say 70 per cent being reserved for Bengalis.

My second suggestion is that regular returns of staff strength of each establishment and firm in West Bengal showing names and domicile of all employees at every stage should be submitted.

My third suggestion is that all firms and establishments must recruit their personnel through the Employment Exchange so that the Government may have control over employment.

My fourth suggestion is that no firm should be allowed to bypass the Employment Exchange and penalty should be provided for disobedience; if necessary and I believe it is necessary that a Central Act should be passed for this and pending a Central Act, I believe, Sir, a State Act may be passed.

My fifth suggestion is this. Non-Bengalee firms employ many non-Bengalees on the pretext that account must be written in their own language; but this means in a large measure the evasion of sales tax. I am possibly not very correct on this point but it appears to me that the State Government should prescribe that the account should be written in Bengali as well as in English. It may lead to an employment of a large number of Bengalis. Sir, if they do not appoint a large number of Bengalis on this account, then they must learn Bengali language and that is a direct gain.

Sir, a wrong impression is very often entertained that in private firms and establishments Bengalis are not employed because they are deficient in many respects or that they are not ready to undertake strenuous type of work involving physical strain. But young Bengalis today are willing to undertake hard work involving serious physical strain. The reluctance of Bengali youth to undertake strenuous work is a myth which has been long exploded. Sir, I may tell you that most of the major industries in this State today are controlled by non-Bengalees and in some cases by non-Indians and Bengalee youths have less and less chance of employment in these industries.

Sir, nowhere in the course of my brief speech have I used or attempted to use any word which would arouse racial animosity. That is far from my intention as, I believe, it is far from the intention of anybody in this House. I have approached the subject with utmost restraint and caution and, I believe, bearing all the things in mind. I hope that this amendment will be acceptable to all the parties.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, what is the resolution? The resolution is why should there be discrimination—and ask the Government of West Bengal to request the Union Government to take suitable steps to end such discrimination. What next? After all, when you think of any action in this world, there must be some objective, some end in view, some purpose in view. What is the purpose? Merely ending the discrimination does not necessarily mean that it will mean some help to us. Therefore, I do not think that this particular resolution moved by my friends opposite really meets the point. Sir, my friend is against discrimination by a particular group of industrialists. He is making himself a discrimination between one group of industrialists and another. Why does he pick out the Britisher? Sir, I am not ashamed of saying that under the Constitution we have provided that there is no room for making such discrimination between one industrialist and another. Look at the different sections of the Constitution. Some of my legal luminaries probably will give more information with regard to it. What is it that we are after? Our proposition is that we have not got yet all the facts of the case. It is true a man may not fit in a particular place. He may not suit a particular environment. That is obvious. A Communist leader may not like a non-Communist to be a member of the party or to be an executive in that party. A Congressman may not like a Communist to be a member of his party. That is quite natural. If the public were not strongly against it I would prefer that one of my relations should remain in charge of an industry which I started rather than an outsider because he has got the necessary aptitude and qualifications. But it is not done because it is considered to be wrong in principle to do it. If, however, a particular

industry—let us say a British industry—think that their brothers-in-law and so on are better suited for a particular job, what are you to say about it? My friend says these people had been motor car drivers and they have become Managers. That is for the industry to decide. Sir, under the Industries Development and Regulation Act, 1951, the Government of India has made ample provision for controlling such procedure or taking such step if it interferes with the production. I take it that the objection that has been made against a motor car driver being a Manager is not because he is unsuited for the post but because he is a white-skinned man and that therefore, he is put to that post. I say that is not the approach that we should make. We should find out whether that man is suitable or not and if he is not suitable, he has no business to be there. It is possible that a particular person—an Indian, a non-British man—may be more qualified than a Britisher. It may be the other way. It depends upon the employer. Under the Constitution we have given the power to a private industrialist. The industrial policy of the Government recognises the private industrialists and therefore you cannot simply say that you should do this or you should do that or you should do the other: but, Sir, under section 8(1) of the Industries Development and Regulation Act the Government of India has the power to appoint Development Council for a particular industry. They can register a particular industry under section 10(1). They can ask a licence to be taken out under section 11(1) and that licence may be revoked under section 12(1). Under section 15 of the Act the power is given to make investigation and under section 18(a) the Government of India has the power to take over the concern if that is found necessary. Therefore for the investigation that is proposed to be made we have got to get the authority of the Government of India which operates the Industries Development and Regulation Act of 1951. Having got the information we can then suggest to them a certain method not for the purpose of making a discrimination between an Indian and a non-Indian but for the purpose of saying that an Indian should be there because it means greater production and greater employment for my people. That is the principle which we should follow not because a particular person has one colour or another. My friend has quoted Indonesia. I am not here to support a pogrom against a particular community or a particular race. If you look at the resolution you will find that we view with great alarm the growing unemployment in this State.

[5-35—5-45 p.m.]

Any person in this State, even if he is a Britisher, any person in this State, if he is a non-Bengalee and he is unemployed and he deserves employment, is covered by this resolution. You do not discriminate against one or another on the basis of race or religion or sect or anything of that sort. We cannot do it under our Constitution. You may say Nasser has done it; Nasser does not work under my Constitution. You may say Russia has done it; they do not work under my Constitution; neither does Indonesia work under my Constitution. We have got a particular Constitution and a history behind it. Particular steps have been taken to get up to a particular stage. Therefore we must follow the line of action according to the industrial policy of the Government of India.

Sir, it is suggested that an industrial and commercial concern, whoever the owner may be, if the owner has got any appointment to give, he shall not have any discriminatory policy against the people belonging to this State if they are found to be qualified. I have met many young people who have done good work in other countries, obtained good certificates—I am talking of Indians—but who have not for some reason or other fitted in in a particular environment. They came and complained to me that so and so has discharged them because they brought in an Englishman. I have no

information except what they have given us, but what I am saying is that if any Communist friend has any complaint about the Britisher, this is not the forum where he can bring that up and say, "Well, let the Legislative Assembly say that we should proceed against the Britisher." I am not prepared to accept that proposition and I believe none of my friends on this side would agree to that. My point is that in order that a particular industry might produce the best results in a particular area it is natural that the people of that area should be employed and if they are kept out, naturally, apart from the question of production the question of consumption also comes in, and therefore in order to fix our attention to this particular aspect of the thing this amendment has been brought.

I oppose wholeheartedly any attempt to simply ask this Assembly to pronounce its verdict on discrimination on racial ground and ask the Government of India to end that discrimination. That is not our object. Our object is to see if through that discrimination, if any, my country suffers, and if so, how? And if you can prove it does suffer, there are sufficient steps available under the Industries Development and Regulation Act, 1951, to proceed against the industry or industries concerned.

Sir, I believe that I have made my position clear. If any other point arises I hope you will give me the privilege of saying a word at the end.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, অধ্যাপক শ্যামাদাস ভট্টাচার্য মহাশয় যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত করেছেন তার সমর্থন আমি করছি। তার কারণ হল এই যে যে অবস্থার উপর আমাদের বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু বললেন তার সঙ্গে একমত হওয়া সত্ত্বেও দেখি যে তার যা 'স্কোপ' সেটা অনেক সীমাবদ্ধ। কেবলমাত্র ইংরাজ এবং অন্য বিদেশীর যে সমস্ত অফিস আছে সেখানে যে বৈষম্যমূলক আচরণ হয়, এটা তারই প্রতিবাদ করা হচ্ছে এবং তাতে ভারত সরকারের কাছে বলবার জন্য বলছে। কিন্তু এই সংশোধন প্রস্তাব আরও ব্যাপকতর। এর 'স্কোপ' আরও বেশী উইডার কেবলমাত্র বিদেশী নয়, এক শ্রেণীর ভারতীয়ও যে বৈষম্যমূলক আচরণ করে, ইংরাজ যে শোষণ করে তার চেয়ে বেশী শোষণ তারা অনেক সময় করে থাকে। সুতরাং এক্সপ্লয়টেসান বা বৈষম্যমূলক আচরণ—সে সাদা চামড়ার ইংরাজই করুক, আর কালো চামড়ার এক শ্রেণীর ভারতীয়েরাই করুক—দুইয়ের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ হওয়া দরকার। জ্যোতি বাবু বলেছেন যে ইংরাজের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কাছে প্রতিবাদ পাঠান হউক, কিন্তু সেটা ত হতে পারে না। জ্যোতিবাবু নিশ্চিন্ত থাকুন এ গভর্নমেন্ট করবেন না। আর সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রেণীর ভারতীয়েরা ঐরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকেন তাঁদের সম্বন্ধেও সেটা হবে না। কোন প্রতিবাদ বা এনকোয়ারী হবে না, কারণ, সেই শ্রেণীর ভারতীয়েরাই আমাদের এই মন্ত্রিমণ্ডলীর বিশেষ বন্ধুস্থানীয়। আমি দেখেছি যে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিএর মত বিলাতী ফার্মেও নং ১ টপম্যান একজন ভারতীয়কে করা হয়েছে, কিন্তু ইংরাজের হাত থেকে বহু কনসার্ন, বহু অফিস এক শ্রেণীর ভারতীয়দের—মাড়োয়ারীদের হাতে নিয়েছে। তাঁরা সেগুলো কিনে নিয়েছেন। সেখানে 'টপ' এর কথা ছেড়ে দিন বহু জায়গায় দেখেছি যে বাঙ্গালীদের সেখানে রাখা হচ্ছে না, বাঙ্গালীদের চাকরীতে রাখা হচ্ছে না, এই তথ্য আমি পেশ করতে চাই। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমাদের পক্ষ থেকে ২৫ পার্সেন্ট মাহিন বড়নর সম্বন্ধে যেসব যুক্তি, তথ্য ও সংখ্যাতত্ত্ব দেওয়া হয়েছিল তাতো সব রবীন্দ্রনাথের 'মেহের আলীর' মত 'সব ঝুটা হ্যায়, সব ঝুটা হ্যায়' বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবুও আমি আপনার কাছে দুই একটি তথ্য দিই:—

কেটেলওয়েল বুলেন—সেটা ইংরাজের কাছ থেকে বাঙড়রা নিয়ে নেন। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেখানে ২৬ জন রিক্রুট করা হয়, তার মধ্যে ২১ জন ছিল অবাঙ্গালী।

তারপর সাহু, জৈন কোম্পানীর নাম জানেন—মস্ত বড় ম্যানেজিং এজেন্ট। তাঁরা এখানে এই বাংলায় নানা কারবার চালাচ্ছেন। সেখানে দেখছি ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত

Top officers up to the rank of Assistant Secretary

এবং এসিস্টান্ট সেক্রেটারী বা ঐ রকম পদে বাঙ্গালী রাখা হয়েছে ছয় জন, কিন্তু তাঁরা অন্যান্য থেকে যোগাড় করে অবাঙ্গালী ২০ জনকে রেখেছেন; আর যেখানে অবাঙ্গালী লিগ্যাল অ্যাসিসট্যান্টকে বারশ' টাকা মাহিনা দেওয়া হয় সেখানে সমান যোগ্যতাসম্পন্ন বাঙ্গালী লিগ্যাল অ্যাসিসট্যান্টকে মাত্র তিনশ' টাকা দেওয়া হয়।

করমচাঁদ থাপাএ দেখছি নবেম্বর মাসে ১৫ জনকে রিক্রুট করা হল, তা'র মধ্যে বাঙ্গালী অফিসারের সংখ্যা ছিল ৪ জন। আর যেখানে অবাঙ্গালী অফিসারের সংখ্যা ৫০ জন সেখানে বাঙ্গালী ৪ জন। এরকম বিলাতী অনেক কোম্পানী আছে তাতেও দেখি। আমরা জানি যে এখানে ফিলিপস কোম্পানী লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করে। কিন্তু আমাদের এখানে যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবক যুবতীর মধ্যে এত বেকারের সংখ্যা দেখা যাচ্ছে সেখানেও বাঙ্গালীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়ে থাকে। আমি এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এ জন্য যে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে এজন্য অনুযোগ করেছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অপারগতা জানিয়েছেন।

আরও মজার কথা, আর একটা ফার্মের নাম করছি—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা ভাল করেই জানেন—সেটা হল ম্যাকলাউড কোম্পানী। সেটা কিনে নিয়েছেন চিরঞ্জীলাল বাজোরিয়া। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যখন সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিলেন তখন এই ভদ্রলোক তাঁর সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন, সুইজারল্যান্ডের সব চেয়ে কস্টলি হোটেল লাসেলাতে তা'র থাকবার ইত্যাদি—

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: That is absolutely untrue. Please don't indulge in untruths.

[5-45—5-55 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

সেখানে আমরা দেখছি—৩২ জন লোক নেওয়া হয়েছে ১৯৫৫ সালে এবং তাদের তাড়িয়ে দিয়ে, যারা বাঙ্গালী কর্মচারী ছিল তাদের তাড়িয়ে দিয়ে তারপর ২৭ জনকে নিয়েছে এবং তার মধ্যে ১৯ জনকে অন্য প্রদেশের নেওয়া হয়েছে। একথা আমি বলি না কেবলমাত্র বাঙ্গালীকেই নিতে হবে কারণ সংবিধানের দোহাই দিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের কাছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি সংবিধান কি কেবলমাত্র আমাদের বেলায়ই প্রযোজ্য হবে। বিহার গভর্নমেন্ট টাটা কোম্পানীকে যে সার্কুলার দিয়েছেন তাতে নির্দেশ আছে যে বিহারের লোককে প্রথম সুযোগ দিতে হবে। তারা যদি বিহারের যুবককে আগে সুযোগ দিতে পারে, সংবিধানকে উপেক্ষা করতে পারে—সেখানকার কারখানায় তখন আমাদের সরকার কিংবা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কেন ঠিক তেমন করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন না? কেন ভারত সরকারের কাছে বলতে পারেন না? কেন যেসমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে এখানে, তাদের উপর চাপ দিতে পারেন না? বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করার যে প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি। কেবল একটি মাত্র সংশোধন আমি করতে চাই মাননীয় স্পীকার মহাশয়—প্রস্তাব যদি সেটা গ্রহণ করেন সেটা হচ্ছে যেখানে

Industrial and Commercial concerns.

তৃতীয় লাইনে আমি সেখানে প্রস্তাব করছি—হোয়েদার ফরেন অর ইন্ডিয়ান—এ কথা কটি যোগ করে দিলেই সন্তুষ্ট হবো এবং যে সন্দেহ আছে সেটুকু নিরসন হয়ে যাবে।

The Hon'ble Siddartha Sankar Roy: Mr. Speaker, Sir, in the year 1913, a year before the First World War started, when India's future was dark and dreary and when Indians did not have the valuable rights which they possess today, there was a very young Assistant Surgeon working in the Campbel Medical School. He was an F. R. C. S. of England.

earning a salary of Rs. 300 per month. His superior was a gentleman called Major Reid. One day this young Assistant Surgeon was on the point of being told off by this Major Reid who had an ordinary medical qualification but nonetheless who was drawing about Rs. 1,500 a month. This young Assistant Surgeon thereupon boldly and courageously asked Major Reid that if he was going to impose any condition on this young Assistant Surgeon, would he please first answer as to why this young Assistant Surgeon, an F.R.C.S. of England should be drawing only Rs. 300 a month whereas the Superintendent, a person who had failed in the F.R.C.S. Examination, should be drawing Rs. 1,500 a month? This young Assistant Surgeon asked him whether or not the only reason was because the colour was different. This young Assistant Surgeon who had the boldness to say this in 1913 when there was no fundamental right of expression of speech is no other than the gentleman who leads this House today, I mean the Chief Minister, Dr. B. C. Roy. I, therefore believe that the administration which is working under his leadership is not an administration which, if the interest of my country is in jeopardy, will be either pro-British or pro-American or pro-Russian or pro-Chinese. I want to make it clear that as far as this Government is concerned if he finds anything to be against the interest of the country, against the interest of the development of my country, this administration will be anti-British, will be anti-American, will be anti-Russian, will be anti-Chinese. But the point is we have first of all to point if there is in fact any interest of any kind which is working against us, which is working against the growth and development of free and independent India. Therefore, Sir, for the purpose of finding this out the debate which is necessary must be held in a cool atmosphere, the arguments must be cogent, and the points put forward must be calculative. It is, if I may say so, utterly wrong to pollute the healthy atmosphere of this House by introducing any air of provincialism or racialism because we are here to find a solution and not to destroy everything that has been done or to criticise every statement that has been made and in doing so I believe that we must have a sound basis, a strong foundation upon which to develop our arguments in support of the amendment put forward by my friend Mr. Bhattacharyya, which I rise to support today.

We must, first of all, remember that there were certain things which we as Indians have accepted. There is no denying that fact. We have accepted that citizens of India, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood. We believe that the ownership and control of material resources of the community have to be so distributed as best to subserve the common good. We believe in this that the operation of economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment and we also believe that there should be equal pay for equal work for both men and women.

Then there is another matter which we also strongly believe in. The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provisions for securing the right to work for every citizen. These are the cardinal principles, these are matters of first importance, which we have to bear in mind before we pass any comment on the debate before the House today. But I proceed further. I would also like to place before the House a portion of a speech which was made by our Prime Minister on the 9th April, 1949, for the purpose of expounding our policy on foreign investment in India. I quote my Prime Minister and I am reading from the proceedings of the House on the 9th April, 1949. He said "In the first place I would like to state that the Government would expect all undertakings, Indian or foreign, to conform to the general

requirements of their industrial policy. As regards the existing foreign interests Government do not intend to place any restrictions or impose any conditions which are not applicable to similar Indian enterprises. Government would also so frame their policy as to enable further foreign capital to be invested in India on terms and conditions that are mutually advantageous.

[5-55—6-5 p.m.]

Secondly, foreign interests would be permitted to earn profits subject only to regulations common to all. We do not foresee any difficulty in continuing the existing facilities for remittance of profits and Government have no intention to place any restriction on the withdrawal of foreign capital investments but remittance facilities would naturally depend on foreign exchange considerations. If, however, any foreign concerns come to be compulsorily acquired, Government would provide reasonable facilities for remittance before taking over. Thirdly, if and when foreign companies are compulsorily acquired, compensation would be paid on fair and equitable basis as announced already in Government's statement of policy." The importance of this policy statement, from which I have read a part, is this that we have to treat—according to this policy which was laid down in 1949—both foreign and national industrial concerns on the same footing. But, Sir, in doing so, we shall have to see that our people do not suffer, we have to see that the interests of this State are not jeopardised, we shall have to see that our youths do not die in frustration and therefore this resolution—the amended resolution—which has been brought before you focusses your attention to the most important matter which, if solved, will go a long way towards our healthy development. The important matter upon which attention has been focussed is dispensation of unemployment in this State. Sir, in the budget speech of the Chief Minister last year, he mentioned certain unemployment figures. In urban areas there were 4.5 lakh employment seekers and in rural areas the number was 5.6 lakhs. This was based on a report made in 1953 which also said that in future years the increase in unemployment would be about 1.2 lakhs annually. So, taking these figures and also the figures for future unemployment, we may roughly say that the number of unemployed youths in this country, I should not say youths because the age group is between 16 and 60—would be now roughly 12 lakhs. So this is the object upon which we have to dwell. This is the matter which we have to look into for the purpose of finding a solution of this question and if in trying to solve this question we find that unemployment is being increased as a result of any discriminatory policy being followed by any industrial or commercial concern—whether foreign or national—it will be the duty of the Government to enquire into the matter and make such representations as it thinks fit under the circumstances to the Central Government which alone is the proper authority on this subject. Therefore, this amended resolution in my submission, Sir, is a more practical resolution, a resolution which really deals with the situation, a resolution which gives us something objective, something definite, something upon which we can lay our hands. This resolution says that the State Government should make a proper enquiry about the state of affairs and make suitable representations in this behalf to the Union Government. From a practical point of view—I am leaving aside the high sounding theories of nationalism, internationalism, racialism and provincialism—I am talking to you as a practical man, as a practical lawyer—compare the two resolutions and see for yourself, judge for yourself, find out which is the resolution which will deliver us the goods. If we really want to find out what the exact position is, we have to consider that whereas the resolution

which is moved by the Leader of the Opposition merely says that this Assembly views with concern the discrimination on racial grounds practised by companies and commercial and industrial houses controlled by foreign nationals carrying on business in this State and is of opinion that the Government of West Bengal should request the Union Government to take suitable steps to end such discrimination, our resolution says that this Assembly views with concern that although there is growing unemployment in the State, the industrial and commercial concerns operating here are reported to be following a discriminatory policy in matters of employment by *inter alia* not employing even qualified people of this State in sufficient numbers and urges the State Government to make appropriate enquiries about this state of affairs and make suitable representations in this behalf to the Union Government—I leave it to you, Sir, to decide as to which is the more practical resolution. We have in our resolution definitely stated that the enquiry should be directed against all industrial and commercial concerns irrespective of the nationality of the concerns, irrespective of the fact whether the concerns are Indian owned or foreign owned But that is not expressed in the resolution moved by the Leader of the Opposition. I do not know whether in moving this resolution the Opposition have any political motive or not, but if they really had the intention of serving the interests of the people, I should have imagined that the first thing that they should have done was to accept the amendment as proposed by us because it is really practical. But I want to meet directly the points raised by the Leader of the Opposition with regard to even foreign industrial concerns. He has admitted a report published under the authority of the Parliament with regard to the employment of foreign nationals in foreign concerns. He has further admitted that there is some more Indianisation than there was before. He has in fact pleaded for acceleration of Indianisation in the foreign companies. But he has not placed before the House certain other things which the Government of India have brought into being for the purpose of regulating foreign concerns. He has not mentioned, for example, the Control of Industries Act, 1951. If he looks into the provisions of that Act, he would see in what way the Government are trying to control the affairs of these concerns. He has not also referred to Article 31A of our Constitution which clearly lays down that "Notwithstanding anything contained in Article 13, no law providing for taking over the management of any property by the State for a limited period either in the public interest or in order to secure the proper management of the property or the extinguishment or modification of any rights of managing agents, secretaries and treasurers, managing directors, directors or managers of corporations, or of any voting rights of shareholders thereof or the extinguishment or modification of any rights accruing by virtue of any agreement, lease or licence for the purpose of searching for or winning, any mineral or mineral oil, or the premature termination or cancellation of any such agreement, lease or licence, shall be deemed to be void."

[At this stage the time-limit was reached.]

Since my time is up, I would sit down by saying only one thing, namely, that sufficient power is given to the Government to control any company or firm which in any way discriminates in the matter of employing any person and if in doing so they go against the interests of the people of the State, Government can certainly look into the matter.

[6-5—6-15 p.m.]

Sj. Sisir Kumar Das: Mr. Speaker, Sir, our Chief Minister has said that the State has no power to control the industries here. But I should point out to him the Constitution where it is laid down in Section 19 that

no foreigner has any fundamental right to carry on any business or to have any employment here. The fundamental right is that of the citizen. Therefore, if the foreigners, whether they are Europeans or Chinese or Japanese or Russians, come to trade here, they have no fundamental right to carry on any business here.

My second point is that you will find that industries are in the State list. That means that the State can pass any legislation regarding industries. There is no limitation on the power of the State (The Hon'ble SIDDARTHA SANKAR ROY: There is a limitation.) except in List I, item 7 and item 52. Item 7 deals with industries of military importance and item 52 deals with State industries which the State declares to be of national importance. Therefore, except these two types of industries, the State, I mean the State of West Bengal, can control any industry it likes and there is no fundamental right for a foreigner to carry on any trade or business or to have any service in this State. The State can control them. I was surprised at the speech of the Hon'ble Minister Siddartha Sankar Roy when he was reading the directive principles—pious wishes of the State policy—and he was reading a speech of our Prime Minister delivered in 1949. Since then much water has flown down the Ganges. The policy of the Government of India with regard to industrialisation has been stated after that. The policy of the State has been laid down in the Constitution. In the Constitution you will find that there can be legislation against all foreigners if they so like. Industries can be nationalised by the State. Nobody can stop it. There is nothing to stop nationalising industries carried on by foreigners. Therefore, it is idle on the part of the Prime Minister to say that we cannot discriminate against the foreigners. Why can't you discriminate? The Constitution gives you that power. If you can convince me by citing any article of the Constitution that you have not got that power then I shall shut my mouth for ever.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Mr. Speaker, Sir, innumerable pious wishes have been expressed by the Hon'ble Chief Minister as well as the Judicial Minister here and the result will be that every would—be aspirant as well as every aggrieved person would have to go to the High Court and seek protection under Article 226 of the Constitution by filing Mandamus petition. That is not a palatable proposition though the suggestion has come from the Government side. However, this is our premonition and it will be cent. per cent. true that not a single farthing will be coming in the future years from the U.K. So there is little necessity of satisfying or creating a very healthy atmosphere for British investors who are taking away every farthing from India for investment in their third empire which is being built up in South Africa and in the African domain.

Our Chief Minister has spoken at length on foreign experts. I can cite example of how even a Labour Officer has been appointed by a Company who does not know the Factories Act, who cannot write a letter in English correctly. Such an officer has been appointed by a foreign Company. There is another Company which has become 'India Limited' It has appointed a number of foreign jute brokers, they are not certainly experts in the line. But the question is, as has been explained in the Resolution itself, that it will have some demoralising effect, that it will create inferiority complex among Indian or Bengali youths who themselves are really waiting for such vacancies.

Sir, the amendment put forward by our learned friend Sj. Syamadas Bhattacharyya is very good if it is taken on its face value but difficulties are being created by the Central Government. I have been told by one business executive that in future they will have to appoint clerks and other

employees on the basis of perfect knowledge of Hindi because they are also now getting letters written in Hindi from Bihar, U.P. and other States. If Hindi becomes the official language, the executives as well as the junior employees, senior clerks and even typists must have Hindi as their mother language. The result will be non-employment of people who are unfortunately Bengalis. That is why this amendment carries much weight on its face value but it will be of little effect if accepted.

Sir, my time is very limited but I shall ask the Government to appoint a Committee to find out whether during the last 8 or 10 years a number of business concerns in West Bengal have appointed non-Indians and others on the basis of their prerogative founded on differentiation basis of scheme. For example, in the Dunlop Rubber Company, they have appointed 25 non-Bengali business executives, 10 European business executives and 10 Bengali business executives. That is quite all right but we shall have to find out whether all these 25 plus 10, i.e., 35 are all technicians and as I have pointed out earlier a Labour Officer has been appointed who does not know even the Factories Act. I may cite another British Company, viz., the Indo-Burma Petrolium Company. In 1947 it had 3 European executives and in 1957 it is having 8 European executives. It has got to be ascertained whether all these European gentlemen have been recruited simply because they have got specific technical qualifications and they can help production of petroleum or something like that in our country. But so far as our information goes, this Indo-Burma Petroleum Co. is doing nothing in the matter of exploring the possibility of getting more petrol from the Indian soil. So, from this perspective this Resolution has got to be looked into and has got to be accepted. Of course, I support Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that discrimination is being carried on on the basis of provincialism and days are coming when on the basis of language appointments will be made. I do not know what our Government will do in future but at present I think it will be worth while at least to create good morale amongst gentlemen who know the know-how of running industrial concerns. A Committee may be appointed in consultation with all the parties here representing the people of West Bengal. That is what I have got to say.

Mr. Speaker: There is one point of law which has been raised by Mr. Sisir Das.

[6-15—6-25 p.m.]

Sj. Jyoti Basu: How is it necessary to raise any point of law. My Resolution was about discrimination and now the Government of India is being asked to have an enquiry and to stop this discrimination. What Article 31A has got to do at least does not enter my head. We are not concerned with what directive principles have been given in the Constitution. The Constitution has been framed long ago.

If this resolution is to be passed and sent on to the Centre, it would be useless to send it on without the speeches. I would, therefore, request you to direct that if the resolution is passed in this House and it goes to the Centre for action, then the speeches along with English translation should go to the Centre, if this resolution has any meaning.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I might tell my friend that "industries" is a subject in the Union List, items 7 and 52, and once the Central Government has got an Act, that overrides any Act which we pass.

The next point is that our resolution should be one which can be followed up in its working afterwards and, as I said when I was discussing on this point, there are provisions in the Industries Control and Regulation Act which entitle us to put it up to the Government of India for making such enquiries and if the enquiries give us certain facts and figures, the final decision will also lie with that Government. We can press the Government of India for taking action in certain matters provided that our finding is not based upon racial discrimination but it is based upon the fact that our finding is intended to relieve our people who are in distress in this State.

The motion of Sj. Syamadas Bhattacharyya that after the words "This Assembly" in line 1, and for the words beginning with "is of opinion" in the same line and ending with "the Commission" in the last line, the following be substituted, namely,—

> "views with concern that although there is growing unemployment in this State, the Industrial and Commercial concerns operating here are reported to be following a discriminatory policy in matters of employment by *inter alia* not employing even qualified people of this State in sufficient numbers and urges the State Government to make appropriate enquiries about this state of affairs and make suitable representations in this behalf to the Union Government",

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Panchu Gopal Bhaduri, as amended by the motion of Sj. Syamadas Bhattacharyya, that this Assembly views with concern that although there is growing unemployment in this State, the Industrial and Commercial concerns operating here are reported to be following a discriminatory policy in matters of employment by *inter alia* not employing even qualified people of this State in sufficient numbers and urges the State Government to make appropriate enquiries about this state of affairs and make suitable representation in this behalf to the Union Government, was then put and agreed to.

[The motion of Sj. Ganesh Ghosh fell through.]

Procession of teachers

Sj. Bankim Mukherjee:

পরের প্রস্তাবে যাবার পূর্বে আমি একটা জরুরি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটা শিক্ষক ও মহিলা শিক্ষিকাদের বিরাট প্রসেসান তারা আপনার অনুমতির অপেক্ষায় বসে আছে। তারা এসেছিল যাতে তারা একটা স্মারকলিপি আপনার মাধ্যমে গভর্নমেন্টকে দেবার জন্য। কিন্তু রাজভবনের দক্ষিণ দরজার সামনে তাদের আটকে দেওয়া হয়েছে এবং তারা সেখানে শীতের মধ্যে বসে আছে। আপনি এখানের ক্ষমতার বাহন—আপনার কাছে তারা আসতে চায়। তাদের যদি আসতে না দিতে পারেন, তাহলে বাস্তবিকই আপনার পক্ষে ও বিধানসভার পক্ষে সেটা মর্মান্তিক লজ্জার বিষয়। তাই আমি আশা করি হয় গভর্নমেন্ট—দুঃখের বিষয় এডুকেশান মিনিস্টার—তিনি অ্যাসেম্বলীতে নেই তার কেউ না কেউ ডেপুটি এই কক্ষে থাকা সম্ভব। তারা যদি অনুগ্রহ করে সেখানে যান, তবে দেখতে পাবেন কত শিক্ষক-শিক্ষিকা তারা কি অবস্থায় অবিচলিত হয়ে এই শীতের মধ্যে এসে মাটিতে বসে আছেন—সেটা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন। তাদের দাবী হচ্ছে—পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর সামনে তাদের হাজির হতে বলা হয়েছে। সে বিষয়ে এবং তাদের বেতন সম্বন্ধে তাদের দাবী এই স্মারকলিপির মাধ্যমে তারা উপস্থিত করতে চায়। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে তারা এসে আপনার মারফত গভর্নমেন্টের কাছে স্মারকলিপি দেবেন এবং আপনি যদি আদেশ করেন, যে গভর্নমেন্টের শিক্ষামন্ত্রী বা তাঁর কোন প্রতিনিধি তাদের সঙ্গে দেখা করেন—তাহলে খুব ভাল হয়। আমি আশা করি, গভর্নমেন্টকে রাজী করাতে আপনি একটুখানি নিজের ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। আশা করি, এত বড় একটা

পাবলিক ডিমান্ড তারা শুনবেন। হয় আপনি কষ্ট করে গিয়ে দেখুন—যে লোকের কত বড় অভিযোগ আছে। না হয়, আপনি তাদের অনুমতি দেন—আপনার কাছে আসবার জন্য। এবং গভর্নমেন্ট যদি আপনার কথা না শোনেন, তাহলে তাদের কথা যাতে শোনাতে পারে—তার জন্য দয়া করে আপনি বিধানসভার কার্য কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখুন। অন্ততঃ জনসাধারণ আশা করে, বাংলাদেশের জনপ্রিয় স্পীকার যেন জনগণের সংগে কিছুটা এগিয়ে যেয়ে সহযোগিতা করেন। এবং একান্তই যদি আপনার পক্ষে সেটা অসম্ভব হয়—মহম্মদ যদি মাউন্টেএর কাছে না যায়—তাহলে মাউন্টেন সেই মহম্মদের কাছে আসতে দিন।

Sj. Sunil Das:

আমি এটা সমর্থন করছি। সারা কলকাতার শিক্ষক ও শিক্ষিকা—তাদের ন্যায়সংগত দাবী নিয়ে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে কলকাতার রাজ পথে অবস্থান করছেন। এবং এখানে যে অনুরোধ করা হয়েছে যে ন্যায়সংগত দাবী যাতে তারা এখানে রাখতে পারেন—সেইজন্য এই হাউসকে কিছুক্ষণ স্থগিত রাখুন। হয় মন্ত্রী মহাশয় সেখানে যান এবং তাদের কথা শুনুন নতুবা ন্যায় বিচারপরায়ণ স্পীকার হিসাবে সেখানে যেয়ে তাদের বিক্ষোভ দেখে আসুন। এবং তাদের বিক্ষোভের যাতে উপশম হয় তার বিহিত ব্যবস্থা করুন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমিও আপনাকে একটু দেখতে বলছি।

Mr. Speaker: I have neither eyes to see nor ears to hear. I am very weak and powerless and I am here as long as you want me to be here. If they don't go out and see the deputationists what can I do?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমি কেবল বলছি যে একটা শোভাযাত্রা এসেছে—তাতে শিক্ষক শিক্ষিকারা হাজার হাজারে এসেছেন এবং বঙ্কিমবাবু যে কথা বলেছেন ও আপনার কাছে আবেদন করেছেন--এই সভা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখুন। আপনার মাঝে আমরা সেখানে যেতে চাই। এবং ও'রাও আনন্দের সংগে দেখুন যে আপনি সহানুভূতির সংগে ওদের কথা বিবেচনা করেন এবং ওদের সংগ চান। যে দাবীদাওয়া ও'রা উপস্থিত করেছেন তা অতি যুক্তিসংগত। তাই অনুরোধ করছি সভা স্থগিত রেখে আপনার সংগে আমাদেরও যাবার সুযোগ দিন।

Mr. Speaker: These are really very serious matters. Perhaps they feel very deeply about them. The processionists have come to ventilate their grievance. I have no doubt that the Government are not unmindful about their grievance. What procedure they will adopt—whether they will see the deputationists and so on—I am not conversant with it. This is not the first time that such a thing has been mentioned here, and this is not the first time that a Speaker has to take a decision. You know my decision and my decision is what it has been in the past, viz., I have to continue with the day's business and I cannot take notice of what is going on outside. I am sorry for the processionists. I am sorry to hear that they are suffering inconvenience. But I do not agree with one thing that Sj. Bankim Mukherjee has mentioned, about the cold weather, it has not come—it has yet to come.

[6-25—6-35 p.m.]

Sj. Bankim Mukherjee: I would request you, Sir, to allow some representatives of the processionists to meet you.

Mr. Speaker: I have no right. It is not my business. I am here for a very limited purpose. I am the representative of this House, neither of this side nor of that side. Because the majority wants me to be here, I am

here for a specific job which I am trying to discharge as best as I can. I cannot claim anything more. I am making my best endeavours. That is all.

Sj. Bankim Mukherjee: That is not the point. The point is that they want to submit their memorandum to this House and if they want to submit a memorandum it can be done only through you.

Mr. Speaker: I can give you this assurance that if any memorandum is received from the members, I shall certainly send it on to the right quarter, viz., to the Education Minister, because these are teachers.

Sj. Bankim Mukherjee: From members?

Mr. Speaker: If any of you bring it in, even if it is sent by post I shall receive it.

Sj. Bankim Mukherjee: That is what I request you, if you permit some of them to come here and meet you.

Mr. Speaker: Not here in this Assembly so long as the House is sitting, but after. I have told you that I shall receive it with pleasure, but I do not want to set a precedent of a thing which has never happened.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনার কাছে আমি একটা আবেদন জানাব, এর আগে আপনি একবার প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে হাউস এডজোর্ন করেছিলেন। সে কারণে আমি বলব—আমরা অনেকেই সেখানে যেতে চাই, আপনি দয়া করে কিছুক্ষণের জন্য হাউসটা এডজোর্ন করুন। আর টাইমও ত প্রায় হয়ে এসেছে--

Mr. Speaker:

কিসের টাইম ?

There is a resolution which has yet to be discussed. The time allotted was 45 minutes If it is not finished by that time, that resolution will fall through.

Sj. Jyoti Basu: Mr. Speaker, Sir, our difficulty is this that there is no Minister present here who at least has the courtesy to get up and say that at some time or other the deputationists will be met. The Education Minister is also not here; no Minister is speaking.

Sj. Kalipada Mookerjee: The Education Ministe will be pleased to meet the deputation any day the deputationists want to after Monday.

Non-official Resolution.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I beg to move that this Assembly is of opinion that steps should be taken by Government for the early establishment of spinning and other medium-size mills and suitable cottage industries, specially weaving and Ambar Charkha, in and around the various refugee colonies of West Bengal with a view to economic rehabilitation of people living in and around these colonies.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবটি—অম্বর চরকা সম্বন্ধে এবং সেই নামেই এটি পরিচিত হয়েছে। কিন্তু অম্বর চরকাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। অম্বর চরকা ছাড়াও প্রস্তাবের অন্য উদ্দেশ্য আছে। উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য গভর্নমেন্টকে এই প্রস্তাবে অনুরোধ জানানো হয়েছেঃ (১) বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনির

নিকটে সূতার কল স্থাপন করা, (২) কুটিরশিল্প বিশেষ করে তাঁত এবং অম্বর চরকার মাধ্যমে তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা, (৩) মাঝারী আকারের নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া। এই প্রস্তাব আমি আজ নতুন উত্থাপন করি নি। বিধান সভার পূর্ববর্তী অধিবেশনেও আমি এ ধরনের একটা প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করি। শুধু বিধান সভায়ই আমি এ ধরনের প্রস্তাব উত্থাপন করি নি—১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে একদল উদ্বাস্তু প্রতিনিধি নিয়ে ডাঃ রায়ের কাছে গিয়েও এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম, এর আগে এ ধরনের কোন প্রস্তাব গভর্নমেন্টের কাছে উত্থাপিত হয়েছিল কিনা আমি জানি না। ডাঃ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় আমি গভর্নমেন্টকে তিনটি কাজ করতে বলেছিলাম। এ তিনটি প্রস্তাব কাজে রূপায়িত হলে উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেকখানি সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় (১) সূতারকল স্থাপন, (২) কুটিরশিল্পের ব্যাপক প্রসার, (৩) মিল প্রতিষ্ঠিত হলেই যাতে তারা সেসব মিলে ঐ কাজ করতে পারে সে জন্য বিভিন্ন কাপড়ের কলে তাদের শিক্ষার্থিরূপে পাঠানো। ডাঃ রায় আমার কথা শুনে এই প্রস্তাব তখন মেনে নিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে শুধু এই পার্থক্য ছিল যে, আমি বলেছিলাম বিভিন্ন অঞ্চলে দশটি সূতোকল স্থাপনের কথা, তিনি বলেছিলেন—১০টা নয়, ৪টা, আমরা আপাততঃ হাবড়া, গায়েশপুর, ঢাকদা ও তাহেরপুর এই চারটে জায়গায় চারটে কল স্থাপন করব। আমরা তখন তাতেই খুসী হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এই চারটে কল স্থাপিত হলে ভবিষ্যতে আরো করা যাবে। কথা উঠতে পারে কেন আমরা এই প্রস্তাব নিয়ে ডাঃ রায়ের কাছে গিয়েছিলাম? এবং আর কোন জিনিসের কথা না বলে কেন সূতার কলের কথাই তুলেছিলাম। উদ্বাস্তুরা পশ্চিম বাংলায় নতুন আসে নি, ১৯৪৬ সাল থেকে আসতে আরম্ভ করেছে। ১৯৫৪ সালে কেন আমরা এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে বাধ্য হলেম, তার কারণ এই যে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্বন্ধে সরকারী নীতির ব্যর্থতা। সরকারী নীতির ব্যর্থতাই আমাদের সেই প্রস্তাব উত্থাপনের উদ্বুদ্ধ করেছিল।

স্পীকার মহোদয় জানেন গভর্নমেন্টের নীতি কি ছিল? কিছু কিছু চাকরি উদ্বাস্তুদের গভর্নমেন্ট দিচ্ছিলেন, বটে, কিন্তু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নীতি ছিল প্রত্যেক উদ্বাস্তু পরিবারকে চার-পাঁচ কাঠা করে জমি দেওয়া, সেই জমির ওপর গৃহনির্মাণের জন্য ৫০০ টাকা করে ঋণ দেওয়া, এবং পাঁচশো টাকা করে ব্যবসা ঋণ দেওয়া--এই ছিল সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নীতি। সেই নীতি অনুসারে তাঁরা কাজ করে গেলেন এবং বহু টাকা খরচ করলেন। শহরাঞ্চল থেকে, শিল্পাঞ্চল থেকে বহু দূরে, জনমানব শূন্য প্রান্তরে, ধারে কাছে ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র নেই এইরকম স্থানে তাঁরা বিরাট বিরাট জায়গা জুড়ে বহু টাকা ব্যয় করে উদ্বাস্তু কলোনি স্থপান করলেন। সেসব কলোনীতে ভাল ভাল রাস্তা তৈরি হল, রাস্তাসমূহের দু ধারে ভাল নর্দামা হল, ভাল বাড়ীও হল কিন্তু তাদের খাবার ব্যবস্থা হল না। উদ্বাস্তুরা সকলেই তো আর ব্যবসা করতে পারে না। আর ব্যবসা করবার সুযোগও তাদের ছিল না, কারণ কোন বন্দর বা ব্যবসা কেন্দ্র ছিল না ঐ কলোনিগুলির ধারে কাছে। ফলে কিছুদিন পরে দেখা গেল অনেকেই বাড়ীঘর টিন কাঠ যা কিছু ছিল বিক্রয় করে ঐসব কলোনী ছেড়ে চলে গিয়েছে। চলে গিয়েছে কোথায়? স্পীকার মহোদয় তা ভাল করেই জানেন। তারা চলে গিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে, শিয়ালদা স্টেশনে আর কলকাতার রাস্তাঘাটে। তখন আমাদের দৃষ্টি সেদিকে পড়লই, গলদ যে কোথায় তা আমরা বুঝলাম। আমরা তখন এই প্রস্তাব নিয়ে গভর্নমেন্টের কাছে উপস্থিত হলাম এবং বললাম—উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য গভর্নমেন্টের যে নীতি, সে নীতি ব্যর্থ হয়েছে, সে নীতি অনুসরণ করলে কিছুই হবে না। ওদের আয়ের পথ করে দিতে হবে। সে পথ হচ্ছে দুটি, এক জমি, দ্বিতীয় শিল্প। এই দুটির সাহায্যে তাদের আয়ের ব্যবস্থা হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে চাষযোগ্য যে অতিরিক্ত সামান্য জমি আছে সমগ্র উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য তা যথেষ্ট নয়। তাই বলেছিলাম সূতারকল এবং নানা রকম কুটিরশিল্পের ব্যবস্থা করার কথা। এত ধরণের কল থাকতে সূতার কলের কথা বিশেষ করে কেন বলেছিলাম? কারণ, যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা পূর্ববঙ্গে হয়েছিল সেই সময় সেখান থেকে যারা এখানে চলে এসেছিল তাদের অনেকেই তখন কাপড়ের কলে চাকরি পেয়েছিল। দেখা গিয়েছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লোকের অনেকেই কাপড়ের কলের বিভিন্ন বিভাগে ভাল কাজ করতে পারে। সুতরাং এই কথা আমাদের মনে এসে গেল—বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনিতে

যদি কাপড়ের কল, সুতোর কল স্থাপন করা যায়, উদ্বাস্তুরা তাহলে ভালভাবে সেসব কলে কাজ করতে পারে। আরও একটা কারণ ছিল, সে কারণ হচ্ছে—যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে তাদের মধ্যে অনেক তাঁতী আছে, পূর্ববঙ্গে তারা ভালভাবে তাঁত চালায়।

আর একটা কারণ, পশ্চিমবঙ্গে কাপড়ের ও সুতার কলের অভাব। সারা ভারতবর্ষে কাপড়ের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে, ভারতবাসীরা আগে মাথাপিছু গড়ে বছরে ১০ গজ করে কাপড় পরত, এখন সেখানে ১৭-১৮ গজ করে পরতে আরম্ভ করেছে, এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে বিশেষ করে বোম্বেতে ও আমেদাবাদে কাপড়ের কলের সংখ্যা ও আয়তন বেড়ে চলেছে বাংলা দেশেই বা কেন বাড়বে না? বাড়লে বাঙ্গালীদের আয়ের একটা পন্থা হতে পারে, উদ্বাস্তুদেরও জীবিকার্জনের উপায় হতে পারে।

[6-35—6-45 p.m.]

এইসব কারণে আমরা কাপড়ের কলের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলাম। তার মানে এই নয় যে আমরা কাপড়ে কলের কথাই শুধু বলেছিলাম, অন্যান্য শিল্প স্থাপনের কথা বিশেষ করে মাঝারি ধরনের শিল্প স্থাপনের কথাও আমরা বলেছিলাম। ডাঃ রায়ও সেকথা মেনে নিয়েছিলেন। উদ্বাস্তুরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, ভাবল এবারে হয়তো তাদের একটা বাঁচবার পথ হবে। গভর্নমেন্টের টাকার অভাব ছিল না। তখন খুব সম্ভব কোটি পঞ্চাশের টাকা পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য খরচ হয়েছিল। এখন খরচ হয়েছে প্রায় ৯০ কোটি টাকা। গভর্নমেন্টের টাকার অভাব ছিল না, বিজলীর অভাব ছিল না, জলের অভাব ছিল না, জায়গার অভাব ছিল না কিছুরই অভাব ছিল না। আমরা দিনের পর দিন প্রতীক্ষায় রইলাম, ভাবলাম এবার কাজ আরম্ভ হবে। উদ্বাস্তুরা বারে বারে জিজ্ঞেস করতে লাগলো কবে কাপড়ের কল হবে। তাহেরপুরে জনৈক মন্ত্রী কাপড়ের কলের ভিত্তি স্থাপনও করে এলেন কিন্তু কাজ কিছুই হোল না। কয়েক বছর গভর্নমেন্ট একেবারে নীরব ছিলেন, এখন আবার বলছেন কাপড়ের কল হবে। কিছুদিন আগে রিহ্যাবিলিটেশন এ্যাডভাইজরী বোর্ডের মিটিংএ আমরা এ কথা বলেছিলাম যে কাপড়ের কল কি হোল, সুতার কল সম্বন্ধে কি হোল? তখন আমাদের একটা লিস্ট দিয়ে বলা হয়েছিল যে এইসব জায়গায় কাপড়ের কল কিংবা সুতার কল শীঘ্রই স্থাপিত হবে। কয়েকদিন আগে কল্যাণীতে একটি আঞ্চলিক সম্মেলন হয়েছিল। তাতে আমাদের পুনর্বাসন মন্ত্রী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন কোন কোন জায়গায় কাপড় কল, সুতার কল স্থাপিত হবে। সুতরাং আমাদের এ প্রস্তাবের সঙ্গে গভর্নমেন্টের নীতি মূলগত কোন পার্থক্য নেই। ১৯৫৪ সালের আগে যাই থাকুক না কেন বর্তমানে নীতিগত কোন পার্থক্য নেই—পার্থক্য শুধু এই আমরা বলেছি কাজ করুন, তাঁরা শুধুই কথা বলছেন, বাস্তবে কিছুই করছেন না। কিন্তু কেন করছেন না তা তাঁরা বলছেন না। আগে মনে হোত কাপড়ের কল, সুতোর কল, প্রাইভেট সেক্টারের অন্তর্ভুক্ত। গভর্নমেন্ট বলছেন প্রাইভেট ওনার পাওয়া যাচ্ছে না। গভর্নমেন্ট ৫০ লক্ষ টাকা দেবে আর অন্য পার্টি ৫০ লক্ষ টাকা দেবে। এই এক কোটি টাকা দিয়ে কল হবে, কিন্তু গভর্নমেন্ট বলছেন পার্টি পাওয়া যাচ্ছে না। গভর্নমেন্ট ও প্রাইভেট পার্টি মিলে কল করার নীতি গভর্নমেন্ট এখন পরিত্যাগ করছেন বলে মনে হয়। এখন স্টেট নিজেই মিল করতে প্রস্তুত হয়েছেন। পরন্তু গভর্নমেন্টের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তাতে লেখা আছে, যে কল্যাণীতে ৫০ হাজার টেকো বিশিষ্ট যে সুতোর কল হবে তা স্টেট নিজেই স্থাপন করবে। স্টেট ওনড সুতোর কল হবে। যদি কল্যাণীতে স্টেট ওনড কল হতে পারে, তবে তাহেরপুরে হতে আপত্তি কি? আমরা বলি স্টেট ওনড হলে এই কাজ তাড়াতাড়ি হবে, ভালভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে হবে এবং সরকারের তাতে বহু টাকা বাঁচবে। তিন বছর আগে আমরা যখন সরকারকে একথা বলেছিলাম তখন যদি সরকার ঐ কথা মেনে নিয়ে কাজ করতেন তাহলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এতদিনে অনেকখানি হয়ে যেত কিন্তু গভর্নমেন্ট তখন তা করেন নি। ডোল খাইয়ে, রিহ্যাবিলিটেশনের নামে নানাভাবে টাকা খরচ করে, কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে, কিন্তু উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন কিছুই হচ্ছে না। এক বন্ধু আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন—যদি ১০-১৫টা স্পিনিং মিল হয়, তবে উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন কি শেষ হয়ে যাবে? একেবারে শেষ হবে না বটে, তবে অনেকখানি শেষ হবে। কারণ, ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমাদের যে কথা হয়েছিল তাতে

এটা পরিষ্কার হয়েছিল যে, প্রত্যেকটা স্পিনিং মিলে আড়াই হাজার লোক কাজ করবে এবং প্রতিটি স্পিনিং মিল থেকে উৎপন্ন সুতার আরও ৮ হাজার লোক তাঁত বুনবে। সুতরাং এক একটা কলকে কেন্দ্র করে প্রায় সাড়ে দশ হাজার লোকের কাজ জুটবে। এর মানে ৫০-৬০ হাজার লোকের মুখে খাবার জুটবে। এমনি করে ১০-১২টা কল হলে ৬-৭-৮ লক্ষ লোকের খাবারের ব্যবস্থা হোত। বর্তমান অবস্থায় যদি ১০ লক্ষ লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় অর্থাৎ যদি ১০-১১টা সুতার কল করা যায় তবে আমাদের বিশ্বাস যারা ট্রানসিট ক্যাম্পে আছে, গভর্নমেন্ট স্পোনসোর্ড কলোনীতে থাকে কিম্বা অন্য কোন ক্যাম্পে থাকে, তাদের একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে যারা এসেছে, তারা বসে নেই। গভর্নমেন্টের ফিগার্সে আমি বিশ্বাস করি না। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি গড়িয়া থেকে আরম্ভ করে কাঁচরাপাড়া পর্যন্ত যেসমস্ত উদ্বাস্তু নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বসতির ব্যবস্থা করেছে, তাদের একরকম চলে যাচ্ছে। বিপন্ন হয়েছে, গভর্নমেন্ট স্পোনসোর্ড কলোনীর লোকেরা, বিপন্ন হয়েছে ক্যাম্পে যারা আছে তারা, বিপন্ন হয়েছে ট্রানসিট ক্যাম্পের লোকেরা। আমার বিশ্বাস ১০টা সুতাকল হলে যে কথা আমি এখন বল্লাম, যে কথা ডাঃ রায়কে বলেছিলাম এবং যা তিনি মেনে নিয়েছিলেন—সে অনুসারে যদি কাজ করা হয় তাহলে বাংলাদেশে যে সমস্ত উদ্বাস্তু এসেছে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা হয়ে যাবে। আমাদের মন্ত্রী মহাশয় সব সময়ই বলেন যে, উদ্বাস্তুদের জন্য এখানে জায়গা নেই। আমি জিজ্ঞাসা করি তাদের জন্য তিনি কি করেছেন? উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ৯০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু এই টাকা গভর্নমেন্ট কিভাবে খরচ করেছেন এবং তাম্বারা উদ্বাস্তুদের কতটুকু অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন? যদি এই টাকা ঠিকভাবে খরচ হত, তাদের জন্য মিল বসিয়ে যদি বলা হত পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের আর জায়গা নেই তবে তা বুঝা যেত। এ কথা ঠিক যে পশ্চিম বাংলায় কৃষিযোগ্য জমি বেশী নেই, কিন্তু শিল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হলে তাদের বাসের জন্য যেটুকু জমি প্রয়োজন পশ্চিম বাংলায় তা নিশ্চয়ই আছে। প্রতি পরিবারকে চার-পাঁচ কাঠা করে জমি দেওয়া হলে যে জমির প্রয়োজন তা পশ্চিম বাংলায় যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। আমরা হিসাব করে দেখেছি শুধু কল্যাণীতে কয়েকটি কল করে যদি উদ্বাস্তুদের বসানো যায়, তবে বহু রিফিউজির সেখানে পুনর্বসতির ব্যবস্থা হতে পারে। সুতরাং আমাদের নীতির সংগে গভর্নমেন্টের নীতির কোন পার্থক্য নেই। গভর্নমেন্ট যদি ঠিকভাবে কাজ করতেন তবে প্রাইম মিনিস্টারকে আজ হাহুতাশ করে বলতে হোত না যে আমরা আর উদ্বাস্তুদের ভার নিতে পারব না। পশ্চিম জার্মানীতে পূর্ব জার্মানী থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য যেমন ব্যবস্থা করা হয়েছে ঠিক সেইভাবে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করলে, তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবো—পার্টিসনের সময় তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতির কথা মনে রেখে দৃঢ়সংকল্প সহকারে যদি কাজ করা হত তাহলে আজ প্রাইম মিনিস্টারকে বলতে হত না যে আর আমাদের জায়গা নেই, আমরা আর কিছু করতে পারব না। উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে যেতে চায় না, বাংলায় বাঙ্গালীর সংগে মিলেমিশে থাকতে চায়। তারা ভাবে বাংলায় থাকলে বাঙ্গালীর শক্তি বাড়বে। তিন-চার কোটি বাঙ্গালী একত্রে যদি বাস করতে পারে তাহলে বাঙ্গালীদের শক্তি যে অনেক পরিমাণে পড়বে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি বলি যে খালি কনফারেন্স না করে, গভর্নমেন্ট ঠিকভাবে কাজ করুন। আমরা দেখি কনফারেন্স কমিটি করে শুধু রিজলিউসন পাস করা হয়, ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়, ১১ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু কোন কাজের কথা বলা হয় না। আমরা যদি মনে রাখি এটা একটা হিউম্যান প্রবলেমএর সমাধানের জন্য হিউম্যান এপ্রোচ দরকার ; আমরা যদি মনে রাখি এ ব্যাপারে

we are responsible, we have taken it on our own shoulder

তাহলে এ সমস্যার সমাধান সহজেই সম্ভবপর। কেবল হাহুতাশ করলে চলবে না, বললে হবে না যে পারব না। আমাদের পারতে হবে—একথা ভেবে যদি কাজ করতাম তাহলে আর পণ্ডিত নেহেরুকে ঐ কথা বলতে হত না, দণ্ডাকারণ্যের প্রস্তাবও এখানে আনতে হত না, দুই লক্ষ লোককে মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট না দিয়ে পূর্ববঙ্গে আটকে রাখতে হত না। পূর্ববঙ্গে আজ তারা কান্নাকাটি করছে, তারা সব জায়গাজমি বাড়ীঘর বিক্রী করছে, তারা ভেবেছিল যে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিম বাংলায় চলে যাবে, মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট সহজেই পাবে।

[6-45—6-55 p.m.]

বর্তমানে তিন লক্ষ লোককে ক্যাম্পে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু তারা ক্যাম্পে থাকতে চায় না। কলোনীগুলিতে স্পিনিং মিলএর ব্যবস্থা করুন। মোট কথা হচ্ছে, কিছু করুন। খালি কথা বলবেন না। খালি রেজলিউশান করবেন না। কাজ করুন। এখানে আরেকটা কথা বলি। অম্বর চরকা সম্বন্ধে আমি আরেকবার বলেছিলাম। তখন আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। অভয় আশ্রম অম্বর চরকা নিয়ে কাজ করছে। আমি নিজেও এখন কিছু কিছু করেছি। আমি জানি অম্বর চরকার সম্ভাবনা খুব বেশী। তিন মাস ট্রেনিং নিয়ে সংসারের অন্যান্য কাজ করেও অম্বর চরকার সুতো কেটে মাসে ২০-২৫ টাকা আয় করা যায়। শুধু মেয়েদের জন্য নয়, যাদের আর কোন উপায় নেই, চাকরীবাকরী নেই, তারাও ঘরে বসে কাজ করে ইচ্ছা করলে মাসে ২০-২৫ টাকা আয় সহজেই করতে পারে। অম্বর চরকার এখনো যথেষ্ট ত্রুটি আছে, পার্ফেকশান হয় নি। এখনো এটা এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজএ আছে। গভর্নমেন্টএর সঙ্গে এ ব্যাপারে আমাদের কোন পার্থক্য নাই। গভর্নমেন্টএর প্রতিশ্রুতির জন্যই আজ উদ্বাস্তুদের দুর্গতি হয়েছে এবং দিনদিন তাদের দুর্গতি বাড়ছে। পার্টিশানের পূর্বে তাদের কোন দুর্গতি ছিল না—পূর্ববঙ্গে তারা মোটের ওপর সুখেই ছিল। তাদের মাছভাতের অভাব ছিল না, দুধের অভাব ছিল না। এখন তারা নানা রকম কষ্টের মধ্যে পড়েছে। ইচ্ছা করলে আপনারা তাদের এই দুঃখ দূর করতে পারেন। শ্রীবিজয়সিং নাহার তাঁর প্রস্তাবে বলেছেন সমবায় সমিতি মাধ্যমে সব কিছু করতে। সমবায় সমিতির ওপর আমার বিশ্বাস আছে। আমি জানি কো-অপারেশান ছাড়া কাজ হবে না। কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি বর্তমান অবস্থায় কো-অপারেটিভ সোসাইটির ওপর ভার দেওয়া চলে না। বাংলাদেশে সমবায় সমিতি অগ্রসর হতে পারছে না। আমি বলছি গভর্নমেন্ট নিজে অগ্রসর ও উদ্যোগী হয়ে এ কাজ করুন, তাহলে দেখবেন অচিরেই দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। উদ্বাস্তুরা আপনাদের অ্যাসেট হবে, লাইয়াবিলিটি থাকবে না। আপনাদের টাকাপয়সার অভাব নেই, ইলেকট্রিসিটির অভাব নেই, জলের অভাব নেই, তবে কেন হচ্ছে না। একমাত্র অভাব হল সংকল্পের। এই সংকল্প গ্রহণ করুন এবং কাজ করুন। দেখবেন, দেখতে দেখতে সব ঠিক হয়ে যাবে।

Sj. Bijoy Singh Nahar: Sir, I beg to move that for the words beginning with "for the early establishment" in line 2 and ending with the words "these colonies" in the last line, the following be substituted, namely,—

> "to give necessary assistance to co-operative societies and other institutions, organised on the initiative of the people, for the establishment of suitable cottage, small and medium-sized industries, particularly weaving and spinning in the State of West Bengal, specially in areas inhabited by the refugees, with a view to help the economic uplift of the people of the State, and further the Government should take measure for imparting technical training in different items of cottage, small-scale and medium-sized industries so that they can produce more and earn more."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবের উপর যে সংশোধনী দিয়েছি সেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি বলেছেন সরকার কতগুলি মিল কল করুক, ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করুক যাতে রিফিউজিরা কাজ পায় এবং সেই কাজের দ্বারা রোজগার করতে পারে, আমি সমস্ত জিনিসটা অন্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখছি। সরকার যদি এরকম কলকারখানা তৈরি করেন তাহলে কখনো দেশের মঙ্গল হতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি যেখানে জনসাধারণ নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে আত্মশক্তিতে নির্ভর করে পরিশ্রম করতে পারে একমাত্র সেক্ষেত্রেই তাদের মঙ্গল হতে পারে। সেই জন্যই আমি এই সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছি। আমি জানি ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এসব বিষয়ে অনেক কাজ করেছেন এবং এখনো করছেন। কিন্তু সরকারের উপর নির্ভর করে কখনো জনসাধারণের এবং বিশেষ করে আমাদের উদ্বাস্তু ভাইবোনদের মঙ্গলসাধন সম্ভব নয়। তাই আমি মনে করি যে, বড় বড় ক্যাপিটালিস্ট ইন্ডাস্ট্রি না করে ছোটখাট ঘরোয়া ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডাস্ট্রি করা দরকার যাতে করে উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রতি ঘরে ঘরে হতে পারে। আমি জোর করেই

একথা বলব যে, চাকরীজীবী জাতির পক্ষে বড় হওয়া সম্ভব নয়। ইংরাজ সরকার এই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছিল যে, লেখাপড়া শিখলে তোমরা ভদ্রলোক হবে, সরকারী অফিসে কেরাণীগিরীর কাজ পাবে। এভাবে তাঁরা আমাদের নির্জীব করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। আজকে ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়, সরকারী সহযোগিতার কথা বলেছেন, কিন্তু আমি বলি, বড় বড় কলকারখানায় চেষ্টা না করে নিজেদের চেষ্টায় সমবায়ের মাধ্যমে কুটিরশিল্প ও অন্যান্য ছোটখাট শিল্প তৈরি করা দরকার সরকার তো আমাদের পিছনে থাকবেনই। আমি তাই এই এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি।

[6-55—7-5 p.m.]

তার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে চাই যে সরকার এইরকম কলকারখানা কিংবা ব্যবসায় যেখানে করেছেন, তা সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা চালিয়ে ভাল হতে পারে না, মঙ্গলজনক হতে পারে না, কোথাও তা সম্ভবপর নয়—বলে আমি মনে করি। কারণ তার মধ্যে যে ব্যবস্থা সমস্ত রয়েছে, সেটাও মঙ্গলকারক হতে পারে না—যদি নিজেরা নিজেদের ব্যবস্থা করবার উপযুক্ত না হই। সেদিক থেকে আমি তার বিরোধিতা করে এই সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছি। এর সঙ্গে এটাও বলেছি যে কেবল কলকারখানা স্থাপন কিংবা এরকম ক্ষুদ্রশিল্প তৈরি করলে চলতে পারে না। সরকার যদি ব্যবস্থা করতে চান এইসব শিল্প যাতে গড়ে ওঠে, তাহলে তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বিশেষ দরকার। প্রত্যেক অঞ্চলে যাতে আমাদের যুবকযুবতীরা তরুণতরুণীরা শিখতে পারেন হাতের কাজ তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা যদি সরকার করে দেন, তাহলে তারা নিজেরা ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প তৈরি করতে পারেন। এই ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। অনেকে এইরকম পরিশ্রম করতে চান—ঘরোয়া শিল্প করতে চান। কিন্তু তার সুযোগসুবিধা জানা নেই, শিক্ষা নেই, সেই কারণে তাঁরা তা পারেন না। তাই সরকারের এটা বিশেষ দরকার প্রত্যেক অঞ্চলে এর শিক্ষাকেন্দ্র করে দেন। কয়েকটি কেন্দ্র আছে বটে, কিন্তু সেখানে এত কম লোকের শিক্ষা ব্যবস্থা আছে যে তাতে চাহিদা পূরণ হয় না। যদি আমাদের চাহিদা অনুপাতে বেশী সংখ্যক শিক্ষাকেন্দ্র করা যায় তাহলে ভাল হয়, প্রত্যেক জায়গায় শিল্পোন্নতি চলতে পারে। বিরাট শিল্প থেকে কুটির-শিল্প মাধ্যমে যদি বেশী উৎপাদন হয়, তাহলে সেটা অনেক লোকের মঙ্গল করতে পারে এবং অনেক লোক আরো বেশী করে রোজগার করতে পারে এটা বলা নিষ্প্রয়োজন।

(এ ভয়েসঃ প্রতিযোগিতায় পারবে ত?)

আমার বন্ধুবর বলছেন প্রতিযোগিতায় পারবে কিনা! উনিও দেখতে পাবেন যদি চেষ্টা করেন —বড় বড় শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কুটিরশিল্প পারবে। আমরা মিলের কাপড় ব্যবহার করে যদি বলি প্রতিযোগিতায় কুটিরশিল্প পারবে না, তাহলে আমি মনে করি এটা লজ্জার বিষয়। তাঁরা যদি কুটিরশিল্পের জিনিস ব্যবহার করতেন, তাহলে বলতেন তা পারবে।

(এ ভয়েসঃ তুলো যে হোলসেল!)

তারজন্য আইন করুন। আইন না করে জনসাধারণ যদি নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে ব্যবহার করতে যান, তাহলে তার টুটি টেপা সম্ভবপর নয়।

তারপর আমি বলেছি কেবল উদ্বাস্তুদের জন্য এইরকম ব্যবস্থা না করে উদ্বাস্তুরা যেখানে আছেন, সেখানেও হোক—এবং সমস্ত পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন এলাকায়ও এইরকম ব্যবস্থা হোক। যেখানে কুটিরশিল্প ক্ষুদ্রশিল্প জনসাধারণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে হবে সেখানে সরকার তাদের সর্বরকমের সহযোগিতা ও সাহায্যের ব্যবস্থা করুন। আমরা জানি উদ্বাস্তুভাইরা যেখানে আছেন—তাদের বিশেষ দরকার। আজকে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যেন মনে না করেন উদ্বাস্তু যাঁরা এসেছেন তাঁরা একটা নতুন জীবু, একটা নতুন সেকশন তৈরি হয়েছে। আট-দশ বছর যাঁরা এখানে এসেছেন তাঁরা আর পূর্ববঙ্গের অধিবাসী এখন নয়, তাঁরা এখন পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হয়েছেন। তাঁরা এখন পশ্চিমবঙ্গের লোকের সঙ্গে সমান সুযোগসুবিধার অধিকারী। তাদের দিয়ে যেন আমরা একটা পৃথক ক্যাটিগরী সৃষ্টির ব্যবস্থা না করি। সরকার থেকে এ চেষ্টা করা দরকার। যাঁরা এসেছেন, নিজেদের প্রচেষ্টায় দাঁড়িয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের ভাইদের সঙ্গে সমান সুযোগসুবিধা তাঁরা একসঙ্গে ভোগ করুন। তাঁদের যেন আলাদা করে না দেখা হয়।

আমরা বলতে পারি পাঞ্জাব ও সিন্ধুর লোকেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে এই সমস্যার সমাধান করেছে। আমরাও নিজেদের পরিশ্রম দ্বারা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে, অন্যের সহায়তার উপর না দাঁড়িয়ে, সরকারী কর্মচারীদের দ্বারে দ্বারে না ঘুরে, এইরকম শিল্পের দ্বারা নিজেদের প্রচেষ্টা দ্বারা দাড়াতে পারি এবং সেই ব্যবস্থা দ্বারা আমরাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারি। এই জিনিস আমি এর মধ্যে বলতে চাই।

আর একটা কথা ডাঃ ব্যানার্জি বলেছেন কো-অপারেটিভের যা ব্যবস্থা রয়েছে, কো-অপারেটিভ যেখানে হচ্ছে, আমি মনে করি তা কো-অপারেটিভ নয়, একটা লিমিটেড কোম্পানী করে কয়েকজনের নামে ট্যাক্স ফাঁকি দেবার ব্যবস্থা করেছেন। তা সত্ত্বেও বহু কো-অপারেটিভ চলছে। যাঁরা নিজেরা কাজ করেন তাঁদের যদি সমবায় হয়, তাহলে তার ভেতর দিয়ে আমরা ভাল কাজ করতে পারব।

আমার সংশোধনী প্রস্তাবে অম্বর চরকার কথা নাই। আমরা জানি অম্বর চরকা সম্বন্ধে অল ইন্ডিয়া খাদি বোর্ড ও অন্যান্য যে সংস্থা রয়েছে তারা করছেন। কিন্তু এখনো অম্বর চরকার সেই রকম অবস্থা হয়ে ওঠে নি—যাতে চারিদিকে ব্যাপকভাবে তার ব্যবহার চলতে পারে। আমি বিশ্বাস করি অম্বর চরকা যদি ব্যাপকভাবে চালান যায়, তাহলে মিলের সংগে প্রতিযোগিতা করতে পারে। গন্ডীর মধ্যে না থেকে আরো ব্যাপক প্রচলন হতে পারে। আমি যতদূর জানি তার পক্ষে সরকারের কিছু করা সম্ভবপর নয়। অম্বর চরকার প্রচলন যতক্ষণ না ব্যাপকভাবে হচ্ছে, ততক্ষণ অন্য চরকায় যদি সুতা কেটে কুটিরশিল্পের মাধ্যমগুলিকে সরকার সহযোগিতা দেন, তাহলে অনেক সুবিধা হয়। তাই আমি প্রস্তাবে অম্বর চরকা সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। এই কথা বলে আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করছি।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that in line 3, after the words "Suitable Cottage Industries", the following words be inserted, namely :—

"which will not be competitive but complementary to the existing and proposed large-scale industries."

আমার ছোট্ট সংশোধনী প্রস্তাব আছে। যেখানে আদার সুটেবল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ আছে, তারপরে আমি এইটুকু সংযোজন করতে বলছি—

> "which will not be competitive but complementary to the existing and proposed large-scale industries".

এটা বলার উদ্দেশ্য আছে' কারণ গত দুশো বছরের ইতিহাস ভুলে গেলে হবে না। যখন থেকে শিল্প বিপ্লব হয়েছে, তারপর থেকে যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জায়গায় যত কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ ও কুটিরশিল্প ছিল, সেগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সেজন্য প্রতিযোগিতার অত্যন্ত বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে। যাঁরা এ সম্বন্ধে কিছুটা খবর রাখেন তাঁরা জানেন প্রত্যেকটা কুটিরশিল্পের সামনে, ছোট শিল্পের সামনে মার্কেট, উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের মত দেশ যেখানে বেকার সমস্যা জটিল, যে দেশে ভোগ্যপন্য কম উৎপন্ন হয়, সই দেশে ছোট কুটিরশিল্পের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ কর্ম সংস্থানের দিক থেকে, ভোগ্যবস্তু দ্রুত উৎপাদনের দিক থেকে ছোট শিল্প কুটিরশিল্পের একটা পোটেনশিয়ালিটি রয়েছে। সেটা করতে গেলে বড় যে শিল্প রয়েছে, তার মধ্যে এই ছোট শিল্পকে ইন্টিগ্রেট করে রেখে করতে হবে। আমরা এতদিন পর্যন্ত কুটিরশিল্প এবং ছোট ছোট শিল্প সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে রয়েছি, ট্রাডিশনাল ধারনা, তা ত্যাগ করতে হবে এবং নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে। যদি আমরা আশেপাশে দেখি বিশেষ করে গত যুদ্ধের সময়ের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখবো তখন প্রয়োজনের খাতিরে বহু জায়গায় বড় বড় শিল্পের কম্পোনেন্ট পার্টস যা প্রিসিসান ওয়ার্ক দরকার হয় না, সেই সমস্ত কম্পোনেন্ট পার্টস তৈরি করবার জন্য ছোট ছোট শিল্পের কাছে দিতে বাধ্য হয়েছে তারা। তার ফলে বেলিলিয়াস রোডের শিল্প গড়ে ওঠে। এই রকম বহু জায়গায় হয় এবং তা হওয়া সম্ভব। সেইভাবে যদি আমরা ইনটেগ্রেট করি, তাহলে বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু একটি-দুটি নয় বহু এরকম শিল্প রয়েছে। যেখানে বড় বড় শিল্পে কতকগুলি কম্পোনেন্ট পার্টস যা বহুপরিমাণে প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত পার্টস তৈরি করবার জন্য

প্রিসিসান ওয়ার্ক দরকার নাই। এই রকম ছোট ছোট শিল্পের ভিতর বাটোয়ারা করে দেওয়া যেতে পারে। ছোট শিল্প সেগুলি তৈরির কাজ করতে পারে। তাতে অনেক সুবিধা হতে পারে। যেসমস্ত কম্পোনেন্ট পার্টস দিয়ে সূক্ষ্মধরনের—যেমন ঘড়ি প্রভৃতি উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হয়, সেইগুলি অ্যাসেম্বল করার কাজ ঘরে বসে অল্প কয়েকজন লোক করতে পারে। সুইজারল্যান্ডে এইরকম হয়। যখন তাঁরা ছোট শিল্পের কথা ভাববেন, তখন যেন এ কথাটা ভাবেন—সেই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে যাতে পারা যায় তার কথাও চিন্তা করতে হবে।

[7-5—7-15 p.m.]

কিছুদিন আগে গত সেপ্টেম্বর মাসে ছোট শিল্প, কুটিরশিল্প সম্বন্ধে একটা সম্মেলন হয় সেই সম্মেলনে স্বীকার করেছেন যে গভর্নমেন্টএর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টএর ক্রয়ের উপর প্রধানতঃ এই ধরনের কুটিরশিল্পেও ছোট শিল্প বেঁচে রয়েছে। মাননীয় সদস্য বিজয় সিং নাহার যে কথা ভাবোচ্ছ্বাসে বলেছিলেন, যে, লোকের যদি চেতনা থাকতো তাহলে বেশী পয়সা দিয়েও এবং কষ্ট করেও তারা এইসব জিনিস কিনতে প্রস্তুত থাকতো কিন্তু এটা অর্থনীতির কথা নয়। জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে যখন এইরকম জাতীয় শিল্প, বিদেশী প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে সেইজন্য এইরকম দরদ হয়েছিল সেই দরদ এখন হতে পারে না, কারণ অর্থনৈতিক বাস্তব ভিত্তি না থাকলে এটা দাঁড়ান সম্ভব নয়—বাস্তবিকই যদি ইন্টিগ্রেট না করা যায়। সেইজন্য আমরা প্রস্তাব দিয়েছি। এবং এদিক থেকেও আপনারা এটা অনুধাবন করবেন কারণ এখানে প্রশ্ন হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে যে বেকারসমস্যা রয়েছে ও খাদ্যাভাব রয়েছে তাতে ছোট ছোট শিল্প গড়ে তোলার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেই সময় আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এই শিল্পের বড় সমস্যা কি, সেই সমস্যা হচ্ছে ঋণ পাওয়ার সমস্যা। এইসব ছোট ছোট শিল্পে যেসব মাল প্রস্তুত হয় তারজন্য অল্প সুদে ঋণ পাওয়ার সমস্যা। এই ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে ব্যবস্থা করা দরকার। দ্বিতীয় হচ্ছে যে জিনিস উৎপাদন হবে তারজন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সরবরাহ। এইজন্য দেখেছি বহু জায়গায় বহু শিল্প এই কাঁচা মাল না পাওয়ার জন্য সেই শিল্প দাঁড়াতে পারছে না। তৃতীয়তঃ দেখা যায় অনেক ছোটখাট শিল্প আছে যাদের যন্ত্রপাতি খারাপ হয়ে গেলে তারা আর সারাতে পারে না, সে ক্ষমতা তাদের নেই। সেইজন্য ওয়ার্কসপ থাকা দরকার, কারণ অনেক সময় তাদের নিজেদের করার ক্ষমতা নেই। সেই দিক থেকে যদি কোন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর একটা ওয়ার্কসপ থাকে তাহলে কোন কিছু খারাপ হয়ে গেলে এই ইন্ডাস্ট্রিজ তাদের প্রয়োজনীয় কল সারাবার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। ৪নং হচ্ছে মার্কেটিং—সরকারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সাহায্য করা দরকার এইসবগুলির দিকে নজর না দিয়ে যদি শুধু গতানুগতিকভাবে কতকগুলি শিল্প গড়ে তোলেন তাতে কাজ হবে না। যদি কাজের দিকে নজর দিতে চান তাহলে আমরা যে সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছি তা গ্রহণ করবেন।

Sj. Bijoylal Chattopadhyay:

স্পীকার মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্য বিজয় সিং নাহার মহাশয়ের সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে মাত্র দুই-একটি কথা বলতে চাই। বিরোধী দলের সদস্য ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর বক্তৃতায় বাস্তুহারাদের প্রতি যে সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং তিনি যে কথা বলেছেন যে তাদের সমস্যার সমাধানের পথে হচ্ছে কুটিরশিল্পের ভিতর দিয়ে, তাঁর এই ভাবধারার সঙ্গে আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। যারা সর্বস্ব খুইয়ে পদ্মার পার থেকে আমাদের দেশে এসেছে তাদের জীবন খুবই সমস্যা সঙ্কুল এবং এই বাস্তুহারাদের সমস্যা যদি আমরা সমাধান করতে না পারি তাহলে বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই তমসাচ্ছন্ন। সেইজন্য এই বাস্তুহারাদের দিকে আমাদের নিশ্চয়ই দৃষ্টি দিতে হবে এবং সেটা দিতে গেলে এই কুটিরশিল্পের উপর আমাদের জোর দিতে হবে। একদিন আমাদের দেশের গ্রামগুলি খুবই শান্তিপূর্ণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। আমাদের দেশে বহু সাম্রাজ্যবাদীর উদয় হয়েছে, বহু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একে একে বিলীন হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমাদের গ্রামের যে জীবনের ধারা অব্যাহত গতিতে চলেছিল সেটা তাদের শান্তিময় জীবনে কখনও ব্যাহত হয় নি। তারপর এলো সমুদ্রপার হতে শ্বেতকায় বণিকজাতি—হাতে মানদণ্ড নিয়ে। তাদের নিষ্ঠুর লোভের অগ্নিশিখায় আমাদের গ্রামে যা কিছু কুটিরশিল্প সম্পদ ছিল তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। এবং আমাদের যেসব কুটির শিল্প ছিল

তাদের সেই সুনিপুন হাত কলের তীব্র প্রতিযোগিতায় সঙ্গে পেরে উঠল না। ফলে এই সমস্ত কুটিরশিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে গেল। তারপর থেকেই আমাদের এই গ্রামগুলির সর্বনাশ দেখা দিয়েছে। শিল্পের সঙ্গে ঠিকমত কৃষিকে যদি আমরা মেলাতে না পারি তাহলে বাংলাদেশে যে সমস্যা সেই সমস্যা কখনও সমাধান হবে না। আমাদের দেশে আগে যেমন একদল লোক চাষ করতো তেমনি গ্রামে গ্রামে মেয়েরাও চরকা কাটতো এবং তাঁতিরা ঘরে ঘরে সেই চরকার সুতো দিয়ে খদ্দর তৈরি করতো। এই কৃষি ও শিল্পের সুন্দর সমন্বয়ের ফলে আমাদের গ্রাম্য জীবন একদিন কল্যাণময় ছিল। বিদেশী শাসনের অত্যাচারে সেই শিল্প যখন থেকে নষ্ট হয়ে গেল তখন থেকে আমাদের দেশে সর্বনাশ দেখা দিল। মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব এই কুটিরশিল্পের প্রতি আমাদের জোর দিতে শিখিয়েছে। তখন থেকে আমরা এটা পরিস্কার করে বুঝতে পেরেছি যে আমাদের দেশের যে সমস্যা সেই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান বড় বড় শিল্প এবং যন্ত্রের ভিতর দিয়ে হবে না। সেই অর্থনৈতিক সমস্যার সবচেয়ে প্রশস্ত হচ্ছে যে আমাদের দেশের কুটিরগুলিকে যাতে আবার চরকার গুঞ্জনে মুখরিত করতে পারি তবেই বেকারকে কাজ দিতে পারবো এই কুটিরশিল্পের মারফত। সেইজন্য ডাক্তার ব্যানার্জি মহাশয় বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারাদের সমস্যা সমাধানের জন্য কুটিরশিল্পকে যেভাবে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেছেন এবং তার উপর জোর দিয়েছেন এবং কিছুটা তাঁতের উপর জোর দিয়েছেন তাতে আমি তার চিন্তা ধারার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছি। কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার অমত আছে, এ কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার। তিনি শুধু বাস্তুহারাদের কথাই ভাবছেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে যারা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী এবং যাদের অবস্থা এই বাস্তুহারাদের অবস্থার তুলনায় কম শোচনীয় নয়। আমি কয়েকদিন পূর্বে করিমপুরে একটা গ্রামে গিয়েছিলাম সেটা একটা দরিদ্র পল্লী বাগদীর বাস, যেটা মেদিনীপুর জমিদারীর অধিনে......

[7-15—7-25 p.m.]

সেখানে প্রায় ৪০ ঘর লোক বাস করে। মেদিনীপুরের জমিদারী কোম্পানীর আমলে কিছু লোক সহিসের কাজ করত, কিছু বাবুর্চির কাজ করত, কেউ কেউ বা ঝাড়ুদারের কাজ করত। সেই রকমের ৪০টি পরিবার জমিদারী কোম্পানী উঠে যাবার পর সেখানেই বাস করছে। আমি দেখলাম—তাদের একটা ঘরেও চুল্লীতে আগুন নাই, তখন প্রায় ১২টা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম —তোমাদের কি রান্নাবান্না নেই? আমি শুনতে পেলাম সেইসব লোকেরা কেবল একবার মাত্র রাত্রে আহার করে। দিনের বেলায় উনুন জালায় না। এরদ্বারা একথা মনে করবার কারণ নেই যে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট দেশের শাসনকার্য চালান সেইজন্য কংগ্রেস সরকারের উপর এটা একটা দোষরূপ, এ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে আমাদের দেশের যে দারিদ্র সমস্যা সে কেবলমাত্র বাস্তুহারাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে এমন বহু সহস্র সহস্র লোক রয়েছে যারা পদ্মার পার থেকে আসে নি যারা পশ্চিম বাংলারই লোক, তাদের বহু ঘরে রাত্রে একবার মাত্র উনুন জ্বলে, দিনের বেলায় তাদের ঘরে কোন উনুন জ্বলে না—এটা সত্য। সেইজন্য আমি ডাঃ ব্যানার্জিকে এই কথা সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই, আজকে আমাদের দেশে বহু রকমের ভেদ রয়েছে, হিন্দু-মুসলমানে ভেদ, স্পৃশ্যে অস্পৃশ্যে ভেদ, ধনী এবং নির্ধনে ভেদ, এই সমস্ত ভেদের উপর বাস্তুহারা এবং বাস্তুহারা নয় এই ভেদের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কেন সমস্যাকে আরো ভারাক্রান্ত করতে যাবেন? এ সমস্যাকে সামগ্রিক সমস্যা হিসাবে দেখতে হবে। বর্তমানে অন্ন-বস্ত্রের চরম দুঃখের যে সমস্যা এ সমস্যা কেবল বাস্তুহারার সমস্যা নয়, এ সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের যারা আদিম অধিবাসী সেই লক্ষ লক্ষ অধিকাংশেরও ঐ একই সমস্যা। এই জন্য তাঁকে অনুরোধ করার নিশ্চয়ই বাস্তুহারার কথা আমাদর ভাবতে হবে। কিন্তু এই যে দারিদ্র্য সমস্যা, বেকার সমস্যা, এ সমস্যা কেবল পূর্ববঙ্গ আগতদেরই নয়, পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা। সেইজন্য যখনই আমরা চরকার কথা, অম্বর চরকার কথা কুটিরশিল্পের কথা ভাবতে যার তখন সেই চরকা বা কুটিরশিল্প বা সুতার কলগুলি যে কেবল বাস্তুহারা কলোনীর মধ্যেই বসাতে হবে সেটা আমাদের পক্ষে ঠিক নয়। আজ বাংলাদেশের সর্বত্র বেকার সমস্যা বর্তমান, সুতরাং বাংলার সর্বত্রই আমাদের কুটির-শিল্পকে নিয়ে যেতে হবে—এই কথা বলে আমি শ্রীবিজয় সিং নাহার যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা সমর্থন করছি, এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

বিজয়বাবু যা বলেছেন তার জবাবে নতুন করে বলবার আমার কিছু নাই। আমি আগেই বলেছি—কো-অপারেটিভ সোসাইটির আমি পক্ষপাতী। কিন্তু এই সমস্যা সমাধান বর্তমানে কো-অপারেটিভ সোসাইটির দ্বারা হবে না। এ সমস্যার সমাধান গভর্নমেন্টকেই করতে হবে।

তারপর বিজয় চাটার্জি যা বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলা দরকার। বিজয়বাবু বাস্তুহারাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। জেনেও কি করে এই সমস্ত কথা বল্লে ত আমি ভেবে পাই না। সে একজন লেখাপড়া জানা লোক। সে যে একথা কি করে বললে আমি ভেবে, পাই না। বাস্তুহারাদের জন্য প্রত্যেকটি টাকা কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের তহবিল থেকে আসে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট এই বাবদ যখন যা দেন তা পশ্চিমবঙ্গের লোকের জন্য নয়, বাস্তুহারাদের জন্য দেন। উদ্বাস্তুদের জন্য যে টাকা তা থেকে খরচ হয় তার ফলভোগী যে শুধু উদ্বাস্তুরাই—পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা হয় না—এমনও নয়, ধরুন তাদের জন্য যেসব রাস্তাঘাট তৈরি হয় সেসব রাস্তাঘাট দিয়ে শুধু তারাই চলে? তাদের জন্য যে স্কুল হয় তাতে কি শুধু বাস্তুহারাদের ছেলেমেয়েরাই পড়ে পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা কি তাতে পড়ে না? তাদের জন্য যে ডিস্পেনসারি হয় তাতে শুধু বাস্তুহারাদের চিকিৎসাই হয় না পশ্চিমবঙ্গের লোকেরও সেখানে চিকিৎসা পায়! বাস্তুহারাদের জন্য টাকা যোগাবেন কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের তহবিল থেকে। সে টাকা দিয়ে যদি স্পিনিং মিলস হয় তাতেও কাজ করবে উভয় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের লোক। আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গের লোকদের জন্য ঐসব বাবদ টাকা দাবী করি—শুধু বাস্তুহারাদের জন্য না তবে কি কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেবেন? এই সাধারণ কথাটা যে বিজয় চাটার্জির মতন লোক বোঝে না তা আমি ভাবতে পারি না। এই সাদা কথাটা যে তার মতন লোকের মাথায় ঢোকে না তাতে আমি আশ্চর্য বোধ করি।

বিজয় সিং নাহার যে প্রস্তাব করেছেন সে প্রস্তাব আমি মোটেই সমর্থন করতে পারি না। আমি কো-অপারেটিভ সোসাইটির পক্ষপাতি, সেদিক দিয়ে গভর্নমেন্টের মতের সঙ্গে আমার মতের কোন বিরোধ নাই। ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে ডাঃ রায় নিজের হাতে যা লিখে দিয়েছিলেন সেটা আমি বার করতেই ডাঃ রায় আমাকে বলেছিলেন—ওটা আর বের করো না।

Dr. Roy is a man of honour.

তিনি যখন দেখেন যা তিনি সই করে দিয়েছেন, সে অনুসারে কাজ করতে পারছেন না, তখন তাঁর মতন লোকের মনে সেটা ক্ষোভের কারণ হওয়াই স্বাভাবিক। ওখানে আমার বন্ধু

[pointing to the treasury benches]

লজ্জায় মাথা নোয়াচ্ছেন। তিন বছর আগে মন্ত্রী হিসেবে যে কাজের সূত্রপাত করেছিলেন তার চিহ্নমাত্রও এখন নেই। অন্যে হলে মন্ত্রীত্বে রিজাইন দিতেন। আবার আজ সেই কাজের সূত্রপাত করতে চান বিজয় সিং নাহার এসব ফাঁকিজুকিতে কেবল কাজের কাজ পিছিয়ে যাবে—মাঝখান থেকে মারা পড়বে উদ্বাস্তুরা।

The Hon'ble Siddhartha Sankar Roy:

আমি আগেই আপনেরে কৈছিলাম না মাইয়া মানুষ মন্ত্রীরে ছাইড়া দিয়া কইবেন।

[হাস্য]

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay:

ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেসব কথা বল্লেন ডাঃ রায় তাঁকে নাকি লিখে দিয়েছিলেন কি লিখে দিয়েছিলেন আমি জানি না ডাঃ রায় হাউসে নাই তিনি থাকলে তার জবাব দিতেন। তবে তাহেরপুরের ঘটনা নিয়ে উনি আমাকে রেজিগনেসান করে বেরোবার কথা পর্যন্ত বলেছেন বলে আমি যা জানি বলছি—

I want to clarify my position as a personal explanation

তাহেরপুরের পোজিসনটা হচ্ছে এই, আমরা সেখানে নিশ্চয়ই গিয়েছিলাম এবং সেখানে প্রাইভেট সেক্টরএ মিল করবার কথা হয়েছিল। এবং সেই মিল করবার সমস্ত আয়োজন যখন সম্পন্ন

হয়েছে সেই সময় নানা জায়গায় বহু মিল লক আউট করে সেই অবস্থায় উম্বাস্তু যাদের শ্রমিক নেওয়া হয়েছিল, ঐসব মিল লক আউটএ সমস্ত উম্বাস্তু শ্রমিকদের সেই অবস্থা দেখে যে দল রাজী হয়েছিল তারা পরে পিছিয়ে যায়। অবশ্য সুরেশবাবুর শ্রমিক ধর্মঘটের মধ্যে নিজের কিছু কন্ট্রিবিউসান আছে কিনা সে কথা আমি বলছি না। তবে বেশীর ভাগ জায়গায় তাই হয়েছে। ঢাকেশ্বরী কটন মিলে হয়েছে, অন্যান্য জায়গায়ও শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে, উম্বাস্তুদের পক্ষ থেকে। তারপরে প্রাইভেট সেক্টরের কোন অঞ্চলেই বিশেষ সাড়া পাচ্ছি না। এবং তাছেরপুরে যাদের করবার কথা ছিল তারপরে তারা ভয়ে পিছিয়ে যায়। তাদের অর্ডার পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল—বিভিন্ন জায়গায় মিল স্থাপন করবার জন্য, কিন্তু তাঁরা পরে সেখান থেকে সমস্ত কিছু উইথড্র করে নেন। সেইজন্য সেখানে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা সত্ত্বেও এবং কাজ কিছু অগ্রসর হবার পরও যেহেতু সে অঞ্চলে যাঁদের মিল স্থাপন করবার কথা ছিল, তাঁরা রাজী না হওয়ায় আমরা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।

Sj. Jyoti Basu: Was this a personal explanation or a Minister's reply?

Mr. Speaker: As she pleases.

I have given permission to Mr. Benoy Chowdhury to move his amendment. There is a suggestion that his amendment be incorporated in the amendment suggested by Sj. Bijoy Singh Nahar. Mr. Chowdhury's amendment is "which will not be competitive but complementary to the existing and proposed large-scale industries."

Sj. Jyoti Basu: The original mover of the resolution is not accepting the amendment of Sj. Nahar.

Mr. Speaker: Then I am putting the amendment of Shri Bijoy Singh Nahar.

[7-25—7-30 p.m.]

The motion of Sj. Bijoy Singh Nahar that for the words beginning with "for the early establishment" in line 2 and ending with the words "these colonies" in the last line, the following be substituted, namely,—

> "to give necessary assistance to co-operative societies and other institutions, organised on the initiative of the people, for the establishment of suitable cottage, small and medium-sized industries, particularly weaving and spinning in the State of West Bengal, specially in areas inhabited by refugees, with a view to help the economic uplift of the people of the State, and further the Government should take measure imparting technical training in different items of cottage, small-scale and medium-sized industries so that they can produce more and earn more.",

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—102.

Abdus Shokur, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani

Ghatak, Sj. Shib Das
Golam Soleman, Janab
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matia
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Siddartha Sankar
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

NOES—44.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Sisir Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan

The Ayes being 102 and the Noes 44 the motion was carried.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee, as amended, namely:—

"This Assembly is of opinion that steps should be taken by Government to give necessary assistance to co-operative societies and other institutions, organised on the initiative of the people, for the

establishment of suitable cottage, small and medium-sized industries, particularly weaving and spinning in the State of West Bengal, specially in areas inhabited by the refugees, with a view to help the economic uplift of the people of the State, and further the Government should take measure for imparting technical training in different items of cottage, small-scale and medium-sized industries so that they can produce more and earn more.",

was then put and agreed to.

[The other motion fell through.]

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9 a.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7-30 p.m. till 9 a.m. on Saturday, the 7th December, 1957, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday the 7th December, 1957, at 9 a.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 208 Members.

Statement by the Hon'ble Prafulla Chandra Sen on the present food situation in West Bengal

[Laid on the Table on the 2nd December 1957]

The supply of food for the people of West Bengal is a matter in which everybody feels concerned. For some time past, there have been suggestions in some quarters that the Government have failed to realise the seriousness of the situation. It has also been stated in various quarters that the Government deluded the people and misguided the Central Government by repeatedly saying that the situation was well under control. It is true that the Government did not parade their difficulties because such action on the part of the Government was likely to create panic. A physical difficulty is bad enough, but if it is associated with psychological fear complex, the situation becomes worse. It has been also suggested that because the Government did not realise the gravity of the situation, they did not procure sufficient stocks of food and other essential commodities by timely purchases of foodgrains in the open market. Those who make these allegations do not realise that when the total production of foodgrains in a particular State is insufficient, as I will try to show that it is so in West Bengal, procurement of foodgrains may help one area in the State, but it might react adversely in the case of others. The question of seizing hoarded stocks has also been raised from time to time. We have tried to utilise such powers as have been given to us by the Central Government to procure stocks wherever possible, but it is obvious that no effective procurement is possible without control over all stocks of foodgrains. This control would necessarily mean regimentation and rationing so far as food supply in the State is concerned. As the people of the country do not like total control and rationing of foodgrains, the State has adopted the middle path. The Government have within the last few years tried to increase production of foodgrains, have obtained increased supply of cereals from the Centre and taken all necessary measures for meeting the situation.

Continued drought this year has seriously affected the Aman rice crop of this State. It is estimated that the gross yield of Aman crop for this year will be only 3,052,600 tons. This is the preliminary forecast. Last year, in 1957 the yield of Aman crop was 3,941,500 tons. The average yield of Aman crop during the five years period ending 1955-56 was 36,65,600 tons. During 1953-54, however, the Aman production was 46,79,800 tons. This was a bumper crop year.

Although we had floods last year, the production of foodgrains was much higher than what is estimated to be the production for the year 1958 on account of the drought condition. Obviously, drought affects the crop much more seriously than flood does. If we add to 30,52,600 tons, the estimated Aman crop for 1958, the amount of Aus and Boro crops on the same basis as 1957, the total would be 34,52,200 tons in 1958 as against 43,36,700 tons in 1957. This excludes the quantity produced in the transferred areas of Bihar. During 1958, the yield of cereals other than

rice may come to about 1,03,400 tons. If we add to this figure an amount of 3,00,000 tons of cereals which we expect from the transferred areas of Bihar, the total gross production of cereals in 1958 will be of the order of 38,55,600 tons. Of this amount the net quantity available for consumption would be about 34,70,100 tons, if we deduct 10 per cent for seeds and wastage.

The total population of West Bengal, including the transferred areas of Bihar, is about 297 lakhs. Assuming that the normal rate of consumption be restricted to 15.3 oz. per adult per day, the total requirement for a population of 30 millions would be about 38 lakh tons, if we exclude the children and sick persons who would not use rice or cereals. This quantity is the minimum but is not the optimum. We know that a large number of people in the rural areas consume more than 15.3 oz. a day. Our experience has been that the figure of our requirement of 38 lakh tons has to be increased by 20 per cent. to 25 per cent. in order to make a provision for our full requirement. The total requirement will thus be 38+8.5=46.5 lakh tons and the deficit will of the order of 12 lakh tons.

The problem that arises is to find out what steps we should take to meet this deficit. In the year 1957, the Centre allotted 1,25,000 tons of rice and 1,50,000 tons of wheat on Government account and 3,50,000 tons of wheat on trade account, the total being 6,25,000 tons of cereals. For 1958, we have approached the Centre to give us about 12,00,000 tons of cereals in order to meet our deficit. It is possible that the total quantum of rice which may be available to meet the deficit, may not be very large. It is also quite possible that instead of rice, the Centre may give us more wheat. Under such circumstances it becomes incumbent on the rice-eating people of West Bengal to consume more wheat.

In this connection, we might refer to the statement made on Sunday, the 17th November, 1957, by the Prime Minister in Delhi. He referred to the difficult food situation in certain States caused by flood and drought and said that the shortage in rice production would be large. He also indicated some methods of meeting this shortage. Obviously, one method of meeting the food deficit of the country would, he said, be to import larger quantities of cereals, but there was a limit to it. Import of cereals means utilisation of our foreign exchange and so far as rice is concerned, the world production of rice is short of world requirements. He said that wastage of foodstuffs must be avoided and foodgrains must be carefully preserved. Restaurants, hotels and like institutions should take particular care to avoid wastage, more particularly in regard to rice. The Prime Minister suggested that the consumption of rice in the wheat-eating areas should be strictly limited so that the quantity thus saved may be made available to the rice-eating areas. Attempts should be made to introduce substitute foods and to encourage balanced diet. Meanwhile, production of short-term crops should be taken up systematically and immediately; some of the coarser grains, potatoes and bananas should be produced in larger quantities. Even small pieces of lands available round a cottage should be used for growing some vegetables. Test Relief work should be particularly related to agricultural production There should be, he continued, no hoarding and the Government should take all steps to prevent it. Along with these measures, some long-term methods of increasing production were also advocated by him, namely, utilisation of better seeds, planting in a rational way like the Japanese, use of more fertilisers, sinking o' tubewells and open wells wherever possible for irrigation purposes.

On the assumption that the Centre will not be able to allot more than 2 lakh tons of rice in 1958, we have to consider whether in West Bengal we cannot consume larger quantities of wheat. During 1957, Bengal had consumed 5 lakh tons of wheat. If our people become little more wheat-

minded, they might adapt themselves to consuming larger quantities of wheat in lieu of rice. There is one great reason why this should be recommended. Wheat is available at a retail price of six annas per seer, whereas rice is nine annas per seer. In our deficit economy, the saving of three annas per seer ot cereals is a matter of very great consideration.

In this connection, we have got to think in terms of a balanced diet which would give one not only adequate calories to maintain his activities but would give him sufficient proximate principles in his diet to maintain health. Some years ago, the Central Nutrition Advisory Committee of the Indian Council of Medical Research (also referred to and quoted by the Directors of the Nutrition Research Laboratory, Conoor, Dr. Aykroyd and Dr. Patwardhan) had recommended dietry allowances of an adult per day based on European experience. The Nutrition Expert of the State Government in consultation with the Department of Nutrition of the All India Institute of Hygiene and Public Health has worked out details for the average Bengalee weighing 124 lbs. Table I below gives these details; Table II gives a satisfactory diet which may be available to some persons in the country and in which has been included provision for some quantity of milk, egg and fish. It is realised that all persons cannot afford to get these items mentioned in Diet No 1. Therefore, Diet No. 2 in Table III below has been framed.

Table I

The optimum requirements of an average healthy adult Bengalee weighing approximately 124 lbs. are given below. These figures have been calculated by the Nutrition Department of this Government in consultation with the Nutrition Department of the All India Institute of Hygiene and Fublic Health

Requirements—

Total calories	2,500	Calcium .	800 mg	Vitamin B1 ..	1,000 ug
Protein	56 gm	Phosphorus	1,500 mg	Nicotinic Acid	15 mg
Fat .	40 gm	Iron ..	10 mg	Riboflavin ..	1,500 ug
Carbohydrate	475 gm	Carotene .	3,500 I.U.	Vitamin C ..	75 mg

Table II

Diet No. 1—Requirements per day—

Food articles	Quantity in oz.	Calories	Approximate cost. Rs. a. p.	Proximate principles of the diet.	
Rice and wheat ..	14	1,372	0 3 0	Protein ..	81·9 gm
Pulses and gram ..	3	296	0 1 0	Fat ..	49·2 gm
Leafy vegetables ..	4	78	0 1 0	Carbohydrate ..	486·7 gm
Other vegetables (including potatoes).	6	123	0 2 0	Calcium ..	753 mg
One banana ..	2	86	0 9 0	Phosphorus ..	1,466 mg
Jaggery ..	2	218	0 6 0	Iron ..	39·6 mg
Mustard oil ..	1	254	0 1 3	Carotene ..	5,441 I.U.
Milk ..	4	72	0 1 6	Vitamin B1 ..	1,603 ug
Fish and meat ..	3	109	0 4 0	Nicotinic Acid ..	22·9 mg
One egg ..	2	102	0 2 0	Riboflavin .	829 ug
				Vitamin C ..	110 mg
Total ..	41	2,710	1 1 0		

The above values have been calculated on the basis of the entire quantum of 14 ounces ot cereals being in rice. If a portion is taken in wheat, the nutritive values (particularly in respect of protein, calcium and iron) will be higher. In this diet, cereal is given in lesser quantities than in Diet II, because a larger amount of ancillary food like milk, fish and egg has been provided.

Table III

Die No. 2—Requirements per day—

Food articles.	Quantity in oz.	Calories.	Approximate cost. Rs. a. p.	Proximate principles of the diet.	
Rice ..	15·30	1,499	0 3 3	Protein ..	48·1 gm
Pulses and gram ..	1·50	148	0 0 6	Fat ..	11·4 gm
Leafy vegetables ..	8·00	156	0 2 0	Carbohydrate ..	491·5 gm
Other vegetables (including potatoes).	3·00	62	0 1 0	Calcium ..	471·8 mg
One banana ..	2·00	86	0 0 9	Phosphorus ..	1,002·0 mg
Jaggery ..	2·00	218	0 0 6	Iron ..	45·0 mg
Mustard oil ..	0·25	63	0 0 4	Carotene ..	9,258 I.U
				Vitamin B1 ..	1,338 ug
				Nicotinic Acid ..	19·9 mg
				Riboflavin ..	298·0 ug
Total ..	32·05	2,232	0 8 4	Vitamin C ..	135 mg

Note 1.—If some wheat is taken in lieu of rice, the nutritive values (particularly in respect of protein, calcium and iron) will be higher.

Note 2.—The diet is poor in fat; either 1 oz. of mustard oil in place of ¼ oz. or 2 oz. groundnut roasted will give the necessary fat and extra calories. This will increase the cost of diet by about anna 1.

* * * It will be observed that while Diet No. 2, if adhered to, will provide sufficient nourishment for an adult doing ordinary work and will provide the normal requirements of proximate principles, the diet No. 1 certainly gives more variety than diet No. 2 but is more expensive.

We have taken some care to find out to what extent these diets are available in the country today. We have already indicated that if the Government of India were to give us our requirements in cereals which we have asked for, it would be possible for a person to get 15.3 ozs. of rice or wheat per day. It may not be possible to get 3 ounces of pulses as indicated in diet No. 1, but the 1½ ozs. of pulses in diet No. 2 would be available in the State today with normal imports from other States. No estimate is available regarding leafy vegetables, but the villager has, and ought to have, sufficient quantities of leafy vegetables to give him 8 ozs of such leafy vegetables a day in his diet. The quantity of potatoes and other vegetables mentioned in Diet No. 2 would be available. The quantity of jaggery mentioned in Diet No. 2 would also be available, although it may be necessary to import a little larger quantity. One-fourth ounce mustard oil, which is mentioned in Diet No. 2 would be available with normal imports from other States. Thus, it would be seen that while items mentioned in Diet No. 1 may not all be available to everyone items mentioned in Diet No. 2 would be available to everyone at moderate prices.

As stated above, the expected Aman yield of the State in 1958 is likely to be 30.5 lakh tons. If we subtract from this figure the amount produced in Cooch Behar in order that we might be able to compare the figures of

1958 with the figures before Partition, the total expected Aman yield for the year 1958 is likely to be 29 lakh tons excluding Cooch Behar which was then outside Bengal. * *

* * It is important to consider whether the Government have been able to increase the annual yield of rice in the State of West Bengal, excluding Cooch Behar, with its efforts for grow more food. It appears that in the past, a bad Aman crop would yield in West Bengal less than 20 lakh tons. The actual Aman yield in 1940-41 was 18.76 lakh tons and in 1942-43 it was no more than 18.37 lakh tons. The estimated yield of Aman crop for the year 1958 is, as stated above,about 29 lakh tons. Therefore, it is obvious that the production has increased from 1942-43 by more than 10 lakh tons so far as the State of West Bengal is concerned. This must be due to the contribution made by the Agriculture Department of the State.

We have taken some trouble to find out the quinquennial average of the production of rice during the past 3 quinquennials, the average production of rice in the 5 years ending 1946-47, the average production of rice in the 5 years ending 1951-52 and the average production of rice during the five years ending 1956-57. In all these calculations, the figures for Cooch Behar have been omitted. It is found that the average figure for the first quinquennial was 32.27 lakh tons, for the 2nd, 34.73 lakh tons and for the 3rd, 41.35 lakh tons. It is obvious, therefore, that on the whole our rice production has increased by 9 lakh tons since Independence. The difference is considerable, although many of us do not feel this difference in actual life. The reason is that while the production has increased by 28 per cent., the population has increased from 22 million in 1947 to 27 million in 1957, which means that the rise in population has been 22 per cent. while the rise in increased production is 28 per cent. In either case, Cooch Behar and the transferred territories of Bihar have been excluded. If the rise in production had not been as high as 28 per cent., this increase of 22 per cent. in population would have meant a more serious food problem for the State. In achieving this increased production, supplies of fertilisers, manures, better seeds, development of land, adoption of improved techniques of cultivation, utilisation of the major, minor and small irrigation projects were responsible. It is true that we have still a great deal to achieve in the matter of supply of the above aids to increase production. We have increased the percentage of irrigation from 17 per cent. in the pre-Independence days to 31 per cent. during the First Five-Year Plan and we hope to increase it, at the end of the Second Five-Year Plan period to 50 per cent. Thus there is much leeway to be covered yet.

Apart from the availability of food, the question of prices is an important matter which the people feel greatly concerned about. There is no doubt whatsoever that the cost of living has increased. While we have not been able to reduce the cost of living index, we ought to realise the reasons therefor in order to be able to appreciate the situation. We are passing through a period of rapid industrialisation in this country which was backward industrially. Every country under similar conditions has suffered from such increased prices of all commodities including food. As a matter of fact, it is well-known that even in highly industrialised countries the cost of living index has gone up of late and is still going up. Even in countries which have developed industrially within recent times, particularly in Soviet Russia, the same conditions prevailed. This observation by itself may not have much effect in reducing the cost of living but at least it may give us some psychological consolation that while the living conditions are difficult during the growing and transition stage, with the growth of industries we may have better prospects economically.

During the last difficult year we have received help from the Central Government which supplied us with more than 6 lakh tons of cereals to the State of West Bengal. This increased supply from Government stocks partly neutralised the bullish effects of continuing increase of inflationary pressure aggravated by prolonged drought this year. It so happens that this year the States of Assam, Orissa and Andhra banned exports of rice from their States because of the recent decision of the Government of India.

We had on one occasion utilised the provisions of the Essential Commodities Act of 1955 and procured some local stocks of rice from the rice mills. The amount so procured was not very large, but the forced purchase and the promulgation of West Bengal Rice and Paddy Control Order, 1957, yielded satisfactory results in other ways. As a result of these measures, the average retail price of coarse rice in West Bengal declined from Rs. 24.65 per maund in September 1957 to Rs. 24.02 per maund in October 1957 in spite of the reports of probable failure of Aman crop of 1958. This latest Control Order provides, amongst other things, for the licensing of and for the fortnightly submission of returns of stocks and transactions of traders as well as Rice Mills and Husking Machines. In short, the main idea was to ensure a constant vigilance over the stocks in the hands of the traders and to acquire them in the public interest, whenever necessary.

This imposition of movement restrictions under the West Bengal Rice and Paddy Control Order would prevent smuggling across the border to Pakistan. By this measure we have also been able to cordon the surplus districts along with deficit areas so that the deficit areas in the zone may be fed by the supplies from the surplus within the zone. Normally this used to be achieved by the operation of the ordinary trading methods but in view of the unsatisfactory Aman crop of 1958 and the apprehended shortage, the West Bengal Government felt it desirable not to leave the matter in the hands of the trade. There is a general inflationary pressure throughout the country and on top of this, we apprehend a bad Aman crop. Under these conditions, unrestricted free trade may result in hoarding and in further raising prices. The West Bengal Government in consultation with the Government of India are further considering the desirability of procuring rice and paddy in selected areas of the State in order to have ready stocks for feeding the people.

I have tried to put as clear and complete a picture of the food situation in the State as I possibly could. Three conclusions can be drawn from the above statement.—

1. That the total production of rice and other cereals in this State will fall short of our requirement by 12 lakh tons, on the assumption that the average consumption is not more than 15.3 ounces per day. We have asked the Central Government to give us this quantity of cereals.

2. That it may not be possible for the Government of India to procure and allocate in the form of rice more than a small proportion of this 12 lakh tons.

3. That it is obvious that in order to save ourselves from disaster every person in the State should not merely depend upon the supplies of foodgrains by the Government of the State or of the Centre, but help themselves as far as possible in getting the required nourishment. This can be done in one of the 3 ways mentioned below:—

(a) By increased production by the people themselves of such items as may be easily and quickly grown in order to meet the food shortage, e.g. bananas and green vegetables which can be grown even on a small patch of ground. For this purpose Government will give them as much help as possible.

(b) Those who are inclined to take more rice than wheat should begin to change their habit and take proportionately more wheat than rice. West Bengal, although she is primarily a rice-eating province has yet consumed nearly 5 lakh tons of wheat in 1957. There is no reason why it cannot go up a little higher.

(c) That the people in the State should see that no wastage of food such as occurs in a restaurant or a hotel or in any ceremonial occasion, is allowed. They should reduce the total quantity of rice consumed to a level which will maintain the health of the people and yet give strength to the individual. It is for this purpose that we have included 2 typical diet charts, one for those who are in a better financial position and which would cost about Rs. 1-1-0. per day and the other diet No. 2 which is fairly satisfactory and would cost about 8 annas per day. The commodities in diet No. 1 give us a better range and variety of food than those contained in diet No. 2. When we are all in difficulties, picking and choosing is not always possible. I have nothing more to add except to say that we are going to keep a strict watch over the food situation because it is a matter of great concern for all of us. If we are to exist, we must have sufficient and balanced food, and for this purpose further research and co-operative action on the part of every one is called for. It is with this end in view that we have notified the formation of a Food Advisory Board consisting of members belonging to all parties. The Board will discuss from time to time new situation as they arise and try to find solutions for them.

[9—9-10 a.m.]

Sj. Jyoti Basu: Mr. Speaker, Sir, I do not know whether towards the end of the debate if necessary you will extend the time till Monday to debate on the same subject as you had stated that you would consider it.

Sir, the food situation is indeed extremely serious and starvation, semi-starvation and famine in large parts of India confront the people. On this occasion fortunately I do not wish to join issue with the Government with regard to the depth of the crisis and the extensiveness of the calamity facing the people. For the first time in ten years, as far as I can remember, our Government and our Food Ministers at the Centre and in the State of West Bengal have, however, hesitatingly agreed and admitted that a large deficit in the food front is there and that famine conditions prevail in northern parts of India. Therefore, I need not go into facts and figures in order to prove this simple contention that there is a scarcity, a shortage and that famine conditions prevail in West Bengal and in other parts of India. But who is responsible for this shortage and crisis? I think that this is a very important factor which has got to be discovered and admitted because unless it is rightly done I do not think that the Government can solve any crisis because if they do not know who is to blame, why they are to blame, what are the causes, then it is impossible for the Government to find out a solution. We lay the charge from this side of the House, as we have laid before, against the Governments at the Centre and the State. The inefficient and bankrupt policy of the Government are responsible for this situation at least to the extent of 75 per cent. of the crisis; the rest 25 may be due to bad conditions, to weather conditions. The callousness and bluff and bluster indulged in by the West Bengal Government and sometimes by the Central Government are also added factors for this deteriorating food situation because they refuse ostrich like to face the reality of the situation. When we have, you will remember, Sir, criticisd in this House the Agriculture Minister, we have been told that there are mountains of manure and fertilisers, we have been told that fields in West Bengal are dotted with

minor and major irrigation works. When we have turned to the Irrigation Minister in this House and criticised him, he has flooded the Assembly with a torrential flood of meaningless words. The Land Revenue Minister has treated us with a grand spectacle and vision of the future where the kisans will become the owners of land and harness their energy and labour in order to produce more food. Above all, the Food Minister like the clever card-sharper has thrown at our face the most amazing statistics in order to prove the abundance of food and in order to strike us dumb thereby. But the most brutal and terrible reality of want and hunger has on every occasion and every year torn asunder every mask which the Government has tried to wear laying bear the hypocritical and real face of the Congress Government at the Centre and in West Bengal. Now, I have a few facts in order to prove my contention that the Government is responsible for this situation which is today for the first time being admitted by the Government at the Centre and in the State of West Bengal. Shri Ajit Prosad Jain, before the publication of the latest review reports of the First Plan, stated that we were nearing self-sufficiency in food. I am almost quoting—he even bloated like a braggart two or three years ago that India was in a position to even export food after feeding the people of India. But what is the actual reality, what has been the result of the First Five-Year Plan. The target of additional food production during the First Plan period was 76 lakh tons but the actual production was 52.40 lakh tons. The target of additional land to be brought under irrigation as a result of major and medium irrigation works was 85 lakh acres but the actual irrigated area was 40 lakh acres. As regards minor irrigation works this is what the review report has to say: "It may be observed here that statistics of minor irrigation works undertaken and of areas benefited are far from satisfactory". Not even statistics could be collected with regard to minor irrigation works. This is not what I am saying as a Communist because I am against the Congress Government but that is what their report states. Secondly, the report states—the total number of tubewells expected to be sunk was 5,015 but only 4,290 were constructed and of this number, only 3,524 were energised and this is what the Mehta Committee recently appointed by the Government of India has to say. I am quoting, "there was a general complaint that while new irrigation works were being completed, the existing works were not being properly maintained so that the net increase in irrigation is less than the figures of the new construction would show". As regards export of foodgrains, the figures by themselves are eloquent.

[9-10—9-20 a.m.]

In 1955-56 Rs. 29 crores worth of foodgrains were imported. In 1956-57 it rose to Rs. 102 crores, in 1957-58, according to Shri Jain's latest speech in the Lok Sabha, it is supposed to be of the order of Rs. 90 crores. That is, according to the Government, about Rs. 300 crores would be the total which would be necessary in order to pay for the foodgrains which we have to import from outside, but we think that this is absolutely an under-statement. We would rather agree with Dr. K. N. Raj of the Delhi School of Economics who estimates on the basis of deficits calculated in the Mehta Committee Report that the total import during the Second Five-Year Plan would be worth about Rs. 600 crores. This is an approximate estimation made by this Professor. Now, who is responsible for this criminal wastage of funds which we so badly need in order to build up our heavy and basic industries. Surely not Nature, surely not natural calamities. To the extent of 25 per cent. it may be Nature, it may be natural calamities, but to the extent of 75 per cent. the entire responsibility lies with the Congress Government at the Centre and in the States. Because we ask, could not the effects of floods be mitigated by a little foresight, by timely measures

adopted by the Government? Could not the effects of drought be mitigated by small and medium irrigation works, whether in West Bengal or throughout India? On top ot all these, when during the Budget Session it was stated by Shri Bankim Mukherjee that minor irrigation works should be concentrated upon by the Government of West Bengal, Shri Ajoy Mukherji, the Irrigation Minister, gave us a large number of statistics to prove that it was useless or worse than useless to spend so much money on small irrigation works because that would mean that costs would go up. So he said, we must concentrate on major irrigation works. On top of all these, what about the effective land reforms? For the last 10 years since Independence, we have been hearing that the tillers of the soil would become the owners of land, but not an inch of land has gone to the tillers ot the soil, despite the fact that legislation has been brought here and in other parts of India in order to abolish zemindary. Neither have urgent measures been adopted in West Bengal, or for that matter, in other parts of India, for minimising the burden of the peasant with regard to rents, taxes and costs because we have seen that even during flood years, even during drought years, Government measures have been adopted to take by force whatever had been given to the peasants by way of relief.

Similarly, whenever we have raised the question of controlling the foodgrains market which is dominated by a handful of monopolists and speculators, the Food Minister in this House has taken great pains in order to explain to us that there are no food hoarders—at least he is not aware of such food hoarders. He has always told us that these hoarders may be the peasantry in the countryside whose purchasing power has gone up during the last 10 years. So Government refused to take any of these measures, but today when they are faced with this disastrous situation, they lay the blame on the act of God, on Nature. Government is yet persisting in this self-complacent attitude both at the Centre and in the State, and on that matter, I shall quote Shri Bimal Chandra Sinha, our Minister here, who at the last session of the A. I. C. C., stated that he was surprised at the complacent attitude of the Food Minister as it showed itself in his note. This he wrote in the A. I. C. C Economic Review, 15th September, 1957, at page 25. The note referred to, which was criticised by Shri Bimal Chandra Sinha, is entitled "Our Food Front", submitted by Shri A. P. Jain, Union Food Minister, at the A. I. C C. The attitude of the State Government and particularly the Food Minister has been much more criminal. Despite the fact that there has been chronic food shortage for a number of years, despite the fact that there have ben famine conditions in many parts of West Bengal year after year, the Minister has taken again I say, great pains in order to juggle with statistics, to cook up statistics to mislead us, to mislead the people, to mislead the Government of India I am not aware where he got these figures from—whether it is from the Statistical Department of the West Bengal Government or whether from the Indian Statistical Institute or, I am told by some people that the Food Minister has his own statisticians in his own department and these gentlemen are ordered to cook up and juggle with statistics in order to prove a point which can never be proved. Therefore like a school master of old, even though vanquished, our Food Minister would go on eloquently placing statistics before us, but unfortunately statistics cannot feed the people. That is why you have brought West Bengal to a pass where you yourself say that 12 lakh tons of food deficit is there for the next year. Now, in order to prove how he has tried to mislead the people, how he has been complacent, may I cite one or two instances. In February, 1955, the Minister claimed on the floor of the Assembly—probably he remembers, I would recall to his memory the statement he made in 1955 that the food problem has been solved. This was the statement made by the Food Minister in 1955, but dispite this, he knew very well that there was increase in food production because of Nature, not because

of his plans, not because of the Irrigation Department, not because of the Agriculture Department and not because of his own department. Despite that, he made this statement on the floor of the Assembly and he also permitted 500 tons of rice to be exported outside even in that year 1955 when people were starving in different parts of West Bengal. This year also he repeatedly said that there was no cause for alarm. You will remember that he refused to admit any real shortage of foodgrains when we met on the last occasion and when there was a food debate. Neither in the Governor's speech nor in his speech there was any question of any food-hoarding in West Bengal. When from our side every member debating on the food situation raised this question, they were told that this food remains with the kisans, with the peasants, because their purchasing power has gone up. When we asked him, does he contemplate taking action against the food hoarders he said 'I am not aware of these food hoarders. If you have any such report—our police has no such information—you can pass it on to me'' This statement was made by the Food Minister on the floor of the House.

Similarly when we talked about the danger of giving huge bank advances to food traders, the Minister here stated he saw no particular danger because the bank advances had not been so great. He was speaking as the spokesman, not of the people of West Bengal, not of the kisans of West Bengal, but of the handful of traders and hoarders who play with the people's food.

[9-20—9-30 a.m.]

Similarly, when we talked last time about relief measures and when we asked him not to indulge in politics when dealing with the food situation he did not only listen to us but he replied back by saying that it was Opposition which was bringing in politics in discussing the food situation. When asked him why was it that during the election year so much money was being spent on relief and on other measures in countryside while this year when according to us, the distress was far greater and more extensive not even half the money was spent, he said because the distress was not as much as it was in the election year. He knew very well that this was a blatant untruth and lie; but despite that he knew in his heart of hearts because this was not the election year, therefore, more money was not being spent on relief. This is how the food situation was being dealt with by the Food Minister in West Bengal. Now he states on this question that because he did not want to create a psychological fear complex, therefore he was hiding the truth from the people. But what was the truth last time? According to him, the shortage was probably 3 lakh tons but this year when 12 lakh tons is the shortage—he is mentioning that, but last year he did not mention it when the shortage, according to him, was much less. Then why is it that he is creating the psychological fear amongst the people by mentioning this huge shortage this time? That also, I say, is untrue.

It was only because he was trying to brag that he was trying to say that his Government was not at fault; therefore he was making such statements on the floor of the Assembly. From the past experience it is difficult to place any reliance on the figure of 12 lakh tons deficit because it may be less, it may be more—we do not know. I remember on one occasion when we asked him 'how do you know it is 12 lakh tons he said it was visual. Visual probably means that the Food Minister and some of his great statisticians in his department have gone in trains and from the trains they have seen the fields in the countryside and they have come to the conclusion that the shortage must be 12 lakh tons or 18 lakh tons; but even if this figure is accepted it shows he now admits what we have been saying

all this time, all these years. Even then, strangely enough, the Government is not yet fully alive to the seriousness of the situation and does not see the criminality of the failure of the Government's policies. Hence, contradictory statements even this time have been made. The statement, for instance, which is circulated to us shows—in that note on relief and distress caused by drought in West Bengal—it is admitted that in the second year of the Second Plan agriculture is still completely dependent on Nature, that it has become more an adventure than a profession. For the first time such a thing is coming from the Food Minister.

Secondly, the purchasing power of the people has been severely impaired but in the last session of the Assembly this admission was not there. On the contrary he had stated that the purchasing power in the countryside had gone up.

Thirdly, it is stated that there is widespread distress and unemployment. Despite the fact that these admissions have been made in a fit of absent-mindedness the Minister cannot forget his nature and once again he goes on to brag and give us thoroughly contradictory statements. In the same report and in the other statement which he has distributed to us he said —after having stated this once he again states—that production has gone up by nine lakh tons between 1947 and 1957. This is, of course, to be taken with a grain of salt and again we ask is it due to the actual increase in this period or is it due to better statistical coverage; he hides this fact; he does not tell us, he trots out to advance spurious arguments about Government's failure to procure foodgrains. He said it cannot be done without rigorous control completely dominating the food front. He should know that it is possible, according to us, to procure substantial amounts without any type of rigorous control which he has spoken about. Because he wants to avoid any kind of purchase by the Government in the open market he is making statement that without the fullest control this cannot be done. We do not agree with that. He says that the Government tried last year or this year—during the earlier period—to procure hoarded stocks wherever possible. But again I say this is a blatant untruth. When in this House we mentioned about hoarding he refused to see that point but later on when the situation deteriorated, where there was no way out suddenly in Behala area and in one or two other areas some hoards were seized from rice mills but at the very same time when thousands upon thousands tons of rice was lying with other hoarders throughout West Bengal, not a single man was touched. This is how the anti-hoarding drive was made by the Government of West Bengal. All that was done we believe, in order again to mislead the people and to hoodwink the people. He parades the figures to show that the acreage under irrigation in West Bengal has increased since pre-independence days from 17 per cent. to 31 per cent. that is during the First Plan Period—an increase of 14 per cent but the statistical abstract for West Bengal, 1952, gives the figure for 1947-48 as 18.13 per cent. and the Second Plan gives the figure for 1955-56 as 20.95 per cent. irrigated land—that is an increase of 2.82 per cent. Which is correct—14 per cent. is correct as stated by the West Bengal Government or 2.82 per cent. as we find from these figures in the Second Five-Year Plan was completed? Then here is what the Mehta Committee has to say on this subject of irrigated land. At the end of the First Plan the potential created in West Bengal as a result of major irrigation works was 4.65 lakh acres of which only 2.23 acres were actually irrigated. The potential was 4.65 but the actual irrigated land was 2.23 acres. The report further says that the most important factor that determines the level of use of irrigation water is the water rate chart. In many cases the basis for fixing or revising these rates has been arbitrary. This is what he says. But when we raised this question in this House about water rates the Irrigation Minister all along told us that the peasants

were in a position to pay even Rs. 10 per acre. Then he had to come down when there was a protest and again he passed a legislation making it Rs. 10. If necessary, he will charge Rs. 10 and now, I suppose, it is Rs. 9 per acre. The most callous part of the statement on food is the one dealing with the two ideal diet charts. Now being unable to do anything the Food Minister tells us what to eat—calories and calorific value—I expect that Dr. Ghosh will deal with that point. He is an expert on that but I say any housewife will treat with the utterest contempt these two charts which have been placed before us by the Food Minister, because they are damned lies and nothing less. That is what I can say.

Mr. Speaker: I must intervene, Mr. Basu. I had my own doubts about some of the expressions that you were using, "blatant lies" and so on.

Sj. Jyoti Basu: If you go through the statistics.

Mr. Speaker: Have a little patience.

Sj. Jyoti Basu: You are wasting time.

Mr. Speaker: I will give you time for this, but I cannot expect the Leader of the Opposition to use expressions which are unparliamentary not of my imagination but as are found in a book. I would request you to withdraw the expression. Criticise the Government as much as you can. I never interrupted you, Mr. Basu, although I heard those words being used having regard to the very great importance of this debate but you must keep within bounds and that is my earnest request to you.

[9-30—9-40 a.m.]

Sj. Jyoti Basu: Mr. Speaker, if you like substitute wherever I have stated 'lies' by 'untruths', but I shall tell you......

Mr. Speaker: Mr. Basu, you are a finished parliamentarian with years of experience behind you. Your leadership is unquestioned so far as the Opposition is concerned. So you should be an ideal debater here and every member of your group should follow your leadership.

Sj. Jyoti Basu: It is true that one has to be within bounds but there are times and occasions when one feels like this and I was speaking of a housewife, not about myself, that they would throw this piece of document which has been placed before them at the face of the Food Minister, because perhaps you know that statistics have been described by one eminent person as 'damned lies'. That is why I was stating............

Mr. Speaker: But that eminent person is not in the House.

Sj. Jyoti Basu: I am not saying the Food Minister uttered damned lies. What I was saying, if you listened to me, was that statistics have been described sometimes as damned lies and on this occasion at least the said statement of the Food Minister fits in. Therefore I had uttered that. I do not think that I have been guilty of making any unparliamentary remarks. However, I shall ask him in which market in Calcutta you got these rates. The first chart says for Re. 1-1 anna worth for each person in a family—calculate how much people can spend on food in a middle class family. Is it meant for any middle class family? And even there where do you get the rate of 3 annas for half a seer of rice—where at least we cannot find? All your ration shops failed on the last occasion and we could not get rice, but unfortunately these are figures which we are asked to discuss—calorific value and to eat bananas and to have vegetable gardens

in our house in order to solve our food crisis. This is indeed a cruel joke which the Food Minister is playing and he is playing with the lives of the people in West Bengal.

Lastly, with regard to measures, I need not further dilate on these points because my time is almost up but I cannot but give one quotation of an eminent Congressman at the A. I. C. C. in order to prove my contention. He said in the last session of the A. I. C. C. The new Act, the Essential Commodities Act, for enforcing prices was not drastic enough to control hoarding. He wanted that there should be more drastic legislation. He wanted that stocks should be built up. Speaking about statistics he said no regional or structural figures were available and the overall figures which were supplied mean nothing. He said that there was no rise in the standard of living among peasants, artisans and the lower middle-classes and the position was deteriorating. (A. I. C. C. Economic Review, September 15, 1957, at page 25.) This Congressman you will be surprised to learn, is no other than Shri Bimal Chandra Sinha, our Land Revenue Minister. I hope the Food Minister, when he gets up, will contradict a single statement or all the statements which have been made by Shri Bimal Chandra Sinha but we agree with that statement which he has made.

Now, with regard to the way out, I cannot go into details. But I shall give a few suggestions only, and the main suggestion is, as we have been stating in this House and outside, that the Government must procure in the open market with partial control and with partial rationing. There is no other way but for the Government to fix a minimum and maximum price. What that price will be they can discuss with the Opposition and they can discuss in the Food Committee and we can come to a conclusion, and procurement in the open market at a particular price is the only way by which we can build up stocks for the lean months which are to come within a very short time. Similarly, we said that imports have to be made even if we lose some foreign exchange on that. The India Government has got to be told that more food has got to be imported from outside because there is no other way out, because the Congress Government is responsible—again I say—for having created this situation.

Thirdly, I say that fair price shops in much larger number with adequate and regular supplies must be arranged for immediately. But as far as we know Government are doing nothing about it. They are only parading figures before us without carrying out any measure. Up to now no measure has been adopted, nothing has been discussed with us since the last meeting which we held and we believe new rice is coming into the market. Similarly, adequate relief measures and much larger amounts have to be spent on these relief measures into the details of which other speakers will go. With regard to long-term irrigation projects, long-term agricultural matters and so on, we need not go into that immediately. These are ot urgent and immediate importance, and as soon as the House is over, if the Government are serious about these problems, they must discuss with the Opposition with regard to these points even if they want to carry out even a fraction of what they want to carry out.

Lastly, I say that Food Committees at all levels—not only at the Centre, but at all levels—have to be established if you want to some extent to control the disaster which is staring the people in the face. A few months back Government was out to crush the movement of people for food and relief by putting in prisons thousands of us. But this is not the way to solve the food crisis. The better way would have been to listen to us. We shall again offer our co-operation. But if sincerity is lacking and no pledge is honoured by the Government as last time, if political manoeuvres are made as on the last occasion by the Government to bolster up the Congress Party

taking advantage of these famine conditions of the people, then we shall once more endeavour to unite the people in order to compel Government by people's movement to see that not a single man or woman dies in West Bengal. Our slogan therefore again is, not a man must die and it is no use the Food Minister telling us that orders have been issued to the Magistrates and local officials in the district that if a single person dies, then Magistrates and local officials will be responsible. We say * * * is the Food Minister. I am using deliberately strong words. I do not know whether that is unparliamentary.

Mr. Speaker: That is unparliamentary and I disallow it.

Sj. Jyoti Basu: You may disallow it.

Mr. Speaker: You cannot use that expression. I direct it to be expunged.

Sj. Jyoti Basu: You do it. But again I repeat and say that the criminality lies with the Government. I say that it is the Food Minister who is responsible and this is the Minister who after having created this situation for the last ten years again has been given this portfolio and another portfolio, the refugee portfolio, in order to see that the refugee again die in the streets of Calcutta and West Bengal. I have no words but to condemn this Government for all the activities which they have perpetrated on the food front and I say again that they are responsible and not Nature for what has happened in West Bengal.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহোদয়! বাংলাদেশে যে খাদ্য-পরিস্থিতি ঘটেছে তার সমাধানের জন্য সরকারের যেসমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল সে ধরণের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি। মন্ত্রীমহাশয় তাঁর বিবৃতিতে দেখিয়েছেন যে খাদ্যের পরিমাণ অনবরত বেড়ে গিয়েছে, এমন কি ১০ লক্ষ টন খাদ্য বেড়েছে কিন্তু জন-সংখ্যার হিসাবে যে খাদ্য বর্দ্ধিত হয় নি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিল্পনায় সরকার যে মনে করেছিলেন যে খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে তা হয় নি। তাঁরা কি ভাবেননি যে সে পরিকল্পনা -সে দামোদরভ্যালি পরিকল্পনা বা অন্য যেসমস্ত 'ইরিগেশন স্কীমস্' সরকার গ্রহণ করেছিলেন তা কেবল বাংলা দেশকে 'ড্রাউট' এবং 'ফ্লাড' থেকে বাঁচাবার জন্যই তাঁরা সেগুলি গ্রহণ করেছিলেন?

[9-40—9-50 a.m.]

কিন্তু কোটি কোটি টাকা খরচ করে এবং এই পরিকল্পনা করে বাংলাদেশে ড্রাউট এবং ফ্লাডএর হাত থেকে যদি বাঁচা না যায়, যদি বাঁচতে না পেরে থাকে তাহলে তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী সরকার। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ক্রমবর্ধমান লোক-সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং সেই লোক-সংখ্যানুসারে যাতে খাদ্য বাড়ে তার ব্যবস্থা করবার জন্য আমরা সরকারের কাছে বার বার আবেদন-নিবেদন করেছি। কিন্তু যেসমস্ত জমি পতিত এবং অনাবাদী পড়ে আছে সেগুলি চাষ করার জন্য এস্টেট য়্যাকুইজিসন পাশ হল কিন্তু চাষীর হাতে তা যায় নি। কাজেই চাষীর মধ্যে যে খাদ্য উৎপাদনে একটা উৎসাহের সৃষ্টি হবে তা হতে পারে নি। এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যেসমস্ত জমি আছে সেগুলি একত্র করে সমবায় প্রথায় যদি চাষের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে কোন মতেই আমাদের খাদ্যের যে অভাব আছে তা দূর হবে না। সেজন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট যে ফুড কমিটি গঠন করেছিলেন তারা বাংলা এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘুরেছেন। শ্রীনগরে যে খাদ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন হয়েছিল সেই সম্মেলনে অজিতপ্রসাদ জৈন বলেছিলেন যে ১৯৬০-৬১ সালে খাদ্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষ স্বয়ং-সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু মেটা কমিটি সেটা গ্রহণ করতে পারে নি। তারা বলেছেন যে ১৯৬০-৬১ সালে কেন- খাদ্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষ যে কবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হবে—যেভাবে সরকার তাব এগ্রিকালচারাল পলিসি—কৃষিনীতি

*Expunged by order of Mr. Spoker.

পরিচালনা করছেন তা বলা মুস্কিল এবং অদূর ভবিষ্যতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষ খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা আমরা দেখছি না। এর কারণ হচ্ছে যে সরকার যে গয়ং গচ্ছ নীতিতে গতানুগতিকভাবে খাদ্য পরিচালনা করছেন এবং খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে তারা বিবৃতি এবং নানারকম স্ট্যাটিসটিকস্ দিয়ে দেশের লোককে বিভ্রান্ত করছেন। কিন্তু কাজের সময় মানুষের দৈনন্দিন যে খাদ্যের প্রয়োজন সে ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই করতে পারছেন না। অন্যান্য দেশে তারা যখন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেই পরিকল্পনা মারফত তারা প্রত্যেক পরিকল্পনার পরে দেশের খাদ্য এবং শিল্প-দ্রব্যের উন্নতিসাধন করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে এই প্রথম পরিকল্পনায় সরকার যা আশা করেছিলেন তাতে অসুবিধা হচ্ছে যে তারা নিশ্চয়ই জানতেন যে বাংলাদেশে অনাবৃষ্টি এবং জল প্লাবনে দেশের খাদ্যাবস্থা ব্যাহত হতে পারে। এবং এই জেনেই তারা পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে শুধু পরিকল্পনা দ্বারা খাদ্যের কোন সমস্যার সমাধান হয় না। আমরা সেজন্য দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে বার বার আমাদের দাবী জানিয়েছি এবং বার বার তাঁদের কাছে এ বিষয়ে সহযোগিতা করবার জন্য বলেছি। যেরকম অনাবৃষ্টি, বন্যা এবং দুর্ভিক্ষ চতুর্দিকে তাতে গত বছরে অপেক্ষাকৃত দেশে দুঃখ এবং দুর্ভিক্ষ কম থাকাতে ১৯৫৬-৫৭ সালে ২ কোটি টাকা এগ্রিকালচারাল লোন দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এ বছরে আমরা দেখছি মাত্র ১ কোটি ২৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৫০ টাকা দেওয়া হয়েছে—আরো যেসমস্ত সাহায্য করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অপ্রচুর, অপ্রতুল। কাজেই দুঃস্থ কৃষকদের মনে সে উৎসাহ জাগে নি যে উৎসাহভরে তারা দেশের খাদ্যের উন্নতিসাধন করতে পারবে।

[At this stage the honourable member having reached the time limit resumed his seat.]

Sjkta. Labanya Prova Ghosh:

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, মানভূম জেলা বাংলায় আসবার আগে সেখানকার স্থানীয় খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানিয়েছিলাম। কারণ বিহারের অধীনে অবাঞ্ছিত খাদ্যনীতি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুণ কয়েক বৎসর ধরে মানভূমে ভয়াবহ পরিস্থিতি ঘটে। বিগত বছরেও খাদ্য-পরিস্থিতি কতক অঞ্চলে সংকটজনক আকার ধারণ করে এবং সাধারণভাবে খুবই খারাপ হয়ে উঠে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে স্থানীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের ঔদাসীন্য ও অব্যবস্থার ফলে সরকারী সহায়তা ব্যবস্থা আমাদের জেলায় অকিঞ্চিৎকর এবং নিতান্ত অনিয়মিত। খুবই পরিতাপের বিষয় যে আমাদের জেলায় ১০ জন মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা নিজেরা তদন্ত করে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে এই ১০ জনের মধ্যে ৩ জন অনাহারে তথা অনাহারজনিত রোগে মারা গেছেন। গ্রামাঞ্চল থেকে আমরা আরও ৪ জনের অনাহারজনিত মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি। আমরা এই সমস্ত সংবাদ পশ্চিবঙ্গ সরকারকে জানিয়েছি এবং খাদ্যমন্ত্রীকেও জানিয়েছি। যাদের ঘরে অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে এবং সমস্ত পরিবার বিপন্ন হয়েছে, সেই পরিবারগুলির কয়েকটিকে সরকার থেকে ২।৪ টাকা করে মাত্র সহায়তা দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি বর্তমান সঙ্কটের গুরুত্ব সরকার উপলব্ধি করেন নি এবং তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। অনাবৃষ্টির ফলে জেলায় এবার ব্যাপকভাবে ধান মরে গেছে। মানভূমের জমি খুবই উঁচুনীচু, উঁচু জমির প্রায় সব মরে গেছে। আমাদের জেলায় এবার শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র ধান হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। যাদের কেবলমাত্র উঁচু জমি তারা আজ সর্বশান্ত, দুর্ভিক্ষের দ্বারে। আর ২।১ মাসের মধ্যে সমগ্র জেলায় ভয়াবহ সংকট দেখা দেবে, তার সূচনা ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে।

[9-50—10 a.m.]

সেজন্য অবিলম্বে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সাধ্যমত সুব্যবস্থা হওয়া দরকার। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীমহাশয় বলেছেন, বাংলায় অন্তর্ভুক্ত

অঞ্চল থেকে এবার ৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য তারা আশা করেন। এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা। পূর্ণিয়ার অংশ ছেড়ে দিয়েও পুরুলিয়া থেকে ২ই লক্ষ টন খাদ্যশস্য সরকার আশা করেন। স্বাভাবিকভাবেই বৎসরে পুরুলিয়া জেলায় ২ই।৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য হয়। এবার তার মাত্র ই অংশ হবে। মন্ত্রীমহাশয় যদি এই অবস্থা জেনে এটা বলে থাকেন তবে বলব তিনি আমাদের ভাগ্যকে পরিহাস করেছেন, আর যদি অবস্থা না জানেন তবে বলব এমন সংকটে তিনি উদাসীন থেকে আমাদের বিপন্ন করেছেন। আশা করি তাঁরা বাস্তব অবস্থা জেনে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। আমাদের ওখানে বহু উন্নয়নের কাজ করার আছে, একাজগুলি আরম্ভ করলে বহু লোক কাজ পাবে। চাষী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোককে ব্যাপকভাবে ঋণ দিতে হবে। কিন্তু এক সঙ্গে না দিয়ে ৩ দফায় ঋণ দিতে হবে। এখন একবার, ধান লাগাবার পূর্বে একবার, এর দুয়ের মাঝামাঝি সময়ে একবার। সস্তাদরের চালের ও গমের দোকান বহু সংখ্যায় খোলা চাই। গ্রামাঞ্চলের জন্য বহু পরিমাণে জনার ও কিছু পরিমাণ ছোলা প্রয়োজন। তারপর খয়রাতি সাহায্যও প্রয়োজন অসহায় দুঃস্থদের জন্য। এ পর্যন্ত সরকার খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে যে আচরণ করে আসছেন আশা করি তার পরিবর্তন করে জরুরী উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আমাদের বিরোধীপক্ষ থেকে বার বার খাদ্যমন্ত্রীকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে, প্রয়োজনের তুলনায় এ বৎসর খাদ্য ঘাটতি হবে। আমরা বলেছিলাম যে সরকারের আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব বাংলাদেশের মানুষের জীবনে দুর্দশা ও সর্বনাশ ডেকে আনবে। কিন্তু আমাদের খাদ্যমন্ত্রী বার বার স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে, খাদ্য অল্প আছে বটে, কিন্তু তারজন্য ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু আজ তিনি তার সে কথার মধ্যে নাই ঘাটতি দেখা দেবে বলেই তিনি যেসমস্ত তথ্য পেশ করেছেন তার বক্তৃতায় তার মারফত একথা জানিয়েছেন। এই তথ্যের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ভুল তিনি বা সরকারপক্ষ করেছেন। আমি এখানে একটিমাত্র উদাহরণ দেব। তিনি দেখিয়েছেন সিডস্ য়্যান্ড ওয়েস্টেজ ব্যাপারে যে টেন পারসেন্ট বাদ হতে পারে, কিন্তু টেন পারসেন্ট বাদ হয় নি, ফাইভ পারসেন্ট বাদ হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও এই ব্যাপারে যতটুকু বাদ দেওয়া হয় তার সঙ্গে তুলনা করলে জানতে পারবেন এটা বিশেষ করে ফেমিন কমিসনএর রিপোর্টে সিডস্ য়্যান্ড ওয়েস্টেজএর ব্যাপারে ফাইভ পারসেন্ট বাদ দেবার কথা বলা হয়েছে। তিনি যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা থেকে কি করে এই ঘাটতির সমাধান হবে? আমি এটা শুধু বলতে চাই আজকে বাংলাদেশে ঘাটতি আছে। ইকনমির দিক থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়—তার মধ্যে একটি হচ্ছে সারপ্লাস ইন ফুড। আমাদের রাজ্য ডেফিসিট ইন ফুড। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবাংলা কোন স্বাধীন রাজ্য নয় যে বাইরে থেকে, অন্য প্রদেশ থেকে যদি খাদ্য আনতে হয় তাহলে ফরেন এক্সচেঞ্জ খরচ হবে, তা নয়। যদিও আমাদের রাজ্য ঘাটতি রাজ্য ইনডাসট্রিয়ালি আমরা অত্যন্ত ডেভেলপড এবং, মাননীয়স্পীকারমহাশয়, আমাদের এই বাংলাদেশ থেকে, সমগ্র ভারতবর্ষে সিবোর্ণ ট্রেড দ্বারা ডলার কিংবা ফরেন এক্সচেঞ্জ কিংবা স্টার্লিং এক্সচেঞ্জ যা আমরা পেয়ে থাকি তার সাবস্ট্যানসিয়াল পোরশন আমদানী করার পক্ষে আমরা যথেষ্ট সহায়তা করে থাকি। ১৯৫৪ সালে জুট ম্যানুফ্যাকচারিংএর মাধ্যমে ১১৪ কোটি টাকা আমরা আমদানী করেছি, ১৯৫৫ সালে ১২৪ কোটি টাকা আমদানী করতে আমরা সাহায্য করেছি। সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে, যদি সমগ্রভাবে আমরা সাহায্য করে থাকি ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য তাহলে খাদ্যের দিক থেকে আমাদের যে ঘাটতি আছে তা পূরণ করবার দায়িত্ব ভারত-সরকারের আছে, নৈতিক দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে। তাই আজকে আমাদের নয়াদিল্লী কর্তৃপক্ষের কাছে একথা জোরের সঙ্গে বলতে হবে যে, যেহেতু আমরা সাবস্ট্যানসিয়াল পোর্সন কন্ট্রিবিউট করে থাকি ভারত-সরকারের তাই কর্তব্য রয়েছে আমাদের দাবী পূরণ করার। শুধু ভিখারীর মনোবৃত্তি নিয়ে বেগার্স বোল নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে চলবে না।

তারপর কথা হচ্ছে, ১৯৫১এর সেন্সাসএ আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশে ২ কোটি ১০ লক্ষ বাঙ্গালী আছে, অন্যান্য সব উর্দু বা হিন্দী ভাষা-ভাষী—এ'দের সংখ্যা প্রায় ৩৭ লক্ষ। এই যে উর্দু স্পিকিং অর হিন্দী স্পিকিং পপুলেশন তারা বেশীর ভাগ কোলকাতার এবং কোলকাতার আশে-পাশে শিল্পাঞ্চলে কাজ করে। সার্ভে করার পর দেখা গিয়েছে—আমি খবর নিয়েছি—যদিও তারা হুইট সাধারণতঃ খেয়ে থাকে, তাহলেও বাংলাদেশে বহুদিন থাকার ফলে তাদের বেশীর ভাগ আজকে ভাত খেয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রীমহাশয় বলেছেন—এটা তাঁর বক্তৃতার মধ্যে থেকে উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে—তিনি এখানে একটি নীতির কথা বলেছেন—যারা ভাত খায় তাদের জন্য আগে চালের বন্দোবস্ত করতে হবে হুইট যারা খায় তাদের জন্য হুইটএর ব্যবস্থা করতে হবে। এই নীতি অনুসারে শিল্পাঞ্চলে বা অন্যান্য জায়গায় যেখানে অন্য ভাষা-ভাষীরা থাকেন যেসব রেশনের দোকান আছে তার মারফত যদি প্রয়োজন অনুযায়ী হুইট সরবরাহ করা হয় তাহলে কিছুটা উদ্বৃত্ত হতে পারে। খাদ্যমন্ত্রী আজকে আমাদের বলেছেন যে, অনেকে নাকি ভাতের বদলে হুইট খাচ্ছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীমহাশয় যে-কথা বলেছেন আমি সেটা সমর্থন করি, ভাত যারা খায় তাদের আগে চাল সরবরাহ করা উচিত, হুইট যারা খায় তাদের হুইট সরবরাহ করা উচিত। আমরা বামপন্থীদলের পক্ষ থেকে একথা বলেছিলাম যে, ১২ লক্ষ টন ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, ৭ লক্ষ কলকাতায়, আর ৫ লক্ষ অন্য অঞ্চলে। আমার মতে আজকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কর্ডন করে দেওয়া উচিত যাতে মফঃস্বল থেকে কলকাতায় চাল নিয়ে না আসে। কলকাতাকে খাওয়াবার দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার, সেই প্রতিশ্রুতির কথা আমি আজকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি কলকাতাকে খাওয়াবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে, তাহলে যে ৭ লক্ষ টন ঘাটতি পড়েছে সেটা কমবে এবং ৫ লক্ষ টন যা বাংলাদেশের সমস্ত গ্রামাঞ্চলে ঘাটতি দেখা দিবে তা পূরণ হবে। আমরা একথা বলেছিলাম যে, চাল যাতে পাচার না হয় তার ব্যবস্থা করুন।

[10—10-10 a.m.]

আমরা একথাও বলেছিলাম যে, একটা স্থিরীকৃত দরে চাল সরবরাহ করা হোক। এই সমস্ত কথা বলা সত্ত্বেও তা তাঁরা শোনেন নি। বামপন্থীদলগুলি সহযোগিতা করতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই সহযোগিতা তিনি গ্রহণ করেন নি। খাদ্য কমিটি একটা তৈরি করেছেন, কিন্তু আজ খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তার আগে সেই কমিটির সাথে আলাপ-আলোচনা করা উচিত ছিল। সেই কমিটির বৈঠক ডেকে, আমাদের যেসমস্ত প্রস্তাব সেগুলি আমরা সেখানে রাখতে পারতাম এবং সেইসকল প্রস্তাব বিবেচনা করে, সমাধানের যেসমস্ত পথ, আমরা সেখানে বাতলে দিতে পারতাম। সেই সমস্তগুলি বিবেচনা করে তারপর তাঁর উচিত ছিল এই বিবৃতি দেওয়া। এখন তাঁর নিজের দোষ ঢাকবার জন্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে চাল আদায় করবার আমাদের নৈতিক অধিকার আছে, সেটা তাঁরা আদায় না করতে পারায় তিনি আমাদের "কদলি" এবং শাক-সবজী খাবার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন।

Sj. Hansadhwaj Dhara:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে খুব অপরচুণ মোমেন্টএ এই অধিবেশনে খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করছি, তার কারণ হচ্ছে এখন ধান কাটা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—তাতে প্রতিটা বাড়ীর কিছু কিছু চাল, ধান আসছে এবং কিছু কিছু লোক কাজও পাচ্ছে। এ-জন্য সকলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ ঘটলেও, লোকের মনে সারা বছরের কথা চিন্তা করে, তাদের ভাবনার অবধি থাকছে না।

আমাদের সামনে আগামী কয়েক মাস কাটিয়ে এসেছি—হাউসে খাদ্য সম্বন্ধে যখন আলোচনা করি, তখন যে অন্ধকার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই অন্ধকার খানিকটা কাটিয়ে এসেছি। এখন আমাদের সামনের বছরের কথা চিন্তা করতে হচ্ছে ; যা কিছু আলোচনা তা সামনের বছরের। সেই দুর্যোগ কি করে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি, সে সম্বন্ধে আলোচনা করে ব্যবস্থা করতে হবে।

আমরা দেখেছি গতবারের বাজেটের সময় সারা রাজ্যে খাদ্যের পরিস্থিতি সম্বন্ধে গভীর অন্ধকার সৃষ্টি বিরোধী পক্ষ থেকে করা হয়েছিল, এবং অনাহারে বহু জায়গায় লোকের মৃত্যু ঘটেছে বলে এখানে যে প্রমাণ উপস্থিত করবার চেষ্টা হয়েছিল, তাতে প্রমাণের চেয়ে প্রমাদই বেশী ঘটেছিল। আমরা এই কয়েক মাস তাদের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা অপেক্ষা যা দেখেছি,—তাতে খাদ্য সমস্যা থেকে বিরোধী পক্ষ কিভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকবে তার প্রচেষ্টা বাংলাদেশের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। আজকে এই অধিবেশনে সুস্থ্য মনে এই বিরাট সমস্যা আগামী বছর কিভাবে অতিক্রম করা যায় তার আলোচনায় মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। গত বাজেট অধিবেশনে যে-কথা আমরা এখানে বলেছিলাম, যে কর্মসূচী, যে কর্মপদ্ধতি আমাদের সরকার গ্রহণ করেছেন, সেই পদ্ধতির কথা মোটামুটি চিন্তা করতে বলছি। এখন আমরা বলেছিলাম—খাদ্য কোথাও কম থাকলে, কম খাওয়ার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য পথ থাকে না; এবং কম খাদ্য থাকলে, দামও বেড়ে যাবে। এই দুটা ব্যাধি আজ পশ্চিমবাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছে। এর চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু রোগ ভোগ হতে রক্ষা পাবো কি করে, তার কথা বিরোধী পক্ষকে ভাল করে বুঝতে হবে। এই বুঝতে হবে যে, কম কারা খাবে, এবং কতটুকু খাবে; এবং সেইটা অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে একটা লোকও পশ্চিমবাংলায় না খেয়ে মরে। আজকে বিরোধীপক্ষের নেতা শ্রীজ্যোতি বোস মহাশয় এখানে বললেন, তাঁদের স্লোগান হবে, একজন লোকও যাতে না মরে। আমি বলছি আমাদের কর্তব্য হবে পশ্চিম বাংলায় একজন লোকও যাতে না খেয়ে মরে, এবং সেই দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু দেশে খাদ্য কম থাকলে, দুর্যোগ অতিক্রম করবো কি করে, সে-কথা বিরোধী পক্ষের বন্ধুগণ উপলব্ধি করছেন না। এই হাউসে, এখানে তাঁরা বসে সে-কথা উপলব্ধি করতে রাজী নন, এবং বাইরেও ও'রা অন্য তথ্য দিয়ে, শুড়শুড়ী দিয়ে কি করে মানুষকে উদ্ব্যাস্ত করা যায় তার চেষ্টা চলছে। গত কয়েক মাসে তাদের কার্য-কলাপে, তাঁদের বক্তৃতায়, সভা-সমিতিতে সর্বত্র এটা প্রমাণিত হয়েছে। গত বছর বাজেট অধিবেশনের আলোচনার সময়, দেখা গিয়েছে—মানুষের সংখ্যা অনুপাতে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ যে কম, এবং তারজন্যই এই খাদ্য ঘাটতি, সেটা বুঝেও তাঁরা স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। তার উপর বিদেশ থেকে আমদানি হয়েছিল, এবং এখানে যে-সমস্ত হোর্ডিং হয়েছিল, সব কিছু ধরে আমরা তখন দেখেছিলাম দেশে খাদ্য ঘাটতি রয়েছে। তারজন্য রিলিফ ও টেস্ট রিলিফএর ব্যবস্থা করতে হবে, কম পয়সায় চাল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। গত চার মাস ধরে যে অন্ধকারে পূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল, আজ আমরা তা অতিক্রম করে এসেছি। আজকে প্রতি জেলাতে জেলওয়ারী টেস্ট রিলিফএর কাজ হচ্ছে। মানুষের দুঃখ, দুর্দশা দূর করবার জন্য সর্বত্র সরকারের প্রচেষ্টা চলেছে। যে-সমস্ত ঘাটতি এলাকা, সেখানে খাদ্যশস্য প্রেরিত হয়েছে।

গত চার মাসের কার্যকলাপ দেখে ভবিষ্যতের কর্মসূচী কি হবে, আরও খাদ্যশস্য বাড়ানোর জন্য আমাদের কিভাবে কাজ করতে হবে, সেইভাবে আজ এখানে আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। ——

মহকুমা হাকিমকে ঘেরাও করে, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সর্বত্র বক্তৃতায়, মানুষকে উৎখাত করবার জন্য প্রতি ঘরে ঘরে এসে,—তার পরিপ্রেক্ষিতে কি খাদ্য-সমস্যা সমাধান হবে? দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ কমিটি যদি প্রতি গ্রামে গ্রামে করে দুর্ভিক্ষ রোধ করা যায়, ভালই। কিন্তু খাদ্য উৎপাদন ছেড়ে দিয়ে, চাষবাস ছেড়ে দিয়ে, কেবল গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি সৃষ্টি করলেই কি দেশে দুর্ভিক্ষ বন্ধ হয়ে যাবে? আমার মনে হয় গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষের নামে, অনাসৃষ্টি প্রচার কার্যের মাধ্যমে মানুষের দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করে মানুষের চরম দুরবস্থা নিয়ে যাঁরা খেলা করেন, সেটা যদি বন্ধ করা যায়, তাহলে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ বন্ধ হয়ে যাবে। গ্রামের লোককে দুর্যোগে ফেলে, ১০।১২ মাইল রাস্তা হাটিয়ে এনে, মহকুমা হাকিমকে ঘেরাও করে খাদ্য কখনও পাওয়া যায় না। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে খাদ্য আমদানী হয় না। আজকে পশ্চিমবাংলার সমস্ত জনসাধারণ এই হাউসের মাধ্যমে তারা এই কথা বলতে চায়—— ——

Mr. Speaker: I heard interruptions from this end. I am drawing the attention of the honourable members that today I will not allow any interruptions.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আমরা শুনতে পাচ্ছি না, যাতে শুনতে পাই তার ব্যবস্থা করুন।

Mr. Speaker: I have got to maintain order in this House—you forget it.

Sj. Hansadhwaj Dhara:

আমরা গ্রামে গ্রামে রিলিফএর কাজ করি। ওধারে যাঁরা খাদ্য-সমস্যা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ গ্রামে গ্রামে কিভাবে খাদ্য-শস্য বন্টন করা যায় তার প্রতি নজর দিন। ওধারের একজন মেম্বার আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না, বলে আপত্তি করেছেন। হাসনাবাদ অঞ্চলের গরীব চাষীদের ১০।১২।১৫ মাইল রাস্তা হাঁটিয়ে এবং ঐ স্থানের চাল যাতে পাকিস্তানে চলে যেতে না পারে, তার ব্যবস্থা না করে কিভাবে মানুষকে দুঃখকষ্টে ফেলা যায় তার ব্যবস্থাই করা হয়েছে। বসিরহাটের অবস্থাও দেখেছি, সেখানেও এইরকম তারা করেছেন। আজকে সেইজন্য খাদ্য-সমস্যাকে, একটা জাতির সমস্যা হিসাবে উপলব্ধি করা উচিত, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি করে, দুর্গত অবস্থা কি করে পার হতে পারি সেই চিন্তা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আজকে আমরা একান্তভাবে নিরাশ হয়েছি—অপোজিসন পার্টির যিনি নেতা, তিনি বলেছেন 'আমাদের স্লোগান হবে একমাত্র, কি করে দেশের একটি লোকও না মরে'। এই কথা প্রচার করা গ্রামের মধ্যে - এটা তাঁদের দায়িত্ব। আর আমরা বলছি--আমাদের দায়িত্ব হবে, পরম কর্তব্য একমাত্র কর্মসূচী হবে যাতে পশ্চিম বাংলার একটি লোকও না খেতে পেয়ে মরে। এখানে তর্ক-বিতর্কের অবতারণার প্রয়োজন নেই। খাদ্যমন্ত্রীমহাশয় যে-সমস্ত তথ্য উপস্থিত করেছেন, তাঁর অঙ্কশাস্ত্রের ধারায় নানারকম জটিলতা থাকলেও, বলা যেতে পারে যারা গ্রামে ঘোরেন, তারা জানেন পূর্বে যেখানে ৮।১০ মণ ধান হ'ত বর্তমানে সেখানে ২ মণও ধান ফলছে না। এই সমস্ত কারণে খাদ্য ঘাটতি হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জ্যোতিবাবু বলেছেন ফাইভ পারসেন্ট ওয়েস্টেজ হয়েছে।

[10-10—10-20 a.m.]

ফাইভ পারসেন্ট মাত্র ওয়েস্টেজ ধরা হয় আজকে টেন পারসেন্ট ওয়েস্টেজ ধরে ডেফিসিট আরো বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। যতীনবাবু কলকাতা সহরে থাকেন -ধান কিভাবে হয়, এবং ফলন কিভাবে হয় এবং তার ওয়েস্টেজ কিভাবে ধরতে হয়, এ খবর যদি তিনি জানতেন, তবে এ-কথা তিনি বলতেন না। অনাবৃষ্টির ফলে যে বারে ধান ফলতে পারে না, কিন্তু চিটে বলে একটা জিনিস আছে-সে-কথা হয়ত যতীনবাবু জানেন না। ধান ফলেছে কিন্তু তাতে চাল নেই, সেইজন্য ওতে ওয়েস্টেজ অনেক বেশী হবেই। একথা তাঁর একান্তভাবে জানা দরকার হবে। ১২ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হবে একথা আমাদের বলা হয়েছে -তাতে আমরা মোটামুটি দেখতে পারি এবং যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে ১২ মাসের মধ্যে ৩ মাসের খাদ্য ঘাটতি হবে। এই ৩ মাস চলবে কিভাবে, কি পদ্ধতিতে আজকে আমাদের দেশের মানুষকে অতিক্রম করে নিয়ে যেতে পারব, এই অবস্থা থেকে, সেই কথাই আজ আমাদের একান্তভাবে চিন্তা করতে হবে। আজকে সেইজন্য দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে হবে না—আজকে যে-সমস্ত কার্যসূচী সরকার গ্রহণ করেছেন, তার দ্বারা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য সেই সমস্ত কার্যসূচীতে একান্তভাবে সহযোগিতা করবার প্রয়োজন হবে।

ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার কথা জ্যোতিবাবু বলছিলেন যে, আমাদের দেশে ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার অথবা পাহাড় পরিমাণ যেসমস্ত সার দেবার ব্যবস্থা হয়েছে—তাতে আমাদের স্বাধীন দেশে এত বছরে কোন উপকার হয় নি। আজকে তাঁকে আমি বলি যে, ১৯৪৭ সাল থেকে যদি ৫ বা ১০ বৎসরের হিসাব মিলিয়ে দেখি, সেখানে ধান উৎপাদনের যে উপায় ছিল তাতে দেখেছি যে, ১৮ থেকে ১৯ লক্ষ টন ধান হ'ত। আর আজকে সেখানে আমরা

দেখছি, যে বৎসর বাম্পার ক্রপ হয়েছিল ৪৬ লক্ষ টন, সেকথা যদি ছেড়ে দিই তা হ'লে এইবারে আমাদের যে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি—তাতেও ৩০ লক্ষ টন উৎপন্ন হবে। সেজন্য ৯ থেকে ১০ লক্ষ টন খাদ্য যে বেশি উৎপন্ন হচ্ছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যাঁরা গ্রামে ঘোরেন, ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে, কি উপকার হয়েছে—আজকে সার দেবার ফলে কতটুকু উৎপাদন বেড়েছে, একথা সহজেই বুঝা যাবে। এখানে বক্তৃতা দেবার প্রয়োজনে শুধু কথা তৈরি ক'রে বললেই কোন ফল হবে না। এবং সে কথা শুধু এখানে বলা যাবে কিন্তু গ্রামের মধ্যে, মানুষের মধ্যে সেগুলি প্রমাণ করা খুব শক্ত হবে। সেইজন্য কিভাবে বাস্তবকে সামনে রেখে সমস্ত ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য সকল তথ্য জেলাওয়ারি যেভাবে নেওয়া হয়েছে—তাতে আরও কি ক'রে উন্নততর ব্যবস্থা সংযোজিত করা যায়, সেটাই আলোচ্য বিষয়, এই হাউসএ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ৩ মাসের খাদ্যের ঘাটতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমন ধান ৩০ লক্ষ টন হয়েছে—আউস ধান বেড়ে ৪ লক্ষ টনের মত আসতে পারে—প্রয়োজন আমাদের ৪৬ লক্ষ টন। কেন্দ্রীয় সরকারকে ১২ লক্ষ টনের কথা বলা হয়েছে। যতীনবাবু বলছেন—১২ লক্ষ টন খাদ্য আমাদের এখানে কলকাতার মত শহর—সেই শহরের সমস্ত রকম খাদ্যের ব্যবস্থা যদি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন, তা হ'লে আমাদের অনেকটা সুবিধা হয়ে যাবে। আজ যদি কেন্দ্রীয় সরকার ১২ লক্ষ টনও দেন, তা হ'লে গমজাতীয় জিনিসই বেশি আসবে। তা না হ'লে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সমস্ত চা'ল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। গতবারেও আমরা দেখেছি যে, ৫ লক্ষ টন গম আমরা পেয়েছিলাম কিন্তু সেই পরিমাণে চা'ল আমরা অনেক কম পেয়েছি। সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে—এখানে আমরা হিসাব দেখছি—চা'ল আমাদের দেশে কম হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা গম পাচ্ছি। গম ছাড়া গ্রামের লোককে ফসল দিতে পারছি না। আজকে এই হাউসএর পর আমরা গ্রামে গ্রামে ফিরে গিয়ে যদি বলি—আমরা ভাত-খাওয়া লোক—ভাত-কাপড়ের দেশ বাংলাদেশ, সে ভাতের পরিবর্তে আটা খাইয়ে লোককে মেরে ফেলছে। এই কথা ব'লে দুর্গতি অবস্থাকে আরও গভীরতর করা হচ্ছে। এবং মানুষকে সুষ্ঠু পন্থা না দেখিয়ে দুর্যোগের পথে আলোকসম্পাত করা হচ্ছে। সেইজন্য ৪ লক্ষ টন গম গত বৎসর পেয়েছিলাম। অন্যান্য প্রদেশেও খাদ্য ঘাটতি আছে—সেইকথা সকলে স্বীকার করেছেন। প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেছেন—শুধু বাংলাদেশ নয়, অন্যান্য প্রদেশেও খাদ্য ঘাটতি হয়েছে। অতএব সেইসব জায়গায় সেসব আগে দিতে হবে। আমাদের এখানে যে খাদ্য পাব নিশ্চয়ই তার বেশি পরিমাণ গম আসবে। সেইজন্যই গম কিভাবে গ্রামের মানুষকে দেওয়া যায় এবং তারা কিভাবে ব্যবহার করতে পারে। সেইজন্য আমাদের—

[At this stage the member having reached the time limit resumed his seat.]

Sj. Bhim Chandra Mahato:

অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা জেলার খাদ্যসংকট খাদ্যমন্ত্রীকে বহুবার জানিয়েছি। আমাদের সাপ্তাহিক পত্রিকা খাদ্যমন্ত্রীকে দিয়াছি। খাদ্যমন্ত্রীকে তদন্তে যাবার জন্য বহুবার আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি নিজে যেতে পারেন নি। ডেপুটি খাদ্যমন্ত্রীকে পাঠাবেন বলেছিলেন—তাও পাঠান তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। যে-কোন দেশের স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে লজ্জার কথা যে দেশে অনাহারে লোকের মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু আমাদের জেলাতেই এই বৎসর অনাহারে বহুলোক মারা গেছে—তার তালিকা আমি আপনাদের দিচ্ছি।

নাম	গ্রাম	থানা	তারিখ
চক্রধর মাঝি	কণাপাড়া	পুঞ্চা	২৭-৮-৫৭
বনমালী বাউরী	জিতুজুড়ি	মানবাজার	১০-৯-৫৭
সরলা সর্দারনী	সাগেজ	মানবাজার	১০-৯-৫৭
কাল্লা মাহাতানীর কন্যা	চেপুয়া	মানবাজার	১৯-৯-৫৭
রূপা গরাঞর পুত্র	সিন্দরী	বরাবাজার	১৫-১০-৫৭
রূপা গরাঞ	ঐ	ঐ	১৫-১০-৫৭
কুনু গরাঞ	ঐ	ঐ	২৫-১০-৫৭

যারা অনাহারের ফলে—অনাহারজনিত রোগে মারা গেছে।

বাহাদুর সর্দার—কনাপাড়া—পুঞ্চা—গত অক্টোবর যারা রোগের মধ্যে নিদারুণ অনাহারে ও অচিকিৎসায় মারা গেছেন—বস্তুত অনাহারেই মারা গেছেন।

নাম	গ্রাম	থানা	তারিখ
ফকির তাঁতী	জিতুজুড়ি	মানবাজার	৫-১০-৫৭
বাউরী দাস	কাশিডি	মানবাজার	২০-৯-৫৭

এই সমস্ত ঘটনাগুলি লোকসেবক সংঘের দায়িত্বশীল কর্মীরা তথা আমরা—এম এল এ-রা এনকোয়ারি করেছি এবং সম্পূর্ণ সত্য বলে জেনেছি। গ্রামবাসীরা যা সংবাদ দিয়েছিল—অনাহারে মৃত্যু—হরিবোল ভূমিজ—গ্রাম মুদালী, থানা আড়ষা—তারিখ ৩০-৮-৫৭। অনাহার ও তদজনিত রোগে মারা গেছেন—মুদালী গ্রামের আড়ষা থানার—গুহীরাম লায়া, ফকির লায়া, মিনিরা ভূমিজানী।

তারপর পুরুলিয়া জেলায় একটি প্রধান ফসল হচ্ছে লাক্ষা, কিন্তু সেই লাক্ষারও এ বৎসর বীজ একেবারে নাই। সেইজন্য এ বৎসর সংকট আরও গুরুতরভাবে দেখা দেবে। কারণ সরকার থেকেও বীজ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। সেইজন্য আগামী মাঘ-ফাল্গুন থেকেই রিলিফ, টেস্ট রিলিফ, কৃষি-ঋণ, খয়রাতি এবং নানান রকম সাহায্যের ব্যবস্থা যদি না করা হয় তা হ'লে আরও লোক মারা যাবে। আমাদের মানভূমের জমি অত্যন্ত ডাঙ্গা জায়গা—সেইজন্য সেখানে মাঝে মাঝে বৃষ্টি যদি না হয় তা হ'লে ফসল সব নষ্ট হয়ে যায় এবং খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দেয় এবং এই খাদ্যশস্যের অভাব যদি মেটাতে হয় তা হ'লে ইরিগেশনএর ব্যবস্থা করা দরকার। ইরিগেশন ব্যবস্থা যদি না করা হয়—তা হ'লে আমাদের জেলায় বৎসরের পর বৎসর এই খাদ্যাভাব দেখা দেবে। আমি এদিকেও মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Ananga Mohan Das:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে আমরা আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছি। কিন্তু আলোচনা করতে উঠে বিরোধীপক্ষের তরফ থেকে কোন সমস্যার কথা না ব'লে কেবলই খাদ্যমন্ত্রীকে গালাগালি করা হয়েছে। বেশির ভাগ সময়ই যুক্তির চেয়ে গালাগালির দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনকালে ১৯৪২ সালে ২টা জেলায় খাদ্যের অভাব ঘটেছিল—তাতেই লক্ষ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। অথচ গত বৎসর ১৯৫৬ সালে যখন ৫টা জেলায় খাদ্যাভাব ঘটেছিল তখন লোকসংখ্যার অনুপাতে মৃত্যুর হার নগণ্য। ওই বৎসর বিরোধীপক্ষ ১০০টি অনাহারে মৃত্যুর ঘটনার কথা বলেন, কিন্তু সেই ১০০টি ঘটনা যে অনাহারে হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ তার তথ্য দিতে গেলেই তাদের মুস্কিল হয়ে যায়। সেইজন্য গালাগালি দেওয়াই তাদের পক্ষে সুবিধা হয়। এইজন্য তাঁরা যখন দেখতে পাচ্ছেন যে, বর্তমানে খাদ্য বণ্টনের ভাল ব্যবস্থা করা হচ্ছে যার ফলে দেশের মধ্যে একটা ভালরকম খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন গভর্নমেন্টকে আরও গালাগালি দিতে হ'লে তাদের খাদ্যমন্ত্রীকে গালাগালি দিতে হয়। তাই প্রকৃত সমস্যার দিকে তাঁরা নজর দেন না।

[10-20—10-35 a.m.]

এখন দেখা যাচ্ছে, কি ক'রে আমরা দেশের সংকটের অবস্থা দূর করতে পারব সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়। আমি প্রথমে আশু সমস্যার কথাই আলোচনা করব। অবশ্য যে স্টেটমেন্ট মন্ত্রিমহাশয় দিয়েছেন তাতে বলেছেন, এ বছর ৩০ লক্ষ ৫২ হাজার ৬০০ টন খাদ্য পাওয়া যাবে। এই স্টেটমেন্ট ফোরকাস্টএর ফিগারএর উপর নির্ভর ক'রে তিনি ঠিক ক'রে একটা কর্মপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু ফোরকাস্ট অনেক সময় আমরা দেখতে পাই বাস্তবের সঙ্গে মিল হয় না। এই ফোরকাস্টএ যে ৩০ লক্ষ টন উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে তা থেকে আরও ৪ লক্ষ টন কম পড়ে যাবে। তারপর আউশ ধান ও বোরো ধানের সম্বন্ধে যা আশা করেছেন সেটাও ঠিক হবে না। কারণ এ বছর আউশ ধান কম হয়েছে, আর বোরো ধান কি

হবে না হবে আগে থেকেই বলা যায় না। ভালোও হ'তে পারে, মন্দও হ'তে পারে। কাজেই এদিক থেকে বিচার ক'রে যে পরিমাণ সংকট তিনি দেখিয়েছেন প্রকৃত সংকট আরও বেশি হবে ব'লে মনে হয়। অতএব এখন আমাদের দেখতে হবে কি ক'রে এই সংকট দূর করা যায়, তার জন্য কি পন্থা নেওয়া যেতে পারে। ১ম পন্থা হচ্ছে—আমরা এখনি কতকগুলি ব্যবস্থা নিতে পারি। যে ধান, যে গম পাওয়া যাবে যাতে সেই ধান ও গম সুষ্ঠুভাবে বণ্টন হয় তার আয়োজন করতে হবে, এবং আমাদের দেশে প্রভিন্সিয়াল ও ডিস্ট্রিক্ট কর্ডন অর্ডার প্রবর্তন করতে হবে, এবং একটি সারপ্লাস ও একটি ঘাটতি জেলা একত্র ধরে কর্ডন করতে হবে। যাতে বড় বড় স্টকিস্টরা বেশি পরিমাণ ধান আটক না করতে পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু ধানে কুলোবে না তাতে ঘাটতি মিটতে পারে না, আমাদের শুধু ধানের উপর নির্ভর না ক'রে খাদ্য হিসেবে বাইরে থেকে যাতে প্রচুর পরিমাণে গম আনতে পারা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সংকটের সময় আমি দেখেছি আমার নিজের জায়গায় যেখানে গত বৎসর একেবারেই ধান হয় নি, সেখানে সকল শ্রেণীর লোকই কেবল চাল ছাড়া কিছু খেতে চাইত না। কিন্তু সেখানে আটা দেবার ফলে তাদের মধ্যে কোন অসন্তোষ দেখি নি, বরং লোকে আটা আদর ক'রে নিয়েছে এবং একবেলা চা'ল একবেলা আটা খেয়েছে। কাজেই এই সংকটের সময় আমাদের প্রচুর পরিমাণে আটা আনতে হবে এবং আটা যাতে দেশের মধ্যে ব্যবহৃত হয় তার ব্যবস্থা ক'রে সমস্যার সমাধান করতে হবে। আর সাবস্টিটিউট ফুডও আমাদের বেশি ব্যবহার করতে হবে এবং আলু, সবজি, মাছ, ডিম দুধ প্রভৃতি যাতে বেশী ব্যবহৃত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে—আমরা জানি গ্রামাঞ্চলে সেটা মোটেই কঠিন কাজ নয়। আমরা সকলেই কেবল গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা করছেন না—এই কথা ব'লে থাকি। তা না ক'রে আমরা সকলে যদি দলাদলির কথা ভুলে গিয়ে দেশের লোককে এই সংকট থেকে বাঁচাবার জন্য উৎসাহ দেখাই তা হ'লে লোকের খাদ্য সম্বন্ধে খুব অসুবিধা হবে ব'লে মনে হয় না।

আর একটা কথা, মন্ত্রিমহাশয় যে চার্ট দিয়েছেন তাতে একটা চার্টে একজনের খরচ দিয়েছেন এক টাকা। তাতে শহরের ধনী লোকদের পক্ষে সুবিধা হ'তে পারে। আর দ্বিতীয় চার্ট যেটা দিয়েছেন তাতে দেখিয়েছেন আট আনা প্রতি জনে খরচ পড়ে। কিন্তু সেই আট আনা গ্রামের সাধারণ শ্রমিকশ্রেণীর লোক দেবে কি করে? শ্রমিকশ্রেণীর এক এক ব্যক্তি দৈনিক মাত্র এক টাকা আয় করতে পারে। তার নিজের খোরাকিতে যদি আট আনা খরচ করতে হয় এবং তার পরিবারে কমপক্ষে যদি ৪টি লোকও থাকে, তবে বাকি ৩টি লোক খাবে কি? কাজেই মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করব আরও কম দামে চার্ট দেবার ব্যবস্থা করুন, যাতে লোক খেয়ে বাঁচতে পারে।

আর একটা কথা, এই সংকটের সময় যাহাতে সময়মত খাদ্যবস্তু গ্রামের লোকের মধ্যে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করুন। আমাদের দেশের অবস্থা বর্তমানে যেভাবে চলছে সেই অবস্থার সংগে তাল রেখে চলতে হয়। আমাদের এখন শুধু চা'লের উপর নির্ভর না ক'রে অন্য রকম খাদ্যবস্তু ব্যবহার করে ভালভাবে খাওয়া উচিত যেমন অন্য সব দেশের লোক খায়। আমাদেরও বৈজ্ঞানিক পন্থায় খাওয়া উচিত তা অস্বীকার করি না, কিন্তু তা করবার আমাদের যখন ক্ষমতা নাই, যে ব্যবস্থা আমাদের আছে তার মধ্যে আমরা যতটুকু সুবিধা পেতে পারি সেইটেই করতে হবে। এই আপনাদের কাছে আমার নিবেদন। কিন্তু সবার আগে আমাদের ভাবতে হবে সমস্যার সমাধান স্থায়িভাবে হবে কি ক'রে? বাংলাদেশের সংকট শুধু খাদ্য-ব্যবস্থার জন্য নয়। তার নানা কারণ আছে। পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে। কিন্তু জমি কিছু বাড়ে নি। বিহার থেকে যে এলেকা, যে জমি এসেছে ফসলের দিক দিয়ে তাতে আমাদের কিছু লাভ হয় নি। কারণ সেসব জমি অনুর্বর। তার উপর আবার দলে দলে পূর্ববংগ থেকে বহু উদ্বাস্তুরা আসতে আরম্ভ করেছে। কাজেই পশ্চিম বাংলার সমস্যা চিরকাল রয়েই যাচ্ছে, মিটছে না, পশ্চিম বাংলার এই সমস্যা দূর হবে কি করে? এ বছরে যে কর্মপদ্ধতি নেওয়া হবে তা হওয়া সত্ত্বেও আগামী বছর যখন আসবে তখন দেখব—দেশের সমস্যা দূর হয় নাই। এইভাবে বছরের পর বছর যাতে না কাটাতে হয়, তার জন্য একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। সেই স্থায়ী ব্যবস্থার পন্থা হিসেবে আমি কয়েকটা ব্যবস্থার কথা এখানে বলছি। আমাদের দেশে যাতে ডাবল্ ক্রপ হয়—অন্তত যেসমস্ত জমিতে সেচের জল পাওয়া

যায়, তাতে ডাবল্ ক্রপ করার ব্যবস্থা করতে হবে। তা ছাড়া, কো-অপারেটিভ সিস্টেমএ চাষের ব্যবস্থা যাতে হয় তার জন্য গ্রামাঞ্চলের লোকদের উৎসাহিত করতে হবে। আর যেসমস্ত জমি টুকরো টুকরো অছে সেইসব জমি একসঙ্গে করতে হবে এবং জাপানী প্রথায় চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। যেসমস্ত জায়গায় ইরিগেশনএর সুবিধা নাই সেখানে জলনিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে, আর কৃষকরা যাতে ভাল সার ও বীজ পায় তার সুচারু ব্যবস্থা করতে হবে।

[At this stage the House was adjourned till 10-35 a.m.]

[After Adjournment]

[10-35—10-45 a.m.]

[When the news of Sj. Amal Kumar Ganguli and Sj. Hara Krishna Konar were called.]

Mr. Speaker: As the names are called on if the honourable members are not in the House they lose their right to speak.

Will Sj. Hemanta Kumar Ghosal kindly speak? He will kindly remember that his Party Whip has allotted 8 minutes to him.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকের আলোচনায় আমাদের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের যে বক্তৃতা আছে এবং তার উপর সমর্থন ক'রে যেসমস্ত বন্ধুরা বললেন, বিশেষ ক'রে আমাদের বন্ধু ধাড়া মহাশয় যা বললেন তা হচ্ছে বিরোধী দল খাদ্য মজুত করে সেজন্যই খাদ্যসংকট। পাকিস্থানে ধান-চা'ল চালান যাচ্ছে তা বন্ধ হয় নি সেজন্য খাদ্যসংকট—আসল কথা—গভর্নমেন্ট যে পরিকল্পনা নিয়েছে সেগুলিতে সাহায্য করলে সংকট কমে যাবে—এগুলিই মোটামুটি বক্তব্য। এটা ঠিকই যে, খাদ্য মজুত ক'রে বড় বড় জোতদার ও জমিদার—যাদের হাতে জমি আছে এরা ওদেরই বিশিষ্ট বন্ধু যাদের সঙ্গে এদের যতটা যোগাযোগ আছে আমাদের তা নেই। কাজেই মজুত করা তাদেরই একচেটিয়া এবং মজুত করা ব্যাপার তাঁরাই সমর্থন করেন এ তথ্যটা পরিবেশন করলেই সভ্যতার পরিচয় দিতেন।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্থানে যে ধান-চা'ল চলে যায় যা বলেছেন, আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হাতে এদিক থেকে চাল ওদিকে যাচ্ছে না বরং এদিকে আসছে এটাই ঘটছে বাস্তবে। কিন্তু চালান যায় যাদের হাতে তাদের সঙ্গে ওদের বন্ধুত্ব বন্ধ করলে, মিতালি বন্ধ করলে তারা দেশের মঙ্গল করবেন এবং নিজেদেরও মঙ্গল করবেন।

তৃতীয় হচ্ছে, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীমহাশয় যে তথ্য পরিবেশন করেছেন সে তথ্য ঘটনার সঙ্গে একেবারে উল্টো। কারণ তিনি বলেছেন ১২ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি হবে। একথা সত্য নয়। আমাদের বাস্তব যে ধারণা তা হচ্ছে এর চেয়ে অনেক বেশি খাদ্য ঘাটতি হবে। কারণ আমি নিজে দেখেছি এবং একটা মহকুমার কথা বলতে পারি, বসিরহাট মহকুমার ব্যাপারে খাদ্য বিভাগের কর্মচারীরা যে তথ্য দিয়েছিলেন আমরা ফুড কমিটি, রিলিফ কমিটির সকলে মিলে আলোচনা করে দেখেছি যে, সে তথ্য বাস্তবের সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাৎ, এগ্রিকাল-চারাল ডিপার্টমেন্টএর বন্ধুরা যে তথ্য দিয়েছিলেন তার সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাৎ। যে ইউনিয়নে ২০ পারসেন্ট প্রোডাকসন হবে—সেখানে তাঁরা দিয়েছেন ৪০ পারসেন্ট থেকে ৫০ পারসেন্ট প্রোডাকসন হবে। আমরা সেই অঞ্চলে ধান কেটে ঝাড়াই মাড়াই ক'রে যে তথ্য পেয়েছি তা এদের তথ্য থেকে আকাশ-পাতাল তফাৎ। কাজেই মনে করি যে, ঘাটতির যে তথ্য তা আরও অনেক বেশি এবং সংকট আরও অনেক গভীর। কাজেই আজকে যে মনোভাব গড়ে উঠেছে, এরা যদি আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে থাকেন তা হ'লে ভবিষ্যতে যে স্টেপ নেওয়া

উচিত তা না নেওয়ায়, শিথিল স্টেপ নেওয়ায় আরও বেশি ঘাটতি হবে। কাজেই বাস্তব যে অবস্থা তাতে আরও বেশি ক'রে নজর রাখা দরকার। সেজন্য এই তথ্য নূতন ক'রে নেবার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি।

তারপর ব্যবস্থা যা হবে দেখছি—উনি বলেছেন খাদ্য, তরিতরকারি আরও বাড়াতে হবে। আমাদের যে বাস্তব অভিজ্ঞতা লোনএর পরিমাণ জেলায় জেলায় যে যে জায়গায় সংকট সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম পরিমাণ দেওয়া হবে। মালদার তথ্য দেখুন, ২৪-পরগনার তথ্য দেখুন, মেদিনীপুরের যে লোন দেখুন সংকটের তুলনায়—সংকট স্বীকার করা সত্ত্বেও—সেখানে যে লোন দেওয়া হয় তা নিতান্ত কম। দ্বিতীয় এই লোন এমন সময় দেওয়া হয় যে তার চাষের সংগে কোন সম্বন্ধ নাই। এটা আমরা বহুবার বলেছি, গত বাজেটেও আলোচিত হয়েছে।

এটা আমরা বহুবার বলেছি, বাজেটের সময়েও এটা আলোচনা হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, গভর্নমেন্টের সার্কুলারে যে রিলিফ কমিটি হয়েছে সেই রিলিফ কমিটি আছে সেখানে এগ্রিকালচারাল লোনের প্রাইওরিটি লিস্ট তৈরি হবে, টেস্ট রিলিফের প্রাইওরিটি লিস্ট তৈরি হবে, সেখানে আছে গ্রাটুইটাস ডোলের প্রাইওরিটি লিস্ট তৈরি হবে, পে-মাস্টার যে অ্যাপয়েন্টেড হবে তার রেকমেন্ডেশন যাবে রিলিফ কমিটি থেকে কিন্তু আমাদের যা অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের জনসাধারণের যা অভিজ্ঞতা তাতে জানি যে ঐ রিলিফ কমিটির মাধ্যমে এসব কারবার হয় না। রিলিফ কমিটিতে বসলাম, দেখলাম যে, পে-মাস্টার অ্যাপয়েন্টেড হয়ে গেছে, লোন ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে গেছে, রিলিফ ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে গেছে অথচ সার্কুলার আছে রিলিফ কমিটি থেকে লিস্ট তৈরি করে তাদের রেকমেন্ডেশন নেওয়া হবে। তার কারণ এমন লোকের সংগে, ভেতরকার লোকের সংগে এ'দের যোগাযোগ থাকে যাদের সংগে একটা ভাল পার্সেন্টেজ কষা আছে বিতরণের ক্ষেত্রে। যা বিতরণ করেন তার একটা অংশ নিজেদের পকেটে যায়, যাঁরা লিস্ট তৈরি করেন তাঁদের পকেটে যায়। রিলিফ কমিটির মাধ্যমে যেহেতু খানিকটা চেকড্ হতে পারে সেইহেতু এগুলি কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে তাতে জানি যে এবং আমার আরও বন্ধুরা জানেন, তাঁরা হয়ত এখানে বলবেন না কিন্তু রিলিফ কমিটির মিটিংএ বসে আলোচনা ক'রে আমরা সেই মত প্রকাশ করেছি যে, এই টেস্ট রিলিফে ৩০ পার্সেন্ট টাকা যদি দেওয়া হয় ত' খুব বেশি দেওয়া হয়, বাকি সমস্ত টাকা অপব্যয় হয় এবং রিলিফের আটা, চা'ল যা যায় সেগুলি প্রকাশ্যে চোরাকারবারে বিক্রি হচ্ছে। সেখানে ধরবার কোন লোক নেই, থানায় ইনফরমেশন দিলেও কিছু হয় না। পে-মাস্টার অ্যাপয়েন্টেড হলেন, চুরি করলেন কিন্তু যেহেতু তিনি ও'দের পছন্দমত লোক সেইহেতু তিনি রয়ে গেলেন, মালটা সীজ হয়ে গেল—পে-মাস্টারের পে-মাস্টারী ঠিকই চলছে। অদ্ভুত রাজত্ব। যেটুকু জিনিস দেন তার মধ্যেও ত্রুটিবিচ্যুতি অসংখ্য। সেজন্য আমার সাজেসসন হচ্ছে যে, যদি পপুলার কমিটি না থাকে তা হ'লে কোন কাজ হবে না—যেটুকু পরিবেশন হয় সেটুকুর সাহায্যে কোন কাজ হবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে, সংকটকে ভাল ক'রে অ্যাসেস করতে হবে এবং সেইমত প্রস্তুত হতে হবে। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে এগ্রিকালচারাল লোনের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং সংগে সংগে সেগুলি টাইমলি ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে এবং ডিস্ট্রিবিউশনের সময় সমস্ত রকমের কোরাপশন বন্ধ করতে হবে। আমার বন্ধু ধাড়া মহাশয় ব'লে গেলেন যে, তিন মাস মাত্র সংকট হবে। আমি জানি না, তিনি যে অঞ্চল থেকে এসেছেন সেখানকার কি অবস্থা। সমস্ত সুন্দরবন অঞ্চলে উনি স্বীকার করেছেন ও'রা স্টেটমেন্টে যে সংকট খুব গভীর এবং আমি জানি এমন কতকগুলি ইউনিয়ন আছে, এলাকা আছে যেখানে ২০।৩০।১০ পার্সেন্টের বেশি ধান হবে না। সেখানে শতকরা ৭০ জন লোকের আনএমপ্লয়মেন্ট এবং স্টারভেশন শুরু হবে। কাজেই রিলিফ চালু রাখতে হবে, এগ্রিকালচারাল লোন দিতে হবে এবং এবছর যারা খাজনা দেয় নি তাদের খাজনা আদায় স্থগিত রাখতে হবে। তা যদি না করা হয় তা হ'লে সংকট থেকে বাঁচবার পথ নেই। কাজেই এবার থেকে উনি যেন সত্য তথ্য পরিবেশন করেন এবং দেশের সামনে প্রকৃত অবস্থাটা পরিবেশন করেন এই কথা আমি বলি।

[10-45—10-55 a.m.]

Sj. Rash Behari Pal:

মাননীয় স্পীকার, স্যার, সমগ্র ভারতবর্ষে অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্যাভাব সৃষ্টি হয়েছে। আমি এই সম্পর্কে বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে এর ফলে যে অবস্থা দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। আমাদের বাংলাদেশে ১২ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের অভাব হবে ব'লে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানিয়েছেন। এই খাদ্যশস্য বাইরে থেকে আনা সম্ভব হবে না। কাজেই এই খাদ্যশস্যের যে অভাব হবে তা পূরণের জন্য বেশির ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে গম পাওয়া যাবে তার উপর নির্ভর করতে হবে। আমাদের বাংলাদেশে আমরা যে খাদ্যগ্রহণে অভ্যস্ত তা আমাদের পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। এবং সেই সংগে সংগে পরিপূরক খাদ্য যাতে উৎপন্ন হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর যে জেলায় খাদ্যশস্য বেশি হয়েছে অর্থাৎ যে জেলা উদ্বৃত্ত জেলা ব'লে মনে করেছেন সেই জেলা থেকে অভাবগ্রস্ত জেলায় চালান দেবার ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য। তারপর, আমরা দেখতে পাই গতবারেও এ জিনিস আমরা দেখেছি—মিল-মালিক ও আড়তদাররা সহসা বেশির ভাগ ধান কিনে নেয়। মেদিনীপুর জেলায় এই ব্যাপার হয়েছে। এর ফলে ধানের দাম বেড়ে যায়। সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে, ব্যাংক থেকে বেশি ঋণ নিয়ে মিলমালিক বা ব্যবসায়িগণ অধিক পরিমাণে খাদ্য জমা না রাখতে পারে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। মডিফায়েড রেশন শপ বা অন্যান্য সস্তা দরের দোকানে যাতে যথাসময়ে ও উপযুক্তভাবে খাদ্য সরবরাহ করা যায় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং ব্যবস্থা এখন থেকেই করা উচিত। একটা কথা আমাদের সকলেরই মনে রাখা দরকার। আজকে আমরা যে খাদ্যসংকটের সম্মুখীন হয়েছি এই সংকট প্রতিরোধ করবার জন্য এবং আমাদের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য আমরা সকলে সর্বতোভাবে চেষ্টা না করলে এই সংকট কখনও প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় তা আমরা যতই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি করি না কেন। বর্তমানে আমাদের যেসব সেচ পরিকল্পনা হয়েছে তা বাংলাদেশের সমস্ত জেলায় হওয়ার সুযোগ নাই। সেজন্য আমি বলছি ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা করা দরকার। আমি আমাদের প্রাদেশিক সরকারের নিকট নিবেদন করব যে, কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে টাকা বরাদ্দ করেছেন সেচ পরিকল্পনায় তার চেয়ে বেশি পরিমাণে টাকা বরাদ্দ করা দরকার। এই পরিকল্পনাগুলি সাফল্যলাভ করলে আমাদের দেশের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। আমি মেদিনীপুর জেলার কথা জানি। ২।৩ শত ফিট গভীর ক'রে যদি অটো নলকূপ করা যায় তা হ'লে অনেক জমিতে জল পাওয়া যেতে পারে। অনেক জায়গায় বাঁধ দিয়েও কাজ হ'তে পারে। সর্বোপরি, আমাদের কৃষক যুবকদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন মহকুমায় কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার। আপনারা নানারকম বিদ্যালয় স্থাপন করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বেকার সংখ্যাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি বা শিল্প কাজে শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা নাই। তাই আমার মনে হয় উৎসাহী ম্যাট্রিক পাশ-করা কৃষক যুবকদের যদি উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা করা যায় তবে তারা সাফল্যলাভ করতে পারবে।

Sj. Amal Kumar Ganguli:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বছর খাদ্যমন্ত্রীর বিবৃতির মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করছি। এটা হচ্ছে তিনি বারবার বিশেষ ক'রে গতবার খাদ্যসমস্যা সমাধানের দিক থেকে যে টনের হিসাব দিয়েছিলেন এবার সেই টনের হিসাব থেকে সরে এসে ক্যালরিতে হাজির হয়েছেন। যাই হোক, আজকে বাংলাদেশের সামনে দুর্দিন। খাদ্যপরিস্থিতি ভয়াবহ। এ সমস্তের চাপে তিনি আজকের দিনে এই ক্যালরির হিসাবে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বারবার চক্রান্ত ক'রে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন ক্যালরির হিসাব দিয়ে এবং তাতে আজকের দিনের যা আসল সমস্যা তা অস্পষ্ট ক'রে দেবার চেষ্টা করেছেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি বলেছেন, কিছু কিছু দুইট খেলে এর সমাধান হতে পারে, কিছু কিছু শাকসবজি খেলে এর সমাধান হ'তে পারে, এই ঘাটতি খালি আমাদের দেশেই নয়, অন্যান্য দেশেও হয়েছে, কাজেই আতঙ্কিত হবার কারণ নাই। এই প্রসংগে তিনি সোবিয়েত রাশিয়ার কথাও বলেছেন। ইতিপূর্বে কংগ্রেসপক্ষের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন, বিরোধীপক্ষের লোকেরা কেবল স্লোগান দেয় যে, একজন লোককেও না খেতে পেয়ে মরতে দেব না। আমি বলছি, আমাদের কর্তব্য হবে একজন লোকও যেন না খেতে পেয়ে মারাযায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

[10-55—11-5 a.m.]

আচ্ছা, বিচার করা যাক তাঁরা কিভাবে তাঁদের কর্তব্যপালন করছেন। এই সাথে বাংলাদেশের সমস্ত জেলার হিসাব খ্‌ুটিনাটি আমি জানি না—তবে আমি একটি জেলার একটা বিশেষ অংশের থেকে বলতে পারি যে, তাঁরা কিভাবে তাঁদের সেই মহান কর্তব্য সাফল্যের সঙ্গে পালন করছেন। তাঁরা খাদ্য দেবার নাম ক'রে যে জিনিস মডিফায়েড রেশনিংএ সস্তা দরে চা'ল দেবার ব্যবস্থা করেছেন, সেই সম্পর্কে তাঁদের কংগ্রেসী কাগজের রিপোর্টারের বিবৃতি ২৮এ সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরে কিছু কিছু কাগজে বেরিয়েছে। তাঁর সেই রিপোর্টে এই কথা বলেছেন যে, মডিফায়েড রেশনিংএ যে চা'ল আমাদের গ্রামাঞ্চলে ২৩-পরগনার ডায়মন্ডহারবারে দেওয়া হয়, সেটা বলা যায় একটা প্রহসনের ব্যাপার। প্রহসনের ব্যাপার বললে একটু বড় ক'রে বলা হয়। আমি জানি গত ৪ মাসের হিসাব আমার কাছে আছে, তাতে আছে যত লোককে রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে, ঢালাও হুকুম দিয়ে দিলেন সেগুলো এ ক্লাস, বি ক্লাস, সি ক্লাস করতে। এতে আমরা মনে করলাম সমস্ত দুঃস্থ লোককে, অভাবী মানুষকে খাদ্য দেবার কিছু একটা ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু আমরা যেখানে হিসেব নিয়ে দেখেছি যে, শতকরা সাতজন যারা রেশন কার্ড হোল্ডার, তাদের এই মডিফায়েড রেশনিংএ ফেয়ার প্রাইস শপ থেকে চা'ল দেবার ব্যবস্থা তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের কংগ্রেসী মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, আমরা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি ক'রে লোকে মিছিল ক'রে নিয়ে আসি সরকারী অফিস ও এস ডি ও.সে ঘেরাও করার জন্য। তার উদ্দেশ্য গ্রামের লোক খাদ্য পাক, খাদ্যের সুষ্ঠু বণ্টন হোক—আমরা তারই চেষ্টা করি। এই খাদ্য-বণ্টনের মধ্যে যে কিছু রস আছে, সেই রস কিছু আপনাদের কাছে পরিবেশন করতে চাই। এই যে মাত্র শতকরা ৭ জন লোককে চা'ল দেবার ব্যবস্থা হয়েছে মডিফায়েড রেশনিংএর মাধ্যমে, সেই সামান্য চা'ল ও সত্যিই যারা নিডি, ডিজার্ভিং, তাদের কাছে গিয়ে হাজির হয় না। কারণ তার মোটা একটা অংশ ব্ল্যাকমার্কেটিং হয়। এই ব্ল্যাক-মার্কেটিংএর সঙ্গে সংযুক্ত আছে ডিলার্স, সিভিল সাপ্লাই শপ। এই অংশের সঙ্গে যে ব্ল্যাক-মার্কেটিংএর সম্পর্ক আছে—তার প্রমাণ আমার কাছে আছে। সেই উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করতে গেলে আমার সময় চলে যাবে। তাই আমি সেদিকে যাচ্ছি না।

আমাদের মহকুমা থেকে একটা সংবাদ আপনারা হয়ত সংবাদপত্রে দেখেছেন। সেখানে আমরা সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন করবার চেষ্টা করেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম, আমাদের ন্যূনতম দাবি ছিল এ সম্পর্কে একটা এনকোয়ারি কমিশন বসান হোক সমস্ত দুর্নীতির বিচার করবার জন্য। তা আজও করা হয় নাই। আমার কাছে যথেষ্ট তথ্য আছে সেগুলি প্রমাণ করবার জন্য। শুধু চা'ল পাচার হয় তা নয়—রিলিফ হাউস গ্র্যান্ট, এগ্রিকালচারাল লোন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সাহায্য করবার জন্য যে টাকা দুর্গত মানুষদের জন্য বরাদ্দ করা হয়, তারও একটা মোটা অংশ থেকে তারা বঞ্চিত হয়। যাদের সাহায্য প্রয়োজন নাই, যারা সাহায্য পাবার উপযুক্ত নয়, যাদের রিলিফের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়, যাদের ফ্লাডএ কিছুই হয় নাই, ঘরবাড়ি পড়ে নাই, তারাও সাহায্য পায়। যাদের জমি নাই তারাও চাষের জন্য ঋণ পায়, পাঁচশ' টাকা যার আয় সেও দুঃস্থদের জন্য দেওয়া শাড়ী পায়। এই রকম বহু অভিজ্ঞতা আছে। আমরা জানি কিভাবে তাঁরা কর্তব্য সম্পাদন করেন, গ্রামের লোকের সঙ্গে লেগে থেকে তাঁরা আসল কাজ করেন আর আমরা কেবল হাটে-বাজারে কোর্টে-আদালতে মিছিল ক'রে গিয়ে লোককে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করি—এই খবর তাঁরা বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারেন।

তা ছাড়া তাঁরা বলেছেন যে, আমরা খাদ্য উৎপাদন করব। এই ব্যাপারে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। গ্রামের লোক চা'ল ছাড়া গম খেতে চায় না। তবুও তারা একবেলা গম খায়। সেই একবেলাও তাদের চা'ল দেবেন না? দুবেলাই গম খেতে বলবেন—এ কি কথা! তাঁরা উৎপাদন বাড়াবার যে পরিকল্পনা করেছেন, তা তাঁরা বানচাল করবার ব্যবস্থা করবেন যদি আমাদের পরিকল্পনা তাঁরা গ্রহণ না করেন। যে ব্যবস্থার উপর হাওড়া জেলার ৬ মাসের খোরাকি নির্ভর করে, তাকেও চক্রান্ত করে বন্ধ করবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

মাননীয় সভাপতি মহোদয়, খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের সমস্ত প্রান্তের প্রতিনিধিরা আজ এখানে আলোচনা করতে বসেছেন এবং এই আলোচনা শুরু বিরোধীপক্ষের সবচেয়ে দায়িত্বশীল নেতৃস্থানীয় শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় করেছেন। যখন এই আলোচনা চলছে, বাংলাদেশে এ ঘরের বাইরের তখন প্রত্যেকটি জনসাধারণ অধীর আগ্রহে এই আলোচনার কি ফল হয় তা জানবার জন্য আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করছে। কিন্তু এখানে কি আলোচনা হচ্ছে, তা আমরা দেখছি। বিরোধীপক্ষের নেতা খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর সবচেয়ে সমস্যা সমাধানের যে মূল উপায় খুঁজে পেলেন তা হ'ল এই যে, খাদ্যমন্ত্রী ক্রিমিনাল এবং এই ক্রিমিনাল খাদ্যমন্ত্রীর দোষে খাদ্যের এই অবস্থা হয়েছে।

Mr. Speaker: Please cut that out. Let us have a proper debate on the subject. Whatever I had to say regarding his remarks, I have said. That is completely closed.

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার, আজকে এই সমস্ত কথা মনে হচ্ছে যে, খাদ্য পরিস্থিতি যাই হোক দেশের জনসাধারণের যে অবস্থা হয়েছে, আজ সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিশিষ্ট দলেরা এই পণ্য উৎপাদন করতে চাচ্ছেন। তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে নিছক গালাগালি ছাড়া আজ যদি বিরোধীপক্ষের নেতার কাছ থেকে কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা দেশের সামনে আসতো, তা হ'লে আমি মনে করতাম যে, বিরোধীদলের নেতা যোগ্য ব্যক্তি। আজ সারা বাংলাদেশে খাদ্যের যে পরিস্থিতি, আজ যে শস্য উৎপন্ন হয়েছে তার একটু হিসেব করলে দেখব, আমাদের অন্তত ১২ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি হয়েছে। বিরোধীপক্ষের নেতার মুখ থেকে যদি এমন কোন পরিকল্পনার কথা শুনতাম বাংলাদেশের আইন সভায় যে, কি ক'রে এই ১২ লক্ষ টন খাদ্য-শস্যের ঘাটতি মেটান যাবে, এবং শুধু খাদ্যমন্ত্রীকে ও সরকারকে গালাগালি দিয়ে যদি তাঁর বক্তব্য শেষ না করতেন তা হ'লে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ দিতাম।

আমি সমস্যাকে যেভাবে দেখেছি, আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে যে সমাধানের পথ ভেবেছি, সেটা এখানে সামান্যভাবে রাখতে চাই। আমি জানি আমার এই সমাধানের পথে সম্পূর্ণ অভাব মিটবে না। তবুও আমি এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। যেখানে তাঁরা আজ সেচ পরিকল্পনা করেছেন এবং পরিকল্পনাগুলি যেখানে আংশিকভাবে সফল হয়েছে—ময়ূরাক্ষী, দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনায়, বর্ধমান-বীরভূমে যে অ্যাসিওর্ড ইরিগেশন দিচ্ছেন, সেখানে আজ দরকার হয়ে পড়েছে এখনই সেই ময়ূরাক্ষীর ১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে ও দামোদর ভ্যালির ২ লক্ষ একর জমিতে ডাবল ক্রপিং করা হোক। আজ দরকার হয় সরকার একটা অর্ডিন্যান্স করুন। বিধান সভার সদস্যেরা সেখানে গিয়ে পড়ুন। সেখানে শীঘ্র ফসল উঠবে। সেখানে আর ধান করা যাবে না। যদি আউশ করা হ'ত, তবে সেখানে আউশের পরে যোরো কাল্টিভেশন করা চলত।

[11-5—11-15 a.m.]

আমি বলব এখনও যে সময় আছে তাতে সেখানে ২।৩ রকম ডা'ল হ'তে পারে, সরষে হ'তে পারে এবং অন্যান্য সিরিলস্ হ'তে পারে। তাই আমি অনুরোধ করব বর্ধমান জেলার ২ লক্ষ একর জমি এবং বীরভূমের ১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমি এখনই আইন ক'রে সেখানে ফসল ফলানোর চেষ্টা হোক। আমি যে সামান্য হিসাব করেছি তাতে আমি দেখেছি যে, সেখানে এখনও গম চাষ করা সম্ভব হয় তা হ'লে ১ লক্ষ একর জমিতে গম চাষ হ'লে ১৫ লক্ষ মণ গম আমরা সেখানে ফলাতে পারব। আমরা যদি এক লক্ষ একর জমিতে মাস্টার্ড করি—৭ লক্ষ টন সরষে সেখানে ফলাতে পারব। এবং ২।৩ বছর ডা'ল যদি ফলান হয় তা হ'লেও ৬ লক্ষ মণ আমরা ফলাতে পারব। সবশুদ্ধ আমরা দেখছি যে, ৩৫০ লক্ষ মণ ফসল আমরা সেখান থেকে উৎপন্ন করতে পারব। আমি আপনার সামনে যে তথ্য রাখছি সে তথ্য হয়ত নির্ভুল নয়। আমি হিসাব দেখছিলাম যে, আমরা আগে কত খাবার বাইরে থেকে এনেছি। তাতে দেখেছি

১৯৫১-৫২ সালে ১০০ কোটি টাকার উপর খাবার আমরা বাইরে থেকে এনেছি। আজ ১৯৫৪-৫৫-৫৬ সালের হিসাব যদি দেখি তা হ'লে সেখানে দেখব যে, প্রায় ৩৯ কোটি টাকার মতন খাবার আমরা বাইরে থেকে এনেছি। আমি মনে করি বাংলাদেশে যেখানে আমরা অ্যাসিওর্ড ইরিগেশন দিচ্ছি এবং তা ছাড়াও যেসমস্ত এরিয়াতে সেচ পরিকল্পনা ছোটখাট কিছু আছে সেইসব জায়গায় যদি আমরা জোর ক'রে কাজ আরম্ভ করি, তা হ'লে বাইরে থেকে খাবার আমাদের আনা অনেক কমে যাবে। এটাকে অগ্রাধিকার দেবার জন্য বিধান সভার সমস্ত বন্ধুদের কাছে আমি অনুরোধ রাখছি। সর্বশেষে আমি শুধু একটা কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। সেটা হচ্ছে আজকে এই খাদ্যসমস্যার সমাধানের কথা ভেবে সমস্ত দল নিশ্চয়ই চিন্তিত। কিন্তু এই চিন্তার প্রকাশ আমরা কিভাবে দেখতে পাচ্ছি সেইটাই দেখাই। আজ বিরোধীপক্ষ এই খাদ্যসমস্যা নিয়ে গ্রামে গ্রামে জনসাধারণের মাঝে একথা ছড়িয়ে দিচ্ছেন যে, খাদ্যের ঘাটতি আছে—তাঁরা যে প্রতিকারের কথা ভাবছেন সে কি না তাই নিয়ে সভা হবে, সমিতি হবে, মিছিল হবে—এস-ডি-ও, ম্যাজিস্ট্রেটদের বাংলো ঘেরাও হবে, মন্ত্রীদের নামে কুৎসা হবে, কিন্তু এতেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? যাঁরা কংগ্রেসের তরফ থেকে এখানে আছেন, তাঁদের তরফ থেকে আমি এই কথা বলব যে, কংগ্রেস সদস্যরা ঘুমিয়ে নেই। কয়েকদিন আগে যখন ধান শুকিয়ে মরে যাচ্ছিল—আমি যে অঞ্চলে বাস করি এবং তার সঙ্গে পরিচিত, তখন আমি সেখানে কোন বিরোধী বন্ধুদেরই দেখি নি যাতে পাম্প দিয়ে জল দেওয়া যায় বা কোন পরিকল্পনা নেওয়া যায়—সেই রকম কোন কাজে সাহায্য করতে। আমি আপনার সামনে এই তথ্য রাখছি—কারণ আমি জানি—তার প্রতিবাদ করার কোন ক্ষমতা তাদের নেই। উপরন্তু তাঁরা কি করেছেন সে সম্বন্ধে আমি ২৪-পরগনার হেমন্তবাবুকে বলব যে, পার্টির জন্য ধান তোলা যদি তাঁরা বন্ধ করেন, তা হ'লেও কিছুটা ধান চাষীর ঘরে থাকবে। আমার এই তথ্যের প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা তাদের নেই। সর্বশেষে আমি এই কথা বলব যে, আজকে বাংলাদেশের আইন সভা এখন একটা সুচিন্তিত মতামত দিন, যাতে আমরা সকলে একমত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলতে পারি যে, ১২ লক্ষ টন ঘাটতি যা আমাদের আছে, তা তাদের দিতে হবে। তার যুক্তি হচ্ছে এই যে, কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলকে খাওয়াবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। উদ্বাস্তু ভাইরা যাঁরা এসেছেন তাঁরা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নন। আজ তাদের জন্য যে ঘাটতি, তাও কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হবে। আজ কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলকে কর্ডন করে বিভিন্ন জেলায় যে শস্য এখন আছে তার সুষ্ঠু বণ্টনব্যবস্থা করলে আমার মনে হয়—এই সমস্যার খানিকটা সমাধান আমরা করতে পারব। এবং যেটুকু জোর দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলা যায়, সেইটুকু জোর নিয়ে আমরা সবাই মিলে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলব যে, এই আমাদের দাবী এবং এটা তাঁদের পূরণ করতেই হবে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: On a point of personal explanation, Sir, আমার বন্ধু আনন্দগোপাল বাবু বলেছেন যে, হেমন্তবাবু যদি তাঁর পার্টির জন্য ধান তোলা বন্ধ করেন তা হ'লে সংকটটা কিছু কমবে। আমি মনে করি, তাঁর এই কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আনন্দবাবুর সঙ্গে বড় বড় জোতদারদের বখরা থাকতে পারে কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি জনসাধারণের পার্টি। সুতরাং জনসাধারণের কাছ থেকে বরাবরই সাহায্য নেয় এবং বরাবর তা নেবে। জোতদারদের সঙ্গে দালালি কমিউনিস্ট পার্টি করে না।

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এর আগে আমাকে একবার আপনি ডেকেছিলেন, সেই সময় আমি বাইরে ছিলাম ব'লে অত্যন্ত দুঃখিত। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে বাংলাদেশ যখন একটা চরম বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, যেরকম বিপর্যয়ের মুখে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত আর পতিত হয় নি, সেই সময় বাংলাদেশের সরকার আইনসভায় তা নিয়ে বেশি আলোচনা করতে দিতে প্রস্তুত নয়। এত বড় একটা বিপর্যয় যেটাকে বলা যেতে পারে, ফার্স্ট রেট ক্রাইসিস, সেইরকম জাতীয় বিপর্যয়ের মুখে সরকারের উচিত ছিল আইনসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকা এবং তাঁদের কর্তব্য ছিল, দরকার মত বেশি দিনের জন্য এই আইনসভা চালান। কিসের জন্য এই আইনসভা? মানুষের জন্যই ত এই আইনসভা! জনসাধারণের সর্বনিম্ন

সমস্যার আলোচনা ও সমাধানের প্রচেষ্টা হচ্ছে আইনসভার উদ্দেশ্য ও তার সার্থকতা। কিন্তু মানুষের এই চরম বিপদ ও সংকটের ভিতরও আইনসভা ডাকা হয় নি। শুধু তাই নয়, যখন এখানে আলোচনা করার সুযোগ দিলেন তাও মাত্র একদিনে ৪ ঘণ্টার বেশি সময় দেওয়া সম্ভব হ'ল না। আমি মনে করি খাদ্যসংকটের মধ্য দিয়েই সরকারের মনোভাবের বিশেষ প্রকাশ পাওয়া যাচ্ছে। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় যে বিবৃতি আমাদের কাছে দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের খাদ্যসংকট একটা স্থায়ী সমস্যা। গত বৎসর ও তার আগের বৎসর থেকে এই সংকট ক্রমশ বেড়ে এখন তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এই বৎসর খাদ্যসংকটে কত লোক মারা গেল তার সংখ্যা যাই হোক না কেন, এই সংকটে লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্গতির ও দুরবস্থার চরম পর্যায়ে নেমে গিয়েছে, অসংখ্য মানুষ কম দামে, আধা দামে, সিকি দামে তাদের জমি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে, যা মন্ত্রিমহাশয় নিজেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ঠিক এই সময় মন্ত্রিমহাশয় নিজেই আরও স্বীকার করেছেন যে, এবারে ১২ লক্ষ টন খাদ্যের ঘাটতি হবে। গত বৎসর মন্ত্রিমহাশয়ের স্বীকৃত তিন লক্ষ টন ঘাটতির জন্য বাংলাদেশকে একটা গভীর সংকটের মধ্যে পড়তে হয়েছে যার ফলে কিছু মানুষ মরেছে, অনেকে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। এই অবস্থায় আজকের এই ১২ লক্ষ টন ঘাটতি বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে যাবে? এই রকম অবস্থায়ও মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলছেন অত্যন্ত আত্মম্ভরিতার সঙ্গে, তাঁর মনগড়া নানা তথ্য ও বিশেষজ্ঞদের মত তিনি ঘোষণা করেছেন যে, খাদ্য উৎপাদন যথেষ্ট করা হয়েছে, গত ১০ বৎসরে বহু লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়েছেন, অঢেল রিলিফ দিয়েছেন যার তুলনা হয় না এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, এবারে যে ঘাটতি তা পূরণ করার জন্য প্রোকিওরমেন্টএ বিশেষ কিছু হবে না। বিপুল উৎপাদন বৃদ্ধি, অথচ বিরাট ঘাটতি ব'লে তিনি কিরূপ উল্টাপাল্টা কথা বলে ফেললেন এইটাই লক্ষ্য করবার বিষয়। তা ছাড়া এই বৎসর যে ৩০ লক্ষ টন খাদ্য তাঁর হিসাবে উৎপন্ন হয়েছে সেই ফসল যাবে কোথায়? বাংলাদেশের কৃষকের কাছ থেকে এখন যে ফসল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে তা আবার পরে তাদেরই স্বার্থে ব্যবহৃত হবে কিনা সে প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, সামনের বৎসরে বাংলাদেশের ঘাটতি পূরণ ক'রে এখানের মানুষকে খাওয়াবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার নেবেন কিনা, তাও প্রশ্ন। গভর্নমেন্টের বড় বড় বক্তৃতা সত্ত্বেও আজকে এই ঘটনা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বাংলাদেশে বিরাট খাদ্যসংকট সৃষ্টি হয়েছে এবং উৎপাদন ব্যাপারে সরকারী নীতি ব্যর্থ হয়েছে।

[11-15—11-25 a.m.]

আজ বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মজুতদারিকে যদি কেউ শক্তিশালী ক'রে থাকেন তবে সে তাঁরাই করেছেন এবং সেইজন্য আজ এই অবস্থার জন্য সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে। আজ সুচতুরভাবে নানারকম তথ্য দিয়ে এটা এড়াবার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়! আমি অন্য কথায় যাব না, আমি শুধু বর্তমানে এই কথা উল্লেখ করতে চাই যে, আজ কংগ্রেস বেঞ্চের সদস্যরাও সত্য বলে স্বীকার করেছেন যে, খাদ্যসঙ্কটে কিছু লোক মরেছে। মন্ত্রিমহাশয়ও স্বীকার করেছেন যে, অনেক লোকে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। শুধু নদিয়া জেলায় নয়, নদিয়া জেলা ছাড়াও অন্য জেলার লোকেও অর্ধেক দামে বা ½ দামে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে এবং লাখ লাখ মানুষ যথেষ্ট দুস্থতায় নেমে গিয়েছে। নূতন ধান কাটার আগে বা কেটে ঘরে তোলার আগেই অনেক চাষীকে অত্যন্ত কম দরে দাদনের টাকা নিতে হয়েছে। এমন অবস্থায় ১২ লাখ টন ঘাটতি! এর ফল কি হচ্ছে? কলিকাতায় চা'লের দর চড়ছে, আর গ্রামে ধানের দর কমের দিকে। যারা কিনবে তাদের চা'লের দর বাড়ছে, আর যারা বিক্রি করবে তাদের ধানের দর কমার দিকে। যেখানে ধান কেটে চাষীরা টাকা পাবে সেখানে তাদের বেলা হয়ে যাচ্ছে দাম কম। এতে নূতন সংকটের সূচনা দেখতে পাচ্ছি। এই যে ঘাটতি তা ১২ লাখ টন হবে, কি ১৪ লাখ টন হবে, কি ১০ লাখ টন হবে তা বলা কঠিন। কিন্তু ঘাটতি বিশেষ রকম হবেই তাতে সন্দেহ নাই।

[At this stage the blue light was lit.]

আমার স্যার, ক' মিনিট সময়? আমার ত' ১০ মিনিট।

Mr. Speaker:
৮ মিনিট সময়।

Sj. Hare Krishna Konar:
না, স্যার! আমার ৮ মিনিট সময় নয়, আমার ১৩ মিনিট সময়।

এবার শুখা বা অনাবৃষ্টি হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু শুখা সত্ত্বেও অনেক ধান বাঁচান যেত যদি সরকার সেজন্য একটু চেষ্টা করতেন। গ্রাম থেকে লোক 'রাইটার্স বিল্ডিং'এ এসেছে—আমরাও তাদের সংগে এসেছি এই কথা বলবার জন্য যে, জলসেচের জন্য পাম্প সাপ্লাই করুন। কিন্তু কোন পাম্প সাপ্লাই তাঁরা ত করেন নি, বরং উপহাসের ভঙ্গিতে বলেছেন, আমাদের পাম্প নাই। উদাহরণস্বরূপ, বর্ধমানের চাষীকে প্রথমে পাম্প দেন নি। তারপরে বলেছেন যে, ২৪-পরগনা থেকে একটা নিয়ে দিতে পারি যদি দু' হাজার টাকায় চাষীরা ওটা কিনতে পারে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রিমহাশয় জানেন, তিনি বলেছিলেন আমাদের কাছে পাম্প নাই। তিনি আরও বলেছিলেন যে, ১৯৫৫ সালে তিনি সরকারকে বলেছিলেন যে, এক কোটি টাকা পাম্প সাপ্লাই করবার জন্য দিন। তা' দেওয়া হয় নি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়! এখন প্রথম কথা এই যে, যে ১২ লাখ টন ঘাটতি হবে তা বাহির থেকে আমদানি করতে হবে। এ বিষয়ে সরকার তাঁদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কিন্তু সংগে সংগে প্রশ্ন হচ্ছে, নূতন ধান কাটা শুরু হয়েছে। একথা আপনি জানেন যে, বাড়িতে খোরাকী না হওয়া সত্ত্বেও কৃষকদের অনেকেই তা সত্ত্বেও এই সময়ে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এদের বড় অংশ গরিব চাষী ও সাধারণ চাষী। তারা ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয় পৌষ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত। এই বিক্রীত ধান যাবে কোথায়? যদি এ ধান সরকারের কাছে না আসে, যা তাঁরা সংশোধিত রেশনের দোকানে বিক্রি করতে পারেন—তা হ'লে তা শেষ পর্যন্ত বড় বড় মহাজনের হাতে, মজুতদারের হাতে, মুনাফাখোরের হাতে এবং ফাটকাবাজারে যাবে। অতএব সংকট ঠেকান যাবে কি ক'রে? তা হ'লে প্রথম কথা এই যে, ১২ লাখ টন আমদানী করুন, তাতে সংকট কিছু ঠেকান যাবে। তা ছাড়া আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ করুন। আর দিন পনের পরে ধান বিক্রি শুরু হবে। তাই এখনই প্রতি গঞ্জে কেনবার জন্য সরকারী কেন্দ্র খুলতে হবে। বাজারে কেনবার জন্য সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দর বাঁধুন। বাজারে যে দর হবে এই দুই দরের মধ্যে সেই দরে কিনুন। আমি ব্যক্তিগত ব্যবসায় বন্ধ করতে বলছি না। বাজার দর নির্ধারিত সর্ব-নিম্ন দরে যদি নেমে যায় সেই দরে কিনুন। সর্বনিম্ন দরের চেয়ে যাতে কমে না যায় তার জন্য গভর্নমেন্ট এই কাজ করুন। দ্বিতীয়ত, সর্বোচ্চ দরের বেশি যাতে দর চড়ে না যায় সেজন্য দর চড়ে গেলে যারা বড় বড় জমির মালিক জোতদার-জমিদার তাদের ধান 'সীজ' করুন, এবং বেশি দর হ'লে বড় বড় মহাজন ও মিলমালিকের ধান-চা'ল 'সীজ' করুন। এভাবে সংগ্রহ করলে সরকারী স্টক কত লাখ টন হবে তা বলা মুশকিল, কিন্তু পর্যাপ্ত স্টক গভর্নমেন্টকে তৈরি করতে হবে। তা না করলে ভবিষ্যতে হবে কি? মুখে বড় বড় কথা বলা হবে, দোকান দেওয়া হবে কিন্তু 'সাপ্লাই'এর বেলা দেখা যাবে গুদামে মাল নেই। কাজেই গভর্ন-মেন্টকে কিনতে হবে, এবং বিভিন্ন জায়গায় 'স্টক' রাখতে হবে। এ কাজ যদি গভর্নমেন্ট আগামী ১ মাস ২ মাসের মধ্যে না করেন তা হ'লে বলতে হবে যে, এই আগামী সংকট সৃষ্টির জন্য তাঁরাই দায়ী এবং তাঁরাই মজুতদার, মুনাফাখোর 'হোর্ডার'দের সাহায্য করছেন। আমি জানি গতবার মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় যখন ২ লাখ মণ চা'ল বড় বড় টাকাওয়ালা মজুতদারের মাল রেলওয়ে ইয়ার্ডে পড়েছিল সেই চা'লগুলো 'সীজ' করলেন না; তার অনেক পরে সুবিধা সুযোগ দিয়ে লোকদেখানো নামমাত্র 'সীজ' ক'রে দেখালেন যে, তাঁর কত বাহাদুরী। কিন্তু চা'ল বিশেষ মিলল না। যখন চেতলায় তল্লাসী হয় তখন রামকৃষ্ণপুর বাদ যায়, আর যখন রামকৃষ্ণপুরে তল্লাসী চলে, তখন চেতলা বাদ যায়। তাই বলছি আজকে ধান-চা'ল কেনার ব্যবস্থা না হ'লে বলতে হবে যে, তিনি 'হোর্ডার'দেরই রক্ষা করছেন।

তার পরের প্রশ্ন, ব্যাঙ্কের যে দাদন মহাজন এবং বড় বড় মালিকদের দেওয়া হয় তা বন্ধ করতে হবে। সেই টাকা আপনারাই ব্যবহার করুন। আপনারা সকলে জানেন গ্রামাঞ্চলের অনেকে চা'ল কিনতে পারে না, সংগে সংগে এও জানেন যে, প্রচলিত ধান-বারি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আমার প্রশ্ন, গভর্নমেন্ট কেন বাড়ি ধান দেবেন না? বেশি ক'রে কেন তাঁরা ধান দেবেন না? তারপর একথাও বলব যে, রেশনের যে ব্যবস্থা রয়েছে নিয়মিত সাপ্লাই দিয়ে তাও চালিয়ে যেতে হবে। এই যদি চালান যায় তা হ'লে হোর্ডার'রা বুঝবে যে এখানে আর ধানচাল আটকে বেশি মুনাফা করা যাবে না। আর তা না করলে বাংলাদেশকে এই হোর্ডারদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং আবার দুর্ভিক্ষ মন্ত্রীদের দ্বারাই সৃষ্ট হবে। আপনারা উপরে একটা লোক-দেখান সর্বদলীয় খাদ্য উপদেষ্টা কমিটি করেছেন, বটে, কিন্তু সেই কমিটি নিজের দলের লোক দিয়ে ভারী ক'রে রেখেছেন। দুই-একটি বিরোধীপক্ষের লোক রেখেছেন বটে, তাও আবার কমিটির মিটিংও ডাকেন না। এখানেই বোঝা যায় আপনাদের মনোভাব কি। আমি আপনাদের সতর্ক ক'রে দিই যে, ইতিহাস আপনাদের এই অবহেলার জন্য ক্ষমা করবে না। আজকে সংখ্যার জোরে যা কিছু করতে পারেন, পরিহাস করতে পারেন বাংলার তিন কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে। কিন্তু বাংলার মানুষ তা মেনে নেবে না, মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও তারা শিখিয়ে যাবে। তারা সংগ্রাম করবে। কমিউনিস্ট পার্টি বাংলার কৃষককে সংগঠিত করবে; তারা বার বার র‍্যালি ক'রে যাবে, দরকার হ'লে মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছেও যাবে, এবং যেমন অতীতে করেছে ভবিষ্যতেও সেইরকম করবে। ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করবে না।

Sj. Shyamapada Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এ সম্বন্ধে নানা তরফ থেকে নানা বিবৃতি বেরিয়েছে। এই সমস্ত বিবৃতি জনসাধারণকে খানিকটা বিভ্রান্ত করেছে এবং তাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে। আমার মনে হয় বিবৃতি যদি কম হয় তা হ'লে ভাল হয়। বিবৃতির চেয়ে এখন আমাদের কাজের সময় এসেছে। বিবৃতি না দিয়ে কাজ আরম্ভ করলে লোকের মনে একটু আশার সঞ্চার হবে।

আমার নূতন কিছু বলবার নাই, এক দল আর এক দলকে গালাগাল দিলে এ সমস্যার সমাধান হবে না, সমস্যার সমাধান কি ক'রে হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে এবং গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। আমার বুদ্ধি যতটুকু তাতে মনে হয়, বিরোধী দলের বন্ধুরা বলেছেন, আমরাও বলছি, বাজার থেকে সব চা'ল ক্রয় ক'রে গভর্নমেন্টের মজুত করা প্রয়োজন। লেভি প্রথায় নয়। লেভি প্রথা হ'লে পরে লোকের মনে নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়া হবে. লেভি প্রথা বন্ধ ক'রে ওপ্‌ন মার্কেটএ যদি এই জিনিস করা যায় তা হ'লে ভাল হয় এবং সেই চা'ল যেসমস্ত স্থানে কেনা হবে সেই সমস্ত ধানের সেন্টারে সেন্টারে মজুত করবার এবং বিলি করবার ব্যবস্থা করলে সস্তা হবে এবং সুষ্ঠুভাবে বন্টনের সুবিধা হবে।

তারপরে আমরা দেখছি যে ঘাটতি আছে, ঘাটতি হবে, কতটা ঘাটতি হবে ১২ লক্ষ টন কি ১৪ লক্ষ টন তা এখন ঠিক বিচার ক'রে দেখা মুশকিল। যাই হোক, যতটা পরিমাণেই ঘাটতি হোক, সেই পরিমাণ ঘাটতি যাতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে সাপ্লাই হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। তারপরে দেখতে হবে কি ক'রে ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। আমার মনে হয় কতকগুলি জিনিস আছে—

[11-25—11-35 a.m.]

যাই হোক, যে পরিমাণ ঘাটতি হয় সেই পরিমাণ ঘাটতি সেন্টার থেকে যাতে সাপ্লাই হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। এবং সমস্ত ঘাটতি সেই সমস্ত সেন্টারএ সেন্টারএ বিলি ক'রে দিতে হবে যাতে সেখান থেকে বন্টন করা যায়।

তারপর দেখতে হবে ভবিষ্যতে কি উপায়ে খাদ্য বাড়ান যেতে পারে। আমার মনে হয় কতকগুলি জিনিস আছে যাতে এই ঘাটতি ভবিষ্যতে হয়ত অনেকটা মেক আপ করা যেতে পারে। আজকে দেখছি এক একটা জোন তৈরি হয়েছে। সেই জোনএর মধ্যে অনেকটা গোলমাল আছে মনে হয়। নদিয়ার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ এই দুটো ঘাটতি অঞ্চলকে একসঙ্গে ক'রে দেওয়া হয়েছে, এটার কি অর্থ আমি বুঝি না। নদিয়া মুর্শিদাবাদের সঙ্গে যদি একটা বাড়তি অঞ্চল না জুড়ে দেওয়া হয় তা হ'লে নদিয়া-মুর্শিদাবাদের কোন সমস্যার সমাধান হবে না। এইরকমভাবে প্রত্যেক ঘাটতি অঞ্চলের সঙ্গে যদি বাড়তি অঞ্চল জুড়ে দেওয়া হয় তা হ'লে

সমস্যার সমাধান হবে। অর এই সমস্ত অঞ্চলে যেসমস্ত জোন হবে সেইসমস্ত জোনএ একটা স্ট্রিক্ট কর্ডনিং হওয়া দরকার. না করলে মুশকিল হবে, বীরভূমের ধান-চা'ল পাচার হয়ে বিহারের ভিতর চলে যায় সেটা বন্ধ করতে হবে। কারণ বিহারে খুব ঘাটতি আছে, এ অবস্থায় এখন বাংলাদেশের চা'ল যাতে বিহারে এখন না যায় সেদিক থেকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

তারপর এখানে এবার দেখছি যে, যেরকম অবস্থা টেস্ট রিলিফ ওয়ার্কএর কাজ আরম্ভ করা আর বেশিদিন অপেক্ষা করা চলবে না. এখনই টেস্ট রিলিফ ওয়ার্কএর কাজ আরম্ভ করতে হবে। এবং টেস্ট রিলিফ ওয়ার্ক এমনভাবে করতে হবে যেসমস্ত টেস্ট রিলিফ ওয়ার্ক ভবিষ্যতে আমাদের ফসল ফলানোর কাজে লাগে। আমার মনে হয়. স্মল ইরিগেশন এবং লার্জার ইরিগেশনএর কাজে বেশির ভাগ লোক যাতে নিযুক্ত হয় তা হ'লেই ভাল হয়। এ বিষয়ে আজকে একটা কাগজে বিবৃতি দেখলাম. তাতে দেখছি যে. ক্যানাল এরিয়ায় ময়ূরাক্ষী বা দামোদর ক্যানাল এরিয়ায় ১ লক্ষ বা ১½ লক্ষ বিঘা জায়গার উপর দু'-ফসলা করবার প্রচেষ্টা হচ্ছে, এটা খুব ভাল প্রচেষ্টা। যদি এটা সফল হয় তা হ'লে জানব যে, সমস্যার খানিকটা সমাধান হবে। আমার মনে হয় যেসব জায়গায় দুফসলা জমি আছে সেই সমস্ত জায়গায় ইন্টেনসিভ কাল্টিভেশন করার চেষ্টা করা উচিত। এতে আরও বেশি সুফল পাওয়া যাবে। সেই সমস্ত জায়গায় উপযুক্ত সময়ে বীজ ও সার যাতে সরবরাহ হয় তা করতে হবে। এবং তাতে সেই সব জায়গায় ফসলও কিছু বাড়বে। উপস্থিত সমস্যার সমাধান হিসাবে অনেক জায়গায় ফেয়ার প্রাইস সপ খোলা হয়েছে এটা ঠিক যে. অনেক জায়গায় হয়েছে. কিন্তু এতে মিটবে না—আরও বেশি ফেয়ার প্রাইস শপ খুলতে হবে। এবং যাতে সময়মত জিনিস যায় এবং সেখান থেকে ঠিক সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা হয় তার জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং সেদিকে যাতে কোন গোলমাল না হয় তার লক্ষ্য রাখতে হবে।

তারপর দেখতে হবে আমাদের কতগুলি জায়গায় সীমান্ত আছে. সেই সীমান্ত সমস্যা অস্বীকার করলে চলবে না যে. সেখান থেকে মাল পাচার হয়. সেখানে পাকিস্থানে যদি এতটুকু দর চড়ে যায় তখন এখান থেকে মাল ওপারে চলে যায়। এই সীমান্ত প্রায় দু'শ' মাইল আমাদের বাংলাদেশে আছে. এক মুর্শিদাবাদেই সীমান্ত আছে ৫০ মাইল. তা ছাড়া নদিয়ায়ও আছে এবং অন্যান্য জেলায়ও আছে। যেসব পাচারকারী দল আছে তাদের মধ্যে অনেক ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি আছে তাদের উপর কড়া নজর রাখা প্রয়োজন এবং মাল যাতে পাচার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এইসব ব্যবস্থা যদি করা যায়. তা হ'লে খানিকটা সমস্যার সমাধান হবে।

আমাদের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে. ফসল এত হবে. তত হবে. কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যখন দাম বাড়ছে এবং তার সঙ্গে মিলছে না তখন নিশ্চয়ই তার মধ্যে গলদ থেকে যাচ্ছে। কাজেই একটু ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার যে. সেটা ঠিক হচ্ছে কি না হচ্ছে এবং তা যদি করা হয় তা হ'লে আমরা আমাদের নিজেদের অবস্থাটা অনেকটা উপলব্ধি করতে পারব। তা ছাড়া আমি আর একটা সাজেসসন দিচ্ছি—সেটা হচ্ছে যুদ্ধের সময় অন্যান্য দেশে দেখা গেছে যে. এই সমস্যার সমাধানের জন্য একটা পার্মানেন্ট ল্যান্ড আর্মীর মত জিনিস অন্তত যুদ্ধকালীন সময়ে ছিল যারা সব সময়ে যেখানে অভাব ঘটেছে. সেখানে জমি চাষ হচ্ছে না সেই সব জায়গায় গিয়ে নিজেরা জমি চাষ ক'রে দিয়েছে। যারা জমিহীন কৃষক আছে তারা ভাগীদার হ'তে পারে বা অন্যান্য ক্ষেতমজুর হতে পারে. তাদের নিয়ে এইরকম একটা ল্যান্ড আর্মী তৈরি ক'রে যদি কাজ করানো যায় তা হ'লে মনে হয় ২ লক্ষ আন্দাজ লোক আমরা পেতে পারি, তারা সেইসব জায়গায় কাজ করতে পারে। এই কতকগুলি সাজেসশন দিলাম, আশা করি মন্ত্রিমহাশয় এগুলি গ্রহণ করবেন।

Sjta. Manikuntala Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি বলতে চাই যে. তবুও ভাল যে শেষ মুহূর্তে হ'লেও খাদ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের খাদ্যসংকট স্বীকার করেছেন। গত অধিবেশন পর্যন্তও একটানা তাঁর মুখ থেকে শুনে এসেছি কোন সংকট নেই. কোন বিপদের আশঙ্কা নেই. যথেষ্ট খাদ্য আমাদের হাতে আছে, যথেষ্ট খাদ্য দেওয়া হচ্ছে. সস্তায় খাদ্য দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে তিনি ক্রমাগত

নামদের ব'লে এসেছেন। সাইকলিজক্যাল ফেয়ার কমপ্লেক্সের আশঙ্কায় তিনি মানুষের কাছে সত্য কথাকে গোপন ক'রে এসেছেন—একথা আজ আমাদের সামনে তিনি প্রকাশ করেছেন। আমি জানি না, তিনি বাংলাদেশের মানুষকে বোকা না খোকা ভেবেছেন, যে মানুষের সামনে এই খাদ্য পরিস্থিতিকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশে মানুষ না খেয়ে শিখছে যে খাদ্য পরিস্থিতি কি, পচা চাল রেশনের দোকানে যা পায় তা খেয়ে শিখছে খাদ্যের অবস্থা কি। তারা একথা প্রকাশ করবার অপেক্ষা রাখে নি যে, খাদ্য পরিস্থিতি বাংলাদেশে কি পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। কিন্তু আজ একথা স্বীকার করলেও আমাদের সবচেয়ে বড় আশঙ্কা হচ্ছে যে, মানুষকে স্তোক দেওয়া যাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, মানুষকে স্তোক দেওয়া যার সাধারণ নীতিতে পরিণত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত ক্রাইসিসের সামনে এসে তিনি মানুষকে স্তোক দেওয়া ছাড়া আর অন্য কিছু করবেন কিনা। তার কারণ আমরা অদূর অতীতে দেখেছি গত কয়েকমাস ধরে যখন কলকাতায় মডিফায়েড রেশনিং আদায় করা হ'ল তখন কংগ্রেসপক্ষ থেকে একের পর এক উঠে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে, বিরোধীপক্ষ খালি মিটিং মিছিল করে, কিন্তু এ ছাড়া উপায় ত' নেই, স্যার। মিটিং মিছিল না ক'রে মডিফায়েড রেশনিং আদায় করা যায় নি, মিটিং মিছিল না ক'রে রিলিফ আদায় করা যায় নি। কলকাতায় মডিফায়েড রেশনিং যেটুকু দিলেন এবং দেবার নাম ক'রে স্তোক দিলেন সেটুকু এই আইনসভার ভেতর এবং বাইরে গলাবাজি না ক'রে, মিটিং মিছিল ঘেরাও না ক'রে ত' আদায় করা যায় নি। সুতরাং এ ছাড়া আর উপায় কি? এই ধরে গত আইনসভায় উনি বিবৃতি দিলেন যে, মডিফায়েড রেশনিং কলকাতায় দেওয়া হবে। এই নিয়ে কিভাবে ডিলেয়িং ট্যাকটিস করলেন সেটা আপনার সামনে আমি বলছি। জুলাই মাসে বলা হ'ল দেওয়া হবে, তারপর বস্তিবাসীকে দেওয়া হবে, না সমস্ত কলকাতাবাসীকে দেওয়া হবে এই নিয়ে কিছুদিন চলে গেল। তারপর ঠিক হ'ল সকলকে দেওয়া হবে। এনুমারেসন হবে, এনুমারেসন হতে হতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চালিয়ে দিলেন। বোধ হয় আশা ছিল সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস যদি চালাতে পারেন তারপর নূতন চাল উঠে যাবে তখন আর দেওয়ার দরকার হবে না। সুতরাং এই রকম টালবাহানা ক'রে দোকান-গুলি খোলা হচ্ছে না। ক্রমাগত শুনতে পাই রেশনিং হবে হবে। মানুষ এসে জিজ্ঞাসা করে কেন রেশনিং হচ্ছে না। এইভাবে প্রায় সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কাটিয়ে দিলেন। তারপর দোকান খোলা হ'ল।

[11-35—11-45 a.m.]

চাল যদি আসে ত' গম আসে না। নিয়ম হ'ল চাল নিলে গম নিতে হবে, তা না হ'লে চাল দেওয়া হবে না। তাও আবার আন্দোলন ক'রে ঠেকাতে হ'ল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'ল চাল দেওয়া হবে। কিন্তু গম আছে দোকানে চাল নেই—আবার কখনও চাল আছে গম নেই। চাল তো পুরো দেওয়া হবে না—দুই সের চাল দেওয়া হবে—গম যদি না থাকে তা হ'লে গম না নেবে তবে চাল পুরোটা দেওয়া হবে না। এই ক'রে টালবাহানা ক'রে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এক মাস এই ক'রে অ্যাট ইন্টারভ্যালস কখন চাল পাওয়া যায় না, গম পাওয়া যায়, গম পাওয়া যায় চাল পাওয়া যায় না। এই ক'রে ক'রে শেষ পর্যন্ত এক মাস পরে দেখা গেল আর সাড়ে সাত আনা চাল নেই। সে চাল কি কোয়ালিটির ছিল আমি নাই তুললাম সে প্রশ্ন। সেই চাল কবে বন্ধ হয়ে গেছে। তার জায়গায় যদি কেউ সাড়ে নয় আনার চাল রেশনএ নিতে চায় সেটাই নিতে পারে, তা ছাড়া অন্য কোন চাল নেই। এইরকমভাবে স্তোক দেবার অর্থটা কি? মডিফায়েড রেশনিং দোকান খোলবার নাম ক'রে এবং সাড়ে সাত আনার চাল দেবার নাম ক'রে একমাস এই ধাপ্পাবাজি ক'রে শেষ পর্যন্ত আবার সেই রেশন দোকান থেকে সাড়ে নয় আনায় মানুষকে চাল নিতে বাধ্য করান—এটাকে প্রতারণা ছাড়া কি আর কিছু বলা যায়? বললেই হ'ত পরিষ্কার, দিতে পারব না, চাল নেই—বললেই হ'ত পরিষ্কার, গম আমাদের হাতে নেই, চাল আমাদের হাতে নেই, দিতে পারব না, দোকান খুলতে পারব না। কেন এই রকম ভণ্ডামি করা হয়, কেন এই ভাণ করা হয় মানুষের সামনে? সেইজন্য আরেকবার পরিষ্কার ক'রে বলুন খাদ্যমন্ত্রী যে, ভবিষ্যতে যদি আবার এই প্রতারণার পথ এঁরা আশ্রয় করেন—এই প্রতারণার পদ্ধতি নিয়ে যদি চলতে চেষ্টা করেন তা হ'লে কোন সমস্যার সমাধান হবে না। তা হ'লে কোন উপায় তিনি করতে পারবেন না।

তারপরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই পরিস্থিতিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। এই কথাটা একটা স্টক কথা নয়—আমি উদাহরণ দিয়ে দিয়ে কলকাতার ব্যাপার আমি দেখিয়ে দিতে পারি যে, কিভাবে শুধু মানুষকে স্তোক দিচ্ছেন, প্রতারণা করছেন তা নয়—মানুষের এই দুর্গতি নিয়ে কিভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন সেটাও এই কলিকাতার রেশনিং নিয়ে আমি দেখিয়ে দিতে পারি। যখনই এনুমারেশন হচ্ছে তখন দেখা গেল, সরকারী লোক না কিছু কংগ্রেসী ভলেণ্টিয়ার কিছু লোকের নাম নিতে লেগেছেন—আমি নিজে স্পেশ্যাল অফিসারএর কাছে গিয়েছিই তাকে জিজ্ঞাসা করেছি এনুমারেশন কাদের দিয়ে আপনারা করাচ্ছেন—বললেন সরকারী লোক। আমি বললাম, সরকারী লোক ত' দেখছি কতকগুলি ভলেণ্টিয়ার—আপনারা কি এদের ব্যবহার করছেন? তিনি বললেন, না, আমরা ত' ভলেণ্টিয়ার ব্যবহার করছি না—তা হ'লে ভলেণ্টিয়ার কি ক'রে লিস্ট করছেন, এই লিস্ট কি আপনারা গ্রহণ করেছেন? তিনি আরও বললেন—না, সেরকম ত' কোন নির্দেশ আমরা দিই নি। আবার পরে উনি বললেন, আচ্ছা, নিতে পারি। এই রকম ক'রে টালবাহানা ক'রে তিনি নানারকমভাবে জিনিসটি এড়িয়ে যেতে চাইলেন—সত্য কথা আমার কাছে বললেন না। শেষে দেখা গেল এই যে রেশনিং অফিসটা সমস্ত দক্ষিণ কলিকাতায় যে রেশনিং অফিস সেটা কংগ্রেস অফিসে পরিণত হয়েছে। এবং কংগ্রেসের মারফতে তাঁরা তালিকা নিতে লাগলেন। সেই কংগ্রেস ভলেণ্টিয়ার যেখানে যেখানে যাচ্ছেন তাঁরা খোঁজ করছেন কারা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন, কারা কংগ্রেসকে ভোট দেয় নি। সেই অনুসারে নামের তালিকা গৃহীত হচ্ছে। সাউথ ক্যালকাটা রেশনিং অফিস থেকে ব'লে দেওয়া হচ্ছে বিভা মিত্রের কাছ থেকে নাম লিখিয়ে নিয়ে আসুন তা হ'লে কার্ড পাবেন। এই রকম করে সমস্ত দুর্গত মানুষের সঙ্গে বিশেষত বস্তি এলাকার সঙ্গে যদি এই রেশনিং সুযোগটুকু পাবলিক পাবে, যা পাবার জন্য আন্দোলন ক'রে তারা আদায় করেছে—সেই সুযোগটুকুকেও যদি কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এইভাবে ব্যবহার করেন এবং খাদ্যদপ্তরের মন্ত্রীর সহযোগিতায় এবং মন্ত্রীর নির্দেশে যেখানে খাদ্য অফিসটাকে কংগ্রেস অফিসে পরিণত করা হয় সেখানে কি আশা করা যেতে পারে? এই খাদ্যসঙ্কট নিয়ে ভবিষ্যতেও তাঁরা এই রকম করবেন না এমন কোন গ্যারাণ্টি তাঁরা এখানে দেবেন কি? একটা খাদ্য কমিটি কলকাতার জন্য তাঁরা করেছিলেন—একজন বিরোধী দলের সদস্য তার মধ্যে আছে কি? আমি জানি কংগ্রেসের বহু সদস্য সেখানে আছেন এমনকি ডিফিটিস্ট ক্যান্ডিডেট বিভা মিত্র সেখানে প্রধান হয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করি বিভা মিত্র কবে খাদ্য-দপ্তরের সেক্রেটারি কিংবা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি হলেন? কবে তিনি খাদ্য-দপ্তরের উপমন্ত্রী হলেন তাও আমি জানি না। অথচ তিনি কি ক'রে প্রধান হয়ে বসেন? এইভাবে কংগ্রেসকে দিয়ে সমস্ত খাদ্য-দপ্তরটাকে পরিচালনা করা এই রীতি এ একটা জঘন্য রাজনৈতিক প্রতারণা ছাড়া আর কি হতে পারে আমি জানি না। আমি এই কথাই বলতে চাই যে, এই নীতি যতক্ষণ না পরিত্যাগ করবেন এবং সমস্ত স্তরে জনসাধারণের সহযোগিতায় এবং জনসাধারণের নির্দেশে যদি পরিচালনা না করেন তা হ'লে সংকটকে তাঁরা আরও ব্যাপক ক'রে তুলবেন। যে খাদ্যতালিকাগুলি দিয়েছেন সেই লিস্টএর মধ্যে আমি জানি বাংলাদেশের সমস্ত গৃহস্থবধূরা এই তালিকা তাঁর মুখের উপর ছুঁড়ে দেবেন। কারণ কোথায় সাড়ে তিন আনা করে চাল পাওয়া যায় আধ সের—আমি তো জানি না কোন দোকানে আছে কিনা—এক মাসের বেশি সাড়ে সাত আনার চাল দেন নি। তারপরে এই তালিকা তিনি উপস্থিত করেছেন—বাংলাদেশের মানুষেরা জানে না যে কতটুকু শাক খেতে হয়, কতটুকু আলু খেতে হয়। সেটা কি প্রফুল্লবাবুর কাছ থেকে তাদের শিখতে হবে? সুতরাং এই তালিকার কোন প্রয়োজন ছিল না, মানুষকে স্তোক দেবার তার কোন প্রয়োজন ছিল না। সত্য কথা বলতে শিখুন এবং যাতে মানুষের ব্যবস্থা হয় এইটুকু বাংলাদেশের মানুষ তাঁর কাছে চায়।

Sj. Haridas Dey:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, খাদ্যপরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হয়েছে। আড়াই ঘণ্টার উপর আলোচনা হ'ল। খাদ্য পরিস্থিতি যে খুব খারাপ একথা কেউ অস্বীকার করে না। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতেও তিনি বলেন নি যে, খাদ্যাবস্থা ভাল। বাংলাদেশে চিরকালই বাইরে থেকে খাদ্য আসে। গত বৎসরের বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের ১৫টি

জেলার মধ্যে ৯টি জেলাই ভীষণভাবে বিধ্বস্ত হয়। তারপর জায়গায় জায়গায় প্রাকৃতিক দুর্যোগও হয়েছিল। সেসময় দেখা গিয়েছে ঐ ৯টি জেলায় আড়াই লক্ষ টন ধান ও তিন লক্ষ টন পাট নষ্ট হয়েছে। অনেকে বলেছেন মন্ত্রিমহাশয় এদিকে দৃকপাত করেন নি। আমরা কিন্তু দেখেছি ১৫ লক্ষ লোকের মধ্যে ২৩ হাজার ১১০ টন খাদ্য বিলি করা হয়েছিল। এবং খাদ্যশস্যের দাম যাতে না বাড়ে তার জন্য সেই সব জায়গায় টেস্ট রিলিফ কাজ হয়েছিল এবং এই কাজের মজুরি নগদ না দিয়ে গম দিয়ে সেটা পূরণ করা হয়েছিল। আমি এখানে নদিয়া জেলা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন নদিয়া জেলা চিরকাল ঘাটতি এলেকা। এই জেলাও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত হয়েছিল। আজকে নদিয়া জেলায় হাহাকার পড়ে গিয়েছে। সরকার থেকে অবশ্য সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। মডিফায়েড রেশন দোকান খোলা হয়েছে, টেস্ট রিলিফএর কাজ হচ্ছে। আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি টেস্ট রিলিফএর কাজে যাতে ইরিগেশনএর কাজ হয়, ছোট ছোট সেচের কাজ হয় সে বিষয়ে যেন লক্ষ্য রাখা হয়। নদিয়া জেলায় কোন বড় সেচ পরিকল্পনা নাই—দামোদর-ময়ূরাক্ষীর মতো। ছোট ছোট যেগুলি আছে সেগুলির কাজ যদি হয় তা হ'লে অনেক সুবিধা হবে। আমি অনুরোধ করব এ'রা যেন এ ব্যাপারে ভারত সরকারের উপর চাপ দেন। আগের মত ½/½ পরিকল্পনায় যেন পুনরায় কাজ চালু করা হয়। অনেকে টেস্ট রিলিফ কমিটির কথা বলেছেন। টেস্ট রিলিফএর যে পে-মাস্টার হবে তাকে উপযুক্ত জামিন দিতে হবে এবং তাকে ম্যাট্রিক পাশ হতে হবে। দৈনিক তিন টাকা মজুরি দেওয়া হয়। এখানে অনেকে বলেছেন, খাদ্যশস্যের দাম যাতে না বাড়ে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি নাই। প্ল্যানিং কমিশনএর রিপোর্ট থেকে দেখা যায়—এটা মন্ত্রিমহাশয়ের রিপোর্ট নয়—প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১০২ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছিল, পরে ৩৯ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে, কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ বেড়েছে, তার মধ্যে খাদ্যশস্য হচ্ছে ২০%।

[11-45—11-55 a.m.]

এর থেকে দেখা যাচ্ছে ২০ পারসেন্ট খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে। স্ট্যাটিসটিকস বাদ দিলেও, গ্রামাঞ্চলে ঘুরলে, নদিয়া, যেখান থেকে বহু বন্ধু এসেছেন, সেখানে আমি ঘুরে দেখে এসেছি গ্রামাঞ্চলে চাষাবাদ বেড়েছে এবং খাদ্যশস্যও যেখানে উৎপন্ন বেশি হচ্ছে। আমাদের দেশের খাদ্যসমস্যার অবস্থাতে আমাদের মন্ত্রিমহাশয় কেন, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমহাশয়, তিনিও বিবৃতি দিয়েছেন গেল বছর এবং এই চলতি বছরে ৮০।৯০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছে এবং আসছে বছর হয়ত এপ্রিল মাস থেকে আরও বেশি আমদানি করতে হবে। অনেকে এই অজুহাত দেখিয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছাটাইয়ের কথা বলেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই, আমাদের এখানে একজন বিরোধী বন্ধু, তিনি বলে গেলেন আমরা একটা লোককেও মরতে দেব না, এবং মরলে তার জন্য সরকার দায়ী হবেন। কিন্তু এটা দেখা গিয়েছে রাশিয়ার বিপ্লবে, ১১ বছর পরে, সেখানে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভ হবার তিন বছর পরে, সেখানে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল দুর্ভিক্ষে। তারপর চীনদেশে যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভ হয়, তাকে সফল করবার জন্য সেখানে দ্রব্যমূল্য বেড়েছিল, ট্যাক্স বেড়েছিল। কই সেখানে ত' হৈ-চৈ হয় নি? কারণ সেখানকার লোক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে, দেশের যাতে উন্নতি হয়, সেদিকে তারা লক্ষ্য রাখে। আজকে আমাদের দেশে খাদ্যশস্য বাড়ছে কম, এটা শুধু সরকারের দোষে নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগও সেখানে রয়েছে। এইজন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলছি, যে একটা কথা আছে, 'মানুষের দেওয়া কুলায় না, ভগবানের দেওয়ায় ফুরায় না'। সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, এখানে সরকার কেন, কারও কিছু করবার নেই।

Sj. Chitto Basu:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনার মারফত আমি কয়েকটি কথা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের সামনে রাখতে চাই।

আমাদের নিশ্চয়ই এটা ধরা ছিল যে, গত কয়েক বছর ধরে তিনি যে দপ্তরের কাজ পরিচালনা করছেন এবং সেটা দিনের পর দিন যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, এবং তাঁর এই জনস্বার্থবিরোধীনীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি নিশ্চয়ই এবারকার বিবৃতির খানিকটা পরিবর্তনসাধন করবেন। কিন্তু আমরা কি দেখলাম—প্রথম বিবৃতির যে অংশ সেটা বাস্তব অবস্থায় রূপায়িত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর সম্বিৎ ফিরে এল, তিনি একবার চিন্তা করলেন এটা আমি কি করছি, সত্য কথা ব'লে ফেলেছি, একবার অসত্য কথা বলা দরকার, এবং অসত্য কথা বলবার জন্য তিনি ফিরে এলেন যে, এই এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্টএর অনেক উন্নতি হয়েছে, তিনি নাকি এ সম্বন্ধে অনেক সমস্যা সমাধান করেছেন। ১০ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়েছেন। আপনি স্যার, একটু লক্ষ্য ক'রে দেখুন ডাবল অ্যাস্টারিক দিয়ে এই কথা বলা হচ্ছে যে, এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্টএর কাজের উন্নতিসাধন হয়েছে ব'লে এই উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হয়েছে। এই সম্পর্কে অনেক কিছু বলবার থাকলেও বলছি না; কারণ এটা প্রকৃত সত্য কথা নয়।

দ্বিতীয় স্তরে তিনি দুটা ডায়েট টেবল দিয়ে অনেক কথা বললেন। তিনি তথ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান বা তিনি যথেষ্ট স্ট্যাটিস্টিকসএর প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন; সরকারের নূতন নূতন স্ট্যাটিসটিকসএর প্রতি তাব নজর রাখা দরকার। সেই কথা ব'লে আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের প্রতি। তাতে বলা হয়েছিল যে, ভারতবর্ষের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ গ্রামের লোক ১৩ টাকার বেশি খাদ্য কনজাম্পসন করতে পারেন না। কিন্তু তার দুই নম্বর টেবিলের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে ১৫ টাকা ক'রে মাথাপিছু খরচ হবে শুধু খাদ্যের জন্য। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে আমরা জানি যাঁরা ডাক্তার, তাঁরা বলেন শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি খরচ করা হয় ঐ খাদ্যের জন্য। কাজেই দেখা যাচ্ছে, তিনি সেই তথ্য, ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের কথা নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছেন। আমার মনে হয়, ইংরাজ আমলে তৎকালীন প্রভুরা আমাদের যেমন গাছের পাতা দেখাতেন, অর্থাৎ যতদিন গাছে পাতা আছে, ততদিন দুর্ভিক্ষ লাগতে পারে না। তেমনি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রিমহাশয়ও আমাদের কদলি দেখান এবং শাকপাতা দেখান। যতদিন শাক থাকবে, কদলি থাকবে ততদিন দুর্ভিক্ষ হবে না।

তারপর এগ্রিকালচারাল লোনএর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। আমি মাত্র দুটো কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করব। আমাদের অধিকাংশই মেহনতী পরিবার। এগ্রিকালচারাল লোন ২৪-পরগনা জেলায় হিসাব ক'রে দেখেছি যেখানে প্রায় ১৩ লক্ষ ওনার কাল্টিভেটর আছে সেখানে ১৯৫১ সালের আদমসুমারি মতে, কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে ১৩ লক্ষ টাকার মত, অর্থাৎ মাথাপিছু সাড়ে এগার আনা—মাথাপিছু সাড়ে এগার আনা কৃষিঋণ দিয়ে কৃষির উন্নতি হবে, একথা পাগল ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। তারপর আর্টিজান লোনএর কথা। আদমসুমারি হিসাবে ১৯৫১ সালে, ১০ লক্ষের মত তাঁতী, কুম্ভকার, কর্মকার ইত্যাদি যাঁরা ২৪-পরগনা জেলায় আছে, তাদের জন্য মন্ত্রিমহাশয়ের দৌলতে মাত্র ১৫ হাজার টাকা আর্টিজান লোন হিসাবে স্যাংকসন করা হয়েছে। অর্থাৎ হিসাব ক'রে দেখলাম, মাথাপিছু ২½ পাইয়ের বেশি পড়ে না। বারাসত মহকুমাতে আর্টিজান লোন মোটেই দেওয়া হয় নি। তারপর গ্র্যাচুইটাস রিলিফ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলের দুর্দশার কথা যেখানে স্বীকার করছেন, সেখানে রয়েছে ৯·২২ লক্ষ অধিবাসী, আর সমগ্র জেলায় কৃষিজীবী, ভূমিহীন কৃষক বা মাঝারি কৃষক এবং অন্যান্য অকৃষিজীবী উৎপাদকের সংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষ। এই ৩৫ লক্ষ লোকের জন্য মন্ত্রিমহাশয় গ্র্যাচুইটাস রিলিফ হিসাবে টাকা বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু পেয়েছে কত জন? পেয়েছে ১,০৯,০৯৮ জন অর্থাৎ শতকরা ৩½ জন।

তারপর টেস্ট রিলিফএর অবস্থা আরও শোচনীয়। সেখানে আমরা দেখতে পাই ৩৫ লক্ষের মধ্যে পেয়েছে মাত্র ৩৮ হাজার ৯ শ' ৫০ জন—গড়ে মাসিক পেয়েছে অর্থাৎ শতকরা ১-৪/৩৫। তারপর এম আর শপএর কথা বলি। বারাসতে গত ৮ই নবেম্বর

তারিখ পর্যন্ত ৬৪ হাজার মণ চাল ও ৮৫ হাজার মণ আটা দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ সব-সাকুল্যে ১,৪৯,০০০ মণ। ১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে লোকসংখ্যা হচ্ছে ৩·৯৩ লক্ষ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে গত চার মাসের হিসাবে ১৫ সের চাল ও আটা মাথাপিছু দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মাসে দু সেরের বেশি নয়। কাজেই এর দ্বারা বুঝতে পারেন সরকার আমাদের জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন।

Janab Elias Razi:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের খাদ্যব্যবস্থা কি আছে, সেটা আমরা গভর্নমেন্টের হিসাব পরীক্ষা ক'রে দেখলেই বুঝতে পারি। আমি অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টের কথা ছেড়ে দিলাম, আমি আমার মালদহ ডিস্ট্রিক্টের কথা, বিশেষ ক'রে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা, যেখান থেকে আমি প্রতিনিধি হয়ে এসেছি, সেই থানার কথা বলছি। গভর্নমেন্ট একটা হিসাব দিয়েছেন যে, আমাদের থানায়—

"To add to the distress of the people heavy floods damaged vast areas in Harischandrapur police-station in August last. Nine out of ten unions of this Police-station were badly affected by flood water bringing mis-fortune to approximately 10,000 families".

গভর্নমেন্ট হিসাব দেখিয়েছেন যে, দশটি ইউনিয়নের মধ্যে নয়টি ইউনিয়ন খুব ব্যাডলি আফেকটেড হয়েছে এবং গভর্নমেন্ট এও হিসাব দিয়েছেন যে, সেখানে ১০ হাজার ফ্যামিলি অ্যাফেক্টেড হয়েছে। তার এই হিসাব বাস্তবের সহিত সম্পর্কশূন্য এবং ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। অন্ততপক্ষে ৩০ হাজার ফ্যামিলি সেখানে খুব ব্যাডলি অ্যাফেক্টেড হয়েছে এই ফ্লাডএর জন্য। যদি গভর্নমেন্ট এই রকম একটা ভুল সংখ্যা নিয়ে নিজের কাজকে পরিচালনা করেন, তো হ'লে সত্যই দেখা যায় যে অবস্থা, যা বাস্তবপক্ষে থাকে, সেটাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা সম্ভবপর হয় না। আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাচ্ছি -

last 20th September, Deputy Minister in charge of Food, Shri Rajani Kanta Pramanick,

মালদহ ডিস্ট্রিক্টএ ফুড সিচুয়েশন আলোচনা করবার জন্য গিয়েছিলেন। এবং মালদহ ডিস্ট্রিক্টএর প্রত্যেকটি এম এল এ-কে ফুড মিনিস্টার'স প্রাইভেট সেকেটারি ফর্মাল ইনভিটেশন দিয়েছিলেন। মালদহ ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস অফিসে, ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত আমাদের যে টাইম দেওয়া হয়েছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ডেপুটি মিনিস্টার ইনচার্জ শ্রীরজনীকান্ত প্রামানিক মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নি। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ও সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যে, যেসময় লোকে খেতে পাচ্ছে না, সেই সময় উক্ত অবস্থা পরিদর্শনে আড়ম্বরে এসে তিনি আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেন নি বা প্রকৃত অবস্থার উপর গুরুত্ব দেন নি। যদি বাস্তবিকপক্ষে এই রকম অবস্থা চলতে থাকে তা হ'লে অবস্থাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা কোনদিন সম্ভবপর হবে না। এইজন্য আমি বিশেষভাবে মুখ্যমন্ত্রিমহাশয় এবং খাদ্যমন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি যে, যাতে ও'রা সত্যিকার লোকাল রিপ্রেজেন্টেটিভএর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাঁদের যে অফিসিয়ালস গভর্নমেন্ট মেসিনারি রয়েছে তাঁরা সত্যিকারের যে অবস্থা আছে, সেটা জানবার জন্য এবং সত্যিকারের যে রিপোর্ট, সেটাকে সংগ্রহণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন এবং গভর্নমেন্ট এই সমস্ত অফিসিয়ালসদের সেই সম্বন্ধে যথোচিত ইনস্ট্রাকসন দেন।

[11-55—12-5 p.m.]

আর এই অবস্থাকে, এই ফুড সিচুয়েশনকে পার্মানেন্টভাবে কন্ট্রোল করার জন্য স্মল ইরিগেশন স্কীম বিশেষভাবে চালু করার অনুরোধ করছি। তা ছাড়া যেসমস্ত রিলিফ দেওয়া হয়, সেটা টাকা, ধান-চাল যাই দেওয়া হোক সেই রিলিফএর ধান-চাল যাতে প্রত্যেক ইউনিয়নএ যথা-সময়ে পৌঁছতে পারে তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা গভর্নমেন্টকে করতে হবে। আজ যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেই ব্যবস্থা যদি চালু থাকে তা হ'লে যে সংকট দেখা দিয়েছে সেই সংকটের সমাধান কোনদিন সম্ভব হবে না এবং তা আমরা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারব না। এইজন্য

আমি বিশেষভাবে মুখ্যমন্ত্রী ও আমাদের খাদ্যমন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি যে, এই অবস্থাকে আয়ত্তে আনবার জন্য যাতে সততা এবং তৎপরতার সঙ্গে কাজ হয় তার সত্যিকারের চেষ্টা তাঁরা করেন।

Sj. Monoranjan Misra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কিছুক্ষণ পূর্বে আমার কংগ্রেসী বন্ধু একটা মন্তব্য করেছেন যে, আমাদের পক্ষের যতীনবাবুর বক্তৃতা ঠিক নয়—কারণ তিনি কলকাতায় থাকেন—পল্লীগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। কিন্তু আমি একজন পল্লীগ্রামেরই কৃষক। আমি এখানে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। সরকার আমাদের সম্মুখে যে চিত্র রেখেছেন, সেটা একেবারেই অবাস্তব। আমরা চোখের সামনে দেখছি—লক্ষ লক্ষ লোক পল্লীগ্রামে সত্যি সত্যি খেতে পাচ্ছে না। ফলে তারা বিভিন্ন রকম ঘাস, পাতা, শাক খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। অসংখ্য লোক এই অখাদ্য, কুখাদ্য খাওয়ার ফলে টি-বি রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। এখানে একজন কংগ্রেসী বন্ধু বলেছেন, আমরা চেষ্টা করছি যাতে একটা লোকও মারা না যায়। আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—দিনের পর দিন, মানুষ খাদ্যাভাবে বিভিন্ন আকারে প্রকৃতই মারা যাচ্ছে। তা ছাড়া অনাহারে থাকার দরুণ টি-বি রোগে ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় লোক দিনের পর দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। এই হচ্ছে পল্লীর সত্যিকারের চিত্র। তাঁরা যদি সত্যই জনদরদী সরকার গঠন করতে চান তা হ'লে আমি তাঁদের বলব তাঁরা অবহিত হোন, কি ক'রে মানুষকে বাঁচান যায়। আজ কংগ্রেসী বন্ধুরা বলেছেন - বিরোধী-পক্ষীয়রা কোনরূপ কনস্ট্রাকটিভ সাজেসসন দেয় না শুধু সমালোচনা করে। সেইজন্য আমি কয়েকটি সাজেসসন দিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আমি আগেও বলেছিলাম—প্রথম অধিবেশনের সময়—যে দেশকে বাঁচাতে গেলে কতকগুলি বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। প্রতি ইউনিয়নএ হাতেকলমে শিক্ষা দিবার জন্য একটি ক'রে এগ্রিকালচারাল ডেমনস্ট্রেশন ফার্ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে; প্রতি ইউনিয়নএ ব্যাপকভাবে ইরিগেশন স্কীম টেক আপ করতে হবে। প্রত্যেক ইউনিয়নএ এগ্রিকালচারাল লোন দিতে হবে এবং এই লোন জমির প্রোডাকশন বাড়াইয়া পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, মালদহ জেলার প্রতি সরকারের দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করা সত্ত্বেও সরকার সেখানে পরিকল্পনা গ্রহণ ব্যতীত, চাষীদের কৃষিঋণ নামমাত্র দিয়েছেন। অথচ মালদহ জেলায় বর্তমান বছরে ধান্য ফসলের কোন সম্ভাবনা নাই। ভাদুই ফসল হয় নাই। বিখ্যাত আম্র ফসল একেবারে হয় নাই। এইরূপ অবস্থা পর পর কয়েক বৎসর হইতে চলিতেছে। ব্যাপক অন্নাভাবে এবং কর্মাভাবে মালদহের জাতীয় জীবনকে বিব্রত করিয়াছে। মালদহের সমস্যা আজ জাতীয় সমস্যারূপে গ্রহণ না করিলে মালদহের লক্ষ লক্ষ লোক ব্যাপকভাবে খাদ্যাভাবে ও কর্মাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সরকার সতর্ক হউন। এরূপ অবস্থায় ডিস্ট্রিক্ট কর্ডন করা হয়েছে—এইরূপ ডিস্ট্রিক্ট কর্ডন তুলে দেওয়া উচিত। মুভমেন্ট রেস্ট্রিকশন করলে চালের দর কম ত' হবেই না—বরং বৃদ্ধি পাবে।

এই প্রসঙ্গে সরকারকে সতর্ক করিয়ে দিতে চাই—কলকাতায় বড়বাজারে বা অন্যত্র মাড়োয়ারী প্রভৃতি বড় মজুতদারগণ মানুষের এই দুঃসময়ে স্টক করতে আরম্ভ করে। সেদিকে সরকার যদি সতর্কতাপূর্ণ দৃষ্টি রাখেন, তবে কিছুটা ব্যবস্থা হ'তে পারে। পরিশেষে পুনরায় নিম্নরূপ পরিকল্পনা কার্যকরী করার বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই—(১) প্রত্যেক ইউনিয়নএ কো-অপারেটিভ সিস্টেমএ কাল্টিভেশন ও বিজিনেস ইন্ট্রোডিউস করা হোক; (২) প্রত্যেক ইউনিয়নএ এগ্রিকালচারাল ডেমনস্ট্রেশন ফার্ম, ইরিগেশন স্কীম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হোক, ওয়ার্ক করা হোক; (৩) সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে যথারীতি প্রত্যেকটি বেকার মজুরের কার্যের সংস্থানের জন্য টেস্ট রিলিফ খোলা হোক; (৪) প্রত্যেকটি কৃষককে পরিকল্পনামূলকভাবে কৃষিঋণ দেওয়া হোক; (৫) যথাসময়ে উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহের প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করা হোক; (৬) ফ্রি ডিস্ট্রিবিউশন অফ ম্যানিওরস-এর ব্যবস্থা করা হোক। পরিশেষে জনাই উল্লিখিত পরিকল্পনা কার্যকরী করার বিষয়ে সরকার ত্বরান্বিত নীতি গ্রহণ করুন এবং ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা সফল না হওয়া পর্যন্ত সরকার কোনপ্রকার ঋণ আদায়ের জন্য কৃষকদের উপর চাপ দিলে কৃষকদের ধ্বংসের পথে টেনে আনা হবে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, if I have chosen to intervene in this debate, I have done so having listened to the speeches that have been made round the table. Listening to them it seems as if all wisdom belongs to the opposition and we on this side are all fools. In order to show their wisdom they have quoted and misquoted various statements made by some Ministers here and some Ministers there or by a member of the A. I. C. C. and so on. It is one of the instances when somebody could quote scriptures. When I heard them I began to think myself "Are we so foolish, are we full of unwisdom, are we so perverse that we should neglect the needs and the demands of the people. Do we not represent the people of Bengal? Is it not a fact that nearly 46 to 47 p.c. of votes were given to Congress at the last election? Are we not as anxious as anybody else in this House to save our people?" Therefore when I heard certain charges being made and flung across one begins to think that perhaps they utilise the food debate merely for the purpose of slinging mud and not for giving any constructive suggestions. I have heard some constructive suggestions so far which I want to discuss presently. I say at once that not one member of the House—be he in the Opposition or in the Congress benches—could risk the life of an individual if he knew how to save his life. Therefore apart from the question whether the Opposition would use this as a weapon that it is they who want that no person should die in order that they might go out in the world and say 'Here we are the protectors of the people and we are saving the lives of the people. Sir, it has been suggested that often we have used expression which might seem as if we do not realise the gravity of the situation. It is no doubt that we are faced with a great calamity. I as a medical man have found often that the approach to the diseased person may be different from the angle of another medical man. Some may think looking at a case that it is desperate but others may think that there may yet be a chance. That is the question of approach, that is the question of appreciating the value.

[12-5—12-15 p.m.]

On the other hand, it has been felt in these benches that we may not say or do anything which will create widespread vanity. Who does not know that our physical difficulties are enhanced a hundred times if we are mentally afflicted? Therefore, while it is easy for a person who does not bear any responsibility to make comments as he likes, it is very difficult for the Government or those who support the Government, to make any statement which might be construed as raising an alarm. We cannot take that risk. It is not a fact that during the last ten years whenever there was a difficult period of food we did not realise our difficulty; we realised it and we also realised—as some people do not realise—that simply by making a statement or saying that famine conditions have appeared we do not produce anything. Sir, harsh words have been used. My friend the food Minister has been called a criminal. Hard words break no bones, nor do they produce any food. Do they produce any food?

Sir, we have been told repeatedly and I agree with those who say so, that the food position should be dealt with on a war footing. What do we do during the period of war. We exert, every individual is asked to except himself or herself as much as possible in order to have more production—in the case of food it is even more so. We are asked to restrain ourselves. Those wh oremember the periods of the First and the Second World Wars will remember that we were forced to limit our consumption of various commodities on account of the exigencies of war.

Then, Sir, we are asked to adjust ourselves and our mind to the prevailing distress. I will say that if you really mean business, if you really think that you are going to serve your people in this acute condition of food distress, you should try and ask the people to exert themselves, to restrain themselves as far as is possible and adjust themselves to the circumstances as they arise. If it is necessary to restrain the quantity of rice taken and to take more wheat, they should do it. If it is necessary to produce a little more before the working of small and big irrigation projects have shown any result, they should do so. If we want to prevent death and starvation, then all of us must agree to help the people in trying to help themselves.

Sir, what is the formula that is given to us? The formula is that let us procure in the open market. I want honourable members to consider for one moment what it means. The total production is, let us say, X quantity and not more. If every grain is procured in the market, then the total will fall short of the requirements of the State by nearly 10 lakh tons. How do you relieve the position But, on the other hand, the moment you speak about procurement on a large scale without necessarily introducing control and restraint, you are bound to increase the price and you will fail in your objective. That is our point of view. Other people may not agree—it does not matter. But we have got to act according to our judgment and whatever we feel is correct.

Then, we are told, let us import from abroad. But what are the conditions? It has been said over and over again in the F. A. O. and other places, where the international consumption of rice and the international production of rice have been discussed, that the total need of the world today for rice is much more than what is produced in the world All the countries of the world to whom approaches have been made for giving rice could only agree to a very restricted quantity of rice being exported. Apart from the question of dollar exchange or foreign exchange, the question is that production is less. Therefore, what are we to do? Should we sit with folded hands and ask that Heaven should help us or get more imports from abroad or should we not do something to help ourselves? That is exactly what has been suggested in this scheme. It is not that we think that what has been suggested in the scheme is the optimum—it may be the minimum. But the minimum is better than nothing. Therefore, the question is to what extent can we ask the people to gird up their loins and take up the job of helping themselves.

Sir, it has been suggested that the Irrigation Department promised so many things and although small and big irrigation schemes have been put in, production has not increased. It would not be correct to say that production has not increased. Compare the figures of 1948 with those of 1956 or 1957 and you will find that production has increased. But while production has increased, let us say, by 28 percent., that total population has increased by 22 per cent. Therefore, you have got to think in terms of the reality of the situation.

Then, we have often found that an agriculturist who has been given irrigation facilities is not prepared to accept those facilities for the purpose of increasing the production or having double cropping or having a rabi crop in addition to the kharif crop. He has to be trained for it. An average cultivator is not very willing to exert himself for six or seven or eight months in the year unless it is explained to him what difference it would make to himself and to the State as such if he took to double cropping. We are trying to do it in many cases, but we have not been able to succeed. Take the question of seeds, take the question of manure and fertilisers. They have been distributed in many places, but in many cases the distribution has been such that it has left much to be desired. I do not for a

moment say that the method of supply of seeds and manure or implements, etc. is the best. We are trying to get it rectified as far as possible. We know the human nature and a lot of loopholes has got to be plugged. But, at the same time, the method must be the same, viz. that mere supply of more fertiliser to some area will not do, but this will have to be coupled with the active participation of the people with the projects in hand.

Sir, I do not want to take any more time of the House, but I wish only to say this. Of course, there is one suggestion which is worth considering, viz. apart from the all-party committee at the centre, there should be district committees also. That may be considered and, I believe, when the meeting of the Central Committee takes place, this is one of the matters which might be very usefully discussed.

Sir, I plead with the members of the House not to take the food question as if it is a question in which one party is more interested than the other, as if it is a question where the members of one group are the saviours and the members of the other group are the perpetrators of crime. That is not so. I emphatically deny that it is so. After all, during the last ten years, we have gone through difficult periods. Many times it has been said that we have said something sometimes, but afterwards we had to say that that was not the correct statement. Sir, times without number we have been told in this House and outside that a famine is coming, so we should declare the famine, but we have managed to survive. In spite of fears and apprehensions in the minds of the people, we have managed to survive these ten years and, God willing, with the help of the people, we shall be able to survive in spite of the dark cloud that is hanging over us.

[12-15—12-25 p.m.]

Dr. Prafulla Chandra Ghose: Mr. Speaker, Sir, it is admitted on all sides that there is a severe food crisis in the country and when we first got the notice of a session of the Assembly I thought that the food matter, the refugee matter and the Language Commission Report would be seriously discussed but I did not get the Bills etc. before probably due to postal difficulties. After coming here when I got the Bills from the Secretary, to my utter amazement I found nothing of the kind and then at the request of the Opposition this Food Debate has come in the Assembly. That shows, Sir, the attitude of the Government towards this problem.

You know, Sir, on the 28th of November, there was a report in the Press about a statement of the Congress President, Shri U. N. Dhebar wherein he said that there would be famine in several parts of the country including West Bengal within a few months. Immediately, the next day, our Agriculture Minister who is a Doctor—probably he believes in the therapeutic value of hopeful prognosis—gave a statement to the Reporters of the Ananda Bazar Patrika that the situation is not so serious as the Congress President imagines. It seems, Sir, that there is Congress truth in what the Congress President says. He has been briefed by Congressmen. So we have the truth of a Congressman, another truth of the Congress Minister, Dr. R. Ahmed and when I read his speech this thing came to my mind. Unfortunately he is absent now, I do not know whether for illness or for some other reason he has not been able to come. When I read his speech the famous couplet of Gallib came to my mind—

"मुझे मालूम हैं जिन्नत की हकीकत लेकिन
दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा हैं"

I know the basis of this conception of Heaven, that means there is no basis, but for the sake of the pleasure of the heart if you want to imagine some Heaven, that is all right. It only reminded me of that

Then came the food statement of our friend the Food Minister, Shri P. C. Sen. He is an expert in giving statistics. He says, "I am allergic to statistics". I am proud that I am allergic to statistics which he presents to us. I have gone through the papers carefully, not once twice but thrice I have gone through them. He has given in the report that in the new area i.e. Purulia and Purnea, in a population of 14½ lakhs 3 lakh tons of food-stuff will be produced this year. That means there is a surplus Calculating per capita it comes to 5.6 maunds. 5.6 maunds of rice on an average is not consumed; taking even 1 lb. a day it comes to 4½ mds. So it is surplus. Everybody knows that Purulia is high land and when there is drought the part of the country which is high land suffers most and the people of Purulia knows it very well. So, Sir, it is an exaggerated figure that he has given. I am really proud when I say that I am allergic to this kind of statistics. I would request my honourable friend the Food Minister not to give us this kind of statistics. Sir, I was reminded of one thing. When I read the statement I only thought this that just as even an ugly woman belongs to the 'fair sex', whatever a Minister may say he is honourable. That is what came to my mind. A common friend of ours—Shri Sen knows him very well—Kaloo Babu gave me a short story about statistics. There was a Magistrate in Burdwan District. He asked his Deputy Magistrate to give the statistics of cattle in the district within a week. The Senior Deputy Magistrate said it was very difficult to give statistics within 7 days. Then he said "No, no, you have to give. The Government wants it." Then of course the Deputy Magistrate managed to give the statistics. When the statistics was presented to the Magistrate, the Magistrate said "You see how efficient are my officers; they have presented the statistics." Then the Deputy Magistrate said "There is one mistake". The Magistrate asked "What is that mistake? The reply was "Two are to be added to the number—one is myself because I was instrumental in getting the statistics, another is yourself because you believe in these statistics." [Laughter from Opposition Benches]. Of course Sir, this story should not be taken too literally. In the statistics I find 28 per cent. increase in production, but Sir, what does the Central Government say? Shri Ajit Prasad Jain on the 3rd of December in the Lok Sabha debate said that the production in West Bengal is stationary. Where Andhra has produced 50 per cent more since 1952-53 the production in West Bengal has been more or less stationary. That is what Shri Ajit Prasad Jain has said. But here in Bengal our Minister says that they have produced 28 per cent. more. Whom are we to believe? There is Central Minister's truth, there is Provincial Minister's truth, there is Congress truth—probably our friends will say 'the relativity of truth'. That is what we are faced with. But merely saying this won't do. We must give concrete suggestions.

I thought, Sir, the Government would come out with some suggestions as to what they propose to do and it they do not do that I can assure you, Sir, they will be caught napping and a very serious situation will arise. Dr. Roy has said that "we have passed through many stages; every time you said this." But within the last few years I have never seen such a serious food situation in the country. Let us not be alarmist; at the same time let us not underrate it. Let us come with a concrete proposal.

Even if the Food Minister's statistics is correct, 12 lakh tons is the deficit. Even if you purchase this 12 lakh tons in wheat it will cost roughly about Rs 50 crores—I do not go to the third place of decimal—and the people have not got the capacity to pay because on account of failure of crop a large number of people will be absolutely unemployed. Therefore out of the 50 crores they will not be able to bear even 25 crores, the remaining 25 crores must be found in some way or other. I am against doles because doles degenerate the people. We must not convert the country into a country

of beggars. Once you convert them into beggars you will never get any work out of them. Therefore I am against giving doles but test relief work will have to be undertaken. If you do not provide money now, if you do not send money to the Magistrates beforehand, then the Magistrates will say although you have sanctioned the money no money has come and by the time the money comes the severity of the thing will be over and no test relief will have been undertaken.

[12-25—12-35 p.m.]

Therefore, I say, Sir, in these things we must concentrate and so the food advisory committee or whatever advisory committee is there, they should see at the lower level and at the higher level, they should all see that it is properly done. Sir, there should be excavation of all silted up tanks in West Bengal, because the big projects have been more or less a failure as far as irrigation is concerned. In spite of tall talks and heavy expenditure know that we are not getting full value from the Damodar Valley Corporation. As for Mayurakshi, my valued comrade, Sj. Mihirlal Chatterjee, tells me that only 200 acres are being irrigated for rabi crop. That means it has failed whatever may be the reasons. Therefore, we must concentrate more on minor irrigation schemes, that is re-excavation of all silted up irrigation tanks You must think out all kinds of possibilities for giving work and I would like our Food Minister to think He has said—produce bananas. I was amazed. If he planted banana tree, it requires at least fifteen to sixteen months to get the ripe banana. An elementary student of agriculture knows it We are faced with a serious food situation. If he would have said sweet potato I would have understood it. I know a little bit of agriculture and I have done it with my own hands and even now I do it. Therefore, I say you must concentrate on everything possible and you must give some work through cottage industries to the villagers and to the agriculturists. Unless you do that it will be of no help. My friend, Mr Bijoy Singh Nahar, was yesterday talking loud about the cottage industries and our self-sufficiency; but it is the Government's policy which has killed all cottage industries. You have given licence for a large number of hulling machines in West Bengal. You know that if hulling machines are permitted in hundreds and then you say dehusk in *dhekis* that is an absurdity. Some of my friends would say—if you ask the *dheki* people to do their work, then the hulling machines will be idle and others would say—if you give work to these people, then the *dheki* will remain idle. Therefore, I say there must be a demarcation of sphere whatever can be produced in cottages should not be produced by machines; but our capitalists can only compete with the poor widows. Therefore, they get hulling machines—oil mills at best the cotton textile machinery. But they cannot compete with the capitalists of Switzerland or America or Germany. In West Bengal there are many opportunities. You can have a big factory—dyestuff factory, coal-tar distillation factory and so on. You do not go to those big industries but to—rice mill, cotton mill and oil mill, i.e. you can compete with the poor widows and that is your capacity. Therefore, I say, Sir, unless you demarcate the sphere, cottage industries will never flourish. It will be something like, after cutting the root, pouring some water on the tree. That is why I request my friend Shri Bijoy Singh Nahar, to think about all these.

My friend, Sj. Ananda Gopal Mukherjee, had been saying "Oh, Oh' when there was this drought, only I was there and no one of opposition parties was anywhere to be seen. Sir, this is a sort of superiority complex and superiority complex is another name of inferiority complex. Therefore, I do not suffer from any complex—either superiority or inferiority. I know, Sir, as a result of the work of the Central and the Provincial Ministries.

are in this position. There is an ever-mounting national debt which ncreasing every year and there is the ever-diminishing sterling balance ich has come to 250 crores and we are living in a grand Moghul style. it is what you see in New Delhi where everything is in a grand Moghul le. They have brought this country in this way to the verge of utter a but still I would request everybody to cooperate with the Government avoiding this famine. Why? Because the people would die who are stly uneducated and they do not know anything. They are our country-a. Whosoever's fault it is—I know it is Government's fault—but still 'ould like my friends to sincerely co-operate with the Government but on iourable terms. I would ask the Government to present their cards before and I can assure them if they present their cards to us privately, not e word will go out. You must not think that we think you all as fools, ither you should think that you alone know everything. Therefore, I say, :. let us all together face the situation. I wish Dr. Roy a long life so it he might see that the country which has been brought to this position ring his time is again made proseperous and happy. Sir, during the First ve-Year Plan he says there has been an increase of 18 per cent. in the tional income but the prices of every commodity have gone up by 25 per it.—i.e., minus 7 per cent. Then taxation is additional. A Central vernment Minister once told me—I do not want to mention his name he told me in confidence—that this would be something minus. That the position, Sir. The First Five-Year Plan has failed. In the Second ve-Year Plan you may tax, tax and tax to the utmost capacity increasing e miseries of the people, but still you will find that it will also fail. r, West Bengal is faced with serious difficulties—not merely West Bengal t several parts of India also are faced with serious difficulties.

Sir, I may mention another thing in this connection. About these fficulties Provincial Governments have sent in reports and Shri Ajit Prosad in has sent an expert team to find out whether the Provincial Government ports are correct. It has been found that the reports are exaggerated in rtain parts—in Bihar and Uttar Pradesh. So experts over experts are amining things and then another expert will come. That is the position.

Now, Sir, about the re-excavation of tanks, construction of roads and her works, I may say that for the construction of roads earthwork must finished before monsoon. Metalled roads can be undertaken in rainy ason provided the earthwork is completed beforehand. Sir, great oblems are facing our country and let us all try to somehow tide over the ifficulties. I am not a victim of any slogan. A mere slogan of "nobody iould die" won't do. Shri Arun Ghosh, Secretary, Lok Sevak Sangha id an honourable member here have said that certain people have died of arvation in Purulia and they have sent this information in writing to me hich I shall send to my friend, Shri Prafulla Chandra Sen to verify but my quest to him would be not to send an ordinary expert for this. From this e find that starvation deaths have begun in Purulia. Therefore, mere ogan won't do. Everybody must be alert. We must do something so that e may answer not merely to our constituency, not merely to the Govern-ient, but we can answer to God above that we have done our duty by the ountry and by the nation, but to me it appears that we are not working a that manner. I was amazed and pained to see our lawyers quibbling over his word or that word in different bills. I thought we were living in an nreal world.

12-35—12-45 p.m.]

The real thing with which we are faced today is this. I say the food ituation is very grave. Let us together fight it out and let us not begin o recriminate each other now. I know full well that the present situation

is due to mismanagement and corruption in the administration all round. Sir, one of the Bihar Ministers, Shri Binodananda Jha, has said publicly that the Bihar Government in addition to the big irrigation schemes sanctioned lots of money for the minor irrigation schemes, but where are the tanks? "I do not see those tanks which are said to have been dug with the money taken from the Government. I do not see those tanks." That is what he said publicly. So I say, Sir, that we must see that these things do not happen: otherwise you may spend crores and crores, millions and millions—you may spend even the whole wealth of the Government of India—still nothing will happen. That is what I am afraid of. Therefore, let us not simply say in our complacence, "Oh everything is all right; there is no corruption". If you get some report of corruption, you go with it and when you go with it somebody tells you that he has found out that it is not correct. (Sj. Sisir Kumar Das: He will be promoted). Promoted or not, I do not know. They will say in the usual way that it is not so. So, I say Sir, that it is high time that we realised the gravity of the situation. Let us all realise that and in the local areas not merely the Congress people but the Congress people and other people in the Opposition should all work together to tide over this crisis. I tell you that in my whole life-time, I have never seen such a food crisis. When I go to the people and see them, everybody talks of that. Therefore, let us all face it together. Of course, in 1955 the Government said 'Oh, we have solved the food problem.' When the Weather God was favourable, then they said 'We have solved the food problem'. But when the Weather God is not favourable then they say 'Oh, what can we do? The Weather God is responsible. So, their policy is this 'Head I win, tail you lose' That is their policy. The credit is of the Government, but discredit is not of the Government. Sir, that is a dangerous tendency Government must be able to take the discredit also and Government must be able to say 'Yes, we did it in good faith. We went on with big irrigation schemes in good faith, but we have found them to be failure Let us now concentrate our efforts on some other thing.' It is no good saying 'Are we all fools?' We have never said you are all fools. You are foolish to a certain extent and intelligent to a certain extent. There is a story as regards the great Mathematician Sir Isaac Newton. He had two cats in his house and for the two cats, the great Mathematician had put two holes in his wall—one for the big cat and the other for the small cat. An ordinary man would laugh at it. But the great mathematician Sir Isaac Newton did it. Therefore, when Dr. Roy says 'Am I a fool?', I say he is foolish to a certain extent and intelligent to some other extent. That happens to everybody. It happened to Sir Issac Newton, the great mathematician and the great scientist—much greater than any of us here. Therefore, I say, let us not be dogmatic. Let us not make this assertion or that assertion. Let us work together for tiding over this present difficulty. I tell you I have never been weighed down with such fear and anxiety in my life as I am today with the present food situation in the country. Sir, the food situation is grave. Let us all fight it together and solve the problem to the satisfaction of the people. Sir, with these words I resume my seat.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আজকে যদিও বিরোধীপক্ষের কয়েকজন বন্ধু এই ডিবেট সোমবার পর্যন্ত চালাবার জন্য বলেছিলেন, কিন্তু আমি এই বিতর্কে এমন কিছু শুনতে পাই নি যাতে এই ডিবেট আরও বেশিক্ষণ চালান যেতে পারে। যার যা বলবার ছিল, তা সবই বলা হয়ে গেছে, এখন আর বিশেষ কিছু তাদের বলবার নাই। বিরোধীদলের মাননীয় নেতা জ্যোতি বসু মহাশয় আজকের বিতর্ক যখন আরম্ভ করেন, তখন বেশ মৃদুভাবে ভালভাবে আরম্ভ করেছিলেন। কারণ আমার স্টেটমেন্ট করবার পর তাঁর আর বেশি কিছু বলবার ছিল না। তিনি তাই বললেন—অবশ্য এতদিন পরে খাদ্যমন্ত্রিমহাশয় আমাদের যা সত্যিকারের

তা স্বীকার করেছেন ব'লে সুখী হয়েছি। আমরা যখন যা হয় তখন তা স্বীকার ক'রে থাকি। যখন বেশি ঘাটতি হয়, তখন বেশি ঘাটতির কথা বলি। আবার যখন কম ঘাটতি হয়, তখন সেই কম ঘাটতির কথা বলি। যখন বিরোধী দলের নেতা ঠিক করলেন আমরা ঘাটতির কথা স্বীকার ক'রে নিয়েছি তখন আর তাঁর বেশি বক্তৃতা দিয়ে কি হবে! তবুও অবশ্য তিনি কতকগুলি কথা বলেছেন, তার আমি বেশি আলোচনা করব না, অল্পই আলোচনা করব।

তিনি বলেছেন, আমরা আমাদের শস্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে পারি নাই। আমি আমার বিবৃতিতে অতি সহজভাবে দেখিয়ে দিয়েছি যে, খুব কম ক'রে হ'লেও আমাদের কৃষিমন্ত্রী ও কৃষিবিভাগ পশ্চিমবাংলায় চালের উৎপাদন অন্ততপক্ষে ৯ লক্ষ টন বাড়িয়েছেন। সেই হিসেব আমি অত্যন্ত সহজভাবে দিয়েছি। যদিও মাননীয় সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বললেন—"জীবনে তিনি এরকম দেখেন নাই"। বোধ হয় তিনি ১৯৪২-৪৩ সালের কথা ভুলে গেছেন। বিশেষ ক'রে ১৯৪৩ সালে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এত বড় দুর্ভিক্ষ বোধ হয় আমাদের জীবদ্দশায় আর ঘটে নাই।

Dr. Prafulla Chandra Ghosh:

তখন ত' জেলে ছিলাম—দেখি নাই।

Mr. Speaker: The courtesy that was shown to the other leaders should be shown to him also. No comments are necessary.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা দেখেছিলাম। খবরের কাগজে সব বেরুতো। যা হোক আমি এটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি, কোন জাগলারি ক'রে নয়, কোন ভুল তথ্য পরিবেশন ক'রেও নয়, যে ৯ লক্ষ টন খাদ্য বেড়েছে। মাননীয় সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মতে "এত বড় খারাপ অবস্থা কোনদিন ঘটে নাই"—তৎসত্ত্বেও ১০ লক্ষ টন বেশি উৎপাদন করেছে। আমি আরও দেখিয়েছি যে, স্বাধীনতার আগে গড়ে বার্ষিক উৎপাদন ছিল ৩২ লক্ষ টন। তারপর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হবার পাঁচ বছরে গড়ে ৩৪ লক্ষ টন উৎপাদন হয়েছে। তারপর পরিকল্পনার শেষে আমাদের পশ্চিমবাংলায় সেটা দাঁড়িয়েছে ৪২ লক্ষ টন। ওদিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমরা উৎপাদন বাড়িয়েছি।

মাননীয় ঘোষ মহাশয় বলেছেন—মন্ত্রীদের মধ্যে এক একজন এক এক রকম কথা বলেন। ডাঃ আমেদ বলেছেন—এত অবস্থা খারাপ নয়। আমি জানি না তিনি কি বলেছেন! তাঁর বিবৃতিতে স্বীকার করা হয়েছে ঘাটতির পরিমাণ ন্যূনপক্ষে ৮ লক্ষ টন হবে।

মাননীয় সদস্য ডাঃ ঘোষ পুরুলিয়ায় ৩ লক্ষ টন উৎপাদন হ'তে পারে কিনা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মাননীয় সদস্য ডাঃ ঘোষ জানেন, বাঁকুড়া ও বীরভূমে অভাব অনটন লেগেই আছে। বাঁকুড়া এক ফসলের দেশ হবার দরুন শুধুমাত্র ধান সেখানে হয় ; পাট হয় না, আলু হয় না বা অন্যান্য ফসল হয় না। তৎসত্ত্বেও বাঁকুড়া জেলার লোক পেটভরে খেতে পারে না ; বাঁকুড়া জেলার ধান-চাল অন্য জেলায় চলে যায়, এমনকি কলিকাতায়ও চলে আসে। ঠিক সেই রকমে মানভূম জেলাও খাদ্য বাড়তি জেলা, ধানই সেখানে একমাত্র ফসল। আমি হিসেবে দেখিয়েছি ৩ লক্ষ টন পুরুলিয়ায় হচ্ছে, সেখান থেকেও ধান-চাল ধানবাদ ও অন্যত্র চলে যায়। উনি যতই অ্যালার্জিক হোন না কেন আমাদের যে তথ্য ৩ লক্ষ টন তা থেকে হয়ত দু'-দশ হাজার মণের তফাত হতে পারে।

[12-45—12-55 p.m.]

কাজে কাজেই আমরা যে হিসাব দেখিয়েছি ৩ লক্ষ টন, উনি যতই অ্যালার্জিক হোন না কেন আমার তথ্যে ৩ লক্ষ টন—২।১০ হাজার এদিক-ওদিক হ'লেও ঠিক আছে। আমরা যে হিসাব দিয়েছি—এ আমার ফুড ডিপার্টমেন্টএর স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাইরেক্টরএর হিসাব নয়। আমি বিশেষ ক'রে জানি—যিনি আমাদের ফুড ডিপার্টমেন্টএর ডাইরেক্টর অব স্টাটিস্টিক্স, তিনি

অজানতে দক্ষ লোক—পশ্চিমবাংলায় যে স্টেট স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো আছে, তাঁরা যে হিসাব করেন, তা ঘরে বসে করেন না ; তাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হিসাব করেন। মাননীয় তাঁরা যোগ জানেন কেন্দ্র থেকে উড়িষ্যা ও বিহারে লোক পাঠান হয়েছিল অ্যাসেস করবার জন্য কত ধান হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে, পশ্চিমবাংলা সরকারের যেমন স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো আছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করার, অন্য প্রদেশে তা নেই।

মাননীয় সদস্য বিরোধীপক্ষের জ্যোতি বসু মহাশয় এখানে বলেছেন যে, আমাদের ইরিগেশন দ্বারা তেমন কিছু কাজ হয় নি। তা হ'লে এই ৯ লক্ষ টন বেড়েছে কি করে? নিশ্চয়ই কিছু কাজ হয়েছে। পূর্বে প্রতি বৎসর বাংলাদেশে বর্মা মুলুক থেকে গড়ে সাড়ে তিন লক্ষ মণ চা'ল আসত এবং আড়াই লক্ষ টন গম অন্যত্র থেকে আসত। তা ছাড়া এখন পশ্চিমবাংলায় ৩২ লক্ষের উপর আশ্রয়প্রার্থী ভাইবোনেরা এসেছে। সুতরাং লোকসংখ্যা বেড়েছে। মৃত্যুর হার কমেছে—সকলেই স্বীকার করবেন যে, জন্মের হার বেড়েছে—মৃত্যুর হার কমেছে। অর্থাৎ আজ লোকসংখ্যা দেশে বেড়েই চলেছে। তা সত্ত্বেও আমরা দেশে যতটা ভয় ক'রে থাকি এবং লোকের মনে যে আশঙ্কা হয়েছে সেইরকম খাদ্যের ঘাটতি হয় নি। মাননীয় সদস্য জ্যোতিবাবু মহাশয় বলেছেন যে, আমাদের এখানে নাকি এমন অনেক কিছু হয়, যাতে খাদ্যের উৎপাদন আমরা বাড়াতে পারছি না। আমাদের এখানে শতকরা ১৭ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা ছিল, সেটা বেড়ে এখন হয়েছে ৩১ ভাগ। মাননীয় সদস্যরা বলছেন শতকরা ১৪ ভাগ বাড়ে নি। কিন্তু শতকরা ৩১ ভাগ থেকে ১৭ ভাগ বাদ দিলে শতকরা ১৪ ভাগই বেড়েছে বলতে হবে।

Sj. Jyoti Basu:

ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানটা পড়েছেন কি? সেখানের ফিগারটা দেখুন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সে রিপোর্ট আমার কাছে আছে।

Mr. Speaker: No comments please from either side.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্যদের আমরা দুটো চার্ট দিয়েছি খাদ্যের। একজন সদস্য তাই নিয়ে সমালোচনা করেছেন। মাননীয় জ্যোতি বসু মহাশয় বলেছেন, তিন আনা কি ক'রে হ'ল? আমরা গম ছয় আনা করে দিচ্ছি এবং নয় আনা চা'লের দর দেওয়া হয়েছে। আমরা গরিব লোককে সরকার থেকে চা'ল সরবরাহ করব—কতটা করব সেটা পরে স্থির করব। যদি অর্ধেক চা'ল ও অর্ধেক গম দিই তা হ'লে ১৫.৩ আউন্সএর আমরা যে মূল্য দেখিয়েছি তা কম ক'রে দেখাই নি। ঠিক মূল্যই দিয়েছি এবং আমরা যে হিসেব দিয়েছি—একটি দ্রব্যের মূল্যও কম ক'রে দেখাই নি। একজন মাননীয় সদস্য বললেন, মহাশয়, ইংরেজের আমলে তারা গাছের পাতা দেখিয়ে দিত, আপনারাও কলা দেখাচ্ছেন। আমরা কলা দেখাই নিই আমরা চা'ল-ডা'ল দেখিয়েছি। আমরা সন্দেশ দেখাই নি। গরিবের যে খাদ্যের তালিকা আমরা দিয়েছি তাতে সন্দেশ রসগোল্লা আমরা দেখাই নি। একজন সদস্য বললেন, আট আনা মাথাপিছু, কি ক'রে খাবে? এদের জন্য যে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে, টেস্ট রিলিফ ব্যবস্থা করতে হবে। এগ্রিকালচারাল লোন দিতে হবে। একজন মাননীয় সদস্য তাঁর ওখানের লোকসংখ্যা গণনা ক'রে বললেন যে, আপনারা এত টাকা কৃষিঋণ দিয়েছেন—তাতে মাথাপিছু এত হয়। কিন্তু একটা জায়গায় যদি ১০০ জন লোক থাকে, তার মধ্যে একজন লোক যদি অভাবগ্রস্ত হয় এবং তাকে যদি একটা টাকা দেওয়া হয়, সেটাকে কি ১০০ দিয়ে ভাগ করতে হবে? অতএব জাগলারি যদি হয়, তা হ'লে এটাই হচ্ছে জাগলারি। মাননীয় সদস্যা শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা সেন, আমাদের রেশন কার্ড বিতরণে কংগ্রেসকর্মীর কেন সাহায্য নেওয়া হচ্ছে সে সম্বন্ধে বলেছেন। আমরা যার দরকার হবে তারই সাহায্য নেব। যিনি জানতে চেয়েছেন তাকে ডেপুটি মিনিস্টার করা হয় নি—আমাদের সহযোগিতা যিনি করবেন, তিনি

Communist Party, Praja Socialist Party, Forward Bloc, or Congress Party

যে পার্টিরই হোন না কেন, তার আমরা সাহায্য নেব। এতে মণিকুন্তলা সেন মহাশয়ার ক্ষুব্ধ হবার বা রাগ করবার কোন কারণ নেই। মাননীয় সদস্য হেমন্ত ঘোষাল মহাশয় তাঁদের অঞ্চলের কথায় বললেন যে, আমাদের স্ট্যাটিসটিকস্ ভুল—এবং তিনি বললেন—তিনি সমস্ত বাংলা জেলার খবর রাখেন এবং সে কি? না, মাত্র ৬টা গ্রামের মাত্র তিনি খবর রাখেন। অর্থাৎ ৩টা থানা বা ১০টা ইউনিয়নএর খবর ব'লে তিনি সমস্ত খবরই জানেন। তাতে ক'রে কত ঘাটতি হয় তিনি হিসাব করেছিলেন কিন্তু এটা জাগলারি না কি? আর আমাদের মেসিনারি আছে জানবার। কাজে কাজেই আজকে খাদ্যের ঘাটতি ১২ লক্ষ টন—৮ লাখ টন না ১৪ লাখ টন আমরা বলেছি—এটা আমাদের ফার্স্ট ফোরকাস্ট—প্রিলিমিনারি ফোরকাস্ট—প্রাথমিক হিসেব। প্রাথমিক হিসাবে আমরা বলেছি। আমাদের স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো ক্রপ কাটিংএর এক্সপেরিমেন্ট করলে তারপর তাঁরা পুরা হিসাব দেবেন। আমরা মিলিয়ে দেখব। প্রাথমিক হিসাব আমরা যা বলেছি—১২ লক্ষ টন, সেটা কমে ১০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে, না ১৪ লক্ষ টনে দাঁড়াবে—তার আগে আমরা বলতে পারব না, আন্দাজে বলতে পারব না। একটা থানা দেখে বলতে পারব না। একটা গ্রাম দেখে বলতে পারব না। এইরকম হিসাব যারা করে, তাদের চেয়ে লক্ষ গুণ ভাল আমাদের হিসাব। মাননীয় সদস্য শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষাল বললেন—তাঁর ওখান থেকে তিনি দেখে জেনেছেন যে, অনেক কম ফসল হবে। হতে পারে। ফসল ১২ লক্ষ টন কম হবে বা ১৪ লক্ষ টন কম হবে—এ নিয়ে তর্ক ক'রে, কলহ করে, ঝগড়া করে, দ্বন্দ্ব করে কোন লাভ নেই। আমাদের এই সমস্যার সমাধান কি ক'রে হবে? মাননীয় সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেছেন যে, দোষারোপ ক'রে কোন লাভ নেই। এই সংকটকে আমরা সকলে মিলে কি ক'রে উদ্ধার করব সেই কথা আলোচনা করা যাক। মাননীয় সদস্যরা যদি সে কথা আলোচনা করতেন, তা হ'লে বোধ হয় আমাকে এত কথা বলতে হ'ত না। ১২ লক্ষ টনই যদি হয় ঘাটতি তা হ'লে সেই ১২ লক্ষ টন সংগ্রহ করব কি করে? সংগ্রহ যদি করি, তার কতটা চা'ল হবে, কতটা গম হবে? চা'ল যে আজ জগতে বেশি নেই—পাওয়া যায় না, একথা মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন। বিরোধীদলের নেতা মহাশয় মাথা নেড়ে সম্মতি জানাচ্ছেন যে, চা'ল পাওয়া যাবে না। চা'ল যদি না পাওয়া যায়— তা হ'লে গম বেশি ক'রে খেতে হবে। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন, শ্রীযুত কুনার মহাশয়, যে, আমাদের দরকার হ'লে প্রোকিওরও করতে হবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমরা প্রোকিওর করব দরকার হলে। আমাদের এখানে প্রোকিওর ধান কাটা না হ'লে করা যায় না। শ্রীযুত জ্যোতি বসু মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে, ধান কাটার পর প্রোকিওর করতে হতে পারে।

Sj. Jyoti Basu:

মেসিনারি কোথায় প্রোকিওর করবার জন্য?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মেসিনারি আমাদের নিশ্চয়ই আছে—প্রোকিওর করবার জন্য। কি ক'রে, কি পদ্ধতিতে প্রোকিওর করা হবে সেটাই হচ্ছে বড় কথা। মাননীয় সদস্যরা জানেন আমরা সমস্ত জেলায় এখন কর্ডন অফ করেছি। সেখান থেকে বিনা অনুমতিতে আমরা চা'ল বা ধান আসতে দিচ্ছি না। ধান ত' আমরা একেবারেই দিচ্ছি না—চা'ল কিছু কিছু দিচ্ছি ঘাটতি এলাকায়। তার ফল আমরা দেখেছি—অত্যন্ত ভাল ফল হয়েছে—আমরা দেখেছি যে, চা'লের দর কমে গিয়েছে।

[12-55—1-8 p.m.]

তার ফল আমরা দেখেছি অত্যন্ত ভাল হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, চা'লের দর কমে গিয়েছে। পরশুর আগের দিন বীরভূম জেলা থেকে ধানকলের মালিকেরা এসেছিলেন, তাঁরা বলেছেন—আমাদের ওখানে সাড়ে তেইশ টাকা থেকে চা'লের দাম কমে সাড়ে একুশ টাকা হয়েছে। মাননীয় জ্যোতি বসু মহাশয় বলেছেন—চাষীরা দাম কম পাচ্ছে, যেসব চাষীরা কম ধান কাটে তারা বড় বড় চাষীরা নয়, কম দরে অনেক সময় বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। অবশ্য আজকে যদি গভর্নমেন্ট প্রোকিওর করেন, যা নাকি জানুয়ারির আগে হতে পারবে না—তখন সেইসমস্ত দরিদ্র কৃষক, মধ্যবিত্ত কৃষক গভর্নমেন্টকেই দেবে। প্রোকিওরমেন্ট সম্বন্ধে আলোচনা করতে

গলে দেখতে হয়—আমরা তিন কোটি লোক। এবং আমাদের প্রয়োজন প্রায় ৪৬ লক্ষ টন মোটামুটি হিসেবে। আমাদের হয় যদি ৩৪ লক্ষ টন তা হ'লে ১২ লক্ষ টনের ঘাটতি হবে। তার মধ্যে সহরের লোক কত খায় ভেবে দেখতে হবে। আমাদের লোকসংখ্যা ৩ কোটির মধ্যে সহরবাসীদের সংখ্যা হচ্ছে ৬০ লক্ষ। তা হ'লে পাঁচ ভাগের এক ভাগ সহরের অধিবাসীদের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে। আমাদের মোট যদি ৪৬ লক্ষ টনের প্রয়োজন হয় তার মধ্য থেকে সহরবাসীদের জন্য লাগবে ৯ লক্ষ টন। যদি ধরেন যে সহরের লোক সিরিয়াল কম খায় এবং সেই মোটা যদি আমরা ধরি তা হ'লে ৮ লক্ষ টন তাদের জন্য লাগবে। আমরা যদি প্রোকিওর করি তা হ'লে পোনে দ্' লক্ষ টনের বেশি প্রোকিওর করতে পারব না। এবং সেটাও করতে হবে এক একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে। যেমন ধরুন যেসমস্ত অঞ্চলে ফসল কম হয় কিম্বা যে এলেকার লোকের ক্রয়শক্তি কম, যথা বাঁকুড়া জেলা, একফসলা দেশ—সেখানে যদি ঘেরাও ক'রে রেখে দি এবং সেখান থেকে যদি ধান-চা'ল রপ্তানি করা নিষেধ করি তা হ'লে বাঁকুড়া জেলার লোকেরা যেখানে যে ফসল জন্মেছে তা অল্প দামে খেয়ে বাঁচতে পারবে, যদি কিছু ঘাটতি হয় তা গম খেয়ে চালাতে পারবে। আর যাদের ক্রয়শক্তি বাঁকুড়া থেকে বেশি, যেমন বর্ধমান জেলা, সেখানে কিছু বাড়তি থাকবে, কিছু উদ্বৃত্ত হবে, সেখানে আমরা প্রোকিওর করতে পারব। এবং সেখানে প্রোকিওর ক'রে তা কলকাতায় আনতে পারি বা অন্যান্য ঘাটতি জেলায় দিতে পারি। সাদা কথা, যদি প্রোকিওর করি তা হ'লে গ্রামের লোকের মুখের গ্রাস ত' কেড়ে আনতে পারব না। গ্রামের লোকের যা প্রয়োজন সেটা রেখে আনতে হবে। এইভাবে রেখে যদি আমরা আনি, তা হ'লে পোনে দু' লক্ষ টনের বেশি সংগ্রহ করতে পারব না। ১২ লক্ষ টন ঘাটতি থেকে পোনে দু' লক্ষ টন গেলে বাকি রইল সওয়া দশ লক্ষ টন। এই ঘাটতি কি ক'রে পূরণ হবে? গত বছর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা প্রায় সওয়া ছ লক্ষ থেকে সাড়ে ছ লক্ষ টন তণ্ডুলজাতীয় পদার্থ পেয়েছি চা'ল আর গম উভয় মিলিয়ে—তার মধ্যে চা'ল সওয়া লক্ষ টন আর গম পেয়েছি ৫ লক্ষ টন। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের লোক গম বেশি ক'রে খেয়েছে। এবারে আমাদের হিসেব মত ঘাটতি সওয়া দশ লক্ষ টনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে দেড় লক্ষ টনের বেশি চা'ল পাওয়া যাবে ব'লে মনে হয় না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার আগেই ঘোষণা করেছেন—তাঁরা বার্মা থেকে মাত্র ৫ লক্ষ টন চা'ল পাবেন। ভাগাভাগি করলে দেখা যায় বিহার এবং পশ্চিমবাংলাকে ৩ লক্ষ টনের বেশি দিতে পারবেন না। অর্ধেক যদি বিহার পায় আর অর্ধেক যদি পায় পশ্চিমবাংলা তা হ'লে দেড় লক্ষ টন আমরা পাচ্ছি। তা হ'লে ঘাটতি রইল পোনে ন' লক্ষ টন, সেটা সমস্তই গমের দ্বারা মেটাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁরা ঘোষণা করেছেন—চা'লের অসুবিধা আছে সত্য, কিন্তু গমের অসুবিধা নাই।

কাজে কাজেই, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনাকে বলতে চাই, খাদ্যের জন্য অ্যালার্মড হবার কোন কারণ নাই। হ'তে পারে, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে গম পাব বেশি, চা'ল পাব কম। সেইজন্য কোথায় কতটুকু গম দেব, কতটুকু চা'ল দেব, হিসেব না ক'রে এখন বলতে পারব না। সহরের লোককে কতটুকু চা'ল এবং কতটুকু গম আর গ্রামের লোককেই বা কতটুকু চা'ল, কতটুকু গম দেওয়া হবে সেটা আমরা যে ফুড কমিটি করছি, জেলায় জেলায় যে সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি করছি, সেখানে আমরা আলোচনা ক'রে ঠিক করব কোথায় কত গম কত চা'ল দেওয়া হবে। যেখানে লোক শুধু চা'ল খায়, শুধু চা'লই খেতে যারা অভ্যস্ত তাদের যদি জোর ক'রে গম খাওয়াতে যাই, সে কাজ ঠিক হবে না। কিন্তু এই কলকাতার মতন সহরে যদি চা'ল কম দিই, গম বেশি দিই, সেটা মেনে নিতে হবে, এতে যত অসুবিধাই হোক, লোকে যদি ক্রুদ্ধ হয়, আমরা সকলে মিলে তাদের বোঝাবো, বিরোধী দলের নেতাও বোঝাবেন, চা'ল যখন কম, কেন্দ্রীয় সরকার চা'ল বেশি দিতে পারবেন না, আর আমাদের উৎপাদন কম হয়েছে ব'লে প্রোকিওরও বেশি করতে পারব না, যদি চা'ল না পাওয়া যায় তখন গম খেতে হবে বই কি?

অনেক মাননীয় সদস্য বলেছেন আমাদের বেশি ক'রে দিতে হবে টেস্ট রিলিফের কাজ। মাননীয় ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় যা বলেছেন, তাঁর সঙ্গে আমি একমত। তিনি 'গ্রাটুইটাস ডোল' দেওয়া পছন্দ করেন না। আমরাও পছন্দ করি না। তবু অনেক সময় বাধ্য হয়ে

গ্রাটুইটাস ডোল' দিতে হয়। গ্রামে গ্রামে যখন হাহাকার ওঠে, যখন লোকে ভিক্ষা দিতে পারে না, দুর্ভিক্ষ মানেই তাই, তখন কানা খোঁড়া খঞ্জ, যারা কাজকর্ম করতে পারে না, মাননীয় ডাঃ ঘোষ মহাশয় নিশ্চয়ই তাদের দিতে বলবেন। তবে আমরা টেস্ট রিলিফের কাজই বেশি ক'রে করব খয়রাতি সাহায্য কম ক'রে দেব, এ বিষয়ে বিরোধী দলের সমস্ত বন্ধুর সংগে আমরা একমত। আর আমরা শুধু সাধারণ রাস্তার কাজই টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে করব না ছোট ছোট ইরিগেশনএর কাজও করাব। আমাদের দেশে প্রায় আড়াই হাজার তিন হাজার ছোট ছোট ইরিগেশন স্কীম সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের কৃষিবিভাগের দ্বারা সে কাজগুলির শতকরা ৭৫ ভাগ ব্যয় দিয়েছেন সরকার আর ২৫ ভাগ দিয়েছেন গ্রামের লোকেরা শ্রমে বা পয়সায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই জিনিসগুলি, সেই ছোট ছোট কাজগুলি যা হয়ে গিয়েছিল তা কেউ মেনটেন করল না। আমরা যদি গ্রামের লোকদের গিয়ে বোঝাতে পারি যে, যদি তোমরা এগুলি মেনটেন কর, তা হ'লে এগুলি চালু থাকবে। আমরা দেখেছি, প্রায়শই স্কীমগুলিতে এক বছর বা দু' বছর ভাল কাজ হয়, তার পরই বন্ধ হয়ে যায়। ছোট ছোট ৭ হাজার স্কীম আমাদের করতে হবে। এবং ঐ ৭ হাজার স্কীম যদি করি তা হ'লে লোকদের কাজ দিতে পারব এবং তাতে যে শুধু লোকেরই উপকার হবে তা নয় ভবিষ্যতে কিছু উৎপাদনও বাড়বে। তা ছাড়া উৎপাদনের দিক দিয়ে এমন অনেক জিনিস আছে যা নাকি একটু চেষ্টা করলে আমরা ভালভাবেই করতে পারব এবং অল্প সময়ের মধ্যে পারব। যেমন সুইট পটেটো চাষ করা— জাপানীরা যা নাকি ভালভাবে করেছে। বিরোধীদলের নেতা হাসছেন, কিন্তু আমরা জানি তারা এই ক'রে তাদের সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। তাদের এক এক একর জমিতে ২০০ মণ সুইট পটেটো হয়েছে এবং আমরা জুন মাসে সেটা লাগাতে পারি। মাননীয় ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ বলেছেন—পেঁপে করতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু আমরা জানি অনেক পেঁপে আছে যা নাকি ৬ মাসে হয়। অন্তত কাঁচা পেঁপেও তো পেতে পারি। ইতিমধ্যে আমাদের কৃষিবিভাগ এ নিয়ে আলোচনা করেছেন মালদহে 'চিনে' ব'লে একরকম খুব ছোট ছোট ফসল হয়, তা দিয়ে লোকেদের অন্তত একবেলার খোরাক হ'তে পারে কিনা—এইসব বিষয়গুলি আমরা আলোচনা ক'রে দেখতে পারি। কিন্তু আমরা যতই আলোচনা করি না কেন এবং সমস্যার সমাধান করতে গেলে বেশি ক'রে গম খেতে হবে। প্রোকিওরমেন্ট করতে আমরা গররাজি নই। স্টেটমেন্টএ আমি বলেছি নিশ্চয়ই আমরা প্রোকিওরমেন্ট করব এবং প্রথম পর্যায়ে হিসাবে সমস্ত জেলাগুলি কর্ডন ক'রে দিয়েছি যাতে প্রোকিওরমেন্টএর বাধা না হয়। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমার মনে হয় যে, শীঘ্রই এ সম্বন্ধে আমরা সম্মতি পাব এবং প্রোকিওরমেন্টএর কাজ জানুয়ারি মাস থেকে আরম্ভ করব। একজন মাননীয় সদস্য চিত্ত বসু কিংবা যতীন চক্রবর্তী মহাশয় বলেছেন যে, ১০ পারসেন্ট কেন ধরছেন, ৫ পারসেন্ট কেন ওয়েস্টেজ এবং সিডএর জন্য ধরা হচ্ছে না। ৫ পারসেন্ট যদি ধরতাম তা হ'লে আরও বেশি পাওয়া যেত, খুসী হতাম ; মনে হয় তিনি ব্র্যান্ডস কমিটি রিপোর্ট থেকে কোট করেছেন—সেই রিপোর্টএ তারা বলেছে ওয়েস্টেজ ৫ পারসেন্ট। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, ধান কাটবার সংগে সংগে যদি ঝাড়া হয়ে যায় তা হ'লে এত বেশি ময়েশ্চার যে, ১ পারসেন্টএর বেশি ২/৩ পারসেন্ট প্রায় হয়ে যায়। আমাদের সিডএর জন্য যেটা লাগে ব্র্যান্ড কমিটি সেটা হিসাব করে নি।

আমাদের একশ' একর জমিতে ১·৭৭ টন সীড লাগে। সেটা যদি আমরা হিসাব করি তা হ'লে এই ৫ পার্সেন্ট সীডের জন্য লাগে—কাজেই ৫ প্লাস ৫ পার্সেন্ট এই ১০ পার্সেন্ট লাগে। অবশ্য অন্যান্য দেশে তাঁরা আমাদের উল্টো কথা বলেন। তাঁরা বলেন ১০ পার্সেন্ট ধরেন কেন, সীড এবং ওয়েস্টেজের জন্য ১২½ পার্সেন্ট ধরতে হবে। অবশ্য ৫ পার্সেন্ট অত্যন্ত কম এবং ১২½ পারসেন্ট অত্যন্ত বেশী ব'লে আমরা তার মধ্যপথ ধ'রে ১০ পার্সেন্ট ধরি। ৫ পার্সেন্ট যদি বাদ যায়, তা হ'লে ত' ভালই হয়—আমাদের লোকেরা বেশি ক'রে খেতে পারবে। এই বিতর্কসভায় অনেকে সরকারের

সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলেছেন। আমি এই সঙ্কটের সময় সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করছি। তার জন্য প্রদেশে সকল দলের প্রতিনিধি নিয়ে আমরা একটা খাদ্য কমিটি গঠন করেছি, জেলাতে জেলাতে আমরা করব এবং আমি আশা করি যে, শুধু তর্ক না করে এই সঙ্কটের সময়ে সকলে মিলে এই সঙ্কট থেকে যাতে দেশ উদ্ধার হয় তার ব্যবস্থা করবেন।

Adjournment

The House was then adjourned at 1-8 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 9th December, 1957, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 9th December, 1957, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 206 Members.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

[3—3-10 p.m.]

[**Further Supplementary questions to unstarred question No. 29.**]

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন যে, লেবার অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল রায় দেবার পর বলেছেন যে, এইরকম কেস অল্পই আছে। যে কেসগুলি হয়েছে সেই কেসগুলির ব্যাপারে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে আপনি কোন পন্থা অবলম্বন করেছেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

১৯৫৭ সালে শ্রীনাথ টি এস্টেটএর একটা কেসএর রিপোর্ট এখানে আছে, the management has agreed to re-engage them and to consider their absence as leave without pay.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এ কেস ছাড়া আপনি কি বলবেন, কতগুলি কেস রয়েছে সেখানে, ওয়ার্কারদের রিইনস্টেট করার ব্যাপারে আপনি কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করেছেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

পূর্বেই বলেছি যে, সেই সমস্ত রিপোর্ট অনুসন্ধান করছি এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

প্রশ্ন হচ্ছে, পরে যে রিপোর্ট পেয়েছেন অর্থাৎ যে কেসগুলি জানেন, লেবার অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল রায় দেবার পর এবং আপনাদের মালিকদের জানাবার আগে—এর মাঝে যে কেসগুলি হয়েছে সেই ব্যাপারে আপনি কি করবেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এ সম্বন্ধে উত্তর দিয়েছি।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আপনার উত্তর পরিষ্কার হয় নি: কতগুলি কেস হয়েছে বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়া বলতে পারি না।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

প্রশ্ন হচ্ছে, রায় বেরোবার আগে এইরকম যতগুলি ফ্যাক্টরি থেকে তাদের বহিষ্কৃত করা হয়েছে তাদের রিইনস্টেট করার ব্যাপারে কোন কাজ করেছেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

১৯৫৭ সালের একটি খবর আমার কাছে আছে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

সেবার য়্যাপিলেট ট্রাইবুনালএর ১৯৫৭ সালের আগে সে রায় বেরিয়েছিল যে এই প্রথা বে-আইনী সেই সময় যেসমস্ত ওয়ার্কাররা ভিকটিমাইজ হয়েছিল তাদের রিইনস্টেট করার জন্য আপনারা মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করেছেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমরা মালিকপক্ষকে ডেকে বলে দিয়েছি যে এই প্রথা বে-আইনী।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এই বে-আইনী প্রথায় যারা ভিকটিমাইজ হয়েছে তাদের রিইনস্টেট করার কোন কার্যক্রম অবলম্বন করেছেন কি না?

The Hon'ble Abdus Sattar:

পূর্বেই বলেছি সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হচ্ছে, প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

টিস্টা ভ্যালির কোন কেস পেয়েছেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

না, পাইনি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

শ্রীনাথপুরের একটা ঘটনার কথা বলেছিলাম: ছয় মাস পূর্বে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল, সেই সম্পর্কে মন্ত্রীমহাশয় কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এ সম্পর্কে পূর্বেই বলেছি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে দুইরকমভাবে হতে পারে: বে-আইনী কাজ সাধারণ আইনের আশ্রয় নিয়ে হতে পারে।

Mr. Speaker: I would be interested to know from the honourable member under what section would he expect a Government to move.

কোন ধারা অনুসারে?

Sj. Jatindra Chandra Chakraborty: Section 29 of Industrial Disputes Act

অনুসারে সে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে, তাকে প্রসিকিউট করা যেতে পারে, তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

শ্রীনাথপুর সম্পর্কে ইতিপূর্বেই বলেছি। মাননীয় সদস্য যদি অনুগ্রহ করে শুনতেন তাহলে প্রশ্ন করার প্রয়োজন হত না।

The Management has agreed to re-engage them and to consider their absence as leave without pay.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন যে, যে-বিষয় মালিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, সেই বিষয় যদি তারা না মানে, অথাৎ য়্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালএর যে রায় সেই রায় যদি না মানে তাহলে কোন ধারা অনুসারে ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট য়্যাক্ট কিংবা সাধারণ প্রচলিত আইন অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে কি?

Mr. Speaker:

যদি কোন সাধারণ ধারা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ডিপার্টমেন্ট ফলো আপ করবে।

Dr. Ranendra Nath Sen:

এটা কি মন্ত্রীমহাশয় বলছেন, না আপনি বলছেন?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমি বলছি।

Dr. Ranendra Nath Sen:

আমরা প্রশ্ন করে থাকি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার জন্য——

Mr. Speaker: Mr. Sen, do not try to pull me up. I am telling you the reason. It is not necessary for a Minister to know the particular section of the law. He has his legal department. If one disregards a decision of a tribunal, then certainly he has to obtain legal advice and the legal department proceeds according to law.

Dr. Ranendra Nath Sen:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিষয় গভর্ণমেন্ট এ পর্যন্ত কোন কেস এমপ্লয়ারদের বিরুদ্ধে এনেছেন কি না?

Mr. Speaker: The question is disallowed.

Dr. Ranendra Nath Sen:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় একটা কেসএর কথা বলেছেন সেইজন্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে সে কেসএ এমপ্লয়ারকে প্রসিকিউট করার কি স্টেপ নেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

প্রশ্নকর্তা যদি ভালভাবে আমার কথা শুনতেন তাহলে আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন হত না। আমি পূর্বেই বলেছি—

The Management has agreed to re-engage them and to consider their absence as leave without pay.

Dr. Ranendra Nath Sen:

অন্য এইরকম ইনস্ট্যান্স আপনার দৃষ্টিতে আনবার পর আপনি স্টেপ নেবেন কি না?

The Hon'ble Abdus Sattar:

নিশ্চয়ই নেবো।

Mr. Speaker: I think that is a very categorical and forceful answer by Mr. Sattar.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

শ্রমিকদের ফিরিয়ে নেওয়া হল কিন্তু তাদের অনুপস্থিতির সময়ের জন্য লিভ উইদাউট পে করা হল। তারা বে-আইনীভাবে বহিস্কৃত হয়েছে তারজন্য তারা দায়ী নয়। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে বে-আইনী বহিস্কৃত করার জন্য কোথায় তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, না সেখানে তাদের লিভ উইদাউট পে করার কথা বলা হচ্ছে——

Mr. Speaker: You may say—does the Government propose to contact the employer so that instead of losing their pay they should get their pay. That is the suggestion.

The Hon'ble Abdus Sattar: This is the report we have got and we will further investigate into the matter.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

১৯শে অগাস্ট, ১৯৫৭ সালে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন তিস্তা ভ্যালির ৩১টা ফ্যামিলির বিষয়ে এনকোয়ারি করা হচ্ছে, সে এনকোয়ারি কি কম্প্লিট হয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

সে তথ্য আমার কাছে নাই; মাননীয় সদস্য পূর্বে যেমন চিঠি লিখেছিলেন ভবিষ্যতে আবার লিখলে সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া যাবে।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

১৮ই অক্টোবর, ১৯৫৭তে এসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার চিঠি দেন যে এর পরে আমাদের কিছু করবার নাই। তিনি রিপ্লাইতে যে চিঠি দিয়েছেন তাতে জিজ্ঞাসা করি সেই ইললিগ্যাল বিষয়ে আপনাদের কিছুই করবার নেই?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এ সম্পর্কে আমার অতিরিক্ত বলবার কিছু নেই।

Employment Exchange in Darjeeling district

30. (Admitted question No. 558.) **Sj. Bhadra Bahadur Hamal and Sj. Rama Shankar Prasad:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) how many Employment Exchanges are in operation in the district of Darjeeling at present;

(*b*) how many persons, both male and female, registered their names with the Employment Exchange of Darjeeling during 1954, 1955, 1956 and first half of 1957;

(*c*) how many of the applicants were—

(*i*) matriculates,

(*ii*) graduates,

(*iii*) engineers,

(*iv*) doctors,

(*v*) skilled workers,

(*vi*) semi-skilled and unskilled workers, and

(*vii*) others,

year by year, from 1954 to first half of 1957;

(*d*) how many of the applicants were—

(*i*) Nepali matriculates,

(*ii*) Nepali graduates,

(*iii*) Nepali engineers,

(*iv*) Nepali doctors,

(*v*) Nepali skilled workers,

(*vi*) Nepali unskilled workers, and

(*vii*) Nepali others;

(*e*) how many applicants got jobs through the Employment Exchanges of Darjeeling during the periods referred to above and how many of them are—

(*i*) matriculates,

(*ii*) graduates,

(*iii*) engineers,

(*iv*) doctors,

(*v*) skilled workers,

(*vi*) semi-skilled and unskilled workers, and

(*vii*) Nepalis; and

(*f*) total number of persons who are on the Live Register of the Darjeeling Exchanges up to June, 1957, and how many of them are—

(*i*) matriculates,

(*ii*) graduates,

(*iii*) engineers,

(*iv*) doctors,

(*v*) skilled workers,

(*vi*) semi-skilled and unskilled workers, and

(*vii*) Nepalis?

The Minister-in-charge of the Labour Department (the Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) One at Darjeeling Town.

(*b*) to (*f*) A statement is laid on the Table.

Statement referred to in reply to clauses (b) to (f) of unstarred question No. 30

	1954.	1955.	1956.	1957 (up to 30th June, 1957).
(*b*) Registrants with the Employment Exchange.	7,346	9,592	8,555	3,386
(*c*) (*i*) Matriculates	918	2,078	1,545	720
(*ii*) Graduates	42	79	154	65
(*iii*) Engineers	..	1	..	..
(*iv*) Doctors	1	10	9	2
(*v*) Skilled workers ..	376	490	298	145
(*vi*) Semi-skilled and unskilled workers.	5,951	6,834	6,495	2,424
(*vii*) Others	58	100	54	30
Total	7,346	9,592	8,555	3,386

(*d*) Figures in respect of Nepalis are not maintained separately but for the six months ending 30th June, 1957, figures in respect of them have been worked out and furnished below. It is not possible to work out such figures for the years 1954, 1955 and 1956.

	1957 (up to 30th June, 1957).
(*i*) Nepali matriculates	99
(*ii*) Nepali graduates	6
(*iii*) Nepali engineers	..
(*iv*) Nepali doctors	..
(*v*) Nepali skilled workers	56
(*vi*) Nepali unskilled workers	891
(*vii*) Nepali others	..
Total ..	1,052

(e) Figures in respect of Nepalis are not maintained separately but for the six months ending 30th June, 1957, figures in respect of them have been worked out and furnished below. It is not possible to work out such figures for the years 1954, 1955 and 1956.

	1954.	1955.	1956.	1957 (upto 30th June, 1957)
(i) Matriculates	49	148		
(ii) Graduates	5	75	10	1
(iii) Engineers	..	..	..	..
(iv) Doctors	..	1	..	2
(v) Skilled workers ..	18	21	28	6
(vi) Semi-skilled and unskilled workers.	1,161	559	556	69
(vii) Nepalis	..	..	..	103
Total ..	1,233	804	665	196

	Live Register as on 30th June, 1957.
(f) (i) Matriculates	1,252
(ii) Graduates	193
(iii) Engineers	..
(iv) Doctors	78
(v) Skilled workers	165
(vi) Semi-skilled and unskilled workers	2,271
(vii) Nepalis	1,296
Total	5,195

Employment Exchange at Kharagpur

31. (Admitted question No. 476.) **Sj. Narayan Chobey:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

(a) what is the number of people who had registered their names in the District Employment Exchange Office at Kharagpur in 1956-57;

(b) how many of them were sent to various establishments for employment in the same period;

(c) how many of them could actually secure jobs in 1956-57;

(d) how many refugees had registered their names and how many of them secured jobs in 1956-57; and

(e) what is the number of people whose names were registered in all the Employment Exchange Offices of West Bengal and how many of them could secure jobs during the said year?

The Hon'ble Abdus Sattar: (*a*) 5,645.

(*b*) 1,387.

(*c*) 240.

(*d*) 565 displaced persons registered their names and 85 were placed in jobs.

(*e*) During the year 1956-57, 169,077 persons registered their names in the various Employment Exchanges in West Bengal and 15,163 were placed in jobs.

Sj. Narayan Chobey:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন, ১,৩৮৭টা পাঠান হয়েছিল। তার ভিতর থেকে কি ডেকে পাঠান হয়েছিল?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়।

Sj. Narayan Chobey:

(সি)এর উত্তরে বলেছেন—

Only out of 5,645 registered 240 got employment.

তা থেকে রেলওয়ে কত নিয়েছে বলতে পারেন কি?

Mr. Speaker:

রেলের কোয়েশ্চেন এর ভিতর নেই।

Railway is a Central Subject.

Sj. Narayan Chobey:

কোয়েশ্চেনের যে জবাব দিয়েছেন তাতে বুঝতে পারি—

Only 240 could secure employment through the Employment Officer, Employment Exchange, Kharagpur, which is under the West Bengal Government.

The Hon'ble Abdus Sattar:

গভর্ণমেন্টের ভিতর ব্রেক আপ করা হয়েছে।

Sj. Narayan Chobey:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, জানেন যে মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টে

railway is the biggest employer.

এই রেলে যাতে আরও বেশী সংখ্যক নেওয়া হয় তার চেষ্টা করবেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমরা এখান থেকে লোকের নাম পেলে পাঠিয়ে দিই; করা না করা তাদের ইচ্ছা।

Sj. Narayan Chobey:

ওখানে যে এক মাসের মধ্যে এক হাজার লোক নেওয়া হবে—ঐ রেলের কারখানায়—তাতে আপনারা কি চেষ্টা করছেন?

that the employment must come through the Employment Exchange Office?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমার জানা নাই।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

এই যে (ই)-তে বলেছেন, পাঠিয়েছিলেন ১,০৮৭ জন আর র‌্যাকচুয়ালি এমপ্লয়েড ২৪০ জনকে। বাকী যারা রইল তাদের কি ব্যবস্থা হবে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমার কাজ ছিল পাঠান, পাঠিয়ে দিয়েছি, আমার অন্য কিছু করনীয় নাই।

Sj. Ajit Kumar Canguli:

এই যে ২৪০ জন চাকরী পেয়েছে—এ কি এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ অফিস-এর থ্রু-তে করা হয়েছে, না এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ অফিস করেছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এখান থেকে নাম পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তার মধ্যে থেকেই করা হয়।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

এই যে ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৬৯,০৭৭ জন রেজিস্টার্ড হয়েছে তার মধ্যে কত জন এমপ্লয়মেন্ট পেয়েছে? বাড়তি সম্পর্কে আপনাদের কি ব্যবস্থা আছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

বাড়তি সম্পর্কে আমরা চেষ্টা করছি কাজ দেবার জন্য।

Sj. Narayan Chobey:

প্রশ্নটা দয়া করে শুনুন। খড়গপুরে, মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সবচেয়ে লার্জ নাম্বার অব এমপ্লয়িজ বাস করে, এবং রেলওয়ে হল বিগেস্ট এমপ্লয়ার। সেজন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট কি চেষ্টা করবেন যে এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জের মাধ্যমে সেখানে যেন লোক নেওয়া হয়?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এ সম্পর্কে হাঁ, না, কিছুই বলা যায় না।

Number of Health Visitors and Dais in rural areas and their pay scales

32. (Admitted question No. 28.) **Sjkta. Manikuntala Sen:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) গ্রামাঞ্চলে সরকার-নিযুক্ত দাই ও হেল্থ ভিজিটারের সংখ্যা কত এবং তাহাদের বেতন ও ভাতা কত; এবং

(খ) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই সংখ্যা কত বাড়ানো হইয়াছে?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray):

(ক) হেল্থ ভিজিটার—২৪ জন।

দাই—২৮৭ জন।

হেল্থ ভিজিটারের বেতনের হার ও ভাতা—

(১) ৭৫৲—৫৲/২—১২৫৲ (অপরিবর্তিত) এবং মধ্যকালীন বৃদ্ধি ২৭৲, মাগ্গীভাতা ৪৫৲, নগদ ভাতা ৫৲।

(২) ১১০৲—৪৲—১৫০৲ (পরিবর্তিত) এবং মাগ্গীভাতা ৪৫৲, নগদ ভাতা ৫৲।

দাই-এর বেতন ও ভাতা—বেতন ৩৫, (নির্দিষ্ট), মধ্যকালীন বৃদ্ধি ১২, মাগগীভাতা ৩০, নগদ ভাতা ৫, এবং পাথেয় ১৫, ।

(খ) হেল্থ ভিজিটার—আরও ৮৪ জন।

দাই—আরও ৩৩০ জন।

Sjkta. Sudharani Dutta:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে হেলথ ভিজিটর আরও ৮৪ জন নেওয়া হবে, দাই ৩৩০ জন, তাহলে তাই কি এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার টার্গেট?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

এখন যা ধরা হয়েছে তা য়্যাকচুয়াল কিন্তু টার্গেট হ'ল ৪২৮ জন।

According to P. H. Orientation Institution Public Health

ওরিয়েন্টেশন-এর জন্য যেটা নূতন প্রণয়ন হয়েছে সেই অনুসারে ৪২৮ জন হবে, আর দাই হবে ১,২০০ জন।

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় 'হেলথ ভিজিটর'-এর সংখ্যা দিয়েছেন ২৪; আমার প্রশ্ন হ'ল এই যে হেলথ ভিজিটর ২৪ জন তারা কি থানা হেলথ সেন্টারের সঙ্গে য়্যাটাচড্, না অন্য কোন হসপিট্যালের বা হেলথ সেন্টারের সঙ্গে য়্যাটাচড্?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The Health Visitors are attached not only to thana health centres but they are attached to the subdivisional and also to district health centres.

Sj. Saroj Roy:

এই যে ২৪ জন দিয়েছেন এরা কে কোন্ জায়গায় আছে জানাবেন কি?

The Hon'ble Anath Bandhu Ray: I cannot tell you. I shall later find it out

Sjkta. Manikuntala Sen:

(ক)-এর উত্তরে যে দেওয়া হয়েছে ২৮৭ জন—এই ২৮৭ জনই কি প্রথম পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল, অথবা 'টার্গেট' থেকে কম সংখ্যক নিযুক্ত করা হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

আমি বললাম যে য়্যাকর্ডিং টু দি ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান ৮৪ জন হেলথ ভিজিটর, আর ৩৩০ জন দাই—এইটাই ধরা হয়েছিল।

Sjkta. Manikuntala Sen:

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—(ক)-এর জবাবে যে বলা হয়েছে "দাই ২৮৭ জন"—এই ২৮৭ কি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা, অথবা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল তার চেয়ে কম?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

এই যে প্রশ্নটা করা হয়েছে এর দুরকম অর্থ হতে পারে—(১) বাড়ান হয়েছে এইটে ধরা হয়েছে, না (২) কত বাড়ান হয়েছে। কোয়েশ্চেনটা একটু য়্যাম্বিগিউয়াস হয়েছে; কাজেই ধরতে হবে এখন যেটা হয়েছে সেইটা ২৪ জন আর ২৮৭ জন। আর যে কথা আমি বললাম—Public Health Orientation Institution

বেগুলো হবে সেগুলি হ'লে পর তখন হবে ৪২৮ জন আর ১,২০০ দাই।

Sjkta. Manikuntala Sen:

৪২৮ জন হবে—এই যে সংখ্যা ধরা হয়েছে তা কোন ভিত্তিতে,--থানা ভিত্তিতে, না ইউনিয়ন ভিত্তিতে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

ভিত্তি হচ্ছে এই যে আমাদের যে 'সেকেণ্ড প্ল্যান পিরিয়ড'-এ যেগুলি 'হেলথ ইউনিট' এবং 'সাব-সেন্টার' তৈরী হবে—তার সংগে সংগে করা হবে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট হসপিট্যাল ও সাবডিভিশনাল হসপিট্যাল, এবং সাম অব দি হেলথ সেন্টার্স যা আগে করা হয়েছিল সেইগুলি হবে ইউনিট। ইউনিট হয়ে গেলে হসপিট্যাল থাকবে না, বেড থাকবে না। ডিস্ট্রিক্ট হসপিট্যাল অ্যাণ্ড সাবডিভিশনাল হসপিট্যাল থাকবে, তার সংগে ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইউনিট অ্যাটাচড্ করা হবে—এইটাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

মন্ত্রীমহাশয় (খ)-এর উত্তরে বলেছেন ৩৩০ জন—অনেক দাই ট্রেনিং নিয়ে বসে আছে এদের নেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

হ্যাঁ, আছে, বরং আমাদের খুব কম সংখ্যক আছে, আমরা পাচ্ছি না, এখানে বলা হয়েছে; পার্সোনেল খুব কম তবে ট্রেনিং দিয়ে সেখানে লোক নেওয়া হবে।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

ট্রেনিং নিয়ে যারা বসে আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

তাদের সম্বন্ধে অনেকে একমত নন, প্রথমে যাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল, রিক্রুট করা হয়েছিল they are not at all efficient. It might be that some of those who were given training in the biginning were not found suitable nor efficient for the purpose.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

রিসেন্টলি অনিমা চক্রবর্তী, যিনি ফার্স্ট হয়েছেন, তিনি বসে আছেন।

[No reply]

Sj. Bhupal Chandra Panda:

কিভাবে ট্রেনিং হলে, কি মান হলে রিক্রুটমেন্ট করা হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

কি মান হলে হতে পারে সেটা অন্য প্রশ্ন—তার জন্য আলাদা প্রশ্ন করা দরকার।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি এই যে যারা ট্রেনিং নিয়ে বসে আছে, তাদের ট্রেনিং-এর পর কোন সার্টিফিকেট দেওয়া হয় কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

মাননীয় সদস্যমহাশয়কে বলব ট্রেনিং-এর পর পাশ করলে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় এটা নূতন কিছু কথা নয়, অভিনব কথা নয়।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

তাহলে পরীক্ষা করে যদি সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন—যারা পাশ করে বসে আছে—তারা মান অনুযায়ী হয় নি বলছেন, কোয়ালিফিকেসন ঠিকমত হয় নি বলে। তা হ'লে এই পরীক্ষাই বা কি, আর এই সার্টিফিকেট-এর মূল্যই বা কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

মাননীয় সদস্যমহাশয় একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার। তিনি জানেন যে আগে কি ভাবে দাই ট্রেনিং হোত কারণ যে জায়গায় তাঁর নিবাস সেখানে অনেক সময় দেখা গেছে যে দাই ধরে আনা হয়েছে, কারণ আগে ত খুবই অভাব ছিল সেইরকম অবস্থায় তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল। কাজেই তারা খুব ট্রেনড্ নয়, পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট পেয়েছে, এই পর্যন্ত।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

উনি বল্লেন স্যার, যে তারা পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে বসে আছে, কিন্তু মান অনুযায়ী হয়নি। তাহলে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব যাদের ছিল—সত্যই যদি তা মান অনুযায়ী না হয়ে থাকে তাহলে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব যাদের উপর ছিল তাদের কিছু না করে এদের কেন ভিকটিমাইজ করা হচ্ছে?

Mr. Speaker:

আগে যখন টোলে পড়ানো হোত তখন অর্থকরী বিদ্যা শেখানো হোত না—এ ত সবাই জানেন।

Tubewells sunk by Government in Bhagabanpur and Khejuri police-stations, Midnapore

33. (Admitted question No. 89.) **Sj. Basanta Kumar Panda:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) what is the number of existing tubewells which were sunk with the aid of the Government in the Bhagabanpur and Khejuri police-stations, Midnapore; and

(*b*) how many of them have been sunk from December, 1956, up to the end of March, 1957?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

(*a*).

Bhagabanpur police-station—109.

Khejuri police-station—95.

(*b*)

Bhagabanpur police-station—38.

Khejuri police-station—4.

Sj. Basanta Kumar Panda: Will the Hon'ble Minister be pleased to state the period of time during which these existing tube-wells had been sunk?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: That is given in the answer.

Sj. Basanta Kumar Panda: He has given the number. I have asked him about the period of time during which these tube-wells had been sunk.

Mr. Speaker: The period is already mentioned in the question.

Sj. Basanta Kumar Panda: That is in question (b) and not in question (a).

Mr. Speaker: Is not (b) linked up with (a)?

Sj. Basanta Kumar Panda: (b) is something different.

Mr. Speaker: Then, what do the words "how many of them" signify?

Sj. Basanta Kumar Panda: Very well, Sir. Excepting those tube-wells mentioned in answer (b), please give me the period of time during which the rest of the tube-wells were sunk.

Mr. Speaker: That question is disallowed, because for that notice is necessary. The question must arise and flow out of what is there. It must necessarily follow from the question.

Sj. Basanta Kumar Panda: Will the Hon'ble Minister be pleased to state the time from which the establishment of such tube-wells began?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The tube-wells have been sunk since the health project was taken up after Independence. These have gradually grown in number and the figure I am giving is the existing number of tube-wells which we have got in our State now.

Sj. Basanta Kumar Panda: Will the Hon'ble Minister be pleased to state why so many tube-wells had been sunk in Bhagwanpur within a period of three months?

Mr. Speaker: I will not allow this question: the answer that can be given is—because it was felt necessary.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, during the last few months, that is, from December, 1956 to March, 1957, 38 tube-wells had been sunk in Bhagwanpur police-station, and my question is who was the authority for sanctioning these tube-wells?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The machinery through which it is done is this. There is a local committee consisting of the District Magistrate, the Sadar Subdivisional Officer and the M.L.A.s and also prominent people of the place. Tube-wells are ordinarily sunk through this committee but in case of emergency only we sanction them directly from the Government.

Sj. Basanta Kumar Panda: Was there any emergency during this period other than the election?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: I can give the answer to the honourable member, through you, Sir. It is known to him best because he comes from that area, but we have not got in our record whether there was any occasion for an emergency or a thing like that for which there was necessity for tube-wells.

Sj. Basanta Kumar Panda: Was any application received from the people for the establishment of these tube-wells?

Mr. Speaker: Oral or in writing?

[No reply.]

Sjkta. Sudharani Dutta:

ভগবানপুর এবং খেজুরী থানায় ৫০টি টিউবওয়েল সরকার বিনা খরচে করেছিলেন এটা কি সত্য?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

আপনার সন্ধান ঠিকই।

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Difference of pay between Special Cadre Teachers and Primary School Teachers

***99.** (Admitted question No. *52.) **Sj. Gobardhan Pakray:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) একই প্রকার যোগ্যতার অধিকারী হইয়া "Special Cadre" প্রাথমিক শিক্ষক এবং স্কুল বোর্ড পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষকগণের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বেতনের বৈষম্য আছে কিনা; এবং

(খ) থাকিলে, তাহার কারণ কি?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

সাধারণ এবং "Special Cadre" প্রাথমিক শিক্ষকগণ সকলেই জেলা স্কুল বোর্ডের কর্মচারী। স্কুল বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষকগণের নির্দিষ্ট গুণবত্তা ম্যাট্রিকুলেশন অথবা স্কুল ফাইনেল পাশ। এই নিম্নতম গুণসম্পন্ন শিক্ষকগণ যে cadre-এর হউন না কেন, একই বেতন পান। যদি কোন ইন্টারমিডিয়েট বা উচ্চতর উপাধিধারী স্কুল বোর্ডের সাধারণ শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি ঐ পদের নির্ধারিত বেতনই পাইয়া থাকেন। বেকার-সমস্যার সমাধানে "Special Cadre"-এ কতিপয় আই-এ ও বি-এ পাশ লোক উচ্চতর বেতনে সাময়িকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই সব শিক্ষকগণকে এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Ramanuj Halder:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি কতদিন পূর্বে আই, এ, বি, এ, শিক্ষকদের নিযুক্ত করা হয়েছিল।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নোটিশ দিন।

Sj. Ramanuj Halder:

আমি জানতে চাচ্ছি কতদিন পূর্বে।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: It must be at different times. I ask for notice.

Sj. Ramanuj Halder:

এপর্যন্ত কতজনকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আই এ ৭৪০, আই এস-সি ২৭, বি এ ৬২৫, বি এস-সি ৪১৩; এম এ ২০, এম এস সি ১১ জন।

Sj. Durgapada Das:

এঁদের সেকেণ্ডারী স্কুল-এ দেওয়ার মত সেকেণ্ডারী স্কুল আছে তো?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নিশ্চয়ই আছে।

Governing Bodies of Secondary Schools

***100.** (Admitted question No. *121.) **Sj. Sunil Das:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) the number of Secondary Schools in West Bengal where the Governing Bodies of the Schools, as defined in the School Code, are functioning at present (May, 1957);

(*b*) the names of the Secondary Schools in West Bengal where the Governing Bodies have been superseded by the Board of Secondary Education;

(*c*) the duration of such supersession;

(*d*) the agency or authority which had taken up the function of the Governing Body after supersession in each case;

(*e*) cases pending before a Court of Law arising out of such supersession; and

(*f*) the number of cases, if any, where the Government intervened before supersession?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: (*a*) 1,612.

(*b*) to (*e*) A statement is laid on the Library Table.

(*f*) Nil.

Sj. Sunil Das: From reply (b) it appears from the statement laid on the Library table that different categories of agencies or authorities were there in place of the superseded committees. These authorities were sometimes administrators, sometimes joint administrators, sometimes *ad hoc* bodies——

Mr. Speaker: Mr. Das, put your question in a brief form.

Sj. Sunil Das: What are the different functions and responsibilities of the different categories of authorities or agencies which have taken up the administration of different schools after supersession of the managing committee?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: To manage well.

Sj. Sunil Das: At whose instance these authorities were appointed?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: At the instance of the Board of Secondary Education.

Sj. Sunil Das: Are they appointed for an unlimited period?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: No.

Sj. Sunil Das: Why no election was held in the case of Howrah Garh Bhowanipur Ramkrishna Institution which was superseded on 23rd December, 1951?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I want notice.

Sj. Sunil Das: Is it a fact that the superseded board sent a draft school code for the approval of the Education Directorate?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I want notice.

Sj. Sunil Das: Is it a fact that successive administrators of Secondary Board have sent draft constitution for the formation of managing committees for the approval of Education Directorate?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Not that I know of.

Sj. Sunil Das: Is it a fact that the present administrator sent a draft constitution of the managing committee as early as February, 1957, for the approval of the Education Directorate?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Not during my time.

Sj. Sunil Das: Is it a fact that the election of managing committee of the different secondary schools in West Bengal has not been held for the last 8 or 10 years in the absence of school code?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Not at all.

Sj. Sunil Das: What is the reason for not holding election?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Managing committees function under certain rules and the rules are there.

Sj. Sunil Das: Is it a fact that the board was about to reconstitute the Haranath High School of Baghbazar under instruction from the Director of Public Instruction when the Education Minister intervened and it could not be done?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: How does it arise?

Mr. Speaker: No. If you want a specific information then put another question.

Sj. Sunil Das: If the Hon'ble Minister wants notice, I shall give it.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Sir, the Hon'ble Minister replied a short while ago that it was not during his time. But is not the administration indivisible—whether it happened during his time or earlier?

Mr. Speaker: Yes, but the information is divisible. If you ask what happened during the time of the grandfather that is rather difficult to answer.

[3-40—3-50 p.m.]

Dr. Harendra Kumar Chattopadhyay: For my information through you, in future then any new Minister will say "it is not during my regime."

Mr. Speaker: You have been unable to understand what I said.

শুনুন, আপনাকে আমি বলি, আমি স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল ছিলাম ; এখন ৬০ বছর আগের কোন ঘটনার কথা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, যা তখনকার স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলএর সময় ঘটেছিল, তাহলে তৎক্ষণাৎ আমাকে বলতে হবে—আমাকে ঘটনাগুলি খুঁজে দেখতে হবে।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: I respectfully submit to you that the analogy is not quite right.

আপনি যা বললেন তা ঠিক আছে, কিন্তু উনি তা বলেন নি।

Mr. Speaker: I know you are right and I am wrong.

Sj. Sunil Das: About the question we are discussing, the continuity of the department must be maintained.

Mr. Speaker: I am repeatedly impressing upon you that the administration is one and indivisible. It takes no notice of a change of Ministers and officers and all concerned. But if you want to elicit an answer offhand, if it is during my time, I may be in a position to say straightaway but if you

want answer to a specific question of a particular time and if those facts did not occur during my time, naturally I will say "please give me notice and I will give you the answer."

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: He never said that he wanted notice.

Sj. Sunil Das: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether he or for that matter the Government received any representation from the guardians of Sishu Vidyapith and Girls' High School of Calcutta in November last regarding mismanagement of the school by the ex-President of the Committee?

Mr. Speaker: My last observation is also an answer to the supplementary.

Sj. Sunil Das: It may so happen that the reply might be in the list which the Hon'ble Minister has with him at the moment.

Mr. Speaker: If I may say so, you are throwing a feeler with the hope of getting an answer.

Sj. Sunil Das: I am not cross-examining the Minister. I am just asking the Minister regarding matters of urgent importance.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: This relates to 1,612 schools. Can it arise out of this question? If a separate question is given, I am prepared to answer.

Sj. Sunil Das: Does the Hon'ble Minister want me to put a separate question?

Mr. Speaker: Yes, he is asking for a fresh question.

Sj. Sunil Das: Will the Hon'ble Minister be pleased to state when new elections are going to be held of the Managing Committees throughout the State of West Bengal?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: The terms of the Managing Committees expire at different times. How can I say when they are going to end?

Sj. Sunil Das: Will the Hon'ble Minister be pleased to state when the re-elections will be held?

Mr. Speaker: Before disallowing your questions at random I may say that different Managing Committees come up at different points of time and they expire at different points of time.

Sj. Sunil Das: Let us have at least this answer from the Hon'ble Minister—when the superseded committees are going to be replaced by properly elected committees?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: So far as superseded committees are concerned, each one of these committees will have their election at different times. You cannot put in a question taking all the superseded committees together.

Sj. Sunil Das: Will the Hon'ble Minister please give us an idea at least when those schools which were superseded in 1951, 1952 and 1953 will have elections of their Managing Committees—there are not many schools?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Yes, there are many schools.

Sj. Sunil Das: Not more than 9 or 10 schools which were superseded in 1951, 1952 and 1953.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: No, much more; look at the statement.

Sj. Sunil Das: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether he is aware of any conflict between the Managing Committee and the Head Master of South Suburban Branch High School?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Sunil Das: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether he is aware that the Head Mistress of Kamala Girls' School—

Mr. Speaker: Question disallowed,

Howrah District Advisory Council of Social Education

***101.** (Admitted question No. *670.) **Sj. Tarapada Dey:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) what are the functions of the District Advisory Council of Social Education in the district of Howrah with regard to the Government development works in this respect;

(*b*) how is the Council formed;

(*c*) who are the members of the Council; and

(*d*) what are the development works done by Social Education Office since 1955?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: (*a*) The functions of the Howrah District Advisory Council of Social Education are to advise the District Social Education Officer on matters relating to the distribution of Government grants sanctioned to the various social education institutions such as Adult Education Centres, Night Schools, Public Libraries, Library Centres, Rural Libraries, Folk Recreational Institutions, etc.

(*b*) Statement "A" is laid on the Library Table.

(*c*) Statement "B" is laid on the Library Table.

(*d*) Statement "C" is laid on the Library Table.

Sj. Tarapada Dey:

এই যে Social Education Institution, Adult Education Centre, Night School, Public Library প্রভৃতি সরকার গ্রান্ট দেবার ব্যবস্থা করেছেন, এ বিষয়ের উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নিশ্চয়ই, উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারেই এই গ্রান্ট দেওয়া হচ্ছে।

Sj. Tarapada Dey:

এ সম্বন্ধে আপনাদের কি পরিকল্পনা আছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

সমস্ত জেলায় লাইব্রেরী স্থাপন করা, লাইব্রেরীর সাহায্য দেওয়া, অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টার, নাইট স্কুল স্থাপন করা এই সমস্তও ঐ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে।

Sj. Tarapada Dey:

কিভাবে এই সোস্যাল এডুকেসান ইনষ্টিটিউসানগুলি সরকারী স্বীকৃতিলাভ করে এবং কি কি সর্তের উপর ভিত্তি করে এই গ্রান্ট দেওয়া হয়?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

বর্তমানে কণ্ডিসান হচ্ছে এন. ই. এস. ব্লক যেখানে আছে, সেখানে এটা স্থাপন করতে হবে এবং যাঁরা এন. ই. এস. ব্লকে সেন্টার ওপেন করতে চান, তাঁরা দরখাস্ত করবেন। তারপর সরকার সেটা বিবেচনা করে দেখে যদি মনে করেন, ওখানে সোস্যাল এডুকেসান সেন্টার হওয়া উচিত, তাহলে সেখানে স্থাপিত হবে। তবে এ সম্বন্ধে কোন বাঁধা-ধরা রুলস্ কিছু নাই।

(এ ভয়েসঃ তাই বলুন।)

[3·50—4 p.m.]

Sj. Tarapada Dey:

আপনি এন.ই.এস, ব্লক-এর কথা বলেছেন কিন্তু এন.ই.এস. ব্লক যেখানে গঠন করা হয়নি সেখানকার অবস্থা কি হবে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

সেখানে যে সোস্যাল এডুকেসান সেন্টারগুলি হয়েছে সেগুলি শিক্ষা বিভাগ থেকে হয়েছে এবং বর্তমানে অন্য বিভাগ থেকে যে সোস্যাল এডুকেসান সেন্টার খোলা হচ্ছে সেগুলি এন.ই.এস. ব্লকগুলিতে খোলা হচ্ছে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

নাইট স্কুল, য়্যাডাল্ট এডুকেসান সেন্টার যেগুলি খোলার কথা হচ্ছে, তা কি কি সর্তে হবে তা ঠিক হয়নি কিন্তু কি কি কণ্ডিসান থাকলে পর এই সমস্ত নাইট স্কুল ও য়্যাডাল্ট এডুকেসান সেন্টারগুলি রেগুলারাইজ করা হয়?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এইগুলি সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট-এর ব্যাপার, তাঁরাই করবেন, আমার ডিপার্টমেন্ট-এর নয়।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এখানে বলেছেন যে শুধু এন.ই.এস. ব্লক-এর মাধ্যমে নাইট স্কুল, য়্যাডাল্ট এডুকেসান সেন্টার খোলা হবে। এর আগে অর্থাৎ ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান-এ গ্রামাঞ্চলে যেগুলি খোলা হয়েছে সেগুলি কি বন্ধ কোরে দেওয়া হবে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

বর্তমানে এন.ই.এস. ব্লক-এর মধ্যেই শুধু করবার পরিকল্পনা আছে এবং আগেকার কোনটাই বন্ধ করা হয়নি বা হবে না।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

গ্রামে আরো নূতন স্কুল খোলার বন্দোবস্ত হয়েছে কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এন.ই.এস. ব্লক-এর মধ্যে খোলা হবে।

Sj. Hare Krishna Konar:

সোস্যাল এডুকেসান ডিপার্টমেন্ট থেকে নাইট স্কুল-এ গ্রান্ট দেওয়া কি এই বৎসর বন্ধ করা হয়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

বন্ধ করার কোন হেতু নেই। দেওয়া হচ্ছে।

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি, মেমারীতে নাইট স্কুল-এর গ্রান্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং সোস্যাল এডুকেসান অফিসাররা আমাদের বলেছে যে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আপনি যদি জানেন তবে প্রশ্ন করছেন কেন?

Sj. Hare Krishna Konar:

আপনি আগে বলেছেন যে বন্ধ করা হয়নি।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আমার জানা নেই যে বন্ধ করা হয়েছে কারণ এটা আমার বিভাগের ব্যাপার নয় আপনারা এন.ই.এস. ব্লক-এর বিভাগীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে প্রশ্ন করুন।

Mr. Speaker:

উনি ত বলেছেন এটা তাঁর জানা নেই।

Sj. Hare Krishna Konar:

আমরা মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে কতকগুলি ইনফরমেশান জানতে চাই কিন্তু সেই ইনফরমেশান যদি রং হয় তাহলে কি করে হবে। আমাদের কাছে ডিস্ট্রিক্ট অফিসাররা বলেছেন এমন কি নাম চাইলেও বলতে পারি—যে নাইট স্কুল-এর গ্রান্ট বন্ধ করা হয়েছে সে নির্দেশ তাদের আছে অথচ উনি বলছেন বন্ধ করা হয়নি।

Mr. Speaker: It is quite possible that you have correct information with regard to a particular institution and it is equally possible that the Hon'ble Minister does not have such information. If he answers in that way, the first thing I would have done, if I were you, would be to write a letter to him saying, you answer in this way but here is a specific case.

Sj. Hare Krishna Konar:

আমি ইন্ডিভিজুয়াল কেস-এর কথা বলছি না। আমি বলছি এন.ই.এস. ব্লক-এর কমিটি মেম্বার ও এন.ই.এস. ব্লক-এর সোস্যাল এডুকেসান অফিসারদের কাছ থেকে জেনেছি যে জেনারালি বন্ধ করা হয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল কেস নয়।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এন.ই.এস. ব্লক-এর কর্তৃপক্ষ এটার উত্তর দিতে পারে এবং এটা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড-এর কাজ, আমি উত্তর দিতে পারি না।

Sj. Tarapada Dey:

স্টেটমেন্ট (এ)-তে আপনি বলেছেন যে সোস্যাল এডুকেসান কাউন্সিল গঠিত হবে। কিন্তু এই সোস্যাল এডুকেসান কাউন্সিল কি শুধু পল্লী-অঞ্চলেই গঠিত হবে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

সোস্যাল এডুকেসান কাউন্সিল আমার ডিপার্টমেন্ট-এর নয়, আমাকে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিতে পারবো না। এন.ই.এস. ব্লক-এর তত্ত্বাবধায়ক-বিভাগে প্রশ্ন করুন।

Sj. Tarapada Dey:

আপনি স্টেটমেন্ট (এ)-তে বলেছেন যে
Formation of Social Educational Council
যা করেছেন এটা কি শুধু পল্লী-অঞ্চলের জন্য করেছেন, না সমস্ত জেলার জন্য করেছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

ডিস্ট্রিক্ট য়্যাডভাইসারী কমিটি সমস্ত জেলা নিয়েই আছে।

Sj. Tarapada Dey:

এই কাউন্সিল-এ কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি নেবার ব্যবস্থা আছে কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নির্বাচন করবার কোন ব্যবস্থা নেই তবে নির্বাচিত প্রতিনিধি নেওয়া হয়, যেমন নেওয়া হয় ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ড-এর সদস্য।

Sj. Tarapada Dey:

আপনি য়্যাডভাইসারী কাউন্সিল গঠন সম্বন্ধে যেকথা বলেছেন
Five persons from headquarters
এই হেডকোয়ার্টার বলতে কি বুঝায়?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্স বলতে যা বুঝায়।

Sj. Tarapada Dey:

আপনার এই সোস্যাল এডুকেসান-এ নির্বাচিত প্রতিনিধি এম এল এ-দের কোন পরামর্শ চান কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নির্বাচন করতে গেলে কনস্টিটুয়েন্সি চাই, নির্বাচনের প্রথা চাই।

Sj. Tarapada Dey:

এম এল এ-দের নেওয়া হয় কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এম এল এ-দের নেওয়া হয়। অনেক ডিস্ট্রিক্ট কমিটিতে এম এল এ আছেন তবে প্রশ্নকর্তা আছেন কিনা জানি না।

Sj. Tarapada Dey:

হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট য়্যাডভাইসারী কাউন্সিল-এর যে লিস্ট দিয়েছেন স্টেটমেন্ট (বি)-তে তাতে কোন এম এল এ-র নাম নেই কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

না থাকতে পারে।

Sj. Tarapada Dey:

কেন নেই?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নোটিশ চাই।

Sj. Tarapada Dey:

সব জায়গাতে আছে হাওড়াতে নেই কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

সব জায়গাতে আছে বলিনি। এম এল এ নিতে কোন বাধা নেই। অনেক স্থানে আছেন বলেছি।

Sj. Tarapada Dey:

হাওড়া জেলায় কোন এম এল এ নেওয়া হয়নি কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নূতন প্রশ্ন করলে উত্তর দেবো।

Sj. Tarapada Dey:

হাওড়ায় কোন কংগ্রেস এম এল এ নেই এবং যাঁরা আছেন তাঁরা সব বিরোধীপক্ষের বলেই কি নেওয়া হয়নি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chowdhuri: First of all, I take objection to it—it is an imputation. Secondly, this District Advisory Council was formed before the election.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

একটু আগে আপনি বলেছেন যে, এন,ই,এস, ব্লক থেকে নাইট স্কুল, য়্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টার করা ঠিক হয়েছে। আগে পুরাণো যেগুলি আছে তাও চালু রাখা ঠিক হয়েছে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে শুধু এন,ই,এস, ব্লক করা হ'ল কেন কারণ জানাবেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এন,ই,এস, ব্লক শুধু গ্রামাঞ্চলেই হয়েছে।

Sj. Bankim Mukherjee: This is not a sufficient answer.

Mr. Speaker: Then put more questions.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আমি জানতে চাই এই সমস্ত অঞ্চল যেখানে এন ই এস ব্লক হয়েছে তাছাড়া শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামাঞ্চলে এন ই এস ব্লক হয়নি একথা সত্য তাই সে গ্রামগুলিকে বাদ দিলেন কেন?

Mr. Speaker: You will get your answer tomorrow. Question time over. Further supplementaries on this question held over.

[4—4-10 p.m.]

Point of Information

Sj. Bankim Mukherjee: Before you proceed to the day's business I want to draw the attention of the Labour Minister through you, Sir, to a serious situation. You may be aware that a jute enquiry committee has been set up by the Government of India to go into the matter of rationalisation and work load in jute mills. This committee has been set up in response to a tripartite conference recently held at Delhi and would consider the cases of the large number of jute workers retrenched recently. The committee view it with grave concern and so they request the Government of West Bengal to set up a jute enquiry committee so that they can try how best to solve it. Sir, this is a very serious matter and it cannot be dealt with through a short notice question. The Jute Enquiry Committee has come to a stalemate and the Labour Minister may give us some information tomorrow or day after. Some of the jute mill workers are going to be retrenched by the operation of double looms, etc., in Gouripur and Anglo-Indian Jute Mills in Barrackpore.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, let him furnish all these details to the Labour Commissioner.

Sj. Bankim Mukherjee: The point is that the enquiry committee do not agree to supply information. Without getting the findings of the committee no further rationalisation should be started.

Closing of platform Nos. 8 and 9 of the Howrah Station on 14th December, 1957.

Sj. Sisir Kumar Das: Sir, I want to draw your attention, the attention of the Ministry as well as of the members of the House to a matter of great public importance. On the 14th December there will be inaugural of the electric train service in the Howrah Station and on that occasion platform Nos. 8 and 9 will be closed. We are dispersing on the 13th and as such the members will go home on the 14th but if the platforms are closed it will be a great hardship to those who will go home through Howrah Station. It is a Saturday and as such at 4 o'clock—when the ceremony is to take place —there will be very heavy rush.

Mr. Speaker: Mr. Das, you know Delhi is the proper forum for it.

Sj. Sisir Kumar Das: This matter is happening in our State and in the fitness of things it should be discussed here. There is no bar to our discussing this matter.

Mr. Speaker: With great respect I should say that it is not a proper subject to be discussed here. You can ask the Bengal M.L.As. in Delhi to bring it in Parliament.

GOVERNMENT BILLS

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957, as referred back by the Council.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the amendment made by the Council in the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957, be taken into consideration.

Sir, the Council has made only one change and that is to be found underlined in clause 7. The original provision was that when an officer reviews a petition submitted by a person interested he shall have an opportunity of being heard. The Council has added that the officer must also record the reasons therefor. This is implicit in the Civil Procedure Code but the Council wants to make it more implicit.

The motion was then put and agreed to.

The question that the amendment made by the Council in the Bill, be agreed to, was put and agreed to.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill, 1957.

Mr. Speaker: We shall now take up the Preservation of Historical Monuments Bill.

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আজকে এই যে

West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill

এসেছে এইরকম একটা আইনের প্রয়োজনীয়তা আমরা বাংলাদেশে যথেষ্ট অনুভব করেছিলাম,

এবং সেইরকম একটা বিল আসার প্রয়োজনীয়তাও ছিল। এ দিক থেকে আমরা যেটা আশা করেছিলাম সেটা অবশ্য পূরণ হয় নি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে স্বদেশী সরকারের কাছ থেকে যে আইনগুলো এসেছে বা আসছে সেগুলো পুরাতন ব্রিটিশ আমলের আইন থেকে পরিবর্তিত ফরম-এ আসা উচিত ছিল কিন্তু তা হয়নি।

[4-10—4-20 p.m.]

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, আপনি যদি লক্ষ্য করে দেখেন তাহলে ১৯০৪ সালের যে আইনটা ছিল, বৃটিশ আমলের আইন, সেই আইনটা দেখে দেখে এই আইনটার প্রতিটি লাইন লেখা হয়েছে একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না, এরকম যে একটা আইন যেটা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে এই সম্পর্কে আমরা জানি বাংলাদেশে বহু মানুষ আছে যাদের এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলা যায় ইতিপূর্বে বহু সময় খবরের কাগজ মারফৎ, সভাসমিতি মারফৎ এবং সরকারের কাছে লেখাজোখা মারফৎ আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশে যে-সমস্ত ঐতিহাসিক জিনিষ আছে তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—সেগুলিকে পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন আছে, বা নানারকম যে ঐতিহাসিক পুস্তিকা বা পুরাণো জিনিষ আছে সেগুলি কি করে রক্ষা করা যায়, কি করে উদ্ধার করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে বা সরকারকে জানান হয়েছে। এগুলি জানা সত্বেও যে আইন সরকারের তরফ থেকে আনা হয়েছে সেই আইনে এইসমস্ত কাজ করার যে দায়িত্ব যেভাবে দেওয়া হয়েছে সেটা বৃটিশ আমলে যেভাবে করা হ'ত তাই হচ্ছে : কয়েকজন সরকারী কর্মচারীর উপর এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকুক আর নাই থাকুক এ বিষয়ে কোন লক্ষ্য রাখা হয়নি। একজন সরকারী কর্মচারীর উপর বিশেষ করে কমিশনার বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এইরকম যারা যারা শাসনব্যবস্থায় আছে, যাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই, এসব বিষয়ে লক্ষ্য না রেখেই তাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে—এটা হচ্ছে বিলের একটা বড় দুর্বলতা।

আর একটা জিনিষ হচ্ছে—বিলের ১৮।১৯ ধারা যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে সেখানে লক্ষ্য করা যাবে—ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের কার্যে যেখানে জড়িত সেই স্বার্থ বড় করে দেখা হয়েছে এটা বড় দুর্বলতা বিলের মধ্যে দেখছি। আশা করি, মন্ত্রীমহাশয় এখানে যে-সমস্ত য়্যামেণ্ডমেণ্ট এসেছে সেগুলি বিবেচনা করবেন। বিলের যে খসড়া এসেছে তাতে এই উপকার হয়েছে যে, এইরকম একটা বিল এসেছে বলেই এইসমস্ত য়্যামেণ্ডমেন্ট দেওয়ার সুযোগ হয়েছে। বিল না এলে এইসমস্ত য়্যামেণ্ডমেন্ট দেওয়ার সুযোগ হ'ত না। এখানে একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে ৫৮ নম্বর য়্যামেণ্ডমেন্ট যেটা গণেশবাবু দিয়েছেন এটা যদি লক্ষ্য করা যায় ভাল করে তাহলে দেখা যাবে যে এই য়্যামেণ্ডমেন্ট গ্রহণ করলে পর আইনের পুরাণো চরিত্র সেটাকে কিছুটা বদলান যেতে পারে। এখানে কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ লোকের নাম আছে এবং মন্ত্রীমহাশয় যদি ভাল মনে করেন তো এটা নিয়ে নিতে পারেন এবং এরকম বিশেষজ্ঞদের হাতে যদি এই জিনিষের ভার দেওয়া যায় তাহলে বিলের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। এখানে উদাহরণস্বরূপ আপনার সামনে রাখতে চাই, একথা পূর্বেও আলোচনা হয়েছে যে, যে-কোন দেশের সাধারণ মানুষের কাছে এই আইন যথেষ্ট কাম্য কারণ তাদের জাতীয় গৌরব পুরাণো তথ্য যদি কোন জাতি পায় তাহলে সেইসমস্ত জিনিষ সে জাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে।

এই সূত্রে একটা কথা জানানো দরকার স্পীকারমহাশয়, যে আমরা কিছু কিছু রেকর্ড বৃটিশ পিরিয়াডের বিশেষ বিশেষ অঞ্চল সম্পর্কে দেখেছি, আমরা জানি যে তাতে বহু মিথ্যা জিনিষ আছে। যেমন একটা তথ্য সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করতে পারি যে মেদিনীপুর জেলার একটা অঞ্চল এবং সমগ্র বাঁকুড়া জেলা সম্পর্কে বৃটিশ পিরিয়াডের যে-সমস্ত রেকর্ড আছে তাতে একটা জায়গায় দেখেছিলাম যে, সমস্ত জঙ্গল অঞ্চল বৃটিশ পিরিয়াডের রেকর্ডে লিপিবদ্ধ আছে জঙ্গল-মহল বলে—সেখানে এইরকম মিথ্যা কথা লিপিবদ্ধ আছে যে এইসমস্ত জায়গায় পুরাতন সভ্যতার কোন বিকাশ কখনও হয় নি। এইসমস্ত জিনিস যখন পড়তাম তখন নিজেদের খুব খারাপ লাগতো। মন্ত্রীমহাশয় বোধ হয় জানেন যে বহুদিন আগে খবরের

কাগজে আমরা এইসমস্ত জিনিষ পেয়েছিলাম যে বাঁকুড়া জেলায় রাণীবাঁধ থানায় সয়েনগড় বলে যে মৌজা আছে সেখানে বহু মূল্যবান বহু প্রস্তর মূর্তি বিভিন্নস্থানে প্রোথিত ও ছড়ানো আছে। যাঁরা এইসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁরা বলেন যে ঐ জায়গায় ১½ হাজার থেকে ২ হাজার বছর পূর্বেকার সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। আজও সেখানে ৪ হাত উচ্চ বুদ্ধ মূর্তি এবং এইরকম বহু মূর্তি অবহেলিত হয়ে নদীর ধারে পড়ে আছে এবং বৃটীশ পিরিয়ডে আমরা জানি ২৫ থেকে ২৭ সালের মধ্যে যে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট বাঁকুড়ায় ছিলেন তিনি সেখান থেকে বহু মূর্তি চুরি ক'রে তাঁর দেশে নিয়ে গেছেন--এইরকম তথ্য পাওয়া যায়। এগুলিকে যদি রক্ষা করতে হয় তা হ'লে দেখতে হবে যে এগুলি সম্পর্কে ইন্টারেস্ট কারা নেবে। শুধু যদি সরকারী বিভাগের উপর এর ভার দিয়ে দেওয়া হয় তা হ'লে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে, সরকারী বিভাগ থেকে এইসমস্ত জিনিস সম্পর্কে ইন্টারেস্ট নিয়ে কাজ করা সম্ভব হবে না। আমরা জানি যে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় দেড় হাজার দু'হাজার বছরের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। যদি সেগুলি সম্পর্কে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রাখার কোন প্রভিসন এই বিলে থাকে তা হ'লে সেগুলি সরকারের গোচরে আসতে পারে। এই বিলটা যখন ক্লজ বাই ক্লজ আলোচনা হবে, যখন বিস্তৃতভাবে বলা হবে, তখন আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করব যে ১৯০৪ সালের যে বিল সেই বিলের দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে নতুন দৃষ্টি নিয়ে যাতে এই বিলের উদ্দেশ্য সাধন হয় তাই করুন। এই বিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ আছেন তাঁদের কাজের সুযোগসুবিধা যাতে দেওয়া হয় সেইরকম একটা ব্যবস্থা বিলে রাখুন।

Sj. Satindra Nath Basu:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাঙলাদেশের কীর্তি ও প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুগুলি পুনরুদ্ধার করবার জন্য এই যে প্রচেষ্টা এটা আমি সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গে এমন কোন জেলা নেই যেখানে এইসমস্ত কীর্তি নেই কিন্তু তার সংস্কারের ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয় নি। ইংরাজ রাজত্বে গুপ্ত পিরিয়ড থেকে আরম্ভ ক'রে যেসমস্ত গৌরব বাংলাদেশে ছিল সেগুলি পুনরুদ্ধার করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এই যে বিল আনা হয়েছে এই বিলকে আমি আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী বলেছেন যে, আমাদের সংবিধানের নিয়ম অনুসারে এটা আনা হয়েছে। ইউনিয়ন লিস্ট ৬৭ নম্বর--তাতে লেখা আছে--

"The Ancient Monuments Preservation Act, 1904, at present applies only to ancient historical monuments and records and archaeological sites and remains declared by or under the law made by Parliament to be of national importance."

তার পরে স্টেট লিস্ট, আইটেম নম্বর ১২তে লেখা আছে—

Libraries, Museums and other similar institutions controlled or financed by the State, ancient and historical monuments and records other than those declared by Parliament by law to be of national importance—

[4-20—4-30 p.m.]

সুতরাং এই অনুসারে সংবিধানের নতুন ধারা অনুসারে এবং স্টেট লেজিসলেচারএর ধারা অনুসারে এই পশ্চিমবঙ্গের পুরানো কীর্তি যা আছে, বিশেষ ক'রে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি নামে বিনয়লাল ঘোষ যে বইটা লিখেছেন—সে বইটা আমি পড়েছি—তাতে তিনি বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে পুরানো কীর্তির সন্ধান পেয়েছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বইতে উত্তরবঙ্গের কোন বিষয় উল্লেখ করেন নি। ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক এসম্বন্ধে যা লিখেছেন সেগুলি আমি পড়ে আশান্বিত হয়েছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রচেষ্টা সার্থক হোক এই কামনা করি এবং আমি আপনার মাধ্যমে আইনসভার প্রতিনিধিদের অনুরোধ জানাই যে, তাঁরা যদি তাঁদের জেলায় যেসব পুরানো কীর্তি ও সংস্কৃতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সেগুলি রক্ষার জন্য মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর সঙ্গে একযোগে চেষ্টা করেন তা হ'লে নিশ্চয়ই এই বিলের

উদ্দেশ্য সার্থক হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরানো কীর্তি আমরা সমুজ্জল করতে পারব। পশ্চিমবঙ্গ যে অচিরেই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য হবে সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি। যে জাতির অতীত নাই, তার ভবিষ্যতও নাই। আমাদের বড় অতীত আছে। এই অতীতের উদ্ধারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তার জন্য অভিনন্দন জানাই। আমি আপনার মাধ্যমে সকলকে অনুরোধ জানাই যে, তাঁরা যেন সহযোগিতা করেন। তা হ'লে যেসমস্ত পুরানো কীর্তি ধ্বংস হচ্ছে সেগুলি আমরা পুনরুজ্জীবিত করতে পারব। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে যা লিখে গিয়েছেন তা নিয়ে যদি গবেষণা করা যায় তা হ'লে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা সম্বন্ধে জানা যাবে। সেসব পুরানো কীর্তি ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা ক'রে উন্নতির মুখে, উৎকর্ষের মুখে নিয়ে যেতে পারব। এইকথা ব'লে আমি এই বিলকে পূর্ণ সমর্থন করি।

Sj. Gopal Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বিলের মূল উদ্দেশ্যকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি প্রথমে বলতে চাই যে, এটা আমাদের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা বিরাট অবদান হিসাবে আসবে। কিন্তু যেভাবে এই বিল আনা হচ্ছে তাতে আমার মনে হয় একটা সরকারী যন্ত্রে পরিণত হয়ে এর আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিক যেসমস্ত ব্যাপার আছে, অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাপার আছে সেগুলি গবেষণা ক'রে বিশ্লেষণ ক'রে উদ্ধার করা। সেজন্য গবেষকদের দরকার, বহুদর্শী লোকের দরকার। কিন্তু যে বিল এসেছে তার মধ্যে তার কোন ব্যবস্থা নাই। এজন্য আমি আশা করব সরকার এসম্পর্কে বিবেচনা করবেন, কেন না বহু দূরের কথা নয়, এই ২৪-পরগনায়, চন্দ্রকেতুগড়ে এমন সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্রাদি পাওয়া গিয়েছে যাতে ক'রে বাংলাদেশের সভ্যতা মৌর্য আমল থেকে টেনে আনা যায়। কিছুদিন আগে ২৪-পরগনার বারুইপুর অঞ্চলে যেসমস্ত জিনিসের নিদর্শন বেরিয়েছে তাতে অনুমিত হয় যে, এই সভ্যতা গ্রীসীয় ও রোমক সভ্যতার সঙ্গে জড়িত। এইসব জিনিস আবিষ্কারে যদি গবেষকদের উৎসাহিত করা যায় তা হ'লে বাংলার এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে। এ বিষয়ে গবেষকদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন এবং দক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মী প্রয়োজন। এ ছাড়াও আমাদের ২৪-পরগনার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম নিদর্শন রয়েছে, যেমন, রামপ্রসাদ, এবং তাঁর আগে চৈতন্যদেবের বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে। বাংলাদেশে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের রচয়িতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভিটা ও সংগ্রহশালা রয়েছে—এই সংগ্রহশালার জিনিসপত্র রক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। সরকারের কাছে আমার আবেদন এই যে, এইসমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র যেন সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্রের ভিটা ও সংগ্রহশালা অন্য দেশে হ'লে নিশ্চয়ই রক্ষা করা হ'ত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্যও চেষ্টা করা দরকার—এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি—আমি এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, যিনি স্বামী বিবেকানন্দেরও আগে ভারতের ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি ভারতের বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর স্মৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। রজনী গুপ্তের স্মৃতিরক্ষার্থে কাঁচড়াপাড়ায় একটা মনুমেন্ট করা হয়েছে, কিন্তু দেখাশুনার অভাবে সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যপূর্ণ মন্দিরগুলি ধ্বংসের মুখে। তাই সরকারের নিকট আমার আবেদন এইসমস্ত ঐতিহ্যপূর্ণ জিনিস যাতে উদ্ধার পায় তার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। এজন্য গবেষক ও বহুদর্শী দরকার।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে বিল এখানে উত্থাপন করা হয়েছে তাতে আমি আমার সমর্থন জানিয়ে অল্প কয়েকটা কথার মধ্যে আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব। বাংলাদেশের প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক যেসমস্ত জিনিস আজও আমাদের নজরে আসে নি সেগুলি বার করা এবং সেগুলিকে আমাদের নজরে এনে বাঁচিয়ে রাখা, এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও লুপ্ত গৌরব যার উপর এখন পর্যন্ত আলোকপাত করা হয়নি—এগুলি উদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি এই বিলটা করা হোত তাহলে এর প্রতি সকলেরই পূর্ণ সমর্থন থাকত। ছোট ছোট ব্যাপারে মতবিরোধ থাকা সম্ভব। বাংলাদেশের জলো

আবহাওয়া এবং পলিমাটি এইসব স্মৃতি সংরক্ষণের পক্ষে উপযোগী নয়। আজকে আমরা দেখছি এইসব পুরাণো স্মৃতিচিহ্নগুলি বিলুপ্তির পথে যাচ্ছে। আমাদের দেশে ইংরাজ আমলের কিছু কিছু জিনিষ রয়েছে যা প্রত্নতাত্ত্বিক ও সৌন্দর্যচর্চার দিক থেকে আমাদের গৌরবের বিষয়। এ-বিষয় যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহলে দেখা যাবে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে মেদিনীপুর জেলায় এমন কতকগুলি পুরাণো জিনিষ আছে যা অবজেক্টস অব স্পেশাল ইন্টারেষ্ট ব'লে পরিগণিত হবে। এইসব ঐতিহ্যসম্পন্ন সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

[4-30—4-40 p.m.]

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যে লিস্ট অব এনসিয়েন্ট মনুমেন্টস আমরা দেখেছি, আজও লাইব্রেরিতে যদি সেই লিস্ট ঘেঁটে দেখি, তা হলে দেখতে পাব ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে ও ১৭৭৯ খৃস্টাব্দে এর সেই সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয় উল্লেখ করা আছে, তখনকার সেই সমস্ত মন্দির, স্তূপ, বিহার-এর কথা উল্লেখ আছে। সেগুলি দীর্ঘদিনের অযত্নে ও আবহাওয়ার চাপে আজকে ধ্বংসের মুখে চলে গিয়েছে। ৬০।৭০ বছর আগে প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে একটা লিস্ট তৈরি হয়েছিল, তখনকার সেই লিস্ট-এর মধ্যে দেখা যায়, তার অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, বা ভেঙ্গে গিয়েছে। কিন্তু আজ ৭০ বছর পরে, আমরা নিজেরাই এ-সম্পর্কে আইন রচনা করছি এবং এই আইনের মধ্যে দিয়ে সে-সমস্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যপূর্ণ স্মৃতিচিহ্নকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি। ভারত সরকার ১৯০৪ সালে যে আইন পাশ করেছিলেন, সেই আইনের মাধ্যমে কোন কোন জায়গায় এইগুলি সংরক্ষণের চেষ্টা হলেও, আমরা আইনগতভাবে দেখতে পাচ্ছি বহু ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন যা বাংলাদেশের ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে, সেগুলি ঠিকভাবে ভারত সরকারের পক্ষে যত্ন নেওয়া সম্ভব হয়নি, এবং তার ফলে যেগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বা অর্ধ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলিকে নূতন করে গড়ে তোলবার এবং বাঁচিয়ে রাখবার ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

আজকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে যে-সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে, সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে, এবং যদি এগুলি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে প্রচুর অর্থ ব্যয় সরকারের পক্ষ থেকে দরকার আছে। যেগুলি অর্ধ-ভগ্ন অবস্থায় আছে, সেগুলিকে নূতন করে মেরামত করে খাড়া করা দরকার, এবং তারজন্য প্রচুর অর্থের যোগান দেওয়ার প্রয়োজন আছে; কিন্তু তা আমাদের বাংলাদেশের সরকারের পক্ষে যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সেই অর্থ চেয়ে নিয়ে এসে, আমাদের যে-সমস্ত পুরাতন ঐতিহ্য ও স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে, সেগুলিকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে বাংলাদেশের যে-সকল বৈশিষ্টপূর্ণ ঐতিহ্য ও স্মৃতিচিহ্ন আমরা দেখতে পাই এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে যে-সমস্ত চিহ্ন আমরা দেখি, তার সংগে পশ্চিমবাংলার এই প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়গুলির একটা বৈশিষ্টপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। মধ্যপ্রদেশে যে-সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন আমরা দেখি তার থেকে বাংলার মন্দির, স্তূপ, বিহার প্রভৃতি নানা জিনিষ যা আমাদের চোখে পড়ে, তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে। এই বৈশিষ্টকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি, তার কারণ পশ্চিমবাংলায় পাথরের অভাব ছিল। তবে, যে-সমস্ত স্থাপত্য-শিল্প গড়ে উঠেছিল সেগুলি অধিকাংশই প্রধানত খড় ও বাঁশ দিয়ে তৈরি, পলিমাটির উপর প্রতিষ্ঠিত হত বলে বৃষ্টির জলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে। আমরা এখানে রাজমহল এবং অন্যান্য পাহাড়ে——

[The member having reached his time-limit, resumed his seat]

The motion of Sj. Phakir Chandra Roy that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st of December, 1957, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta that the West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill, 1957, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clause 1.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that for clause 2(2), the following be substituted, namely:—

"(2) 'Commissioner' means an officer who shall be an archaeologist appointed by the Public Service Commission, and authorised by the State Government to perform the duties of a Commissioner under this Act;".

Sir, I also beg to move that in clause 2(3)(b), in lines 3 and 4, after the words "such monument" the words "or retaining its artistic value" be inserted.

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা আশা করেছিলাম এবার আমাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের কাছ থেকে যে আমরা যে-সমস্ত সমস্যার কথা তুলেছিলাম, সে-সম্বন্ধে একটা উত্তর পাবো। কিন্তু উনি নীরব হয়ে রয়েছেন, কোন জবাবই দিলেন না। আমাদের যে প্রস্তাব, সেটা আমরা ও'র কাছে রেখেছিলাম, সেগুলি ভাল কি ভাল নয়, তার দুর্বলতা যদি থাকে, তবে কেন সেগুলি গ্রহণ করা হ'ল না— সে সম্বন্ধে উনি একেবারে চুপ করে রয়েছেন, তার কোন জবাব দিলেন না।

Mr. Speaker:

কোনটার?

Sj. Ganesh Ghosh:

আমরা যে সাজেসসান দিয়েছিলাম। সাজেসসানটা হচ্ছে—যে এখানে একটা Archaeological Department of West Bengal করা হোক, এবং সেখানে একটা অ্যাডভাইসরী কমিটি কনসিসটিং অব এমিনেন্ট পার্সনসদের নিয়ে থাকবে।

Mr. Speaker:

বোধ হয়, উনি থার্ড রিডিং-এর সময় বলবেন। কাজেই এখন ক্লজগুলো হোক। You can speak all those in the third reading. Some of the members spoke extremely well on this particular Bill and I would rather suggest if you generally wish to discuss about the provisions of the Bill, do it during the third reading.

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, সেইজন্য যখন আমরা কিছু জানতে পারলাম না মিঃ দাসগুপ্তর কাছ থেকে, আমি ফর্মালি জানিয়ে রাখি। আমি বলতে চেয়েছি কমিশনার বলতে যাকে বলা হয়েছে he has been designated as an officer.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সেটা ত আপনার অ্যামেন্ডমেন্ট-এ আছে। আপনি আপনার অ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করলে, তখন বলবেন।

Sj. Ganesh Ghosh:

আমি য়্যামেণ্ডমেন্ট মুভ করে বলছি। সুতরাং এইসমস্ত ক্ষমতাগুলি, যেগুলি আগে হতে পারত, সেগুলি একজন কমিশনার-এর উপর না রেখে, একজন এফিসিয়েন্ট পার্সন, যিনি এই-সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ, তার হাতে রাখা উচিত। সুতরাং কমিশনার বলতে আমরা যা বুঝি, তাই বলতে চেয়েছি যে—

'Commissioner' means an officer who shall be an archaeologist appointed by the Public Service Commission, and authorised by the State Government to perform the duties of a Commissioner under this Act.

এবং কমিশনার বলতে উনি যা বলতে চাচ্ছেন, গভর্নমেন্ট থেকে যে সাজেশান এসেছে সেটা হচ্ছে

Commissioner includes any officer authorised by the State Government to perform the duties of a Commissioner under this Act.

এর মানে যেকোন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনারের কাজ করতে পারবেন উইদাউট হ্যাভিং এনি নলেজ অন দি সাবজেক্ট। তাই আমরা বলতে চাচ্ছি কমিশনার মানে একজন আরকিও-লজিস্ট হউন। এটা যদি উনি মেনে নিতে পারেন, তাহলে খুব ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার আর একটা য়্যামেণ্ডমেন্ট আছে

in clause (2), sub-section (b)

যেখানে বলা আছে

such portion of land adjoining the site of such monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument,

সেখানে আমি বলতে চাচ্ছি, শুধু প্রিজার্ভিং সাচ মনুমেণ্ট না বলে অর রিটেনিং ইট্‌স্ আর্টিসটিক ভ্যালু, এইটুকু য়্যাড করা উচিত। কারণ প্রিজার্ভিং বললে যেটুকু জমির প্রয়োজন হবে, আর আর্টিসটিক ভ্যালু বললে আরও বেশী জমির প্রয়োজন হবে; সেইজন্য এইটুকু য়্যাড করতে চাচ্ছি।

আমার আবার শেষ কথা, যিনি কমিশনার হবেন, তাঁকে পাবলিক সার্ভিস কমিশন য়্যাপয়েন্ট করবেন, কিন্তু, গভর্ণমেন্ট য়্যাপ্রুভড করবেন এমন একজন লোককে যিনি আর্কিওলজিস্ট হবেন। এইটাই আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে জানাতে চাই।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, গণেশবাবুর সাপোর্ট-এ আমি দু-একটা কথা বলতে চাই। কমিশনার য়্যাপয়েন্ট করতে হলে—

authorised by the State Government

হবে, এটা ঠিক সেই পুরাতন ইংরাজ আমলের মত। ইংরাজ আমলে একজন আই সি এস, তিনি কমিশনার অব ফিসারিজ থেকে আরম্ভ করে হাইকোর্ট জজ পর্যন্ত হতেন। সুতরাং গণেশবাবু যেকথা বলেছেন তিনি একজন আর্কিওলজিস্ট হলে পর ঠিক রাইট ম্যান ইন দি রাইট প্লেস-এ হয়। এই উদ্দেশ্যেই গণেশবাবু য়্যামেণ্ডমেন্ট দিয়েছেন এবং আমি এটা সমর্থন করছি। কমিশনার-এর পদে যিনি নিযুক্ত হবেন তিনি যেন একজন আর্কিওলজিস্ট হন। আমার অন্যান্য বক্তব্য বিষয় বিলের থার্ড রিডিং-এ বলবো।

Sir, I beg to move that in clause 2(3), in line 6, after the words "remains thereof" the words "or a particular site" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 2(4)(a), in line 4, after the words "or carving" the words "or any moveable sculpture or inscription" be inserted.

মিঃ স্পীকার, স্যার, গণেশবাবু যেটা বলেছেন, আমি সেটা আমার (৪)নং অ্যামেণ্ডমেন্ট-এ বলছি,—"এনি অফিসার"-এর জায়গায়
"any officer having expert knowledge"
করবার জন্য।

আর আমার (৫)নং অ্যামেণ্ডমেন্ট হচ্ছে, যেখানে লেখা আছে "রিমেনস দেয়ারঅব" তারপরে "অর এ পার্টিকুলার সাইট" এই কথাগুলি অ্যাড করতে বলছি। এটা রাখার একান্ত প্রয়োজন আছে, তা নাহলে সাইটটা বাদ পড়ে যাচ্ছে।

তারপর আমার (৯)নং হচ্ছে—যেখানে লেখা আছে "অর কার্ভিং" তার সঙ্গে
"or any moveable sculpture or inscription"
এইটা অ্যাড করে দিতে চাই,—যাতে একটা ওয়াইড এরিয়া হয় তারজন্য।

আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আমার অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি মেনে নেবেন।

[4-40—4-50 p.m.]

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that in clause 2(3), in line 7, for the word "association" the words "archaeological or artistic value" be substituted.

আমার এ্যামেণ্ডমেন্টটাতেই পরিষ্কারভাবে বলা আছে—সুতরাং এই নিয়ে আর বক্তৃতা দিতে চাই না।

Sj. Suhrid Mullick Chowdhury: Sir, I beg to move that in clause 2(4), in line 9, after the words "historical association" the words "or artistic value" be inserted.

এখানে আছে যে কথাটা, সেটা শুধু আছে—হিসটরিক্যাল অ্যাসোসিয়েসান। সেই সঙ্গে আমি আর্টিসটিক ভ্যালু—এটা অ্যাড করতে চাই। তার কারণ—এই সম্পর্কে এখানে যা বলা হয়েছে—হিসটরিক্যাল অ্যাসোসিয়েসান—সেটাকে ভালভাবে বুঝাতে গেলে এর সঙ্গে যদি এই আর্টিসটিক ভ্যালুটা যোগ করে দেওয়া যায় তাহলে জিনিষটা আরও ভাল হয়।

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that in clause 2(3)(b), line 1, for the word "adjoining" the word "surrounding" be substituted.

এখানে অ্যাডজয়েনিং যেটা আছে—সেটা তুলে দিয়ে সেখানে সারাউণ্ডিং করা হোক। কেন না ঐতিহাসিক জিনিসগুলিকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে তার কোন অংশ যাতে অন্য জমিতে না যায় সেটা দেখা উচিত। সেইজন্য আমি এই সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছি যে এর সংশ্লিষ্ট শুধু জমি নয়—তা ছাড়া আশেপাশে যে জমি আছে—সেগুলিও নেওয়া দরকার। সেইজন্য এই অ্যাডজয়েনিং প্লেস-এর বদলে আমি সংশোধনী দিয়েছি—সারাউণ্ডিং করা হোক। মন্ত্রী-মহাশয় লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে এর দ্বারা বিলটাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করা হচ্ছে—আশা করি, আমার এই সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করবেন।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Sir, regarding amendment 3, Sj. Ganesh Ghosh wants the Commissioner to be an Archaeologist appointed by the Public Service Commission. The function of the Commissioner in the Bill is purely of administrative nature. He would have appellate jurisdiction over the Collector's action under the Act. We have already under contemplation to set up a separate branch to be known as Archaeological Branch with the Director of Archaeology at its head who would be an expert in the line. The Commissioner and the Director of Archaeology

may be the same person or may not be the same person. The option will lie with the Government for it depends upon the availability of a suitable person or the volume of work that the Government would undertake under the new Act. The appointment of an officer should be regulated by the ordinary rules of recruitment and by normal procedure and not by making any provision in the Act. Moreover the Public Service Commission never makes any appointment but simply advises Government in the matter.

Regarding amendment No. 5 of Sj. Apurbalal Mazumdar I accept it.

Regarding amendments Nos. 6, 8 and 10, historical association includes archaeological value. The words "artistic value" are too elastic and by themselves indefinable. Moreover we have no power under the Constitution to legislate on "artistic value" as items in Lists I, II and III of the Constitution will show. Residuary powers of legislation lie with the Parliament and not with the State Government. We have no right to legislate. Artistic value means having historical association. If you carefully go through clause 2 you will find that the definitions of "historical monuments" and "historical objects" cover objects and monuments of artistic value having historical association.

Regarding amendment No. 8, "preservation" means keeping in tact its artistic value.

Regarding amendment No. 9 of Sj. Apurba Lal Mazumdar, he wants, after the word "carving" to add the words "or any moveable sculpture or inscription". Sub-section (b) covers the proposed item in the amendment.

With these words I oppose all the amendments except amendment No. 5 which I accept.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar, accepted by the Hon'ble Minister, that in clause 2(3), in line 6, after the words "remains thereof" the words "or a particular site" be inserted, was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I am putting the rest of the amendments to vote.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that for clause 2(2) the following be substituted, namely:—

> "(2) 'Commissioner' means an officer who shall be an archaeologist appointed by the Public Service Commission, and authorised by the State Government to perform the duties of a Commissioner under this Act;"

was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that in clause 2(3), in line 7, for the word "association" the words "archaeological or artistic value" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that in clause 2(3)(b), line 1, for the word "adjoining" the word "surrounding" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that in clause 2(3)(b), in lines 3 and 4 after the words "such monument" the words "or retaining its artistic value" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 2(4)(a), in line 4, after the words "or carving" the words "or any moveable sculpture or inscription" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Suhrid Mullick Chowdhury that in clause 2(4), in line 9, after the words "historical association" the words "or artistic value" be inserted was then put and lost.

The question that clause 2, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that after clause 3(1) the following be inserted, namely:—

"(1a) The Collector for the purpose of notification under sub-section (1) may inspect any place of historical importance causing a notice to be fixed up in a conspicuous place on or near the monument or site of historical importance".

মাননীয় স্পীকার মহোদয়—

Clause 3(1), says "The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare a historical monument to be a State-protected monument within the meaning of this Act."

সেখানে এই ক্লজএর পর এই ক্লজ লাগাতে চাই—

"The Collector for the purpose of notification under sub-section (1) may inspect any place of historical importance causing a notice to be fixed up in a conspicuous place on or near the monument or site of historical importance."

এটা অনেক সময় দরকার হবে কারণ যে-সমস্ত হিসটরিক্যাল ইম্পর্টান্ট জায়গায় যে-সমস্ত বিল্ডিং আছে—তাতে হয়ত কলেক্টরকে ঢুকে দেখতে হবে—সেইজন্য ভাল করে পরিদর্শন করার অধিকার কলেক্টর-এর থাকা দরকার। এই য়্যামেণ্ডমেন্ট গ্রহণ করলে কাজ সহজ হবে বলে মনে করি।

Sj. Sunil Das:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আমার এ্যামেন্ডমেন্টএর ভিতর দিয়ে—

Mr. Speaker: Mr. Das, if you look to line 3, of your amendment No. 13—"within fifteen days on the expiry of the period of one month's notice"—there is a grammatical error.

Sj. Sunil Das: It should be "within fifteen days of the expiry of the period of one month's notice".

Sir, I beg to move that in clause 3(3), in line 3, after the word "notification" the words "within fifteen days" be inserted.

[4-50—5 p.m.]

বিল-এ একমাসের নোটিশের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ক্লজ ৩-র সাব-সেকসান (৩)-তে বলা হয়েছে একমাসের নোটিশ দিতে হবে, তারমধ্যে অবজেকসান ফাইল করতে বলা হয়েছে। সেখানে আমি আমার য়্যামেণ্ডমেন্ট ১২-তে বলেছি—নোটিশ দেবার পর সাব-ক্লজ (৩) অনুসারে অন দি এক্সপায়ারী অব ওয়ান মান্থ অর্থাৎ একমাস পর গভর্নমেন্ট কনফার্ম করবেন। সেখানে আমি বলতে চাই আমার এই ১২নং য়্যামেণ্ডমেন্ট-এ গভর্নমেন্ট কতদিনে কনফার্ম করবেন, অবজেকশান যদি আসে তাহলে তা বিবেচনা করা, যদি না আসে, তাহলে ১৬ দিনের ভিতর গভর্নমেন্ট বিচার করে বলে দেবেন উত্থাপন করা হবে কি হবে না। এই হচ্ছে ১২নং।

আর ১৩নং আমার যে য়্যামেণ্ডমেন্ট রয়েছে তাতে আমি বলতে চাইছি—এই যে ক্লজ ৩(৪)-তে রয়েছে

A notification published under this section shall, unless and until it is withdrawn—

সেটা কত দিনের ভিতর? নিশ্চয়ই তার একটা সীমা থাকা দরকার। আনলেস ইট ইজ উইথড্রন এতে কোন নির্দিষ্ট সময় বোঝাচ্ছে না। সেইজন্য আমার য়্যামেণ্ডমেন্ট হচ্ছে নোটিশ যে দেওয়া হ'ল এই নোটিশ দেওয়ার একমাস পর, একমাস এক্সপায়ার করলেই ১৫ দিনের ভিতর বলে দিতে হবে উইথড্রন হবে কি হবে না। শুধু আনলেস ইট ইজ উইথড্রন বলাতে আনলিমিটেড পিরিয়ড বোঝায়। তা হতে পারে না, সেইজন্য আমি যোগ করতে চাইছি

unless it is withdrawn within 15 days.

এবং আমি আশা করি মন্ত্রীমহাশয় আমার য়্যামেণ্ডমেন্ট দুটি গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker: I think you should put in the word "of" to make a meaning.

Sj. Sunil Das: Yes, Sir, the word "of" should be substituted for the word "on" to read "unless it is withdrawn within fifteen days of the expiry of the period of one month's notice".

I beg to move that in clause 3(4), in line 2, for the words "unless and until it is withdrawn" the words "unless it is withdrawn within fifteen days of the expiry of the period of one month's notice" be substituted.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Sir, regarding amendment No. 11, in view of sub-section (2) there appears hardly any justification for a prior public on the spot enquiry into the material damage to the monument which may be inflicted by interested parties. As regards amendment Nos. 12 and 13, no time-limit can be fixed in the matter. It will be unwise to prescribe a definite date within which the objections filed would have to be considered and final decisions taken. Therefore, I oppose all the amendments.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that after clause 3(1), the following be inserted, namely:—

"(1a) The Collector for the purpose of notification under sub-section (1) may inspect any place of historical importance causing a notice to be fixed up in a conspicuous place on or near the monument or site of historical importance".

was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 3(3), in line 3, after the word "notification" the words "within fifteen days" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 3(4), in line 2, for the words "unless and until it is withdrawn" the words "unless it is withdrawn within fifteen days of the expiry of the period of one month's notice" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 4(1), in line 3, after the words "protected monument" the words "or any other site of historical importance" be inserted.

I also beg to move that in clause 4(2), in line 2, after the words "State-protected monument" the words "or any other site of historical importance" be inserted.

স্যার, ক্লজ ৪-এতে 'আমার ৩টি য়্যামেন্ডমেন্ট আছে। ক্লজ ২-এর উপর আমার ৫নং য়্যামেন্ডমেন্ট য়্যাকসেপ্টেড হয়েছে। সেইটা এখানেও যোগ করে দেওয়া দরকার। সেইজন্য বলছি প্রোটেক্টেড মন্যুমেন্ট-এর পরে

any other site of historical importance.

কথাগুলি যোগ করা দরকার এই হচ্ছে ১৪নং সংশোধনীর বক্তব্য। এবং আমার ১৫নং য়্যামেন্ডমেন্টেরও ঐ একই কথা

14 and 15 are the same

এ-দুটো একরকম কন্সিকোয়েনশিয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Regarding amendment No. 15 in view of the acceptance of amendment No. 5 proposed by the same member the proposal, I think, is redundant.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 4(1), in line 3, after the words "protected monument" the words "or any other site of historical importance," be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 4(2), in line 2, after the words "State-protected monument" the words "or any other site of historical importance" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 5.

Sj. Apurba Lal Majumdar: I beg to move that after clause 5(2)(i), the following be inserted, namely:—

"(j) any matter connected with the repairing and erection of the damaged and collapsed portion of the monument which is a proper subject of agreement between the owner and the State Government".

স্যার ক্লজ ৫(২)(জে)তে আমি শুধু এই যে যোগ করে দেবার জন্য অনুরোধ করছি

"any matter connected with the repairing and erection of the damaged and collapsed portion of the monument which is a proper subject of agreement between the owner and the State Government".

এটা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ না থাকলে ভবিষ্যতে অসুবিধা হতে পারে।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: The proposal is redundant in view of section 5(2)(a), read with section 2(5), definition of "maintenance".

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that after clause 5(2)(i), the following be inserted, namely:—

"(j) any matter connected with the repairing and erection of the damaged and collapsed portion of the monument which is a proper subject of agreement between the owner and the State Government",

was then put and lost.

The question that clause 5 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 6

The question that clause 6 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 7

Mr. Speaker: Amendments 23 and 24 are out of order.

The question that clause 7 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

New clause 7A

Sj. Apurba Lal Majumdar: I beg to move that after clause 7, the following new clause be inserted, namely:—

> "7A. If the Collector apprehends that the owner or occupier of a State-protected monument or any person intends to destroy, injure, alter, mutilate, deface, remove or disperse or to allow to fall into decay the State-protected monument or to build on near the site thereof the Collector may make an order prohibiting any such act."

আমার এই য়্যামেণ্ডমেন্ট অতি স্পষ্ট। ক্লজ ৭-এ যেখানে এনফোর্সমেন্ট অব এগ্রিমেন্ট বলা হয়েছে সেখানে কিছু নূতন করে সংশোধন করার কথা বলছি

"If the Collector apprehends that the owner or occupier of a State-protected monument or any person intends to destroy, injure, alter, mutilate, deface, remove or disperse or to allow to fall into decay the State-protected monument or to build on near the site thereof the Collector may make an order prohibiting any such act."

এখানে আমি এই সেক্সানটা দিতে এইজন্য বলছি যে প্রহিবিটরী অর্ডার বলে কিছু এ আইনের মধ্যে লিপিবন্ধ নাই। ফলে যদি দেখা যায় কেউ কোন মনুমেণ্ট নষ্ট করছে তা হ'লে একটা প্রহিবিটরী অর্ডার না স্পষ্টভাবে লিপিবন্ধ থাকলে টাইমলি তাকে রুখতে পারা যাবে না। সেইজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে—এই প্রহিবিটরী অর্ডার আমার এই ৭এ-র প্রস্তাবটা গ্রহণ করা উচিত।

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that after clause 7, the following new clause be inserted, namely:—

> "7A. If the Collector apprehends that the owner or occupier of a State-protected monument or any person intends to destroy, injure, alter, mutilate, deface, remove or disperse or to allow to fall into decay the State-protected monument or to build on near the site thereof the Collector may make an order prohibiting any such act",

was then put and lost.

Clause 8

The question that clause 8 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 9

Mr. Speaker: The amendments to clause 9 are out of order.

The question that clause 9 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 10

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I beg to move that the following proviso be inserted to clause 10(2)(b):—

"Provided that in case of repeated infringement of the agreement by the owner as stated in section 7 the State Government may exercise its powers of compulsory acquisition."

আমার এই য়্যামেণ্ডমেন্ট অত্যন্ত সিম্পল এটা মন্ত্রীমহাশয় য়্যাকসেপ্ট করবেন বলেই আমি আভাস পেয়েছি সুতরাং আর কিছু বলে সময় নষ্ট করা উচিত হবে না বলেই আমি মনে করি।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: I accept the amendment.

[5—5-25 p.m.]

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in clause 10, a new sub-clause (4) may be inserted, namely:—

"10.(4) In cases of urgency whenever the State Government so directs the Collector though no award has been made, may on the expiry of 15 days from the date of publication of the notice mentioned in section 9, sub-section (1) of the Land Acquisition Act, 1894, take possession of the said protected monument. Such monument shall thereupon vest absolutely in the State Government free from all encumbrances".

এই ক্লজ-এর (৫)-এর (৭)-এতে যদি ওনার অব দি মনুমেন্ট বা যদি কোন লোক মনুমেন্ট ডেস্ট্রয় করে তাহলে তাহাদের পানিস করতে পারা যায় এবং ক্লজ (৭)-এ যদি কোন ওনার গভর্ণমেন্ট-এর সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করে এবং সেই এগ্রিমেন্ট-এর পর কোন জিনিষ নষ্ট করে বা নিয়ে যায় তাহলে সেখানে তাকে ক্লজ ১৬-এ পানিস করা যেতে পারে। কিন্তু ক্লজ ১০-তে যদি কোন

owner of the monument agreement

না করে তাহলে তাকে পানিস করবার কোন উপায় নাই।

Under Land Acquisition Act, 1894,

তাদের ল্যাণ্ড য়্যাকুইজিসান করার জন্য নোটিশ দিতে হবে।

আন্ডার ল্যান্ড য়্যাকুইজিসান অ্যাক্ট, ১৮৯৪,

গভর্নমেন্ট ওয়েন্ট, প্যারেবল ল্যান্ড-এর পজেসান নিতে পারে। কিন্তু কোন বিল্ডিং বা কোন স্ট্রাকচার-এরও পজেসান সঙ্গে সঙ্গে নিতে পারে না সেইজন্য এই য়্যামেন্ডমেন্ট, যাতে ১৫ দিনের মধ্যে এই মামলার নিষ্পত্তি করতে পারা যায়।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: I accept the amendment.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that the following proviso be inserted to clause 10(2)(b):—

"Provided that in case of repeated infringement of the agreement by the owner as stated in section 7, the State Government may exercise its powers of compulsory acquisition",

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in clause 10, a new sub-clause (4) may be inserted, namely:—

"10. (4) In cases of urgency whenever the State Government so directs the Collector though no award has been made, may on the expiry of 15 days from the date of publication of the notice mentioned in section 9, sub-section (1) of the Land Acquisition Act, 1894,

take possession of the said protected monument. Such monument shall thereupon vest absolutely in the State Government free from all encumbrances",

was then put and agreed to.

The question that clause 10, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[*After adjournment.*]

[5-25—5-35 p.m.]

Clause 11

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 11(3), in line 3, after the words "two hundred rupees" the words "or with imprisonment which may extend to two months, or with both" be inserted.

মাননীয় স্পীকারমহোদয়, এই ৩৪ অ্যামেণ্ডমেণ্টে ক্লজ ১১-তে যেখানে ২০০ টাকা পর্যন্ত পানিসমেণ্ট দেবার প্রভিসন আছে সেখানে একটু বাড়িয়ে আমি বলেছি

with imprisonment which may extend to two months or of either description

একটু রিগরাস হবার জন্য।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Sir, in order to meet the ends of justice the punishment may be too harsh. I oppose the amendment.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 11(3), in line 3, after the words "two hundred rupees" the words "or with imprisonment which may extend to two months, or with both" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 11 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 12

Mr. Speaker: The amendments fall through.

The question that clause 12 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 13

Mr. Speaker: The amendments fall through.

The question that clause 13 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 14

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the following proviso be inserted to clause 14(a), namely:—

"Provided he agrees to properly maintain, preserve and repair the monument."

এখানে রিলিজ করে দেবার কথা আছে। সেই রিলিজ করে দেওয়া উচিত

provided he agrees, etc.

যদি তা না করে রিলিজ করে দেয় তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এইজন্য এটা রাখা দরকার।

Sir, I also beg to move that in clause 14(b), in line 2, after the words "under this Act" the words "except where the Commissioner assumed the guardianship of the monument under section 4(6)" be inserted.

এখানে এইজন্য বলছি সেকসন ৪(৬)-এ শুধু যেখানে মনুমেন্ট আমরা নিচ্ছি—সেখানে মনুমেন্টের ওনার নেই, ওনারলেস। যদি কোন মনুমেন্ট রিলিজ করে দিয়ে দেয় তাহলে কার প্রোটেকসনে যাবে? সুতরাং সেখানে ওনার নেই, মনুমেন্ট এবং হিস্টরিক্যাল সাইটস—এই সেকসনে সেটা দেওয়া নেই। রিলিজ করে যদি কোন ওনার না থাকে কোন গ্যারান্টি না থাকে তাহলে এটা বলবার কোন অর্থ হয় না।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Sir, I have nothing more to say. I oppose the amendments.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the following proviso be inserted to clause 14(a), namely:—

"Provided he agrees to properly maintain, preserve and repair the monument",

was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 14(b), in line 2, after the words "under this Act" the words "except where the Commissioner assumed the guardianship of the monument under section 4(6)" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 14 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 15

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 15(2), line 3, for the words "twenty rupees", the words "fifty rupees" be substituted.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: I accept it.

The motion was then put and agreed to.

The question that clause 15, as amended, do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Clause 16

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 16, line 1, the words "other than the owner" be omitted.

I also move that in clause 16, in line 3, after the words "fall into decay", the words "without the written permission of the State Government" be inserted.

যেখানে আদার দ্যান দি ওনার আছে এটাকে আমি ওমিট করতে বলছি। তারা যদি অলটার করতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলে তাহলে তাদের পানিসমেন্ট দেওয়া উচিত। হি সুড অলসো বি ইনক্লুডেড। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা না হ'লে আইনের ফাঁক দিয়েই সেটাকে নষ্ট ক'রে দিতে পারবে। সেজন্য আমি এটা মুভ করছি।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Sir, these two amendments will go against the scheme and the general provisions of the Act. In view of the acceptance of new sub-clause 10(4), the safeguards intended to be provided in the amendments will be ensured.

The motions of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 16, line 1, the words "other than the owner" be omitted, and that in clause 16, in line 3, after the words "fall into decay", the words "without the written permission of the State Government" be inserted, were then put and lost.

The question that clause 16 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 17

The question that clause 17 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 18

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the following proviso be added to clause 18(2)(b), namely:—

"Provided he can give guarantee or furnish security acceptable to the State Government."

আমি এটা য়্যাড করতে বলছি যে যদি গ্যারান্টি এবং সিকিউরিটি না দেয় তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি। সেইজন্যই এ্যামেন্ডমেন্টটা দিয়েছি।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: The proposed amendment means that guarantee or security should be given against circumstances mentioned in 18(1). Government would be able to take action under section 17. So I oppose this amendment.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the following proviso be added to clause 18(2)(b), namely:—

"Provided he can give guarantee or furnish security acceptable to the State Government".

was then put and lost.

The question that clause 18 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 19

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 19(1), in line 4, after the word "research" the words "and of preservation of the archaeological site" be inserted.

I also move that in clause 19(2), in line 5, after the words "shall not be affected" the words "except that he shall not be allowed to change the character of the State-protected archaeological site" be inserted.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: I accept amendment No. 54.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 19(1), in line 4, after the word "research" the words "and of preservation of the archaeological site" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 19(2), in line 5, after the words "shall not be affected" the words "except that he shall not be allowed to change the character of the State-protected archaeological site" be inserted, was then put and agreed to.

The question that clause 19, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 20

The question that clause 20 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 21

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 21(1)(b), in line 2, after the words "form of such licences" the words "conditions and manners on which archaeological site shall be excavated" be inserted.

ক্লজ ২১এর সাব-সেকশন ১(বি)তে যেখানে আছে—

form of such licences, etc.

এটা দিলে আমার মনে হয় জিনিসটা পরিষ্কার হয়—সেখানে আছে—

"regulating the conditions on which such licences may be granted, the form of such licences, conditions and manners on which archaeological site shall be excavated".

এটা দিলে আমার মনে হয় জিনিসটা পরিষ্কার হয়—সেখানে আছে—

I beg to move that in clause 21(4), in lines 3 and 4, after the words "thousand rupees" the words "or with imprisonment which may extend to two months" be inserted.

অন্ততঃ এটা থাকা দরকার, এটা রিগরাস হবে না। আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এটা গ্রহণ করবেন।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: The clauses of licence provide necessary terms and conditions for excavation. So this amendment is unnecessary.

The motions of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 21(1)(b), in line 2, after the words "form of such licences" the words "conditions and manners on which archaeological site shall be excavated" be inserted, and that in clause 21(4), in lines 3 and 4, after the words "thousand rupees" the words "or with imprisonment which may extend to two months" be inserted, were then put and lost.

The question that clause 21 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 22

The question that clause 22 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 23

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 23, in line 1, after the words "Magistrate of the" the words "second or" be inserted.

আমি এখানে বলছি যে থার্ড ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট না হয় অন্ততঃ সেকেণ্ড অর ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট-এর জুরিসডিকসন থাকা উচিত। নিম্নপর্যায়ের ম্যাজিস্ট্রেট-এর জুরিসডিকসন থাকা উচিত নয়। জাতীয় সম্পত্তি সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি থাকা দরকার। এর ব্যাপারে এক্সপেরিয়েন্সড্ ম্যাজিস্ট্রেট থাকা দরকার। এক্সপেরিয়েন্সড্ ম্যাজিস্ট্রেট সাধারণতঃ ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট-এর মধ্যে থাকে। সেজন্যই আমার এই য়্যামেণ্ডমেন্ট হাউসের সামনে প্লেস করেছি।

[5-35—5-45 p.m.]

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 23, in line 1, after the words "Magistrate of the" the words "second or" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 23 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 24 and 25

The question that clauses 24 and 25 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

New clause 26

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, I am sorry to tell you that I have decided that your new clause 26 is out of order. The reason for disallowance is that this new clause is in conflict with the earlier provisions of the Bill.

Sj. Ganesh Ghosh: I have got a little submission to make. I think the reason for which it has been disallowed is the inclusion of the words "decision of the Committee shall be final". With your permission and the permission of the House, I can delete those words and move my amendment.

Mr. Speaker: You have got to drop that sentence, otherwise it will carry no meaning.

Sj. Ganesh Ghosh: I am prepared to do that. May I have your leave to move my amendment by deleting that sentence?

Mr. Speaker: Yes, you have the leave of the House to move it.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that after clause 25, the following new clause be added, namely:—

"26. (1) The West Bengal Government shall form an Experts' Committee consisting, besides the Chairman, of nine members with the Commissioner or the Chairman;

(2) The Committee shall include the following persons, viz.—

(a) Vice-Chancellor, Calcutta University,

(b) Vice-Chancellor, Visva-Bharati,

(c) Rector, Jadabpur University,

(d) Head of the Department of Ancient History, Calcutta University,

(e) Census Superintendent, West Bengal,

(f) Director of Public Instruction, West Bengal,

(g) Librarian, West Bengal Records Office,

(h) Historical and Archaeological Secretary, Asiatic Society,

(i) Chitrasaladhyaksha, Bangiya Sahitya Parisad;

(3) The Committee shall have power to co-opt members not more than three in number."

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Sir, the Director of Archaeology may be assisted by the advice of an expert committee, but for that purpose no provision need be made in the body of the Bill, as such. A committee may be appointed by framing rules under clause 24. So, I oppose it.

Sj. Ganesh Ghosh: Is Government contemplating to appoint such a committee?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: At present, we have the intention to vest the Director of Archaeology with the powers of the Commissioner under the Bill.

Sj. Ganesh Ghosh: And also constituting such a committee?

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that after clause 25, the following new clause be added, namely:—

"26. (1) The West Bengal Government shall form an Experts' Committee consisting, besides the Chairman, of nine members with the Commissioner or the Chairman;

(2) The Committee shall include the following persons, viz:—

(a) Vice-Chancellor, Calcutta University,

(b) Vice-Chancellor, Visva-Bharati,

(c) Rector, Jadabpore University,

(d) Head of the Department of Ancient History, Calcutta University,

(e) Census Superintendent, West Bengal,

(f) Director of Public Instruction, West Bengal,

(g) Librarian, West Bengal Records Office,

(h) Historical and Archaeological Secretary, Asiatic Society,

(i) Chitrasaladhyaksha, Bangiya Sahitya Parisad;

(3) The Committee shall have power to co-opt members not more than three in number",

was then put and lost.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Sir, I beg to move that the West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill, 1957, as settled in the Assembly, be passed.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মাননীয় স্পীকারমহাশয়, এই আলোচনার শেষ দিকে একটু আশার লক্ষণ দেখা গেল, একটা আনন্দের খবর শোনা গেল আংশিকভাবে আমাদের একটা সংশোধনের পেছনে যে স্পিরিট ছিল তা গভর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আছে। ডাইরেক্টর অব আরকেওলজিকে কমিশনার করা হবে এবং এইরকমভাবে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করবার কথাও সরকার ভাবছেন। অবশ্য ভাবছেন না বলে—করবেন বললে বাধাটা কি ছিল, তা বুঝতে পারলাম না। যা-হোক গভর্ণমেন্ট সেটা নিচ্ছেন। আজ আমার বক্তব্য বিশেষভাবে শেষ মুহূর্ত্তে আর একবার গভর্ণমেন্টকে আর একটু বোঝাবার জন্য দু-একটি কথা বলা।

এই যে আমরা একটা আইন পাস করছি, যার গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। তার কাজের সম্বন্ধে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে এবং সেই দায়িত্ব পূর্ণ করতে গেলে যেমন সরকারী, তেমন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশুতোষ মিউজিয়াম, এশিয়াটিক সোসাইটী এই ধরণের প্রতিষ্ঠান সকলে মিলে মিলিতভাবে অগ্রসর হওয়া দরকার। সেই মিলিতভাবে অগ্রসরহবার কাজটাকে আইনগত স্বীকৃতি দিলে ভাল হত। এই আইনগত স্বীকৃতি কথাটার উপর জোর দিচ্ছি এইজন্য যে এই বিভাগের যে ইতিহাস—সেই ইতিহাস যা দেখি এর পেছনে সাধু উদ্দেশ্য অনেক ছিল। বহুবার হয়েছে এই বিভাগ উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। এমন একটা জিনিষ এটা আশু সমস্যার ব্যাপার নয়, তাই উপেক্ষিত হয়েছে। আমাদের দেশে পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করার কাজ যেভাবে সুরু হয়েছে, তার ইতিহাস দু-শো বছরের। যখন স্যার আর্ণেষ্ট জোন্স বাংলাদেশে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হয়ে এলেন—তখন থেকে এখানে এসে তিনি পুরাতত্ত্ব ব্যাপারে মনোযোগ দেন। তারপর থেকে পুরাতত্ত্ব বিভাগের বয়স একশো বছরের মত। তারমধ্যে বহুবার তাকে ছাটাই করবার চেষ্টা করা হয়েছে ও বহুবার তার কাজ উপেক্ষিত হয়েছে। তার কাজ কি হবে—সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট

নির্দেশের অভাবের জন্য এই অবস্থা ছিল। তবে ঘটনাচক্রেই হোক বা যেভাবেই হোক কয়েকজন তখনকার দিনের নামকরা লোকের অবদান অস্বীকার করা যায় না। সেই কয়েকজন পুরাতত্ত্ববিদ-বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে ছিলেন—স্যার জন মার্শাল, মিঃ কানিংহাম, মিঃ মার্টিমার হুইলার, স্টুয়ার্ট হার্নেস, ননীগোপাল মজুমদার যিনি মহেঞ্জোদাড়ো এক্সকাভেসান-এর সময় প্রাণ দেন। আর, একজন হচ্ছে আর এন দীক্ষিত। তারপর এ-বিষয়ে অগ্রগতি খুব কম হয়েছে। তাছাড়াও সরকার এ-বিষয়ে আইনগত স্বীকৃতি না দেওয়ায় আমরা শঙ্কিত না হয়ে পারি না। স্বাধীনতলাভের পর বহুদিন পর্যন্ত এই বিভাগটি উপেক্ষিত ছিল। ১৯৫২ সালে যখন আইনের সংশোধন এলো পার্লামেন্টে, তখন আমরা দেখলাম—শিক্ষা-বিভাগ অগ্রসর হয়ে এলেন—শুধু কতকগুলি ঐতিহাসিক মনুমেন্ট তালিকাভুক্ত করবার জন্য। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন যা সেই তালিকাভুক্ত ছিল না—উপেক্ষিত ছিল, তা তালিকাভুক্ত করবার জন্য তারা একটা সংশোধন নিয়ে এগিয়ে এলেন। তারপর বে-সরকারী সদস্যরাও চেষ্টা করেছেন যাতে বিলকে সংশোধন করে আরো ব্যাপক করা যায়। শেষ পর্যন্ত সরকার প্রতিশ্রুতি দেন তাঁরা পরে ব্যাপকভাবে একটা বিল আনবেন। কিন্তু এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আর অগ্রসর হতে পারেন নি। কাজে কাজেই এর কাজের পরিধি এত ব্যাপক যে তারজন্য রাজ্য-সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে একটা যোগাযোগ থাকা দরকার পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিত দেবার জন্য। সরকারের সংগে যে-সমস্ত বে-সরকারী শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান এইসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেন, তাদের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। তা নাহলে সুষ্ঠুভাবে কাজ হতে পারে না। সেই ব্যাপারে আমবা দেখেছি—সেজন্য সেদিনও বলবার চেষ্টা করেছিলাম যে এতদিন পরেও আমরা দেখছি ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব কম। আমরা যা পেয়েছি তা সমগ্র ছবি আমরা পাই নি। বড় বড় কতকগুলি জিনিষ আমরা আকস্মিকভাবে পেয়েছি।

[5-45—5-55 p.m.]

যেমন মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পা আবিষ্কার হল কিভাবে না রেল লাইন যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন ইংরেজ কন্ট্রাক্টর যিনি কাজ করছিলেন তার কাছে এক জায়গায় কতকগুলি ভগ্ন স্তূপ ছিল। সেখানকার ইট নিয়ে এসে রেল লাইন পাতবার কাজ করছিলেন। সেখানে কি করে কতকগুলি খবর গিয়ে পৌঁছায় স্যার জন মার্শালএর কানে। তিনি সেখান থেকে খোঁজ করতে করতে গিয়ে দেখেন এখানে একটা মস্ত বড় পুরাতন সভ্যতা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সেটা খুঁজে পাওয়ার পর আমরা দেখলাম যে আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের শেখান হ'ত—যে ভারতবর্ষের সভ্যতা মিশর বা গ্রীস বা ব্যাবিলনের চেয়ে অনেক অর্বাচীন বা বয়সে অনেক কম, সেই ধারণাটা এক ধাক্কায় বদলে গেল। কিন্তু সেই আবিষ্কারটা হ'ল নেহাত একটা ঘটনাচক্রে- যিনি আবিষ্কার করলেন ঘটনাচক্রে তাঁর কাছে খবর এল ব'লে। কিন্তু সেদিন হয়েছিল সেটা ১৮৭০ সালে -ঘটনাচক্রে মহেঞ্জোদাড়োর ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষিত হ'ল। সেদিন হয়ত সে জিনিসটাকে আমরা মনে করতাম এর বেশি হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখনও আমবা দেখছি সেই ঘটনাচক্রেই আবিষ্কার হচ্ছে কিছু কিছু। এই সম্প্রতি [illegible] কাগজেই রয়েছে যে, কাশীর কাছে সেখানে ওই রেলওয়ে বিভাগ থেকে খনন কার্য করতে গিয়ে অনেকগুলি পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পান—সেই নিদর্শনগুলি পাওয়ার পরে, অবশ্য কাশীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের তরফ থেকে সেখানে গিয়েছিলেন। গিয়ে সেখানে তাঁরা অনুসন্ধান সুরু করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই জিনিসটার গত কয়েক বৎসরের ভিতর আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এমন জিনিস পেয়েছি যাতে এ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তারা সবাই বলছেন যে আমাদের এই পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজ এইমাত্র শুরু হতে যাচ্ছে। যে ফাঁকগুলি আমাদের ইতিহাসে আছে সেই ফাঁকগুলি পূর্ণ হতে চলেছে। যেমন মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পা আবিষ্কারের পরে এবং তার পরে যেটা খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত যে সময়টা ফাঁক ছিল—হরপ্পার খনন কার্যের ফলে যেখানে সিন্ধু সভ্যতার অনুরূপ জিনিসগুলি পাওয়া গেল—তার ফলে দেখা গেল একটা যোগসূত্র—শুধু ইতিহাসের যোগসূত্র নয়—একটা স্থায়ী জীবন্ত যোগসূত্র এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ জুড়ে এইরকম

প্রাচীন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের যে কেন্দ্রগুলি সেই কেন্দ্রগুলি পাওয়া যাচ্ছে। পরের যুগেও যদি আসি ইন্দ্রপ্রস্থে সেখানে খননকার্য ক'রে অনেক জিনিস আমরা পেয়েছি—যা দিয়ে ইতিহাসের ফাঁক আমরা পুরণ করছি। হস্তিনাপুরে খননকার্য ক'রে নতুন জিনিস পাওয়া গেছে। তেমনি আমরা জানি যে মধ্যপ্রদেশে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে সেখানেও নদীর তীরে খনন ক'রে আবার আপনার সেই ৫ লাখ বছর না ৪ লাখ বছরের আগের নিদর্শনগুলি অর্থাৎ প্রস্তর যুগের নিদর্শনগুলি পাওয়া গেছে। সেই রকম আমাদের বাংলাদেশে যে খননকার্যগুলি এখন হচ্ছে যেমন চন্দ্রকেতুগড়ের কথা সেদিন আমি বলেছিলাম যে আশুতোষ মিউজিয়াম থেকে তাঁরা গিয়ে করেছেন। তাঁদের যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও আর্থিক সঙ্গতি এইসমস্তের ভিতর দিয়েই তাঁরা সেখানে গিয়েছেন এবং গিয়ে এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন যার ফলে আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাসকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে। প্রায় মৌর্য যুগের আগের ইতিহাসের নিদর্শন আমরা সেখানে পেয়েছি। কাজেই প্রশ্ন হ'ল ওই কাজগুলি আজ একটা সুপরিকল্পিতভাবে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে করতে হবে। কোথায় কোথায় কোন জিনিষ আছে—সেটা খুঁজে পাওয়া এবং এইসমস্ত আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই একটা জিনিষ আমরা দেখছি যে আমাদের দেশে আমাদের প্রাচীন যে সাহিত্য সেই সাহিত্যের মধ্যে বিভিন্ন যে ঘটনা ও স্থানের যে উল্লেখ ছিল, যে উল্লেখগুলি এতদিন পর্যন্ত কোনরকম ঐতিহাসিক বা বাস্তব প্রমাণ না পাওয়ায় বিদেশী ঐতিহাসিকরা কেন, আমাদের দেশের ঐতিহাসিকরাও কপোল-কল্পিত বলে উড়িয়ে দিতেন—আজ আমরা বিভিন্ন অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে দেখছি—সেই যে জিনিষগুলি যেমন পুরাণে যার বর্ণনা হয়েছে—সেই-সমস্ত অনেক স্থানের সন্ধান আজ আমরা পেতে পারি। কাজেই এই জিনিষটা সরকার আজ কতটা গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছেন—তার দৃষ্টান্তের এখন কোন পরিচয় আমরা পেলাম না। শেষ মুহূর্তে যে ঘোষণাটা করলেন—মাননীয় খগেনবাবু—সেই ঘোষণার মধ্য দিয়েও সরকার কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছেন—এই বিষয়ের উপরে—তার কোন নির্দেশ পেলাম না। তারপর এই ব্যাপারে আমাদের বাংলাদেশে যথেষ্ট করনীয় কাজ রয়েছে। যেমন বাংলাদেশে যে-সমস্ত জিনিষ পাওয়া গেছে—তাছাড়াও যদি আমরা ঐভাবে অনুসন্ধানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাই—তাহলে আমরা দেখব যে শুধু যারা এই পুরাতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ তারাই নয়—অন্যান্য যারা বিশেষজ্ঞ—যেমন ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ—তাঁদের পরামর্শ নিয়েও আমরা অনেক অনুসন্ধানের জায়গা খুঁজে পাই। যেমন একটা তত্ত্ব আছে যে উত্তরবঙ্গ—সেই জায়গাটা সভ্যতা ও ইতিহাসের দিক দিয়ে অনেক পশ্চাৎপদ—এর ইতিহাস অনেক কম বয়সের। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক যাঁরা—তার মধ্যে নাম করা যায় আমাদের ডঃ সুনীতি চ্যাটার্জি'র. এ'রা অনুসন্ধান করে যে জিনিষ বলছেন যে এক সময়ে দ্রাবিড়-ভাষীদের যে সভ্যতা—সেটা ওদিকে এখন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং তাদের বিস্তারের যে পথ সেটা উত্তরবঙ্গ আমাদের মধ্য দিয়েই গিয়েছে। তার কি কোন নিদর্শন সেখানে থাকতে পারে না? সেই জিনিষ কি একেবারে অসম্ভব বলে ধরে নেব? সেই জিনিষের অনুসন্ধান করতে হবে। অনুসন্ধান করতে গেলে ঐ ভাষা-তাত্ত্বিকদের কাছে আমরা বলছি যে ডাঃ সুনীতি চ্যাটার্জি'র পরামর্শও নিতে হবে আমাদের। এখন তারা নেবেন কি না নেবেন—বলছেন নিতে পারি। কিন্তু এই জিনিষটার গুরুত্ব যদি সত্যই সরকার উপলব্ধি করে থাকেন, তাহলে সেটাকে আমরা এক সুপরিকল্পিত এবং বিধিবদ্ধ একটা আইন-সঙ্গতভাবে নেব। এই জিনিষটা বলতে তাদের কি আপত্তি তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তারপরে আর একটা জিনিষ—স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে বলছি—বিশেষভাবে যে জিনিষটা আমি মনে করি—যে পুরান ঐতিহ্য করার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি রক্ষা করা যেমন কাজ—সেই জিনিষগুলি তেমনি খুঁজে বার করব এবং খুঁজে বার করে যার মধ্যে আমাদের পুরাণ বা প্রাক ইতিহাসের একটা সামগ্রিক দৃষ্টি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করব—সেগুলির মধ্য দিয়ে সেটা লোক-শিক্ষার কার্যে ব্যবহার করতে হবে। এবং লোক-শিক্ষার মাধ্যমে সেটা ব্যবহার করতে হলে সেখানেও আবার বিশেষজ্ঞর প্রশ্ন আসে। লোক-শিক্ষার মাধ্যমে সেই জিনিষটা ব্যবহার করারও তাৎপর্য রয়েছে। শুধু যে আমাদের জনসাধারণকে প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা দেব তাই নয়—আজকের দিনে আমাদের জীবনে যে-সব সমস্যা রয়েছে—সেই সমস্যার ব্যাপারেও আমরা অনেকগুলি সাহায্য পেতে

পারি। এইরকম শিক্ষা ও সেইরকম জিনিষ থেকে আনা যেতে পারে। যেমন সেদিন আমি একটু উল্লেখ করেছিলাম যে আমাদের ভারতবর্ষের যে বহুবিধ সংস্কৃতি এবং এই বৈচিত্রের মধ্যেও যে একটা অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে—সেটা আমরা পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক নিদর্শনের মধ্য দিয়ে খোঁজ করে বের করতে পারি। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেছিলাম সেদিন—মহাবলী পুরাণে বিখ্যাত পাথরের পাণ্ডবদের যে রথ রয়েছে—সেই রথের উপরটা আমরা যখন দেখি—তার উপর আমাদের ঐ বাংলাদেশের চালা-ঘরের মত—তার সঙ্গে তার অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে। এ জিনিসের মধ্য দিয়ে আমরা যদি সেই জিনিসগুলি ফুটিয়ে তুলি—তার মধ্য দিয়ে লোক-শিক্ষা আমরা দিতে পারব। আজকে আমরা আমাদের দেশের মধ্যে একটা অসাম্প্রদায়িক মনোভাব—অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বা জীবন গড়ে তুলতে পারি—আমরা সেই পুরাতত্ত্বের মধ্য দিয়েও দেখাতে পারি যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে, ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে কিভাবে বিভিন্ন ধারা এখানে এসে মিশেছে—এবং এক হয়ে গেছে। আমাদের স্থাপত্যের উপর গ্রীক নিদর্শনের কথা সকলে বলেন কিন্তু আজকাল আবার একটা দেখা যাচ্ছে—যে গ্রীক শিল্পী বা স্থপতি যারা ভারতবর্ষে এসে কাজ করেছেন—তারা আবার ভারতীয় প্রভাবের দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন—যেমন গ্রীক প্রভাবের ফলে বুদ্ধ-মূর্তি রচিত হল বা বুদ্ধের পোষাকে যেমন আমরা গ্রীসীয় ধরণ দেখলাম। তেমনি আবার গ্রীক স্থপতি বা যারা এসে এখানে বাস করেছিলেন—তারা এখানকার ধরণ নিয়েছেন—এখানকার রুচিতে তারা রচনা করেছেন—যেটা মধ্য প্রদেশের ভেলিওডোরে আছে যে বিখ্যাত স্তম্ভ—সেই স্তম্ভের মধ্যেই তার প্রভাব দেখা যায়। তেমনি হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির একটা অপূর্ব মিলন হয়েছে ভারতবর্ষে—সেই জিনিসগুলিও যদি লোক-শিক্ষার ব্যাপারে ব্যবহার করেন। কাজেই এই জিনিসগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া দরকার। তার জন্য বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন। কেন না—সকলের পক্ষে এটা সম্ভব হয় না। বিশেষজ্ঞ যারা—তারা একভাবে কাজ করেন—আমরা যারা বিশেষজ্ঞ নই—অথচ এই জিনিসগুলি বুঝবার চেষ্টা করি—তাদের এই তাগিদটা যদি আমরা বিশেষজ্ঞদের কাছে পৌঁছে দি—তাহলে তার মধ্য দিয়েই তারা আবার বুঝতে পারেন। যেমন আমাদের কাছে দৃষ্টান্তই নেওয়া যাক—যেমন আমাদের কলিকাতা মিউজিয়াম—সেখানে তারা একটা বই বের করেছেন—ইংরাজীতে তাতে কলকাতার মিউজিয়াম-এ যে বিভিন্ন নিদর্শনগুলি রয়েছে—তার ঐতিহাসিক যুগগুলি বা প্রাক-ঐতিহাসিক যুগগুলি বা বিভিন্ন যুগের তাৎপর্য সেটা ইংরাজীতে কিছু কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন কিন্তু সেখানে হচ্ছে কি? এই জিনিসের প্রতি যাদের মনোযোগ আছে বা যারা এই নিয়ে কিছুটা পড়াশুনা করেছেন—তারা যদি এই জিনিষটার সাহায্য নেন—তাহলে তার মারফতে তারা এ জিনিষটা বুঝতে পারবেন কিন্তু যারা জানতে চান—অথচ নিজেদের জানবার বিশেষ ক্ষমতা নেই—তাঁরা ঐ জিনিষটার মধ্য দিয়ে বিশেষ বুঝতে পারে না।

[5-55—6-5 p.m.]

তার নিদর্শন আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি। সাধারণ মানুষ তারা যদি চায় যে লালকেল্লা বলুন, বা তাজমহল বলুন, বা মহাবলীপুরম বলুন বা মাদুরার মন্দির বলুন বা আমাদের মিউজিয়াম বলুন সেই জিনিসগুলি বুঝতে চেষ্টা করে এবং তাদের বোঝাবার জন্য যদি আমরা চেষ্টা করি তা হলে সেটায় লোক-শিক্ষার দিক থেকে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া হয়। সেইরকম জিনিস রয়েছে। যেমন বৌদ্ধযুগের যেসব জিনিস সাঁচীতে বা সারনাথে রয়ে গিয়েছে বা যে অংশ কলিকাতার মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে তার দ্বারা সেই সময়ের জীবনের একটা শিক্ষা পাওয়া যায়। শুধু প্রতীক বিবেচনা না করে যে জিনিষ তার মধ্য দিয়ে এসেছে—যেমন এসেছে বুদ্ধের জীবন-কাহিনী, জাতক-কাহিনীর মধ্য দিয়ে এবং সেই কাহিনীগুলি যেমন পাথরে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে সেগুলির মধ্য দিয়ে সে-কালের জীবনযাত্রা প্রণালী পরিষ্কার ধরে তোলা রয়েছে। সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা—সে আজ [illegible] মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে। তাতে প্রাচীন রাজত্বের বিভিন্ন যুগের নিদর্শন দেওয়া হয়েছে। যাঁরা তা দিয়ে ড্রয়িংরুম বা নাট্যমন্দির সাজানর চেষ্টা করেন তারাও বুঝবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ যদি এসে দেখে প্রাচীন জিনিষ বা

সুন্দর জিনিস, কিন্তু তার বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের কাছে ফুটিয়ে তোলবার ব্যবস্থা নাই—আমরা যখন এ কাজে অগ্রসর হয়েছি তখন আমাদের চেষ্টা করা উচিত। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ দলে দলে কলিকাতার মিউজিয়াম বা দিল্লী ও অন্যান্য জায়গার মসজিদ ইত্যাদি দেখে আসেন ; কিন্তু তাদের ঘোরার মধ্য দিয়ে যদি দেশের প্রাচীন ইতিহাসের ছাপ ফুটে ওঠে, এবং সেই ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের যে সত্যকারের ইতিহাস, সত্যকারের যে ঐতিহ্য সেগুলি যাতে বুঝতে পারে সেটার চেষ্টা করা উচিত। এগুলি যদি করতে হয় তাহলে এই ব্যাপারে গভর্নমেন্টকে সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে হবে। একটা প্রশ্ন উঠেছে যে 'আর্কিওলজিস্ট' যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে না। আজকে দেশে বেশি পাওয়া যায় না ঠিক, কিন্তু যদি এই বিলকে আমলাতন্ত্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে মনে করেন যে জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষার একটা কাজ করলেন, তাতে আত্মসন্তুষ্টিলাভে সমাপ্ত না করে যদি সুপরিকল্পিতভাবে বিবেচনা করে জনশিক্ষার কাজে লাগাতে পারেন তাহলে দেখবেন সাধারণ মানুষ এই ব্যাপারে এগিয়ে আসবে, এবং আমাদের অনেক সভ্য ও অনেক বেশী জিনিষ এনে দিতে পারবেন। আর আমাদের উদ্দেশ্যও তাই হওয়া উচিত।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আমার বক্তব্য বিশেষ কিছু নেই। যা ছিল তা সংশোধনের ভেতর দিয়ে বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আমার সংশোধন গ্রহণ করে নিলেন সেজন্য সে-সুযোগও পেলাম না। তাই মাত্র দু-একটা কথা বলেই বক্তব্য শেষ করতে চাই। অনেক বক্তৃতা হয়েছে এই বিল সম্বন্ধে, সুতরাং বেশী কিছু বলবার নেই। তবে আমি বলতে চাই এ-জন্য যে আমি এমন একটা জেলা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি যে জেলা বাংলার গৌরবস্থল। বাংলার বহু মহাপুরুষ এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন—বিশেষ করে চৈতন্যদেবের মত মহাপুরুষ এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একথা প্রায়ই বলা হয় যে বাঙ্গালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি—বাঙ্গালী আজ নিজের কথা ভুলে গিয়েছে। আমরা মনে করি যে, যে অহিংস সত্যাগ্রহের পথে অগ্রসর হয়ে আমরা স্বাধীনতালাভ করেছি, সেই অহিংস সত্যাগ্রহ মহাত্মা গান্ধীই এদেশে এনেছেন। আরও শুনি এই সত্যাগ্রহের তত্ত্ব মহাত্মা গান্ধী শিখেছিলেন টলষ্টয়ের কাছে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে আমাদের দেশের চৈতন্যদেবই প্রায় পাঁচশো বছর আগে এই অহিংস সত্যাগ্রহ এই দেশে মুসলমান কাজীর বিরুদ্ধে সফলতার সংগে প্রয়োগ করেছিলেন। এ-কথা আজ একটি বাঙালীর মুখেও শুনতে পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেবের মতো অত বড় না হলেও—আরও অনেক মহাপুরুষ নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমার নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতি গ্রামে গ্রামে দেখি কত পুরাণ স্মৃতি জড়িত রয়েছে। সেখানকার প্রতিটি ধূলিকণা মহাপুরুষদের চরণ-স্পর্শে পূত হয়ে রয়েছে। অথচ সে-সবের রক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। এই নদীয়া জেলায় বহু পুণ্যভূমি আছে। শান্তিপুর ও নবদ্বীপ এই নদীয়া জেলায়। কৃষ্ণনগর এই নদীয়া জেলায়, কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া এই নদীয়া জেলায়, হরিদাসও জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই নদীয়া জেলায়। কিন্তু গভর্ণমেন্টের এই জেলার প্রতি লক্ষ্য নাই। আমি দেখেছি গরীব কৃষকেরা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অনেক পুণ্যস্মৃতি সযত্নে রক্ষা করছে। আমার সংশোধন যদি মন্ত্রিমহোদয় ভাল করে পড়তেন তা হলে দেখতেন যে আমি এইসব হিস্টরিক্যাল মনুমেন্টএর দিকে লক্ষ্য করতে বলেছি। আমি তাতে এই কথা বলেছি যে যদি বর্তমান মালিকেরা ঠিকমত রক্ষা করতে না পারে, যদি এইসব ঐতিহাসিক স্মৃতি নষ্ট হয়, তা হ'লে গভর্নমেন্টের কর্তব্য হবে তাঁদের নিজেদের রক্ষণাধীনে সেই সব আনা। মন্ত্রিমহাশয় যদি আমার নির্বাচন কেন্দ্রে ঘোরেন তা হ'লে দেখবেন সেরকম কত ছোট ছোট এবং কত বড় বড় জায়গা রয়েছে এবং গরীব মানুষেরা কত কষ্টে সেইসব রক্ষা করছে। আজ আমাদের এই স্বাধীন গভর্নমেন্টের পবিত্র কর্তব্য হবে সেই সব রক্ষা করা, যদি না করেন তো অন্যায় হবে। এ কথা কটা বলবার জন্য আমি দাঁড়িয়েছি এবং এই কয়টি কথা বলবার জন্য আমি সংশোধন পেশ করেছিলাম—আমার বলার উদ্দেশ্য যে গভর্নমেন্ট দেখুন সাধারণ লোকে এসব ঠিকমত রক্ষা করতে পারছে কি না! বাংলার এসব হিস্টরিক্যাল মনুমেন্টস ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার মত। কাজেই গভর্নমেন্টের পবিত্র কর্তব্য হবে

সেই সব রক্ষা করা—বিশেষ ক'রে চৈতন্যদের সম্পর্কিত যাবতীয় জিনিস। এত বড় বড় মহাপুরুষ এই বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, অথচ আমরা তাঁদের জন্য কিছুই করছি না। চৈতন্যদেবের প্যাসিভ রেজিসট্যান্সের কথা আমাদের মুখ দিয়ে জোরের সংগে বেরোয় না পর্যন্ত। তাই গভর্নমেন্টের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ যে পুণ্যভূমি নদীয়ার এই যে সব গৌরবের বস্তু, ঐ যেসব হিস্টোরিস্যাল মনুমেন্ট, সেই সব রক্ষার দিকে তাঁরা যেন একটু সচেষ্ট হন।

Dr. Maitreyee Bose:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার কতকগুলি কন্‌ক্রিট কথা মন্ত্রিমহাশয়ের সামনে রাখবার ইচ্ছা আছে।

আমাদের দেশে বহু সম্পদ আছে যার কথা পূর্বতী বক্তারা সকলে আপনার সামনে এনেছেন। আমি শুধু গুটিকয়েক কথা যা আজ ওঠে নি সেই কথা বলব। পুনরাবৃত্তি করবার মোটেই ইচ্ছা নাই--

(১) আমাদের বাংলাদেশে দেশী দ্রব্যের মধ্যে বড় সম্পদ কাঁথা। বহু বহু কাঁথা আমাদের দেশে এখনও আছে। ১০০।১৫০।২০০ বছরের পুরান এমনকি ২৫০ বছরের পুরান কাঁথাগুলিও মজুত আছে। সেই কাঁথাগুলি যেসব সুতা দিয়ে সেলাই করা হয়েছে, এবং তা দিয়ে যেসব ছবি আঁকা হয়েছে সেসব আজও সুস্পষ্টভাবে তখনকার দিনের সামাজিক অবস্থা লোকের চোখের সামনে এনে দিচ্ছে। সেই কাঁথাগুলির অল্প কিছুতেই নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। আমি জানি স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বহু জিনিস সংগ্রহ করেছিলেন, আপনিও তা জানেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর বহুদিন পরেও সেই জিনিসগুলি কোন মিউজিয়ামে, বা কোন ভাল জায়গায় স্থান পায় নি। তাতে কোন বাধা আছে বলেও জানা নেই। আর যদি কিছু থেকেও থাকে তা হলেও একটি সংগ্রহশালা করে সেগুলি বাঁচাতে হবে। সে কাঁথা বাঁচান খুবই শক্ত। সাধারণ কাপড় পুরান হ'লে সেইগুলি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এবং সেগুলি যখন তৈরি হয়েছিল তখনই পুচ্‌পুচে ছিল, আজকে আরও খারাপ হয়ে আছে।

(২) এই কয়টা জিনিস ছাড়াও গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত আরও জিনিস আছে, সেগুলি অতি ভাল। অনেক লোকের বাড়িতে এই ধরনের কাঁথা প্রভৃতি আছে--সেসব সম্বন্ধে তাঁরা ওয়াকিবহাল নন।

[6-5—6-15 p.m.]

আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে। একবার ইন্টার ক্লাস কম্পার্টমেন্টএ, সেই পুরানো দিনের কম্পার্টমেন্টএর যাত্রী হয়ে যাচ্ছি। পাশেই দেখি আর একজন যাত্রী অর্থাৎ সহযাত্রী যিনি যাচ্ছেন, তিনি অপূর্ব নক্সা করা কি একটা জিনিস বিছিয়ে মাটিতে শুচ্ছেন। রাত্রি অল্প ছিল তাই তখন সেটা বুঝতে পারা যায় নি কি ধরনের জিনিস। সকালে উঠে আমি বললাম দেখি আপনার জিনিসটা। তিনি ওটা দেখালেন, দেখিয়ে বল্লেন অনেক পুরানো দিনের জিনিস কি না, তাই আমার বাড়ির লোকেরা বল্লে এটা ব্যবহার ক'রে ফেলতে, প্রায় ছিড়েই গেছে। সেটা অনুসন্ধান ক'রে দেখলাম ১০৮ বছরের পুরানো একটি কাঁথা। তিনি বর্ধমানের মহিলা, তার স্বামী পুলিসে কাজ করতেন, হাসনাবাদে বদলী হয়ে যাচ্ছেন, সেখানে যেতে যেতে পথে যে দৃশ্য দেখেছেন সেটা সব এ'কে দিয়েছেন। সেই কাঁথা অপূর্ব। আমি সেই কাঁথা নিয়ে গিয়ে বিশ্বভারতীতে যোগাড় ক'রে দিয়ে এসেছি। এই রকম ধরনের জিনিস বহু লোকের বাড়িতে আছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে বহু সম্পদ আছে। যারা মাইথন দেখতে যান, বরাকরের পাশ দিয়ে যে ব্রিজ সেই ব্রিজের উপর যান তখন ডানে যে মন্দির আছে তাকে বরাকরের মন্দির বলে। সেখানে সাধারণভাবে পুরোহিতরা গিয়ে পুজো ক'রে সেই মূর্তিগুলি তেল সিঁদুর মেখে মেখে একেবারে ঢেকে গিয়েছে। কি ধরনের মুখ সব সময় বুঝাও যায় না, এতকাল ধ'রে তেলসিঁদে ক'রে দেওয়া হয়েছে সেগুলি। বাইরে মন্দিরের খুব খারাপ দেখতে নয় অনেকখানি মেরামত হয়ত করা হয়েছে কিন্ত চারিদিকে কি অবস্থা! বরাকর শহর খুব কনজেসটেড এবং সেখানে বোধ হয় কোন স্যানিটারী আরেঞ্জমেন্ট বেশি নেই। কাজেই স্যানিটারী আরেঞ্জমেন্ট

না থাকলে যা হয় সেই মন্দিরগুলিরও তাই হয়েছে। সেখানে কোনরকম শোভা সৌন্দর্য বজায় রাখবার কোন চেষ্টা আজ পর্যন্ত করা হয় নি। অথচ সেগুলি যে শুধু পুরানো মন্দির হিসাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা নয় এটা হয়েছে বাংলাদেশের জমিতে কোন জায়গায় যেগুলিকে বলা হয় নগরশিখর। এ জিনিস একসঙ্গে এতগুলি আর কোথাও একভাবে নেই। সামান্য দু-একখানি দু-এক জায়গায় হয়ত আছে, আর কোথাও নেই। এদের বলা হয় কার্গিলীনার টেম্পল। এ জিনিসগুলি রক্ষা করার জন্য মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে একটা সুন্দর পার্ক ক'রে দেওয়া উচিত যেমন পুরানো গির্জার সামনে সব সময় দেখা যায়, যেমন সুন্দর বাগান দেখা যায়, যেমন মসজিদের সামনে দেখা যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দু মন্দিরগুলির সামনে কুষ্ঠ রোগীর আড্ডা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। সেগুলির আজকে সৌন্দর্য আরও বাড়াবার জন্য সেখানে বাগান প্রভৃতি ক'রে দেবার জন্য মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করব।

[At this stage the red light was lit.]

স্যার, আপনি আমাকে বল্লেন অনেকক্ষণ বলতে দেবেন? আমি আরও একটু বলি—দুই-একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট আছে। সুন্দরবনে বহু মন্দির আছে, সেই মন্দিরগুলি রক্ষার চেষ্টা অনেকে সাধু উদ্দেশ্যে করেছেন কিন্তু সেগুলি কতকালের মন্দির, কি তার গঠনভঙ্গী, কি ধরনের তার মূর্তি তা বুঝবার কোন উপায় রাখা হয় নি, সব সিমেন্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে, এমনভাবে করা হয়েছে, মূর্তিগুলির চিহ্ন পর্যন্ত বুঝা যায় না, হাত পা চারটা আছে এই পর্যন্ত বুঝা যায়, তার মুখভঙ্গী কি ছিল, এক্সপ্রেসন কি ছিল সেসব বুঝবার কিছুই উপায় নাই। কাজেই আজকে যদি আবার সমস্ত কিছু সংস্কার করতে হয় সেটা খুব সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে। কটকে কাঠজুড়ি নদীতে যখন বাঁধ দেবার কথা হ'ল সেখানে একটি বহু পুরাতন দুর্গ ছিল সেখান থেকে পাথরগুলি নিয়ে গিয়ে সেই বাঁধের তলা সৃষ্টি করা হ'ল। তাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটএর কাছে ব'লে সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করা হ'ল, তিনি ইনজাংশন দিয়েছিলেন কিন্তু তার চেয়ে যারা বেশি পণ্ডিত উর্ধ্বতন কর্মচারী তারা ধমক দিয়ে সেই ইনজাংশন উঠিয়ে নিয়ে সেই পাথরগুলি নিয়ে গেলেন, বিশ্বাস না করেন তো আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন, এরকম ঘটনা যাতে না হয় তার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। এ ছাড়া আমার আর দুইটি পয়েন্ট আছে—একটা হচ্ছে যে বই ছাপা হয়, ছোট ছোট পুস্তিকা ছাপা হয় অনেক রকমে লোকের মন আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এখানকার কোন সত্যিকার জিনিস না জানিয়ে নানা ধরনের রঙবেরঙের ছবি দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয়, কলকাতা শহরের যখন কিছু লেখা হয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালএর একটা বড় ছবি দেওয়া হয়। কিন্তু এই কলকাতা শহরে পুরানো পুরানো কত সংস্কৃতির নিদর্শন আছে সেগুলি কিছুই দেখান হয় না।

পরেশনাথের মন্দির, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, আর কতকগুলি জিনিস কলকাতার সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। অন্য সব জিনিসের কথা ছেড়ে দিলাম। কাজেই সত্যিকারের যেসমস্ত জিনিস আছে সেগুলি যাতে ভাল ভাবে রক্ষা করা হয় সেদিকে আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ ছাড়া আর একটা সামান্য জিনিস আমার বলবার আছে যে আইন সব সময়ে আপনারা জানেন যে দুইরকম হয়—একরকম হচ্ছে বিধিমূলক অর্থাৎ তুমি এটা করলে সরকার তোমার উপর এটা করবেন, যদি তুমি অন্যায় কর তা হ'লে তোমাকে দণ্ড দেওয়া হবে। আর একটা হচ্ছে প্রোটেকটিভ—যেটা দিয়ে রক্ষণবেক্ষণ করা হয়। রক্ষণাবেক্ষণের দিক থেকে যে বড় বড় এক-একটা জায়গা—মন্দির বলুন, মসজিদ বলুন, ধ্বংসাবশেষ বলুন—সেখানে একটা ক'রে বড় বোর্ড নীল ক'রে এনামেল করা বোর্ড সমস্ত জায়গায় মোগল আমল থেকে লাগানো আছে, সেখানে কতকগুলি জিনিস লেখা আছে এই করলে তোমার এই হবে। কিন্তু যেখানে লাগানো আছে সেই জায়গাটা কি জিনিস তা কোন জায়গায় লেখা থাকে না। সেজন্য অনুরোধ করছি আবার যখন এই নীল এনামেল বোর্ডগুলি তৈরি করা হবে তখন যা যা দণ্ডবিধি সেগুলো লাগিয়ে রাখবার প্রয়োজন আছে কিন্তু কোথাকার কি জায়গা সেগুলি যদি সেখানে লিখে রাখা যায় তা হ'লে সকলে সেটা বুঝতে পারবেন এবং কোথায় কোন শতাব্দীর সেগুলিও বুঝতে পারবেন। এই তিনটি জিনিস মন্ত্রিমহাশয়ের সামনে রাখলাম।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই যে বিল আমরা গ্রহণ করলাম এই বিলে কিরকমভাবে কাজ করা হবে সেটার দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং মন্ত্রীমহোদয়ও আশ্বাস দিয়েছেন যে যেসব অ্যামেন্ডমেন্টের কথা বলা হচ্ছিল সেগুলি গ্রহণ না করলেও সেগুলির প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি চিন্তা করবেন। চিন্তাই হচ্ছে আমাদের কর্মের উৎস—কাজেই ভবিষ্যতে সেগুলি কর্মে পরিণত হবে এই আশা আমি করব। এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে ১৯৫৪ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে চন্দননগর পশ্চিমবাংলায় এসেছে এবং আসবার পর ঝা কমিশন যে একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেই রিপোর্ট সম্বন্ধে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেছিলেন যে

Jha Commission's recommendations have been accepted from A to Z.

এবং তাঁর ডেপুটী শ্রীচন্দও বলেছিলেন সেখানকার আপার হাউসে

the recommendations of the Jha Commission have been accepted *in toto*

আমি তাঁর বক্তৃতার কথাগুলি বলছি সেখানে ছিল চন্দননগর গঙ্গার ধারে ফরাসী আমলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটরএর একটা সুন্দর বাড়ি আছে। ঝা কমিশন এবং ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলেছিলেন যে সেটাকে মিউজিয়ামে পরিণত করা হবে। সেখানকার যা কিছু ফরাসী আমলের রেলিকস প্রভৃতি আছে সেগুলি সেখানে থাকবে। কিন্তু এই তিন বছরে রাখার মধ্যে যা আছে প্রিজারভেসনের জন্য তা হচ্ছে কতকগুলি চামচিকে এবং সেই বাড়িতে জনকতক পুলিস দাঁড়িয়ে থাকে। সেই বাড়ির ঘরগুলো পড়ে থাকে এবং বাড়ি ব্যবহার না করলে, হাওয়া না ঢুকলে যা হয় তাই হয়েছে বাড়িটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মিউজিয়াম সৃষ্টি করবার যে অঙ্গীকার ভারত সরকার দিয়েছিলেন ভারত সরকারের হাত থেকে যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে এটা এসেছে তখন এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব—কিন্তু এই তিন বছরের মধ্যে যে মিউজিয়াম সৃষ্টি করবার অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এবং তাঁর সহকারী দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে এখনও কিছু করা হয় নি।

[6-15—6-25 p.m.]

বাড়িটা কোনরকমে কাজে লাগানো হচ্ছে না, বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। এদিকে পুলিসকে মাইনে দিতে হচ্ছে। অবৈতনিকভাবে পুলিস কাজ করে না। খরচ হচ্ছে অথচ বাড়িটা নষ্ট হচ্ছে যে উদ্দেশ্যে বাড়িটা ব্যবহার করা হবে বলে অঙ্গীকার করেছিলেন সেই অঙ্গীকার রক্ষা করা হয় নি। আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করব প্রধানমন্ত্রীর সেই অঙ্গীকার যেন রক্ষা করা হয়। দ্বিতীয়ত, এই বিল যদি সবকারী হয় তা হলে আমি এর কোন আশা দেখতে পাচ্ছি না এর ভবিষ্যত সম্বন্ধে। তার কারণ হচ্ছে, এ্যানসিয়েন্ট মনুমেন্টস প্রিজারভেসন করা সরকারের সাধ্য নয়। আপনারা অনেকে জানেন 'রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একটা বারেন্দ্র সমিতি করেছিলেন। সেই সমিতি বহু কাজ করেছিল। যদি ইন্টিগ্রেটেড কাজ করতে হয় তা হলে একদিকে সরকারের সমস্ত রিসোর্সেস নিয়ে আসতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ আছে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও বহু লোক আছেন যাঁরা সমষ্টিগতভাবে অনেক কাজ করেছেন। কাজেই সরকার যদি এগুলি ইন্টিগ্রেটেড না করে কাজ করেন তা হলে এই বিলের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, as the time is very short I will just draw the attention of the Hon'ble Minister to the Hooghly Imambara. It is a very old and ancient place of history, but unfortunately it is in a very dilapidated condition. I suppose it is under the management of a separate Act but still in spite of that I do not know why its condition is deteriorating. I shall specially draw the attention of the Hon'ble Minister to see whether he can do something under this Act to preserve the institution and keep it in a fitting condition.

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে বিলটা গৃহীত হ'তে চলেছে সেই বিলটা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার যেসব কথা বলেছেন আমি সেদিক থেকে আলোচনা করব না। আরেকটা দৃষ্টিকোণ থেকে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের সামনে কতকগুলি জিনিস রাখতে চাই। আমি যতদূর জানি বাংলাদেশে যাঁরা বিশেষ ক'রে ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ সুনীতি চ্যাটার্জি এবং ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন অগ্রগণ্য। তাঁদের লেখা থেকে যেটুকু জানতে পেরেছি তাতে দেখছি, তাঁরা বলেছেন যে বাংলাদেশের সাহিত্য, কালচার,, সংস্কৃতি যা আছে তা এসেছে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে থেকে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বৃহৎ বঙ্গ এই বইএর ভূমিকায় একথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তা হ'লে দেখতে পাই সিডিউল্ড কাস্ট, তপশীল জাতির অবদান কত খানি এই সভ্যতার মূলে। আজকে যদি ইতিহাসের সম্পূর্ণ সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে হয় তা হ'লে শুধু বিদগ্ধ সমাজের ইতিহাস দিয়ে হবে না, সেজন্য যারা পতিত সমাজের প্রতিনিধি, যাদের দেশের মাটির সংগে কালচারাল যোগাযোগ আছে তাদের ইতিহাস যদি দরদ দিয়ে দেখা যায়, তবেই সত্যিকার অতীত ইতিহাস লিখতে পারব। এই ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Sir, I think my appreciative remark put forward at the very outset, i.e., during the first reading of the Bill still stands. I expect that some commitment will come forward from the Government side in spite of the historians' report about which the Government of India is silent and about which historians of the present age are doing nothing. This report has got nothing to do with archaeology, polygraphy numismatics or Iconography. But to be precise it is one of the most important reports in the life of the Bengalis as well as in the life of all the Indians. I am speaking of the Swadeshi movement or the Bengal partition movement. It is only 52 years old; it cannot be described to be an old event. The men who took part in it are still alive. So I hope the Hon'ble Minister will look into the possibility of forming a committee to do something in this matter, i.e., the committee will collect data, information and papers and compile a complete history of the Swadeshi movement of Bengal simply because we have information and we are sure the history of a struggle for freedom will not contain this chapter. That is why our Bengali historians have been discarded by the Central Government. This much I have got to say because the time-limit is pressing.

The motion of the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta that the West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Excavation of Archaeological Sites Bill, 1957, as settled in the Assembly, be passed was then put and agreed to.

Excess Expenditure for the year 1951-52

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head: 9—Stamps

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 13,099 be granted for expenditure under Grant No. 4, Major Head: "9—Stamps" during the year 1951-52.

The reason why this excess grant is necessary for that year has been given in the book that has been circulated—there had been a larger number of transactions that year which required more stamps. With these words I move that the amount be voted.

[6-25—6-35 p.m.]

Sj. Bankim Mukherjee:

স্যার, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটী থেকে রেকমেন্ডেশন হয়েছিল এই এক্সেস যেসমস্ত এক্সপেন্ডিচার হয়েছে সেইসমস্ত ব্যয়গুলিকে নিয়মসিদ্ধ করবার জন্য এই অ্যাসেম্বলি হাউসএর সামনে নিয়ে এসে পাস করিয়ে নেওয়ার। আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে যে হিসাবে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটীর কাজ করা হয়, তাতে দেখা যাচ্ছে এইরকম গাড়িমসি হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তার কারণ তার সম্বন্ধে এক বৎসর আগে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটী রেকেমেন্ডেশন করেছে ; তারপরও এতদিন সময় লেগেছে। এমন একটা অদ্ভুত বিষয়! অর্থাৎ বাজেটের যেটুকু পবিত্রতা তা হ'ল, যদিও বাজেটে একসেস প্রভিসন থাকতে পারে, সেইটা হ'ল ব্যাড বাজেটিং, বাজেট করবার দোষ, যাতে ক'রে বরাদ্দটা একটু বেশি বাড়িয়ে নেওয়া। বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচ করা একটা প্রায় অপরাধ হিসেবে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। যদি কোন একটী লোকের ত্রুটিতে এটা হয়ে থাকে, তা হ'লে তাঁকে রীতিমত সাজা দেওয়া যেতে পারে। এইরকম একটা অপরাধ যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনএ নাই, তার বাইরে খরচ করবার কারও অধিকার নাই। তা সত্ত্বেও কোন কিছু কারণে অতিরিক্ত কিছু ব্যয় হ'তে পারে, সামান্য কিছু ইতর বিশেষ হ'তে পারে, তার জন্য কনস্টিটিউশনেও খানিকটা ব্যবস্থা আছে। নইলে তা থাকতো না। এইরকম হ'লেও সেটাকে সেজন্য সুবিচার করবার জন্য বিধান সভার সামনে আসতে হবে। কিন্তু এই ব্যাপারে দেখতে পাব--অ্যাসেম্বলি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটী--তার যদি এইরকম ঢিলে ভাব থাকে, তা হ'লে আমরা ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে এর চেয়ে কিছু আশা করতে পারি না। এইরকম একটা ব্যাপার নভেম্বর মাসে রেকমেন্ডেশন হয়েছে, তারপর দু'বার হয়েছে বাজেট। একটু বিস্ময়করভাব--তারপর এর ভিতর এর প্রভিসন আসতে পারে। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত ডিপার্টমেন্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কতখানি ঢিলেমি থাকলে এইরকম একটা ব্যাপার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটীর নোটিশে আনবার পরেও সেটা এক বছর সময় লাগে।

দ্বিতীয়ত পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটীর রিপোর্টে ১৯৫১-৫২, সেটাও আপনারা দেবেনে আগামী বছর। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটী ডাকা হয়। যদি ডাকা হ'ত, তা হ'লে আর এক বছর পূর্বে এ বিষয়ে পরামর্শ হ'তে পারতো। একটা বৎসর চলে গেছে, সেখানেও পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটীর মিটিং ডাকা হয় নাই। এই বছর এখন পর্যন্ত পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটীর মিটিং ডাকা হয় নাই। নভেম্বর শেষ হয়ে গেল, ডিসেম্বরও যায় যায়। জানি না, আগামী বাজেট সেসনের পূর্বে এই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটীর মিটিং হবে কি না! মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আপনার হয়তো স্মরণ থাকতে পারে আমরা পূর্বের সেসনে বারবর ক'রে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটীর রিপোর্ট আলোচনার জন্য একটা দিন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন রিপোর্ট আলোচনার জন্য আর একটা দিন দেওয়ার কথা বলেছিলাম। তখন বলা হয়েছিল আগামী সেসনে অর্থাৎ এই যে রিপোর্ট আমাদের সামনে রয়েছে, তার জন্য একটা আলোচনার দিন নির্দিষ্ট করা হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেইরকম কোন দিন নির্দিষ্ট হয় নাই এবং গভর্নমেন্টেরও মনে সেইরকম একটা দিন নির্দিষ্ট করবার ইচ্ছা আছে ব'লে মনে হয় না। তা থেকে বোঝা যাচ্ছে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটীর যতখানি মহত্ত্ব, সেই মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, গভর্নমেন্ট পক্ষ ততখানি সচেতন নয়। তাদের কাছে হয়ত এটা মনে হ'তে পারে খানিকটা অনঅ্যাভয়ডেবল নুইসেন্স গোছের। এইরকম বোধ না থাকলে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটী সম্বন্ধে তাঁরা আরও ঢের বেশি সজাগ হতেন। কারণ এটা গভর্নমেন্টের পক্ষে মস্ত বড় একটা অনুকূল অস্ত্র। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটী যদি নিয়মিতভাবে ভালভাবে সমস্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা ক'রে আসে, তা হ'লে সেটা গভর্নমেন্টের পক্ষে একটা সেফগার্ড। সেই হিসাবে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটীর কাজ চালান হয় না। এটা হ'ল মস্ত বড একটা দুঃখের বিষয়। যে অভিযোগগুলি এখানে বললাম, আপনি দেখবেন, এ পর্যন্ত আমি ভেবেছিলাম রুলস কমিটীর দায়িত্ব কিছু নির্দিষ্ট থাকবে, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটীর মিটিং কিভাবে হবে তার কোন নির্দেশ নাই। কে ডাকবে? এসেম্বলি থেকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটী নির্বাচন ক'রে দেওয়া হয়। তারপর সেই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটীর ফার্স্ট মিটিং ডাকবার কোনরকম নির্দেশ নাই। যেহেতু এখানকার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটীর মধ্যে ফিনান্স মিনিস্টার অর্থাৎ চীফ মিনিস্টার থাকেন এক্স-অফিসিও

মেম্বর হিসেবে স্বাভাবিকভাবে তার উপরই এই মিটিং ডাকবার দায়িত্ব বর্তায়। আমার ধারণা এটা অ্যাসেমব্লির ব্যপার কাজেই সেক্রেটারী অব দি অ্যাসেমব্লির উপর বৈধভাবে এই ভার ন্যস্ত হওয়া উচিত। সেক্রেটারী অব দি অ্যাসেমব্লি যিনি হবেন, তিনি এই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটীর মিটিং ডাকবেন। ফিনান্স সেক্রেটারীর বা অন্যান্য ডিপার্টমেন্টাল হেডদের সুবিধা-অসুবিধা কি আছে, তা দেখবার প্রয়োজন নাই; সুবিধা-অসুবিধা দেখতে হবে অ্যাসেমব্লি সেক্রেটারীর। পূজার পর এই বাজেট মেকিংএর সময়। অতএব ডিপার্টমেন্টাল হেডস যাঁরা, তাঁরা একদিনও কেউ আসতে পারবেন না। তারপর আসবে বাজেটের সেসন। তারপর যে সময় বাকী থাকে তার মধ্যে সময়মত মিটিং ডাকা হ'ল তো হ'ল নইলে হ'ল না। ১৯৫১-৫২র পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটীর রিপোর্ট মাত্র এখানে রয়েছে। ওর আলোচনার সময় ১৯৫২-৫৩র রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, ১৯৫৩-৫৪র রিপোর্ট সম্বন্ধে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল বলেছেন সেটা প্রেসে গেছে; শীঘ্র পাওয়া যাবে না। কিন্তু এক বছর হয়ে গেল এখনো সেটা প্রেস থেকে এল না, সার্কুলেটও হ'ল না। ওগুলো আলিপুর প্রেসে হয়। যেহেতু আমাদের এটা প্রয়োজনীয়—আমরা যদি সিদ্ধান্ত নেই—এটা অ্যাসেমব্লি ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার; এটা অ্যাসেমব্লি প্রেস থেকে অতি সহজে ছাপিয়ে দেওয়া সম্ভব। সে বিষয়ে গভর্নমেন্টের উচিত অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলএর সঙ্গে আলোচনা করা। তাঁদের যদি আলিপুর প্রেসে এত বেশি কাজের চাপ থাকে, তা হ'লে এটা যেন এখানে ছাপান হয়। নইলে বর্তমান ব্যবস্থা একটা হাস্যকর ব্যাপার। ১৯৫৭ সালের পর '৫৮ সাল, '৫৯ সাল আসবে এবং এইভাবে ৮ বছরের ফাঁক পড়ে যায়। তারপর এতদিন পরে তার আলোচনা করার কি সার্থকতা থাকতে পারে? এ একটা অসম্ভব ব্যাপার, একটা বিসদৃশ ব্যাপার বছরের পর বছর ঘটে আসছে। বছরে বছরে এই যে এক্সেস ব্যয় হচ্ছে এ সম্বন্ধে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটী ও তৎসংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের যে জবাব তা নিতান্তই মামুলী ধরনের। তাতে বোঝা যায় তাদেরও এ বিষয়ে চেতনা নাই। বরাবর এই ধরনের জিনিস চলতে দেওয়া যেতে পারে না। এটা হতেই থাকবে এবং না হয়ে উপায় নাই। আমরা দেখছি গ্র্যান্ট নম্বর ৪২। এতে কি ধরা হয়েছে? প্রকিওরমেন্ট যা আগে ছিল না—

This represents the amount required to enable repayment of advances taken from time to time from the Imperial Bank of India for financing procurement operations of this Government. As no amount was included for the purpose in the original Appropriation Act for the year 1951-52"

ইত্যাদি ব'লে তাঁরা বলছেন এটা সাপ্লিমেন্টারী অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনে হওয়া উচিত। তারপর বলছেন—

The progress of actuals up to November, 1951, amounted to Rs. 9 crores. Revised estimate was framed at 13 crores and a Supplementary Appropriation was obtained. Actuals during the last four months however amounted to 7 crores 15 lakhs which resulted in an excess of 3 crores 10 lakhs.

এখন এটুকু বুঝে দেখুন যে তাঁরা একেবারে ঠিক যেন টেবিলে বসে অঙ্ক কষে ফেললে পর যেরকম হয় সেইভাবে বাজেট করেন। নয় মাসে নভেম্বর পর্যন্ত যদি ৯ কোটি টাকা খরচ হয়ে থাকে তা হ'লে বাকী ৪ মাসের জন্য যদি ৪ কোটি টাকা ধরা হয়, তা হ'লে ঠিক হয়ে গেল। এটুকু তাঁরা ভেবে দেখলেন না যে নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ—এই কয় মাসে যে প্রকিওরমেন্ট হয়, তা ঐ ৯ মাসে যা হয়, তার সমান। এইটুকু মনে করবার কোন কারণ নাই —এর প্রথমে গভর্নমেন্ট প্রকিওরমেন্ট করেন নাই। এর পূর্বে র‍্যাশানিং চালু ছিল। তখনকার স্ট্যাটিসটিক্স যদি দেখেন মান্থ বাই মান্থ কিভাবে হয়, তা হ'লে দেখবেন নভেম্বর টু মার্চ প্রকিওরমেন্ট রেট কিরকম হয়। ঐটুকু বুদ্ধি যদি তাঁরা ব্যবহার করতেন এবং ঐটুকু যদি কল্পনায় রাখতেন তা হ'লে এইরকম রিভাইজড এস্টিমেট আবশ্যক হত না, ৪ কোটি টাকা চাইতেন না। নভেম্বর পর্যন্ত ৯ কোটি টাকা চাইতেন না সামান্য কিছু সারপ্লাস থকত। এটুকু করা সম্ভব হ'ত একেবারে অসম্ভব নয়।

[6-35—6-45 p.m.]

তারপর সবচেয়ে দেখুন—

Grant No. 34—Miscellaneous—Miscellaneous—

এটার সম্বন্ধে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল নিজেই বিস্মিত হয়েছেন—এটা কি করে হয়। সেখানে

যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন আদালতে লোকের উপর যে সাজা হয়, যে ফাইন হয়, জরিমানা হয়, সেই জরিমানা লোক্যাল কোন বডিতে যায় এবং ঠিক কোন সময় কি জরিমানা হবে, বিশেষ ক'রে বৎসরের শেষে, সেটা কেউ আন্দাজ করতে পারে না। এইরকম হয়ত কোন সময় জরিমানা বেশি হয়ে গেল সেটা দেওয়া হ'ল, ক্রেডিট করা হ'ল, কোন লোক্যাল বডিতে এক্সেস জমা করা হ'ল। কারণ ঐ টাকা গভর্নমেন্ট ট্রেজারীতে মার্চ মাসের মধ্যে দিতে বাধ্য। কারণ লোক্যাল সেল্ফ-গভর্নিং ইনস্টিটিউশনএর ৩১শে মার্চএর মধ্যে পাওয়া দরকার। এই কথা আমি স্বীকার করি—স্বীকার করলেও এটা বলা দরকার যে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল খুব সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। যদি এই কমিটীর রিপোর্ট—

report of the Public Accounts Committee—

যদি দেখেন, তা হ'লে দেখবেন (২৬৫ পাতা থেকে), যে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল খুসী হতে পারেন নি। আমার এখানে মনে হয় এ বিষয়টা আপনারা একটু ভাবুন। যখন বলা হয় অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল জিজ্ঞাসা করেছেন এটা প্রত্যেক বৎসরেই কি হবে? তখন ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয় হ্যাঁ হবে। কোন উপায় নেই। কিন্তু আমার মনে হয় উপায় যথেষ্ট আছে। যা ডিপার্টমেন্টএ জমা থাকে, এক্সেস ব্যয় করবার অধিকার তাদের নেই। তা করলে শেষ পর্যন্ত গাঁট থেকে বের ক'রে দিতে হবে টাকা যেহেতু বরাদ্দ হয় নি। সে টাকা খরচ করবার তাঁর অধিকার নেই—এই জ্ঞান যদি তার থাকত তা হ'লে তাঁরা উপায় বার করবার চেষ্টা করতেন এবং উপায় বার করাটা এমন কিছু কষ্টকর নয়। অন্তত একটা বৎসরের ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত ও'রা বলেছেন যে প্রত্যেক জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায় ফাইনালগুলি হয়ে যায়—ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তখনি তা ট্রেজারীতে জমা দেন আমরা বছরের শেষে তার অ্যাকাউন্ট পাই। অতএব কি ক'রে ঠিক করব। কিন্তু এ বিষয়ে যদি খুব চেতনা থাকত তা হ'লে ডিসেম্বরেও অন্তত চেষ্টা করা হ'ত যে ৯ মাসে এই ডিসেম্বর পর্যন্ত যা হয়েছে সেই সম্বন্ধে সজাগ হয়ে, সচেতন হয়ে চেষ্টা করা হ'ত তা হ'লে ডিসেম্বরএ পাওয়া যেত। তারপর যদি বলা হ'ত প্রত্যেক মাসে, প্রত্যেক কোর্টে যে ফাইন রিয়ালাইজ করবে তা তারা দিয়ে দেবেন জানুয়ারীর মধ্যে তা হ'লেও তারা আপ-টু-ডেট থাকতেন ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। মার্চ মাস সম্বন্ধে যখন সাপ্লিমেন্টারী বাজেট হয় সেই সময় অন্তত জানা আছে যে এতখানি হয় তার চেয়ে একটু বেশি ২।৪ শ' টাকা বা ২।৪ হাজার টাকা যদি বেশি গিয়ে পড়ে বাজেটে তা হ'লে সেটা এত বেশি মারাত্মক হয় না। যে টাকাটা দরকার আছে সেই টাকাটার অংক কষা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত দেখে মার্চ মাসে যদি একটা প্রভিসন সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে করা হয় তা হ'লে আমার মনে হয় যে এটা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়—সেই ব্যাপারটা আমার ধারণা সবারই করা উচিত। এইরকমভাবে প্রত্যেক জায়গায় দেখা যায় সেই একই অজুহাত দেওয়া হয়েছে। কতকগুলি জায়গা আছে সেখানে ইন্টারেস্ট চার্জ এত এই সময় কিছু ছিল না—সেটা হঠাৎ পরে এসে পড়েছে সেই সম্বন্ধে আমি বুঝতে পারি কিন্তু সেখানে অধিকাংশ সময় হয় কি? যে অধিকাংশ সময় ধরা হয়েছে তার চেয়ে কিছু কাটা পড়ে। এক্সেস হওয়ার চান্স সেসব জায়গায় খুবই কম। সেটা খুব কম সময়ে

interest on ordinary debt Grant No. 11.

এ কোন সময় হতে পারে।

তারপর হ'ল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস। এতে বলা হল কি পে অব অফিসার্স প্রভৃতির জন্য বেশি হয়েছে।

excess was mainly due to payment of fees to lawyers as a result of abnormal increase in the number of cases

এবং তারপর স্পেস্যাল কোর্ট কতকগুলি করা হয়েছে—তাতেও বেশি হয়েছে। এইজন্য সিভিল অ্যান্ড সেসনস কোর্টএ পে অব অফিসার্স ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা বেশি হয়েছে। কেন হবে?

Administration of Justice—Grant No. 14—

১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা বেশি অর্থাৎ সাপ্লিমেন্টারী বাজেট হওয়ার পরও কেন বেশি হবে? ২।৩ হাজার টাকা হ'লে আমি বুঝতে পারি—কিন্তু সেখানে হঠাৎ মার্চ মাসেই কি এই স্পেস্যাল

কোর্টগুলি হয়েছে? মার্চ মাসেই কি স্পেস্যাল কোর্টএর অফিসাররা অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে? এ্যাবনর্মাল কেসগুলি কি হঠাৎ মার্চ মাসেই ঘটেছে? তা হ'লে সেকথা লিখতে হত যে মার্চ মাসেই এ্যাবনর্মাল কেসগুলি হয়েছে। তার জন্য মার্চ মাসেই এইসব স্পেস্যাল কোর্ট বসাতে হয়েছে।

Mr. Speaker: I now find that you have gone to some other subject including special courts which is really covered by the Grant which is going to be moved by Mr. Siddhartha Sankar Roy.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: He has really argued against the Public Accounts Committee's findings—I am surprised—after all, in these matters we had discussion in the Public Accounts' Committee of which my friend Sj. Bankim Mukherjee is a member. He has recommended the Grant and therefore there is no reason to raise this issue. He can raise this issue when we meet next time in the Public Accounts Committee.

Mr. Speaker: May I treat your speech as covering all these three Grants?

Sj. Bankim Mukherjee: Yes.

Mr. Speaker: Then let Mr. Roy move his Grants.

Major Head: 11—Registration.

The Hon'ble Siddartha Sankar Roy: On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 16,136 be granted for expenditure under Grant No. 6, "Major Head: 11—Registration" during the year 1951-52.

Major Head: 27 Administration of Justice

The Hon'ble Siddartha Sankar Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 2,59,129 be granted for expenditure under Grant No. 14, "Major Head: 27—Administration of Justice" during the year 1951-52.

Sj. Bankim Mukherjee:

অর্থাৎ এই যে একটা একসেস খরচ হয়ে গেছে তার জন্য আমার বক্তব্য ছিল যে, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির কোন উপায় ছিল না এটাকে এভাবে রেকমেন্ড ক'রে দেওয়া অর্থাৎ বৈধ ক'রে দেওয়া। সেজন্য আমার বক্তব্য ছিল, আমি দেখাতে চাই এর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি এটা চান নি। এবং এভিডেন্স বা সাক্ষ্য যা পাওয়া গিয়েছিল তাতে আমি এই মনোভাবই লক্ষ্য করেছি যে, ডিপার্টমেন্টাল হেড, তাঁদের কথা হচ্ছে, এটা আন-অ্যাভয়েডেবল্—কোন উপায় নেই। তাতে আমার মনে হয়েছে যে, এ জিনিসটা বারবার ঘটবে। অথচ এটা কি ক'রে না হতে পারে সেই সম্বন্ধেই বলছিলাম।

Mr. Speaker: We don't want repetition.

Sj. Bankim Mukherjee:

যেমন, যেটা আমি বলছিলাম—

Grant No. 14—Administration of Justice—

এখানেও আমি বলছি যে, কোর্ট যদি বসে থাকে অ্যাবনর্মাল কেসএর জন্য—বেশি স্পেশ্যাল কোর্ট ও অফিসারস নিযুক্ত হয়ে থাকে—তা হ'লে সেটাও হয়ে আসছে কয়েক মাস অন্তত। কয়েক মাস হবার পর মার্চ মাসে যখন সাপ্লিমেন্টারি বাজেট হয়—সেই সময় নিশ্চয়ই এটা করা যেতে পারে—সামান্য কিছু তফাৎ হতে পারে কিন্তু ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা তফাৎ হবার কোন কারণ নেই। এই জিনিসগুলি আমি চেষ্টা করছি এই সভার মধ্যে নিয়ে আসতে—যাতে

ক'রে এই জিনিসগুলি আলোচনা হবার পর অন্তত ডিপার্টমেন্টাল হেড তাঁরাও আরও কিছু সতর্ক থাকবে যাতে এই জিনিসের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। কারণ পুনরাবৃত্তি না ঘটতে পারে—তার কয়েকটা উপায় আছে। যেহেতু সাপ্লিমেন্টারি বাজেট নিয়ে আসা হয় ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারএর শেষাশেষি তার ভিতরে যদি নিয়ে আসতে না পারেন তা হ'লে বুঝতে হবে ডিপার্টমেন্টাল হেডদের ত্রুটি ক্ষমার অযোগ্য।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I shall speak on two heads, viz., Stamps and Administration of Justice. With regard to Stamps, I fully endorse the statement of my friend Sj. Bankim Mukherjee and, in endorsing his statement, I wish to add something. So far we are getting our stamps printed from the Government Printing Press at Nasik but we have got our own printing press. Upto now we have been preparing cartridge and demi papers. So why are we not printing these stemps but paying the charge elsewhere although we have got a fully equipped Press? Of course the Hon'ble Minister may enlighten us as to any technical rules which may stand in the way.

[6-45—6-55 p.m.]

Then as to the administration of stamps I would say something. This duty was unjust from the very beginning. When the other day we discussed in this House about the introduction of fiscal laws of West Bengal into the transferred areas from Bihar, we did not know that fact. In Bengal certain duties which are higher in rate than Bihar have been introduced into the transferred areas in Bihar.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: This item is regarding the payment of discount to stamp vendors and it has nothing to do with the price of stamp.

Mr. Speaker: Greater amount of stamps than was contemplated was sold and you must pay to the stamp vendors their dues.

Sj. Basanta Kumar Panda: I say, Sir, about the excess payment of money of the Government Printing Press. Now if we had got our own machinery for printing, we would not have incurred so much.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We cannot do it. It is governed by the Indian Stamp Act.

Sj. Basanta Kumar Panda: The Indian Stamp Act as well as the Court Fees Act are Central Acts but this Government has power to make amendments.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The item before the House is not the payment of money for the stamps but for payment of discount to be given to the stamp vendors. Why not restrict your argument to that?

Sj. Basanta Kumar Panda: Item 2—cost of stamps supplied from Central Stamp Stores and I am speaking on that point now. Sir, I speak here about the inequitable provision for the realisations of stamps. The other day we passed an Act in this Assembly whereby certain fiscal Acts of Bengal were made applicable to the transferred territories of Bihar. Those Acts are for the realisation of more money from the tansferred area, because the rates under those Acts in West Bengal was higher than that of Bihar but in the case of court-fees the case is different. In Bihar the rate of court fee was higher and in Bengal the rate of court fee was comparatively lower. If we had introduced the Court Fees Act of Bengal to the transferred territories of Bihar, they would have got some relief but that has not been done. It means that while in some parts of Bengal

court-fees will be lower, in some parts it will be higher which is an unsupportable proposition. At the time of the passing of those Acts we did not know these facts. It has been brought to our knowledge by some people of the transferred territories and that is why I am suggesting that a uniform rate should prevail there also.

Now, Sir, as regards the stamp duty it is against the modern idea of taxation because in the case of non-judicial stamps, the lower the valuation the higher are the stamp duties and the higher the valuation the lower the stamp duties, namely, for Rs. 100 valuation court-fee will be Rs. 11-4; for Rs. 1,000 it is Rs. 112-8; for Rs. 10,000 it is Rs. 750 and for one lakh it is Rs. 2,475. So revision should be made whereby the poor people will have to pay less and the rich people more. If you do this then you will be introducing equitable principle as in all other fiscal matters.

Mr. Speaker: I think you are off the mark. Have you seen the Report of the Public Accounts Committee? It says—the committee has always looked with disfavour upon excess expenditure unless made in unavoidable circumstances. The committee, however, recommends that excess expenditure under the voted grants and charged appropriations may be regularised by the Legislature under Article 205 of the Constitution. They do not look upon it with favour as a matter of routine that you will go on spending without there being any principle. So there is very little scope for the arguments that you are now advancing.

Sj. Basanta Kumar Panda: All right, Sir, I am saying something on the Administration of Justice though I think that also will be a post-mortem discussion. With regard to the special courts, at the time when they were established it was thought that they would deal with certain criminal cases which were practically against the State.

Mr. Speaker: You are treating this House—what should I say—as nursery. We all know this.

Sj. Basanta Kumar Panda: I am now saying, Sir, about the appointments. We all know in the mofussil work of the Subdivisional Munsiffs Courts has increased but no appointment has been made there. Now with the passage of time at the present moment you know that these courts have been made appellate courts for the hearing of appeals under the Land Reforms Act. Even at that time and even now no munsiffs have been added. With regard to the administration of the cases in the Subordinate Judges' Court in all mofussil districts you know, Sir, even from 1950-51 the civil suits are pending and those Subordinate Judges—almost all of them—have been made Assistant Sessions Judges and their entire time is taken up for the purpose of doing criminal cases and all the civil cases are being neglected in all the mofussil districts.

Mr. Speaker: You say all these when the budget discussion will take place. This is not the proper time to raise this question.

Sj. Basanta Kumar Panda: Very well, Sir, I shall deal with all these at that time.

Dr. Kanailal Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যদিও আমাদের সংবিধানে এই 'একসেস এক্সপেন্ডিচার'এর কথা বলা আছে তা হ'লেও যেভাবে আমাদের হাউসে 'একসেস এক্সপেন্ডিচার' আসতে আরম্ভ করেছে সেদিকে সরকারপক্ষের বিশেষ ক'রে অর্থবিভাগকে এবং অর্থমন্ত্রীকে দু'চারটা কথা বলা দরকার ব'লেই আমি মনে করি।

প্রথমত আমাদের এখানে বাজেট পাস ক'রে দেওয়া হয় : তার পরে 'সাপ্লিমেন্টারি'র প্রয়োজন হয় বছরের শেষে ; তাও তখন আমাদের সামনে আসে। অর্থবিভাগ সমস্ত সরকার পরিচালনা করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেই অর্থ এই হাউসের কাছ থেকে পাশ করিয়ে নিতে পারেন, এবং তা নেওয়াও হয়। তা সত্ত্বেও যদি বিশেষ খরচ হয়ে যায় সেজন্য এক্সসেস এক্সপেন্ডিচার আমাদের সামনে আসে। কিন্তু আজকে যেটা এসেছে সেটা এত বেশি যে, এর জন্য আমাদের বিস্ময়ান্বিত হ'তে হয়।

[6-55—7-5 p.m.]

প্রথম কথা, আমরা প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কোটি টাকার বাজেট পাশ করি। এখানে আমাদের সামনে এসেছে ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকার অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৬ ভাগ যা পাশ করেছিলাম তার চাইতে বেশি খরচ করা হয়েছে।

Mr. Speaker: Dr. Bhattacharjee, I do hope you realise that no payment is being sought. Money has already been spent and disbursed. They want to regularise.

Dr. Kanailal Bhattacharjee:

আমি এই কথা বলছি রেগুলারাইজ ক'রে নেওয়া হয়েছে। আমরা যে বাজেট পাশ করেছিলাম তার প্রায় শতকরা ছয় ভাগ বেশি খরচ করা হয়েছে। যে যে গ্র্যান্টএ পাশ করা হয়েছিল তার হিসাব যদি নেওয়া যায় তা হ'লে দেখব শতকরা ২০ ভাগ বেশি খরচ করা হয়েছে। এটা কোন অর্থমন্ত্রী বা অর্থবিভাগের দিক থেকে কোন যোগ্যতার পরিচায়ক নয়। সেজন্য বলব যেভাবে খরচ করা উচিত আইনত এবং যে অধিকার আছে সে অধিকারের আমার মনে হয় অপব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের হাউসএ নিশ্চয়ই এটা পাশ হয়ে যাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা যখন আছে তা হ'লে এটা রেগুলারাইজ্‌ড হবে এবং তাই উচিত বলে মনে করি।

Mr. Speaker: Dr. Bhattacharjee, does the Public Accounts Committee Report say that the money has been misspent.

Dr. Kanailal Bhattacharjee:

আমি এটা নীতিগতভাবে বলছি। দ্বিতীয়ত এক্সপেন্ডিচার যা প্রয়োজন তা যদি করতে হয় তা হ'লে তাঁরা দু'বার সময় পান—প্রথমে বাজেটের সময়, দ্বিতীয়ত পরে বছরের শেষে যখন সাপ্লিমেন্টারি বাজেট আসে তখন পাশ করিয়ে নেবার, কিন্তু যেহেতু কনস্টিটিউশনএ প্রভিসন আছে সেইহেতু সেটার অ্যাডভান্টেজ নেওয়া উচিত নয়।

Sj. Sunil Das:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই গ্র্যান্ট একসেস এক্সপেন্ডিচার সম্বন্ধে। এই সম্পর্কে আমি দু'-একটা কথা বলব। আমাদের মাননীয় সদস্য বঙ্কিমবাবু বলেছেন যে, এটা প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে। আমরা যদি টোটাল একসেস অ্যানালাইজ করি তা হ'লে বুঝতে পারব যে এটা কতদূর পর্যন্ত প্রহসনে পরিণত হয়েছে। টোটাল একসেস হচ্ছে ৩ কোটি ২০ লক্ষ ৩ হাজার ৬৯০, তার মধ্যে চার্জড হ'ল ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৩২৬ অর্থাৎ ৯৯·০১ এটা হ'ল চার্জড। এর জন্য গভর্নমেন্টএর আমাদের হাউসের সামনে আসা দরকার নেই। আর অবশিষ্ট রইল ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৬৪ অর্থাৎ ৯ পার্সেন্ট—তাও আবার ৬।৭ বছর পরে রেগুলারাইজ করার জন্য এখানে আনা হয়েছে। আজেই এটা যে প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে সে বিষয়ে বলবার কিছু নেই —এর প্রতি আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর গ্র্যান্ট নম্বর ৩৬—এক্সট্রা-অর্ডিনারী চার্জ। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্টে দেখছি যে ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হচ্ছে

excess is due mainly to payment of award regarding compensation for the godown at Banstalla Ghat Street, Howrah, sanctioned as late as middle of February, 1952.

আমার জিজ্ঞাসা হ'ল এই যে, যদি এটা রেকারিং কম্পেনসেশন হয়ে থাকে তা হ'লে ১৯৫২

সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অ্যাওয়ার্ডের জন্য অপেক্ষা না ক'রে আগেই মোটামুটিভাবে অনুমান করলে বাজেটের মধ্যে রাখা যেত এবং এই একসেস গ্র্যান্টগুলির এখানে প্রয়োজন হ'ত বলে মনে হয় না। এ সম্বন্ধে ফাইন্যান্স মিনিস্টারের কি বক্তব্য আছে জানি না। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিসের ক্ষেত্রে দেখছি ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা সাপ্লিমেন্টারি হ'ল, তারপরে আমরা দেখছি ২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা একসেস দরকার হয়েছে।

Interest of ordinary debt, Grant No. 11.

এর ক্ষেত্রে দেখছি একটা সাপ্লিমেন্টারি নেওয়া হয়েছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। তারপরে এখানে বলা হয়েছে ইনঅ্যাডিকোয়েসি অব স্টাফ। ইনঅ্যাডিকোয়েসি অব স্টাফের জন্য যদি একসেসের প্রয়োজন হয়ে থাকে সময়মত স্টাফ অ্যাপয়েন্ট ক'রে বাজেটের হিসাব করলেই তো একসেসটা হ'ত না, যেটা বঙ্কিমবাবু ব'লে গেছেন। শেষ পর্যায়ে পাবলিক ডেটএর ক্ষেত্রে প্রকিওরমেন্ট বাবত ৪ মাসের হিসাব ৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা হিসাব করা হয়েছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া অগ্রিম টাকা শোধ করতে প্রয়োজন হবে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালসএর হিসাবে দেখা গেল রিপেমেন্টএর জন্য চার মাসে ৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হয়েছে। এখানে এই প্রকিওরমেন্টটা এর পূর্বেও ৩।৪ বছর চলেছে তার থেকে একটা এস্টিমেট করা যেত বছরের শেষ কয়েক মাসে যখন ধান বাজারে উঠেছে—কত খরচ হয় প্রকিওরমেন্টএর জন্য এবং সেদিক দিয়ে এটা অনুমান করা খুব কঠিন ছিল না। এইটুকু দূরদৃষ্টির অভাবে এই খাতে ৩ কোটি টাকা একসেসের হিসাব আনা হয়েছে। একথা ব'লে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, Mr. Bankim Mukherjee has raised a general issue to which I shall first reply. The Appropriation Accounts and Finance Accounts for the year 1951-52 were considered by the Public Accounts Committee in December 1956. The question was whether we should put it at the Budget session of 1957 or we shall wait for a little while to place it at the next session because we felt that the old Assembly was going out and it would be better to place it before the new Assembly and in the new Assembly it was placed on the 13th July 1957. It is now being considered.

With regard to the Appropriation Accounts and Finance Accounts for the year 1952-53, they were placed before the Assembly on the 2nd July and it was decided that while the documents shall be placed on the 2nd July, papers will shortly be placed before the Public Accounts Committee—very likely it will meet in the beginning of January or some such time and I shall give notice.

Sir, there are certain questions which have been raised by Sj. Bankim Mukherjee to which I want to refer. His main argument was "Why did you not know even by March, 1957 that there is going to be excess expenditure? If so, why did not you put it in the Supplementary Budget"? (Sj. BANKIM MUKHERJEE: 1952, not 1957.) My answer to that is so far as 1951-52 is concerned, the debit for the same was not raised because the Central Stamp Revenues were not raised till October, 1952, for the supply in 1951-52. The Government of India raised debit at a particular time and it is not possible for us to know in March, 1952 what debit the Government of India was going to raise in October, 1952.

He has raised another question—why Rs. 1 crore 46 lakhs has been spent. I am sure he has got the Report of the Finance Committee before him,—for the Administration of Justice, Rs. 1 crore 46 lakhs. The point is this. It consists of two parts—one is the payment of salaries to the officers whose salary was increased retrospectively in September and October, 1952 but the payment has to be debited in 1951-52 although the decision was taken later. Similarly, at no time was it possible for us to know that there are going to be a very large number of cases under section 226. We had

depended upon our figures for the previous year in making our demands for the year and we found that in this year the number of cases was 700—about seven times what it was in the year 1950-51. We did not realise that it would be so. Similarly there are several other cases, for example, the Dum Dum Basirhat Case, where the old court was not considered to be valid by the High Court and new court had to be established at a time when it was not possible to place it before the House as a Supplementary Estimate. I want to make it clear that although we are regularising it, payment has been made for the year 1951-52 on all these items out of savings from other heads. We are not increasing the total amount that was spent in the year 1951-52. We met it from different sources and we are just trying to regularise it.

[7-5—7-18 p.m.]

Sir, the question has been asked, why did we not know that Rs. 3 crores will be required for payment to the Imperial Bank. As you see, the progress of this up to November, 1951, was Rs. 9 crores. Naturally, we thought that, according to that progress, for the next four months it would not be necessary to have more than Rs. 4 crores. So, we asked for Rs. 13 crores in the Supplementary Budget, but actually we had to spend Rs. 3 crores 10 lakhs more under that head because of the food difficulty. How are we to know in the beginning or at any one particular moment that there would be this food difficulty? It is all very well to have post-mortem examination and to say "Why didn't you know it?" How could I know it? Did I know in the first two months of 1952 that there would be demand for extra food for which we have got to draw upon the Imperial Bank? We only could go by the experience of the first six months of the year. If you take any of these items, you will find, with reference to the period about which we are discussing, that this item comes before us because the need for it was not known at the time when the Supplementary Budget was made.

As regards the particular demand that I have asked for on Stamps, my friend Sj. Panda seems to have been absolutely on the wrong track when he was talking as if we are paying charge on the sale of stamps. So far as the non-judicial stamps are concerned, we are only giving the discount portion. So far as the judicial stamps are concerned, his proposition is that they should be printed here. But that is beside the point—it has got nothing to do with the present budget. If he likes, he can bring a resolution, but the Government of India will not agree to it, as far as I know it.

With regard to Extraordinary Charges, you will find that the judgment was given sometime in 1952 that some payment was to be made for the year 1951-52. How could one know in March, 1952, that this payment has to be made for the year 1951-52? These are incidents which happen everywhere. (Sj. Sunil Das: This is a recurring compensation.) The case went up to court and we had to pay because when the arbitrator wanted that payment to be made, we could not help it and the arbitrator's judgment was for the year 1951-52. You will find it is all mentioned here in this book: "The excess is due mainly to payment of Arbitrator's award in respect of recurring compensation for the godown at Banstola Ghat Street, Howrah, sanctioned as late as the middle of February 1952." So, there was not much time to include it in the Supplementary Budget. "This single item alone involved an expenditure of Rs. 74,837." Then there are small cases of court decrees from time to time.

Then, as regards Grant No. 34, a question has been raised about the payment of fines to different local bodies. We are asked "Why did you not know what would be the amounts that would have to be paid to the Self-Government Department, to the Police Department, to the Board of

Revenue?" How are we to know? Even in the month of February, we do not know these figure. Even if the judgment in a particular case has been given after April, 1952, the judgment refers to the period 1951-52. Therefore, the fine has to be paid or the contribution in lieu of fine has to be paid for 1951-52 in 1952-53. I think I have tried to explain the difficulty with regard to this payment. I do not think any particular department—the Finance Department—need be pilloried for this.

Then a suggestion has been made with regard to the grant to local bodies in lieu of the public works cess and fines under the Cess Act and the grant to local bodies in lieu of the Bengal Ferries Act. But you must remember that these people give their accounts after the 31st March of a particular year, and then we have got to give them money not with reference to 1952-53 but with reference to 1951-52.

Sir, with these words, I commend my motion to the acceptance of the House.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 13,099 be granted for expenditure under Grant No. 4, "Major Head: 9—Stamps" during the year 1951-52 was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Siddartha Sankar Roy that a sum of Rs. 16,136 be granted for expenditure under Grant No. 6, "Major Head: 11—Registration" during the year 1951-52 was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Siddartha Sankar Roy that a sum of Rs. 2,59,129 be granted for expenditure under Grant No. 14, "Major Head: 27—Administration of Justice" during the year 1951-52 was then put and agreed to.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure in 1951-52) Bill, 1957

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to introduce the West Bengal Appropriation (Excess Expenditure in 1951-52) Bill, 1957.

[Secretary then read the title of the Bill.]

Sj. Bankim Mukherjee: Sir, this Bill has only just now been circulated; so we cannot discuss it just now. We shall discuss it tomorrow.

Mr. Speaker: My attention has been drawn to the proceedings of the last year; the same procedure was followed last year also.

Sj. Bankim Mukherjee: That was wrongly done.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: You have the Bill before you, and when everything is fresh in your mind let us discuss it.

Mr. Speaker: I understand that the same procedure is followed in the Lok Sabha also.

Sj. Bankim Mukherjee: They do not sit till 7 o'clock. In that case the Excess Grants should not have been moved as late as 6-30. The whole thing should have been taken up tomorrow.

Mr. Speaker: In the Lok Sabha they work much harder than we do.

Sj. Bankim Mukherjee: The question is not whether they work harder or not, but for the sake of form we will have to consider that this Bill has been circulated just now.

Mr. Speaker: After you have made your speeches on the Excess Grant and after having passed it, what further debate remains?

Sj. Bankim Mukherjee: I do not say that there is going to be any discussion on it. I am not going to speak and I do not think any other member on our side will speak. Even then I do not like it; last year also I did not like it. The Bill is circulated just now and immediately it is taken up and discussed. If that is being repeated I disike it very much. Why should it be so? We must get some time for consideration after the circulation of the Bill.

Mr. Speaker: If it had been circulated earlier it would have been better, but that is another matter. To that you have entered your protest but having regard to the fact that the Grants have already been passed the Appropriation Bill follows as a matter of course.

Sj. Bankim Mukherjee: Of course it does but, as a matter of course, we have got the right to discuss the Appropriation Bill itself.

Mr. Speaker: You are quite right.

Sj. Bankim Mukherjee: I would have protested against the introduction of this sort of practice. You should have taken up this Bill earlier.

Mr. Speaker: That is a technical point, as unless the demands are passed the Appropriation Bill can have no existence whatsover but now that the demands have been passed, now is the time for moving the Appropriation Bill.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Let it be done this time only.

Sj. Bankim Mukherjee: You knew, Sir, that the Appropriation Bill was coming and you could have adjourned the House at 6-30 so that the whole thing could be taken up tomorrow. It would take at least half an hour to pass the Grant. Well, Sir, we do not agree to this practice.

Mr. Speaker: All right, we will do it tomorrow. For the information of honourable members of this House I may say that the question time would be half an hour and not the usual one hour. I hope as a result supplementary questions will also be limited. I adjourn the House till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7-18 till 3 p.m. on Tuesday, the 10th December, 1957, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 10th December, 1957, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 17 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 209 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Further supplementaries to *Question 101

[3—3-10 p.m.]

Sj. Tarapada Dey:

কালকে মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, বহু জেলায় সোশ্যাল এডুকেশন কাউন্সিলএ এম এল এ-দের নেবার সিস্টেম আছে। আমার এখানে অতিরিক্ত প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁদের কি সিস্টেমএ নেওয়া হয়?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

কি সিস্টেমএ নেওয়া হয় সেটা স্টেটমেন্টএ দাখিল করা আছে। এডুকেশন কাউন্সিলএ এম এল এ, এম এল সি-দের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। তার উত্তর হচ্ছে, সেখানে এম এল এ, এম এল সি-দের নেওয়ার কোন বাধা নেই, তবে তাঁদের সম্বন্ধে কোন বিশেষ অর্থাৎ নির্দিষ্ট ক্যাটিগরি নাই। যেমন কালকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, হাওড়ায় কোন এম এল এ নেন নি কেন? সংবাদ নিয়ে জানলাম, হাওড়া উপদেষ্টা কমিটিতে একজন এম এল সি আছেন এবং তিনি হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর চেয়ারম্যান।

Sj. Tarapada Dey:

এম এল সি হিসাবে, না ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড চেয়ারম্যান হিসাবে—কোন্ ক্যাপাসিটি হিসাবে তিনি সেখানে আছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

তিনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট আডভাইসরি কাউন্সিল, স্কুল বোর্ডএর চেয়ারম্যান, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর চেয়ারম্যান হিসাবেই আছেন এবং তিনি এম এল সি-ও বটেন।

Sj. Tarapada Dey:

এম এল এ হিসাবে কাউকে নিয়েছেন কি? আপনি কাল বলেছেন, অন্যান্য বহু জেলায় আছে; সেই হিসাবে হাওড়া জেলায় নেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এম এল এ বা এম এল সি নেবার কোন বাধা নেই।

Sj. Tarapada Dey:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হাওড়া জেলায় এই রকম কাউকে নিয়েছেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

রবীন্দ্রলাল সিংহ, এম এল সি, এবং রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, এম এল এ।

Sj. Tarapada Dey:

আপনি যে লিস্ট দিয়েছেন তার মধ্যে ডাঃ মণি বোসের নাম নেই কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

ডাঃ মণি বোসের নাম আছে তো. তবে তিনি এম এল এ হিসাবে নন। এম এল এ, এম এল সি নেবার কোন বাধা নেই। তিনি অন্য ক্যাটিগরি থেকে এসেছেন।

Sj. Tarapada Dey:

অন্যান্য জেলায় যে নেওয়া হয়েছে তাদের কি হিসাবে নিয়েছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri: That question does not arise out of this question, Sir,

Mr. Speaker: You are asking about Howrah. Do not go into any other district. The question is about Howrah.

Sj. Tarapada Dey:

আমি হাওড়া সম্বন্ধেই প্রশ্ন করছি। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, লাইব্রেরি, সোশ্যাল এডুকেশন. নাইট স্কুলস প্রভৃতি এইসব সরকারের প্রশংসনীয় কাজে আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: By not staying away when another opportunity arises.

Mr. Speaker:

এর কোন জবাব আছে, লাইব্রেরিতে সাহায্য করতে পারি ব'লে?

Sj. Tarapada Dey:

মিঃ স্পীকার, স্যার. হাওড়া জেলায় ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল, সোশ্যাল এডুকেশনএর জন্য গঠিত হয়েছে; তার মধ্যে উনি আমাদের নিচ্ছেন না। তা হ'লে কি উপায়ে আমরা সাহায্য করতে পারি?

Mr. Speaker: It is a question of selecting the members.
তিনি যোগ্য হ'লে তাঁকে নেবেন, যোগ্য না হ'লে নেবেন না।
It may be a distorted view but it cannot be helped.

Dr. Ranendra Nath Sen:

আপনার কথাটা ফলো করেছি, কিন্তু সেটা কি মন্ত্রিমহাশয়ের কথা?

Mr. Speaker:

উনি বলেছেন
neither M. L. As. are qualified nor they are disqualified. There is no bar to M.L.As. being taken in.

Sj. Tarapada Dey:

কালকে মন্ত্রিমহাশয় বলেছিলেন এই অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল গঠন সম্পর্কে যে, অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলএর মেম্বার হচ্ছে ফাইভ ফ্রম হেডকোয়ার্টার্স। এই হেডকোয়ার্টারএর নাম কি?

Mr. Speaker:

হেডকোয়ার্টার্সএর নাম ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্স।

Sj. Tarapada Dey:

হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্স বলতে কি হাওড়া টাউন বোঝায়?

Mr. Speaker:

হ্যাঁ, হাওড়া টাউন।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

হাওড়া ডিস্ট্রিক্টএর হেডকোয়াটার্স বলতে যা বোঝেন তাই।

Sj. Tarapada Dey:

রতনমণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আপনি নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর বাড়ি হাওড়ায় নয়। তাঁকে কেন বাইরে থেকে নিয়েছেন।

Mr. Speaker: I cannot allow that question.

Sj. Tarapada Dey:

মাননীয় রতনমণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি হাওড়া টাউনের মধ্যে নয়, বালিতে তাঁর বাড়ি। বালি কি এই হেডকোয়াটার্সএর মধ্যে পড়ে?

Mr. Speaker:

আপনি সাপ্লিমেন্টারি এইভাবে করলে অ্যালাউ করব না।

I think the question has been sufficiently answered. Supplementary must arise out of an answer. What is your next question?

Sj. Tarapada Dey:

স্টেটমেন্ট (বি)তে বলেছেন, এই কয়েকজনকে নেওয়া হয়েছে "অ্যাজ মেম্বার্স অব হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল" এবং এ'দের সাফিশিয়েন্ট সোশ্যাল এডুকেশন এক্সপিরিয়েন্স আছে। আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন হচ্ছে, এ'দের কি কি সাফিশিয়েন্ট সোশ্যাল এডুকেশন এক্সপিরিয়েন্স আছে?

Mr. Speaker: I do not think that is a proper question.

Sj. Tarapada Dey:

এ'রা সকলেই কি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি?

Mr. Speaker: The question does not arise—what are the party affiliation?

Sj. Tarapada Dey:

আপনার স্টেটমেন্ট (সি)তে সোশ্যাল এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধে বলা হয়েছে, অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টার ৮৩টি ও নাইট স্কুল ৬০টি। আমার প্রশ্ন ছিল, কি কি ওয়ার্ক হয়েছে এবং এ ছাড়াও মোট কতগুলি অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টার এবং নাইট স্কুল খোলা হয়েছে?

Mr. Speaker:

আপনার কোয়েশ্চেন বুঝতে পারলাম না। পুট প্রপারলি।

Sj. Tarapada Dey:

হাওড়া জেলায় মোট কতগুলি অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টার ও নাইট স্কুল খোলা হয়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টার—৮৩, নাইট স্কুল—৬০।

Sj. Tarapada Dey:

যতগুলি খোলা হয়েছে সবগুলিই কি গ্রান্ট পাচ্ছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

হ্যাঁ।

Sj. Tarapada Dey:

এর বাইরে কোন স্কুল আছে জানেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
জানা নেই।

Sj. Monoranjan Hazra:
এরা যে আপনার কাছে দরখাস্ত করেছিল, এটা জানেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
না।

Dr. Narayan Chandra Ray:
তা হ'লে এম এল এ হওয়া—নাইদার কোয়ালিফিকেশন নয় ডিসকোয়ালিফিকেশন এ ব্যাপারে?

[3-10—3-20 p.m.]

Mr. Speaker: His answer was that it is not a bar.

Dr. Narayan Chandra Ray: Is the fact of belonging to the Opposition Party a bar?

Mr. Speaker: I disallow that question.

Walsh Hospital, Serampore

***102.** (Admitted question No. *367.) **Sj. Panchugopal Bhaduri:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state whether the Government have—

(*a*) any scheme to immediately expand the Walsh Hospital, Serampore; and

(*b*) any plan to add a maternity ward to the present hospital?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy): (*a*) and (b) Yes.

Sj. Panchugopal Bhaduri:
এই যে হস্পিটাল এক্সপ্যান্ড করার স্কীম আছে উত্তরে বলেছেন, সে সম্বন্ধে কোন ডিটেল জানাতে পারেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: In order to expand the maternity ward of the Serampore Walsh Hospital, the Serampore Municipality has offered a donation of land and a two-storied building and also a cash donation of Rs. 35,000. The scheme involves a capital expenditure of 1 lakh 9 thousand and recurring expenditure of Rs. 32,146. The municipality submitted a draft deed of gift in respect of the land and building. Government wants to build a bigger hospital there and the plan is under consideration.

Sj. Panchugopal Bhaduri:
আমার প্রশ্নের দু'টা অংশ—একটা অংশ হচ্ছে সাধারণ হাসপাতাল সম্পর্কে, আর-একটা বিষয় হচ্ছে মেটারনিটি হাসপাতাল। প্রথম অংশের অর্থাৎ সাধারণ হাসপাতাল সম্পর্কে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সেটা ইমিডিয়েটলি এক্সপ্যান্ড করার স্কীম আছে কিনা। তার উত্তরে আপনি বলেছেন—হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করছি—এই স্কীমটা কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: The scheme is just to have a large hospital there and also to accommodate the maternity portion along with it.

Sj. Panchugopal Bhaduri:

এখন ৭৩টা বেড আছে। এটা বাড়িয়ে কত করা হবে বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: It is not yet settled.

Sj. Panchugopal Bhaduri:

স্টাফ ইত্যাদি বাড়ান হবে কিনা--সে সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন কি?

Mr. Speaker: I think that question is inappropriate. If you cannot decide about the number of beds you cannot decide about the question of staff.

Sj. Panchugopal Bhaduri:

ইমিডিয়েটলি এক্সপ্যান্ড করার স্কীম সম্বন্ধে বলা হয়েছে—হ্যা। এই ইমিডিয়েটলির মানে কতদিনের মধ্যে বলতে পারেন কি? আমার প্রশ্নটা জুন মাসে দিয়েছিলাম।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: The Executive Engineer concerned has been asked to expedite the submission of the site plan. The site plan has not been received yet.

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় একটু আগেই বললেন যে, শ্রীরামপুর হসপিটাল এক্সপ্যান্ড করার জন্য ৩৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করছি, শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ঐ মেটারনিটি হাসপাতালের জন্য একটা বাড়ি তোলাবেন কি?

Mr. Speaker: I cannot allow this question.

Pediatric beds

***103.** (Admitted question No. *356.) **Dr. Golam Yazdani:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিমবঙ্গে শিশু হাসপাতাল অথবা অন্যান্য হাসপাতালে শিশু রোগীদের জন্য মোট শয্যাসংখ্যা কত; এবং

(খ) এই শয্যাসংখ্যা বর্ধিত করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

(ক) ৩৭০।

(খ) আছে।

Dr. Golam Yazdani:

এই ৩৭০টার মধ্যে কলিকাতায় কতটা এবং মফঃস্বলে কতটা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: In Calcutta 80 and in all the hospitals taken together in West Bengal 290—excluding Calcutta.

Dr. Golam Yazdani:

"ইনস্টিটিউট ফর চাইল্ড হেলথ্ সেন্টার"এ গভর্নমেন্ট কত ক'রে সাহায্য দেন?

Mr. Speaker: This question does not arise out of this.

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কলিকাতায় ৮০টি বেডএর কথা বলেছেন, এই চিলড্রেন বেডএর ক্যালকাটা ডিস্ট্রিবিউশন—কোথায় কতটা বলবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: I can give you the list—

K.S.R. T.B. Hospital—6,
Haralalka Hospital—8,
Calcutta National Medical Institute Hospital—20,
Mayo Hospital—12,
N.R.S. Hospital—20,
S.S.K.M. Hospital—25,
R.G.Kar Hospital—10,
Chittaranjan Seva Sadan—60,
Calcutta Hospital of Tropical Diseases—18,
Dufferin Hospital—15,
B. C. Roy Polioclinic—20.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই যে লিস্ট দিলেন—তাতে ৮০ বেডএর বেশি আছে।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: 290 altogether. We have also got two big hospitals—Medical College Sishu Nivas Hospital and also the Child Health Centre.

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার স্পেসিফিক পয়েন্ট হচ্ছে—এই যে বেডস—নন-অফিসিয়াল হসপিট্যালএ যে চিলড্রেন সিট আছে—এই ৮০টা মধ্যে ধরেছেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: That has been included in 290. These two hospitals have 80 beds and the rest taken together have 290 beds.

Dr. Golam Yazdani:

এই যে গভর্নমেন্ট গ্রান্ট চাইল্ড হেল্থ ইনস্টিটিউটএ সে সম্বন্ধে আমি বলতে চাচ্ছিলাম, গভর্নমেন্ট যে গ্রান্ট দিয়েছিলেন তার পরিমাণ কত?

Mr. Speaker: The question is disallowed.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Will the Hon'ble Minister kindly state whether all the children's beds are free or there are paying beds as well?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: They are free.

Dr. Kanailal Bhattacharjee:

এই যতগুলি বেডএর কথা এখানে বলা হয়েছে তার সবগুলিই কি ফ্রী?
There must be some free and some paying beds.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: For the child's treatment there are also cabins which can be used for this purpose; otherwise they are all general beds and they are free.

Sj. Sunil Das:

(খ)-এর প্রশ্ন হচ্ছে—এই শয্যাসংখ্যা বর্ধিত করবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? জবাব হচ্ছে—(খ) আছে। কোথায় কোথায় আছে মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি? কোন্ কোন্ হাসপাতালগুলিতে? সেটাই জানতে চাচ্ছি।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: It has not yet been settled whether it will be started. The Plan is this. There is no scheme in the State during the Second Five-Year Plan period for increasing the number of pediatric beds in West Bengal but there is a scheme in the Central Plan for establishment of pediatric centres. Assistance has been offered by the Government of India to this Government for establishment of such centres. The matter is under consideration of Government.

Maternity and Child Welfare Centre in Kharba police-station of Malda district

***104.** (Admitted question No. *354.) **Dr. Golam Yazdani:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) whether there is any maternity centre within the jurisdiction of police-station Kharba in Malda district; and

(*b*) if not, whether Government consider the desirability of setting up a maternity centre in each Union under police-station Kharba?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: (*a*) and (b) No, but there is a health centre at Kharba, where 25 per cent. of the beds are usually kept reserved for maternity cases. There is also a proposal for establishment of Family Planning-cum-Maternity and Child Welfare Centre attached to Thana Health Centre in the Second Five-Year Plan.

[3-20—3-30 p.m.]

Dr. Golam Yazdani: The answer is not clear. I want to know how many beds are there.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: There are 10 beds in that Health Centre of which two are reserved for maternity cases.

Dr. Golam Yazdani: When is the plan going to materialise?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: It is not settled yet.

Distribution of anti-biotic drugs to T.B. patients in Malda district

***105.** (Admitted question No. *353.) **Dr. Golam Yazdani:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state if it is a fact that the incidence of tuberculosis has increased in Kharba police-station in the Malda district?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state whether Government consider the desirability of providing the poor T.B. patients, free of charge, with such remedies as Streptomycin, P.A.S., Tibizide, etc.?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: (*a*) and (b) No, but anti-biotic drugs, viz., Streptomycin, P.A.S. and I.N.H. are already being supplied free of cost through the outdoor department of Government hospitals to indigent T.B. patients.

Dr. Golam Yazdani: Has the incidence of T.B. decreased in that police-station? It is not clear from his answer.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: According to the population we find that about 1 per cent. is affected. Moreover we have got the figure of deaths from T.B. In 1956 there were two deaths. In 1955 there were 3 deaths and in other years we find that the disease has not increased. So we have said that it is not on the increase.

Dr. Golam Yazdani: I may point out, Sir, that all the deaths are not registered and so the information is deceptive. I want to know the source of his information.

Mr. Speaker: There is no room for argument.

Dr. Golam Yazdani: There is no chest clinic or Health Centre and so how he comes to the conclusion that the disease is not increasing?

Mr. Speaker: That is not a question.

Dr. Golam Yazdani: When the patients are advised complete rest they cannot attend the hospital. Has any arrangement been made to get the medicine?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: No such arrangement has been made. We are thinking of this but before the proforma is circulated, some time will be necessary.

Dr. Narayan Chandra Ray: You mean to say that there is no arrangement now?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No.

Dr. Narayan Chandra Ray: Have you any criteria to decide as to which patient will get medicine free?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Those who will go there.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: They will get medicine according to the diagnosis of the doctor. The medicine is supplied free to all T.B. patients.

Dr. Narayan Chandra Ray: Have you any information whether the medicine supplied by the Writers' Buildings is sufficient for the number of T.B. patients of the hospital?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: In Malda, yes.

Dr. Narayan Chandra Ray: This is a medical question I am asking now. You show two of them together—which two are to be decided?

The Hon'ble Anath Bandhu Roy: Absolutely by doctors.

Sj. Syamadas Bhattacharyya: Will the Hon'ble Minister be pleased to state how the patients who have been advised complete rest—those who are bed-ridden—will go and bring the medicine?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Those who won't go won't get.

Sj. Syamadas Bhattacharyya:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি, যেসমস্ত টি বি পেশেন্ট হাসপাতালে আসতে পারে না এবং যাদের ডাক্তারের পরামর্শ নেবার সুবিধা নাই, তাদের চিকিৎসার কিছু ব্যবস্থা আছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

আর কিছু ব্যবস্থা হয় নি।

Sj. Bindabon Behari Basu:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, টি বি হস্‌পিটালএ সরকারের তরফ থেকে ফ্রী অব কস্ট যে অ্যান্টি-বায়োটিক সাপ্লাই করা হ'ত সেটা নবেম্বর মাস থেকে বন্ধ করা হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

না, বন্ধ করা হয় নাই।

Mr. Speaker: The question time is over.

Adjournment Motions

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Canesh Ghosh: Sir, I gave notice for an adjournment motion but unfortunately you have refused to give consent. My motion reads as follows:—

The proceedings of the House do now adjourn to discuss a matter of great public importance and of recent occurrence, viz., the strike which the workers of Contractors engaged for extension work of Indian Iron & Steel Co. Plant at Burnpur had to resort to since 9th December, 1957, totally stopping the said extension work, for gross negligence and illegal acts committed by the Contractors and for refusal to accede to the legitimate demands of the workers. The Government has failed to stop this illegal act on the part of the Contractors.

Would Dr. Roy please let us know the position?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Is it the strike among employers, not employees?

Sj. Canesh Ghosh: Workers.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: You have said the workers of the Contractors have stopped work.

Sj. Canesh Ghosh: They have been made to stop work.

এই সম্বন্ধে আমাদের বলবেন কি? কোন খবর পেয়েছেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I know nothing about it.

Sj. Suhrid Mullick Chowdhury:

অনুগ্রহ ক'রে স্টেটমেন্ট দেবেন, আমাদের মোশন হচ্ছে এই—

This Assembly do now adjourn to discuss an urgent matter of public importance and of recent occurrence, namely, miserable situation in the Beliaghata-Joramandir Area arising out of sudden suspension of State Bus Services in Route Nos. 35 and 35A and posting of possee of Police pickets at different places in the above area causing panic and terror amongst the inhabitants of the above area.

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, my motion is:—

The proceedings of the Assembly be now adjourned to raise a discussion of urgent public importance and of recent occurrence, namely, the grievous situation caused due to irregularities and shortage of ply in the Beliaghata route by State. Transport Department has seriously affected the local public.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, the difficulty is that it is not that the State Transport are withdrawing their service on this route but that they have been prevented from plying on this route. There are two State Bus services from Beliaghata Joramandir—one is to Sealdah and the other to Howrah via Sealdah. Twenty-eight State buses on these two routes run of which 21 are of the latest type and 7 are old ones. The frequency is generally between 2 and 3 minutes between Sealdah and Beliaghata during peak hours, i.e., 8-30 to 10-30 and 5 to 7-30. When private operators were operating on this route, they had only 17 buses in all of which 14 to 15 could ply daily. Except the 7 old ones the 21 new buses have much larger capacity than the private buses. What has happened was, yesterday the frequency of the bus service was maintained from 4-30 onwards until 5-8, when there was a jam at the crossing of Bowbazar Street and Lower Circular Road which delayed the bus for nearly 7 minutes. Two buses then left after three minutes each but the next bus again was delayed due to traffic congestion and there was delay of 7 minutes in departure. The next bus left after 2 minutes, i.e., 5-29. By this time a section of the crowd became furious and stopped all State buses from plying on this side. They abused the staff, manhandled the officer who had gone there to reason with them. Several officers visited the place but finding the demonstrators numbering about 150 to 200 still very hostile did not think it worthwhile to ply the buses in such an atmosphere. The buses left back to the garage after the demonstrators had left. This morning the buses began to ply from early morning in a normal manner until 7 o'clock when some of the rowdy section began stopping the bus. A number of buses were held up by them by using force. We decided to leave this portion of the route and began plying between Sealdah and Howrah in the normal manner. Naturally in view of the disturbances the Commissioner of Police sent a number of police constables to keep a watch on the buses.

It is difficult to know really what the demands of the demonstrators are. It is true that there are 7 old buses plying on the route but by January or February we hope to replace them by new buses. Secondly, it has been complained that the buses are irregular. The difficulty about the buses not being regular has been due not to the buses themselves but because of the different obstructions on the way. As I have just pointed out, we have tried to maintain this frequency in this service even better than in the rest of Calcutta. We are plying now on seventeen routes and no complaint has come except from this route. It is difficult to say what the section wants. Some people may perhaps think that the old buses should not run. We cannot discard the old buses all immediately, but by January or February it might be that the old buses may not run again. We are anxious to run the buses and if my friends who have moved this motion have any influence with the local people, they can only ask them not to disturb the buses from running. We will try to serve as well as possible.

Dr. Ranendra Nath Sen:

এই স্টেটমেন্টএর পরে নাম্বার অফ বাসেস বাড়াবার কথা ঘটবে কি করে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: From 19 to 28. It was 19 when the private buses were running; it is now 28. It is true that 7 of these buses are old buses. We are trying to replace them; very likely by January or February we shall replace them.

Sj. Suhrid Mullick Chowdhury:

উনি বললেন, যদি সহযোগিতা আমাদের চান, করতে রাজি আছি। আপনি যদি বলেন ডাইরেক্টর-জেনারেলকে একবার যেতে তবে ভাল হয়।

[3-40—3-50 p.m.]

Statement of Hon'ble Minister for Labour on the statement made by Sj. Bankim Mukherjee, M.L.A., regarding rationalisation in jute mills

The Hon'ble Abdus Sattar: Sir, Government in their Press-note, dated 12th June, 1957, reiterated the viewpoint of the Government, which was communicated to the Indian Jute Mills Association that rationalisation was permissible only to the extent that it did not lead to unemployment and that no rationalisation should be introduced in any unit of the jute industry without prior consultation with Government. This opinion of the Government of West Bengal was in pursuance of the policy laid down by the Planning Commission in the Second Five-Year Plan. In furtherance of this object, the State Government set up an ad hoc committee on 21st August, 1957, to study the situation arising out of rationalisation in the jute industry in West Bengal, consisting of the representatives of Government, employers and employees. Functions of the Committee are to examine the schemes of rationalisation in the various jute mills in the State to make recommendations to Government on the following:—

(1) Outlining a phased programme of rationalisation so as to cause no retrenchment.

(2) Apportionment of work-load and increase of wages, if justified, for increased work-loads.

(3) Fixation of cadres, permanent and temporary, for each of the rationalised establishments.

(4) Fixation of retiring age for each category of workers.

The Committee was also authorised to take in Assessors possessing expert knowledge for such assistance as may be deemed necessary.

The Committee has since held two meetings and the work so far done is mainly preparatory. Government are not aware of any stalemate in the working of the Committee. On the other hand, Government hope that the Committee will be able to find an agreed solution to the problem of the premier industry of the State with the co-operation of all concerned.

While awaiting the recommendations that the Committee might make to Government from time to time, Government, however, in pursuance of the policy laid down in the Press-note dated the 12th June, 1957, have been insisting on prior consultation in cases of rationalisation in jute mills and the conciliation officer, in suitable cases, are holding tri-partite conferences to discuss possible changes which are likely to occur in any particular unit of the industry, as a result of rationalisation.

The cases of the Anglo-Indian Jute Mill and the Gourepore Jute Mill referred to by the honourable member are being looked into by the Labour Directorate.

Messages

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): The following messages have been received from the West Bengal Legislative Council, copies of which have been laid on the table, namely:—

(1)

"*Message.*

That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 9th December, 1957, agreed to the West Bengal Land Development and Planning (Amendment) Bill, 1957, without any amendments.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 9*th December*, 1957.

(2)

"*Message.*

The Bengal Electricity Duty (Amendment) Bill, 1957, was considered by the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 9th December, 1957, and is returned herewith to the Assembly with the intimation that the Council has no recommendations to make.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 9*th December*, 1957.

(3)

"*Message.*

That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 9th December, 1957, agreed to the Calcutta and Suburban Police (Amendment) Bill, 1957, without any amendments.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 9*th December*, 1957.

(4)

"*Message.*

That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 9th December, 1957, agreed to the Prisons (West Bengal Amendment) Bill, 1957, without any amendments.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 9*th December*, 1957.

GOVERNMENT BILLS

The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure in 1951-52) Bill, 1957

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation (Excess Expenditure in 1951-52) Bill, 1957, be taken into consideration.

Sir, under section 266(3) of the Constitution of India, no moneys out of the Consolidated Fund of the State can be appropriated except in accordance with law, passed under Article 204.

The excesses over the sanctioned voted grants and charged appropriations for the year 1951-52 were shown by the Auditor-General in the Appropriation Accounts for 1951-52 and the Audit Report of 1953 and the reasons for the excesses were duly considered by the Public Accounts Committee appointed by this House which has recommended that the excess expenditure under the voted and charged heads be regularised by excess grants and charged appropriations.

This Bill is introduced in pursuance of Article 205 of the Constitution of India read with Article 204 thereof to provide for the appropriation, out of the Consolidated Fund of West Bengal, of moneys required to meet the excess expenditure which have been so voted by the Assembly and also to regularise further expenditure charged on the Consolidated Fund of the State in accordance with the provisions of the Constitution. The Constitution provides that no amendment shall be proposed to this Bill having the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of the State.

Sir, with these words, I commend my motion to the acceptance of the House.

Dr. Kanailal Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ডাঃ রায় বলেছেন, একসেস এক্সপেন্ডিচার ডিমান্ড মুভ করতে গিয়ে যে এই এক্সপেন্ডিচারটা একসেস হয়েছে; এটা এবং অন্যান্য খাতে ব্যয়বরাদ্দ যা মঞ্জুর ছিল সেই ব্যয়বরাদ্দ খরচ না ক'রে এই খাতে সেটা খরচ করা হয়েছে। এখানে আমার বক্তব্য, প্রথমত যে ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করা থাকে সেটা খরচ করা উচিত, তার মধ্যে অল্প-কিছু তারতম্য হ'লে বিশেষ কিছু বলার নাই। এডুকেশন খাতে মোট ব্যয়বরাদ্দ ৭ কোটির মাত্র ৬ কোটি ব্যয় ক'রে বাকিটা উদ্বৃত্ত রেখে দেওয়া ডিপার্টমেন্টএর কৃতিত্ব নয়। এটা অন্যায়। একটা অন্যায় ঢাকতে গিয়ে যদি সেই টাকাটা অন্য খাতে ব্যয় করা হয় তা হ'লে অন্যায় করা হয় ব'লে মনে করি। যাই হোক, এটা নীতিগত ব'লে আমি মনে করি না, যদিও সংবিধানে এই বিধান রয়েছে। ডাঃ রায় যেন প্রত্যেক বার এই অ্যাডভান্টেজটা জানেন অ্যাজ এ ফাইন্যান্স মিনিস্টার সেদিকে আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I repeat what I said yesterday that some of these items were items which could not be foreseen either at the time of making the budget or at the time of making the Supplementary Budget. For instance, as regards the question of payment to be made to lawyers, as a result of the increase in the number of cases under section 226, the number of cases of this type in 1950 was 102 whereas in 1951 the number rose to 746 and again in 1954 the number came down to 486. Therefore, we could not possibly know the amount beforehand.

Again, some of the staff were given increased salary with retrospective effect. This was done in September or October, 1952. Therefore, this could not be put in the budget of 1951-52 nor even in the Supplementary Budget of 1952. These are things which must happen in a big institution like this. I am perfectly sure that there is nothing wrong in it.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the West Bengal Appropriation (Excess Expenditure in 1951-52) Bill, 1957, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clauses 1 to 3

The question that clauses 1 to 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Schedule

The question that the Schedule do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation (Excess Expenditure in 1951-52) Bill, 1957, as settled in the Assembly be passed.

The motion was then put and agreed to.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to introduce the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957.

[Secretary then read the title of the Bill]

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957, be taken into consideration.

Sir, for some time past, we have been trying to streamline the Acts that are in existence for regulating the relations between the landlord and the tenant. We had two previous measures passed by this House and now I bring forward for the consideration of this House a third measure. This measure, I hope, will be acceptable to all sections of the House. The present Bill seeks to reintroduce certain penal measures in the matter of the owner-bargadar relationship. The House will remember that in 1950 a Bargadar Act was passed which sought to regulate the relations between the owner and the bargadar. Now, in section 12(a) of that Act certain provisions were made by which no owner was allowed to evict any bargadar except through the machinery laid down in that law. It was also provided that in case the owner tried to evict the bargadar without due process of law or contravened any order of the Bhagchas Board, he was not only liable to penalty, but there was also provision for restoring the land to the bargadar, so evicted. Now, that Act was replaced by Chapter III of the Land Reforms Act. As the honourable members are aware, although other Chapters of the Land Reforms Act have not yet been brought into force, Chapter III which seeks to provide for the bargadars has been brought into operation. Now, I do not know why, but in the Land Reforms Act there was provision only for restoring the land to the bargadar who might have been unlawfully evicted or who might have been evicted lawfully but later on it was found that the ground on which he was evicted was not true.

[3-50—4 p.m.]

In that case there was only provision for restoration, but provision for penalty was omitted by this House. Now, Sir, we feel that in the present situation a penal measure should be there. Therefore in addition to the provision for restoration that already exists in Chapter III of the Land Reforms Act this Bill seeks to introduce or reintroduce the penal measure

which existed before. There are only two clauses—clause 19A lays down that whenever any person contravenes or does not comply with any order passed by the Bhagchas Board he would be liable to penalty and 19B makes some specific provision regarding owners only. When the owner tries to evict somebody from the land or does not obey the order of the Bhagchas Board there he has been made liable for penal offence and the provisions that existed in the old Bargadar Act have been practically incorporated in this Bill word for word. These are the main provisions of the Bill and I place this Bill for the consideration of the House.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January, 1958.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বর্তমান কালে আমাদের দেশে প্রধান সমস্যা হচ্ছে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি। কারণ দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। গেল বছর পশ্চিমবাংলায় খাদ্যশস্যের ঘাটতি হয়েছিল ৪ লক্ষ টন। এবার পশ্চিমবাংলায় খাদ্য-শস্যের ঘাটতি হয়েছে—সেদিন মন্ত্রিমহাশয় বললেন—প্রায় ১২ লক্ষ টন। বেশিও হ'তে পারে, কমও হ'তে পারে। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টএরও প্রায় সেই রকম অবস্থা। সেখানেও খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, ৩০-৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি হবে ব'লে এবার আশংকা করা যায়। সুতরাং আমাদের যদি বেঁচে থাকতে হয় তা হ'লে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। তা সম্ভব হ'তে পারে একটা কাজে। খাদ্যোৎপাদন হয় ভূমিতে। কিন্তু যে পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হবে, সে পর্যন্ত খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুব কম। ধরুন, আমাদের পশ্চিমবাংলায় যে আইন আছে বর্গাদারদের সম্বন্ধে। পশ্চিমবাংলায় প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গাদার। এরা পরের জমি চাষ ক'রে খায়। আমন ধান যা উৎপন্ন হয় তার অর্ধেক তারা পায়। ভাল হ'লেও অর্ধেক, খারাপ হ'লেও অর্ধেক। এই বছর এক-এক বিঘা জমিতে ৩-৪ মণ ক'রে ধান হয়েছে। তার ভাগ পাবে দেড় মণ কি দু' মণ। মালিক যা পায় তাতেই প্রায় সবই তার লাভ। তাকে শুধু তিন টাকা দিতে হয় বিঘাপ্রতি খাজনা। বাকি সবই তার লাভ। বর্তমানে আমন ধানের দাম ১৪ টাকা মণ হ'লেও দু' মণের দাম ২৮ টাকা। তা থেকে তিন-চার টাকা খাজনা বাবত গেলে বাকি ২৪-২৫ টাকা মালিকের লাভ থাকে। কিন্তু [illegible] চাষের খরচেই সব শেষ হয়ে যায়, লাভ তার কিছুই থাকে না। কাজেই ভাল ক'রে নিজের হাতে আর পরের জমি চাষ করতে তার কোন উৎসাহ হ'তে পারে না। তাই আমরা আজ নয়, বহুদিন থেকে বলতে আরম্ভ করেছি, ১৯৫০ সালে যখন বর্গাদার আইন পাস হয় তখনও বলেছিলাম যে, [illegible] জমির মালিক করা দরকার। শুধু তাই নয়, ভূমি যে নিজের হাতে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে তাকে জমির মালিকানা দিতে হবে। এ যে পর্যন্ত না হবে সে পর্যন্ত দেশ খাদ্যশস্য সম্বন্ধে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হ'তে পারবে না, দেশেরও মঙ্গল নাই। আজকে যখন এই অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আসে তখন ভেবেছিলাম, সেই ধরনের একটা ব্যবস্থা করা হবে—যারা টিলার্স অব দি সয়েল অর্থাৎ যারা জমি নিজের হাতে চাষ করে তাদের জমির মালিক করা হবে। অন্তত সেই ধরনের একটা কিছু করা হবে। কিন্তু তা করা হয় নি। বরং গোদের ওপর বিষফোটের মত একটা ব্যবস্থা ক'রে এই বিল আনা হয়েছে।

আগে ১৭ ধারায় কি ছিল? যদি কোন বর্গাদার ঠিকমত জমি চাষ না করে কিংবা জমি অন্যের দ্বারা চাষ করায়, কিংবা জমি ফেলে রাখে, কিংবা জমি অন্য প্রয়োজনে লাগায়, কিংবা কোন আইন ভঙ্গ করে, তবে তাকে জমি থেকে উৎখাত করা হবে। এই ছিল তার শাস্তি। আর কোন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু বর্তমান বিলেও সেই ব্যবস্থা বজায় রেখে উৎখাতের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রইল। উপরন্তু আর একটা ধারা যোগ ক'রে দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, যদি কেউ আইনভঙ্গ করে তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সেই শাস্তি ছ' মাস জেলও হ'তে পারে, সেই শাস্তি পাঁচশো টাকা জরিমানাও হ'তে পারে বা উভয়ই হ'তে পারে। আমি জানি মন্ত্রিমহাশয় বলবেন—এই শাস্তি মালিকও পাবে, বর্গাদারও পাবে। কিন্তু ১৭, ১৮ কিংবা ১৯ ধারায় দেখা যায়, মালিকের শাস্তির কোন ব্যবস্থা নাই। মন্ত্রিমহাশয় যদি ১৯৫০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত খোঁজ ক'রে দেখেন তা হ'লে দেখতে পাবেন, শাস্তি কারা পেয়েছে। এতক্ষণ

হয় বর্গাদারদের। সেই শাস্তি তাদের এখানেও রয়ে গেছে। মালিকের কি শাস্তির ব্যবস্থা হ'তে পারে? তার একমাত্র শাস্তি হ'তে পারে—সে কিছু কম ধান পেতে পারে। আর কোন শাস্তি তার নেই। শাস্তি সবই ভোগ করে বর্গাদার। এখন তার সেই শাস্তিটা আরও বেশি ক'রে দেওয়া হ'ল। আগে যে উৎখাতের ব্যবস্থা ছিল তা রয়ে গেল, একটুও কম হ'ল না। উপরন্তু এখন করা হ'ল পাঁচশো টাকা জরিমানার ব্যবস্থা বা ছ' মাসের জেলের ব্যবস্থা, অথবা উভয়ই। দু' ধরনের শাস্তি এখন তাদের হ'ল। এইসমস্ত শাস্তি পাবে বর্গাদার, মালিক নয়।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I am sorry to interrupt him. 19B specifically lays down the case.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Yes, I have seen that. It says "Any person who fails to comply with an order made under section 17, 18 or 19 shall be punishable with imprisonment".

এ কথাটা বোধ হয় গভর্নমেন্ট পক্ষ বুঝতে পারেন নাই, তাই তাঁরা এটা বলেছেন। এই এনি পার্সন কে হবে? মালিক না বর্গাদার? কার বেশি ক্ষতি হবে? এই ১৯বি যেটা আনা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, যদি কেউ—কোন বর্গাদার—কজেস টু টার্মিনেট অর অ্যাটেমপ্টস টু টার্মিনেট, তবে তার শাস্তি হবে। যদি ঐ ধারা ফলো করতেন তা হলে এই ধারা জুড়ে দেওয়ার দরকার হ'ত না। এবং আজকে আমাদেরও এই অ্যামেন্ডমেন্ট আনতে হ'ত না—যদি প্রথম থেকে এটা ফলো করতেন। এই অ্যামেন্ডমেন্টএর ফলে এমনি থেকে মালিকের শাস্তির ব্যবস্থা আসে না। আইনটাকে ভাল ক'রে পড়লে দেখবেন, অর্ডার যাই হোক সেই অর্ডার সে ক্ষেত্রে বর্গাদারের বিরুদ্ধে হবে।

The Government amendment is "19B. (1) If, after the commencement of the West Bengal Land Reforms Act, 1955, a person owning any land terminates or causes to be terminated or attempts to...........etc.

সুতরাং যে শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে সেটা বর্গাদারদের উপরে পড়বে ব'লে একে কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। সেজন্য মন্ত্রিমহাশয়কে বলি যে, এই আইনটা নূতন ক'রে আনুন এবং আইনে এমন ব্যবস্থা করুন যাতে পরিষ্কারভাবে বলা থাকবে যে বর্গাদারদের এভিক্ট করতে পারা যাবে না। আর একটু দিকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তা হ'লে বলা উচিত

Bargadars should be the actual owners of the land.

আর এটা যদি না করতে পারেন তা হ'লে অন্তত এটা করা দরকার যে বর্গাদার ক্যাননট বি এভিক্টেড। কিন্তু এখানে আইনে বর্গাদার এভিকশনও রয়ে গেছে এবং তার উপরে শাস্তির ব্যবস্থাও রয়ে গেছে—অর্থাৎ ছ' মাসের জেল, আর ৫০০ টাকা জরিমানা। এটা করতে পারেন যে মালিকদের বেলায় বর্গাদারদের মত ব্যবস্থা হবে তা হ'লে হয়। কিন্তু আইনটা যদি ভাল ক'রে পড়া যায় তা হ'লে দেখবেন যে শাস্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্গাদারদের উপরেই পড়বে, মালিকদের উপরে পড়বে না। সুতরাং এখানে বর্গাদারদের উপরে দুই রকম শাস্তির ব্যবস্থা রয়ে গেল—এভিকশন এবং জেল ও জরিমানা, দুই রয়ে গেল। সেজন্য আমার অনুরোধ যে বর্গাদারকে জমির মালিক করুন অথবা তার এভিকশন যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করুন। এই ব'লে এই আইনটার আমি প্রতিবাদ করছি।

[4—4-10 p.m.]

Sj. Sisir Kumar Das: Mr. Speaker, Sir, I want to support the amendment of Dr. Banerjee by saying a few words. Sir, the amendment of the Land Forms Act has been brought, as is the habit with the Treasury Bench, piecemeal. There are certain other evils which can be pointed out to the Land Revenue Minister which should be really amended and the Act should be amended accordingly. So it was in the fitness of things that the Chapter regarding the bargadars should have been sent to a Select Committee for the purpose of amendments if it was found necessary by the Members of the House.

I want to cite one instance. In section 17 you have provided that if after termination of cultivation by the bargadar the owner does not cultivate the land himself then the bargadar may apply and he will be restored to cultivation. But what is happening nowadays is this: the owner appears before the Bhagchas Board and applies for termination of cultivation of the bargadar on the ground of *bona fide* requirement and after getting an order for ejectment what he does is he sells the property to a third person. Therefore the result is that he is no longer the owner of the land but what happens is the land is transferred to somebody else; meanwhile the bargadar has been ejected and therefore your penal provision becomes meaningless.

Mr. Speaker: Kindly explain a little more clearly.

Sj. Sisir Kumar Das: What I am pointing out is that after getting the tenant evicted the landowner is selling his property to somebody else and there is no provision in the Act itself for such a contingency, that is, when the land-owner without cultivating the land himself is selling away that property to somebody else. Then he gets the land free of the bargadar. There is no provision in the Act to rectify such a state of affairs.

Mr. Speaker: Are you suggesting that with the bargadar on the land, the owner cannot sell—is that your point?

Sj. Sisir Kumar Das: No, no, What I am pointing out is that under section 17 the land owner can evict the bargadar on certain grounds, viz., on *bona fide* requirements. After *bona fide* requirement is proved that he wants the land to cultivate himself, the order of eviction is given. Then what the owner does is, he does not cultivate himself but sells the land free of the bargadar to somebody else. There is no provision in the Act to rectify such a thing. Further, neither the Bhagchas Board nor a Munsif can take cognizance of such a case because that emergency is not included in section 17 of the Act. This is happening in a number of cases. That is why I was pointing out to the Hon'ble Minister that in the fitness of things after the application of the Act the defects that are found should be brought together in a Bill and all those should be put in the Land Reforms Act. That is why I was suggesting to the Land Revenue Minister that this sort of legislation should not be proceeded on a piecemeal basis. It is better to take the collective wisdom of the whole House. We are not against the Bargadars Act nor against the amendment. The amendment is all right; we support it. At the same time there are other loopholes. Therefore if it is referred to a Select Committee then other amendmnts can be made which will serve the purpose of the Act much better.

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে অ্যামেন্ডিং বিল এনেছেন এবং তিনি প্রথমে যে ভাষা আমাদের কাছে পেশ করেছেন তাতে তিনি মুখে যদিও বলেছেন যে বর্গাদারদের রক্ষা করবার জন্য এই আইনটা, কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে যে, এটা বেশির ভাগ বর্গাদারদের বিপক্ষে যাবে, বর্গাদারদের পক্ষে নয়। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি নিজে একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আইনজ্ঞ, আপনি জানেন যে আইন রচয়িতার উদ্দেশ্য বড় কথা নয়, আইনের ভাষাই হচ্ছে বড় কথা। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে আইনটা নিয়ে এসেছেন তার ভাষা যদি দেখা যায় তা হ'লে দেখা যাবে, এটা প্রধানত বর্গাদারদের বিপক্ষে যাবে। আমি এখানে ভূমিসংস্কার আইনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করছি না, কারণ এটা আজকে সাধারণ স্বীকৃত হচ্ছে। আমি শুধু এখানে ভূমিসংস্কার আইনের যে সেকশনএ বর্গাদারদের স্বার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে এইটুকুন বলতে চাই যে, গ্রামাঞ্চলে যারা থাকেন তাঁরে জানেন যে ভূমি-সংস্কার আইন পাস হবার পর থেকে বর্গাদারদের উপর সবচেয়ে বেশি আক্রমণ ও আঘাত এসেছে। এমনকি এর আগে বর্গাদার আইনে যেটুকুন রক্ষাকবচ বর্গাদারদের ছিল ভূমিসংস্কার আইনে

তাও বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছে এবং দেখা যাবে যে, গত দু' বছরে বর্গাদাররা ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ হওয়া সত্ত্বেও তাদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। প্রথমত দেখা যাক যে, বর্গাদার আইনে যা ছিল ভূমিসংস্কার আইনে কি করা হচ্ছে। ভূমিসংস্কার আইনের ১৭নং ধারায় বলা হচ্ছে যে, যদি বর্গাদার ঠিকমতন চাষ না ক'রে থাকে তা হ'লে তা বিচার করবেন রেভেনিউ অফিসার—যারা বেশির ভাগ বড় বড় মালিকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন।

[4-10—4-20 p.m.]

কিন্তু এর আগে বর্গাদার আইনে ছিল যে ঠিকমত চাষ করেছে কিনা, এজন্য আশপাশের জমির যেরকম ফসল তার চেয়ে কম হ'লে বোঝা যাবে যে, সে চাষ করতে অবহেলা করছে; কিন্তু ভূমিসংস্কার আইনে বলা আছে ঠিকমত চাষ না করলে উচ্ছেদ করা যাবে।

দ্বিতীয়ত, বলা হ'ল যে যদি মালিক নিজে চাষ করতে চায় তবে যখন খুশি উচ্ছেদ ক'রে দিতে পারবেন। আরও একটা মজার কথা দেখতে পাচ্ছি। বর্গাদার আইনে একটা জিনিস ছিল: যদি কোন বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা হয় আইনের আশ্রয় ব্যতিরেকে তা হ'লে বর্গাদার জমি ফেরত পেতে পারবে, কিন্তু ভূমিসংস্কার আইনে এখানকার বিরোধী পক্ষের প্রস্তাব সত্ত্বেও তখনকার মাননীয় মন্ত্রী তা গ্রহণ করেন নি এবং দেখা যাচ্ছে যে বর্গাদারের কোন রকম রক্ষাকবচ নাই। অর্থাৎ মালিক যদি আইনগত বিধান না মেনে মুখের জোরে বর্গাদারকে উচ্ছেদ করে এবং গ্রামাঞ্চলে মালিকের যা ক্ষমতা আছে তাতে সহজে তারা তা করতে পারে, এবং তার বিরুদ্ধে বর্গাদারদের কোন রক্ষাকবচ নাই। তার ফলে দেখা যাবে, গত দু'বছর ব্যাপকভাবে বর্গাদার উচ্ছেদ হয়েছে এবং এই আইন নিয়ে আসার পর থেকে সত্য কারের কোন রকম ব্যবস্থা করা হয় নাই। শুধু তাই নয়, ভূমিসংস্কার আইনে আছে যে বর্গাদারের সংগে মালিকের ভাগ ছিল—৬০ মালিক, ৪০ বর্গাদার পাবে। কিন্তু শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রে বর্গাদার তার কোন সুবিধা পায় নি। কারণ যদি বর্গাদারকে কথায় কথায় উচ্ছেদের ভয় দেখানো হয় এবং তার যদি প্রতিকার না হয়, তা হলে বর্গাদার কোন্ ভরসায়, কোন্ সাহসে তার ভাগ আদায় করতে যাবে এবং যাঁরা গ্রামে থাকেন তাঁরা দেখতে পান, গত দু'-তিন বছরে গ্রামে যে উচ্ছেদ হয়েছে সে উচ্ছেদের ফলে ভাগচাষীর মধ্যে অসহায়তা বেড়ে গেছে। আগে আধাআধি ভাগ ছিল, অনেক জায়গায় মালিক বাধ্য হয়ে ৪ মণ থেকে ৫-৬ মণ নিত এবং বাকি ৯ মণ পর্যন্ত ভাগ পেত। এখন ব্যবস্থা উলটে গেছে, বর্গাদার আগে যা পেত তা থেকে অনেক ক্ষেত্রে এখন বঞ্চিত হচ্ছে।

Mr. Speaker: Is the punishment provided for in the suggested amendment, to be directed against the *malik* or the bargadar?

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি যেভাবে দেখছি এবং যেভাবে এই আইনের সংশোধন আনা হয়েছে, তাতে বর্গাদারকে রক্ষা করা হচ্ছে না। বাস্তব অবস্থার কথাই আমি বলেছি। এই বাস্তব অবস্থা সকল সভ্যেরই জানা উচিত এবং তারই পটভূমিকায় আইনের বিধান করা উচিত। এক্ষেত্রে দেখা যাক, কি আইন আনা হয়েছে। প্রথমে আইনে দেখতে পাই যে, মাননীয় মন্ত্রি-মহাশয় যেটা এনেছেন তাতে আছে

any person who fails to comply with an order by an officer

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি পড়ে দেখবেন, ১৭নং ধারায় আছে যে কোন বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা যাবে না একজন অফিসারের অর্ডার ছাড়া। তা হ'লে অর্ডার কোথা থেকে আসছে —উচ্ছেদ সংক্রান্ত অর্ডার? উচ্ছেদ সংক্রান্ত অর্ডার যদি না হয়, অর্ডার যদি মালিক না নেয়, তা হ'লে কি হবে? এইভাবে অর্ডার বর্গাদারদের উপর হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে অর্ডার বর্গাদারের বিরুদ্ধে যায়। মাননীয় সদস্য জগন্নাথ কোলের নামে দুটো সংশোধনী দেওয়া হয়েছে, কিন্তু গ্রহণ করেছেন কিনা জানি না। ৫(এ)(এ)—এটা উনি গ্রহণ করেছেন। [দি অনারেবল বিমলচন্দ্র সিংহ: গ্রহণ করি নাই, করব।] উনি আমারটাও গ্রহণ করতে পারেন, সুবোধবাবুরটা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমাকে বলতে হবে যে অরিজিন্যাল বিল যেটা এনেছিলেন—

that Bill was not intended to protect the bargadars but that was intended to harass the bargadars.

পরে অবশ্য জগন্নাথবাবুকে দিয়ে-বিরোধী পক্ষ থেকে যেসব সংশোধনী গিয়েছে তা প'ড়ে, তা আলোচনা ক'রে এই সংশোধনী দিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন—

Mr. Speaker:

জগন্নাথবাবু অ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করবেন—

I have yet the power to refuse permission to Mr. Jagannath Kolay to move his amendment. I have not yet considered that.

Sj. Hare Krishna Konar:

তা হ'লে, স্যার, আমি বলতে চাই, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এর আগে যখন সুরেশবাবুকে বলেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন ১৯(বি) দেখুন। দেখুন, ১৯(বি) মালিকের এগেনস্টএ যায় কিনা। আমি যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম—আইনটা বর্গাদারের বিরুদ্ধেই করা হচ্ছে—

"any person who fails to comply with an order made under section 17, 18 or 19.

আমি জিজ্ঞাসা করি, বর্গাদারকে যদি মৌখিক উচ্ছেদ করা হয় তা হ'লে তার বিরুদ্ধে রক্ষা-কবচ কি আছে? তৃতীয়ত, সেখানে বর্গাদারকে জমি ফেরত দেবার কি বিধান হয়েছে? কিছুই করা হয় নাই। কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে যে সংশোধনী এসেছে, জগন্নাথ কোলে মহাশয়ের তা থেকে পরিষ্কার হয়েছে যে ১৭, ১৮ ও ১৯ ধারা বর্গাদারের বিপক্ষে এবং মালিকদের পক্ষে। বর্গাদারের কাছে কোন প্রশ্ন বড়? মালিক দু' বছরে, কি চার বছরে, কি ছ' বছরে সাজা দিল। সেইটাই কি বর্গাদারের কাছে বড় কথা? বর্গাদার কি এই দেখে খুশি হবে যে মালিক পাঁচ বছরের সাজা দিলে?

Mr. Speaker: Section 17 was originally drafted with the idea that the bargadars may not be ejected except on good grounds. That is what section 17 says, but in the Statement of Objects and Reasons Government categorically states that there have been instances in which difficulties have been found in enforcing compliance with orders made under that section, or, in other words, bargadars have been evicted from their lands. Now, the whole point is that Government now seeks to impose punishment for wrongful eviction. This is directed against the *maliks* and not against the bargadars at all. This section has been drafted for that purpose.

Sj. Hare Krishna Konar:

মালিকেরা যদি মৌখিক উচ্ছেদ করে তা হ'লে কি কোর্টএ যাবে?

Mr. Speaker: We are concerned with the wording of the section. Therefore, do not go on repeating the elementary rules of construction.

Sj. Hare Krishna Konar:

ওয়ার্ডিংএর তো, স্যার, আমি আপত্তি করছি। আপনি গ্রামে গিয়ে দেখুন.........

Mr. Speaker:

গভর্নমেন্টএর যদি ইচ্ছা হয় বর্গাদারদের প্রটেক্ট করা উচিত আমি তাই চাই।

Sj. Hare Krishna Konar:

মন্ত্রিমহাশয়ের সদুদ্দেশ্য থাকতে পারে এবং তাই হওয়া উচিত, কিন্তু দেখুন, আইনের ভাষাটা কি? কোর্ট উদ্দেশ্য দেখে না, আইনের ভাষাটা দেখে; যে ওয়ার্ডিংস আছে, যে ভাষাটা আছে, সেইটা বর্গাদারের বিপক্ষে। অথচ আইনে কোন বিধানই নেই। বর্গাদার যাবে কোথায়? কার কাছে দরখাস্ত করবে? আগেকার আইনে ছিল, এই আইনে নেই। এর পরে দেখা যাবে, জগন্নাথবাবুর অ্যামেন্ডমেন্টএ যা দেওয়া হয়েছিল তাতে পূরণ করা হচ্ছে না। এতে আছে, মালিক শাস্তি পাবে; আমি জিজ্ঞাসা করি—শাস্তি পেলেও জমি পাচ্ছে কোথায়?

[4-20—4-30 p.m.]

Mr. Speaker:

আপনি যদি একটু কান পেতে শুনেন তা হ'লে দেখবেন

That is a very different question—I put it to Mr. Das.

রেন্ট কন্ট্রোল অ্যাক্টএ তাতে যে এভিকশন দেখা যায় তাতে এই আছে, ছ' মাসের মধ্যে মালিক সেখানে গেলেন না তা হ'লে

He can apply to the Court for re-entry.

আপনি এখানে বলতে চান ছোট্ট ক'রে বলুন যে উচ্ছেদ হয়ে গেলে যদি কন্ট্রাভিন ক'রে মালিক সেখানে না যায় তা হ'লে মিনহোয়াইল রেস্টিটিউশনএর কোন ব্যবস্থা আছে কিনা। যদি না থাকে I appeal to the Minister that an appropriate clause be put in whereby there can be restitution.

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের সে কথা বলতে দিচ্ছেন না। বিমলবাবুর অরিজিন্যাল আইনের যে অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন তাতে এর কোন বিধান নেই, এর কোন প্রভিশন নেই। বরং এটা বর্গাদারের বিপক্ষে যেতে পারে এবং তার সম্ভাবনা বেশি। এবং পরে জগন্নাথবাবুর যে সংশোধনী আনা হচ্ছে তাতে দেখা যাবে শাস্তি প্রথমে আনা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, যদি কোন মালিক শাস্তি পায় সেই ক্ষেত্রে বর্গাদার জমি ফেরত পেতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডিং ক্রপ যদি থাকে তা হ'লে দামটা দিয়ে দিতে হবে, তবে বর্গাদার পাবে। আমরা জানি, এটা বর্গাদার আইনের অর্ডিন্যান্সএ করা হয়েছিল, বেশির ভাগ বর্গাদার জমি ফেরত পেতে পারে না। যদি মালিক অন্যায় উচ্ছেদ ক'রে থাকে তা হ'লে বর্গাদারকে কেন দাম দিতে হবে?

দ্বিতীয় হয়েছে, মালিক যদি শাস্তি না পায়? আপনি জানেন, কোর্টএ অনেক মামলা প্রমাণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বার আনা কেসই এরকম হয়। যেহেতু বার আনা কেসএ মালিক শাস্তি পেল না সেই হেতু ভাগচাষী জমি পাবে না। যেমন বর্গাদার অর্ডিন্যান্সএ ছিল ১২(১), ১২(২)। ১২(১)এ ছিল—যদি কোন বর্গাদার মৌখিকভাবে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে থাকে তা হ'লে তিনি এস ডি ও-র কাছে দরখাস্ত করতে পারবেন, এস ডি ও জমি ফেরত দিতে পারবেন। ১২(২)তে ছিল কোন মালিক অমুক তারিখের পরে যদি উচ্ছেদ করে তা হ'লে তার গ্রেপ্তার হ'তে পারবে, সাজা হ'তে পারবে। এই দুটো ছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, পরস্পর স্বতন্ত্র। এখানে যা করা হয়েছে, সাজার বিধান রয়েছে, সাজা পেলে পরে জমি ফেরত পেতে পারবে এবং সে ক্ষেত্রে দাম না দিলে ফেরত পাবে না। তা হ'লে বক্তব্য হচ্ছে, ১৯এ ধারায় বর্গাদারকে রক্ষা করছে না। ১৯বি ধারা মালিককে শাস্তি দিচ্ছে। এটা মৌখিক আনন্দ হ'তে পারে, কিন্তু কার্যত দেখা যাবে ৯০ পার্সেন্ট কেসএ মালিক শাস্তি পাবে না। এরকম সাক্ষীসাবুদ যোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়বে বর্গাদারদের পক্ষে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, শাস্তি না হ'লে বর্গাদার জমি ফেরত পাবে না। অথচ সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে হওয়া উচিত বর্গাদার উচ্ছেদ হ'লে অ্যাপ্লাই করলে জমি তাকে ফেরত দিতে হবে এবং যদি সেখানে স্ট্যান্ডিং ক্রপ থাকে এবং মালিক নিজে চাষ ক'রে থাকে, আমার মনে হয়, সেটা অ্যাজ খেসারত, অ্যাজ কম্পেনসেশন বর্গাদারের পাওয়া উচিত। বর্গাদার কেন দাম দেবে? যদি কোন মালিক অন্য কোন বর্গাদারকে দিয়ে চাষ করিয়ে থাকে তা হ'লে সেই চাষের খরচ মালিক নূতন বর্গাদারকে দেবে, পুরানো বর্গাদার জমি ফেরত পাবে। আমার মনে হয়, এই যে মালিক শাস্তি পাবে তাতে হয়তো দুশো টাকা, পাঁচশো টাকা—যাই হোক তার জরিমানা হবে, সেটা গভর্নমেন্টএর ঘরে জমা পড়বে। বর্গাদার টাকা পাবে না এবং এই নিয়ে গ্রামের কাজও বিশেষ হবে না। সেইজন্য আমি বলি, শাস্তির কথা বড় কথা নয়। আমার মনে হয়, শাস্তির প্রভিশন থাকা দরকার। সেই শাস্তির মানে বর্গাদারকে জমি ফেরত দেওয়া, বর্গাদারকে রক্ষা করা। কিন্তু আমরা যা দেখি কার্যত তা হচ্ছে দুই-এক বছর পরে ৯০ পার্সেন্ট কেসএ বর্গাদারকে রক্ষা করা যায় না। সেজন্য আমি বলছিলাম যে বিমলবাবু আইনটা যেভাবে

আন্দোলন তাতে আমার ধারণা এবং কৃষকসভায় আলোচনা ক'রে দেখেছি যে আমাদের সকলেরই ধারণা যে এটা প্রধানত বর্গাদারদের বিপক্ষে যাবে। সেটা আইনের যে ভাষা আছে—অবশ্য বিমলবাবুর ইনটেনশন হয়তো তা নয়—তা থেকে বুঝা যায়। সেজন্য আমি এটা সার্কুলেশনএর পক্ষে চেয়েছিলাম। যদি উনি এটা করেন যে অন্য কতকগুলি সংশোধনী গ্রহণ ক'রে নেবেন, এটাকে সাবস্টিটিউট করবেন, অর্থাৎ ১৯(এ) পরিবর্তন ক'রে অন্য কোন অ্যামেন্ডমেন্ট যদি নেন —এমনকি জগন্নাথবাবুরটাও যদি গ্রহণ করেন, তবে তাঁর অ্যামেন্ডমেন্টএর উপর আমাদের অ্যামেন্ড করার অধিকার যদি দেন তা হ'লে হ'তে পারে। আমি তা হ'লে এখনই এটা সার্কুলেশনএর জন্য বেশি আগ্রহান্বিত নই, কিন্তু অ্যাজ ইট ইজ, যেমন আছে আমি এটার অত্যন্ত বিরোধী এবং এটা সার্কুলেশনএ দেবার পক্ষপাতী।

Mr. Speaker: Mr. Konar, thank you very much for your speech. Perhaps when Mr. Jagannath Kolay moves his amendment, you will find all that you are canvassing for. I have followed your speech very carefully because I take great interest in this subject. I think you will be satisfied with the Government amendment.

Sj. Hare Krishna Konar:

আমি আপনাকে বলতে চাই যে, আমি আইনজ্ঞ নই, কৃষক আন্দোলন করি ব'লে এ নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করি। আমি জগন্নাথবাবুরটা পড়েছি ব'লে আবার একটা অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি। আমি আপনাকে শুধু ভাষাটা পড়তে বলব। দু' নম্বরে দেখুন হোয়েন এ পার্সন ওনিং এনি ল্যান্ড। তখন বলছেন, জমিটা ফেরত পাওয়া যাবে। কনভিকটেড না হ'লে কি হবে? আপনি বর্গাদার অর্ডিন্যান্সটা পড়বেন। তাতে ১২(১)তে ছিল বর্গাদার এভিকটেড হ'লে বর্গাদারস ক্যান অ্যাপ্লাই টু দি এস ডি ও এবং এস ডি ও জমি ফেরতের ব্যবস্থা করতে পারেন। ১২(২)টা ছিল অ'লাদা, সেটা ছিল সাজার রুল—এই দু'টো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছিল।

Mr. Speaker: Can the S. D. O. decide in favour of the bargadar without coming to a conclusion that he has been wrongfully evicted?

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি এটা জানেন যে, যদি জমিটা ফেরত পাওয়া যায় তা হ'লে এক রকম কেস ডিফেন্ডেড হয় এবং যদি জানা যায় যে সেই কেস প্রুভড হ'লে ছ'মাস জেল হয়ে যাবে বা পাঁচশো টাকা জরিমানা হয়ে যাবে তা হ'লে এক রকম হয়, কিন্তু কেস কিভাবে ডিফেন্ডেড হয় তা আপনি জানেন, আপনি হাইকোর্টএ প্র্যাকটিস করতেন। আমার কথা হচ্ছে, যদি আপত্তি না থাকে তা হ'লে অরিজিন্যাল প্রভিশনটা নেওয়া হচ্ছে না কেন? দু'টোকে সেপারেট ক'রে দিন না কেন, দু'টোকে ডিপেনডেন্ট করার দরকার নেই। আপনি দেখে নেবেন যদি ভয় থাকে যে, আমার পাঁচ বছর কি দু'মাস সাজা হবে তা হ'লে সে যেমন ক'রে হোক সাক্ষী ভাঙ্গাবে, মালিকের টাকার জোর আছে, ভয় দেখাবে এবং দরকার হ'লে গুন্ডা নিয়োগ করবে। যদি এটুকু থাকে যে শুধু জমিটা ফেরত যাবে তা হ'লে ঐগুলি যায় না। আপনি জানেন, বর্তমানে পুলিসের ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্রের ব্যবস্থা। অতএব বর্তমান সেট আপএ, বর্তমান আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা হয় না, পাঁচ মাসের সাজা আর জমি ফেরত দেওয়া একসঙ্গে হয় না। সেজন্য আমার বক্তব্য যে, আমি চাই সাজাও থাকুক, জমিও ফেরত হোক, কিন্তু বর্গাদার ইজ মোর ইন্টারেস্টেড জমি ফেরতে। কাজেই এটাকে পৃথক করুন, দু'টো ইন্ডিপেন্ডেন্ট করুন। তা হ'লে এগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে।

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, মূল বিলটার ভাষা যা রয়েছে তা ১৯৫০ সালের বর্গাদার আইন থেকে টুকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ভাষাটা অত্যন্ত ফলটি এবং বিলে যা আছে হুবহু সেভাবে যদি গৃহীত হত, তা হলে একটা বর্গাদারও এই বিলের দ্বারা উপকৃত হত না। কারণ ভাষাটা

কি আছে দেখুন। তাতে আছে যে, কোন অর্ডার অর্থাৎ আদেশ লংঘন করলে লংঘনকারীকে শাস্তি পেতে হবে; সে শাস্তি ৫০০ টাকা জরিমানা অথবা ছ'মাস জেল, অথবা উভয়ই হ'তে পারে। যাকে বলে ফোর্সিবল এভিকশন অর্থাৎ আইনের পথে না গিয়ে জোর ক'রে বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা, সেটাই প্রধান সমস্যা। বিলে যে ভাষা আছে তার দ্বারা এই জোরপূর্বক উচ্ছেদ বন্ধ করা যাবে না; ভূমিসংস্কার আইনের ১৭ ধারার মাঝখান দিয়ে গিয়ে তবে বর্গাদারকে উচ্ছেদ করতে পারবে এবং এই ১৭ ধারার অর্ডার যদি কেউ ভায়োলেট করে তা হ'লে তাকে শাস্তি পেতে হবে। মনে করুন, আমি ১৭ ধারায় গেলাম না, আমি বর্গাদারকে মেরে তুলে দিলাম, তা হলে মালিক

does not violate any order; because there is no order and hence the question of violation of the order does not arise at all.

আদেশই যেখানে নাই সেখানে তা লংঘন করার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং বেআইনী উচ্ছেদ যারা করবে তারা এই আইনের আওতায় আসবে না বা তাদের কোন প্রকার সাজা দেওয়া যাবে না। এই ত্রুটি ১৯৫০ সালের বর্গাদার অ্যাক্ট-এ ছিল, সেটা এখানেও রয়ে যাচ্ছে। এই বেআইনী, জোরপূর্বক উচ্ছেদ--এটাই এখন প্রধান সমস্যা এবং একে যদি রোধ করতে হয় তা হ'লে আমি আমার সংশোধন প্রস্তাবে যে ভাষা ব্যবহার করেছি তা গ্রহণ করা দরকার। আমার মনে হয়, মন্ত্রিমহাশয়ও এই বিষয়ে কনভিন্সড হয়েছেন। আমি যে দু'টো সংশোধনী দিয়েছি সেই দু'টোই দেখছি জগন্নাথবাবুর নামে এসেছে।

In case of formal evidence the owner of the land should be punished

চৈত্র-বৈশাখ মাস ছাড়া অন্য সময়ে যদি মালিক বর্গাদারকে উচ্ছেদ করে কিংবা ১৯ ধারার ১নং উপধারা যদি লংঘন করে, তা হ'লে মালিককে শাস্তি দেওয়া যাবে। আমার সংশোধনীর এই মূল উদ্দেশ্যটা জগন্নাথবাবু নিয়েছেন দেখছি। যাই হোক, আমার বক্তব্য হচ্ছে, ভাগচাষী-দের স্বার্থ রক্ষা করতে হ'লে আমি যে সংশোধনী দিয়েছি এটা এখানে থাকা দরকার; তা না হ'লে মন্ত্রিমহাশয় যে সংশোধনী এনেছেন সেটা গ্রহণ করা হলে আইনভঙ্গকারী মালিকদের ধরা যাবে না। আমার সংশোধনী প্রস্তাবটা গৃহীত হ'লে যেটা জগন্নাথবাবু এনেছেন--এবং মন্ত্রিমহাশয়ও আশ্বাস দিয়েছেন হি ইজ গোইং টু অ্যাকসেপ্ট ইট -জিনিসটা ঠিক হবে এবং জমি ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে অনেক সুবিধা হবে। বেআইনী উচ্ছেদ যদি কেউ করে থাকে তা হ'লে তার শাস্তি হবে এবং জমি বর্গাদারকে ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু এখানে দেখছি, ১৯৫০ সালের বর্গাদার আইনের যে ল্যাংগুয়েজ ছিল তার কিছু কিছু অদলবদল করা হয়েছে, যদিও আলটিমেটলি গিয়ে একই দাঁড়াবে। বেআইনী উচ্ছেদ হ'লে বর্গাদারকেই প্রমাণ করতে হবে যে, বেআইনী উচ্ছেদ হয়েছে এবং তা প্রমাণ করতে পারলে মালিকের শাস্তি হবে এবং সাথে সাথে জমিও বর্গাদার ফিরে পাবে; আর যদি প্রমাণ না করতে পারে তা হ'লে শাস্তি হবে না, জমিও ফেরত পাবে না। এ ছাড়াও অন্যান্য গলদ আছে যা আমাদের চিন্তা করা দরকার। এ বিষয়ে আমি মন্ত্রিমহাশয়কে কিছু সাজেশন দেব। এখানে আমি একজন কংগ্রেস বেঞ্চএর এম এল এর কথা বলতে পারি—আমি অবশ্য তাঁর নাম করছি না—জিজ্ঞাসা করলে নামও ব'লে দিতে পারি—তিনি বেআইনী ক'রে ভাগচাষীকে জমি থেকে উচ্ছেদ করেছেন। এই জমির মালিকেরা জোর ক'রে ভাগচাষীকে চাষ করতে দিল না; নিজে হোক, মজুর লাগিয়ে হোক, যেভাবেই হোক সব জমি নিজেদের হাতে রাখলেন এবং পরে ভাগ কোর্ট বললেন যে, যদি বর্গাদার চাষ খরচ দিয়ে দেয় তা হ'লে জমি ফেরত পাবে। এটা জানা কথা যে, চাষী চাষের খরচ দিতে পারে না এবং তার জন্য জমিও ফেরত পায় না। এই ধারা সংশোধন করার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি। এ ছাড়া আরও একটা গলদ আছে। এখানে আমি ১৭নং ধারার কথা বলব। সেখানে ১নং উপধারায় ১, ২, ৩, ৪—এই চারটা গ্রাউন্ড দিয়েছেন যাতে বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা যেতে পারে। তার মধ্যে

personal cultivation by the owner is a ground for eviction

আমি নিজে চাষ করব বোর্ডএর কাছে বললাম এবং ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করলাম। কিন্তু আমি চাষ করলাম না, না ক'রে বিক্রি ক'রে দিলাম। এ ক্ষেত্রে পুরানো ভাগচাষীকে জমি ফেরত দেবার আইন থাকা দরকার; আগে তা ছিল, এখন তা নেই।

তারপর বেনামীর কথাও আছে। ধরুন, একজন লোক তার স্ত্রীর নামে, ভাইএর নামে জমি হস্তান্তর ক'রে দিলেন এবং তারপর তারা ভাগচাষ বোর্ডএ গিয়ে বললে—হুজুর, আমি জমি চাষ করব, আমার আর জমি নাই। তিনিও বুঝলেন যে, ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করা দরকার। অর্থাৎ জমির মালিক বেনাম করে ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করতে পারে। মথুরাপুর থানায় এগার হাজার বিঘা জমি নন্দবাবুরা বেনামী ক'রে রেখে দিয়েছেন। একটা দুটো নয়, আমি এজন্য বিশ হাজার সাক্ষী দেওয়াতে পারি। এগুলো আপনারা চেক করবেন কি ক'রে? আমি আশা করব, মন্ত্রিমহাশয় আগামী সেশনএ এমন একটা বিল আনবেন যাতে ক'রে ম্যালাফাইড ট্রান্সফার অব ল্যান্ড বন্ধ করা যেতে পাবে। ল্যান্ড রিফর্মএর ব্যাপারে মন্ত্রিমহাশয় একটু প্রগ্রেসিভনেসএর পরিচয় দেবেন আই উইল এক্সপেক্ট ইট ফ্রম হিম। আরও একটা কথা আছে এ সম্পর্কে।

Mr. Speaker: I was just suggesting to Mr. Konar and am also suggesting this to the Hon'ble Minister for his guidance. The only snag in the suggested amendment seems to me to be this. You have provided for conviction and then restoration. You know in a criminal case the burden of proof is entirely on the one side and the other side can keep absolutely quiet and the chance of failure of the object is much greater. On the other hand, if the provisions of 17(2) apply, then the position becomes entirely different. You will kindly consider that. Upon conviction there should be restoration of the bargadar, that is to say, the criminal law of evidence shall apply where the presumption is one of innocence and not of guilt and therefore the standard of proof would be so difficult that perhaps the object may be frustrated.

[4-40—5-30 p.m.]

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I would certainly give my best consideration to the suggestion that you have been kind enough to make. But, Sir, I felt that if you look at the Land Reforms Act, section 17, there also is a provision for restoration. What sort of restoration is it? Now section 17(2) lays down that if a person fails to bring under personal cultivation any land, the cultivation of which by a bargadar has been terminated by him under such and such section, then there shall be restoration, or allow such land to be cultivated by some other bargadar within two years of the date of such termination, the prescribed authority shall sell it, on such terms and conditions as may be prescribed regarding the payment of the price, to the bargadar who was evicted under clause (d) of sub-section (1), and if such bargadar is unwilling to take the land at the market value or for any other reason, the land may be sold to other persons and the surplus sale-proceeds, if any, after deducting the expenses of the sale, shall be paid to such person.

The only object in quoting this section was not to discuss the provision of this section but merely to point out—this may be right or this may be wrong—we may go into the merits of this section—that is a separate issue—that the only point in referring to this section is that it lays down that where a person's right has been lawfully terminated—mark the words "lawfully terminated"—under some provisions of section 17(1), the whole situation is that a person is lawfully evicted and then it is found that the object that was advanced for evicting the person lawfully was really not true. Only in that situation the section shall apply. Now therefore the amendment suggested by Sj. Jagannath Kolay deals with an entirely different proposition. Here we have the cases of lawful termination but really fraudulently made; that is the provision here. Now, when we are going to accept section 19(b), I will make it clear that where there has been totally unlawful eviction the provision would be for restoration. The whole point therefore is—as the Hon'ble Speaker has been kind enough to point out—whether there is going to be any difficulty in restoring the

land. This point has got to be considered that where there has been any lawful termination of the bargadar's right, but the lawful termination has really been found out to be fraudulent, the proposed section 19(b) is not going to apply. Therefore it will come within the mischief of section 17(2). Where there has been totally unlawful eviction or forcible eviction, there the idea is that he should be convicted and the bargadar should be given back the land. The main point of the Opposition seems to be that even where there has been unlawful eviction there it is in practice difficult to prove that there was unlawful eviction. Therefore, their contention is that there should be restoration right away, no matter whether there has been conviction or not, if I have understood their point all right. If we have a short recess for, say, 15 minutes, I think we can sit together and discuss the matter and find out the position. It is not correct to concentrate entirely on the proposed section 19(b) and to argue that as it would be difficult for the bargadar to prove that there has been, unlawful eviction therefore no case for restoration arises, because I would request honourable members to read not only the proposed section 19(b) but also to see that there is provision for restoration in the ordinary course of things under section 17(2). What should be done about it. I think it is better to discuss.

Mr. Speaker: Perhaps you know that we have got the election of the Syndicate today. I do not know how many honourable members are willing to exercise their right of franchise. If I rise at 10 minutes to 5 I think that any honourable members can go down to the Senate, cast their vote and come back by 5-30. I think that meets with the approval of the House. I have heard the careful explanation of the Hon'ble Minister and I have considered section 17(2). I think there is yet room for a little discussion and perhaps some clarification can be introduced which would enable a bargadar to get relief in a simpler way. In any case you can discuss this during the recess and, if possible, come to an agreement.

[At this stage the House was adjourned till 5-30 p.m.]

[*After adjournment.*]

[5-30—5-40 p.m.]

Mr. Speaker: Honourable members, I understand that during the recess there was some discussion between some of the honourable members and the Hon'ble Minister. But the position remains unsolved up till this moment. I did not think it worth my while to adjourn the House longer and what I have decided is this. Let the circulation motion go through which means nothing at all and I have advised the Hon'ble Minister to take little more time so that the matter can be considered peacefully and we shall proceed today with other business. I have not been able to give him any assistance from my side, and perhaps I may be able to suggest one or two little things.

[At this stage the Hon'ble Bimal Chandra Sinha entered the Chamber]

Mr. Sinha, I informed the House that today we will pass the consideration motion and tomorrow we shall take up the rest. Meanwhile I expect something will be done—you can hear suggestions from honourable members on both the sides and come to a decision.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I have not said anything on this Bill.

Mr. Speaker: You can talk on the amendments.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, it would be very convenient to follow the procedure you have suggested and in view of what has been suggested by you, I would request the honourable members that it would be better to discuss the matter round the table rather than by making speeches.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The rest of the Bill will be taken up tomorrow.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Sir, I beg to introduce the West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957.

[Secretary then read the title of the Bill]

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Sir, I beg to move that the West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957, be taken into consideration.

Sir, the Law Revision Committee appointed by the State Government, in the course of their examination of West Bengal laws pointed out that the existing laws relating to the subject of gambling and lottery were entirely different Acts, namely, the Bengal Public Gambling Act, 1867, the Calcutta Police Act, 1866—sections 44 to 51—the Public Gambling Act, 1867, which is a Central Act does not apply to West Bengal—the Howrah Offences Act, 1857, sections 10-15, Indian Penal Code—section 294A, the Bengal Amusement Tax Act, 1922—sections 15-21. The Law Revision Committee therefore suggested that one consolidated single Act dealing with this subject should be framed. Honourable members will notice that the Public Gambling Act, 1867, which is a Central Act does not apply to the State of West Bengal. In framing the consolidated Bill this Act has accordingly not been taken into account. Again, sections 15 to 21 of the Bengal Amusement Tax Act, 1922, relate to tax on totalisators and book-makers in relation to betting on horses. It is not necessary to disturb those provisions now.

As regard lotteries, section 294A of the Indian Penal Code already cover lotteries completely and prohibits any lotteries other than those which are organised by Government or authorised by Government. Hence that provision has been left undisturbed. The Bill accordingly deals with the provisions regarding gambling contained in the other laws referred to by the Law Revision Committee. The present legislation also includes provisions to deal with the subject of prize competitions which is within the legislative competence of the State Legislature. For the sake of uniformity of regulation and control all over India, the Central Government decided to introduce in Parliament a Bill called the Prize Puzzle Competitions (Control) Bill, 1955 and requested the State Governments to get resolutions passed in their respective State Legislatures under Article 252 of the Constitution empowering the Lok Sabha to undertake such legislation. By the time the resolution was actually passed by the State Legislature, the Prize Competitions Act, 1955, had already been enacted by Parliament.

[5-40—5-50 p.m.]

This Act does not apply to West Bengal. It is of course possible for this State to adopt the Central Act by resolution passed by both Houses under Article 252 but instead of having a separate Act on the subject it is considered more desirable to include in the present Bill a chapter containing provisions for the regulation and control of Prize Competitions.

Accordingly, the present Bill deals with Gambling and Prize Competitions (which include such things as Cross-word Competitions, Missing Word Competitions, etc.) for which prizes are offered. "Gaming or Gambling" has been defined. Punishment has been provided for those owning or keeping a Gaming House as well as those found in a Gaming House unless they can prove that they were not there for such purposes. The Bill also prohibits gaming and setting birds and animals. There is a specific provision exempting games of skill. There is also a provision indemnifying witnesses who were themselves participating in gaming, provided the Magistrate certifies.

A separate Chapter of the Bill deals with Prize Competitions. In this Chapter are incorporated almost verbatim the provisions of the Central Government's Prize Competition Act, 1955. That Act does not apply to West Bengal but the Central Government's desire to have uniformity of regulation and control over Prize Competitions has been acceded to by including the provisions of the Central Act in Chapter III of the proposed Bill.

As regards Prize Competition, the Bill limits prizes offered to one thousand rupees, makes it obligatory to obtain a licence, and lays down the procedure for applying for a licence and for the disposal of such applications. There is also provision prescribing the keeping of and submission of proper accounts to the Licensing Authority. That Authority will have power to cancel or suspend licences in certain circumstances. Penalties by way of imprisonment or fine or both have been provided for contravening the monetary limit of prizes laid down, failure to obtain a licence, failure to keep and submit proper accounts. Penalties have also been provided for those who deal in or distribute or offer for sale or advertise Prize Competitions not held in accordance with the provisions of the proposed law. The Licensing Authority will have power to call for and inspect accounts. If any newspaper publishes anything regarding illegal Prize Competitions, every copy of that newspaper will be liable to be forfeited.

With these words I commend my motion for consideration of the House.

Sj. Apurba Lal Majumdar: I do not press my motion for circulation but I would like to speak something.

Mr. Speaker: I can quite understand but if you want to make the Bill more water-tight or include some omissions, the proper time to do that is when you go into the clauses. The general object of the Bill is to tighten up the Gambling Act. That is why I am saying what is the good of making a double-barrel speech. It is up to you but I thought the more appropriate time was when the clauses come up. You criticize the clauses and say "this is the omission or this is what we suggest should be done".

Dr. A. A. Md. Obaidul Ghani: Mr. Speaker, Sir, I come from Calcutta which is a hot bed of gambling.

Mr. Speaker: My only request to you is—it is not an order but only a respectful request—be brief, because we have wasted some time though, I admit, it was over a very important question. Please make your speech short.

Dr. A. A. Md. Obaidul Ghani: I will certainly obey your order.

Going through this Bill and its main objective I find it has two parts—one for gambling and another for prize competitions. I will just speak on prize competitions portion first because I have to say very few words. I would only bring it to the attention of the Hon'ble Minister that he has made certain exceptions for punishment in the prize competition where a person who is employed in a concern which is running these competitions without any licence can be exempted. I would request him to consider the question of menial staff and the lower grade clerical staff who in that capacity are just carrying on orders of the superiors, who are not at all interested in the competition itself and who may have been duped into that sort of situation in search of employment where they may not even know what is actually being carried on by such concerns. So, for them it may not be considered necessary to prove that they were not in the know of things or that they tried their best to prevent the commission of that offence. The presumption is that they may not even know that the offence is being committed. That is all that I have to say on that portion of the Bill.

As for gambling the Hon'ble Minister has said that this Bill is merely an attempt to consolidate together in one Act the Regulations which are already existing. For that reason I beg to submit: is the Hon'ble Minister satisfied that the provisions for prevention of gambling which are already there are sufficient to stop it? If not, I would have expected some modifications to come in through him so that whatever defects have been experienced in the past might be avoided. Unfortunately, we do not find any such change. But the Hon'ble Minister knows very well that gambling in many form is prevalent in Calcutta. For example, tape-gambling is going on in almost every locality and almost every day. The other day I tried to bring to the notice of the Hon'ble Minister a certain area in my constituency where it is going on absolutely regularly during the noon hours in an open space on the footpath at the junction of three very important roads. But nothing is being done about it.

In the Bill there have been described certain games of chances which are considered as gambling. In that connection also I beg to submit that there are other methods of gambling which are prevalent which are not included in this Bill, I mean, forecasting the result of games. This is really a scourge in a sportsmen's life in Calcutta. Every important football match is very badly tainted by this, so that a lot of sporting enjoyment of the games is lost due to heavy gambling on the games. Similarly, there is gambling going on in weather forecast, in forecasting the results of other sports. At the same time I hope that horse racing is not completely exempted. I believe, according to what the Hon'ble Minister has said, it might be taken up at some future date soon. But there is one thing, Sir, to which I would draw his attention.

[5-50—6 p.m.]

I would like to draw his attention to the fact that unlicensed gambling on horse-racing is carried on by unlicensed book-makers all over Calcutta in every locality and those persons who indulge in it are very well-known throughout Calcutta, at least they are very well-known to the local people. I am not ready to admit that our Calcutta Police are so inefficient as not to

know the individuals not only by their names, but all about them. But still they merrily carry on their trade. Unfortunately, my experience has been that these unlicensed book-makers are not only flourishing in their business for the last thirty or forty years, but, at the same time, I find that they are given places of honour in many committees and functions organised under the aegis of some political organisation. I have had the opportunity to attend a function of the Vigilance Party where the Deputy Commissioner of the area had been the guest-in-chief while one of the very well-known unlicensed book-makers had the honour to distribute the prizes. Similarly, I have known various cultural functions in various areas where in the committee even Ministers of the Government function as Vice-Presidents along with certain persons who are known to be this sort of book-makers. This is an encouragement, I should say, rather than a deterrent to the business of licensed book-makers in Calcutta.

Now, I come to the provision for punishment. After going through the Bill, I feel that those people, who carry on the business of gambling by establishing gambling dens or hotels or offices for the purpose, and the gamblers, who are actively taking part in it, are going to be punished more or less in the same way as others who are incidentally connected with it very indirectly or who have, I might say, innocently and unknowingly, come into the affair—they are also going to be punished in the same way. I find that for the actual gamblers the punishment is rather low—I would like it to be a little more than what is provided for in the Bill. Similarly, I find that for repetition of offences... (The Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE: There is a provision for that also in the Bill.) Yes, there is a provision for repetition of offences, but there also I find that the punishment is not sufficiently high. In fact, it is just as much as for some minor offences in the case of unlicensed prize competitions. I should have expected that the punishment for gambling might have been heavier so that it might be deterrent to the offenders. (The Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE: There is provision for both fine and imprisonment.) I would like those people who are directly carrying on this business or who are directly taking part in this business to have more punishment than what is provided for in the Bill—say, double or treble of that punishment.

Sir, with these few words, I would leave the House to consider the Bill clause by clause.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই বিলটা সম্পর্কে অল্প কয়েকটা কথা বলতে চাই। এই বিলটা প'ড়ে ঠিক যে ধারণা হ'ল তাতে গ্যাম্বলিং আমাদের দেশ থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার মনোভাব এই সরকারের আছে ব'লে আমার মনে হয় না। কারণ. আজকে নীতির দিক থেকে বিচার ক'রে সমস্ত সদস্যরা একমত যে, গ্যাম্বলিং বা জুয়াখেলা আমাদের নৈতিক অধঃপতনের কারণ। সেদিক থেকে আমি মনে করি, সমস্ত রকম গ্যাম্বলিং বন্ধ করা দরকার। কিন্তু এই সরকার লাইসেন্স দিয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠ জিইয়ে রাখছেন এবং গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স দিয়ে গ্যাম্বলিং জিইয়ে রাখছেন শুধুমাত্র রেভেনিউ আদায় করার জন্য। এইভাবে আমাদের দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা জানি, যেসমস্ত লোক জুয়াখেলা খেলে তারা দিনের পর দিন কোর্টএ ফাইন দিয়ে যাচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা যাঁরা কোর্টএ যান তাঁদের প্রত্যেকের আছে। এটা তারা ধর্তব্যের মধ্যেই ধরে না। এই যে গ্যাম্বলাররা নানা রকম দুর্নীতি ও অপরাধজনক কাজ করে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য এই কলঙ্ক বাংলাদেশের বুক থেকে উচ্ছেদ করার জন্য যে ডিটারমিনেশন দরকার তা দেখতে পাই না। গ্যাম্বলিং সমগ্রভাবে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর এবং নৈতিক চরিত্রের পক্ষে খারাপ—এসব কথা মন্ত্রীরা মুখে ব'লে থাকেন, কিন্তু অন্য দিকে তাঁরাই গ্যাম্বলিং জিইয়ে রাখছেন। মদ, আফিং দেশকে রসাতলের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। এই মদ, আফিং দেশে চুরি-ডাকাতি-রাহাজানির জন্য

অনেকাংশে দায়ী। কলকাতার আশেপাশে, সুবার্বনএ রেস্টুরেন্টে আমরা দেখেছি, কাগজ-কলম নিয়ে ব'সে আছে তো আছেই। এসব বন্ধ করবার কোন চেষ্টা নাই, কোন কথা নাই। হাওড়া অফেন্স অ্যাক্ট এবং ক্যালকাটা পুলিস অ্যাক্ট সমস্তগুলি মিলিয়ে সংঘবন্ধভাবে আমাদের এ কাজে অগ্রসর হ'তে হবে যদি আমাদের দেশ থেকে গ্যাম্বলিং উচ্ছেদ করতে হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ যখন গ্যাম্বলিংকে সাধারণভাবে নৈতিক চরিত্রের পক্ষে কলঙ্কজনক মনে করে তখন তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী ব্যবস্থা অবলম্বন না ক'রে সেটাকে প্লে অব স্কিল নাম দিয়ে জিইয়ে রাখবার এই যে চেষ্টা, এটা কখনও ঠিক নয়। জুয়াখেলা আমাদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করা দরকার এবং জুয়াখেলা বন্ধ করা দরকার।

[6—6-10 p.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: Mr. Speaker, Sir, I wish to say something on the consideration of this Bill. I would say that the idea behind this Bill is certainly commendable, but the provisions belie the objects in view. The provisions, in my opinion, are very weak. I would also say that the punishments which will be awarded under this Bill are very lenient. This society—this undeveloped society—requires deterrent punishment for bringing into book offenders of this type. Now, with regard to this Bill, I would say that why horse races, etc., have been kept alive in spite of the Act. The horse race, dog race and other animal races should be stopped. It should be specifically mentioned that these things should be stopped. Now, Sir, who are the persons who are interested in this gambling. They are certainly not the common people. Rich people are involved in this. The ordinary labour class who have no commonsense think that they can earn something through this horse racing. In section 1(3) an attempt has been made to postpone the operation of this Act to certain place and time. If this Act is beneficial why is it not promulgated at once? The fact is that the richer section wants that this should be introduced at their convenience. They are big people, very influential people and they can do things as they like and it is at their request that the Government is going to defer the application of this Act. I think this should be made applicable at once.

As regards the punishment, I think the punishment is very lenient and this should be enhanced, and the cases should be treated summarily without going through elaborate processes in the courts. With these words, Sir, I say that though the idea is commendable the provisions may not be sufficient to give effect to that idea.

Sj. Narayan Chowbey:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি এমন জায়গা থেকে এসেছি যেখানে জুয়াখেলা অত্যন্ত সাংঘাতিকভাবে চলে। ফটকা, সটকা, সাত-তিন কিস্তি থেকে আরম্ভ ক'রে এমন কিছু নাই যে খড়্গপুর শহরে চলে না।

বিলের উদ্দেশ্য অবশ্য শুভ বলছি, কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি উদ্দেশ্য শুভ হ'লেও আবার সব কিছু হয় না। আমাদের কংগ্রেস সরকারের বহু শুভ উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা আছে, যেমন ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান, ক্যাবিনেট অ্যান্টি-করাপশন কমিটি ইত্যাদি। সেগুলির উদ্দেশ্য যদিও শুভ কিন্তু ফলটা হয় সব অশুভ এবং সরকারের তাতে কিছু আটকায় না।

পুঁজিবাদ সমাজের এই যে গ্যাম্বলিং হ্যাবিট, সেটা পুঁজিবাদী সরকার যে সম্পূর্ণরূপে দূর করবার চেষ্টা করবেন তা আমাদের বিশ্বাস হয় না। অবশ্য একটু চেক করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু উনি যা চেক করছেন তার সঙ্গে আমি কতকগুলি কথা রাখতে চাই। এটার যে মরাল উদ্দেশ্যের কথা উনি বলেছেন, যে গ্যাম্বলিং চেক করবার জন্য কতকগুলি আইন আগে যা ছিল সেইসব আইনগুলিকে একসঙ্গে জড়িয়ে একটা আইন করছেন। অর্থাৎ গ্যাম্বলিংএর বিরুদ্ধে আইন থাকা সত্ত্বেও সর্বত্র গ্যাম্বলিং চলছে। কিন্তু সেইসব আইনকে একসঙ্গে করলেই

যে গ্যাম্বলিং বন্ধ হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। যাতে গ্যাম্বলিং একেবারে বন্ধ হয়ে যায় তার জন্য যা কিছু করা দরকার সেইভাবে পজিটিভ স্টেপ নিয়ে কাজে অগ্রসর হবেন—এইটাই আমরা আশা করি।

বিশেষ ক'রে এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা বলতে চাই। এখানে উনি গ্যাম্বলিং চেক করবার জন্য নির্ভর করছেন ওনলি অন পুলিস। আমার এখানে বক্তব্য হচ্ছে, যে সরষের মধ্যে ভূত বাস করে সেই সরষে দিয়েই ভূত তাড়াবার ব্যবস্থা করছেন। কিছুদিন আগে দেখেছি চীনা পল্লীতে একটা গ্যাম্বলিং ডেন রেইড করবার সময়
Inspector of Police was then in the gambling den.

আমি জানি, যে শহর থেকে এসেছি সেখানে প্রত্যেকটি গ্যাম্বলিং ডেনএর মালিকের যোগাযোগ রয়েছে পুলিসের সাথে। প্রতিদিন কিংবা সপ্তাহে কিংবা মাসে রুপীয়া, পয়সা লেনদেন হয় এবং তার মাধ্যমে এই বহালতবিয়তে গ্যাম্বলিং ডেন চালিয়ে যায়। সেইজন্য স্পীকার মহাশয়ের মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমার আবেদন, জনসাধারণকেও সঙ্গে নিন, কারণ যে পাড়ায় গ্যাম্বলিং হয় সেই পাড়ার লোকেরা জানে কোথায় হচ্ছে। সাধারণত বস্তি এলাকায় যেখানে গ্যাম্বলিং হয় তা সেখানকার সমস্ত লোক জানে। কিন্তু সেখানকার গ্যাম্বলারএর হাতে গুন্ডা আছে, চোরাই মদের কারবার আছে,—সব মিলে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয় যা সমস্ত পাড়ার লোককে সন্ত্রস্ত ক'রে রাখে, ভয়ে তারা কিছু বলতে পারে না। যদি বলতে যায় তাদের মাথায় লাঠি পড়ে এবং দে ওন্ট গেট পুলিস হেল্প। পুলিস গ্যাম্বলারদের টাকা-পয়সা নিয়ে এমন একটা ব্যবস্থা ক'রে থাকে যাতে কিছু করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য পাবলিককে সঙ্গে রাখুন এবং তাদের প্রটেকশন দেবারও কিছু ব্যবস্থা করুন। তা না হ'লে গ্যাম্বলিং কিছুতেই বন্ধ করতে পারবেন না।

আমি আর একটা কথা বলতে চাই। আপনারা এইসমস্ত করবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় যে সিভিল ডিফেন্স পার্টি করেছেন সেই সিভিল ডিফেন্স পার্টিতে সাধারণত কোন ভদ্রলোক, সৎলোক যায় না। ঐ গ্যাম্বলার এবং যারা চোলাই মদের কারবারী, তারাই বেশির ভাগ সি ডি পার্টিতে থাকে। এই ধরনের সব লোক যদি সি ডি পার্টিতে থাকে তা হ'লে কখনই গ্যাম্বলিং বন্ধ হ'তে পারে না। সেইজন্য এমন একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করুন যাতে ক'রে সত্যিকার কাজ হ'তে পারে। শুধু পুলিস ডিপার্টমেন্ট দ্বারা এটা বন্ধ করতে পারবেন না। এমন কিছু প্রচেষ্টা করবেন যাতে উদ্দেশ্য সফল হয় এবং যাতে ভূত সরষে থেকে দূর করতে পারেন তার জন্য ব্যবস্থা করুন।

[6-10—6-20 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার পূর্ববর্তী বক্তা যে কথা বললেন যে, এই প্রচেষ্টা খুবই শুভ এবং এই বিলের উদ্দেশ্য হয়তো মহৎ। কিন্তু আজকালকার দিনে যে আর্থিক অবস্থা চলেছে, তাতে জুয়াখেলা, ফটকা খেলার সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। কারণ যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা পরিশেষে হতাশা এনে ফেলে, সেই অর্থনৈতিক দুরবস্থার চাপে প'ড়ে জুয়াখেলার মারফত অনেকে টাকা উপায় করবার চেষ্টা করছেন এবং বহু মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার এই জুয়াখেলার মারফতে, ফটকা খেলার মারফতে সর্বস্বান্ত হ'তে বসেছে। আমাদের এখানে নানা রকম জুয়াখেলা হয়ে থাকে; সেইসমস্ত জুয়াখেলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যাবে না।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি জানেন বড়বাজারের দিকে নানা প্রকার ফটকা, জুয়াখেলা হয়। বৃষ্টি হবে কি না হবে—এ নিয়েও জুয়াখেলা চলে। আমরা এখানে বক্তৃতা দিচ্ছি, সেটা তিন মিনিট দেব কি পাঁচ মিনিট দেব—তা নিয়েও জুয়াখেলা হ'তে পারে। এইগুলি বন্ধ করা যাবে কিনা? তবুও এই বিলের মধ্য দিয়ে যেসমস্ত জুয়াখেলা বন্ধ করবার ব্যবস্থা হয়েছে তার জন্য আমি এই বিলকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না যে জুয়াখেলা বন্ধ করবার জন্য আইন যখন আনা হচ্ছে তখন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে জুয়াখেলা—ঘোড়দৌড়,

সেটাকে কেন বন্ধ করা হচ্ছে না। সেটা বন্ধ করার যে প্রয়োজনীয়তা আছে সেদিকে আমি মন্ত্রিমহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরও একটা বড় কথা হ'ল এই, কেবলমাত্র আইন তৈরি করলেই হবে না, সেই আইনকে যদি কার্যকরী করতে হয় তা হ'লে এই আইনটা এমনভাবে করতে হয় যাতে শুধু পুলিসের নয়, জনসাধারণেরও সহযোগিতা দরকার হবে। কিন্তু মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি জানেন যে একটা প্রচলিত ধারণা সকলের আছে যে পুলিসের যোগ-সাজসে এই জুয়াখেলা সর্বত্র চ'লে থাকে। সুতরাং যাতে পুলিসের পক্ষ থেকে এর প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় তার জন্য সৎ পুলিস কর্মচারী মারফত এই আইন চালু করার ব্যবস্থা করা উচিত।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যারা মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র তারা আজকে অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে প'ড়ে জুয়া খেলতে প্রবৃত্ত হচ্ছে। তাদের এই অবস্থার কথা আমরা বুঝি। কিন্তু আপনি জানেন যে, কোলকাতা শহরে এমন বহু ক্লাব আছে, যেগুলো নাইট ক্লাব, সেসব জায়গায় জুয়া-খেলা হয়। এই যেসমস্ত নাইট ক্লাবগুলোতে জুয়াখেলা হয় সেইসব ক্লাবের পেট্রন হচ্ছে আমাদের বড় বড় অফিসাররা। আমি একটা ঘটনার কথা জানি। ঘটনাটি হচ্ছে যে, পুলিস গিয়ে এই রকম একটা ডেনএ হানা দেয়, কিন্তু সেখান থেকে পুলিস পালাবার পথ পায় না। কারণ তারা দেখলে যে তাদেরই দু'-একজন বড়কর্তা, সেক্রেটারিয়েটএর বড় বড় দু'-একজন অফিসার সেখানে আছে। সুতরাং সরষের মধ্যে যেন ভূত না থাকে। সেজন্য ঐ যে নাইট ক্লাবগুলো আছে সেই ক্লাবগুলোর দিকে আমি আপনার মারফত মন্ত্রিমশাইকে দৃষ্টি রাখতে বলছি।

Dr. Colam Yazdani:

মিঃ স্পীকার, স্যার, জুয়াখেলা সম্বন্ধে বিভিন্ন মাননীয় মেম্বার অনেক ভাল কথা বলেছেন। আমি এ বিষয়ে শুধু দু'-একটা কথা বলছি। মফঃস্বল এলাকায় জুয়াখেলা বন্ধ করতে সবাই চায়। কিন্তু তা বন্ধ হচ্ছে না, কেন না, জুয়াবাজদের সঙ্গে পুলিসের যোগাযোগ আছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজকাল মফঃস্বলে এক রকমের জুয়াখেলা হচ্ছে। তার নাম 'ফিতাখেলা'। এই খেলা মালদহ জেলার খরদা থানায় বিশেষ ক'রে চাঁচনা এলাকায় ব্যাপকভাবে ইদানিং চালু হয়েছে। এই খেলা কোন বন্ধ ঘরের মধ্যে সাধারণতঃ খেলা হয় না। এই খেলার পদ্ধতি হ'ল হাট-বাজারে যাবার রাস্তায়, কোন বিশেষ জায়গায় কিংবা রাস্তায় যেসব মোড় পড়ে সেখানে কতকগুলো দুষ্কৃতিপূর্ণ লোক ফিতা খেলে। এরা সরল পথচারীদের সর্বনাশ করছে এবং হাট-বাজার ফেরতা চাষীলোককে ঠকাচ্ছে। গানের আসরকে কেন্দ্র ক'রে পুলিসের সামনেই এদের এবং অন্যান্য ধরনের জুয়াবাজদের লোক ঠকানো কর্মপদ্ধতি চলতে থাকে। দেশের বর্তমান দুর্দিনে কতকগুলি দুষ্ট লোক জনসাধারণের সর্বনাশ করছে এইভাবে। এ পুলিসকে জানানো সত্ত্বেও তারা এদের ধরতে পারে না কিংবা ধরে না। সেইজন্য আমার কথা হ'ল যে, জুয়াখেলা বন্ধ করার জন্য যে আইন আজ করা হচ্ছে তাকে যদি বাস্তবে কার্যকরী করা না হয় তা হ'লে শুধু আইন পাশ করার কোন অর্থই হয় না। এ আইন বিচ্ছিন্নভাবে আগেও ছিল, এবং সবাই এই আইনগুলিকে ভাল বলেছে। কিন্তু তবুও দেশ থেকে জুয়াখেলা বন্ধ করা যায় নি। মফঃস্বল এলাকায় আমরা বারবার পুলিসের কাছে আবেদন করেও এইসমস্ত জুয়াখেলা বন্ধ করতে পারি নি। বরঞ্চ যারা এইসমস্ত জুয়াখেলার গোপন খবর পুলিসকে দেয় তাদের উপর পুলিস পরে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সুতরাং আমাদের কথা হ'ল এই যে, যে আইন আজ পাশ করা হবে তার প্রয়োগ ঠিক মত হচ্ছে কি না তা বিশেষভাবে দেখা উচিত এবং বিশেষ ক'রে পুলিসের কর্তব্যনিষ্ঠার দিকে নজর রাখা প্রয়োজন।

Sj. Bejoy Singh Nahar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, জুয়াখেলা সম্বন্ধে এই যে বিলটা এসেছে এতে বিশেষ ক'রে যেখানে গেম অব স্কিল সম্বন্ধে যে ক্লজটা আছে সেদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই গেম অব স্কিল নামে বহু জায়গায় দেখা যায় যে জুয়া চলছে এবং তাকে ধরবার কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং এই ক্লজএ যদি সেটা না থাকে তা হ'লে এইরকম যারা জুয়াখেলার ব্যবস্থা করেন এবং জুয়ার ভেতর দিয়ে যেসব গোলমাল চলছে সেগুলিকে ইমিডিয়েট বন্ধ করা যায়। আমি একটা দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে দিতে চাই। সম্প্রতি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামে এক্স-সার্ভিসমেনদের সাহায্যের জন্য ফান ফেয়ারএর একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাতে বিজ্ঞাপনে

বলা হচ্ছে যে কেল্লা দেখান হবে। অর্থাৎ সেখানে ছেলেমেয়েদের জন্য ফান ফেয়ার রয়েছে। এ বিষয়ে কতকগুলি বিদ্যালয়ের কাছ থেকে কমপ্লেন পেয়েছি যে ছোট ছেলেমেয়েদের সেখানে নিয়ে গেছেন কিন্তু কেল্লা দেখাবার কোন বন্দোবস্ত নেই এবং সেখানে সমস্ত জুয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এমনকি রিং নিয়ে কি যে একটা জুয়া খেলা হয় সেটা ফেললে মদের বোতল প্রাইজ দেওয়া হয় সে ব্যবস্থাও সেখানে রয়েছে। কলকাতা শহরে এর জন্য যারা লাইসেন্স দিয়েছেন আমি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে এটা ইমিডিয়েট বন্ধ হওয়া উচিত। এগুলি দেখাবার জন্য সাত দিনের সময় ছিল, কিন্তু আবার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে যে সারা ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চলবে। সেখানে ওপেন মদের দোকান রয়েছে এবং সেখানে যারা যাচ্ছে তারাই সেখানে মদ খেতে পারে। সেখানে জুয়াখেলা, রিং রেগুলারভাবে চলছে। এতে ছোট ছেলেমেয়েদের আকৃষ্ট করা অত্যন্ত অন্যায়। সেজন্য বলছি যে, সমস্ত ক্রুজটা সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া দরকার বা যদি এই ক্রুজএ কোন লাইসেন্স দেওয়া হয় তা হ'লে সেটা যেন অত্যন্ত শক্তভাবে দেওয়া হয়, যাতে এই রকম জুয়াখেলার কোন ব্যবস্থা চলতে না পারে। আমরা দেখেছি, মিশনারি স্কুলে অনেক জায়গায় এই রকম জুয়াখেলার ব্যবস্থা রয়েছে স্কিলএর নামে। অর্থাৎ স্কিলএর নামে বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এই দিকে আকৃষ্ট করবার যে ব্যবস্থা রয়েছে সেটা অত্যন্ত অন্যায়। তাই এ দিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আর একটা ব্যাপার রেস সম্বন্ধে রয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম যে, স্বাধীন ভারত থেকে রেস উঠে যাবে। এই খেলার ফলে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পরিবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ এটা বিলেতী সাহেবী খেলা। এই রেসএর নামে যে জুয়ার লাইসেন্স দেওয়া হয় তাতে হয়তো সরকারের কিছু টাকা আসে, কিন্তু আমরা যদি এই টাকাটা অন্য দিক দিয়ে আদায় ক'রে এই রেস যদি বন্ধ করতে পারি তা হ'লে লক্ষ লক্ষ পরিবার তা থেকে লাভবান হ'তে পারে। আমাদের এখানে ফুটবল বা অন্য খেলার জায়গার অভাব হচ্ছে কিংবা স্টেডিয়ামএর অভাব হচ্ছে; আমরা রেস খেলা উঠিয়ে দিয়ে সেখানে খেলার জন্য স্টেডিয়াম তৈরি করতে পারি। এ দিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই রেসএর নামেতে আমাদের দেশের জনসাধারণের ঘোড়া রাখবার ক্ষমতা নেই। কয়েকজন যারা জুয়া খেলেন সেইসব বড় বড় পুঁজিবাদী লোক, তাঁরা এই খেলাটা এখানে রেখে দিয়েছেন। আমি বলব যে, এই সাহেবীয়ানা খেলা আমাদের দেশে কোন দরকার নেই। সেজন্য বলছি যে, এটা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে একটা গ্যাম্বলিং অ্যাক্ট যাতে সরকার আনেন, সে দিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Suhrid Mullick Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কংগ্রেস পক্ষ থেকে আমাদের মাননীয় বিজয়বাবু যে কথা বললেন তাতে আমি তাঁকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি, এবং যে গ্যাম্বলিং বিলটা আনা হয়েছে সে সম্পর্কে আমার মনে হয় যে, পুলিসমন্ত্রী মহাশয় আরও একটু ভাল ক'রে বিবেচনা করুন। কারণ এখনও এই ক্রুজএর পরিবর্তন করবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে ব'লে আমি মনে করি। এইসঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে, বড় বড় মাড়োয়ারীরা যেখানে থাকেন সেই বড়বাজার এরিয়ায় ছেলে হবে কি মেয়ে হবে, তার উপরে গ্যাম্বলিং চলছে। উনি রেসএর কথা বলেছেন, কিন্তু আমি জানি যে গড়ের মাঠেতে খেলাকে উপলক্ষ ক'রে সেখানে গ্যাম্বলিং করা হচ্ছে। এইসবকে বন্ধ করবার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা আমি এখানে বলব। আমাদের এই কোলকাতা শহরের উপর একটা ইন্টার-প্রভিন্সিয়াল গ্যাম্বলার্স দল রয়েছে। বোম্বেতে তাদের হেড অফিস ছিল; বর্তমানে কোলকাতায় দমদমের উপরে একটা বাড়ি নিয়ে তারা সেখানে গ্যাম্বলিং চালিয়ে চলছে। বড় বড় গভর্নমেন্ট অফিসার এবং বড় বড় [illegible] সেখানে জমি কেনবার নাম ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের এজেন্ট সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া আছে—এমন কি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে পর্যন্ত তাদের এজেন্ট সেখানে কালীমায়ের সামনে গিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকে এবং যেই দেখল যে, এই মানুষটা বেশ শাঁসালো লোক তখনই তার সঙ্গে আলাপ ক'রে তার জীবনের দুঃখময় ইতিহাস শোনার পর দমদমের বাড়ির সন্ধান দিয়ে [illegible] যে, ওখানে গেলে পর সমস্ত মুশকিল আসান হবে। সেখানে যাবার পর ভদ্রলোক [illegible] পান যে, সেখানে ম্যানেজার, দারোয়ান চারিপাশে লোকজন রয়েছে এবং তার মধ্যে কোনদিন রিং-খেলা, কোনদিন হয়তো পাশার ছক্কের খেলা চলে। এই রকমভাবে জুয়া খেলানো চলছে এবং সাতদিন আগেকার ঘটনা যে সেখানে গিয়ে একজন ভদ্রলোক সর্বস্বান্ত

হয়ে গেছেন। কিন্তু আমি জানি যে শুধু একজন নয়, এই রকম বহু লোক সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য বলছি যে, এটা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার হওয়া দরকার। পুলিস কমিশনারের এইসব সন্ধান করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা উচিত ছিল যাতে জনসাধারণ এ বিষয়ে সচেতন হ'তে পারে। তাই আমি আপনার মারফত এখানে আমাদের যাঁরা প্রতিনিধি আছেন তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঐরকভাবে সেখানে খেলার ব্যবস্থা আছে এবং খেলার জন্য প্ররোচিত ক'রে আমাদের সর্বস্বান্ত ক'রে দেওয়া হচ্ছে। এই যে গ্যাম্বলিং চলছে, এই গ্যাম্বলিংকে আটকাবার জন্য পুলিসের সচেতন হওয়া উচিত ছিল। কেন হয় নি? অনেক বক্তা বলেছেন যে, পুলিসের সহযোগিতা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে। তাই বলব, এই গ্যাম্বলিং আটকাবার জন্য বিল এনেছেন এবং সেটা পাস হবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজাবাজারের কথায় জানাব যে, সেখানে মদ চোলাই এবং গ্যাম্বলিং—দুই-ই চলে এবং তা বস্তির সব জায়গাতেই হয়। পুলিস একবার গিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে এল, তার একটু পরে আবার দেখা যাচ্ছে সেখানে গ্যাম্বলিং চলছে। এই দিকে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাই পুলিসমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ যে, যদিও আমরা এই বিল আনার জন্য অভিনন্দন জানাই, কিন্তু একে কার্যকরী করবার জন্য আইনের মধ্যে যে ব্যবস্থা করেছেন, যে সাজার ব্যবস্থা করেছেন তা আরও কঠোর হউক—এ আমরা চাইব। সমাজের মধ্য থেকে দুর্নীতিপরায়ণতার যেসব ব্যবস্থা আছে তা বিধিবন্ধ ব্যবস্থার দ্বারা বিদূরিত করতে হবে এবং তা কার্যকরীভাবে করবার জন্য যে প্রক্রিয়া দরকার সেটার কথাও যেন তিনি বিবেচনা করেন।

[6-20—6-30 p.m.]

Sj. Rabindra Nath Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের পুলিসমন্ত্রী গ্যাম্বলিং ও প্রাইজ কম্পিটিশন সম্বন্ধে যে বিলটা এই হাউসএ এনেছেন সেটা দেখে মনে হচ্ছে যে, এই বিলটার মধ্য দিয়ে গরিব মানুষ যারা কোন রকমে গ্যাম্বলিং ক'রে দু'-চার টাকা অসদুপায়ে উপার্জন ক'রে জীবিকা নির্বাহ করত সেই অর্থের ভিতর সরকার যেন কিছু ভাগ পেতে চাইছেন। অর্থাৎ ফাঁকি দিয়ে মানুষ যেভাবে অর্থ উপার্জন করছে তার মধ্যেও যেন সরকার যে অংশটা এতদিন পাচ্ছিলেন না সেই অংশটা কি ক'রে পাবেন তারই একটা উপায় এর মধ্য দিয়ে গ্রহণ করছেন যে এর মধ্য দিয়ে কি ক'রে তা পেতে পারেন।

আমি আমার কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে বহু পুলিস সাব-ইন্সপেক্টরএর সংগে আলোচনা ক'রে দেখেছি যে, এই গ্যাম্বলিংএ পাহারা দেবার জন্য যেসমস্ত পুলিস কনস্টেবল পাঠানো হয় তারা বেতন পায় মাত্র ৭৫ টাকা। এই টাকায় তারা যেভাবে বসবাস করে তাতে তাদের পক্ষে দু' পয়সা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তার জন্য তারা করে কি? তারা ঐ গ্যাম্বলারদের কাছ থেকে আট আনা দশ আনা পয়সা নিয়ে নিজেদের পকেটকে ভারী করার চেষ্টা করে; অথচ আজকের দিনে সরকারের সে দিকে লক্ষ্য নাই। এখানে বলছেন, সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিসকে ক্ষমতা দিচ্ছেন ফ্রী অ্যাকসেসএর—যাতে তাঁরা খোঁজখবর নিয়ে ধরতে পারেন সেই ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু আমার আসল বক্তব্য হচ্ছে যে, ল এবং ম্যাজেস্টি অব ল—এ থাকলেও ল ইটসেল্ফ ইজ নট ক্যারেড আউট—এই যে আইন করা হচ্ছে তাতে সেটা পালন করা হবে না। পুলিসের নাম ক'রে এই যে আইন আনা হয়েছে, এই আইনের মধ্য দিয়ে সরকার যদি মনে ক'রে থাকেন যে আমাদের দেশের নৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা হবে, এবং এই যদি ইচ্ছা থাকে তা হ'লে মূলগত যে জিনিস অর্থাৎ যাতে এই নীতিবিগর্হিত কাজ না করতে পারে এবং কেন এই নীতিবিগর্হিত কাজ করতে যায় তার কারণ অনুসন্ধান ক'রে তাদের অর্থ-নৈতিক অবস্থা ভাল করবার চেষ্টা করা। মাননীয় বিজয় সিং নাহার মহাশয় যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে তিনি রেসএর উদাহরণ দিয়েছেন এবং অন্যান্য বহু লটারির কথা বলেছেন। কাজেই সরকার আজ এই যে বিল পাস করতে যাচ্ছেন এই বিল পাস্ এখন না ক'রে আমি অনুরোধ করছি যে আগামী সেশনএ এই বিলটাকে বড় ক'রে আনুন যাতে এই কলিকাতার বুক থেকে কেবল এই কমম্পিটিশন নয়, অন্যান্য যেসব জিনিস রয়েছে, যা সাধারণ মানুষকে ইনস্টিগেট করে সেইসব জিনিস আইনের মধ্যে এনে যাতে সেগুলি বন্ধ করতে পারেন তার জন্য বিজয় সিং নাহার মহাশয়কে অনুরোধ করি। তিনি কংগ্রেসের সেক্রেটারি, তিনি পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসের

প্রধান এবং একজন শক্তিশালী ব্যক্তি। তিনি যেন কংগ্রেস মন্ত্রীদের কাছে ব'লে চেষ্টা করেন যাতে আগামী সেশনএ যেন ভালভাবে বড় ক'রে বিল এনে কলিকাতার বুক থেকে যাতে এই ধরনের দুর্নীতি উঠে যায় তার জন্য তিনি এবং অন্যান্য কংগ্রেস এম এল এরা তাঁদের শক্তি ব্যবহার করেন।

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি কিছু বলব না মনে করেছিলাম, কিন্তু একটা সংস্কৃত শ্লোক মনে প'ড়ে গেল। সেটা এই—

"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডুম্বুরে।
দাম্পত্যে কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।"

এখানে একটা সেই রকম বহ্বারম্ভ দেখে ধারণা হ'ল যে, বিজয়বাবুর ভবিষ্যত হয়তো ভাল কিংবা খারাপ হ'তে পারে।

Mr. Speaker:

আপনি আপনার কথাই চিন্তা করুন, বিজয়বাবুর ভবিষ্যত চিন্তা ক'রে কি হবে?

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

যা হউক, জুয়াখেলা খারাপ তা রাজ্যসরকার পর্যন্ত স্বীকার করছেন, কিন্তু জুয়াখেলার জন্য যে ফাইনএর ব্যবস্থা হয়েছে তা অতি সামান্য এবং ইমপ্রিজনমেন্টএর কথা নাই। রেসএর সম্বন্ধে তো কিছুই নেই। তাতেই মনে হয় যেন তাঁরা বলছেন যে, তোমরা আরও রেস খেলবে এবং আরও বেশি জুয়া খেলবে। কিভাবে যে সমাজের মধ্যে জুয়াখেলার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে, এবং কিভাবে যে সেটা নিবারণ করা যায় সেরকম কোন উদ্দেশ্য এই বিলের মধ্যে নাই। তার জন্য পুনরায় বলব যে, সরকার যদি কার্যত কিছু করতে চান তা হ'লে এটা না এনে আরও একটা ভাল ক'রে কম্প্রিহেন্সিভ বিল আনলে ভাল করতেন।

The motion of the Hon'ble Kali Pada Mookerjee that the West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that clause 1(3) be omitted.

I have sought to omit sub-clause (3) of clause 1 because it may defer the application of the Act. Sir, it is a beneficial Act and so, I think, it should apply everywhere and simultaneously at all places. If sub-clause (3) of clause 1 is there, this Act will apply at different places at different times and then the beneficial object of this Bill will be hampered and delayed.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I oppose the amendment.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that clause 1(3) be omitted, was then put and lost.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Haridas Mitra: I beg to move that in clause 2(1)(a), in line 2, after the word "space" the words "open or closed" be inserted.

I also beg to move that in clause 2(1)(b), in lines 2 and 3, the words "except wagering or betting upon a horse race, when such wagering or betting takes place" be omitted.

I also beg to move that in clause 2(1)(b), the items (i), (ii) and (iii) be omitted.

মিঃ স্পীকার, স্যার, ক্লজ (২)তে আমার দুইটি অ্যামেন্ডমেন্ট আছে। আমি একসংগে বলছি। প্রথম কথা হচ্ছে যে ঘোড়দৌড় সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়ে গেল। এটা যে একটা সোশ্যাল ইভল, সমাজের বুকে একটা দুষ্ট ব্রণ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। মানুষ যখন অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে অস্থির হয়ে পড়ে, সরকার যখন তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারছে না, দরিদ্র কর্মচারীরা যখন ভাত পাচ্ছে না, তখন রেসএর মাঠে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে টাকা উড়ানো, তখন এই বিল এনে প্রহসন করার কোন মানে হয় না। সেদিক থেকে এটা আমি বন্ধ করতে বলি।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমি পড়েছি যখন ১৯৩৮ সালে মুসলিম লীগ ডগ রেসএর প্রচলন করেন তখন স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় কংগ্রেস দলের নেতা, বিরোধী দলের নেতা হিসাবে ডগ রেসএর বিশেষ ক'রে আপত্তি জানিয়েছিলেন। আজকে দেশ স্বাধীন হয়েছে- দশ বছর হয়ে গেছে। উনিশ বছর আগে কংগ্রেসের এই অ্যাসেম্বলিতে এইসমস্ত বলবার পরেও আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি যে, সরকারী সুরক্ষিত ব্যবস্থায় এই রেস চলতে থাকবে। রেসএ যায় দুই শ্রেণীর লোক। এক শ্রেণী মধ্যবিত্ত মানুষ, তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় লোভাতুর হয়ে ছুটে চলে : আরেক শ্রেণীর লোক শ্রমিক শ্রেণী, যারা অত্যন্ত দরিদ্র তারা রেসএ যায়। প্রাইভেট বুক-মেকার্সএর কাছে আড়াই টাকায় রেস খেলতে পারে না, সামান্য পয়সায় রেস খেলে টাকা নষ্ট ক'রে আসে। আমি জানি, এবারকার বাজেটে ৫৭-৫৮ লক্ষ টাকা রেস থেকে আয় হবে ব'লে ধরা হয়েছে। সেখানে অল্টারনেট সাজেশন অনারেবল মেম্বার বিজয় সিংহ নাহার মহাশয় যাহা বলেছেন রেস সম্বন্ধে আমি তাঁর সংগে একমত।

[6-30—6-40 p.m.]

বাংলাদেশে স্টেডিয়াম নেই, স্টেডিয়াম আমরা এখনও করতে পারি নি। আমরা হিসাব ক'রে দেখেছি যে, কোলকাতায় মাঠে বিভিন্ন খেলা থেকে যে টিকিট বিক্রি হয় তাতে বছরে ৩৪-৩৫ লক্ষ টাকা আয় হয়, এবং যদি আমরা ভাল ক'রে স্টেডিয়াম তৈরি করতে পারি তা হ'লে সে আয় হবেই, তা ছাড়াও স্টেডিয়ামের মাধ্যমে বাইরে থেকে অনেক ভাল ভাল খেলা এদেশে আসতে পারে। সেখান থেকে অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্য থেকে সেখানে ৫৫-৫৬ লক্ষ টাকা উঠে আসতে পারে। আমি বিশেষ ক'রে টালিগঞ্জের কথা বলব, যেখান থেকে আমি এসেছি। সেখানে রিফিউজিরা জমি পায় না, সোয়া দু' কাঠা জমিতে এইসমস্ত রিফিউজিদের বাস করতে হয়, অথচ টালিগঞ্জে ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব প্রায় ৩৫০ বিঘা জমি নিয়ে ঘোড়দৌড় ক'রে বেড়ান। এই ৩৫০ বিঘা জমি যদি আমাদের সরকার নিতে পারতেন তা হলে রিফিউজি প্রবলেমএর বিশেষ ক'রে জবরদখল কলোনির দিক থেকে অনেক সমাধান হ'ত। সেদিক থেকে আমার বক্তব্য যে, সেখানে এই রেসকে সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়া হোক এবং অন্যভাবে এই জুয়াখেলাকে তুলে দেবার জন্য যেভাবে আইন করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেই আইন এইভাবে না এনে একটা সামগ্রিক আইন আনা হোক যাতে মানুষকে তাদের নৈতিক অধঃপতন থেকে সরকার বাঁচাতে পারেন। সরকার আজকের দিনে যেখানে মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না, সেখানে তাঁরা জুয়াখেলার মাঠে কতকগুলি লোককে এগিয়ে দিচ্ছেন কেন? সর্বশেষে আমি বলব, পুলিস অথরিটির কথা। যখন সরকার জুয়াখেলা তুলবেনই না, এই আইনে সেরকম কোন প্রভিশন রেখে তখন সরকারের সুরক্ষিত ব্যবস্থায় পুলিসের সাহায্যে যাতে এই ব্যবস্থা আরও ভাল করে চলতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হোক। আমি কিছুদিন আগে দেখেছিলাম যে, কোলকাতা শহরে লালবাজারে জুয়াখেলা হচ্ছে—খবরের কাগজ রিপোর্ট আমরা দেখেছি।

[At this stage the red light was lit and the member having reached his time-limit resumed his seat.]

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 2(1)(a), in line 4, for the words "for the profit or gain of" the word "by" be substituted.

I also move that in clause 2(1)(b), in lines 2 to 14, the words beginning with, "except wagering or betting" and ending with "Rummey or Nap" be omitted.

I move that in clause 2(1)(d), in line 2, after the word "First" the words "and Second" be inserted.

Sir, for the words "for the profit or gain of", I want to put the word "by". The reason is this. Suppose a house is there where these things are done and there is the owner of the House but if it is not proved before a court that for what object these things are kept there then it will be useless. Suppose in another house these things are found and the owner is also found and it is proved that these things were there, but if it is not proved that the owner did not profit thereby but the other people who were there were making a profit, then the owner would be punished for the crime of others. So, if it is not proved that the owner is making profit then that house cannot be regarded as a gambling house. But if it is found that the owner is making a profit then that house will be regarded as a gambling house instantaneously. If the motive is not proved then the entire prosecution will fail. In other words, if the owner is there and the things are found there it will be presumed that these things are kept there for the purpose of gambling.

Mr. Speaker: You mean to say that the onus of proof will be on the accused?

[6-40—6-50 p.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: Partially that would be so. If the owner is not making a profit out of it why should he allow these things to be there in his house?

With regard to amendment Nos. 7 to 9, with regard to definition—"gaming or gambling" includes wagering or betting, in my amendment I have sought to omit the rest of this clause because these are in the nature of keeping or saving, wagering or betting on horse races which we think is very harmful to the society. So if within the definition of "gaming or gambling" horse races are included then the social needs will be satisfied. Otherwise, this horse race or wagering or betting on horse races will remain as an exception to gaming and gambling, and these horse races will continue to remain without being hampered or without being brought under the processes of law.

Then my last amendment with regard to this clause is No. 13. In clause 2(1)(d) in the definition of "magistrate", there were only two classes "Presidency Magistrate" or "a Magistrate of the First Class". I would add also Magistrate of the Second Class because I think the trial of these offences is not so very complicated or these offences are not so very technical that they should have the privilege of trial by a Presidency Magistrate or only by a Magistrate of the First Class. These are heinous offences and any Magistrate of First Class or Second Class is quite competent. I have not included Third Class Magistrate because they are mere beginners as Magistrates and require more training. I would, therefore, say that the offences are so very rampant and the number of First Class Magistrates is so limited that if you include both First Class and Second Class Magistrates competent to take jurisdiction with regard to these offences, the needs would be satisfied.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Sir, I beg to move that in clause 2(1)(b), in line 1, after the word "betting" the words "of every kind" be inserted.

Mr. Speaker, Sir, the purport of the two amendments which stand in my name—No. 6 and No. 8—is two-fold. The first one is that horse race should not be excluded and should not be encouraged or given a privileged place in the eyes of law and much has been said on that topic. Of course there is no denying the fact that race-goers are growing in number day by day and there is little necessity of dilating upon that topic.

The next thing I have said is that betting of every kind should come under the purview of this Act and one instance I can cite from personal knowledge—of course I have never gambled. In a *pan* shop in an industrial area I found a man who was a worker in a factory working as a servant for a few days. I questioned him but he did not give an answer. His friends told me that he left the factory and the workshop simply because he has lost in a game of dice. So it is betting of a peculiar kind. The purport of my amendment is that such betting should come under the purview of the Act.

That is all that I have got to say.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মূল বিলের ২নং ধারায় সাব-সেকশন (১), ক্লজ (বি)তে যে একসেপশন করা হয়েছে তার বিরুদ্ধেই আমার এই অ্যামেন্ডমেন্ট। এখানে আমার একটিমাত্র কথা হচ্ছে জুয়াখেলা খারাপ, কিন্তু সরকার যদি সেটা জিইয়ে রাখেন তা হ'লে সাধারণ মানুষ সরকারের দৃষ্টান্ত দেখেই উৎসাহিত হয়ে পড়ে। জনসাধারণ তখন স্বাভাবিকভাবেই এ কথা মনে করবে যে, এর মধ্যে দোষের কিছু নাই। তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে, নিজেদের চরিত্র সংশোধন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করুন। যদি প্রকৃতই সমাজকল্যাণ চান তা হ'লে নিজেদের চরিত্র সংশোধন করুন। সাধারণ মানুষ তা হ'লে আপনাদের দেখে নিজেদের চরিত্র সংশোধন ক'রে আত্মগঠনের চেষ্টা করবে।

Sj. Rabindra Nath Mokhopadhyay: Sir, I beg to move that in clause 2(1)(b), in line 1, after the words "or betting" the words "or forecasting results of sports meets and games" be inserted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার অ্যামেন্ডমেন্টটা খুব সিম্পল। এটা ফোরকাস্টিং সম্বন্ধে। যাঁরা কোলকাতার মাঠের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন তাঁরা জানেন ফুটবল খেলা নিয়ে, খেলার ফলাফলের উপর বেটিং হয়ে থাকে। এই প্রতিক্রিয়া কিন্তু প্রখ্যাত খেলোয়াড়দের উপর পড়ে। যখন কোন ভাল খেলা—শীল্ড বা লীগএর হয় তখন একদল লোক তা নিয়ে বেটিং শুরু করে। এটা আপনারা বন্ধ করেন না কেন? এভাবে বেটিংএর ভাব সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে কাগজপত্রেও বহু লেখালেখি হয়েছে। যারা খেলার মাঠের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন তারা জানেন, এটা খুব ছোট জিনিস নয়। বিভিন্নভাবে এতে খেলোয়াড়দের মরেল নষ্ট করতে পারে। আমি মনে করি, আমার অ্যামেন্ডমেন্ট গৃহীত হ'লে খেলোয়াড়দের উপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা বহু পরিমাণে রোধ করতে আমরা সমর্থ হব।

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that in clause 2(1)(e), in line 2, after the words "money order" the words "or any other contrivance of transaction avoiding on the spot payment" be inserted.

The Hon'ble Kalipada Mookerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ২নংএ যতগুলি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয়েছে আমি বিবেচনা ক'রে দেখলাম, তার মধ্যে কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়। বিভিন্ন বক্তা বলেছেন, 'ফর দি প্রফিট'—এ কথাটা তুলে দিতে। জুয়ার আড্ডায় মানুষ যায় লাভের জন্য, মালা জপতে কেউ সেখানে যায় না। জুয়ার আড্ডায় কোন প্রফিট থাকবে না, এমন জুয়াখেলা হ'তেই পারে না। সুতরাং আমি তাঁদের সঙ্গে সহমত হ'তে পারলাম না। অনেকে ঘোড়দৌড়ের কথা বলেছেন। আমরা যে আইন প্রণয়ন করতে চলেছি এর মধ্যে এটা পড়ে না। সেজন্য বেঙ্গল অ্যামিউজমেন্ট

ট্যাক্স নিয়ন্ত্রণের সময় সেখানে বুক-মেকার ও টোটালাইজারদের উপর অনুশাসন আছে, শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা আছে। তাই এটা ঘোড়দৌড়ের আইনের আওতার মধ্যে আসে না। তবুও আমি এ সম্বন্ধে আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই যে, ঘোড়দৌড় নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে একটা ব্যাপক আইন আনবার সরকারের পরিকল্পনা আছে। কিন্তু আজকে সেটা গ্যাম্বলিং আইন বা প্রাইজ কম্পিটিশন আইনের আওতায় আসবে না। এ ছাড়া এটা অত্যন্ত ব্যাপক—ফুটবলের মাঠ থেকে ঘর পর্যন্ত সুদূরপ্রসারী, যেখানে যত রকম জুয়াখেলা হ'তে পারে সবই এর আওতায় আসবে। শুধু এর থেকে বাদ যাচ্ছে কয়েক প্রকার তাসখেলা—যাকে গেম অব স্কিল ব'লে ধরা হয়েছে। এই গেম অব স্কিলকে যদি এই আইনের আওতার মধ্যে নিয়ে আসি, তা হ'লে চিত্তবিনোদনের জন্য অবসর সময়ে কেউ এক জোড়া তাস নিয়ে ঘরে ব'সে, শোবার ঘরে ব'সে খেললে সেটা কমন গেমিং-হাউএর আওতায় এসে পড়বে। সেইজন্য তার সংশোধন প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারলাম না।

[6-50—7-3 p.m.]

Mr. Speaker: I put all the amendments to clause 2 to vote.

The motion of Sj. Haridas Mitra that in clause 2(1)(a), in line 2, after the word "space" the words "open or closed" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2(1)(a), in line 4, for the words "for the profit or gain of" the word "by" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Panchanan Bhattacharjee that in clause 2(1)(b), in line 1, after the word "betting" the words "of every kind" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay that in clause 2(1)(b), in line 1, after the words "or betting" the words "or forecasting results of sports meets and games" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2(1)(b), in lines 2 to 14, the words beginning with, "except wagering or betting" and ending with "Rummey or Nap" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that in clause 2(1)(b), in lines 2 and 3, the words "except wagering or betting upon a horse race, when such wagering or betting takes place" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that in clause 2(1)(b), the items (i), (ii) and (iii) be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2(1)(d), in line 2, after the word "First" the words "and Second" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that in clause 2(1)(e), in line 2, after the words "money order" the words "or any other contrivance of transaction avoiding on the spot payment" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

Sj. Haridas Mitra: I move that in clause 3, in line 2, after the word "space" the words "open or closed" be inserted.

I move that in clause 3, in line 3, after the words "place whatsoever" the word "owns" be inserted.

I move that in clause 3, in line 6, after the word "space" the words "open or closed" be inserted.

I move that in clause 3, in line 8, after the word "used" the word ", rented" be inserted.

I move that in clause 3, in line 11, after the word "assists" the words "or serves on remuneration" be inserted.

I move that in clause 3, in line 12, after the word "space" the words "open or closed" be inserted.

I move that in clause 3, in line 13, after the word "used" the word ", rented" be inserted.

I move that in clause 3, in line 17, after the word "space" the words "open or closed" be inserted.

স্যার, আমার অ্যামেন্ডমেন্টটা খুব ছোট্ট। ক্লজ ৩তে যেখানে যেখানে স্পেস আছে তার জায়গায় 'ওপেন অর ক্লোজ্‌ড্‌ স্পেস' বসাতে বলছি। ক্লজ (৬)-এও তাই আছে, ক্লজ (৪)-এও তাই আছে, ক্লজ (৫)-এও তাই আছে। ওপেন অর ক্লোজ্‌ড্‌ এই কথাটা থাকলে স্পেসিফিক হ'ত।

The Hon'ble Kalipada Mookerjee:

সব কভার্ড জায়গা, খোলা জায়গা নয়--এনি প্লেস হোয়াটসোএভার, সবই কভার্ড হবে।

Mr. Speaker: "Whatsoever" is the widest possible word that can be used.

Sj. Apurba Lal Majumdar: I move that in clause 3, line 20, for the words "five hundred rupees" the words "one thousand rupees" be substituted.

I move that in clause 3, in line 21, for the words "three months" the words "six months" be substituted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অ্যামেন্ডমেন্ট ২৪, যেটা আমি মুভ করছি—
in clause 3 in line 20, for the words "five hundred rupees" the words "one thousand rupees" be substituted.
এখানে একটু বেশি চাই। বেশি এজন্য চাই যে, অফেন্স যখন হিনিয়াস অফেন্স তখন তার পানিশমেন্টটাও আরও বেশি হওয়া উচিত।

Dr. Suresh Chandra Banerjee: I move that in clause 3, in line 20, for the words "five hundred" the words "two thousand" be substituted.

I move that in clause 3, line 21, for the words "three months" the words "one year" be substituted.

আমার এই ২৩নং সংশোধনীতে যেখানে পাঁচশো টাকা জরিমানার কথা আছে সেখানে দু' হাজার টাকা জরিমানার কথা বলেছি।

আর দুটো আছে—২৮ ও ৩০ নম্বর সংশোধনী। যেখানে থ্রী মান্থস শাস্তির ব্যবস্থা আছে সেখানে বলছি, ওয়ান ইয়ার। এর উদ্দেশ্য ডেটারেন্ট পানিশমেন্টএর ব্যবস্থা করা।

Dr. Narayan Chandra Ray: I move that in clause 3, in line 20, for the words "five hundred" the words "two thousand" be substituted.

এতে বলার কিছু নাই। শুধু আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি চেয়েছি পাঁচশো টাকার জায়গায় বাড়িয়ে দু' হাজার করতে। এ বিষয়ে ওপিনিয়ন অব দি হাউস ইজ নোন। তাই বলছি, ঘোড়দৌড়ও একটা বেটিংএর ব্যাপার ; সেটার জন্য যেন পরে আর মুভ

করতে না হয় বলে রাখছি, তা আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। কাজেই দু' হাজার বাড়াবার কথা যা বলেছি তা আপনারা গ্রহণ করুন। কেন না, আপনাদের পেছনে গেমিং ইত্যাদি জুয়াখেলা আছে। তার জন্য হচ্ছে পাঁচশো টাকা ফাইন, আর প্রাইজ কম্পিটিশনএর বেলায় হচ্ছে এক হাজার ফাইন। কাজেই পরে আপনারা দেখবেন এটা সহজে বাড়িয়ে দু' হাজার করা যায়।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I have nothing to add. I oppose all the amendments.

The motion of Sj. Haridas Mitra that in clause 3, in line 2, after the word "space" the words "open or closed" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that in clause 3, in line 3, after the words "place whatsoever" the word "owns" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that in clause 3, in line 6, after the word "space" the words "open or closed" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that in clause 3, in line 8, after the word "used" the word ", rented" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that in clause 3, in line 11, after the word "assists" the words "or serves on remuneration" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that in clause 3, in line 12, after the word "space" the words "open or closed" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that in clause 3, in line 13, after the word "used" the word ", rented" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that in clause 3, in line 17, after the word "space" the words "open or closed" be inserted, was then put and lost.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that in clause 3, in line 20, for the words "five hundred" the words "two thousand" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that in clause 3, in line 20, for the words "five hundred" the words "two thousand" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 3, line 20, for the words "five hundred rupees" the words "one thousand rupees" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that in clause 3, line 21, for the words "three months" the words "one year" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 3, in line 21, for the words "three months" the words "six months" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4

Sj. Haridas Mitra: Sir, I beg to move that in clause 4, in line 2, after the word "space" the words "open or closed" be inserted.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Sir, I beg to move that in clause 4, in line 6, after the word "otherwise" the words "and whoever is found present in any place for the purpose of any kind of betting" be inserted.

ক্লজ ৪এ আমি যেটা বলেছি—'এনি প্লেস হোয়াটসোএভার'—তারপর তার দ্বারা কভার্ড হয়েছে। তারপর আর একটা জিনিস আনবার জন্য বলছি। বড়বাজার ও ডালহাউসি স্কোয়ার এরিয়ায় বৃষ্টির জল নিয়েও জুয়াখেলা হয়। বৃষ্টি হবে কি হবে না, কয় ইঞ্চি বৃষ্টি হবে —তার উপরও জুয়া ধরা হয়। আমার মনে হয়, তাতে হাজার হাজার টাকা লেনদেন হয়ে থাকে। বাড়িতে চৌবাচ্চা থাকে, তার মধ্যে বা টিনের বাক্সে কত বৃষ্টির জল জমবে, তা নিয়েও জুয়াখেলা চলে। একবার আমি রাস্তার ধারে তাদের সামনে প'ড়ে মার খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছিলাম। তারা রাস্তায় টিনের বাক্স নিয়ে ব'সে আছে, অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কিয়া হোতা হ্যায় জী? তারা বললে—হট্ জাইয়ে বাবু, আপকো লাগেগা। তাদের ভাবগতিক দেখে আমি ভয়ে ভয়ে স'রে পড়ি। যারা টিনের বাক্স নিয়ে পাবলিক রোডএ ও ফুটপাতে ব'সে এই রকম জুয়া খেলবে, তাদেরও এই বিলের আওতায় যাতে নিয়ে আসা যায় তার জন্য বলছি—

whoever is found present in any place for the purpose of any kind of betting.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 4, line 7, for the words "two hundred rupees" the words "five hundred rupees" be substituted.

I further beg to move that in clause 4, in line 8, for the words "one month" the words "three months" be substituted.

একটি কথা বলব। এইমাত্র মুভ করতে গিয়ে শুনতে পেলাম মন্ত্রিমহাশয় তার উত্তরে ব'সে ব'সে বললেন, পরের ক্লজগুলিতে ব্যবস্থা করা হবে, একবার সাজা পেলে তার পরবর্তী সাজা বেড়ে যাবে। আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, মদ চোলাই কেসএ সেই ব্যবস্থা আছে। প্রথম বার সাজা হ'লে পরের বার ডবল্ সাজা হবে। সেক্ষেত্রে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, দিনের পর দিন একই লোককে পঞ্চাশ বার একই রকম সাজা পেতে দেখেছি। উনি যদি মনে ক'রে থাকেন, সামান্য কিছু ফাইন ক'রে দিলেই অপরাধের নিষ্পত্তি হয়ে যাবে, তা হ'লে আমি বলব সেটা তাঁর ভুল ধারণা। ডেটারেন্ট পানিশমেন্ট দিয়েও দেখা গেছে ওপিয়াম অ্যাক্টএর ক্ষেত্রে ও মদ চোলাইএর ক্ষেত্রে—অপরাধ সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না। কাজেই এ ব্যাপারে যাতে ডেটারেন্ট পানিশমেন্টএর ব্যবস্থা হয় তার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি।

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that in clause 4, in line 7, for the word "two" the word "five" be substituted.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 4, in line 8, for the words "one month" the words "six months" be substituted.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that in clause 4, in line 8, for the words "one month" the words "three months" be substituted.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Sir, I have nothing to add. I oppose all the amendments.

The motion of Sj. Haridas Mitra that in clause 4, in line 2, after the word "space" the words "open or closed" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Panchanan Bhattacharjee that in clause 4, in line 6, after the word "otherwise" the words "and whoever is found present in any place for the purpose of any kind of betting" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 4, line 7, for the words "two hundred rupees" the words "five hundred rupees" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that in clause 4, in line 7, for the word "two" the word "five" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 4, in line 8, for the words "one month" the words "six months" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 4, in line 8, for the words "one month" the words "three months" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that in clause 4, in line 8, for the words "one month" the words "three months" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 5

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 5(1), in lines 2 and 3, the words "authorised by the State Government in this behalf by general or special order in writing" be omitted.

Sub-Inspector of Police will have the power and authority to search the houses where he suspects that gambling is being done because—suppose you give some authority to certain Sub-Inspectors of Police then if a Police Sub-Inspector sees that some offences are being committed, but he has got no power either to enter or to search the place, then he shall have to write to the proper authority and the necessary authority will be sent to him or may be sent to him at a later time. By that time the crime would have been already committed. So I would suggest that all the Sub-Inspectors of Police must have the inherent right to enter into and stop the commission of these offences. By virtue of their office they must be authorised to do something. There shall not be any discrimination.

Sj. Haridas Mitra: Sir, I beg to move that in clause 5(1), in line 6, after the word "space" the words "open or closed" be inserted.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 5(2), in line 3, for the word "excluding" the word "including" be substituted.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 5(1), in lines 2 and 3, the words "authorised by the State Government in this behalf by general or special order in writing" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that in clause 5(1), in line 6, after the word "space" the words "open or closed" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 5(2), in line 3, for the word "excluding" the word "including" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 5 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Mr. Speaker: For the information of honourable members of this House I may say that the question time would be half-an-hour tomorrow and not the usual one hour. The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7-3 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 11th December 1957, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 11th December, 1957, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 17 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 213 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Scarcity of drinking water in Diamond Harbour subdivision

***106.** (Admitted question No. *375.) **Sj. Ramanuj Halder:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) চব্বিশপরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার মহকুমার বহু গ্রামে পানীয় জলের অভাব আছে কিনা এবং বহু গ্রামে দুই মাইল পথ যাতায়াত করিয়া পানীয় জল সংগ্রহ করিতে হয় কিনা ;

(খ) ইহা কি সত্য যে, ডায়মন্ড হারবার মহকুমায় নলকূপ বসাইবার কালে বহু ক্ষেত্রে বৃহৎ জনবহুল গ্রামের অগ্রগণ্যতা বিবেচনা করা হয় নাই ;

(গ) সত্য হইলে, উহার কারণ কি ;

(ঘ) ইহা কি সত্য যে, পানীয় জলের অভাবে ঐ থানায় মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ; এবং

(ঙ) সত্য হইলে, ইহার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy):

(ক) অল্পসংখ্যক গ্রামে এইরূপ জলাভাব আছে।

(খ) এবং (গ) পল্লী অঞ্চলের জলসরবরাহ পরিকল্পনা অনুসারে সকল স্থলেই জনবহুল ও সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া নলকূপের অগ্রগণ্যতা স্থির করা হইয়াছে, কিন্তু স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট ব্যয়ের শতকরা ৫০ টাকা চাঁদা নিয়া যে সকল নলকূপ হইয়াছে, তাহাতে উক্ত প্রকার অগ্রগণ্যতার প্রশ্ন উঠে না।

(ঘ) না।

(ঙ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Ramanuj Halder:

(গ) প্রশ্নের উত্তরে আপনি জানিয়েছেন যে অল্প সংখ্যক জলাভাব আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে দ্বিতীয় অংশের উত্তর। প্রথম অংশ হচ্ছে, ডায়মন্ডহারবারে জলাভাব আছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: There is scarcity of water but only in certain villages, not many.

Sj. Ramanuj Halder:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, কোন কোন সোর্স থেকে এই নলকূপগুলি দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Through two sources—one through the Rural Water Supply Scheme and another through the Development Scheme.

Sj. Ramanuj Halder:

মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এইগুলির শীর্ষদেশে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নির্দেশে ও পরিচালনায় গ্রামে নলকূপ দেওয়া হয় কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: There is a District Health Committee with the District Magistrate, the S.D.O., Union Board President and other prominent people and M.L.As.

Sj. Ramanuj Halder:

মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, ট্রাইব্যাল এরিয়ার যে বিভাগ আছে তার থেকে নলকূপ কারা দেয়?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Through both the Committees—the Development Committee and the Rural Water-Supply Committee.

Sj. Ramanuj Halder:

ট্রাইব্যাল এরিয়া বলতে কি বোঝেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: That question does not arise.

Sj. Ramanuj Halder:

(খ) এবং (গ)র উত্তরে সন্তোষজনক নীতির উল্লেখ করেছেন। আমাদের ডায়মন্ডহারবারে অনেক গ্রামে শতকরা ৫০ ভাগ টাকা না দেওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট নলকূপ খনন করা হয়েছে, এর কারণ কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: It is possible under the rural water-supply scheme; there it is not necessary to have 50 per cent. contribution.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

৫০ পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউশন দেবার যে নিয়ম আছে সেটা কমিয়ে ৩০ বা ২৫ পারসেন্ট করববার পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: No.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

যে সমস্ত জায়গায় ৫০ পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউশন করবার ক্ষমতা নেই সেই সমস্ত জায়গায় নলকূপ দেবার কোন ব্যবস্থা আছে কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Yes, there is under the Rural Water-Supply Scheme.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

যে সমস্ত জায়গাতে টাকা দেবার ক্ষমতা নেই সেখানে টিউবওয়েল দেবার ব্যবস্থা আছে বলছেন। কিন্তু এইগুলি কোন কমিটির মারফত দেওয়া হয়, না সরাসরি দেওয়া হয়?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Through the Committee which I told you just now.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

কোন্ কমিটির মাধ্যমে দেওয়া হয়?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Through the local Health Committees.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এই যে বিনা পয়সায় টিউবওয়েল দেওয়া হয়, আপনি যে কমিটির কথা বলেছেন তাদের মাধ্যমে দেওয়া হয়, না বিশেষ কোন কমিটির মাধ্যমে দেওয়া হয়?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Through Committee. But only in emergency some tube-wells may be given.

Water-supply arrangement in rural areas during the Second Five-Year Plan

107. (Admitted question No. *394.) **Sj. Mrityunjoy Jana:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালের মধ্যে অনধিক চারিশত লোক অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা হবে কিনা; এবং

(খ) জল সরবরাহের ব্যবস্থা কন্ট্রাক্টরদের মারফৎ না করাইয়া জেলাবোর্ড প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রামবাসীদের দ্বারা কাজ করাইবার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) না।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

(ক)এর উত্তরে হ্যাঁ বলেছেন। তাহলে এখানে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Per 400 there will be one tube-well. That is the arrangement.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Mrityunjoy Jana:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কন্ট্রাক্টরদের মারফত নলকূপ বসালে অনেক বেশী খরচ পড়ে কিন্তু গ্রামবাসীদের দ্বারা বসালে অনেক কম খরচ পড়ে, এটা কি সত্য?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: That is a matter of opinion.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

অনেক গ্রামে ৪০০ লোকের কম আছে, সেখানে নেবারিং ভিলেজও নাই, সেখানে টিউবওয়েল বসাবার পদ্ধতি কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: In case where the population is less it is just tagged on to the neighbouring villages so as make it 400.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, যেখানে নেবারিং ভিলেজ নাই, হয়ত আধ মাইল ফাঁকায় নিকটতম গ্রাম, সেখানে কোন টিউবওয়েল দেবার ব্যবস্থা আছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: There must be some neighbouring village. It is taken along with that and in case of special necessity it may be granted also.

Sj. Narayan Choubey:

উনি (খ)তে না বলেছেন, তাহলে এটা ধরে নেব যে কন্ট্রাক্টরদের দিয়ে করা হবে এগুলি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: That is the existing custom.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যেসব গ্রামে ৪০০টি পরিবার সেখানেও কি একটি করে টিউবওয়েল দেওয়া হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Not according to the number of villages but according to the population.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

তাহলে কি ৪০০টি পরিবারের জন্য একটি করে টিউবওয়েল—এটাই আমার প্রশ্ন।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: For 400 one tube-well.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আমার কথা হচ্ছে, এই ৪০০টি পরিবারের জন্য ১টি টিউবওয়েল কম নয় কি? আরও বেশী দেওয়া হবে কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Banlhu Roy: It is not family but it is the number. It there is a population of 400 there will be one tube-well.

Sj. Mrityunjoy Jana:

ল্যোক্যাল ডেভেলপমেন্ট স্কীম অনুযায়ী গ্রামবাসী দ্বারা কাজ হলে কম খরচে ভাল কাজ হয়, এটা কি সত্য?

Mr. Speaker: That is a matter of opinion.

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

যে গ্রামে ৪০০ লোক থাকে না সেই গ্রামে টিউবওয়েল দেবার সরকার ব্যবস্থা করবেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Just now I gave that answer.

Sj. Haridas Dey:

মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে গ্রামাঞ্চলে যেখানে ডাগওয়েল ল্যাট্রিন করার স্কীম আছে, সেখানে ২০০ লোক পিছু কোন টিউবওয়েলএর পরিকল্পনা আছে কিনা?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Durgapada Das:

আপনি যে বল্লেন, স্যার যে এটা মতামতের ব্যাপার—কিন্তু সাধারণতঃ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর যে খরচা তার হিসাব আছে, আবার গভর্নমেন্ট কন্ট্রাক্টর দিয়ে করলে যে খরচ পড়ে তারও হিসাব আছে—তাহলে এটা মতামতের প্রশ্ন হল কি করে?

Mr. Speaker: He has spoken of about the existing arrangement whether it is good or it is bad is neither here nor there.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Appointment of teaching staff of Rampurhat College

34. (Admitted question No. 697.) **Sj. Gobardhan Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that the teaching staff of the Government-sponsored college at Rampurhat, district Birbhum, are working on a temporary basis;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) whether Government consider the desirability of placing the staff on a permanent basis entitling them to the benefit of provident fund facilities?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Lecturers and Demonstrators are appointed substantively on probation and are confirmed after expiry of the probationary period, in accordance with the rules prescribed by Government for Government-sponsored colleges.

The question of introduction of Provident Fund Scheme in those colleges is under consideration of Government.

High schools within Kaliachak police-station

35. (Admitted question No. 463.) **Sj. Mohibur Rahaman Choudhury:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that Kaliachak Thana has got only five high schools; and

(b) if so, whether the Government have any immediate proposal for upgrading any of those schools?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: (a) and (b) Yes.

Hostel accommodation at Calcutta for women students seeking University education

36. (Admitted question No. 700.) **Sjkta. Manikuntala Sen:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(a) whether the attention of the Government has been drawn to the want of adequate and cheap hostel accommodation at Calcutta for women students seeking University education; and

(b) If so, what steps have been taken by the Government to remove this want?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: (a) No, but Government is aware of it. There are three halls managed by the University for accommodation of seventy-eight post-graduate and fifty-two under-graduate lady students, while Government colleges for girls have hostels attached to them. In the former case the students' mess is managed with economy by the students themselves and in the latter case there is reason to think that the rates are cheap in view of the grants made by the Government.

(b) Government have sanctioned a grant of rupees one lakh to the Calcutta University for a new hostel for post-graduate lady students. The building is almost complete.

[3-10—3-20 p.m.]

Sjkta. Manikuntala Sen:

ইউনিভার্সিটি বোর্ডিং যা আছে তাতে সিট-রেন্ট কত?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhcri: I am not aware of it.

Sjkta. Manikuntala Sen:

গভর্নমেন্ট ম্যানেজড যেসমস্ত কলেজ হোস্টেলস আছে, সেখানে কত করে নেওয়া হয় পার স্টুডেন্ট?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri:

গভর্নমেন্ট থেকে সাবসিডি দেওয়া হয়, কাজেই স্মল রেন্ট চার্জ করা হয়।

Sjkta. Manikuntala Sen: The rates are cheap in view of the grants made by the Government.
বলেছেন। চিপ মানে কত করে নেওয়া হয়?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Comparatively cheap—that is what is meant.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

পোস্ট-গ্রাজুয়েট ইউনিভার্সিটি লেডী স্টুডেন্টদের কটা হোস্টেলস কলকাতায় আছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaulhuri: I cannot give the number off-hand.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আমি জানতে চাই যে কত এ্যাকমোডেশন—কতজন মেয়ে প্রতি বৎসর পোস্ট-গ্রাজুয়েট হোস্টেলে ভর্তি হতে পারে?
এখানে ছিল
whether the attention of the Government has been drawn to the want of adequate and cheap hostel accommodation.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I cannot tell you the number off-hand.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, এবার কতজন এ্যাপ্লাই করেছিল ভর্তি হবার জন্য?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhri: The information can be obtained only from the University. I cannot tell it here and now.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

তাহলে এইরকম উত্তর দিয়েছেন কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: The reply is all right. I can obtain the information now desired from the University.

Sjkta. Manikuntala Sen:

(বি)র উত্তরে বলা হয়েছে যে নতুন হোস্টেল খোলা হবে—সেটাতে কত এ্যাকমোডেশন থাকবে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I cannot tell you off-hand because all that I have said is "Government have sanctioned a grant of rupees one lakh to the Calcutta University for a new hostel for post-graduate lady students." That is all I have said. If further information is wanted, I have got to secure it from the University.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

প্রশ্ন ছিল—

"whether the attention of the Government has been drawn to the want of adequate and cheap hostel accommodation"

আপনি বলেছেন—

"No, but Government is aware of it"

এটা বলেছেন কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: "No" means the attention of the Government has not been drawn to it, but the Government is aware of inadequate accommodation.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

ইনঅ্যাডিকোয়েট বলেছেন, কতটা ইনঅ্যাডিকোয়েট?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri:

সংখ্যায় বলা যায় না, জেনারালি ইনঅ্যাডিকোয়েট।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আপনি পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri:

না পরীক্ষা করা হয় নি।

Maternity and Child Welfare Centres

37. (Admitted question No. 360.) **Sjkta. Manikuntala Sen:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিমবঙ্গে প্রসূতি কেন্দ্রের মোট সংখ্যা কত এবং বড় হাসপাতালসমেত পশ্চিমবঙ্গে প্রসূতি বেডের মোট সংখ্যা কত;

(খ) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিম বাংলায় আরও নূতন প্রসূতি কেন্দ্র খোলা হইবে কিনা; এবং

(গ) খোলা হইলে কয়টি এবং কোথায় কোথায় এবং তাহার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy):

(ক) ২৮২ কেন্দ্র ও ৩,৮১৮টি বেড।

(খ) হ্যাঁ।

(গ) ৯৮টি। জেলা হাঁসপাতাল, মহকুমা হাঁসপাতাল ও থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং উহার জন্য ৩৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

[3-20—3-30 p.m.]

Sjkta. Manikuntala Sen:

(ক) এর উত্তরে বলা হয়েছে ২৮২টি কেন্দ্র, ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ কত কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব ছিল?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

এটার জন্য নোটিশ দিতে হবে।

Sjkta. Manikuntala Sen:

(গ)এর উত্তরে বলা হয়েছে ১৮টি বেড হবে, বেড হবে না হাসপাতাল হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

১৮টি হাসপাতাল।

Sjkta. Manikuntala Sen:

প্রত্যেকটা হাসপাতালে কত করে বেড হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

গভর্নমেন্ট হাসপাতালে সবশুদ্ধ আমি যে সংখ্যাটি দিয়েছি সেটা হচ্ছে ৩৪৫।

Sjkta. Manikuntala Sen:

সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ নতুন বেডএর সংখ্যা ৩৪৫টি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

হ্যাঁ।

Sjkta. Manikuntala Sen:

মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ ৩০০টি প্রসূতিকেন্দ্র খোলার কথা ছিল, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ৩৫টি খোলা হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

না।

Sjkta. Manikuntala Sen:

মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ প্রসূতি কেন্দ্র খোলার জন্য যে টাকা নির্দিষ্ট ছিল তা ফেরত গিয়েছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

না, জানি না।

Sj. Saroj Roy:

(গ)তে বলেছেন জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল ও থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার জন্য এত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, এখানে আমার সাপ্লিমেন্টারী হল—প্রত্যেকটা থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে প্রসূতিসদন খোলা হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

হ্যাঁ।

Sj. Saroj Roy:

বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় যতগুলি থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে তার প্রত্যেকটার সঙ্গেই খোলা হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

সেটাই প্ল্যানে আছে।

Sj. Saroj Roy:

এই যে থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে প্রসূতিসদন খোলা হবে তার জন্য কি আলাদা বিল্ডিং হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

তার মধ্যেই খোলা হবে।

Sj. Saroj Roy:

যদি বর্তমানে তার মধ্যে খোলার প্ল্যান থাকে তাহলে বর্তমানে যে থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে তাতে ৫০টা বেড হলে কুলাবে না।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

সেখানে ২৫ পার্সেন্ট খোলা হবে।

Sj. Saroj Roy:

তার মধ্যে ২৫ পার্সেন্ট নিয়ে নেওয়া হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

হ্যাঁ।

Want of a hospital or a maternity centre within the municipal area of Kharagpur

38. (Admitted question No. 333.) **Sj. Narayan Chobey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) whether there is any Government hospital or maternity centre in the municipal area of Kharagpur; and

(*b*) if not, what is the reason for, not establishing a hospital or a maternity centre in the aforesaid area?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: (*a*) No.

(*b*) No suitable land has yet been available for the purpose.

Sj. Narayan Chobey:

আপনি (বি)র উত্তরে বলেছেন,
no suitable land has yet been available for the purpose.
এই ল্যান্ড পাবার কোন চেষ্টা হয়েছে জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: An attempt was made but the land could not be secured.

Sj. Narayan Chobey:

আমরা ২০-১০-৫৭ইং তারিখে চীফ মিনিস্টারএর সঙ্গে মিট করেছিলাম, সে সম্বন্ধে কিছু জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

না।
attempts were made but no agreement could be reached.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: May I know what is the population of that area.

Mr. Speaker: That does not arise out of this question.

Recognition of Homoeopathic system of treatment

39. (Admitted question No. 393.) **Sj. Ananga Mohan Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি কবে হইতে সরকারী সমর্থন (recognition) পাইবে;

(খ) উক্ত বিষয় কোনও "Bill" আনার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা; এবং

(গ) করিলে, কবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:
(ক), (খ) ও (গ) স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। বিষয়টি বিবেচনাধীনে আছে।

Sj. Ananga Mohan Das:
আপনি বলেছেন প্রশ্নটা বিবেচনাধীন আছে, বিবেচনা কতদিনে শেষ হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:
শীঘ্রই হবে।

Sj. Ananga Mohan Das:
পশ্চিমবাংলা ছাড়া অন্যান্য স্টেটএ হোমিওপ্যাথিকে রেকগনাইজ করা হয়েছে জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:
এই রিগকনাইজ করার অর্থ কি?

Sj. Ananga Mohan Das:
সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ হোমিওপ্যাথির উন্নতির জন্য টাকা ধার্য করা আছে আপনি জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:
আমি অফহ্যান্ড কিছু বলতে পারব না।

Dr. Narayan Chandra Ray:
আপনি কি অবগত আছেন যে এই এ্যাসেম্বলীতে তিনবার মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন হোমিওপ্যাথি বিল তাড়াতাড়ি আসবে—সেজন্য আমার সাপ্লিমেন্টারি হচ্ছে যে, at what stage this was done.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Draft bill was ....Bhore Committee's Report which is under consideration still.

Sj. Harendra Nath Dolui:
যে পদ্ধতিতে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা দেওয়া হয় সেটা সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করা হয়েছে কি সরকারের দিক থেকে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: That is under consideration.

Sj. Harendra Nath Dolui:
আমি জানতে চাচ্ছি কোন প্রকার অনুসন্ধান করা হয়েছে কিনা—

Mr. Speaker: The matter is under consideration. No other question can be allowed.

Sj. Mihirlal Chatterjee:
রেজিস্টার্ড এ্যালোপ্যাথরা সার্টিফিকেট দিলে সরকারী কাজে যেভাবে গ্রাহ্য হয় রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের সার্টিফিকেট সেভাবে গ্রাহ্য হবে কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:— The right has not been given to them.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Damage to the concrete dyke of D.V.C. Canal over the Khari river within Erol Union, district Burdwan

***108.** (Admitted question No. *635.) **Sj. Hare Krishna Konar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) দামোদর ক্যানেলের ১নং শাখা ক্যানেল, যাহা গলসী থানার গোলগ্রামের নিকট হইতে বাহির হইয়া গলসী, আউসগ্রাম, ভাতাড় ও মঙ্গলকোট থানার বিভিন্ন অংশে জল সরবরাহ করে তাহার জল আউসগ্রাম থানার এড়াল ইউনিয়নের সিউড়ী গ্রামের নিকট খড়ি নদীর উপর দিয়া উচ্চ কংক্রিট খাল দিয়া যায়, এবং

(২) গত বৎসর অতিবৃষ্টি ও বন্যায় তিনটি পিলার নষ্ট হওয়ায় ঐ কংক্রিট ক্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং ঐ শাখা ক্যানেল দিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা বন্ধ করা হইয়াছে ;

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয়, মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ইতিমধ্যে উহা মেরামত হইয়াছে কিনা,

(২) না হইয়া থাকিলে, ½ মাইল উত্তরে নূতন ডি, ভি, সি, ক্যানেল হইতে উক্ত শাখা ক্যানেলে জল দিবার কোন বিকল্প অস্থায়ী খাল কাটা হইয়াছে কি, এবং

(৩) উক্ত শাখা ক্যানেলে এ বৎসর জল সরবরাহ সম্বন্ধে সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):

(ক)(১) এবং (২) হাঁ।

(খ)(১) না।

(২) হাঁ, ডি, ভি, সির নূতন খালের সংগে দুইটা যোগাযোগ রক্ষাকারী ছোট খাল খনন করা হইয়াছে।

(৩) নূতন ডি, ভি, সি, ক্যানেল হইতে জল সরবরাহ করার অন্তবর্তী ব্যবস্থা হইয়াছে।

Sj. Hare Krishna Konar:

এই যে নতুন অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা করেছেন এটা দিয়ে কি এবার আমন ধানের জল সরবরাহ করা হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমার খবর সেরূপই রয়েছে।

Sj. Hare Krishna Konar:

পুরাণো খালটা যেভাবে যাচ্ছে সেটা মেরামত করার কথা বিবেচনা করছেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

করা হবে।

Silting up of lower reaches of Damodar river between Amta and Shyampur, Howrah district

***109.** (Admitted question No. *469.) **Sj. Abani Kumar Bose:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(*a*) whether the Government is aware that the lower reaches of Damodar river from Amta to Shyampur in Howrah district have become thoroughly silted up and unnavigable and that the said river cannot provide irrigation water to a large tract of land situated on both sides of the river;

(*b*) if the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps, if any, the State Government is going to take for reclamation of the said lower reaches of the river so as to provide irrigation facilities to thousands of acres of lands growing *aman* paddy and *rabi* crop and for restoring the navigable character of the said river; and

(*c*) when such steps would be taken?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: (*a*) Yes, but the Government did not irrigate any tract on either side of the river Damodar.

(*b*) and (*c*) The matter is under investigation and will be decided on its result.

Sj. Abani Kumar Bose: Will the Hon'ble Minister be pleased to state what step has Government taken for reclamation and restoring the navigable character of the river?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি লিখিত জবাবেই বলেছি যে, এটা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট করবে না, এটা এই সরকারের আওতায় নয়।

Sj. Abani Kumar Bose: Will the Hon'ble Minister be pleased to state—since the investigation has started, what is its progress?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

প্রগ্রেসএর কথা বলা যায় না, ইঞ্জিনীয়াররা ইনভেস্টিগেট করেন, তাঁরা একেবারেই রিপোর্ট দেবেন।

Want of culverts over the Mayurakshi Canals

***110.** (Admitted question No. *414.) **Dr. Radhanath Chattoraj:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, ময়ূরাক্ষী ক্যানেলের উপর উপযুক্ত স্থানে পারাপারের সাঁকো না থাকায় চাষ-আবাদের কাজে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে;

(খ) অবগত থাকিলে, সরকার এ-বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন;

(গ) [illegible] সংখ্যক সাঁকো কখন নির্মাণ করা হইবে; এবং

(ঘ) বীরভূম জেলায় এইরূপ কয়টি সাঁকো তৈয়ারী হইবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

(ক) না।

(খ), (গ) ও (ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Radhanath Chattoraj:

এই সাঁকো তৈরির জন্য মন্ত্রী মহাশয় কোন দরখাস্ত পেয়েছেন?

The Hon'ble Aloy Kumar Mukharji:

দরখাস্ত অনেক পেয়েছি। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর রাস্তা দিয়ে করা হবে।

Sj. Hare Krishna Konar:

জনসাধারণের গাড়ী পার করবার পক্ষে অসুবিধা হচ্ছে।

Mr. Speaker: No further questions, please. The question time is over.

[3-30—3-40 p.m.]

Absence of portraits of Deshbandhu C. R. Das and Netaji Subhas Chandra Bose in the lobby of the Assembly House.

Sj. Haridas Mitra:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা যখন এই বিধান পরিষদ ভবনে ঢুকি তখন লবীতে ভারতবর্ষের অতীত এবং বর্তমান অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ছবি আমরা দেখতে পাই। এটা অত্যন্ত অগৌরবের—যে এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের দেশবন্ধুর কোন তৈলচিত্র দেখছি না—এবং দেশবন্ধুর সুযোগ্য শিষ্য মহান নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুরও কোন তৈলচিত্র আমাদের বিধানসভা ভবনে দেখতে পাচ্ছি না। এ বিষয়ে আমি আপনার মারফত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এই অগৌরবের হাত থেকে রক্ষা করতে বলছি।

Mr. Speaker: The portrait of Deshbandhu is already under contemplation. As regards Netaji's there is already a picture which I shall get to be hung up here.

Sports Stadium

Sj. Jyoti Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মারফত আর একটা বিষয়ের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বোধহয় দু বৎসর পূর্বে স্পোর্টস বিল নিয়ে এখানে আলোচনা হয় এবং পাস হয়। সেখানে এইরকম একটা প্রভিসন ছিল, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে যে একটা স্ট্যাডিয়াম করবার ব্যবস্থা হবে, এ বিষয়ে একটা কমিটি তৈরি হবে ইত্যাদি। নতুন হাউসের গত বারের সেখানে আমরা সবাই মিলে আরো একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম এই স্টেডিয়ামএর ব্যাপারে, কিন্তু আজ অবধি কি যে হলো, কোন এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নেওয়া হল কিনা, কোন কমিটি ঠিক হল কিনা, একটা স্ট্যাডিয়াম হবে, কি দুটো স্ট্যাডিয়াম হবে, ক্রিকেটের এন-সি-সি গ্রাউন্ড যেটা আছে, সেখানে এই স্ট্যাডিয়াম হবে, না, সরকার অন্য জমি দখল করবার পর—সেখানে স্ট্যাডিয়াম তৈরী হবে--এইসব বিষয় আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। অথচ আপনি জানেন পাবলিকের তরফ থেকে বার বার এইসব প্রশ্ন করা হয়েছে। আপনারা এক সঙ্গে প্রস্তাব পাস করেন এবং তারপর কি যে হয় তার কিছুই জানান না। তাহলে এই প্রস্তাব পাস করেন কেন? কিছুদিন আগে বিশেষ করে আমি জানতে পারলাম দিল্লীতে ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট যাঁরা এতদিন বলেছেন কোন জায়গা ফোর্ট উইলিয়মের চারিপাশে কোথাও দেবেন না, এবার নাকি তাঁরা স্ট্যাডিয়াম করবার জন্য জায়গা দিতে রাজী হয়েছেন—মহমেডান স্পোর্টিং এরিয়া গ্রাউন্ডএ স্ট্যাডিয়াম করতে দেবেন। তাই যদি হয়, তাহলে সমস্যার সুমাধান এখানেই হয়ে যায়। যে ক্রিকেট গ্রাউন্ড সেই ক্রিকেট গ্রাউন্ডই থাক। অন্য জায়গায় সরকারী তরফ থেকে একটা কম্বাইন্ড স্ট্যাডিয়ামএ ফুটবল ও অন্যান্য সব খেলা সেখানে তাঁরা করতে পারবেন। কারণ এই নিয়ে প্রচণ্ড মতবিরোধ হবে। একটা স্ট্যাডিয়ামএ সবরকম খেলা হবে—ক্রিকেট সহ, না, আলাদা আলাদা হবে? আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকার পক্ষ থেকে দুটো স্ট্যাডিয়াম করা অসম্ভব। এন-সি-সি,

কি অন্যান্য ক্লাব বা কোন প্রাইভেট এজেন্সি তাঁরা যদি এইরকম কিছু করতে চান করুন এবং সরকার যদি একটা কমবাইন্ড স্ট্যাডিয়াম করেন, তাহলে সমস্যার সমাধান একটা সহজ উপায়ে হয়ে যায়। সেইজন্য আমি জানতে চেয়েছিলাম, জুডিসিয়াল মিনিস্টারকে দেখছি না, তিনি নাকি শুনছি এর চার্জে আছেন, তাহলে মোট ফল কি দাড়ালো, সেটা জানবার প্রয়োজন আছে। ১৯৫৫ সালে আইন পাস হয়েছে, তার সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কিছু হল না। এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। আমি এটা পাবলিকের তরফ থেকে বলছি—মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যদি এ বিষয়ে কিছু বলেন, যদি তাঁরা কিছু মনস্থির করে থাকেন, তাহলে তিনি সেটা আমাদের জানান।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Nothing very much is there at the moment. We have got opinions of different people about a composite stadium and as Mr. Basu has said that Government may not be able to maintain two stadia separately both for football and for cricket. It is expensive and the difficulty about cricket stadium is that it can be used only on very rare occasions and therefore it will be waste of that ground because it will remain vacant. It may be that there will not be big cricket matches and the ground may not be utilised.

Sir, with regard to the proposition about the Defence Department agreeing to the utilisation of certain pieces of land in the maidan, it means removal of the two existing most prominent football fields, that is to say, the Mohan Bagan and Muhammadan Sporting, but while they agreed to do that they did not agree to give us any alternative lands for these two Clubs, and we cannot possibly think of taking them away. These are matters which are being considered by the Central Government and have not been finally decided. But we are hoping that we will be able to get back the land in the Eden Gardens and the majority of opinion that I have received is for a composite stadium.

As soon as the session is over we shall have to take steps to take over the land. I agree with Mr. Basu that it is a disgrace for Calcutta not to have a stadium while even Delhi has got 2, Bombay has got 2, Madras has got 2. The point is we would have probably finished the stadium but for the fact that certain individuals took it upon their heads to try and put as many obstacles as possible to our taking over the land in the Eden Gardens and constructing the stadium. As a matter of fact, as I have mentioned before, the N.C.C. which have permission from the Government informally to start the building started the building—they have not paid the contractors. There is a good deal of liability on the part of the Corporation but they, like the proverbial dog in the manger, would not do it themselves nor would they let us do it. I hope better sense will prevail and we might be able to utilise the land at an early date.

Programme of Business.

Sj. Subodh Banerjee:

আমি আপনাকে প্রোগ্রাম সম্বন্ধে একটি কথা বলতে চাই। আপনি জানেন যে, যেদিন বিধান সভার এই অধিবেশন আরম্ভ হয়, সেদিন অর্ডিন্যান্সগুলির সাথে সাথে মোটর ভেহিকলস রুলসও লে করা হয় এই হাউসে এবং এও জানেন যে, মোটর ভেহিকলস রুলস যদিও সেন্ট্রাল এ্যাক্ট, তবুও তার রুলগুলি লে করার পর এই হাউসে পনের দিন থাকবে। তার মধ্যে যদি কোন সদস্য সেই রুলসএর সংশোধন দিতে চান তাহলে তিনি তা দিতে পারবেন। বিলের ক্ষেত্রে যেমন আলোচনা হয়, সেইভাবে সেই সংশোধন প্রস্তাবগুলি আলোচিত হবে। আমি এই মোটর ভেহিকলস রুলসএর উপর সংশোধন প্রস্তাব দিয়েছি এবং আমি মনে করি—

It is the privilege of the House to discuss those amendments.

কিন্তু আজ পর্যন্ত সে সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য কোনদিন ঠিক হয় নাই। আমি যতটুকু

জানি—যদি গভর্নমেন্ট সময় না দেন তাহলে আমার সংশোধন প্রস্তাবগুলি পরবর্তী অধিবেশনে আলোচনার জন্য আর বেঁচে থাকবে না, এবং তার ফলে সেগুলি আলোচিতও হবে না। এইভাবে মেম্বাররা তাঁদের অধিকার হতে বঞ্চিত হবেন। আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করবো—অন্যান্য বার কোন এ্যামেন্ডমেন্ট পড়ে না, এবার যখন একটা পড়েছে, তখন আমাদের এই প্রিভিলেজ রক্ষা করবার জন্য আলোচনার দিন ধার্য করা হবে—
at least we must be allowed some time to discuss that amendment.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I did not really know that you have given an amendment. If so I would have arranged for a discussion. I do not know whether the rules permit to carry this over to the next session. (Honourable MEMBERS: No, no.) I will consider the amendment and if necessary the suggestions that have been made there, if they are practicable, we shall adopt them without a discussion.

Sj. Subodh Banerjee:

আমার সে প্রশ্ন নয়। সেটা গ্রহণ করবেন কি করলেন না—সে গভর্নমেন্ট পক্ষের কথা। এই হাউসের যে প্রিভিলেজ সেই প্রিভিলেজ থেকে সদস্যরা বঞ্চিত হচ্ছেন এ সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ না পেয়ে। আমি যে এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি, সেটা অন্যান্য ব্যাপারের মত হাউসে বিতরণ করা হয় নাই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It may have gone to the office—I do not know.

Sj. Subodh Banerjee:

ব্যাপারটা বুঝুন। তার নিয়ম হচ্ছে- অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে এ্যামেন্ডমেন্ট দেবার যে নিয়ম মোটর ভেইকলস রুলসএর ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম। কাজেই এক্ষেত্রেও আমি সেই অ্যামেন্ড-মেন্ট অফিসে দিয়েছি। এখন সেটা অফিস থেকেই সার্কুলেট করার কথা।
It is for the office to say.

এই রুলস এখানে আলোচনা করতে হবে—দ্যাট ইজ দি প্রিভিলেজ অফ দি হাউস, সেই প্রিভিলেজ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি কেন? সেটাই আমার জিজ্ঞাস্য।

[3-40—3-50 p.m.]

Mr. Speaker: After you filed that amendment in office, the office has forwarded it to the department concerned whose duty it was to fix a day for that purpose. As far as I can see, that particular department for some reason or other has omitted to place it before the Chief Minister. However, I have directed my Secretary, Mr. Mukherjea, to make due enquiry into the matter and I shall let you know afterwards.

Sj. Jyoti Basu: It is not a question of letting him know. The point he makes is that—we were left completely in the dark about it—he wants it first to be circulated. We want to know what the amendment is. It is incumbent on the Government—there is no choice for the Government—to fix a date. There is no question of choice on the part of the Government in this case.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have already admitted that it was my mistake.

Sj. Bankim Mukherji:

আপনার হয়ত মনে আছে গত সেসনএ পাবলিক সার্ভিস কমিশনএ এই প্রশ্ন উঠেছিল যে তারা রুলস হাউসএ প্লেস করে নি এবং গভর্নমেন্ট তার জন্য কোন ডেট ফিক্সও করে নি। গভর্নমেন্টএর কাজ হচ্ছে ডেট ফিক্স করা। এবং আপনিও বলেছেন যে আপনারা কোন তাগিদ করেন নি। এই ব্যাপারে গভর্নমেন্টকে একটা ডেট ফিক্স করতে হবে।

Mr. Speaker: A very legitimate grievance has been made. This has been an omission.

Sj. Bankim Mukherji:

সেই সময় এই প্রশ্ন উঠেছিল অর্থাৎ গভর্নমেন্ট, তাদের কাজ হচ্ছে ডেট ফিক্স করা, তা তাঁরা করেন নি এবং এটা অমিসন নয়। এখানে আমাদের যে বক্তব্য থাকতে পারে সেটা শোনা তাদের নিজেদের বিজিনেস বলে মনে করেন না। আমাদের মত না নিয়ে সে জিনিস চলে যেতে পারে সেখানে মনে করেন না যে তার জন্য একটা ডেট ফিক্স করার প্রয়োজন আছে। বিলএর ব্যাপারে কন্‌স্টিটিউশনালি সেটাকে হাউসএর সামনে আনতে হবে, আমাদের মতামত নিতে হবে আমরা যতই মাইনরিটি হই না কেন সেটা আমাদের সামনে প্লেস করতে হবে। সেইজন্য আমাদের গ্রিভান্স হচ্ছে যে এই সেসনএর ভিতরেই একটা দিন ফিক্স করতে হবে।

Sj. Chitto Basu:

শিয়ালদা স্টেশনএ যে সমস্ত রিফিউজিস রয়েছে তাদের ভিতর বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছে। তাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা নেই এবং তাদের হাসপাতালে পাঠালে পরে তাদের ফেরত দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Speaker: How could you raise that question? It is not a matter of emergency.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Elaborate arrangements have been made for giving aid to these people suffering from small-pox.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আজকের 'স্টেটসম্যান' কাগজের শেষ পৃষ্ঠায় একটা সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে ১০০ জন কর্মচারী, going to Delhi to join West Bengal Development Talks.

Mr. Speaker: How is that a matter of emergency? It is a matter of administration and routine. You can put a question which the Government will answer.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

আমার বক্তব্য হচ্ছে অন্যূন ১০০ জন লোক, তাতে বলা হয়েছে, ৫০ হাজার টাকার বেশি তাতে খরচ হবে—১০০ জন বাংলাদেশের উন্নতি করার জন্য দিল্লী যাচ্ছেন। এই জিনিস সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যদি জানেন তাহলে কি ব্যাপার তা বলবেন, আমরা একটু শুনতে চাই।

Mr. Speaker: You put a question.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

শনিবারে অধিবেশন শেষ হয়ে যাচ্ছে, শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চেন দিলে উত্তর পাবো কিনা?

Mr. Speaker: I do not think it is a matter of such emergency that clarification is needed at once. Let us now proceed with the day's business.

Sj. Bankim Mukherji:

আমি আপনাকে বলছি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কাল পর্যন্ত জানতেন না তার যে সংবাদ ছিল তাতে এত লোক যাবে। এইরকমভাবে ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়ে যাবে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিজেও জানতেন না এবং বললেই বলতেন যে এটা 'স্বাধীনতা'র খবর।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এখন যদি সব বলে দিই তাহলে বাজেটএর সময় কি কথা বলবেন?

Sj. Bankim Mukherji:

এটা কি এখন থেকেই সেন্সর হিসাবে ধরে নেবো?

Mr. Speaker: I may inform the House that so far as the amendment relating to Land Reforms Bill is concerned, certain gentlemen met me in my chamber. The shape has been finalised. It is now for the House to approve it or not. It will be cyclostyled and given to all members so that they can have a look at it. Meanwhile I will proceed with the West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957 and as soon as that matter is over we shall take up the Land Reforms Bill.

GOVERNMENT BILLS

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957

Clause 6

The question that clause 6 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 7

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I move that in clause 7, lines 9 and 10, the words ", together with such costs as to the convicting magistrate may appear reasonable," be omitted.

আমার সংশোধনটি অতি সাধারণ। ভাষা পরিষ্কার করাই এর উদ্দেশ্য। আমি বলছি যে যদি 'হি' শব্দটি ব্যবহার না করা হয় তাহলে ভাষা অস্পষ্ট থেকে যাবে, 'হি' শব্দ যদি ব্যবহার করেন তাহলে ভাষাটা স্পষ্ট হয়ে যাবে.

he shall, on conviction, be liable to imprisonment,

এই 'হি' শব্দটা না হলে

if any person found in any common gaming house entered etc.

এখানে একটা 'হি' যোগ না করলে ভাষা স্পষ্ট হয় না।

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I move that in the second paragraph of clause 7, in line 1, before the word "shall" the word "he" be inserted.

The Hon'ble Kalipada Mookherjee: I accept the amendment of Sj. Jagannath Kolay, and oppose the other amendments.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in the second paragraph of clause 7, in line 1, before the word "shall" the word "he" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that in clause 7, lines 9 and 10, the words ", together with such costs as to the convicting magistrate may appear reasonable", be omitted, was then put and lost.

The question that clause 7, as amended, do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Clause 8

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I move that in clause 8, in line 10, after the words "thereunto entitled" the words "and also appearing to be not concerned with the gaming and gambling", be inserted.

Sir, in the last sentence of this clause I wish to add the words "and also appearing to be not concerned with the gaming and gambling". This is for the return of the goods to the persons who were implicated in the matter. The magistrate has been given discretion to return these things to the persons. I would, therefore, say that when things are going to be returned to some persons, those persons must be found in the opinion of the magistrate not to be implicated in the offence. If you add these words, the innocent persons will not be penalised.

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in the second paragraph of clause 8, in line 4, for the words "to be paid" the words "shall be paid" be substituted.

The motion was then put and agreed to.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 8, in line 10, after the words "thereunto entitled" the words "and also appearing to be not concerned with the gaming and gambling", be inserted, was then put and lost.

The question that clause 8 as amended do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[3-50—4 p.m.]

Clause 9

The question that clause 9 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 10

Sj. Saroj Roy: Mr. Speaker, Sir, though my amendment is out of order I want to speak.

আমার এ্যামেন্ডমেন্টটা ফরমএর দিক থেকে আউট অফ অর্ডার হয়ে আছে, তথাপি আমি বলবো যে এটা গ্রহণ করা যদি না হয় তাহলে মুস্কিল আছে।

Mr. Speaker: What do you mean by customary function. Don't take it amiss.

টেক্‌নিক্যাল ব্যাপার এটা—সেই সেন্স থেকে ওটা বিবেচনা করুন।

Sj. Saroj Roy:

টেকনিক্যালিটির জন্য ফরমএর দিক থেকে না নিতে পারলেও যে সেন্স ওতে আছে এটা যাতে গ্রহণ করা যায় সেদিক থেকে ওটাকে নিতে পারেন। কারণ ১০ নম্বরে যা দেখলাম 'বার্ডস' ইত্যাদি। আমাদের দেশে কাস্টমারী প্রাকটিস কতকগুলো আছে, আদিবাসীদের ভিতর। আইনে যে ব্যবস্থা দেখছি তাতে শেষ পর্যন্ত সেই সাঁওতাল আদিবাসী তাদের মধ্যে যে কাস্টমারী প্রাকটিস কক ফাইট চলেছে—তারজন্য এটাকেই জুয়া বলে গণ্য করা হবে ও যত পুলিশের হামলা গিয়ে পড়বে সেইসব দুর্বল লোকের উপরেই। সেই জন্যই এই কক ফাইট কথাটি বাদ দেওয়া উচিত।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We realise the difficulty of the tribal area and we will consider it and if necessary an amendment will be brought but not now.

Mr. Speaker: We may in the meantime skip over it and then take it up.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No, I would suggest that as the matter is not so easy we shall consider it later on and if necessary an amendment will be brought. Let us now proceed as it is.

Mr. Speaker: All right.

The question that clause 10 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 11

Sj. Haridas Mitra: Sir, I move that in clause 11, in line 2, after the word "distributes" the words "or causes to be printed, published, sold, distributed" be inserted.

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি ক্লজ ১১তে

in line 2 after the word "distributes" etc.

এটা যোগ করতে বলছি। মন্ত্রী মহাশয়কে আমার এই এ্যামেন্ডমেন্টাকে গ্রহণ করতে বলছি, কারণ এই জুয়াখেলা ব্যাপারে দেখা যায় যে সাধারণতঃ যারা সামনে আসে যারা কোন বই প্রিন্ট করে, পাবলিশ করে বা যারা ডিস্ট্রিবিউট করে—তদের ছাড়া আসল লোক পর্দার আড়ালে বসে থাকে, যারা মাতব্বর সেজে এইসব কাজ করায়। তাদের যদি ধরবার ব্যবস্থা পুলিস না করতে পারে, সে জায়গায় যদি ঘা না দিতে পারে তাহলে সামনে যাকে পেল তাকে ধরলো কিন্তু যে আসল লোক সেই শয়তান পেছনে থাকবে—এটা সরকারের নোটিশে আনা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি এবং সেজন্য আমার এ্যামেন্ডমেন্টে

causes to be printed, published, sold, distributed

এটা আমি দিয়েছি যাতে আসল লোকগুলো ধরা পড়ে, পুলিস যাতে তাদের গিয়ে ধরতে পারে। এদের সম্বন্ধে বিলেতে কিছু নেই এবং যারা টাকা পয়সা সাপ্লাই করে এসব কাজ করায়, কতকগুলি লোক সৃষ্টি করে নেয় তাদের জন্য, এর মারফত একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এই ধারাটা হচ্ছে খুব ব্যাপক। শুধু ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য নয়, উনি যা বলেছেন তাদের এর আওতায় এনে ডিস্ট্রিবিউশনকে অবলম্বন করে এই বিলের যেসমস্ত ধারা আছে সেই ধারা যদি আমরা প্রয়োগ করি তাহলে যারা নেপথ্যে থেকে এই সমস্ত কাজে উস্কানী দেন তারাও এর আওতায় পড়বেন। কাজেই এই সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ে না।

Sj. Haridas Mitra:

সেজন্য আমার এই সাজেসনটা রয়েছে—এক্সপ্লিসিটলি এবং স্পেসিফিক্যালি এটা যদি এ্যাড করে দেন তাহলে আরো সুবিধা হবে।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এটার প্রয়োজন হবে না।

The motion of Sj. Haridas Mitra that in clause 11, in line 2, after the word "distributes" the words "or causes to be printed, published, sold, distributed" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 11 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 12

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I move that in the first paragraph of clause 12, in lines 2 and 3, the words and brackets "(except in a common gaming house)" be omitted.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I move that in clause 12, in line 7, after the words "District Magistrate" the words "or the Subdivisional Magistrate" be inserted.

I want that in addition to the District Magistrate there will be Sub-divisional Magistrate also, because in mofussil areas circus parties and other games are organised in the hats, bazars, etc. and there are—though West Bengal has diminished in area—big districts like 24-Parganas and Midnapore where it may be difficult for the poor owners of the circus parties, etc. to go to the headquarters town for the purpose of getting a licence. If they have to go there it will be an expensive affair and troublesome also. So, I want to extend the authority from the District Magistrate or in addition to the District Magistrate to the Subdivisional Magistrate. In that case the organisers of the petty fairs and petty games may get the licence easily and at a lesser cost.

[4—4-10 p.m.]

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I accept Mr. Kolay's amendment.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in the first paragraph of clause 12, in lines 2 and 3, the words and brackets "(except in a common gaming house)" be omitted, was then put and agreed to.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I accept Mr. Panda's amendment that in addition to the District Magistrate power may be given to the Sub-divisional Magistrate.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 12, in line 7, after the words "District Magistrate" the words "or the Subdivisional Magistrate" be inserted, was then put and agreed to.

The question that clause 12, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 13 *and* 14

The question that clauses 13 and 14 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 15

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that in clause 15, in line 7, for the words "one thousand rupees" the words "four thousand rupees" be substituted.

The motion was then put and lost.

The question that clause 15 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 16 *to* 18

The question that clauses 16, 17 and 18 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 19

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Sir, I beg to move that in clause 19(d), in line 8, after the words "words or figures" the words "or upon anything conjectural" be inserted.

Mr. Speaker, Sir, I want to add the words "anything conjectural" after combination or permutation of letters, words or figures simply because I feel that there is a lacuna and it will help intelligent men to run cross-word competitions. A pair of words will be given and one word will be deleted and such a process will not envisage any use of

permutation or combination of letters or permutation or combination of words or permutation or combination of figures. So anything conjectural will help the Government in this matter and such forms of cross-word competition will not be indulged in as a result of this.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I cannot accept it because of the fact that we are going to incorporate in this Bill the provisions of the Central Act in pursuance of the directions of the Central Government.

The motion of Sj. Panchanan Bhattacharjee that in clause 19(d), in line 8, after the words "words or figures" the words "or upon anything conjectural" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 19 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 20

The question that clause 20 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 21

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that in clause 21, line 4, for the words "one thousand rupees" the words "two thousand rupees" be substituted.

I also beg to move that in clause 21, line 5, for the words "two thousand" the words "four thousand" be substituted.

মিঃ স্পীকার, স্যার, ক্লজ ২১তে আছে যে, প্রাইজ এক হাজারের বেশী অফার করা চলবে না, কিম্বা দুই হাজারের বেশী এণ্ট্রি করা চলবে না—এটা নেওয়া হয়েছে। 'কন্ট্রোল এ্যান্ড রেগুলেশন অব প্রাইজ কর্মাপটিশন' এটা ১৯৫৫ সালের সেন্ট্রাল এ্যাক্টএর হুবহু নকল—এটা হুবহু নকল করে নেওয়া হয়েছে। এখানে আমার বক্তব্য হল যে, এই প্রাইজ কম্পিটিশন যদি আপনারা অনুমোদন করেন তাহলে তার পিছনে কিছু কিছু পরিবর্তন করা দরকার। কিন্তু এই আইনে আপনারা কিছু কিছু সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করছেন। আমি তাই কতগুলি আনুষঙ্গিক জিনিস দূর করবার জন্য বলছি যে, প্রাইজ কর্মাপটিশন রুলস যা আছে তাতে যদি এক হাজার এণ্ট্রি ফি করা হয় এবং দুই হাজার পর্যন্ত সীমা বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে নানারকম অসুবিধা হবে এবং অফিস ও ছাপা ইত্যাদির খরচের বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই থাকছে না। সুতরাং যদি প্রাইজ কর্মাপটিশন রাখতেই চান তাহলে আমি বলব, এণ্ট্রি ফি চার হাজার এবং প্রাইজ দুই হাজার এই লিমিটএর ভেতর থাকা উচিত হবে। সুতরাং যদি রাখতেই হয় তাহলে আমি মনে করি আমার এ্যামেন্ডমেন্টটা গ্রহণ করা উচিত। যদি মনে করেন তুলে দেবেন তাহলেও আমি একমত আছি।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সুনীলবাবু যেটা বলেছেন যে এটা সেন্ট্রাল এ্যাক্টএর হুবহু নকল এবং তার প্রভিসনও এতে আছে, কথাটা ঠিক তা নয়। এক টাকা করে দিয়ে দুই হাজার হয় এবং তা থেকে এক হাজার প্রাইজ দেবে। বাকিটা তাদের খরচের পরে মুনাফা থাকবে।

I oppose the amendments.

The motions of Sj. Sunil Das that in clause 21, line 4, for the words "one thousand rupees" the words "two thousand rupees" be substituted, and that in clause 21, line 5, for the words "two thousand" the words "four thousand" be substituted, were then put and lost.

The question that clause 21 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 22

The question that clause 22 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[4-10—4-20 p.m.]

Clause 23

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 23(2), in line 3, after the word "shall" the words "within one month from the date of receipt of such application" be inserted.

Sir, this is a very small amendment. I wish to put a time-limit to the enquiry or any action to be taken by the Licensing Authority in the matter of giving licence to Prize Competitions. Sometimes these applications are made at the time of exigency and sometimes for a particular purpose and for a particular requirement.

Such applications are made but the Licensing Authorities are so loth in working or they may be working in a dilatory way so that the requirement or the purpose of the work may be frustrated, if unnecessary delay is made. Therefore it should be known both to the licensing authority and to the applicants when the action is to be taken. If a time-limit is given, then the applicants will come just ahead of the time so that they may get their desired object fulfilled. Without keeping the matter pending for a very long time they may come to a decision very quickly. I have, therefore, proposed a time-limit of one month from the date of the receipt of the application.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Sir, time-limit should not be incorporated in the Act itself. It might be done by Executive rules.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 23(2), in line 3, after the word "shall" the words "within one month from the date of receipt of such application" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 23 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 24 and 25

Mr. Speaker: The amendments under these clauses are out of order.

The question that clauses 24 and 25 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 26

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I move that in clause 26, line 4, for the word "three" the word "six" be substituted.

I also move that in clause 26, in line 5, for the word "one" the word "three" be substituted.

Sir, in this case I have simply sought to enhance the punishment. Anybody who wishes to break the law should not be punished so leniently as three months' imprisonment. I have proposed enhancement of the punishment. Instead of "three months" I have suggested "six months" and instead of a fine of Rs. 1,000 I have suggested the fine should be Rs. 3,000, because the persons who are involved in these offences are rich men and speculators. Exemplary punishment should therefore be meted out to them.

Dr. Narayan Chandra Ray: I am not moving my amendment.

এ সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য সেটা আমি কালকেই বলেছি। আমি এখানে শুধু এইটুকু মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে গ্যাম্বলিংএর বেলায়, যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার, সেখানে কম পয়সা ফাইনএর ব্যবস্থা হল, আর প্রাইজ কমপিটিশন, যেটা হাজার টাকার ক্ষেত্র, সেখানে ফাইন হবে তারচেয়ে বেশী—এটা অত্যন্ত অবিচার। এতে আমার আপত্তি আছে। আমি আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এটা পুনর্বিবেচনা করবেন।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: I am also not moving my amendment. But I would say the same thing. Gambling has been considered a lesser evil than prize competition.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I oppose all the amendments.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 26, line 4, for the word "three" the word "six" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 26, in line 5, for the word "one" the word "three" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 26 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 27

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I move that in clause 27, line 8, for the word "one" the word "three" be substituted.

I also move that in clause 27, in lines 8 and 9, for the words "five hundred" the words "two thousand" be substituted.

Sir, the same consideration will prevail. These are all penalties for persons who break the law. Those persons who are habitual tax-dodgers should be given exemplary punishment. If people do not keep their accounts fairly and squarely they should be penalised. These are rich people and so much money ought to come from them. In place of the words "one month" I have therefore proposed "three months" and in place of Rs. 500 I have proposed Rs. 2,000 up to which the fine may extend.

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in clause 27, in line 4, for the words "keep accounts or submit statements of accounts" the words "keeps accounts or submits statements of accounts" be substituted.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I accept the amendment of Sj. Jagannath Kolay and oppose the other amendments.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 27, line 8 for the word "one" the word "three" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 27, in lines 8 and 9, for the words "five hundred" the words "two thousand" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in clause 27, in line 4, for the words "keep accounts or submit statements of accounts" the words "keeps accounts or submits statements of accounts" be substituted, was then put and agreed to.

The question that clause 27, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 28

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I move that in clause 28, in line 42, for the word "three" the word "six" be substituted.

I also move that in clause 28, in line 43, for the words "five hundred" the words "one thousand" be substituted.

Sir, I repeat the same argument with regard to enhancement of punishment.

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in clause 28—

(a) In sub-clause (d), in lines 1-2, for the words "West Bengal" the words "the area or areas in which this chapter is in force" be substituted;

(b) in sub-clause (e), in line 1, for the words "West Bengal" the words "the area or areas in which this chapter is in force" be substituted.

The Hon'ble Kala Pada Mookerjee: I accept the amendment of Sj. Jagannath Kolay and oppose the other amendments.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 28, in line 42, for the word "three" the word "six" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 28, in line 43, for the words "five hundred" the words "one thousand" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in clause 28—

(a) In sub-clause (d), in lines 1-2, for the words "West Bengal" the words "the area or areas in which this chapter is in force" be substituted;

(b) in sub-clause (e), in line 1, for the words "West Bengal" the words "the area or areas in which this chapter is in force" be substituted,

was then put and agreed to.

The question that clause 28, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 29

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I beg to move that in the proviso to clause 29(1), in line 5, after the words "such offence" the words "or he acted under orders of his superiors" be inserted.

I want to make some exceptions in respect of menials who are working under orders of their superiors.

The motion was then put and lost.

The question that clause 29 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 30

The question that clause 30 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 31

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in paragraph (c) of sub-clause (1) of clause 31, in line 5, for the words "connected" the word "concerned" be substituted.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I accept the amendment.

The motion was then put and agreed to.

The question that clause 31, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 32

The question that clause 32 do stand par of the Bill was then put and agreed to.

Clause 33

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I move that in clause 33, in line 3, for the words "such time as may be prescribed" the words "one month from the date of getting a copy of such order" be substituted.

I also move that in clause 33, for the words "State Government" occurring in line 4 and in line 5, the words "Board of Revenue, West Bengal" be substituted.

In this clause I have suggested two things: first of all, I wish to have a time-limit with regard to the filing of an appeal and, secondly, a forum or the court before which the appeal is to be filed. Though in clause 37, which is following, there is a provision prescribing the time-limit—and that is left to the Government—I would say that prescription of time-limit is such a substantive part of the Bill that it should not in all cases invariably be left to the rule-making authority or the Government but should be decided in this august Assembly. It is a very substantive part of the Act and the people have a right to have the time-limit settled by their elected representatives. In all cases it is not safe to give power to the rule-making authority, i.e., the Government. I would say that if it is left entirely to the rule-making authority there may be other considerations weighing with them with the passage of time. As there is provision for giving a copy of the order of the trial court to the person concerned in other cases—in the Agricultural Income-tax Act and Sales Tax Act and other cases—there is a corresponding provision for filing appeal from the date of the receipt of such order—I have proposed in my amendment that thirty days' time should be given for filing an appeal to the appellate authority from the date of the receipt of the order of the licensing authority.

The appellate authority in the clause is the State Government. I would say that "State Government" is a vague term; there must be a special forum or special officer or special tribunal for deciding these things. Supposing applications come to the State Government, the State Government shall have to appoint some persons or tribunals for the trial of each of the cases. In place of the words "State Government" I have proposed the substitution of the words "Board of Revenue, West Bengal".

[4-20—4-30 p.m.]

We all know, Sir, that the Hon'ble Member of the Board of Revenue is a very highly placed officer and he does not change with the change of time and over whom there is no influence—either from this side or that side. He

is equal in rank with a High Court Judge. So the decision from the hand of such an authority is welcome in such cases. Therefore, in place of State Government I have proposed the name of the Honourable Member, Board of Revenue and such an officer is readily available. He has got an office. He has got a department to receive the application for these appeals and he has got other appeals for many other fiscal matters. He has got the forum in due course for hearing the party. So after the term "State Government" I have given a concrete term—Board of Revenue. So I hope that this amendment ought to be accepted.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I am sorry. I am unable to accept the amendment.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 33, in line 3, for the words "such time as may be prescribed" the words "one month from the date of getting a copy of such order" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 33, for the words "State Government" occurring in line 4 and in line 5, the words "Board of Revenue, West Bengal" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 33 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 34 to 37

The question that clauses 34 to 37 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Sir, I beg to move that the West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957, as settled in the Assembly, be passed.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়! আমি দু-একটি কথা বলতে চাই। এই দু দিনের আলোচনা থেকে এই জিনিসটা স্পষ্ট হয়েছে যে এই জুয়াখেলার ব্যাপারটা যদিও শুনতে খুবই মামুলি, কিন্তু এটা অতি জটিল। এর পথ অতি গোপন এবং এ চলে খুবই গোপন পথে। এই গোপনচারীকে জব্দ করতে হলে শুধু আইন নয়, গভর্নমেন্টের সিনসিয়ারিটি অব পারপাস চাই। কিন্তু গত দিনের আলোচনা থেকে গভর্নমেন্টের মনোভাবের যে পরিচয় পেয়েছি তা থেকে মনে হয় না যে গভর্নমেন্ট সত্যই চান যে সমাজের বুক থেকে এ পাপ দূর হোক। গভর্নমেন্ট সত্যই যদি চাইতেন যে সমাজের বুক থেকে এই পাপ দূর হোক তাহলে আমরা যেসমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রস্তাব দিয়েছিলাম—আমরা যে বলেছিলাম আরও বেশী কোরে জরিমানার ব্যবস্থা করা হোক, তা গভর্নমেন্ট মেনে নিতেন। কিন্তু তার একটিও মেনে নেন নি—

not a single proposal has been accepted.

আমরা যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছিলাম সেসব গ্রহণে কোন অন্তরায় ছিল না। আমার মনে হয় যে এঁরা আইন পাশ করছেন বটে, কিন্তু এই আইনের বলে এই পাপকে সমাজের বুক থেকে দূর করতে পারবেন না। এই পাপ সমাজের সর্বনাশ করছে, সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছে, অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছে। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, যে আইন সরকার পাশ করছেন এ আইন তাঁরা চালু করুন এবং যাতে করে এই পাপ সমাজের মধ্য থেকে দূর হয় তার ব্যবস্থা করুন। আমি যখন, মন্ত্রী ছিলাম, তখন ভাল করেই বুঝেছিলাম, ইক

গভর্নমেন্ট ইজ সিনসিয়ার—আইন পাশ হলে গভর্নমেন্ট যদি চান যে সে আইন কাজে রূপায়িত হোক, তাহলে সে আইনের বলে রূপায়নের দেরী হয় না। আর গভর্নমেন্ট সিনসিয়ার না হলে, আইন পাশ হলে কি হবে এইসব পাপ কলঙ্ক বা দোষ থেকেই যাবে। সুতরাং আইন যদিও খুব নরম হয়েছে তবু আমি আশা করি যে মন্ত্রী মহাশয় কঠোর হস্তে এই আইন চালনা করবেন যাতে করে এই পাপ অচিরেই দূর হতে পারে।

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি সামান্য দু-একটি কথা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে বলব। আমাদের সমাজে যে ধরণের পাপ জালের সৃষ্টি হয়েছে তার হাত থেকে রেহাই পেতে গেলে কঠোরতর আইন হওয়া উচিত। এই আইন প্রণয়নের সময় যদিও উদ্দেশ্য হিসাবে সেই কথাই বলা হয়েছিল, তথাপি সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ধরণের আইন হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। সেই উদ্দেশ্য কার্যকরী করবার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করার কথা ছিল তা এর মধ্যে প্রতিফলিত হয় নি। বিশেষ করে আমরা দেখছি যে স্কিল অব গেমসএর মারফত গ্রামাঞ্চলে, এমন কি সহরাঞ্চলেও, এক ধরনের সমাজবিরোধী ব্যক্তি গ্রামের লোকের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের উপর নানা ধরনের পীড়ন চালায় ও প্রবঞ্চনা করে, সেই ধরনের কথা মাননীয় সদস্য কংগ্রেস সম্পাদক শীযুক্ত নাহার মহাশয় বলেছেন এবং তাঁর যে এ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ করা হয়েছে তাতে সেই উদ্দেশ্য সফল হবে না। আমরা জানি এই ধরনের সমাজ বিরোধী কাজ শেষ না হলে পর এবং আমাদের জাতির যে প্রধান সম্পদ—জাতীয় চরিত্র, তার সংশোধন এবং পরিবর্তন না হলে পর জাতিকে পুনর্গঠিত করতে পারব না। কিন্তু আমরা দেখছি যে এই সমস্ত কাজ করতে এই আইনে সেরকম ব্যবস্থা হয় নি। এ বিষয়ে আমি ডাঃ ব্যানার্জির সঙ্গে একমত হয়ে বলব যে যদিও এই আইন যথেষ্ট কঠোর নয়, এবং খুব সাফিসিয়েন্ট নয়, তবু যাঁরা এই আইন অর্থাৎ পুলিস এবং গভর্নমেন্ট কর্মচারী তাদের ভিতর দুর্নীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ জনসাধারণের মনে আছে যে যারা গোড়ার দিকে অর্থাৎ নীচে আছে তাদের দ্বারা এটা পুরোপুরিভাবে প্রয়োগ করা হবে না। কেন না আমরা বিরোধী দলের লোক আমরা দেখেছি যে প্রকাশ্য দিবালোকে এই ধরণের আইন ভঙ্গ করা হয়ে থাকে। মোট কথা, এটা যেন নলচে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়ার মত একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কাজে নলচে আড়াল দিয়ে যাতে না খেতে পারে তার জন্য পুলিস কর্মচারীদের আরও বেশী কঠোর হতে হবে, এবং সেইরূপ ব্যবস্থা যেন করা হয় এই অনুরোধ।

Mr. Speaker: Mr. Majumdar, you want to speak on it?

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Mr. Speaker, Sir, this is the first time in this session of the Assembly that I have risen to speak. We have been passing a large number of amendments of many existing Acts. Is it really necessary that we should have these new laws? My personal experience with regard to gambling makes me very seriously think whether any more law for the prevention of gambling is necessary. But it has been put in in such a way that if anybody opposes this Bill, he would be deemed to be an anti-social person. But I can tell you, Sir, the laws already existing to control gambling whether by a Central or a State law are enough and sufficient to stop gambling and improve society as a whole. It is only due to this faulty system that we in India are suffering from today that these laws require so often to be amended upon. But do we believe that gambling will stop by this measure? I don't think so. Gambling cannot be thought of in its individuality. Gambling is associated with all the evils of society associated with it, and unless and until we have a scientific analysis of the causes of these evils and unless and until the party on the other side—I mean the party that is ruling India today—takes it seriously as they are not taking seriously the strides to socialism, I do not think any laws will really stop this. But even then we people sitting this side have to support all these laws. Sir, I have heard platitudes spoken by members from this side as

well as members from the other side, and even the Hon'ble Speaker immediately I rose to speak wanted to know whether I was going to speak on this Gambling Bill. But, Sir, it is not gambling alone that I am speaking of, as I am not a politician, I am only a medical man. But I am here today only to help the Opposition as also the Government—to draw their attention to the fact that mere giving attention to these things will not solve matters. We have not seen an iota of evidence that we are moving even towards transition to socialism. So we must work hard and try to improve matters and see that the declared policy of the Government is implemented. Sir, that is all that I have to speak with regard to this Bill. The Bill is a good one and we expect the Hon'ble Minister-in-charge and our Government will take it up seriously and see that social evils are removed.

[4-30—4-40 p.m.]

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Mr. Speaker, Sir, certainly as my friends on the other side have said, I do come from an area where gambling is rampant. Gambling is considered to be a social evil and it is quite fitting that we doctors should be allowed to say a few words about it. I shall not waste the time of the House any more as Dr. Majumder has referred to medical points. I shall try to limit myself to that particular subject—horse racing—which has been permitted to a certain extent. That is something not very surprising to me although I know that gambling in any form, including horse-racing, has always been condemned by the Congress Party. After partition, if today they have turned over there is nothing surprising. We know that they have been turning over in many fields including non-violence, prohibition and all other sorts of things; but the surprising thing that I experienced yesterday was that one of my friends on the opposite, Shri Bijoy Singh Nahar, came out very courageously against horse racing. Although, I believe, he is not present in the House to acknowledge it I would like to remind him that we all on both sides applauded him quite ungrudgingly. We just like to see how he behaves when the voting on the Bill takes place—whether he is going to oppose the Bill because Government has made an exception to horse racing to keep up his yesterday's temper and translate it into action convincing us that his speech was not merely a gallery play.

As I have already remarked earlier I would add that throughout the Bill offences for gambling have been more lightly treated than offences of prize competition and all that. We have put in various amendments, but unfortunately practically all our amendments have been thrown out. This gave us an impression that amendments coming from the other side have a different taste in spite of the fact that the purpose of these may be the same.

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে জুয়াখেলা শুধু শহরে নয়, গ্রামদেশেও ব্যাপক সংক্রামক ব্যাধিরূপে দেখা দিয়েছে। আমরা জানি—আইনকে শুধু পাশ করালেই হবে না, সেই আইন যাতে কার্যকরী হয় তার জন্য মন্ত্রী মহাশয় যেন চেষ্টা করেন। আজকে এই যে বিল এনেছেন এটাকে কার্যকরী করার জন্য পুলিস অফিসারের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে গ্যামব্লিং বন্ধ করার জন্য, এখন সেই পুলিস অফিসার যাতে নিয়মিতভাবে কাজ করে সেদিকে ভাল করে দৃষ্টি দিতে হবে, নইলে এই আইন আইনই থেকে যাবে, কার্যত জনসাধারণ কোন উপকার পাবে না। আমি আমার এলাকা—বিষ্ণুপুর—কয়েকটি কেস পাঠিয়ে ছিলাম থানায় : সেখানে হাটে জুয়া চলছিল, এই খবর দেবার পর দারোগাবাবু আগেই যারা জুয়া খেলছিল তাদের খবর পাঠালেন যে তোমরা চলে যাও আমরা যাচ্ছি। আমাদের কর্মীরা এরকম বহু ঘটনার খবর দিয়েছে কিন্তু পুলিস আগে থাকতেই খবর দিয়ে দেয় এবং পরে এসে বলে যে আমরা ধরতে পারলাম না—এটাকে তারা ঘুষ পাবার, আর একটা রোজগারের হাতিয়ার হিসাবে

ব্যবহার করে। যদি প্রকৃতপক্ষে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেদিক দিয়ে নজর রাখেন তাহলে আমরা এই আইনকে নিশ্চয়ই সমর্থন করি। এবং সঙ্গে সঙ্গে আশা করি যে সমাজকে ধ্বংসের দিকে যা নিয়ে যাচ্ছে তা তিনি বন্ধ করবেন, এবং সেরকম ব্যবস্থা করবেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I am a medical man and I join with the other medical men in saying a few words about gambling. We medical men gamble with life and in this connection I want to recite a small story. A highway-man held up a caravan on the road-side in a village and he pointed a revolver and got inside and said to every man: "Now, will you give your life or your money" and every man picked out whatever he had and gave it to him. Eventually he came to the last man, a short man with spectacles and a bald-headed man. He said to him, "my dear young man, why have you been laughing when I said 'give me your money or your life?' " He said, "I was laughing at your modesty. I am a medical man. You are satisfied with money or life. We are never satisfied unless we have both money and life."

The motion of the Hon'ble Kali Pada Moookerjee that the West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957, as settled in the Assembly be passed, was then put and agreed to.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957.

Mr. Speaker: The amendment to the Land Feforms (Amendment) Bill has been circulated and as I have already informed the House many of the members who are interested met in my chamber. Mr. Bimal Chandra Sinha was there and everybody else was there. I thought the amendment was agreed upon and there was no further dispute. So we can finish that in course of five minutes.

Sj. Saroj Roy: We have got something to say.

Mr. Speaker: Why didn't you come to my chamber and say what you had to say.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I move that in clause 2, after the proposed section 19A, the following section be inserted, namely,—

"19B. (1) If a person owning any land terminates or causes to be terminated the cultivation of the land by a bargadar in contravention of the provisions of this Act, then any officer specially empowered by the State Government in this behalf, shall on an application by such bargadar, by order direct:—

(a) In a case where such land has not been cultivated, or has been cultivated by the owner or by any person on his behalf other than a bargadar, that the land be immediately restored to the applicant and further that 40 per cent. of any produce of the land shall be forfeited to the State Government and the remaining 60 per cent. of such crops shall be retained by the applicant;

(b) in a case where such a land has been cultivated by a new bargadar engaged by the owner, that the land be restored at the end of the cultivation season to the applicant and further that the

new bargadar shall retain 50 per cent. of the crops harvested before restoration and make over the remaining 50 per cent. of such crops to the applicant.

(2) An appeal shall lie to the Collector against any order made under sub-section (1).

(3) For purposes of sub-section (2), Collector shall include an Additional Collector, a Deputy Collector, a Sub-Collector, a Sub-Deputy Collector, or any officer specially empowered by the State Government in this behalf."

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Sir, I accept this amendment.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 2, for the proposed section 19A the following sections 19A and 19B be substituted, namely:—

"19A. If the owner of any land terminates or causes to be terminated or attempts to terminate the cultivation of the land by a bargadar in contravention of sub-section (1) of section 17 or of the provisions of sub-section (2) or sub-section (3) of section 20, he shall be guilty of an offence punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

19B. An offence under section 19A shall be cognizable and bailable."

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 2, in the proposed section 19A, in line 1, after the words "Any person who", the words "contravenes the provisions of or" and in the same line after the words "to comply with" the words "the decision or" be inserted.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 2, in the proposed section 19A, in line 2, after the words and figures "sections 17, 18 or 19" the words "or if the owner of any land terminates the cultivation of the same by a bargadar in contravention of the provisions of section 17".

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that after clause 2, the following new clause be added, namely:—

"3. Any person who terminates or attempts to terminate cultivation of his land by a bargadar in contravention of section 17 of sub-section (1) of the Act, shall be liable to arrest without warrant and on conviction be sentenced to pay a fine up to one thousand rupees or with imprisonment which may extend to one year or with both."

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that in clause 2 for the proposed section 19A, the following be substituted, namely:—

"19A. Any person who terminates the cultivation of his land by a bargadar in contravention of the provisions of section 17, 18, 19 or 20 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to five hundred rupees or with both, and the land whose cultivation by a bargadar has been so terminated shall be returned to some bargadar".

Sj. Shyamapada Bhattacharjee: Sir, I beg to move that in clause 2 in the proposed section 19A, in line 1, for the word "persou" the words "owner who violates any provision of or" be substituted.

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that in clause 2 in the proposed section 19A, in line 1, for the word "person" the word "owner" be substituted.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that in clause 2 in the proposed section 19A, in line 1, for the words "fails to comply" the words "terminates the cultivation of his land by a bargadar except." be substituted.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg, to move that in clause 2 after the proposed section 19A, the following section be added, namely:—

> "19B. If the cultivation of any land by a bargadar is terminated in contravention of the provision of section 17, the land shall be returned to the bargadar by a Subdivisional Officer or by such officer or authority as the State Government may appoint."

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that in clause 2, for the proposed section 19A, the following section be substituted, namely,—

> "19A. (1) If a person owning any land terminates or causes to be terminated or attempts to terminate the cultivation of the land by a bargadar in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 17 or of the provisions of sub-section (2) or sub-section (3) of section 20, or in any area for which no officer or authority has been appointed, on any ground other than those mentioned in sub-section (1) of section 17, he shall be guilty of an offence punishable with a fine which may extend to five hundred rupees or with imprisonment which may extend to six months or with both.
>
> (2) If the cultivation of any land by a bargadar is terminated by an owner in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 17 or of sub-section (2) or sub-section (3) of section 20, the bargadar shall have a right to apply to the Subdivisional Officer or such officer or authority as the State Government may appoint for restoration of the land and the land whose cultivation by the bargadar has been so terminated shall be immediately restored to the bargadar by an order of the officer concerned. If there be any standing crop on the land grown by the owner himself, the land shall be restored to the bargadar together with the crop as compensation. If there be any standing crop on the land grown by any other person except the owner himself, the owner shall be liable to pay such sum to such person as may be determined by the officer to be the fair and reasonable cost of growing such crop and the land shall be restored to the original bargadar.

(3) If a person owning any land forcibly takes away or causes to be taken away in contravention of provisions of sections 17, 18 and 20 any crop grown on the land by a bargadar, he shall be guilty of an offence punishable with a fine which may extend to five hundred rupees or with imprisonment which may extend to six months or with both, and the owner shall be ordered to return the crop or pay back its money equivalent to the bargadar by the prescribed authority.

(4) An offence under sub-section (1) and sub-section (3) shall be cognizable and bailable.

(5) The provisions of this section shall have effect notwithstanding anything contained in section 18."

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that in clause 2, after the proposed section 19A, the following section shall be inserted, namely:—

"19B. If a person owning any land terminates or causes to be terminated or attempts to terminate the cultivation of the land by a bargadar in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 17 or of the provisions of sub-section (2) or sub-section (3) of section 20 or in any area for which no officer or authority has been appointed or any ground other than those mentioned in sub-section (i) of section 17, the land shall be restored to the original bargadar and he shall be debarred from the rights to terminate the cultivation of the land by bargadar according to the provisions of section 17 for the next three years."

[4-40—4-50 p.m.]

Sj. Hare Krishna Konar: Clause 2 of the original Act 19A.
যেটা এখন ডিসকাশন হচ্ছে—

Mr. Speaker: That is the only amendment which is before the House. If you wish to say anything on section 19A, you can do so.

Sj. Hare Krishna Konar:

এখানে আমার একটি অ্যামেন্ডমেন্ট ছিল সেকশন '১৯এ'—'৩এ'।

Mr. Speaker: I do not see any reason why you should move it. You have heard the amendment which has been suggested by the Government side. I think your amendment falls through.

Sj. Hare Krishna Konar:

স্যার, আমার বক্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত, এবং সেটা হচ্ছে এই যে, ১৯এ, যেভাবে আছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্যের পরেও তিনি কমলাক্ষবাবুর এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাকসেপ্ট করেছেন—এটা যেভাবে আছে তাতে আমি থার্ড রিডিংএও বলতে পারি, আমার কোন আপত্তি নাই।

Mr. Speaker: If you want to say anything now, you can do so.

Sj. Hare Krishna Konar:

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ১৯এ যেভাবে আছে তাতে আমার এখনো ঘোরতর সন্দেহ আছে যে এটা বর্গাদারদের বিরুদ্ধেই যাবে। একথা সত্য যে, এই আইনের মধ্যে এমন কতগুলি এনোমেলি আছে এবং এমন কতগুলি ব্যাপার আছে যাতে করে মনে হয় এটা বর্গাদারদের বিরুদ্ধেই যাবে। এর মধ্যে বর্গাদারদের কোন সুযোগ নাই, আইন আদালত করলেও বর্গাদারদেরই শাস্তি হবে এই ধরনের বহু ব্যাপার আছে এই ল্যান্ড রিফর্ম আইনের ভিতর। বর্গাদার এবং মালিক প্রায় একই পর্যায়ে পড়ছে। অতএব উভয়কে শাস্তি দেওয়া হবে এটা করার মানে হল এই যে, কার্যতঃ এই আইনের প্রয়োগ বর্গাদারের বিরুদ্ধেই হবে। সেইজন্যই আমি প্রস্তাব করেছিলাম ১৯এ বাতিল করে দিন, এবং ১৯বি যার উপর আমরা সকলেই একমত সেটা রাখুন। তিনি বলেছেন আমাদের যে সন্দেহ এটা ঠিক নয়; যাই হোক, আমাদের সন্দেহ যদি করেক্ট না হয় তাহলে আমরা খুসী হবো।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি কালকে বলেছিলাম যে, আগে যে বর্গাদার আইন ছিল তার বেশীর ভাগই ছিল বর্গাদারদের বিরুদ্ধে। সেজন্য তারা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছিল। এখন শুধু উচ্ছেদ নয়, জমি থেকে তো উচ্ছেদ হবেই, ১৯এ, ধারা অনুসারে তরা শাস্তি পাবে। মালিক আর বর্গাদারদের মধ্যে যে লড়াই হবে তাতে দরিদ্র অসহায় বর্গাদার ধনীমালিকের সংগে পেরে উঠবে না। ১৯এ ধারা অনুসারে ছয় মাস জেল ও পাঁচশত টাকা জরিমানা ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তার ফলে বর্গাদারদের জেল হবে, জরিমানা হবে এবং খুব কম শাস্তিই মালিকদের ভোগ করতে হবে। ১৯এ অনুসারে আসলে মালিকেরই শাস্তি ভোগ করার কথা ছিল, জেলে যাবার কথা ছিল, জরিমানা দেবার কথা ছিল, অথচ এখানে আমরা বর্গাদারকে জেলে ঠেলে দেবার ব্যবস্থা করছি এবং খুব ভাল করেই সেটা করা হল—মালিককে শাস্তি দেবর ব্যবস্থা রইল অতি সামান্য। সর্বক্ষণ জেলের খড়্গ ঝুলবে বর্গাদারদের মাথার উপর। আগের চেয়েও বেশী প্রতিবাদ করছি আমি এই বিলের। আমার অন্তরের কথা হচ্ছে, ১৯এটা তুলে নিন। তা না হলে দরিদ্র বর্গাদারদের সর্বনাশ হবে।

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট দ্বারা বিশেষ করে চাপটার থ্রিতে বর্গাদারদের ইন্টারেস্ট ভালভাবে মেনটেইন্ড হবে এটাই মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতায় বক্তব্য ছিল। তিনি বলেছেন,

any person who fails to comply with an order,

আর সেক্ষেত্রে আমার কথা ছিল

any person who terminates the cultivation of his land by a bargadar.

এটা যদি হোত তাহলে পরিষ্কারভাবে একটা জিনিস প্রমাণিত হত যে, ১৭-১৮-১৯ ধারাতে যেখানে বর্গাদার এবং মালিক সম্পর্কিত যেসমস্ত বিষয় আছে সেখানে যদি বর্গাদার সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে এ্যানি পার্সনএর জায়গায় মালিকের প্রশ্ন আসত তাহলে বর্গাদারদের সম্পর্কে রিয়েল জাস্টিস করা হোত। মন্ত্রী মহাশয়ের ল্যান্ড রিফরম বিল পাস হবার পরও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন নালিশ পেয়েছেন। এরকম একটা এ্যাক্ট থাকা সত্ত্বেও সর্বদিকই মালিকেরই সুবিধা হচ্ছে—পুলিস তাদের হাতে। আমরা প্রাকটিক্যালি জানি এই ১৭-১৮-১৯ ধারা থাকা সত্ত্বেও খামারের প্রশ্নে যেখানে ১৮ ধারায় আছে দুই পার্টি একমত হয়ে খামার হবে সেখানে তারা কিছুতেই মত দিল না, মাঠের ধান মাঠেই পড়ে থাকে গরীব চাষীর পক্ষে ধান তোলা সম্ভব নয়। মালিকদের সোস্যাল ইনফ্লুয়েন্স, তারপর যেসমস্ত জায়গায় বিচার হয় সেসব জায়গায়

তাদের ইনফ্লুয়েন্সএ লোকে চলতে বাধ্য হয়। চাষীদের টাকাকড়ি নাই, ইনফ্লুয়েন্স তো নাই-ই। অর্থাৎ এই আইন থাকা সত্ত্বেও চাষীরা সাফার করে। আমার এ্যামেন্ডমেন্টটা নিলে চাষীদের অবস্থা একটু স্ট্রেংদেন্ড হোত এবং চাষীদের ইন্টারেস্ট দেখা সম্ভব হতো।

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার একটা পয়েন্ট সরোজ রায় মহাশয় বলতে ভুলে গিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে [illegible] রক্ষা করবার জন্য যে আইন হওয়া দরকার সেটা ১৯এতে হবে না।

আমি ১৯এর উপর বলছি। আমার অরিজিন্যাল এ্যামেন্ডমেন্টএ ছিল, এটাকে কগনিজেবল অফেন্স করা হোক। কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থায় কাজ হয় তাতে কগনিজেবল অফেন্স করার কোন স্কোপ নেই।

আমার দ্বিতীয় পয়েন্ট হল—এখানে এ্যানি পার্সন থাকার ফলে মালিক ও বর্গাদার উভয়ের সম্পর্কে প্রযোজ্য। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় বলে যে ওনার, জমির মালিকরা এত প্রতাপশালী হয় যে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বর্গাদাররা কিছু করতে পারে না।

আর একটা পয়েন্ট বাদ পড়েছে এখানে, সেটা হল কমপেনসেশনএর ব্যাপার। কমপেনসেশন দেবার যে কথা ছিল সেটা এতে নেই।

Sj. Provash Chandra Roy:

আমারও ঐ একই কথা ছিল। কিন্তু যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে ঐ এ্যামেন্ডমেন্টটা গৃহীত হয়েছে সেইহেতু আমার এ্যামেন্ডমেন্টটা আর মুভ করতে চাচ্ছি না। কিন্তু যে এ্যামেন্ডমেন্টটা সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে তাতে আমার এ্যামেন্ডমেন্টএর সমস্ত পয়েন্টগুলি কভার করে নি। সেইজন্য ভবিষ্যতে ল্যান্ড রিফরম বিল যখন আসবে, তখন যেন আমার এইসকল বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়।

আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—সেটা হচ্ছে, বহু জায়গায় দেখা গিয়েছে চাষীরা ধান চাষ করেছে, এবং তারপর সেগুলি কাটবার সময়, মালিক পক্ষ গুণ্ডা প্রভৃতি নিয়ে এসে চাষীর চাষ করা ধান কেড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। চব্বিশপরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে, ক্যানিং, হাড়োয়া প্রভৃতি স্থানে, ব্যাপকভাবে এই জিনিসটা ঘটেছে। মন্ত্রী মহাশয় ভবিষ্যতে যখন ল্যান্ড রিফরমস বিল আনবেন সেই সময় বিস্তারিতভাবে এ সম্পর্কে আলোচনা করে ঠিক করেন যে মালিক যেন জোর করে চাষীদের চাষ করা ধান কেড়ে নিয়ে যেতে না পারে।

মালিকরা যদি জোর করে চাষীদের ধান কেটে নিয়ে যায় তাহলে সেই ধান ফেরত পাবার এবং মালিকদের শাস্তি দেবার তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করেন। এইটুকু আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি গোচরে রাখলাম, আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এর ব্যবস্থা করবেন।

[4-50—5 p.m.]

Sj. Sisir Kumar Das: As regards Sj. Jagannath Kolay's amendment on 19B I want to say a few words. It says that in a case where the land has been cultivated by the owner or by a person on his behalf other than the bargadar, i.e., the land be immediately restored to the applicant and further that 40 per cent. of the land shall be forfeited to the State Government and

the remaining 60 per cent. shall be retained by the applicant. It means that the order must be made before the harvesting of the crop has taken place. Otherwise if the bargadar comes after the harvesting he does not get anything. The order must be made before the harvesting. I think, Sir, I am clear.

Mr. Speaker: I am afraid, not.

Sj. Sisir Kumar Das: I was suggesting to Government that the order must be made before harvesting otherwise it would not be useful. The language must be suitably modified.

Sj. Hare Krishna Konar: No, that is not the case.

Mr. Speaker: Mr. Das, the difficulty is that when this point was being discussed you were somewhere else. That is your own difficulty.

Sj. Sisir Kumar Das: If the crop is already cut by the landlord then he is not getting anything and that is the difficulty of this particular clause. Therefore if the bargadar complains before the order is passed the landlord cuts the paddy—the crop—then no order can be passed under this order except for taking possession of the land because the crop is no longer there. Therefore the whole point is that the amendment should be worded in such a way as to mean that 40 per cent. of the produce shall be forfeited to the State Government and the remaining 60 per cent. of such crop shall be given to the applicant by the actual landlord. That should be the proper wording. Otherwise if a little delay is made he does not get any relief.

Mr. Speaker: If you care to read section 17(1) you will find that all these reliefs are to be given if and when a bargadar's cultivation is terminated and not otherwise. Read the section.

Sj. Bhupal Chandra Panda:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার একটা এ্যামেন্ডমেন্ট আছে। ১৯এ, এ্যামেন্ডমেন্ট নাম্বার ৩৫স, হরেকৃষ্ণ কোনার এর পরে। আমার, স্যার, আর একটা ১৯বি, এ্যামেন্ডমেন্ট আছে।

Mr. Speaker: Your amendment was based on 19B and for that a new amendment has been brought in.

Sj. Bhupal Chandra Panda:

অন্য আর একটা জিনিস আমার এ্যামেন্ডমেন্টএ ছিল, যেটা কভার হয় নি, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। সেটা আমি এগ্রি করি। কিন্তু আমি বলতে চাই......

Mr. Speaker:

তাহলে আর বলবার কি আছে?

Sj. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যে সংশোধনী প্রস্তাব জগন্নাথবাবু এনেছেন সেটাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে, প্রথমত যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিলটি আনা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যের একটা দিক সফল হয়েছে বটে, কিন্তু জগন্নাথবাবুর সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে যদি কেউ ১৭-১৮ কিম্বা ১৯ ধারার আইন ভঙ্গ করে তাহলে তার প্রতি সাজার কোন বন্দোবস্ত নেই। অবশ্য আমি এটা বলছি না যে বর্গাদার কিম্বা জোতদারদের মধ্যে যদি কেউ অর্ডার কন্ট্রাভিন করেন, এদের বিরুদ্ধে যদি কেউ কাজ করেন, তাহলে তাদের জন্য সাজার কোন বন্দোবস্ত নেই। আমার সংশোধনী প্রস্তাবের ভিতর দিয়ে যেটা সংশোধন করবার চেষ্টা হয়েছে তাতে আমি বলেছি, শুধু অর্ডার কেন, ১৭-১৮-১৯ ধারাতে আরও যে সমস্ত নির্দেশ আছে, সেগুলি যদি ভঙ্গ করা হয় তাহলে তার সাজা দেবার যেন বন্দোবস্ত করা হয়। সেইজন্য আমি বলেছি এটা যদি কেউ কন্ট্রাভিন করে তাহলে তারজন্যও সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে বিবেচনা করে দেখবেন।

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 2, in the proposed section 19A, in line 1, after the words "Any person who", the words "contravenes the provisions of or" and in the same line after the words "to comply with" the words "the decision or" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2, in the proposed section 19A, in line 2, after the words and figures "sections 17, 18 or 19" the words "or if the owner of any land terminates the cultivation of the same by a bargadar in contravention of the provisions of sections 17", was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that after clause 2, the following new clause be added, namely:—

> "3. Any person who terminates or attempts to terminate cultivation of his land by a *bargadar* in contravention of section 17 of sub-section (1) of the Act, shall be liable to arrest without warrant and on conviction be sentenced to pay a fine up to one thousand rupees or with imprisonment which may extend to one year or with both",

was then put and lost.

The motion of Sj. Shyamapada Bhattacharjee that in clause 2 in the proposed section 19A, in line 1, for the word "person" the words "owner who violates any provision of or" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that in clause 2 in the proposed section 19A, in line 1, for the word "person" the word "owner" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that in clause 2 in the proposed section 19A, in line 1, for the words "fails to comply" the words "terminates the cultivation of his land by a *bargadar* except." be substituted, was then put and lost.

[5—5-45 p.m.]

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in clause 2, after the proposed section 19A, the following section be inserted namely,—

"19B. (1) If a person owning any land terminates or causes to be terminated the cultivation of the land by a bargadar in contravention of the provisions of this Act, then any officer specially empowered by the State Government in this behalf, shall, on an application by such bargadar, by order direct:—

(a) In a case where such land has not been cultivated, or has been cultivated by the owner or by any person on his behalf other than a bargadar, that the land be immediately restored to the applicant and further that 40 per cent. of any produce of the land shall be forfeited to the State Government and the remaining 60 per cent. of such crops shall be retained by the applicant;

(b) in a case where such land has been cultivated by a new bargadar engaged by the owner, that the land be restored at the end of the cultivation season to the applicant and further that the new bargadar shall retain 50 per cent. of the crops harvested before restoration and make over the remaining 50 per cent. of such crops to the applicant.

(2) An appeal shall lie to the Collector against any order made under sub-section (1).

(3) For purposes of sub-section (2), Collector shall include an Additional Collector, a Deputy Collector, a Sub-Collector, a Sub-Deputy Collector, or any officer specially empowered by the State Government in this behalf",

was then put and agreed to.

The other motions fail through

The question that clause 2, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned till 5-45 p.m.]

[After adjournment.]

[5-45—5-55 p.m.]

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957, as settled in the Assembly, be passed.

Sir, this Bill has been debated in this House for two days. I did not expect that there will be such a long debate over this small measure. Some points were raised yesterday about the possible effects of the Bill and it was made out by certain members of the Opposition that whatever might be the intentions of the Government, in practical effect the Bill that was drafted would affect the bargadars, the share-croppers, adversely though the Act seeks to give them additional protection and penalise the owners.

Sir, a few days back I stated before this House and a charge was brought by some member of the Opposition that the Government are bringing measures piecemeal. I said that our society was in a state of flux; we have deliberately disturbed the landlord-tenant relationship that existed for the last 150 years and it would naturally take some time for the new settled relations to evolve. That being so, I am not ashamed to say that as problems arise it should be the duty of the Government to come forward with piecemeal measures if such measures be found necessary in the interest of the common man, in the interest of the down-trodden, in the interest of the poor cultivators, on whose shoulders ultimately the burden of cultivation rests. Therefore, Sir, I felt that the penal measure that was omitted in the Land Reforms Act should be re-introduced so that there might be some measure through which the owners may not be able to drive away the share-croppers at their sweet will. There were two ideas. The first idea was that where the owner does something in contravention of the Act, the land that has been taken away from the share-croppers should be restored to them, and the second idea was that it is not enough to take back the land and give it back to the share-cropper but also to penalise the owner if he commits such an offence. Sir, the point that was debated was whether these two should be built up together and one remedy made dependable on the other. As you know, it is a fundamental principle that if you are going to send somebody to prison there should be some elaborate procedure through which we must establish the guilt of the owner. Therefore, Sir, if the matter was made a cognisable offence, in that event we could not do with summary trials and summary procedures and we had to provide for some elaborate ground.

Now, the point made out by the Opposition member was that there should be greater emphasis on restoration of land and the punishment should come later on. Sir, in obedience to your wishes, Mr. Speaker, at the request made yesterday the honourable members of the Opposition and honourable members of this side met in your Chamber. Sir, it was indeed very kind of you to intervene in this matter and to give us your guidance and help, though, Sir, really it is the duty of the members themselves. Sir, I believe every section of the House would be grateful for the interest you have taken in the matter and the suggestions you have given. Accordingly an agreed formula has been evolved and that has been placed before the House by way of a short-notice amendment.

Now, Sir, some points have arisen regarding the proposed section 19A. I think it is the duty of the Government to make the implication of section 19A clear. It has been urged that when it lays down that anybody who fails to comply with any order passed by the Bhag Chas Board would be convicted and punished, Sir, the apprehension that has been expressed by the honourable members opposite is that that would adversely affect the bargadars.

I tried to make it absolutely clear yesterday that you have a machinery for adjudication and section 19A covers not only the bargadars but it covers the whole multitude of cases. Take for instance, a situation where two sets of bargadars cannot agree about the threshing floor—I am leaving out the owner at the present moment. Again, take for instance, a situation in which the Bhag Chas Board has decided that 60 per cent. of the produce should go to the bargadar and the owner fails to give the bargadar his due. What would be the effect? Unless there is a penal provision, the Bhag Chas Board Officer cannot enforce his order and he cannot compel the owner to give up 60 per cent. of the produce to the bargadar. Therefore, this covers the whole multitude of cases. That is really the sanction behind the law. It is, Sir, if I may say so, ridiculous that if an order is passed, that order cannot be given effect to.

Therefore, Sir, with all the emphasis at my command, I want to make it clear before this House that it is not meant against the bargadars, but it is meant only for the general enforcement of the law. As I started with the proposition, if in actual practice it is found that working difficulties have arisen, as I have assured this House over and over again, Government shall not hesitate to step in and take necessary measures to afford relief to the down-trodden and poor cultivators. This is, Sir, what I have got to say at the present moment. I believe, the other section, viz., Section 19B, is generally acceptable to all sections of the Opposition and that is also acceptable to the members of my party.

Sir, with these words I move that the Bill, as settled in the Assembly, be passed.

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রথমে আমি একটি জিনিস পরিষ্কার করতে চাই যে ১৯বি বলে যে ধারা এসেছে সে সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে এবং সে বিষয়ে একমত হয়েছি। কিন্তু ১৯এ সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ হয় নি এবং ১৯এতে আমরা একমত হই নি। বরং আলোচনার সময় আমরা আপত্তি প্রকাশ করেছি এবং এবং এখানেও আপত্তি প্রকাশ করেছি, কারণও বলেছি। আবার আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই যে এটা বর্গাদারদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে। আমি কয়েকটি কেসএর কথা বলতে চাই। এবং এ বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে উত্তর চাই। যেটা সন্দেহের কথা, সেটা হচ্ছে বর্গাদার পরিবারের কথা। এরকম দেখা গিয়েছে যে আইনে লেখা আছে বর্গাদারকে মালিকের রসিদ দিতে হবে মালিক রসিদ দিলেন না। রেভিনিউ অফিসার বল্লেন ভাগ দিয়ে দাও কিন্তু মালিক রসিদ না দেওয়াতে বর্গাদার ভাগ দিতে পাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে বর্গাদারকে অর্ডার অমান্য করার অপরাধে পেনালাইজ করা হবে কিন্তু এক্ষেত্রে মালিককে পেনালাইজ করা উচিত। রসিদ না দিলে মালিককে পেনালাইজ করা হবে একথা আইনের কোথাও নেই। তেমনিভাবে দেখা যায় এমন অনেক কেস আছে, যেমন ধরুন এগ্রিড খামার আছে, উভয় পক্ষের এগ্রিড খামার বলে খামার আছে কিন্তু মালিকরা তাতে রাজী হয় না। যদি বর্গাদার কোন মধ্যস্থ খামারে ধান তোলে তাহলে কি হয় দেখুন। মেদিনীপুরে আমি জানি রেভিনিউ অফিসার অর্ডার দিয়েছেন এই ধান মালিকের খামারে নিয়ে যাও। সেখানে বর্গাদার যদি রাজী না হয় তাকে, পেনালাইজ করা হবে। এজন্য এই আইনের ১৯এ, ধারায় ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে রাখছি।

দ্বিতীয় ১৯বি সম্বন্ধে ম্যাকসিমাম এগ্রিমেন্ট যা সম্ভব তা সম্ভব করেছি। এখানে জানা দরকার বর্গাদার এ্যাক্ট প্রভিসন দুটোই ছিল। জমি ফেরত দেওয়া এবং পেনাল ক্লজ দুই-ই

ছিল। এখানে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন এটা নাকি ইললিগাল ছিল, আইনে টেকে না। এখানে আমি বলতে চাই যে ভবিষ্যতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জমির ফেরতের উপর জোর দিতে চাই। অনেক মালিক আছেন যারা বর্গাদারকে ইনস্টিগেট করেন, বর্গাদারদের বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগঠিত করেন, সেখানে বর্গাদার এ্যাক্টএ পেনাল ক্লজএর প্রভিসন ছিল। যদি বর্গাদার এ্যাক্টএ থেকে থাকে, তা যদি হাইকোর্টএ চ্যালেঞ্জ না হয়ে থাকে তা যদি কার্যকরী হয়ে থাকে, এখানে না হওয়ার কোন কারণ ছিল না। তবু মন্দের ভাল যে তাদের ম্যাক্সিমাম এগ্রিমেন্টএ আমরা একমত হয়েছি। সামগ্রিকভাবে এই আইনের ফল কি হবে বলা মুস্কিল। ১৯এ এটা ভাগে বর্গাদারদের এবং ১৯বি তাকে একটু সাহায্য করবে। তবে সামগ্রিকভাবে আমাদের এখনও সন্দেহ আছে এটা হয়ত বর্গাদারদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে। একথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, in the third reading of the Bill, I shall only point out certain defects which I have noticed in this Bill. Sir, I would request the Hon'ble Minister for Land and Land Revenue to bring a comprehensive Bill.

Mr. Speaker: You could have suggested new sections which you did not

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I have given my amendments, but after the agreed formula has been placed before the House, I have said nothing. With regard to this thing, I would say that we are familiar with this Act since 1950, but certain rights which ought to have gone to the bargadars have been taken away.

First of all, I would say that in the Act repealed, viz., the Bargadars Act of 1950, there was a provision for review both by the Revenue Officer as well as by the Appellate Officer. That power has been taken away from them. For the Appellate Officer, I would say that there are occasions when he finds it necessary to send a case for reconsideration by the Lower Court—that is, Bhag Chas Officer. That power of remand has not been given here. This is a contractual right. The definition of "bargadar" has not at all been changed in the Act. Therefore, it remains as a condition between the two parties—owner and the bargadar—for the purpose of sharing the crops in a certain manner. Now, this right of the bargadar has been made neither heritable nor transferable. If the owner transfers his land to some other person, the new purchaser shall not be bound by the contract because this contract does not run with the land. If the bargadar dies, his son does not inherit the property—the bargadar's right. These provisions ought to have been there.

Sir, on behalf of the petty jotedars, I shall say that in the repealed Act, there was a provision in section 5(i)(e) where it was provided that if a bargadar, without giving the share of the owner, takes away the entire crops, then he incurs the liability of being evicted. That safeguard on behalf of the petty jotedars has been taken away. Sir, I am not pleading for big jotedars, but I am pleading for the petty jotedars—the common people. That power has been taken away.

I would further say that we have gained in experience since 1950. We are now in 1957. We have got enough of these Bargadars Acts. The same principles are also there in the Land Reforms Act which involves a gradual process. The Hon'ble Minister reminded us the other day that the passage of time is very rapid. The human agency which is coping with this passage of time in the matter of land reforms may fail, but if this failure is *bona fide*, that is, if the Government take into consideration that if they commit any mistake, they are always liable to correction, then we shall recommend this.

Sir, I would, in fine, say that the Hon'ble Minister has made a very genuine attempt to come to an honourable and, at the same time, workable solution. We shall have to thank him because he has taken the opinion of all of us into consideration in coming to such an agreed solution.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে বর্গাদার উচ্ছেদ হয়ে যাবে জমি থেকে, সেই জমিতে পুনরায় তাকে দখল দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং এর জন্য মাননীয় সদস্য জগন্নাথ কোলে মহাশয়ের দ্বিতীয় নম্বর এ্যামেন্ডমেন্ট এখানে এসেছে কিন্তু দ্বিতীয় নম্বর এ্যামেন্ডমেন্ট কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাদায়ক হলেও আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম যে এ্যামেন্ডমেন্ট ছিল তার মধ্যে অনেক সুযোগসুবিধা বর্গাদার পেত যা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। যেমন প্রথম নম্বর এ্যামেন্ডমেন্টে কগনিসান্স নেবার ক্ষমতা ছিল, যেমন যে কোন প্রভিসন সেকসনস ১৭, ১৮, ১৯, ২০র যদি কেউ ব্রেক করে, সেই প্রভিসন কন্ট্রাভিন করলে তার বিরুদ্ধে আমরা এ্যাকশন নিতে পারতাম সেই সুযোগ আগের এ্যামেন্ডমেন্টে ছিল এবং সেকসন ২০ ভায়লেট করলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল এবং লোকাল অফিসারের কাছে না গিয়ে ক্রিমিন্যাল তার বিরুদ্ধে প্রসিড করতে পারতাম।

Mr. Speaker: Supposing you are aggrived, you can go to the criminal court. Is there anything in this Bill which takes away that right?

Sj. Apurba Lal Majumdar:

সেকসন ১৯এতে ভাগচাষ অফিসার রায় দেবে সেই অর্ডারকে এনফোর্স করার জন্য আমাদের এই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং সেই অর্ডার আমরা এনফোর্স করতে পারি। কিন্তু আমরা দেখি অনেক ক্ষেত্রে সেই অর্ডার ছাড়াও এমন সেকসন আছে যেমন সেকসন ১৭(২) তাতে বলা আছে যদি কোন বর্গাদারকে উচ্ছেদ করে সেই মালিক জমিতে অন্য কোন বর্গাদার নিয়োগ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে কোন প্রভিসনে শাস্তির ব্যবস্থা নেই।

[5-55—6-5 p.m.]

যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে, চৈত্র-বৈশাখ মাসে বর্গাদারদের উচ্ছেদ করার আইন আছে। যদি তা না করে অন্য যে-কোন মাসে করে তাহলে পেনালটির কোন ব্যবস্থা এই আইনের মধ্যে নাই।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: That is 19A.

Mr. Speaker: You did not go at the time of the discussion. That is why all these difficulties.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

এই ১৯এ কি বলে? ১৯এ বলছে—

any person who fails to comply with an order made under sections 17, 18 or 19.

১৯এ শুধু অর্ডার ভায়লেট করলে এখানে সেকসন ২০র কোন উল্লেখ নাই। এবং এই অর্ডারটা কি? সেকসন ১৭তে আছে যে ভাগচাষ বোর্ড একটা অর্ডার পাস করতে পারে—২৫ একরের বেশী জমি যদি চাষ করে থাকে তাহলে তার অংশ সরকারের কাছে যাবে। সেকসন ১৮তে ডিভিসন, ডেলিভারী, এ্যান্ড টার্মিনেশন অব কাল্টিভেশন এবং ১৯এর ক্ষেত্রে অর্ডার অব দি এ্যাপিলেট কোর্ট, ইত্যাদি কথা আছে, কিন্তু সেকসন ২০র সম্পর্কে কোন কথা নাই। কোন পেনাল প্রভিসন নাই। শুধু আছে যে, যদি অর্ডার ভায়লেট করে তাহলে সেক্ষেত্রে পেনাল যে এ্যামেন্ডমেন্ট ছিল তা যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে আগে তাদের বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যাল প্রসিড করার যে একটা অধিকার ছিল, যে সুযোগ ছিল তা থেকেও এখন বঞ্চিত করা হচ্ছে। এখানে ১৯বি সেকসন(১) শুধু এলাবোরেট করে সুন্দর করে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ১৯বি সেকসন (২) সম্পূর্ণ চেপে যাচ্ছেন—এটা নতুন এ্যামেন্ডমেন্ট কিছু নয়।

Mr. Speaker: Honourable members from all opposition parties were there. The question was discussed threadbare. You were not there. That is why you raise all these things.

Sj. Apurba Lal Majumdar: I differ with this new amendment.

তখন আমি এখানে ছিলাম না। অনেক ক্ষেত্রে বর্গাদাররা পূর্বে ল্যান্ডলর্ডদের বিরুদ্ধে প্রসিড করতে পারত এবং ল্যান্ডলর্ডদের আগে যে কগনিজেবল অফেন্সএর একটা ভীতি ছিল আজকে সেটাও আমাদের হাত থেকে সরে গেল। এখানে আরেকটা কথা আছে, আমি যদি বর্গাদারকে উচ্ছেদ করি তাহলেও আমি ক্রিমিন্যাল কোর্টএ পেনাল্টি পেতে পারি না। আমার বিরুদ্ধে ভাগচাষ বোর্ডে নালিশ করতে পারে। আমার বিরুদ্ধে কোন ফাইন্ডিং হলে ক্রিমিন্যাল কোর্ট সেটা এনফোর্স করতে পারে মাত্র। আমি জমিদার, আমি একটা চান্স নিলাম, কিন্তু ভাগচাষ বোর্ডে আমার বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশন নেওয়া হবে না। যদি দেখা যায় ভাগচাষ বোর্ডের মামলায় আমি হেরে গেলাম তাহলেও সেখানে আমার কোন শাস্তি হতে পারে না। এভাবে বর্গাদারকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং একবার চান্স নিয়ে দেখা যাক হারি না জিতি এরকম একটা মনোভাব থাকে তাদের মধ্যে। এরকমভাবে গ্যামলিং করবার চেষ্টা করা হয় এবং বর্গাদারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কাজেই আমি এই এ্যামেন্ডমেন্টএর ঘোরতর বিরোধী আমি এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই বিল সম্বন্ধে দুইবার বলেছি, আরো একবার বলার প্রয়োজন বোধ করছি। ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনএ বার্ক বলেছেন, যদি কোন মামলায় দুইটি পক্ষ থাকে—একটি সবল এবং আরেকটি দুর্বল—সেক্ষেত্রে তিনি সমস্ত শক্তি দিয়ে দুর্বলের পক্ষ সমর্থন করবেন। এই ১৯এ ধারাতে দুইটি পক্ষের কথা আছে। এদের মধ্যে একটি সবল—মালিক, আরেকটি দুর্বল, খুবই দুর্বল—বর্গাদার। তারা সমাজের নিম্নস্তরের লোক, তারা নিজেদের রক্ষা করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাদের হাতে পয়সা নাই যে মামলা লড়বে। এ কারণে আমি ১৯এ ধারার তীব্র প্রতিবাদ করছি।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, '১৯এ'এর যে পদ্ধতির কথা এখানে বলা হয়েছে তাতে আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি নানারকম ঘটনা ঘটে এবং এজনাই আমাদের মনে সন্দেহ থেকে

যাচ্ছে। আমরা বারবার বলেছি '১৯বি' ইম্‌প্লিমেন্ট করুন। বারবার আমরা দেখেছি যখনই কোন এ্যাক্ট ইমপ্লিমেন্ট করেন, ঘটনা ঘটে যাবার পর আপনারা সেটা ইমপ্লিমেন্ট করেন এবং স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত করেন। এখন যদি আপনারা সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে অগ্রসর না হন তাহলে এই যে চাষীকে এভিকশন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন এবং এভিকসন বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন সেটা বন্ধ করা খুব মুস্কিল হবে। সেজন্য আমি বিশেষ করে বলতে চাই যে, এই ব্যাপারটার নিষ্পত্তির জন্য এবং এটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তাড়াতাড়ি অফিসার নিযুক্ত করুন এবং ভাগচাষীর পক্ষে যাতে কার্যকরী ব্যবস্থা হয় তার জন্য আপনাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে।

Sj. Sunil Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ভূমিসংস্কার আইনের আলোচনা প্রসঙ্গে দুয়েকটা কথা বলার প্রয়োজন বোধ করি। গত সেপ্টেম্বর মাসে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলএর যে সভা হয়েছিল সেই সভার কথা আমরা সংবাদপত্রে পড়েছি যে ল্যান্ড রিফর্মস সম্পর্কে নানারকম আলোচনা হয়েছিল। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সংবাদপত্রে আমরা পড়েছি যে সেই সভায় তিনি বলেছিলেন—

the bargadar system in West Bengal is passing away.

এই বর্গাদার সীসটেম আজকে আমাদের বিশেষভাবে আলোচনা করার দরকার, কারণ বর্গাদারকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করবার জন্য জমিতে তার হেরিটেবল রাইট সৃষ্টি করার দিক থেকে এই আইন অগ্রসর হয় নি। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলেছেন যে

bargadar system in West Bengal is passing away

একথাটা যে আইন হতে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মোটেই সত্য নয়। সেই স্ট্যান্ডিং কাউন্সিল-এর সভায় আর যেসমস্ত আলোচনা হয়েছিল, যেমন, ল্যান্ডলেসদের সম্পর্কে, ইজেক্টমেন্ট, ভলান্টারি সারেন্ডার, মালিকানা, কম্পেনসেশন ইত্যাদি সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছিল তাতে আমরা ভেবেছিলাম যে বর্গাদারদের কিছু সুবিধা হবে। এ সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় যদি আলোকপাত করেন তাহলে খুসী হবো।

[6-5—6-15 p.m.]

Sj. Bhupal Chandra Panda:

আমার যে দুটো এ্যামেন্ডমেন্ট ছিল, তা গৃহীত হয় নাই। এখানে আমি পুনরায় ১৯এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাচ্ছি। এই ১৯এ নতুন করে আসার ফলে ল্যান্ড রিফর্ম এ্যাক্টএর ৩ অধ্যায়ে যেটুকু বর্গাদারদের অভাব ছিল, তাতে বর্গাদারদের অবস্থা আরো খারাপ করেছে। অন্ততঃপক্ষে ১৯বি হিসেবে যা এবার নতুন অংশ এলো তার সঙ্গে আমার এ্যামেন্ডমেন্ট ছিল কম পক্ষে অন্তত ৩ বৎসর পর্যন্ত বর্গাদারদের আর কোন টার্মিনেশন করা যাবে না, এই রকম একটা অংশ যদি সংযোজিত হত তাহলে কিছুটা বর্গাদারদের একটা অংশ রক্ষা পেত। অবশ্য ১৯এর যে আক্রমন তার হাত থেকে তাদের নিস্তার নাই। ১৯এ অংশ থাকার ফলে বর্গাদার-দের আরো বেশী ক্ষতিগ্রস্ত ও আরো বেশী দুরবস্থার মধ্যে ফেলেছে। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি ১৯বি-এর পরিবর্তে সংশোধনটি যদি এইভাবে গ্রহণ করেন তাহলে বর্গাদাররা রক্ষা পাবে, তা নাহলে পাবে না।

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে একটিমাত্র প্রশ্ন করতে চাই, আমি আশা করবো এর জবাব যেন তিনি দেন।

প্রথম প্রশ্ন হল—কাল থেকে যে সমস্ত আলাপ আলোচনা হল, সেই সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় বলতে গিয়ে একটা কথা বললেন যে, কমন এগ্রিমেন্ট হয়েছে তাঁর সঙ্গে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে

আবার জিজ্ঞাসা করছি—কাল থেকে বার বার এই প্রশ্নই করা হচ্ছে যে এই ১৯এ তিনি নতুন করে কেন আনলেন? এবং যদিও আনলেন এবং তারপরে যেসমস্ত গোলমাল ধরা পড়লো যা ভাগচাষীদের সম্পূর্ণ ইন্টারেস্ট বিরোধী হচ্ছে তারপর অনেক আলোচনার পরে সেকসন ১৯বি এল। তারপর কেন আবার সেই ১৯এ রাখলেন? তিনি এখানে তো আইন করে দিয়েই খালাস হচ্ছেন। আইনটা বাংলাদেশের মাঠেঘাটে যেভাবে এতদিন চলছে, তার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। যদি বলি এনি পার্সন তাতে, তিনি যা বললেন, সেখানে মালিককেও বোঝাবে, ভাগচাষীকেও বোঝাবে। কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি মালিকই সর্বক্ষেত্রে সুযোগসুবিধার অধিকারী, টাকা-পয়সার জোর তাদেরই আছে। সেই জন্যই মন্ত্রী মহাশয়ের জবাবে পেতে চাই এই ১৯এ থাকার ফলে ভাগচাষীর উপর সবচেয়ে বেশী নতুনভাবে আক্রমণ সুরু হবে কিনা? তাদের উপর যদি সেইভাবে আক্রমণ হয়, ১৯বি-তে যা আছে সেদিক থেকে ভাগচাষী কোন সুযোগসুবিধা পেতে পারবে কিনা?

তারপর তিনি যে কথা বলেছেন, আগামী বাজেট অধিবেশনে এ সম্পর্কে তিনি একটি সামগ্রিক আইন আনবেন। তাই যদি হয়, তাহলে এই সময় ভাগচাষীর পক্ষে যেটুকু ইন্টারেস্ট রাখতে চান, তার জন্য ১৯বিই এখন যথেষ্ট। সেখানে আবার এইটুকু সময়ের জন্য ১৯এ কেন রাখলেন? এই তিনটি প্রশ্নের তিনি জবাব দেবেন আশা করি।

শেষ কথা ১৯এ আমি তীব্রভাবে বিরোধিতা করছি। যদি বলা যায় একটা এগ্রিড ফরমুলা হয়েছে, তা মোটেই ঠিক নয়। সামগ্রিকভাবে দেখলে দেখা যাবে এটা মোটেই এগ্রিড ব্যাপার নয়। ১৯এ রাখার ফলে, ১৯বির দ্বারা যে বেটার এফেক্ট সম্ভব ছিল, তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভাগচাষীর নতুন করে সর্বনাশ করার জন্যই এই এ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I believe it is not necessary for me to make another long speech now because the points that have been raised during the third reading of the Bill I tried to explain those when I spoke at the third reading. Sir, the main brunt of the attack has fallen on section 19A. I tried to make it clear in my opening speech and I again say that it is not the intention of 19A to keep out the bargadars; as a matter of fact, it is just the reverse. I have also assured the House that let us work this Act and as I have repeatedly told the House, the Government are susceptible to changing conditions and I would request the members to give me facts as the Act works itself out and if necessary Government shall not hesitate to remedy the situation should that remedy be found necessary and essential. Therefore, Sir, I do not believe there is any controversy about the matter. I also pointed it out that there might be a multitude of cases where the bargadar is not involved at all or that two sets of bargadars are involved and the owner is not involved at all. Therefore, Sir, let us find out how the section works and if need be we shall discuss what are the merits and demerits of the section as it works itself out. Therefore, Sir, I feel section 19A should be there and the apprehensions expressed by the Opposition are not genuine.

About 19B I do not think I should refer to the criticisms made by those honourable members who were not present during today's discussion. Sir, I would only refer very briefly to the point made out by Shri Sunil Das when he referred to certain decisions or discussions of the Land Development Planning Committee. Sir, I may say that the view ascribed to the Hon'ble Chief Minister has not been expressed by him. As a matter of fact, the discussion I had with him before he went to the National Development Council and after he came back from the National Development Council is entirely different. I would not take this occasion to raise the question of land reform as a whole, but, Sir, should such an occasion arise I would

be only too glad to give this House a forecast of the ideas that are forming in my mind. That covers a host of problems and that is a very big issue. Sir, it is not a question of having tinkering measures here and there. I foresee a revolutionary change in the countryside. Land reform is only the basic thing that must come first, but later on we must tackle the problem of rebuilding the rural sector as a whole, where agriculture, irrigation, land reform and credit—everything must be co-ordinated and integrated into the total efforts of rebuilding the countryside as a whole. That is a very big subject and I think that is entirely beside the issue now.

With these words I support the motion.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957, as settled in the Assembly, be passed was then put and agreed to.

The Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to introduce the Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957.

[Secretary then read the title of the Bill.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957, be taken into consideration.

Sir, the Agricultural Income-tax Act of 1944 provides under section 10 of the Act that any person who gets any income from agriculture in any shape or form will have to pay a tax. The general lay-out of the Act is, as in the case of the Income-tax Act, if a particular person is a member of a company and he has got private income, the company gives him dividend and that dividend is added on to the private income and although the company may be paying its own tax the amount payable by the individual on the basis of the dividend obtains as his other world income.

[6-15—6-25 p.m.]

On that basis calculation is made and deduction is given on account of the taxes that have been paid by the company for dividend, but the same principle held good so far as the agricultural income-tax is concerned, viz., any dividend which any person receives as a shareholder out of the agricultural income of a company, which has paid or will pay the tax in respect of the said agricultural income, is liable to taxation. For implementing the Supreme Court's decision on the taxation of the company's earning of the agricultural income or of the shareholders thereof, there should be a change in the provision of the Act. At the present moment, the tax paid by a company having agricultural income is deemed to be a tax paid on behalf of the shareholders. The tax collected by the company is treated, what is commonly known, as deduction at the source. The dividends received by the shareholders of the company are then included in the total agricultural income of the shareholders who are taxed at rates appropriate to the total agricultural income inclusive of the dividends received from the company. The Supreme Court, however, decided that the dividend received by a shareholder of a company out of his agricultural income is non-agricultural income and, therefore, such dividends cannot be included in calculating the total agricultural income of the shareholder and assesed to tax. Therefore, the tax will now have to be paid by the companies on their own behalf and not on behalf of the shareholders. To give effect to this finding of the

Supreme Court, section 10 of the Act has been altered and that portion of section 10(a), which relates to the dividend received by a person or a shareholder of the company and how it should be disposed of, has been omitted in the new amendment that I have placed before the House. The other sections 17, 23 and 48 are consequential.

In the new amendment, we have also provided for a change from the ordinary method of calculation to the decimal coinage.

Thirdly, the total rate of tax on companies which was 4 annas to the rupee or 25 naye paise to the rupee, has ben increased to 40 naye paise to the rupee. Under the Indian Income-tax Act, the total taxes payable by a company can go up to 81.5 per cent., viz. 31.5 per cent. and upto 50 per cent. super-tax out of which a rebate up to 30 per cent. is admissible under certain conditions. In any case, the conditions of the rebate are generally related to making prescribed arrangements for declaration and payment in India of dividends, deduction of super-tax from dividends, etc. The minimum rate applicable to a company which has satisfied all the conditions under the Income-tax Act is 51.5 per cent. and in many cases where there are different degrees of compliance with the conditions, the rate is even higher. Sir, in the other States of India, for instance, in Bihar the rate is 25 plus 33 or 55 naye paise to the rupee.. In Kerala it is between 12 naye paise to 37 naye paise to the rupee. In Madras it is 45 naye paise to the rupee. In Assam it is 37.5 naye paise to the rupee. In U.P. it is 30.5 naye paise to the rupee.

Therefore, as I said before, the present amendment is brought before the House, first of all, for giving effect to the findings of the Supreme Court, secondly, for changing the present system to the decimal coinage and, thirdly, for increasing the companies' liability to pay from 25 naye paise to 40 naye paise. These are the amendments which have been incorporated in the Bill. The alterations that have been made in the provisions of the present Act have been mainly to give effect to the findings of the Supreme Court.

Sir, with these words I move that the Bill be taken into consideration.

Sj. Basanta Kumar Panda: It is a small bit of amendment which has been brought before the House. I would say that the Act requires a very comprehensive amendment which has not been brought before the House. Now only some exigency has arisen due to the judgment of the Supreme Court in the case of Mrs. Beeha Gazadar *vs.* Commissioner of Income-tax, Bombay, reported in 27 Indian Income-tax Reporter, page 1. Judgment in that case was pronounced a year and and a half ago. This has led to the bringing in of this Bill and this case arose in the State of Bombay. Sir, I would say that this Government is very much lenient towards agricultural income-tax assessees in comparison with the Union Government towards the assessees under the Indian Income-tax Act. Sir, this Act requires comprehensive change, but here only section 45 is going to be amended to a very small extent. Section 45 of the Agricultural Income-tax Act provides that the State itself should realise the arrears of agricultural income-tax. It makes a limitation for three years only. If somehow or other the income-tax assessees can get away by some contrivance the State Government becomes powerless to realise money from the assessees who belong to the richer section of the population. But the Indian Income-tax Act is silent on this point. When a man is assessed to income-tax there is no limitation over the power of the Union Government to realise the money; it can be done at any time. As regards the realisation of the tax from the tax-dodgers who have failed to give their returns or from whom Government has not got

information to assess them, this Act is very lenient towards them because in the cases of those persons who have failed to give their returns the limitation prescribed is only four years and in the cases of those persons who have wilfully concealed their income the limitation prescribed is only six years under the Act. But, Sir, under section 34 of the Indian Income-tax Act, tax can be realised from the tax dodgers even from the year 1951 and for persons who have failed to submit their returns the period is eight years. I would ask, why is this State Government so lenient towards income-tax dodgers in comparison with the Union Government?

[6-25—6-35 p.m.]

Sir, I would say that the rate of Indian Agricultural Income-tax is rather lower in comparison with the similar tax under the Indian Income-tax Act. Why this sort of leniency is given to these assessees under the Indian Agricultural Income-tax? With regard to the other provisions I would say that two chapters of the Indian Agricultural Income-tax and the Indian Income-tax are parallel. In both of them you would see that tax becomes payable under section 45. Then for the mode of recovery similar provision is there—section 46. As to the mode of recovery I would say that there is an arbitrary limitation on the State's power to realise from the tax-dodgers. I would, therefore, say that this limitation should have been removed. If a man is found liable to tax and if a man has been assessed once, power must be given to realise the arrear of tax at any time from the person concerned.

Now I speak as regards penalty. The Indian Income-tax imposes penalty at a higher rate and also surcharges are there. But Indian Agricultural Income-tax is much more lenient in that respect. So I would say that this Act should be amended in such a way that it can be brought in line with the Indian Income-tax Act which is the parent Act. All inspirations and all procedures are derived under this Act. We have taken only some of them which are beneficial in favour of the rich persons. Therefore, I would say that let this Act be more stringent so that much more money may come from the rich people to the State coffers.

Sj. Sunil Das: Sir, I have not given any amendment. I would confine my remarks to one or two points. I would particularly draw the attention of the House and the Hon'ble Minister through you that while he is making a fundamental change by bringing about an amendment, the parent Act could have been changed in other respects as well to convict a person in the matter of preventing tax evasion and I am referring to section 38 of the Act. Here it is said that if in consequence of definite information which has come into his possession the Agricultural Income-tax Officer discovers that the agricultural income chargeable to agricultural income-tax has escaped assessment in any year or has been under etc... .. Here the point is, Sir, that definite information must come to the officer and he must discover something.

Now, Sir, through this provision in the parent Act there is considerable escapement causing loss of revenue. So I would suggest that this Act should have been amended and brought in line with the corresponding Income-tax Act where the officer can act if he has reasons to believe' that escapement has taken place. I suggest that a comprehensive Bill should be brought forward so that more tax from the tax-dodgers could be extracted.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয় আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই এ্যামেন্ডিং বিল কর্মাপ্রহেনসিভ আকারে আনা প্রয়োজন। কারণ আরও কতকগুলি অত্যন্ত জরুরী বিষয়ের আশু সংশোধন করার প্রয়োজন আছে। কারণ দেখা গিয়েছে যে এই কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকার কো-অপারেটিভ ফার্মিং গঠনের দিকে বিশেষ জোর দিচ্ছেন। অথচ এই কো-অপারেটিভ ফার্মিংএর সভ্যরা তারা প্রত্যেকে খুব অল্প অল্প জমির মালিক, ৫-১০-১৫ বিঘা জমির মালিক এবং কেউ

কো-অপারেটিভ ফার্মিং গঠন করার আগে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স পে করত না। কি যেই কয়জন মিলে কো-অপারেটিভ ফার্মিং তৈরী করল, জমি একত্রিত করার দরুণ জমি পরিমাণ বেশী হয়ে গেল সেই মুহূর্তে একটা কোম্পানী হিসাবে, তখনই সেটা এগ্রিকালচারা ইনকাম-ট্যাক্সএর আওতায় আসে। আমরা দেখেছি বর্ধমান জেলায় কো-অপারেটিভ ফামি সোসাইটি প্রথম তৈরী হয় এবং দুবার গ্রো মোর ফুডএর ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে প্রথ পুরস্কার অর্জন করে সেই ছোট্ট কো-অপারেটিভ ফার্ম যার সভ্যরা অধিকাংশই অল্প জমি মালিক এবং যারা ব্যক্তিগতভাবে কেউই এগ্রিকালচারাল ইনকাম-ট্যাক্সএর আওতায় পড়ত না কিন্তু যেহেতু তারা ২০-২৫ জন মিলে কো-অপারেটিভ ফারম খুলল এবং একত্রে যেহেতু জমি পরিমাণ বেশী হল যেহেতু সে ফার্মকে এগ্রিকালচারাল ইনকাম-ট্যাক্সএর আওতায় আনা হয়ে এবং এক বছরে প্রায় ৮ হাজার টাকার উপর এগ্রিকালচারাল ইনকাম-ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে যদি এইভাবে এই পরিমাণ টাকা ট্যাক্স ধার্য হয় তাহলে পর এইরকম কো-অপারেটিভএর পে কত অসুবিধা হয়, কি তার অবস্থা হয় সহজেই তা অনুমান করা যায়। এবং তাদের পে ইনকাম-ট্যাক্স দিতে গেলে পর কো-অপারেটিভ ফার্ম তুলে দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। সেজন্য এ আগে এ বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়কে অবগত করান হয়েছিল এবং তিনি এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে কাজেই আজকে যখন এগ্রিকালচারাল ইনকাম-ট্যাক্স সংশোধন করা হচ্ছে তখন আমাদের এরক একটা গুরুতর বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা দরকার।

দ্বিতীয়তঃ আর একটা বিষয় হচ্ছে এই যে সংশোধনী আছে তাতে মনে হচ্ছে আগে যখ এগ্রিকালচারাল ইনকাম-ট্যাক্স, যে সমস্ত কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার, সদস্য হিসাবে ট্যাক্স ে করত তারা ব্যক্তিগতভাবে সেই ট্যাক্স রিফাণ্ড পেতে পারত। রিফাণ্ড ব্যাপারটা এখানে পরিষ্কা হয় নি। সেদিক থেকে এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার এবং কোম্পানীতে যে ছোট শেয়ারহোল্ডা ইনডিভিজুয়াল শেয়ারহোল্ডার আছে, তাদের যাতে কোন হার্ডশিপ না হয় সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন আছে—এটাই আমার মনে হয়।

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলের উদ্দেশ্য বলতে যেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ে কোম্পানী এবং ফার্ম ইত্যাদির উপর এই করের ভার বাড়ানো এটা অন্যতম উদ্দেশ্য। কোম্পানী উপর ৪০ নয়া পয়সা যেটা করা হচ্ছে আমার মনে হল মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আত্মপক্ষ সমর্থনে মনোভাব নিয়ে বল্লেন যে বাংলাদেশে কম বাড়ছে অন্য জায়গায় বেশী আছে। আমার বক্ত হল চা-বাগানের উপর কৃষি আয়করের ভার আরো বাড়ানোর দরকার কেননা উনি চা-বাগানগুলি হিসাব দিলেন যে অন্যান্য প্রদেশে বেশী হয়েছে। চা-বাগানগুলির যে আয় তার শতকরা ৬ ভাগের উপর কৃষি আয়কর বসতে পারে এবং তাদের উপর কৃষি আয়কর যদি বসানো হয় তাহলে আয় অনেক বেশী হবে। কেরালায় দৃষ্টান্ত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, কেরালায় গত বাজে চা-বাগানগুলির উপর কৃষি আয়কর অনেক বাড়িয়েছে এবং বাড়িয়ে যে টাকা এসেছে তার দ্বার তারা সাধারণ মানুষের উপর ট্যাক্সের বোঝাটাকে লাঘব করেছে। কাজেই সেদিক থেকে আরো বেশি যাওয়া উচিত। আমি এ ব্যাপারে গত বাজেট অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষ করেছি। কেন না চা-বাগানগুলোর উপর যে প্রশ্ন আসছে তাতে বৃটিশ চা-বাগানগুলোর ব্যাপা বাড়ানো প্রয়োজন। জানি না বৃটিশ কোম্পানিগুলিকে আলাদা করে দেখলে মুখ্যমন্ত্রী মহাশ ডিসক্রিমিনেশনের দোহাই দিয়ে সেটা এড়িয়ে যাবেন কিনা। কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে, সে কোম্পানিগুলির একটা দাবী তুলেছিলেন যে আমরা চাগাছ লাগাবো, তারপর আমাদের যন্ত্রপা ইত্যাদির ডেপ্রিসিয়েশন, চাগাছ লাগানোর খরচ ডেপ্রিসিয়েসনের মধ্যে ধরা হোক এবং ধরে ইনকা ট্যাক্স এ্যাক্টের ২৪ ধারা অনুসারে রিবেট দেওয়া হোক। কিন্তু বাগিচা তদন্ত কমিশন দাব নাকচ করেছেন।

[6-35—6-45 p.m.]

গত অধিবেশনে আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম যে, এই ব্যাপার এমনভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে যে এই শিল্পে বিরাট সংকট দেখা দিবে। এই ব্যাপারে ভার সরকারের উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। রাজ্যসরকারের ও যথেষ্ট করণীয় আছে। ভারত সরকা

বেশীর ভাগ সুপারিশ নাকচ করেছেন। গাছ লাগানোর ব্যাপারে তদন্ত কমিশন বলেছিলেন রিপ্ল্যানটিং করতে হবে। এই রিপ্ল্যানটিং করার পূর্বে টাকা জমা দিতে হবে। তা টি বোর্ডএর হাতে জমা থাকবে, এবং টাকা জমা দেবার আগে কোন কোম্পানি ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করতে পারবে না—বিদেশে তাদের মুনাফা পাঠাতে পারবে না। রিপ্ল্যাটিংএর টাকা জমা দিলে পর রিবেট দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই জিনিসটা হয় নি। পার্লামেন্টএ যখন আলোচনা হয়েছিল একজন বেসরকারী সদস্যের প্রস্তাবের উপর তখন ভারত সরকার বলেছিলেন, রিপ্ল্যানটিংএর ব্যবস্থা আমরা অন্যভাবে করব। কিন্তু কি করবেন আজ পর্যন্ত আমরা জানি না। এই ব্যাপারটা কেন্দ্রিয় ব্যাপার বলে ছেড়ে দিলে চলবে না। আমি যতদূর জানি, এই সমস্ত ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারের সংগে পরামর্শ করে থাকেন পরামর্শ না করে তাঁরা অগ্রসর হন না। এখন রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে এই সুপারিশ সম্পর্কে রাজ্যসরকার মাথা ঘামান না বা বিবেচনা করেন না। গতবারে আমরা যখন এই ব্যাপারটা উল্লেখ করেছিলাম তখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এটা অন্যভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তখন আমি বলেছিলাম এটা জাতীয়করণের প্রশ্ন, খুব বড় প্রশ্ন। এদিকে যদি আমাদের সতর্ক দৃষ্টি না থাকে তাহলে এই শিল্প ধ্বংসের মুখে যাবে এবং দার্জিলিং জেলার চাশিল্পের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এর যে একটা মস্ত বড় গুরুত্ব আছে সেদিকে আমাদের রাজ্যসরকার কোনপ্রকার অবহিত হয়েছেন বলে মনে হয় না। এই কোম্পানিগুলির উপরে কৃষি আয়কর যদি বাড়ান যায় তাহলে ইংরাজ মালিকেরা অন্যভাবে সেটা পুষিয়ে ও উসুল করে নেবার চেষ্টা করবে বটে, তাহলেও আমার এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, এই আইনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ চা কোম্পানিগুলির উপর থেকে যতদূর সম্ভব কৃষি আয়কর আদায়ের চেষ্টা করতে হবে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, there are three questions that have been mentioned in course of this debate. One is that why have we made a differential treatment regarding the agricultural income-tax as against the ordinary income-tax provision regarding payment. Mr. Panda has quoted section 45 proposed to be amended and he said that "you are only giving three years' time for the recovery of the tax". That is not so. Sir, with regard to the assessment, if you look at section 25 or section 38 you will find that the order of assessment can be made any time within six years. Section 45 refers to the recovery of the tax which is payable by the individual. All that we propose in the amendment of that section is that sometimes it happens when the tax becomes payable the party concerned goes to a court and takes an adjournment and therefore what we have said is that the time during which the tax is payable should be within a period of three years and that it should not include the time spent in litigation.

The next question that has been raised is that the Agricultural Income-tax Act should be changed. I agree that it requires further change particularly in the way in which Sj. Binoy Chaudhuri has referred. There are three types of people that are affected by this Act. Firstly, the tea gardens in Bengal; secondly, in one or two places, the sugar factory areas; and thirdly, the co-operative farms. I have my own views on the subject that with regard to co-operative farming when we are giving them facilities in the way of seeds and manure if a particular land is cultivated on a co-operative system it would be unwise to place them in the same category as an ordinary capitalist or a company or farm which has got land out of which it makes profit. But I confess that we have not been able to get an appropriate formula yet because it may be that a person who is now assessable under the Agricultural Income-tax may, in order to avoid the tax, if we make it free so far as co-operative farm is concerned, form a sort of fictitious co-operative and get away with the tax in that form. Therefore the proper language and form will have to be thought out and then not only that section but other sections of the Act will be taken up.

With regard to my friend Shri Mazumdar's suggestion as regards tea gardens and their method of developing the tea gardens, I am to tell him that I have met some of the tea garden owners and the management of certain companies only recently and I told them that unless they are prepared to improve the quality of tea grown, it would be impossible for them to compete with the tea growers in other parts of the world. I told them that the Government of India are prepared to give them some help for development purposes, any time when they could prepare concrete schemes for development so that the tea may be of a better quality than what it is served today.

Sir, I have nothing much to add. It is only because of the Supreme Court decision that we had to hurry up the consideration of the Bill with regard to this item and since we did so we thought that we should not allow the owner of an agricultural land to pay much less in proportion to a company which has got to pay income-tax through the ordinary income-tax Act procedure and therefore we have proposed to increase the rate for such companies.

Sir, with these words I move the motion for consideration.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957, be taken into consideration was then put and agreed to.

[6-45—6-55 p.m.]

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 2, in the proposed clause (a), in line 1, the word "agricultural" be omitted.

I further beg to move that in clause 2, in the proposed clause (a), in line 3, after the words "paid the tax" the words "or by which the tax is payable" be inserted.

Sir, in this clause I have got two amendments. My first amendment is to delete the first word "agricultural" because if you retain the word "agricultural" here, the position will be that you shall not be able to give effect to the remedy for which you have brought this Bill. You say in the Preamble and it has been stated also in the speech of the Hon'ble Chief Minister and it also appears in the judgment of the Supreme Court that if agricultural income comes to the first receiver, that is, the company, it becomes assessable as agricultural income, but as soon as the company, after receiving the agricultural income, gives that money as dividend to its shareholders, that dividend does not become agricultural income. That is admitted in the Statement of Objects and Reasons and that is also the Supreme Court judgment. Therefore, in line with that reasoning, I would say that you should delete the first word "agricultural" because if you retain this word, it will read like this: "any agricultural income which he receives as his share of agricultural income". You will see that when the company

derives it, it becomes agricultural income. Here we are all agreed. But when it goes to the shareholder, it does not become agricultural income—it only remains income or dividend or share money. So, if you retain the word "agricultural" here, then the purpose will be defeated.

Then, I would say that "agricultural income" itself has got a definition in the Act. In section 2(1), it has been said, "agricultural income" means (a) any rent or revenue derived from land by such person and (b) any income derived from such land by (i) agriculture, or (ii) the performance by a cultivator or receiver of rent-in-kind of any process ordinarily employed by a cultivator.....or (iii) the sale by a cultivator or receiver of rent-in-kind. Therefore, I have stated that you make the first recipient of the income as receiver of agricultural income, but the second recipient, that is, the shareholder, shall not have it as agricultural income—he will simply have it as income or share money. Therefore, I have proposed the deletion of the first word "agricultural" only with the objection of keeping this Act in line with the definition given in section 2(1), in line with the High Court judgment and also in line with the Preamble and the Statement of Objects and Reasons which have just been given by the Chief Minister.

Then in my second amendment I wish to add the words "or by which the tax is payable" after the words "paid the tax" in line 3. If a man has not paid the tax but by whom the tax is payable and from whom the tax is realisable, he should come within the purview of this Bill, otherwise any firm which has paid the tax will only be liable and the other person from whom the tax is realisable will get away scot-free. Therefore, in order to make this Act a perfect one, the Hon'ble Finance Minister should accept my amendments, otherwise some loopholes will remain.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I cannot really follow this legal aspect of the question. We have followed the language of the original Act. If you read section 10(a), you will find it is composed of two parts, viz., any dividend which such person receives as a share-holder out of the agricultural income of a company which has paid or will pay the tax in respect of the said agricultural income or any agricultural income which he receives as his share of agricultural income of a firm. We have merely repeated the language which is in the Act which has stood the test of time since 1941. Therefore, that word "agricultural" has been repeated twice in order to make it clear. I understand that lawyers sometimes repeat twice or even thrice the same thing in order to make it more impressive. If you take away the word "agricultural", then the income which he receives may be sometimes doubted as to what it really means.

Then he has suggested—income which is paid or is payable. He has not read section 10 which says "Agricultural income-tax shall not, subject to the provisions of section 17, be payable on that part of the total agricultural income" which has been paid by the individual. It cannot be "payable". You get the exemption only when you have paid the sum. Therefore, I oppose both the amendments.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2, in the proposed clause (a), in line 1, the word "agricultural" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2. in the proposed clause (a), in line 3, after the words "paid the tax" the words "or by which the tax is payable" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed section 17, in line 2, after the words "income-tax" the words "or by which the tax is payable" be inserted.

In respect of this clause I shall have to repeat the same argument for adding the words "or by which the tax is payable".

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 3, in the proposed section 17, in line 2, after the words "income-tax" the words "or by which the tax is payable" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to

Clauses 4 and 5

The question that clauses 4 and 5 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 6

Sj. Basanta Kumar Panda: I move that in clause 6 in the proposed proviso, in lines 3 and 4, for the words "either wholly or in part, by an injunction or any other" the words "by any" be substituted.

Sir, here some words have been unnecessarily used. Sir, even in respect of the tax-dodgers no distinction has been made between those who have not paid a part of their income-tax and those who have not paid the whole of their income-tax. I have therefore, suggested that in clause 6 in the proposed proviso, in lines 3 and 4, for the words "either wholly or in part, by an injuction or any other" the words "by any" be substituted. As I say, in this proviso no distinction has been made between those persons who have not paid their tax at all and those persons who have paid their tax in part. I have therefore suggested a distinction between these two classes of persons.

Then I would ask, is there any distinction between "by any other order" and "or by an order of injunction"? "Order" is the genus of which "order of injunction" is merely a species. So why do you use the unnecessary words in the Bill? "Order" comprises all orders—it may be an order of injunction or it may be any other order. Therefore, in order to avoid repetition I have suggested my amendment.

[6-55—6-57 p.m.]

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 6 in the proposed proviso, in lines 3 and 4, for the words "either wholly or in part, by an injunction or any other" the words "by any" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 6 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 7 and 8

The question that clauses 7 and 8 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Speaker: For the information of the honourable members I say that the question time to-morrow will be half-an-hour instead of the usual one hour. I adjourn the House till 3 p.m. to-morrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 6-57 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 12th December, 1957, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 12th December, 1957, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 17 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 212 Members.

[3—3-10 p.m.]

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Supplemetaries to Starred Question No. 110.

Dr. Radhanath Chottoraj:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় (ক) প্রশ্নের উত্তরে—সরকার কি অবগত আছেন যে ময়ূরাক্ষী ক্যানেলের উপর উপযুক্ত স্থানে পারাপারের সাঁকো না থাকায় চাষ-আবাদের কাজে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে - এর উত্তরে বলেছেন 'না'—এটা তিনি কি করে বল্লেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

যখন ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা প্রথম তৈরী হয় তখন সেচ-বিভাগ থেকে ৬৭৪টি পুল, রেল-বিভাগ থেকে ২৫টি পুল তৈরীর প্রস্তাব ছিল, এই ২৫টির মধ্যে ২৪টি হয়ে গেছে, বাকী একটির কাজ চলছে। সেচ-বিভাগের ৬৭৪টির মধ্যে ৬২২টি হয়েছে, বাকী ১২টিরও কাজ চলছে, তা ছাড়া ন্যাশনাল হাইওয়েতে দুটির কাজ চলছে। আরও ১৭৭টি পুল নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলি শেষ করে আনা হয়েছে। মোট ৭০০টি পুলের মধ্যে ৬৭৩টি তৈরী হয়ে গেছে, বাকীগুলির কাজ চলছে। প্রশ্নকর্তা বলেছেন, উপযুক্ত স্থানে না থাকায়, এই ৭০১টির মধ্যে কোনটিই উপযুক্ত স্থানে নয়, এটা স্বীকার করি না।

Dr. Radhanath Chottoraj:

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এবং ইউনিয়ন বোর্ডএর রাস্তায় অনেক সাঁকো হয় নি, তার জন্য মন্ত্রীমহাশয় কি করবেন জানাবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেগুলি যদি ১৭৭টির মধ্যে না হয়ে থাকে, আমার সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার এনকোয়ারী করে দেখবেন।

Dr. Radhanath Chottoraj:

পুল তৈরীর ব্যাপারে জনসাধারণের সংগে পরামর্শ করে তাদের সুবিধা অনুযায়ী এগুলি করার প্রয়োজন মনে করা হয়েছিল কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমাদের ইঞ্জিনীয়ারগণও যেমন বুঝেছেন এবং কালেক্টর যেমন পরামর্শ দিয়েছেন, সেই মত করেছেন জনসাধারণের দরখাস্ত বিবেচনা করে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

জেলা বোর্ড পরিচালিত রাস্তা এবং ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালিত রাস্তায় যেখানে ক্যানাল বশতঃ রাস্তা বিভক্ত হয়ে পড়েছে, সেই সমস্ত জায়গায় পুল নির্মাণের কোন নীতি সরকার গ্রহণ করেছেন কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

জেলা বোর্ডের রাস্তা মাত্রই পুল তৈরী করা হয়, ইউনিয়ন বোর্ডএর সব রাস্তায় করা হয় না কাছাকাছি পুল থাকলে।

Dr. Radhanath Chottoraj:

লাভপুর থানায় কেশরী পুল সম্বন্ধে বহুদিন ধরে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে দরবার করা হয়েছিল, সেই পুলটা কি হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

নোটিশ চাই।

Dr. Radhanath Chottoraj:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে, রাস্তার জল পাশ করবার জন্য হিউম পাইপ দেওয়া হয় নি, তার জন্য রাস্তা নষ্ট হচ্ছে, সেচের কাজ বিঘ্নিত হয়েছে, তা ছাড়া গ্রামের ভিতর সেই জল ঢুকে গ্রামকে ধ্বংস করছে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হিউম পাইপ পুল নয়, সাঁকো নয়, আলাদা প্রশ্ন করুন।

Dr. Radhanath Chottoraj:

সেচের অন্তর্ভুক্ত বলে জিজ্ঞাসা করছি।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা সাঁকোর কথা, পুলের নয়, সেচের নয়।

Resuscitation of Balarampur Canal within Diamond Harbour and Falta police-stations of 24-Parganas

***111.** (Admitted question No. *377.) **Sj. Ramanuj Halder:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, চব্বিশপরগনা জেলার অন্তর্গত ডায়মন্ড হারবার থানা ও ফলতা থানার বিস্তৃত এলাকায় বলরামপুর খাল মজিয়া যাওয়ায় চাষ-আবাদের যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছে; এবং

(খ) সত্য হইলে, উহার উপযুক্ত সংস্কারের কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা এবং হইয়া থাকিলে কতদিনে কাজ আরম্ভ হইবে?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji): (ক) হাঁ।

(খ) অনুসন্ধান ও জরিপের কাজ শেষ হইয়াছে এবং বর্তমানে এই খাল সংস্কারের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইতেছে। কবে কাজটি আরম্ভ করা যাইতে পারে এখন বলা সম্ভবপর নয়।

Sj. Ramanuj Halder:

এই অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ হয়েছিল কবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
২৫শে জন ১৯৫৭ তারিখে রিপোর্ট পেয়েছি, তখন প্রস্তুতি চলছে।

Sj. Ramanuj Halder:
খালটির মোট দৈর্ঘ্য কত?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
পরিকল্পনা আমার কাছে আসে নি, এর দৈর্ঘ্য বা টাকাকড়ি কিছুই বলা যাবে না।

Sj. Ramanuj Halder:
ঐ খাল বর্তমানে মজে যাওয়ায় চাষাবাদের যে যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছে, তাতে কৃষির উৎপাদন কত পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
সে খবর আমার কাছে নেই।

Dr. Radhanath Chottoraj:
বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি জায়গায় . .

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
এটা ২৪-পরগনার প্রশ্ন।

Sj. Ramanuj Halder:
যে অংশ মজে গিয়ে অকেজো হয়ে আছে, তা টেস্ট রিলিফ অথবা অন্য কোন ব্যবস্থার দ্বারা সংস্কার করার সম্ভাবনা এখন আছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
টেস্ট রিলিফ সেচ বিভাগ করেন না, রিলিফ বিভাগ করেন।

Sj. Ramanuj Halder:
সংস্কারের যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে স্লুইস গেটের ব্যবস্থা রাখা হবে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
করা হয়েছে, না হচ্ছে, করার পর বলতে পারবো।

Sj. Ramanuj Halder:
খালটার মুখ পূর্বে বাঁধা হোত, এখন খোলার জন্য তাড়াতাড়ি মজে যাচ্ছে, এটা কি সরকার অবগত আছেন?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Kangsabati River Project

***112.** (Admitted question No. *315.) **Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) কংসাবতী-শীলাবতী সেচ পরিকল্পনার কাজ কতদিনে শুরু করা হইবে; এবং

(খ) পরিকল্পনাটি কি আইন সভায় উপস্থাপিত করা হইবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

(ক) কংসাবতী পরিকল্পনার কাজ ১৯৫৬-৫৭ সালে আরম্ভ হইয়াছে। শীলাবতীর জন্য কোন পৃথক পরিকল্পনা করা হয় নাই। কংসাবতী পরিকল্পনায় শীলাবতী নদীর পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকায় উপকৃত হইবে।

(খ) কংসাবতী পরিকল্পনা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত। উহা পৃথকভাবে আইন সভার নিকট উপস্থাপনের প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Saroj Roy:

যে "স্টেটমেন্ট অফ ফ্লাড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল" বলে একখানা বই আমাদের কাছে দিয়েছেন তাতে লেখা আছে এক জায়গায় শীলাবতী সম্পর্কে ইনভেস্টিগেশন ইজ গোইং অন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু শীলাবতী সম্পর্কে ইনভেস্টিগেশন করা হচ্ছে, সেইহেতু আলাদা পরিকল্পনা করা হচ্ছে কি?

Mr. Speaker: If you kindly look to the answer, that is the answer he has given.

"শীলাবতীর জন্য কোন পৃথক পরিকল্পনা",

the emphasis is on 'Prithak' therefore it is covered by the 'Sech Parikalpana'.

Sj. Saroj Roy:

কংসাবতী সম্পর্কে যেটা বলেছেন ১৯৫৬-৫৭ সালে আরম্ভ হইয়াছে—আপনার এই স্টেটমেন্টে আছে যে, আপনি কংসাবতী পরিকল্পনার জন্য ২০ কোটি টাকা চেয়েছিলেন, মাত্র ৪·৭৫ ক্রোরস অব রুপীজ পেয়েছেন। তারপরে লিখেছেন—

work will be slowed down to a great extent.

ওয়ার্ক যাতে শ্লোড ডাউন না হয়, তাড়াতাড়ি হয়, তার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

টাকার ব্যবস্থা করে দিন আইন-সভা থেকে, তাড়াতাড়ি কাজ করবো।

Sj. Saroj Roy:

আপনি বলেছেন কংসাবতী পরিকল্পনায় শীলাবতী নদীর পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকার উপকৃত হবে। কোন কোন এলাকা উপকৃত হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

খড়গপুর থেকে যে রেল লাইন চলে গেছে বিষ্টুপুর-বাঁকুড়ার দিকে, সেই লাইনের পশ্চিম পার্শ্বে কংসাবতী আর শীলাবতীর মাঝখানে যে জমি আছে, মেদিনীপুর জেলার সবটাই উপকৃত হবে, গড়বেতা থানার খানিকটা উপকৃত হবে. তারপর শীলাবতীর নীচে গিয়ে রেল লাইনের পূর্বদিকে এবং শীলাবতীর উত্তরে যে জায়গা আছে, সেই খানিকটা চন্দ্রকোণায় পড়ছে, চন্দ্রকোণা পেরিয়ে গিয়ে গোহাটে ঢুকছে।

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

আপনি যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, তাতে এক জায়গায় আছে শীলাবতীর ফ্লো কমে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে মজে যাচ্ছে। আপনি জানেন যে, কয়েক বৎসর ধরে শীলাবতী নদীর জল কমে যাওয়ার দরুন সেচের কাজে ক্ষতি হচ্ছে। এই অবস্থায় শীলাবতীর জন্য আলাদা কোন পরিকল্পনার ব্যবস্থা করেছেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ওটা উপরে বৃষ্টি কম হচ্ছে বলে, আসলে শীলাবতী নদী মজে যায় নি।

Sj. Saroj Roy:
শীলাবতী নদী যাতে মজে না যায় তার জন্য আলাদা কোন পরিকল্পনা করবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি তো বলেছি আলাদা পরিকল্পনা কিছু নাই, কংসাবতী পরিকল্পনার দ্বারাই শীলাবতীর উপকার হবে।

Drainage of Dhakuria, Jadavpur and Tollygunj areas

***113.** (Admitted question No. *216.) **Sj. Haridas Mitra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(*a*) whether he is aware that Dhakuria, Jadavpur and Tollygunj Colony areas remain waterlogged for days together during rains due to bad drainage system and silting up of Panchanangram Canal situated by the side of Hatlu and Baichitola Unions; and

(*b*) if so, whether Government have drawn any scheme for relief to the affected people of the area and when it is going to be implemented?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: (*a*) Yes. Drainage congestion in these areas in case of excessive rainfall is the cumulative effect of settlement of large number of the refugees with indiscriminate construction of hutments and buildings, blocking up the natural and artificial drainage channels in these areas and silting of the Panchanangram Canal.

(*b*) Yes. Tollyganj-Panchanangram-Boichitola Drainage Scheme has been prepared for solving the drainage problem of the area.

Sj. Haridas Mitra:

মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে, রিফিউজি সেটেলমেন্ট হওয়ার আর টালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়ায় এত জল জমত যে, ওখান দিয়ে শালতি চলাচল করত?

Mr. Speaker: That question is covered. Many causes have been given and one of them is refugee settlement.

Sj. Haridas Mitra: It is for the settlement of the refugees there.

Mr. Speaker: That is one of the causes and not the only cause.

Sj. Haridas Mitra: It is the cumulative effect of settlement of large number of refugees. That is his reply. My question is whether he is aware of the fact that before the refugees settled in those areas saltis and boats usually plied in those places during the rainy season.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ওটা

waterlogged area; Greater Calcutta waterlogged area

সম্বন্ধে একটা স্কীম আছে।

Sj. Haridas Mitra:

এটা সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ ইনক্লুডেড হয়েছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না।

Sj. Haridas Mitra:

যদি না হয়ে থাকে তাহলে আপনি যে স্কীমএর কথা বলছেন সেটা কি?

Mr. Speaker: You frame your question definitely. If it is not covered by the Second Five-Year Plan then in what year the scheme is going to be implemented?

Sj. Haridas Mitra: Yes, that is my question.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা ২৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার স্কীম; এটা সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ ইনক্লুডেড ছিল না, এখন আমরা চেষ্টা করছি যদি নূতন করে ঢোকান যায়।

Sj. Haridas Mitra:

আমি (বি) প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করেছি—
when the scheme is going to be implemented?
এটার কোন জবাব দেন নি।

Mr. Speaker: He has said that it has not been included in the Second Five-Year Plan but he is making an attempt to get it included.

Sj. Haridas Mitra: But my question is when the scheme is going to be implemented?

Mr. Speaker: After the inclusion.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

যদি কখনো ইনক্লুডেড হয় তার পরে হবে।

Sj. Haridas Mitra:

পঞ্চাননগ্রাম খালটা সিলটেড আপ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেই খালটা গিয়ে পড়েছে কর্পোরেশনের স্টর্ম ওয়াটার চ্যানেলএ-এটা সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করার প্রস্তাব আছে কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

স্টর্ম ওয়াটার চ্যানেলএর কোন ব্যবস্থা নাই। সেটা একটা আলাদা স্কীম।

Mr. Speaker: Mr. Mitra, I will tell you what I feel about the questions and answers. A very large number of questions remain unanswered and the quicker we can get rid of them, gentlemen putting the questions may get some idea as to the answers the Government have got to give. If by putting a few questions you spend the whole time then again the whole grievances will be there.

Sj. Haridas Mitra: Sir, this a very very important question.

Mr. Speaker: All right, put your question.

Sj. Haridas Mitra:

আমার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, বর্ষার সময় এই সমস্ত এরিয়াটা থেকে জল-নিস্কাশন হয় না, এর জন্য কি আপনারা কোনরকম পাম্পিং এ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারেন না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা ড্রেনেজএর ব্যাপার।

Reclamation of "Bariti Beel" within Barrackpore and Barasat subdivisions of 24-Parganas

***114.** (Admitted question No. *242.) **Sj. Pabitra Mohan Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, Barrackpore ও Barasat মহকুমার (চব্বিশপরগনা জেলা) মধ্যে অবস্থিত "বাড়িতির বিল"-এর জল-নিকাশের কোনপ্রকার ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিবৎসরই কয়েক হাজার একর জমির চাষ নষ্ট হইয়া যায়; এবং

(খ) অবগত থাকিলে, উক্ত বিল সংস্কারের জন্য সরকারের কোনরূপ scheme আছে কিনা এবং কখন ইহা কার্যকরী করা হইবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

(ক) অত্যাধিক বৃষ্টির সময় "বাড়িতির বিল"-এর জল-নিকাশের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা বর্তমানে নাই। সেজন্য চাষের ক্ষতি হওয়া সম্ভব।

(খ) হ্যাঁ, Nowi Basin Drainage Scheme এবং Sunthi Basin Drainage Scheme নামক দুইটি পরিকল্পনা তৈয়ারী করা হইয়াছে। এইগুলি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চেষ্টা করা হইবে।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

মন্ত্রীমহাশয় এই যে বল্লেন, জল-নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নাই, কোন ব্যবস্থা আছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

কিছুটা কিছুটা আছে বইকি।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

জল-নিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা না থাকার দরুন প্রতি বছর কি পরিমাণ ধানচাষ নষ্ট হয় যদি তার কোন আইডিয়া—

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

যদি'র কথা বলতে পারব না।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

পশ্চিম বাংলায় আজকে যে খাদ্য-পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তাতে মন্ত্রীমণ্ডলী যদি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নূতন করে কোন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেন তাহলে ভাল হয় না কি?

Mr. Speaker: That is not a question.

Sj. Chitto Basu:

বর্তমানে কি-কি ব্যবস্থা আছে জানেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

দুইটি পরিকল্পনা তৈরী আছে, ড্রেনেজএর ব্যবস্থা হচ্ছে।

Sj. Chitto Basu:

এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট কি ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে কোন সংবাদ দেয় না, প্রতি বছর কিরকম ক্ষতি হয়ে থাকে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
ক্ষতির পরিমাণ এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট দিতে পারে, তাদের প্রশ্ন করবেন।

Sj. Chitto Basu:
আপনি কিছু বলতে পারেন না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukh
না।

Sj. Chitto Basu:
বসিরহাট ও বারাসতের এস, ডি, ও, কি কোন সংবাদ পরিবেশন করেন না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
সেখানে জিজ্ঞাসা করবেন।

Sj. Chitto Basu:
নৈবসান ড্রেনেজ স্কীম সম্বন্ধে যা বল্লেন, কত টাকা তাতে খরচ হবে, কোন্ কোন্ এলেকা উপকৃত হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
৪৮ লক্ষ টাকার স্কীম আছে, ৮২ স্কোয়ার মাইল উপকৃত হবে। সুনাথি বেসিন স্কীম ৬০ লক্ষ টাকার স্কীম, তাতে ৮৯ স্কোয়ার মাইল উপকৃত হবে।

Sj. Chitto Basu:
আমি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা বলছি, এই পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকারের কোন নির্দিষ্ট নীতি আছে কি?

Mr. Speaker: This is hopelessly irrelevant.

Sj. Chitto Basu: I put it because it has been referred to by the Hon'ble Minister that the scheme may be taken up during the Third Five-Year Plan.

Mr. Speaker: This is irrelevant.

Drainage of Bhuri Beel, Galsi, Burdwan

***115.** (Admitted question No. *103.) **Sj. Promatha Nath Dhibar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, গলসী থানায় বাঁকা নদীর বন্যার ফলে ভূড়ি বিলের জল-নিকাশের কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকায় ৪০।৫০ হাজার একর জমির চাষ প্রতি বৎসর নষ্ট হইয়া যায়; এবং

(খ) এই বিল সংস্কারের জন্য সরকারের কোনরূপ স্কীম আছে কিনা; যদি থাকে, কখন হইতে উহা কার্যকরী করা হইবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

(ক) কিছু পরিমাণ নিচু জমিতে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই জমির পরিমাণ এক হাজার একরের বেশী নয়।

(খ) ভূড়ি বিলের জল নিষ্কাশণের একটি পরিকল্পনা বর্তমানে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন প্রস্তুত করিতেছেন। পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলে উহা কার্যকরী করিবার চেষ্টা করা হইবে।

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

এর পূর্বে কোন স্কীম করা হয়েছিল সরকার থেকে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না।

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে করেছিল কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টকে জিজ্ঞাসা করবেন।

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

এই বিলের জল-নিষ্কাশনের জন্য পূর্বে কোন ড্রেন ছিল কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বলতে পারব না। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন থেকে তাঁরা তৈরী করছে। তাঁরা এটা করে আমাদের জানালে তখন জানাতে পারব।

Mr. Speaker: Mr. Dhibar, why do you ask questions relating to department with which he is not concerned.

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

এই ড্রেনটা সম্বন্ধে উনি আমাদের কিছু জানাতে পরেন কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন থেকে জানালে জানাতে পারব।

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

সে তো অনেকদিন ধরে শুনছি দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন থেকে স্কীম তৈরি হচ্ছে, আমি জিজ্ঞাসা করছি সে বিষয়ে উনি কিছু জানেন কিনা?

Mr. Speaker:

উনি তো তার জবাব দিয়েছেন।

I have disallowed it.

Work-charged staff under Irrigation Department

***116.** (Admitted question No. *115.) **Dr. Radhanath Chattoraj:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(*a*) how many work-charged employees are there in the Irrigation Department of the Government in May, 1957;

(*b*) how many of them are employed under Mayurakshi Project;

(*c*) if it is a fact that these work-charged employees are going to be retrenched soon;

(*d*) if so, reasons for the same; and

(*e*) how many of the work-charged employees have already been declared surplus?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: (*a*) 2,999.

(*b*) 710.

(*c*) and (*d*) As per terms of appointment, work-charged staff are liable to be discharged as soon as the works on which they are employed are completed. But before such discharge attempts are made to absorb the surplus work-charged staff against suitable vacancies elsewhere.

(*e*) 357.

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Narayan Chobey:

আপনি (ই) উত্তরে এই যে বলেছেন ৩৫৭. ২৬-৬-১৯৫৭ তারিখে কি এ্যাটেম্পট করা হয়েছে তাদের ডিসচার্জ করবার?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

২৬-৬-১৯৫৭ তারিখ পর্যন্ত কোন ডিসচার্জ হয় নাই।

Sj. Narayan Chobey:

স্যার, বুঝতে পারলাম না।

Mr. Speaker: Up to 26th June there has been no case of discharge.

Sj. Narayan Chobey:

সেখানে কি আপনাদের কোন পরিকল্পনা আছে—সাপোজিং আপনারা তাদের জবাবের অর্ডার দেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সাপোজিংএর কোন জবাব হয় না।

Sj. Narayan Chobey:

এই সারপ্লাস স্টাফদের কি কংসাবতী পরিকল্পনায় নেবার প্ল্যান আছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

নেবার চেষ্টা হচ্ছে।

Sj. Monoranjan Hazra:

ওখানে মনিলাল চট্টরাজকে ছাটাই করা হয়েছে কি না জানেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমার জানা নাই।

Sj. Monoranjan Hazra:

তাদের ছাটাই নোটীশ দেওয়া হয়েছে. সেটা আপনি জানেন না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

নোটীশ দেওয়া মানে ছাটাই নয়। টেম্পোরারী ওয়ার্ক শেষ হলেই ছাটাই নোটীশ হয়ে যায়। সেটা ছাটাই হয় না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ছাটাই নোটীশ দেবার পরেও ওয়ার্ক-চার্জড পিপলদের কোন কোন লোককে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে ঐ ডিপার্টমেন্টে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বিশেষ কাজের জন্য ওয়ার্ক-চার্জড লোককে নিযুক্ত করা হয়েছে. কাজ শেষ হয়ে গেলে ছাটাই করা হয়েছে। আবার হয়ত অন্য আর একটা কাজে নেওয়া হয়েছে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ঐ ডিপার্টমেন্টের ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় ওয়াক-চার্জড লোককে ছাটাই করে আবার সেখানেই পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে কম বেতনে—এটা জানেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ছাটাইএর প্রশ্ন নয়—কাজ ফুরিয়ে গেলে তাকে অন্য জায়গায় কাজ দেওয়া হয়। সেখানে যে কম বেতন বা বেশী বেতন বা সমান বেতন পেতে পারে—সেটা হতে পারে?

Sj. Mihirlal Chatterjee:

৮-১০ বছর কাজ করবার পর ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার ওয়ার্ক-চার্জড পিপলরা যদি কম বেতনে নিযুক্ত হয়, ঐ একই রকম কাজে, তাহলে সেটা বন্ধ করবার কোন ব্যবস্থা সরকার করছেন?

Mr. Speaker:

আপনি দুটো প্রশ্ন একসঙ্গে করছেন।

You should have asked—if he knew such a thing has happened and if he admits, your question would be—what steps he intends to take to prevent it.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার, উনি ছাটাই ও ডিসচার্জ আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা করছেন।

Mr. Speaker:

Kindly listen to me.

এখানে উনি ঠিকই বলেছেন, টেম্পোরারীভাবে, তাদের এ্যাপয়েন্ট করা হয়, সেই রুটিনএর কাজ যখন শেষ হয়ে যায়, তখন ছাটাই নোটীশ দেওয়া হয়,

but in spite of such notice having been given, all attempts are made to absorb those particular persons who have been served with such notices. Next, the question of wage will depend on the class of work given.

Condition of service of Nakal Majdurs under Irrigation Department

***117.** (Admitted question No. *213.) **Sj. Amal Kumar Ganguly:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(*a*) what is the total number of Nakal Majdurs doing minor repair jobs at different places under the Irrigation Department, Trans-Damodar-Hooghly and West Midnapore Divisions;

(*b*) what are the terms and conditions of the services of these Nakal Majdurs;

(*c*) whether the names of those workers are struck off from the register or they are suspended for indefinite period even after they have served the department for more than twenty years; and

(*d*) whether Government have any plan to absorb them in the permanent establishment and give a security in their employment?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: (*a*) The number of Nakal Majdoors is 30 numbers under Trans-Damodar Drainage Subdivision of Hooghly Irrigation Division and 12 numbers under Gadghat Subdivision of West Midnapore Division.

(*b*) They are employed under the work-charged establishment. The work-charged staff are employed on specific work. When that particular work is completed, they are liable to be discharged as per terms of their appointment. But before such discharge, attempts are made to absorb the surplus hands against suitable vacancies elsewhere.

(c) No. But for any serious offence they may be suspended from service regardless of the period of service rendered.

(d) No. In case of annual maintenance works, the sanctioned period of service of staff engaged thereon is renewed yearly with the renewal of such maintenance estimates. Suitable personnel from amongst these work-charged staff are also absorbed in regular establishment if vacancy occurs.

Sj. Amal Kumar Ganguli:

এই ওয়ার্ক-চার্জড লোকদের কিভাবে এ্যাপয়েন্ট করে বা কে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

Executive Engineer or Superintending Engineer,
যেখানে যেমন হয়, ওটা আমার নয়।

Sj. Amal Kumar Ganguli:

কোন কাগজে ঘোষণা করে নোটীশ বা এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

কাগজে ঘোষণা হতেও পারে, না হতেও পারে। কোন একটী বিশেষ প্রজেক্টের জন্য জনকতক লোক নেওয়া হলে কাজ ফুরিয়ে গেলে, তাদেরও কাজ চলে গেল।

Sj. Amal Kumar Ganguli:

তাদের কি সরকারী কর্মচারী হিসেবে গন্য করা হয়?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

যে পর্যন্ত কাজ চলে, সেই সময়টুকুর জন্য।

Sj. Amal Kumar Ganguli:

যে সময়টুকু তাঁরা কাজ করেন, অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মত তাঁদেরও মাগ্গীভাতা ইত্যাদি দেওয়া হয় কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না। ওয়ার্ক-চার্জড লোকদের সে হিসেবে কিছুই দেওয়া হয় না। কারণ তাঁরা রেগুলার এমপ্লয়ীজ নয়।

Sj. Amal Kumar Ganguli:

আপনি কি জানেন যে, এই সমস্ত কর্মচারী, তাদের যাঁরা এ্যাপয়েন্ট করেন অর্থাৎ সেক্সন অফিসার, এস, ডি, ও, ইত্যাদি, তাঁদের সঙ্গে একটা কমিশনের ব্যবস্থা থাকে অর্থাৎ তাঁদের বেতনের একটা অংশ না দিলে তাঁদের চাকরী থাকে না। এ খবর তিনি জানেন কি না?

Mr. Speaker:

এখানে বন্দোবস্তের কথা ওঠে না।
I disallow it.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনএর আন্ডারএ ওয়ার্ক-চার্জড পিপলরা যে সুযোগ-সুবিধা পায়, ইরিগেশন ব্যাপারের এই ওয়ার্ক-চার্জড পিপলরা সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পায় কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

দামোদর ভ্যালীতে কি পায় বলতে পারি না, আমরা যা দিয়ে থাকি তাই বলতে পারি।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই ফুড ডিপার্টমেন্টএর সারপ্লাস পিপলদের ডিসচার্জ করলে পর, তারা আবার পুনর্নিয়োগের যে সুযোগ-সুবিধা পায়, এই ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টএর ওয়ার্ক-চার্জড পিপলরাও তাই পায় কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তা বলতে পারবো না। আমার ডিপার্টমেন্ট তো ফুড ডিপার্টমেন্ট নয়।

Sj. Narayan Chobey:

এই

Trans-Damodar Drainage Subdivision of Hooghly Irrigation Division

এবং

Gadghat Subdivision of West Midnapore Division.

এগুলি কি পার্মানেন্ট ডিভিশন, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টএর?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হ্যাঁ।

Sj. Narayan Chobey:

এই দুই ডিভিশনে যে ৩০ জন ও ১২ জন লোক কাজ করে, এদের কিছু কিছু লোককে কাজে কি সব সময় লাগে না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বিভিন্ন কাজে লাগে। যে কাজের জন্য লোক নেওয়া হয়, সেই কাজ ফুরিয়ে গেলে, তাদের কাজও ফুরিয়ে যায়।

Sj. Narayan Chobey:

এই পার্মানেন্ট ডিভিশনকে কেন পার্মানেন্ট লোক দ্বারা ম্যান্ড করেন না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এরা পার্মানেন্ট কাজে নিযুক্ত হয় না; বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য হয়।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন, এই ওয়ার্ক-চার্জড পিপলরা ৮।১০ বছর মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ইত্যাদি টেকনিক্যাল কাজ করবার পর যখন ডিসচার্জ হয়, তখন তাদের অল্টারনেটিভ এ্যাপয়েন্টমেন্ট হিসেবে জেল ওয়ার্ডারএর কাজ অফার করা হয়?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

জেল ওয়ার্ডারএর কাজ ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টএর নয়।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আমি সে কথা বলি নাই।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেখানে কোন্ কাজ দেওয়া হয়, তা আমি জানবো কি করে?

(এ ভয়েস: চটে যান কেন, ওটা তো আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়!)

Sj. Mihirlal Chatterjee:

৮-১০ বছর ঐ ইরিগেশন ডিভিশনএ টেকনিক্যাল কাজ করবার পর এই ওয়ার্ক-চার্জড পিপলদের যখন ডিসচার্জ করা হয়, তখন কোন কোন লোককে কাজ না দিতে পেরে শেষ পর্যন্ত তাকে জেল ওয়ার্ডারের কাজ অফার করা হয়—এটা জানেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমাদের কাজ ফুরিয়ে গেলে, আমাদের ডিপার্টমেন্ট অন্য কোথাও কাজ দিতে পারে তো দেয়, না হলে তারা অন্যত্র চলে যায়।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে এইরকম কাজ অফার করা হয়েছে, জানেন কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হতে পারে না।

Mr. Speaker: Question time over.

এখানে আমাদের জেলও বন্ধ হয়ে গেল।

[3-30—3-40 p.m.]

Adjournment Motions.

Dr. Ranendra Nath Sen:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার একটা এ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন ছিল, আমি সেটা পড়ে দিতে চাই—

The proceedings of the House do now stand adjourned to raise a discussion on a matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely, the non-implementation of the Award by the authorities of Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, Ltd., and the negligence of the Government to enforce the implementation of the Tribunal Award by the authorities concerned which has resulted in stay-in strike of all the staff employed in the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, Ltd., since 11th December, 1957.

আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই যে, নন-ইমপ্লিমেন্টেশন সম্বন্ধে মন্ত্রীমহাশয় এত কথা বলেন—মালিকরা যদি ইমপ্লিমেন্ট না করে তাহলে গভর্নমেন্ট থেকেই সেই ব্যবস্থা করা হবে। এই ব্যাপারে আমি জানতে চাই—মন্ত্রীমহাশয় এ-বিষয়ে কি করছেন?

Mr. Speaker.: I have disollowed the motion. You cannot put questions.

Dr. Ranendra Nath Sen:

ডিসএ্যালাউড করেছেন, সেটা আমি জানি। আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, ৪ হাজার লোক বসে আছে, সে বিষয়ে মন্ত্রীমহাশয় কিছু বলতে রাজী আছেন কি না।

Mr. Speaker: I have disallowed the motion. That is an end of it.

Dr. Ranendra Nath Sen:

মোশন ডিসএ্যালাউড করেছেন সেটা জানি। আমি জানতে চাই মন্ত্রীমহাশয়ের কিছু বলবার আছে কি না? যদি কিছু না বলেন, তবে বড় বড় বক্তৃতা যেন না দেন।

Mr. Speaker: You cannot say that.

Dr. Ranendra Nath Sen: I have already said that.

Mr. Speaker: Let me say you have said a wrong thing.

Dr. Ranendra Nath Sen: I do not accept your judgment.

Mr. Speaker: You mean to defy the Chair?

Dr. Ranendra Nath Sen: No, I am not defying the Chair. I am merely saying that your interpretation of the thing I do not accept. Whether it is correct or not I do not say anything.

Mr. Speaker: I hold that it is unparliamentary.

Sj. Jyoti Basu: Sir, he was asking whether the Minister can make a statement on this. Supposing the Minister is willing to make a statement on this, then he is entitled to make that statement. A Minister can always get up and make a statement with your permission.

Mr. Speaker: The point I wish to make is that it is a question of procedure. He has given a notice of an adjournment motion and I have disallowed it. We in this House follow this practice that even though I have disallowed an adjournment motion, I always permit the motion to be read out in the House so that it can remain on record. But after that, can questions be put one after another?

Sj. Jyoti Basu: No, but the point is whether a member is not entitled, after reading out that motion, to ask you one or two questions? You may say "this question does not arise", or "I have given my ruling and I stick to it." You are entitled to say that. With your permission the Minister may get up and say something on this subject.

Mr. Speaker: I do not think we are at cross-purposes. I have already said my ruling is there—I have disallowed it.

Sj. Jyoti Basu: When there was a pause, could not the Minister get up and make a statement with your permission?

Mr. Speaker: No permission was asked for nor could it be allowed.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

বালুরঘাটের বাসএর ব্যাপারে একটা এ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন আনা হয়েছিল, তার উপর ডাঃ রায় একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন, তাই এবিষয়েও নিশ্চয়ই মন্ত্রীমহাশয় একটা স্টেটমেন্ট দিতে পারেন।

Mr. Speaker: It is not a matter of right. Does the Hon'ble Minister want to make any statement?

The Hon'ble Abdus Sattar: I will make a statement tomorrow on this matter.

Sj. Chitto Basu:

আমার একটা অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন ছিল—

The proceedings of the Assembly do now adjourn to discuss a matter of public importance of recent occurrence, namely, the situation arising out of the staying in of more than three thousand workmen within the factory premises of Messrs. Bengal Chemical and Pharmaceutical Works, Ltd., at Manicktala and Panihati, as a protest against the non-implementation of the award of the Fifth Industrial Tribunal which (non-implementation) is likely to seriously jeopardise the industrial policy of the State Government.

আমি ডিম্যান্ড করছি এই হাউসএ মিনিস্টারএর কাছ থেকে, যে তিনি একটা স্টেটমেন্ট করুন, কেন না এই ব্যাপারে অনেকবার রিকোয়েস্ট করা হয়েছে, সুতরাং তাঁর কাছ থেকে একটা স্টেটমেন্ট চাচ্ছি।

Mr. Speaker: Is the Hon'ble Minister willing to make any statement?

The Hon'ble Abdus Sattar: I will make a statement tomorrow on the same subject.

Mr. Speaker: The adjournment motion relates to the same subject and he will make a statement tomorrow.

Amendment of the Wakf Act.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমাদের এদিক থেকে একটা নোটীশ দিয়েছিলাম ওয়াক্‌ফ এ্যাক্ট এ্যামেন্ডমেন্ট বিল সম্বন্ধে আজ অবধি আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না, সেটার কি হল? লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্ট একটা নোটীশ দিয়েছে।

Mr. Speaker: I think Sj. Ganesh Ghose had a talk with the Chief Minister regarding this very question and as far as my recollection goes the Chief Minister told him that this is an important matter and Government want to bring a comprehensive Bill during the next session.

Sj. Jyoti Basu:

শ্রদ্ধেয় গণেশ ঘোষও এটা বলেছিলেন, চিফ হুইপএর কাছে আলোচনার করার পর। সেটা হলে ভাল হয়। কারণ ওদিক থেকে হলে পাশ হবার সুযোগ আছে। এদিক থেকে হলে, পাশ হবে না, খালি প্রপাগ্যান্ডা হবে। আমরা চেয়েছিলাম যে, সেটা এদিক থেকে মুভ করলে ভাল হবে। সেটা করার কোন সুযোগ আছে কি না?

Sj. Bankim Mukherjee: Sir, I had a further discussion with the Chief Minister on the subject and I want to bring it to your notice.

এখানে কথা হল—প্রাইভেট মেম্বার বিল—এই প্রথম এই সেশনএ আসছে। সেই হিসেবে আমাদের এখানে অধিকার আছে, এই প্রাইভেট মেম্বার বিল প্লেস করবার। সেটা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I desire to request those who are interested in this matter to meet us in order that they might help us in formulating a Bill for the next Session.

Sj. Bankim Mukherjee:

এই সূত্রেই আমি বলছিলাম যে বিলটা মুভ করার ব্যাপারে—

The Chief Minister might make a statement that Government is going to bring forward a Bill.

Mr. Speaker: It may be introduced and it may be left at that stage. I will show it in the list of business tomorrow.

Time for Questions.

Sj. Jyoti Basu:

আমার আর একটা প্রশ্ন আছে, আপনার কাছে, সেটা হচ্ছে যে, আমরা ৩ দিন ধরে এটা দেখছি, অবশ্য কতকগুলি ব্যাপারে আমরা রাজী হয়েছিলম যে আধ-ঘন্টা প্রশ্নের উত্তর হবে। যদিও আপনি জানেন যে, আমাদের মূলগত অধিকার এক ঘন্টা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া। অন্যান্য বারের চেয়ে এবার প্রশ্নোত্তর অনেকগুলি পাওয়া যাচ্ছে—যা আগে পাওয়া যেত না। এবারে কিছুটা তাড়াতাড়ি হচ্ছে। কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসা করতে পারছি না—সময় অভাবে অনেকগুলি প্রশ্ন পড়ে থাকছে। সেইজন্য যা হবার হয়ে গেল, কাল যেন আবার প্রশ্ন কেটে দেওয়া না হয়। কারণ কালকে নন-অফিসিয়াল বিজিনেস হবে না, গভর্নমেন্ট বিজিনেস হবে।

Mr. Speaker: I may tell you that I have considered this aspect of the matter. To my mind, practically all the Bills will be finished today—there will be no Bills standing over tomorrow. So, tomorrow after 5-30 we have decided to have the debate on flood. Therefore, there is nothing to prevent spending an hour over questions from 3 to 4 tomorrow.

Sj. Ganesh Ghosh: When are we going to discuss the Wakf Bill tomorrow?

Mr. Speaker: You can introduce it—it will take only five minutes.

Sj. Ganesh Ghosh: After question hour?

Mr. Speaker: Yes.

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Jyoti Basu:

আজকে এখানে নূতন অ্যাজেন্ডা দেওয়া হ'ল কিন্তু সুবোধবাবু মোটর ভেহিকলস্ রুলসএর যে অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছিলেন সেটা কবে হবে?

Mr. Speaker: It will be on the tomorrow's agenda.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Although it was sent from here on the 6th the notice reached at our end on the 10th. It took a little time to go there. We have prepared the answer and it will be taken up tomorrow.

GOVERNMENT BILLS.

The City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957.

The Hon'ble Siddharta Sankar Roy: Sir, I beg to introduce the City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957.

[Secretary then read the title of the Bill.]

The Hon'ble Siddhartha Sankar Roy: Sir, I beg to move that the City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957, be taken into consideration.

Sir, this Bill has been brought because it appeared to us that there was a technical flaw in the Act itself. As such, that technical flaw is now sought to be removed. The substance of the whole amendment is that, in respect of all ejectment suits with regard to property the value of which is below Rs. 10,000, proceedings will lie only to the City Civil Court. Sir, I do not wish to waste your time any more.

Sj. Sunil Das: Sir, the Bill proposes to regulate the manner of obtaining remedy on the part of the landlords and their tenants arising under the West Bengal Premises Tenancy Act, 1956, as the Hon'ble Minister has said.

This Bill, far from removing some legal anomalies which already exist, seeks to perpetuate them to the disadvantage of the none-too--affluent litigant public arising from the common rung of society.

In the first place, Sir, the mediaeval anomaly of dividing the municipal city of Calcutta into the Presidency town of Calcutta and the rest of it forming part of the district of 24-Parganas is continued in the Bill. In the Bill under discussion the substantive law is contained in the West Bengal Premises Tenancy Act, 1956, and it applies to the municipal city of Calcutta, among others, under section 1, sub-section (3) and section 2, clause (a) of the Act referred to above without any distinction as regards the classes of landlords or the classes of premises or the classes of tenants or the different areas of the municipal city. In this context, Sir, there can be no rational basis for classifying premises within the Presidency town

in one category and without the Presidency town in a different category. If suits between landlords and tenants in respect of premises outside the Presidency town, e.g., in Bhowanipore or Ballygunge area, can be adjudicated upon by civil courts constituted under the Bengal, Agra, Assam Civil Courts Act, there is no reason why the city civil court which stands on the same footing as a district court and consists of Judges who had presided over district courts, should not be competent to deal with similar suits within the Presidency town of Calcutta. The co-terminus jurisdiction of the Original Side of the High Court thrown in in the Bill in this regard is not only redundant but also highly discriminatory. It is detrimental to the interest of the common man and to the economic integration of the State that there should be any difference in the substantive law as applied in the Presidency town and outside.

In the second place, Sir, there is no reason for classifying suits between landlords and tenants or premiess within the Presidency town of Calcutta into two categories, viz., value of suits above and below Rs. 10,000 and value of premises above and below Rs. 10,000. The classification seems to be arbitrary and motivated and is contrary to Article 14 of the Constitution. In so far as the institution of suits is concerned, the proposed measure seems to be intended to encourage the rich landlords to inflate their suit valuations and to institute the suits in the Original Side of the High Court in order to dodge payment of court fees in terms of section 4 of Court Fees Act, 1870, and deprive the State of its just revenue, which would otherwise have been collected if ad valorem Court fee could be realised on such document. This shift to the Original Side would also put the less affluent tenants in a very disadvantageous position and they have to face the full load of litigation in the Original Side of the High Court. The proposed measure, therefore, seeks to give relief both to the rich landlord and the big tenant in respect of suits and premises valued above Rs. 10,000 in so far as the payment of court fees is concerned when both are admittedly capable of paying the same. The State thereby not only loses revenue but also discriminates against the small litigants by putting them under the operation of the Court Fees Act in the City Civil Courts.

Now, ejectment suits can be brought only by the landlords. As the object of the Premises Tenancy Act is to protect the tenants from unscrupulous landlords, it is reasonable that the convenience and advantage of the tenant-defendants should be the criterion in determining the forum and procedural law governing such suits. If such option is left to the tenant-defendants in spite of the compulsion of the Court Fees Act, they would find themselves in a better position in the City Civil Court where the litigation cost would be very much less than in the Original Side of the High Court because of the dual system obtaining there. The costliest lawyer in the City Civil Court would cost very much less than a Counsel and an Attorney in the Original Side of the High Court. Apart from the cost of obtaining justice there is no reason to apprehend that the quality of Administration of Justice in the City Civil Court will be inferior to that of the Original Side of the High Court. We all know that munsifs are appointed as High Court Judges and there will be no apprehension regarding the administration of justice. The Bill is again contrary to the spirit and letter of Article 44 of the Constitution which clearly emphasizes the necessity of a uniform civil code throughout the territory of India.

[3-50—4 p.m.]

It is an elementary principle of administration of justice that the courts as well as their procedures should be uniform throughout the country just as the substantive law should also be uniform throughout the country.

Then again the question of delay in administration of justice is involved in the Bill. The Prime Minister rightly said in the States' Law Ministers Conference, where our Judicial Minister must have been present, held in New Delhi on the 18th September last, that contrary to all principles of democracy, justice in our land was neither inexpensive nor speedy. As regards costs, in relation to the Bill we have dealt at length. Now, about delay in administration of justice.

The provisions of the Bill allow pending cases to pend before the High Court. We know that huge arrears have accumulated in the Original Side of the High Court and there is no reason why pending cases should be allowed to pend there thus adding to the congestion already obtaining in the Original Side of the High Court and that would add to the delay in meeting justice and harassment to the litigants. In this connection, reference may be made to the Bombay City Civil Court Act XI of 1946 where all such pending cases stood transferred to the City Civil Court when the City Civil Court came into operation.

Then again section 14 of the City Civil Court would leave the question of jurisdiction open and at a later stage the cases which are pending in the High Court may be found out of jurisdiction and the High Court might direct that those cases should go to the City Civil Court and that would also add to the delay, and then the order of transfer would ensue and delay and harassment would consequently follow. With these words I oppose the consideration of the Bill.

Sj. Basanta Kumar Panda: Mr. Speaker, Sir, I wish to be very brief on this point. With regard to this Bill, I would say that this has been a belated though necessary Bill because the necessity of such a Bill was felt about two years ago. But it is late in introducing this Bill. I expected from our Judicial Minister, who was erstwhile a good practitioner at the Bar, a comprehensive amendment of the administration of justice in the city and its suburbs by amending not only these two Acts in tit-bits, but also bringing under amendment the Calcutta Small Causes Court Act because though it was a Central Act, now this State has power to amend or repeal or do anything with regard to it. Now, with regard to this, I would say that the necessity has been felt since 1950 for better, speedy and cheaper administration of justice in the city and its suburbs. Feeling that necessity the City Civil Court Act had been passed and it had got the assent of the President on 1st of September, 1953. But thanks to the administrators of that time, the actual setting up of the Courts had been delayed for about four years and the Courts have been set up in January, 1957 only with four judges though the Court is functioning for about one year. You all know, Sir, that these suits are filed and they become ripe for hearing at a very late stage, one or two years after. Therefore naturally the City Civil Court Judges have not got enough suits for disposal because all the suits are not ripe for hearing. They are now busy with interlocutory matters regarding those suits. Therefore they require more work and the necessity of the City Civil Court in this Province as well as in the States of Bombay and Assam was due to the fact that there had been accumulation of work in the High Court and therefore the High Court should be released of a part of its work with regard to litigations of lower valuations and therefore this Court has been set up. But contrary to the spirit of the Act, under section 20 of the City Civil Court Act it was specifically provided that in spite of the passing of that Act, suits pending at that time in the Original Side of the High Court which became triable by the judges of the City Civil Court shall not be transferred and they will remain there. I would say that this special provision was necessary,

for whose purpose? Was it for the purpose of the litigating people or was it for the purpose of somebody else? Still that attempt has not been made to transfer those pending cases.

Now you all know, Sir, under article 224 of the Constitution, the President of India has power to appoint additional judges where there has been accumulation of work. Now two additional judges have been appointed and there are rumours for further appointments I am not saying due to their inaction.

Mr. Speaker: Mr. Panda, you are irrelevant. They may appoint 200 judges to clear the arrears. This Bill has nothing to do with that.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, in one of my amendments I have asked for transfer of cases pending in the High Court to the City Civil Court. Therefore as introductory I am saying......

Mr. Speaker: Finish it quickly.

Sj. Basanta Kumar Panda: Very soon I shall finish it. You see, Sir, from the statistics that in this poor Province of two and a half crores of people we have already got 20 permanent judges and now we have got two more. If you compare this number with the other Province—in U. P. where there are six and a half crores of people they have got only 24 judges in the High Court.

Mr. Speaker: Calcutta was never in U. P. and will never be in U. P. Calcutta has a different set-up. Why make that mistake?

Sj. Basanta Kumar Panda: I am speaking of Bombay and Madras because though U. P. is not of the same status as Calcutta, but Bombay and Madras are.

Mr. Speaker: This set-up is different. As far as I can see, cases are being removed from the Small Causes Court to the City Civil Court which is a superior Court and if it obtains jurisdiction it will lead to better justice and quicker justice. Why waste time?

The Hon'ble Siddartha Sankar Roy: The arguments put forward by the Opposition are opposed to reason, common sense, law and relevancy. I therefore do not answer.

Mr. Speaker: You need not have said that.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

এইরকম জবাব চলে, স্যার?

Mr. Speaker: Therefore I am asking him to sit down.

The motion of the Hon'ble Siddhartha Sankar Roy that the City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that in clause 2, for the proposed second proviso the following proviso be substituted, namely:—

"Provided further that any suit or proceeding instituted in the Calcutta High Court or in the Court of the Chief Judge of the Court of Small Causes of Calcutta or in the Court of any other Judge of the Court of Small Causes of Calcutta under the provisions of the West Bengal Premises Tenancy Act, 1956 and pending on the date of the commencement of the City Civil Court and West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Act, 1957, shall be deemed to have been transferred to the City Civil Court, as from the date of the Commencement of the Act."

Sir, I have changed the proviso. As I have argued my point at the consideration stage, cases should be transferred because section 14 of the Act leaves open the question of jurisdiction and at a later stage the High Court may find out in regard to those cases which are pending before the High Court that the High Court has no jurisdiction over those cases and will have to send back those cases to the City Civil Court. Therefore, by amending the second proviso I am guarding against the lacuna that has occurred to me in the proposed Bill and I have drawn inspiration from some editorial comments of the Calcutta Weekly Notes which is a reputed legal journal and I will read the relevant portion.

[4—4-10 p.m.]

Mr. Speaker: You need not read that.

Sj. Sunil Das: All right, Sir, I have nothing more to say.

Sj. Siddhartha Sankar Roy: I do not want to say anything.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 2, the following further proviso be added to the Second Schedule, namely:—

"Provided further that any suit or proceeding which is pending in the Calcutta High Court on the date of commencement of this Act and which is triable by Calcutta City Civil Court on such date, shall be transferred to such Court for disposal."

With regard to my amendment, I had originally given one amendment, and I have also added two amendments to bring it in line with my new clause 4 which I wish to add.

I beg to move that in clause 2 in the second proviso in line 1, the word "appeal" be omitted.

I also beg to move that in clause 2 in the second proviso in line 2, the words "the Calcutta High Court or in" be omitted.

These two expressions I wish to omit because of the fact that I had stated in my new clause that any suit pending in the Original Side of the High Court but which are now triable by the City Civil Court should be transferred to that Court. The second proviso to the City Civil Court stands in my way. Therefore I have introduced the new clause and also an additional proviso. I wish to say that if the amendments are accepted with regard to the second proviso it will stand thus: provided further that any suit or proceeding instituted in a Court of the Chief Judge of the Court of Small Causes, Calcutta, under the provisions of the West Bengal Premises Tenancy Act, 1956, and pending on the date of commencement

f the City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Act, shall be continued as if the amendments had not been made. This will be in consonance with my third proviso which I wish to add by mendment No. 2. Provided further that any suit or proceeding which is ending in the Calcutta High Court on the date of commencement of this ct and which is triable by the Calcutta City Civil Court on such date shall e transferred to such court for disposal. The purpose is, at present the ity Civil Court Judges—they are only 4 in number—have not got enough uits for disposal. So they are enjoying a sort of leisure and in the High ourt there is a congestion, that is admitted. Therefore if this remedy is iven then immediately those suits which are pending and not being disposed f for years together will go there and will be speedily disposed of.

The Hon'ble Siddartha Sankar Roy: I do not want to say anything. do not accept the amendments.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 2, for the proposed second roviso the following proviso be substituted, namely:—

> "Provided further that any suit or proceeding instituted in the Calcutta High Court or in the Court of the Chief Judge of the Court of Small Causes of Calcutta or in the Court of any other Judge of the Court of Small Causes of Calcutta under the provisions of the West Bengal Premises Tenancy Act, 1956 and pending on the date of the commencement of the City Civil Court and West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Act, 1957, shall be deemed to have been transferred to the City Civil Court, as from the date of the commencement of the Act."

vas then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2, the following urther proviso be added to the second Schedule, namely:—

> "Provided further that any suit or proceeding which is pending in the Calcutta High Court on the date of commencement of this Act and which is triable by Calcutta City Civil Court on such date, shall be transferred to such Court for disposal.",

was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2 in the second proviso in line 1, the word "appeal" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2 in the second proviso in line 2, the words "the Calcutta High Court or in" be omitted, was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 3, in lines 2 and 3, for the words "or proceeding" the words "or continue such proceeding" be substituted.

The Hon'ble Siddartha Sankar Roy: Sir, since the amendment to clause 2 has been voted out amendment to clause 3 cannot come in because otherwise the whole thing would be meaningless.

Sj. Basanta Kumar Panda: In my reply I say this. It is stated that a suit shall be tried. Proceeding is not triable. You all know, Sir, that suits are tried, proceedings are continued. Therefore, I have stated that for the words "or proceeding" the words "or continue such proceeding" be substituted.

The Hon'ble Siddartha Sankar Roy: I do not want to say anything. I oppose it.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 3, in lines 2 and 3, for the words "or proceeding" the words "or continue such proceeding" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Mr. Speaker: New clause 4 is out of order.

Preamble.

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Siddartha Sankar Roy: Sir, I beg to move that the City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The Calcutta Slum Clearance Bill, 1957.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to introduce the Calcutta Slum Clearance Bill, 1957.

[Secretary read the title of the Bill.]

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move—

(i) that the Calcutta Slum Clearance Bill, 1957, be referred to a Joint Committee of both the Houses consisting of 27 members—19 Members from this House; namely:—

(1) The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy, Chief Minister,

(2) The Hon'ble Siddhartha Sankar Roy, Minister-in-charge, Judicial and Legislative and Tribal Welfare Departments,

(3) The Hon'ble Bimal Chandra Sinha, Minister-in-charge, Land and Land Revenue Department,

(4) Sj. Anandilall Podar,

(5) Sj. Bijoy Singh Nahar,

(6) Sj. Narendra Nath Sen,

(7) Dr. Maitreyee Bose,

(8) Sj. Jagannath Kolay,

(9) Janab Jehangir Kabir,

(10) Sj. Nepal Chandra Roy,

(11) Sj. Bankim Chandra Kar,

(12) Sj. Ganesh Ghosh,

(13) Dr. Suresh Chandra Banerjee,

(14) Sj. Hemanta Kumar Basu,

(15) Sj. Jatindra Chandra Chakravorty,
(16) Sj. Somnath Lahiri,
(17) Sj. Amarendra Nath Basu,
(18) Sj. Deben Sen,
(19) The Hon'ble Iswar Das Jalan, Minister-in-charge, Department of Local Self-Government and Panchayats (the mover), and 8 members of the Council;

(ii) that, in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee;

(iii) that the Committee shall make a report to the House by the 31st January, 1958;

(iv) that in other respects the rules and procedure of this House relating to Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

(v) that this House recommends to the Council that the Council do join in the said Joint Committee and communicate to this House the names of the Members to be appointed by the Council to the Joint Committee.

Sir, this Bill is a very important Bill. The question of slum has been engaging the attention of the Government and the public for a long time past. How disgraceful it is, it is needless for me to dilate on that. This Bill has been introduced in order to tackle the problem of slums in the city of Calcutta and suburbs, for instance. We have not as yet extended it to other parts of West Bengal though the power has been retained in the Bill itself to extend it to any other area to which we may think it fit to apply. The reason is that (the amount which is required to deal with the slum problem in Calcutta alone is such a heavy sum that it will take a long time before it is possible for the Government to tackle the slum question in Calcutta. There are five lakhs of people residing in these slums in Calcutta and there are about four thousand slums. It will cost about Rs. 60 to 70 crores before it will be possible for the Government to clear all these slums. Therefore, we have confined this Bill to the city of Calcutta for the time being though the power is there that if we get more money, we shall consider what should be done in order to extend it outside Calcutta.)

I do not want to take time of the House, because I am quite sure that so far as the principles of this Bill are concerned, every member of the House is agreeable to them. The matter is being referred to a Select Committee consisting of members of both the Houses and of all parties, and, I am quite sure, that the Select Committee will pay attention to all the details of the Bill. So far as the Bill is concerned, it provides for compensation on a new basis other than the basis of the Land Acquisition Act or other Acts, because it is thought fit and proper that so far as the slum is concerned, if we desire to improve the position of the slums, it is necessary that there should be a new basis for the acquisition of these slums.

[4-10—4-20 p.m.]

The Central Government has also passed a Bill for slum clearance and it has provided for a different basis in order to acquire these slums.

With these words, Sir, I commend my motion for the acceptance of the House.

Sj. Somnath Lahiri:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বিলে স্লাম ক্লিয়ারেন্স সম্বন্ধে মন্ত্রীমহাশয় যা প্রস্তাব করছেন, সে সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমে আমার কথা বলতে হয় যে বস্তি অপসারণ হচ্ছে। কিন্তু, আমাদের সরকার অনেক সময় অনেক কিছু বলে থাকেন, যা কার্যত হয় না। সুতরাং তাঁদের কথাবার্ত্তার ফল কি দাঁড়িয়েছে এবং তাঁদের কর্মকুশলতা ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে কি ধারণা দাঁড়িয়েছে, সেটা যদি তাঁরা এই ধরণের বিল আনবার আগে একটু বুঝে নেন তাহলে সুবিধা হতে পারে।

আমার মতামতের কথা বলছি না, কারণ আমার এই মত পক্ষপাতদুষ্ট বলে তিনি মনে করতে পারেন। কিন্তু কর্মকুশলতা ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে তাঁদের অন্তরমহল থেকে যে মত দেওয়া হয়েছে, সেটা আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের সামনে আপনার মারফৎ পড়ে শোনাচ্ছি। কলকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেসী মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন মাত্র দু'-মাস আগে কর্পোরেশনের এক সভায় এ-সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেন যে, গত ২০ বৎসর পূর্বে তিনি বস্তির যে পঙ্ককলঙ্কিত দুর্গতিময় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আজও তাহার একটুও পরিবর্তন দেখিতেছেন না। বস্তিবাসীদের কল্যাণের জন্য কত না প্ল্যান, কত না বক্তৃতা চলিতেছে। এই সমস্ত শূন্য গর্ভ ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া তিনি ঐ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। এখানেই তিনি শেষ করেন নাই, তিনি আরও বলেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের উপর জনসাধারণের আর বিশ্বাস নাই, আর রাজ্য-সরকারের উপরও তাহা নাই-ই।

কলকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেসী মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন মহাশয়ের এই সকল কথা। সুতরাং বস্তি অপসারণ ও পরিষ্কার সম্বন্ধে, তাঁদেরই মনোনীত ও নির্বাচিত যিনি, মেয়র অফ ক্যালকাটা, তাঁর যদি তাঁদের কর্মকুশলতা ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে এই মত হয়, তাহলে আমি নিশ্চয়ই আশা করতে পারি যে, আমাদের গভর্নমেন্ট এ-বিষয়ে পা বাড়াবার আগে নূতন করে, অন্ততঃ কলকাতা শহরের সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লোকের মতামত অনুধাবন করে, তবে অগ্রসর হবেন। বিশেষ করে এই সমস্যা অতি কঠিন সমস্যা, এর সঙ্গে বহু ধরণের স্বার্থ জড়িত ; যে জন্য সেই সকল স্বার্থ উপেক্ষা করা আমাদের কংগ্রেসী কর্পোরেশন এবং কংগ্রেসী গভর্নমেন্টের পক্ষে এতদিন সম্ভব হয় নি। বস্তিগুলি ২০ বছর পূর্বে মেয়র মহাশয় যে অবস্থায় দেখেছিলেন, আজও সেই অবস্থায় দেখতে বাধ্য হচ্ছেন। সুতরাং যখন এই অবস্থা, তখন সেখানে ভালভাবে বুঝে, শুনে কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত।

পূর্বে মন্ত্রীমহাশয় একটা তথ্য দেওয়ার প্রসঙ্গে আমাদের জানান যে কেন্দ্রীয় সরকার নাকি আড়াই কোটি থেকে তিন কোটি টাকা দিচ্ছেন পাঁচ বছরে বস্তির বদলে বাড়ী তৈরী করবার জন্য। আমাদের এই বিলেরও আশু লক্ষ্য মনে হয়, সেই লক্ষ্য। অর্থাৎ কিছু বাড়ী তৈরী করবার জন্য কিছু বস্তি এ্যাকোয়ার করা ;—এই হচ্ছে বিলের আসল ও প্রধান লক্ষ্য।

আমি জিজ্ঞাসা করি যদি আড়াই বা তিন কোটী টাকাও পান পাঁচ বছরে, তাহলে কটা বাড়ী বানাতে পারেন, তা দিয়ে? ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টএর হিসাব অনুসারে একটা টেনিমেন্ট হাউস বানাতে, তার খরচ পড়ে সাড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে-ছ হাজার টাকা। সেই হিসাবে তাঁরা আড়াই কোটি টাকা খরচ করলে বড়জোর চার হাজার ফ্যামিলি, অর্থাৎ ১৫-১৬ হাজার লোকের সংস্থানের মত বাড়ী পাঁচ বছরে তৈরী করতে পারেন।

যদি তাঁদের এই বিলের আশু লক্ষ্য এই হয় যে, পাঁচ বছর পরে ১৫ হাজার বস্তিবাসীর জন্য বাড়ী তৈরী করবেন, তবে সেই উদ্দেশ্যকে স্বার্থকভাবে প্রতিপালন করুন। কিন্তু কলকাতায় যে ৭ লক্ষ লোকের সরকারী হিসাবে এবং বে-সরকারী হিসাবে ১০ লক্ষ বস্তিবাসী আছে তার মধ্যে ১৫ হাজার লোকের জন্য পাকা-বাড়ী তৈরী করে দেবার পরে, যে বাকী মানুষগুলি পড়ে থাকবে সেই অন্ধকার, পূতিগন্ধময় আবর্জনার মধ্যে, তাদের কি হবে? তারা কি এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যে বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়ে চলবে? আমাদের

বর্তমান বিলে যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে, তাদের পাবার মত কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বস্তি ছাড়াও, অন্যান্য জায়গায় নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, যাঁরা পাকা বাড়ীতে বা ঘর নিয়ে বাস করেন, সেখানে ওভারক্রাউডিংএর জন্য এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে সেটা বস্তির পর্যায়ে নেমে আসে। তার মেজে ও ছাত পাকা হওয়া সত্ত্বেও, সেখানে নানারকম অসুবিধা ভোগ করতে হয়। এই সমস্ত দিক দিয়ে, সমস্ত রকম মিলে কলকাতা শহরের এই যে দুরবস্থা, তা দূর করবার জন্য তাঁরা কি ভাবছেন? এই বিল থেকে তার কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আমার সময়ের অভাবে, বস্তিবাসীর দুর্গতির অবস্থা বর্ণনার মধ্যে আর যাচ্ছি না।

যদি সত্যই বস্তিবাসীদের সমস্ত রকম অসুবিধা, দুর্গতি দূর করতে হয়, যদি ১০ লক্ষ বস্তিবাসীদের জীবনে এতটুকু সামান্যতম সুবিধা সৃষ্টি করবার জন্য ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে বিলের ধারায় যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তার দ্বারা হবে না। তার জন্য দরকার একটা সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা, একটা ইন্টিগ্রেটেড মাস্টার প্ল্যান তৈরী করা। তা না করে পিস্‌মিল, বা খাবলা-খাবলাভাবে উন্নতি করবার নামে, তার ব্যবস্থা হতে পারে না। সেইজন্য আমি কয়েকটা সাজেসশন দিতে চাই।

যেখানে প্রথমে আপনারা বলেছেন যে বস্তি এ্যাকোয়ার করে, বাড়ী তৈরী করা হবে, সেখানে আমি বলছি বাড়ী তৈরী করবেন খুব ভাল কথা, তার চেষ্টা আমরা নিশ্চয়ই সমর্থন করবো। কিন্তু তার পূর্বে বস্তিটা ভেঙ্গে দখল করবার কি প্রয়োজন আছে? কলকাতা শহরে মানুষের বসবাস করা অত্যন্ত জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই কলকাতার আশেপাশে বহু খালি জমি পড়ে আছে, আপনারা সেখানে বাড়ী তৈরী করবার ব্যবস্থা করুন। আপনারা যে আড়াই কোটী টাকা পাবেন, তা দিয়ে, কলকাতার আশেপাশে কত জমি পাওয়া যাবে, সেখানে বাড়ী তৈরী করা যেতে পারে। প্রথমে সেখানে বাড়ী তৈরী করে, বস্তিবাসীদের সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। আপনারা বলছেন অল্টারনেটিভ এ্যাকোমোডেশন প্রভাইড করা হবে, এবং তা বস্তি ভেঙ্গে হবে। কিন্তু সেই প্রভাইড করতে হলে, সমস্ত লোককে তো বস্তি ভেঙ্গে সম্পূর্ণভাবেতে একটা বাড়ীতে রাখবেন না? সুতরাং আগে বাড়ী তৈরী করুন। এটা একটা অখণ্ড পরিকল্পনার অংশ হওয়া উচিত। এইটা আমার প্ল্যানের প্রথম অংশ।

আর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছেঃ আপনারা পাঁচ বছরে চার হাজার ফ্যামিলির মত বস্তিবাসীর বাড়ী তৈরী করবার জন্য প্ল্যান করেছেন, কিন্তু ওভারহোয়েল্মিং মেজরিটী বস্তিবাসিন্দাদের জন্য কি করছেন? এই ওভারহোয়েল্মিং মেজরিটী বস্তিবাসীদের জন্য ব্যবস্থা করতে হলে, তাদের বস্তি ভেঙ্গে দখল করবার দরকার হয় না। তার জন্য দরকার হয়, কিছু পায়খানা, কিছু জলের কল, কিছু আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা, কয়েকটা নর্দমা তৈরী করা এবং তার জন্য সেখানে যেটুকু বস্তির জায়গা দখল করা দরকার তা করুন। সেখানে পায়খানা বানিয়ে দিন, জলকল বসিয়ে দিন, ড্রেনেজ প্রভৃতির ব্যবস্থা করে দিন। আপনারা যে আড়াই কোটী টাকা পাবেন, তার অন্ততঃ কিছু অংশ এর জন্য খরচ করুন।

আমি জালান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আপনারা যে টাকা পাচ্ছেন টেনিমেন্ট হাউস ইত্যাদি বানাবার জন্য, তার কি সর্ত আছে, বলবেন কি? এই কি সর্ত যে শুধু বাড়ী বানাবেন, আর কিছু করতে পারবেন না? কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুমনামাতে এইরকম কোন নির্দেশ থাক, বা না থাক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চেষ্টা করতে হবে সেই টাকার কিছু অংশ বরাদ্দ করে, ১৬ হাজার লোকের ৫ বছরের মধ্যে বাড়ী তৈরী করে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করুন। আজ এক্ষুনি যে ৬।৭ লক্ষ লোকের প্রবলেম, তা সল্ভ করতে হলে, তাদের জন্য পায়খানা, জলকল ইত্যাদির ব্যবস্থা করুন। কারণ দেখা যায় ৬২·৩ পারসেন্ট বস্তিতে জলের কোন ব্যবস্থা নেই; অনেক বস্তিতে জলের কোন কলই নেই। কলকাতার ছয় লক্ষ বস্তিবাসীর মধ্যে সাড়ে-তিন লক্ষ বস্তিবাসীর জন্য কোন জলের বন্দোবস্ত নেই।

সেদিন কলকাতা কর্পোরেশনের এক ডিবেটএ এক কংগ্রেস সদস্য তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কলকাতায় ঘোড়ায় যাতে জল খেতে পারে তার জন্য রাস্তায় জলের ব্যবস্থা আছে। এবং বিদেশী জাহাজ এলে কর্পোরেশন থেকে তাদের জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে, এমন কি দেখা যায় যে, বড় বড় হোটেলে নূতন নূতন সাহেবসুবারা এলে তাদের জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের দেশে তিন-চার লক্ষ বস্তিবাসীর জন্য একটিও জলকলের ব্যবস্থা নেই।

[4-20—4-30 p.m.]

কিন্তু আমার দেশে ৩।৪ লক্ষ বস্তিবাসীদের জন্য একটী কলেরও ব্যবস্থা নেই। তা ছাড়া ১৪ পারসেন্ট বস্তিতে কোন পায়খানা নেই। তারা কোথায় পায়খানা করে, একবার মন্ত্রীমহাশয় যদি গিয়ে দেখে আসতেন, তাহলে তার যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় হত ও যথেষ্ট উপকারও হত। কাজেই বস্তি-উন্নয়নের, বস্তি-পরিষ্কার করার কোন পরিকল্পনা যদি গভর্নমেন্ট আনতে চান—তাহলে সর্বপ্রথম এই যে বস্তিগুলি থাকবে, থাকবেই কারণ তা দূর কববার উপায় নেই। সরকারেরও ক্ষমতা নেই—ইচ্ছাও নেই। তাদের জন্য কিছু আলো, কিছু পায়খানা, কিছু জলের ব্যবস্থা করুন। তাদের জন্য কেন্দ্রীয় ফান্ডও ব্যবহার করুন। দ্বিতীয়তঃ বস্তি-উন্নতির আর একটা প্রধান বাধা, যারা লোঁস অর্থাৎ ঠিকা টেনেন্ট তাদের কোন অধিকার নেই জমির উপর। জমিদার যদি হুকুম দেয় তাহলে সে পায়খানা করতে পারে। জমিদার যদি হুকুম না দেয় তবে যে জমির ভাড়া সে নিজে দিচ্ছে সেই জমিতেও সে পায়খানা করতে পারে না। কাজেই ঠিকা প্রজা আইনের সংশোধন করুন। প্ল্যানএর দ্বিতীয় অংশ এই হওয়া উচিত, যাতে আমাদের ঠিকা প্রজারা অকুপ্যান্সি রাইট পেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট এবং আপনার ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট ইত্যাদি যেসব আইন আছে, যে কোন বস্তির মধ্যে কোন লোকের বাড়ীতে ইলেকট্রিসিটি বসাতে হলে কিংবা কর্পোরেশন থেকে কল বসাতে হলে, কর্পোরেশন থেকে ড্রেন করতে হলে জমিদারের পার্মিশন নিতে হবে তবে বসাতে যেতে পারবে এবং যেহেতু জমিদার বহুক্ষেত্রেই পার্মিশন দেন না, তার ফলে কর্পোরেশন সেখানে কল বসাতে পারেন না, ইচ্ছা থাকলেও। এবং ইলেকট্রিক সাপ্লাই লোঁস পয়সা দিলেও ইলেকট্রিক লাইন বসাতে পারেন না। এটা বন্ধ করবার জন্য সেইভাবে—
Calcutta Municipal Act, tenancy Act and Electricity Act.
সংশোধন করুন। এবং এটাই প্ল্যানএর দ্বিতীয় অংশ হবে।

আর তৃতীয় অংশ হচ্ছে, যদি গৃহ-সমস্যা, বস্তি-সমস্যা দূর করতে হয় তাহলে ওভার-ক্রাউডিং দূর করতে হবে। ওভার-ক্রাউডিং দূর করবার একটা প্রধান পদ্ধতি হল—যেসমস্ত কলকারখানা কলিকাতা শহরের চারিদিকে আছে, তাদের বাড়ী, শ্রমিকদের জন্য তৈরী করে দিতে বাধ্য করা, যাতে করে তারা বস্তিতে এসে ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করতে বাধ্য হবে না। মন্ত্রীমহাশয় সম্ভবতঃ জানেন যে—
83 per cent. of the organised industry workers—
এই ৮৩ পারসেন্ট ওয়ার্কার্সদের জন্য কোন বাসস্থানের ব্যবস্থা নাই। আমি সাত্তার সাহেবকে প্রশ্নোত্তরের সময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কারখানার মালিক, ব্যাঙ্কএর মালিকদের, এমপ্লয়ার শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য, তাদের দিয়ে আপনারা কি ব্যবস্থা করেছেন? তারা বলেছেন যে, আমরা চেষ্টা করেছি কিছু হয় নি, কিছু করতে পারা যায় নি। এই কথা তিনি বললেন। যদি না করে থাকে তবে আইন করান যে প্রত্যেক কারখানার মালিক একটা সার্টেন আয় থাকলে এবং একটা সার্টেন স্পেসিফিকেশন থাকলে, তারা শ্রমিকদের থাকবার জন্য মিলের কাছাকাছি ঘর তৈরী করে দেবে। তাহলে একদিকে যেমন কলকাতার ওভার-ক্রাউডিং কমে, তেমন বাসস্থানের সমস্যার খানিকটা সমাধান হয়। যদি বস্তি-উন্নয়নের জন্য অগ্রসর হতে চান সরকার—তাহলে এই সমস্ত মিলে, এইরকমভাবে ৪টা আইটেম একসঙ্গে করে একটা ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যান করে তারা অগ্রসর হন। তাহলে স্বার্থক হবে।

এই হল প্ল্যানএর বিভিন্ন সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনার কথা আমি বললাম। এখন বিলের মধ্যে একটা প্রধান জিনিষ, যার প্রতি আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিচ্ছি—এই বিল যদি পাশ হয় তাহলে বাড়ীওয়ালারা, জমিদাররা একটা ইজেক্টমেন্টএর হিড়িক আরম্ভ

করতে পারেন। কারণ তাহলে পরে তারা সেই জমির সম্পূর্ণ মালিক হয়ে ক্ষতিপূরণ বেশী করে আদায় করতে পারবে। সুতরাং প্রথম দরকার হবে ইজেক্টমেন্টএর বিরুদ্ধে একটা অর্ডিন্যান্স নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা। তা না হলে অনেক লেসি বঞ্চিত হবে। দ্বিতীয়তঃ লেসির ডেফিনিশন সম্বন্ধে চিন্তা করা দরকার হবে কারণ কলকাতায় যে-সমস্ত বস্তিতে লেসিরা আছেন, তাঁদের অর্ধেকের বেশীর ভাগেরও সরকারী স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো হিসাব অনুসারে কোন দলিলপত্র নেই। সুতরাং দলিলপত্রের দ্বারা যদি তাদের প্রমাণ করতে হয় লেসির স্ট্যাটাস, তাহলে সেটা সম্ভব হবে না। সুতরাং পজেশনকে আইন হিসাবে ধরে নিয়ে আইনকে সেভাবে সংশোধন করে তাদের সত্ব হিসাবে স্বীকার করবার ব্যবস্থা করতে হবে।

[Dr. Suresh Chandra Banerjee rose to speak.]

Mr. Speaker: Dr. Banerjee, I do not see any sense—of course, there is no legal bar—for those honourable members, whose names have been included in the Select Committee, to deliver any speech now. I would request them not to make any speech now but permit others who have not got a place in the Select Committee to place their views before the House. This is only a request.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I abide by your decision.

[Sj. Sunil Das rose to speak.]

Mr. Speaker: Mr. Das, the Bill is going to the Select Committee. So, please give your points only like Mr. Lahiry—he made certain concrete suggestions. Do not go in just for criticism.

Sj. Sunil Das:

এই যে স্লাম ক্লিয়ারেন্স বিল আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, এটা যে গুরুত্বপূর্ণ সে কথা বলাই বাহুল্য। আজকে মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, ৫ লক্ষ লোক এই বস্তিতে বাস করে। কিন্তু আমরা ১৯৫১ সালের যে সেন্সাস, সেই সেন্সাসএ দেখতে পাচ্ছি যে, ৬ লক্ষ ১৭ হাজার লোক বাস করছে। কিন্তু তারপরও প্রায় ৬ বৎসর কেটে গিয়েছে। সুতরাং সেদিক থেকে সরকারী হিসাবে যথেষ্ট ভুল রয়েছে। মন্ত্রীমহাশয় এই যে হিসাব দিলেন—যদি কলকাতায় তাদের পুনর্বসতি দিতে হয়, তাহলে যে জমির প্রয়োজন—প্রথমতঃ ভারত সরকারের স্লাম ক্লিয়ারেন্স স্কীম অনুসারে যে জমির প্রয়োজন সেই পরিমাণ জমি পেতে গেলে শুধু বস্তির জমিতে হবে না, বস্তির বাইরে আরও জমির প্রয়োজন হবে। ভারত সরকারের যে মাল্টি-স্টোরিংএর কনস্ট্রাকশন, বস্তির ঘনত্ব দূর করতে চান, তাতে বলেছেন যে, এক একরে গ্রস ডেনসিটি আড়াই শ' লোকের বেশী হবে না, অর্থাৎ একর প্রতি জমিতে ২৫০ লোক বাস করবে অথবা ৬০টি টেনিমেন্ট থাকবে। তার ফলে হচ্ছে মোট [illegible] জন্য প্রায় ৭ হাজার বিঘা জমি দরকার হবে এবং সেই জমির পরিমাণ, কলকাতার বস্তিতে যে জমি আছে, তার চেয়ে প্রায় দেড়-গুণ। আমার বক্তব্য হচ্ছে বাইরে যে জমি রয়েছে, সেখান থেকে জমি নেবেন কি না এবং জমি নেওয়ার আইন করে, জমির দাম বাড়িয়ে নেবেন কি না সেটা জানা দরকার। কিন্তু বিলে এ-সম্বন্ধে কিছুই নেই। এর মূলগত কথা হল—মালিকদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যদি এটা হয়ে থাকে, তাহলে বস্তুতঃ এই স্লাম ক্লিয়ারেন্স বিল যা আমাদের সামনে এসেছে, যাতে সরকার বলেছে এবং আরও শুনছি যে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন করা হবে—সেটা প্রহসনে পরিণত হবে। সেইদিক থেকে এ-সম্পর্কে বিলের মধ্যে আভাস কিংবা মন্ত্রীমহাশয়ের বক্তৃতার মধ্যে আভাস পাব বলে ভেবেছিলাম কিন্তু তা আমরা পাই নি। আমার বক্তব্য হল, এর পর—আজকে এই কলকাতার যারা বস্তিবাসী, তারা সমাজের বিভিন্ন পর্যায় থেকে এসেছে। সেখানে বিভিন্ন সোশ্যাল গ্রুপএর লোক রয়েছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কিং ক্লাশ রয়েছে, মিডল ক্লাশ রয়েছে, লোয়ার-মিডল ক্লাশ রয়েছে এবং আরও বিভিন্ন গ্রুপস এ্যান্ড ক্লাশেস রয়েছে, যাদের রুচি হয়ত বিভিন্ন, যাদের সামাজিক জীবন-যাত্রা নির্বাহের ব্যবস্থা বিভিন্ন। সেদিক থেকে প্রশ্ন আসে যে, টেনিমেন্ট করবেন, সে মাল্টি-স্টোরিং টেনিমেন্ট যদি হয়, তাহলে তা-দ্বারা বিবিভন্ন অবস্থার লোক রয়েছে, তাদের প্রয়োজন মেটান

যাবে কি না। তারপরের প্রশ্ন হচ্ছে, যাদের পুনর্বাসন করা হবে, তাদের পরিবার পরে ডিফারেনসিয়েটেড হবে। সেই ডিফারেনসিয়েশনএর কোন ব্যবস্থা এই পুনর্বাসনের ভিতর দিয়ে থাকবে কি না। আজকে ৪ ভাগে বস্তিবাসীদের ভাগ করা হয়েছে, এই স্লাম ক্লিয়ারেন্স বিলএ এই ৪ শ্রেণীর লোককেই ক্ষতিপূরণ দেবার কথা উঠেছে।

[4-30—4-40 p.m.]

জমির যারা মালিক, হাট-ওনার যারা, যারা লেসি, এবং বস্তিতে বাস করে যারা। বস্তির অধিবাসী, টেনান্ট যাদের বলা হয়, তারা শতকরা ৮৬ ভাগ। এবং দেখতে পাচ্ছি ক্ষতিপূরণের বেলায় জমির যারা মালিক তারা যে হারে ক্ষতিপূরণ পাবেন, অন্যান্য শ্রেণীরা, যারা বস্তিবাসী, তাদের সে অনুপাতে দেওয়া হয় না; হাট-ওনারদের কথা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলে গিয়েছেন, তারা আর এক আইনের অধীনে রয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণের যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, সেই ব্যবস্থা যদি বিলে করা হয় তাহলে তাদের যা পাওনা হবে তা জিরো, কিংবা মাইনাস হয়ে যাবে এবং পসিটিভ তাহলে নেগেটিভ হয়ে যাবে, এটা আমরা বুঝতে পারছি। আর অল্টারনেটিভ এ্যাকোমোডেশনএর কথা যে বলা হয়েছে, সেই অল্টারনেটিভ এ্যাকোমোডেশন কোথায় পাওয়া যাবে তার কোন উল্লেখ বিলে নাই। তারপরে কথা হচ্ছে, বিভিন্ন সোশ্যাল গ্রুপএর যে কথা হচ্ছে, তা তাদের প্রয়োজনের দিকে সংগতি রেখে ব্যবস্থা করা দরকার। যেভাবে স্লাম ক্লিয়ারেন্স বিল এসেছে, তাতে এর প্রয়োগ অত্যন্ত শ্লথগতিতে হবে। অনেক সময় কেটে যাবে বস্তি সম্পর্কে বিহিত করতে। ইতিমধ্যে ১৯৫১ সালের মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের পরিবর্তন করে সরকার অবিলম্বে স্লামগুলির উন্নতি বিধান করতে পারেন; তাদের জল সরবরাহের ব্যবস্থা, স্যানিটারি এ্যারেঞ্জমেন্টএর সুবন্দোবস্ত ইত্যাদির যে ব্যবস্থা সেইগুলি করে সেখানকার অধিবাসীদের দুঃসহ জীবনকে যদি কিছুটা সহনীয় করতে পারেন সেদিকে আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার যে অনুরোধ, যে সিলেক্ট কমিটির মেম্বর হলে যেন এখানে আর বক্তৃতা দেওয়া না হয়, সেই অনুরোধ রক্ষা করতে পারছি না। সিলেক্ট কমিটিতে বলবার সুযোগ পেলেও, এখানে দু'-চারটে কথা বিশেষ করে বলবার প্রয়োজন আছে।

Mr. Speaker:

দুটো, চারটে, দশটা নয়। [হাস্য]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, সরকার পক্ষ থেকে বলেছেন ৫ লক্ষ লোক বস্তিতে থাকে। আমাদের যা হিসেব, তাতে দেখছি ৮ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ লোক বস্তিতে থাকে। এবং টালিগঞ্জ এলেকা নিয়ে এই হিসাবটা। এখন বস্তি অবসারণের কথা হচ্ছে এবং সেজন্য এই যে বিল এখানে আনা হয়েছে, আমি মনে করি, এটা যদি জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট প্রচার না হয়, তাহলে এই বিলের যে উদ্দেশ্য তা যতই ভাল হোক, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আইন ভাল হলেও তা চালু হতে গেলে মারাত্মক রকমের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়, যার ফলে জনসাধারণকেই দুর্গতি ভুগতে হয়। সেইজন্য বলছি, মামুলীভাবে প্রচার না করে এই আইনের মধ্যে যে-সমস্ত ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, তা যাতে ভাল করে প্রচার হয় তার সুব্যবস্থা করা দরকার। কারণ, এইসব বস্তিতে যারা থাকে, তার কিছু সংখ্যক হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা বিরাট অংশ, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, এবং পূর্ববঙ্গ থেকে যে-সমস্ত ভাই-বোনেরা এসেছেন, তাঁরা থাকেন। ইতিমধ্যেই দেখেছি তাঁদের মধ্যে অনেকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। বাস্তু-বস্তি অপসারণকে তাঁরা বস্তি উচ্ছেদ মনে করছেন। সুতরাং সেই সন্দেহ দূর করবার জন্য আজকে প্রয়োজন আছে ভালভাবে এই আইনের বা এই বিলের ধারাগুলি তাদের মধ্যে প্রচার করা। যাতে তাঁদের মনে কোন ভয়ের ভাব এবং এই আইন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ দেখা না দেয়।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে কিছু বস্তি আছে, যেখানে হাজার হাজার লোক এক-চাপে থাকে। যেমন ধরুন কুমারটুলী এলেকার যে বস্তি, সেখানে মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনিও জানেন এবং এখানকার সকলেই জানেন যে, বাংলাদেশের একটা উচ্চাঙ্গের মৃৎশিল্প গড়ে উঠেছে। যদি সেই বস্তি আজ অপসারণ করতে হয় এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তাহলে হাজার হাজার লোক যা থেকে জীবিকার্জন করছে তার উপর আঘাত আসবে এবং শিল্পটীও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তেমনি বেলগাছিয়ায় ডোমপাড়া বলে একটা মস্তবড় বস্তি আছে। সেই বস্তিতে যারা থাকে তারা নানারকম বাঁশ ও বেতের কাজ করে, তাদেরও যেন বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে সরিয়ে দেওয়া না হয়। তাদের যাতে একস্থানে রাখা যায় তাই করা দরকার। তাদের ডিসেন্ট্রালিজেশন যেন না করা হয়। আমি এ-সম্বন্ধে এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

কালীঘাটে একটা বস্তি ছিল, সেখানে পটুয়ারা থাকত। তাদের বিচ্ছিন্নভাবে সরিয়ে দেওয়ার ফলে আমাদের পটশিল্প অত্যন্ত গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা শুধু আমার কথা নয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্থানীয় যাঁরা এবিষয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশের সুবিখ্যাত পটশিল্প পটুয়াদের সেখান থেকে সরিয়ে দেবার ফলে গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে যে-কথা অন্যান্য বক্তারা বলেছেন, আমিও বলছি বস্তিতে ছোট ব্যবসায়ীরা থাকেন। অল্প পুঁজি নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁদের যে-সমস্ত স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত আছে, সেইসব স্বার্থ যাতে বজায় থাকে সেটাও দেখা দরকার। যেমন করে, বস্তির যারা মালিক, তাদের স্বার্থ দেখা দরকার, তেমনি করে বস্তিবাসী যারা তাদেরও স্বার্থ দেখা দরকার। সেইজন্য আমি যে প্রস্তাব করেছি, এই বিলের বহুল প্রচারের সেটা গ্রহণ করা দরকার। বস্তির বাসিন্দা হোক, বস্তির মালিক হোক বা ছোট ব্যবসায়ী অথবা যারা শিল্পে নিয়োজিত আছে, তাদের সকলকে, অথবা তাদের প্রতিনিধি দলকে একসঙ্গে বসিয়ে তাদের সকলের কাছে যেন বিলের উদ্দেশ্যটা ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Mr. Speaker, Sir, in rising to speak on this Slum Clearance Bill, I have first to state that I come from an area where there are beautiful palatial buildings side by side with these bustees. Sir, I should be one of them who certainly would not oppose the Slum Clearance Bill if it really improves the slum areas, if it really improves the condition of the people living there. But Sir, I can see that this Bill has been brought before this House because our eminent English friends driving in their cars down from Dum Dum air-port to the Government House must have to come across the dirty portions of the city and they wrinkle their nose at this dirty city of ours. I am certainly at one with the proposer of the Bill to say that the city should be beautified, but Sir, it should not be done at the cost of the people living in the slum areas. This Bill is being sent to the Select Committee and it will come back from there to this House and there is no doubt that it will be passed by this House and that it will be enforced. By the enforcement of this measure you may be driving away many of the people living in those areas but you should be aware that people have now become conscious of their rights and they have shown it in the last election that they do not want to die without fighting. I am definite that this Bill will be enforced—it is not like one of such Bills as the West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill in spite of the enactment of which gambling will still continue. This Bill will be enforced, as I say, but the people have become conscious of their rights and unless the basic demands of democracy are met and unless modification is accepted according to the point of view of the Opposition, the consequence of the enforcement of this measure may not be very happy.

Sir, there are one or two points which I want to mention. There is one point particularly mentioned to me by my friend Sj. Somnath Lahiri. I am voicing the opinion of my party in making this suggestion. There is

a clause in the Bill relating to payment of compensation—clause 7 of the Bill—and I would like the Hon'ble Minister in charge of the Bill to provide these for a sliding scale: the landlord should be given the minimum amount of compensation and the lessee should be given more.

[4-40—4-50 p.m.]

The tenants who are not entitled to compensation should certainly be given what you wanted to give them. But these tenants should also be given compensation if they have to give up profession or trade. Then, the cash compensation should be Rs. 5,000 minimum.

Last of all, the Government is becoming a sort of business organisation and my suggestion is that there should be an autonomous board composed of people interested in Bustees, the Bustee organizations people, the Government itself and members from the Opposition. This autonomous body should go into details of working out the improvement of the Bustee people so that the Bill may not be utilised for the purpose of a particular section of the people. That is all that I have got to say.

With these words Sir, I oppose the Bill.

Sj. Chitto Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের সামনে যে ক্যালকাটা স্লাম ক্লিয়ারেন্স বিল এসেছে সে সম্পর্কে দুটি-কয়েক কথা বলবার আগে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী একবার বলেছিলেন যে, তাঁর মনে এত জ্বালা যে আমাদের এই কলকাতা শহরে এবং শহরতলী এলাকায় যে-সমস্ত পূতিগন্ধময় ও আবর্জনাপূর্ণ বস্তিগুলি আছে, তিনি তা পুড়িয়ে ফেলতে চান অথচ একথা ঠিক যে তার পেছনে একটি মাত্র কারণ তিনি ভেবেছিলেন, সেটা হচ্ছে কলকাতা মহানগরীর মত শ্রেষ্ঠ নগরীর পক্ষে এগুলি অত্যন্ত কলংকময়। অথচ আজকে এ বিলের এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, এই বস্তি সারা বাংলা-দেশের অপরাপর জায়গায় অপসারণ করা হবে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকর্ষণ করছি যে, বিলের এ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও উহাকে ক্যালকাটা স্লাম ক্লিয়ারেন্স বিল বলা হয়েছে।। তিনি যখন বলেছেন যে, কলকাতা এবং অন্যান্য এলেকায় এটাকে প্রসারিত করবেন, তখন শুধু-মাত্র ক্যালকাটা স্লাম ক্লিয়ারেন্স বিল এই নাম রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমার মনে হয় না।

দ্বিতীয় কথা, যে বিষয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হচ্ছে, হাট, বস্তি, কুটির সম্পর্কে যে সূত্র—ডেফিনিশন তারা দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য এই বিল আনা হয়েছে তা হবে না। কারণ এর মধ্য দিয়ে দেখা যাবে যদি হাটকে ইউনিট ধরে যে পরিকল্পনা হচ্ছে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেন না একটা এলেকায় কতকগুলি কুটিরশিল্প পরিকল্পনার ভিতর পড়বে আর কতকগুলো হয় ত পড়বে না, যার ফলে সমগ্র অঞ্চলের উন্নতি সাধন সম্ভব হবে না, আমি সেদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এবং সর্বোপরি যে-কথা বার-বার বলে আসছি, বস্তিবাসীর পক্ষ থেকে যে তাদের বসবাসের যদি বিকল্প ব্যবস্থা না হয়, তাদের পক্ষে যে কি দুরবস্থার সৃষ্টি হবে সেটা আমরা ভাবতেও পারি না। এই বিলের ভিতর বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি লক্ষ্য করবেন এই যে বিকল্প বাসগৃহগুলি তৈরী হবে, তার ভাড়ার কথা বলা হয়েছে, সেই ভাড়া কমপেয়ারেবল বেসিসএ এবং সেই ভাড়া দেওয়ার যে ভিত্তি সেটা সরকার যে রেট স্বীকার করেন যেটা সন্তোষজনক মনে করে সেই রেট করা হবে। আমরা জানি সে ভিত্তিতে যে ভাড়া স্থিরীকৃত হবে তাতে এই ৬ লক্ষ বস্তি-অধিবাসী যেখানে ৫।৬ বা ১০ টাকা ভাড়া দিয়ে বাস করতো, সেখানে তা পারবে না এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যবসায়ীসুলভ দৃষ্টি নিয়ে, বেশী পরিমাণ ভাড়া তাদের কাছ থেকে আদায় করবে সেজন্য এ-বিষয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটা কথা বলা প্রয়োজন, যে কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ-ধরণের কার্যে সাধারণতঃ অকৃতকার্য হয়ে থাকেন। আমাদের এই সমস্ত করবার জন্য মাত্র ২½ কোটী টাকা আছে। এদ্দ্বারা সমগ্র বস্তিবাসীদের ৪ হাজার বস্তির উন্নতি সম্ভব নয়। সেজন্য প্রস্তাব হচ্ছে এই সমস্ত ৪ হাজার বস্তিকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে না দিয়ে একটি বা দুটি বস্তিকে আদর্শ বস্তি হিসাবে গড়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক এবং অন্যান্য যেগুলি আপাততঃ বাকী থাকে সেগুলিতে সংস্কারমূলক ব্যবস্থা, যেমন জলের ব্যবস্থা, ড্রেনের ব্যবস্থা, রাস্তার ব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভাল হবে বলে মনে করি।

Sj. Suhrid Mullick Chowdhury:

মিঃ স্পীকার, স্যার, বস্তি সম্পর্কে যে বিলটা আমাদের সামনে এসেছে, সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হোল আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি সেই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী বস্তি আছে—রাজাবাজার, বেলেঘাটা এবং মানিকতলা এরিয়ায়। সেখানকার বস্তিবাসীদের সুখ-দুঃখের কথা পাঁচ-মিনিটে বলা যায় না, বলতে অনেক সময় লাগবে কিন্তু তবুও আমাকে বলতে হবে বলে আমি বলছি। এই বিল যেভাবে আমাদের কাছে এসেছে, তাতে বস্তিবাসীদের কল্যাণ সাধন করা হবে না। এই বিল যখন প্রচার করা হয়েছিল, স্বভাবতঃই বস্তিবাসী জনসাধারণের মধ্যে এ-সম্পর্কে আলোচনা যখন চলছিল, তখন কতকগুলি কথা তাদের মধ্যে উঠেছে, সেটা হচ্ছে এই যে, বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের নাম করে সরকার তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করবেন। তার জন্য তারা হিসাব দিয়ে বলছেন, যেটা ইতিপূর্বে দেখানো হয়েছে যে, ২½ কোটী টাকায় এই ৮ থেকে ১০ লক্ষ বস্তিবাসীর কল্যাণ সাধন করা যায় না। আমি রাজাবাজার অঞ্চলের কথা বলবো, সেখানকার মুস্লীম অধিবাসী যারা, তাদের উপর সরকারের তরফ থেকে উচ্ছেদের জন্য আগে নোটীশ দেওয়া হয়েছিল এবং তারা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য সেই নোটীশ সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। ঠিক এইরকমভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে-সমস্ত উদ্বাস্তুরা টালীগঞ্জ এরিয়ায় রয়েছে, জবর-দখল কলোনী এরিয়ায়, সেখানকার অনেক মালিক হচ্ছেন মাড়োয়ারী এবং তারা চেয়েছিলেন এদের সরিয়ে দেবার জন্য। আজকে সেটা কর্পোরেশনের মধ্যে রয়েছে। যদি স্লাম ক্লিয়ারেন্সের নাম করে আপনারা উদ্বাস্তুদের তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন, তাহলে পর আপনাদের এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে জনসাধারণ যে সন্দেহ করছে, সেটা মিথ্যা হবে না। আমাদের দেশে কথা আছে মেয়েদের মধ্যে যে "জ্যান্তে দিলে না ভাত-কাপড়, মরলে করবে দান-সাগর", এই অবস্থায় হচ্ছে। এখন যে অবস্থার মধ্যে বস্তিবাসীরা রয়েছে, তাতে তাদের মধ্যে নানাভাবে ডেভেলপমেন্ট করতে পারতেন কিন্তু কংগ্রেস সরকারের পক্ষ থেকে, কংগ্রেসের পরিচালিত কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সে বিষয়ে কিছুই করা হয় নি। আমি বেলেঘাটায় যে বস্তি অঞ্চল রয়েছে, শুঁড়িপাড়া লেন, ৭ নম্বর তার কথা বলবো। সেখানে ব্যবসায়ীরা বস্তির উপর কয়লা বিক্রী করছে, বস্তির সমস্ত আবর্জনা সেখানে স্তুপীকৃত হয়ে রয়েছে, সে বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও আজ পর্যন্ত তার সুরাহা হয় নি; পুলিশও সে সম্পর্কে একেবারে নির্বাক। সুতরাং আপনারা যখন বলেন ডেভেলপমেন্ট করবেন তখন বস্তিবাসীদের মধ্যে স্বভাবতঃ একটা সন্দেহের উদ্রেক হয়। তারপরে কথা হচ্ছে আপনারা বস্তি ডেভেলপমেন্টের কথা চিন্তা করছেন, সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আপনারা যদি বস্তির উন্নতি করতে চান তাহলে তার সম্পর্কে কিভাবে আপনারা এগুবেন সেটা এই বিলের মধ্যে দেওয়া উচিত ছিল। সমস্ত ক্ষমতা সরকারের হাতে রেখেছেন যে সরকারের উপর জনসাধারণের মোটেই আস্থা নেই।

[4-50—5 p.m.]

এ-সম্পর্কে ব্যাপক পরিকল্পনা আনা উচিত ছিল। কিভাবে বস্তিগুলিকে ডেভেলাপ করা হবে সে-সব কথা জানান উচিত ছিল। তারপর, এই বিলের মধ্যেই বলা হয়েছে যে, বস্তিবাসীদের জন্য উন্নততর বাসস্থানের ব্যবস্থা রাখা হবে। আপনাদের খুব অধীনস্থ ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্ট, তাদের কতগুলি চিঠি আমার কাছে রয়েছে, চেয়ারম্যান শৈবাল গুপ্ত আমার কাছে লিখেছেন। ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টএর ২০ বৎসর আগের একটা

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এখানে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করছি। কিছুদিন আগে, ৩১শে অক্টোবর তারিখে মহীশুরে কে, সি, রেড্ডি হাউসিং মিনিস্টারদের এক সভার আহ্বান করেছিলেন এবং সেই সভায় সমস্ত ভারতবর্ষের স্লাম ক্লিয়ারেন্স সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হয় এবং এই পরিকল্পনার কথা পরে ঘোষণা করা হয়। তাতে আমরা দেখি এই কলকাতায়—তাদের হিসাব মত প্রতি ৪ জনের একজন বস্তিবাসী এবং হাওড়ায় এই বস্তির সংখ্যা আরো বেশী। এই স্লাম ক্লিয়ারেন্সএর সঙ্গে দুটো প্রশ্ন জড়িত। একটা হল বাস্তুহারাদের, আরেকটা হল নিম্নশ্রেণীর, সিডিউল কাস্টএর। কিছুদিন আগে ক্যালকাটা কর্পোরেশনএর কাছ থেকে একটা ডেপুটেশন গিয়েছিল এবং তাঁরা স্লাম ক্লিয়ারেন্সএর কথা উত্থাপন করেছিলেন এবং তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে, শতকরা ২০ জনের বেশী বাস করে। কাজেই এই ব্যাপারে আইন আনতে গেলে এই শতকরা ২০।২৫ ভাগ লোকের পুনর্বাসনের কথাও এর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। এ-সম্পর্কে সরকারী রিপোর্ট—of a sample enquiry into living condition of Calcutta and Howrah.

তাতে আমরা দেখি যে, ৮ লক্ষ ২০ হাজার লোক কলিকাতার বস্তিতে বাস করে। এর মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার লোকের কোন জলের ব্যবস্থা নাই। তারা ড্রেনএর জল ব্যবহার করে। এর মধ্যে অনেকে আবার রাস্তার ধারে বাস করে। এই ৮ লক্ষ ২০ হাজার লোকের মধ্যে শতকরা ২৫ জন যদি আমরা ধরে নিই তাহলে কলকাতায় মুচি-মেথরের সংখ্যা ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ১ লক্ষ ২৫ হাজার। এই সব মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কি হবে?

[5—5-10 p.m.]

১৯৫৩ সালে সিডিউলড কাস্টস কমিশনার যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, সেই রিপোর্টে ৫টী বিষয়ের উল্লেখ করে বলেছেন, এই স্লাম ক্লিয়ারেন্সএর সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা করুন; নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, যারা সিডিউলড কাস্টস বস্তি এলাকায় বাস করে, তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করা হবে। ১৯৫৩ সালের রিপোর্টে রেকমেনডেশন হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সে সম্বন্ধে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কোন ব্যবস্থা করছেন না। আমি হাওড়ার কথা বলছি। কলকাতা সম্বন্ধে বলতে গেলে দেখা যায়, শতকরা ৯২·৩ জন লোক একটি মাত্র ঘরে বাস করে। আর হাওড়ায় সেখানে বাস করে ৯৭·৬ জন, শতকরা একটা রুমে বাস করে। লেসী যারা—সেই লেসীরা শতকরা ৭৫ জন দু-খানা ঘরের মধ্যে বাস করে কলকাতায়। আর হাওড়াতে সেই সংখ্যা কমে ৭০ জনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তারপর, ওয়াটার-সাপ্লাই সম্বন্ধে যদি দেখা যায়, তাহলে স্যাম্পল সার্ভে অনুসারে দেখা যাবে কলকাতায় ৩,১৭৯টী বাড়ীর মধ্যে ১,৩০৭টী বাড়ীতে জলের ব্যবস্থা আছে। আর হাওড়ায় ৬৭টী বাড়ীর মধ্যে মাত্র ১১টী বাড়ীতে জলের ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া পায়খানার অবস্থা যদি দেখি, তাহলে দেখবো ১৪·৭ পারসেন্ট বাড়ীতে কোন পায়খানা নাই কলিকাতায়। হাওড়ায় তার চেয়েও বেশী সংখ্যক বাড়ীতে পায়খানা নাই।

তারপর কিচেন সম্পর্কে যদি ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে, অনেক ক্ষেত্রে একটা রুমের মধ্যেই কিচেনএর সমস্ত ব্যবস্থা করতে হয়। কলিকাতায় শতকরা ১৫টী বেড-রুমের মধ্যে কিচেন, সেপারেট কিচেন ১৫·৫ পারসেন্ট; আর বারান্ডায় শতকরা ৭০টা কিচেন। হাওড়ায় সেখানে শতকরা ১৪·৯ পারসেন্ট পৃথক রান্নাঘর এবং শতকরা ৪৭ পারসেন্ট রান্নাঘর বারান্ডায়। হাওড়া স্লাম্প এরিয়াতে নিম্নস্তরের লোকের কন্ডিশন কলিকাতা থেকে আরো বেশী খারাপ। হাওড়া সম্বন্ধে কবে একটা স্লাম্প ক্লিয়ারেন্সএর ব্যবস্থা হবে—তার কোন ধারা এখানে নাই। ক্যালকাটা স্লাম্প ক্লিয়ারেন্স বিলের এ্যাপ্লিকেশন হাওড়া পর্যন্ত এক্সটেন্ডেড হওয়া উচিত ছিল। হাওড়া একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন বলে সেখানে স্লাম্প এরিয়াও বেশী, সেখানের জন্য আগেই একটা ব্যবস্থা করা উচিত। একটা হাউসিং বোর্ডের কথা গত মাইসোর কনফারেন্সএ হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে সেই হাউসিং বোর্ডের কোন ব্যবস্থা নাই। এখানেও একটা হাউসিং বোর্ড হওয়া দরকার।

তারপর ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনএর কথা মাননীয় মন্ত্রী কে, সি, রেড্ডি উত্থাপন করেছিলেন। এই ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন ছাড়া এখানে এই ৭।৮ কোটি টাকার ব্যবস্থা কি করে হবে? তাই আমাদের এখানেও একটা ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনএর মত একটা কর্পোরেশন করা দরকার।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Chani: Sir, when the Hon'ble Minister is making a start of the scheme, I would request him that as a first selection he should take up a condemned bustee and preferably a bustee in the neighbourhood of which there is open land, so that a building will come up first, and after placing the bustee people in that building, that bustee will be demolished and when that bustee is demolished and a building comes up there, the next nearest bustee should be taken up. This is a very concrete suggestion that I am placing before the House. As we all know, it will take a very long time before all the bustees are cleared, and I would request the Government that in the interim period they should take up measures for providing hygienic conditions in the bustees; they should especially tackle the epidemic problem so far as the bustees are concerned; they should also arrange for free treatment of the bustee people during the coming years. I wish to submit that what has been achieved in the past has been absolutely insufficient for the purpose.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I have heard the speeches of the honourable members who have spoken just now. I find that practically there is unanimity on the question that this Bill is necessary. So far as the provisions of the Bill are concerned I have found no criticism whatsoever. Criticism has been confined to the execution of the provisions of this Bill, and I do not think that it is necessary for me at this stage to deal with that aspect of the case. My friends will have ample time during the budget session to criticise and discuss as to how this slum clearance has been carried out. So far as the Bill is concerned the provisions are there. A start is being made for tackling this slum clearance problem. My friends have described the very pitiable condition of those bustees. I admit the same. The condition is disgraceful for any human being to reside there and that is the reason why utmost priority is now being given to this problem. My friend has referred to the interest in it of Pandit Nehru. I should say that it is due to his interest that you are seeing financial provisions being made for the improvement of these bustees. I have already told this House before and I should tell it now that the problem of bustees is interlinked with the problem of finance. Unless and until the finance comes it is not possible for us to tackle the slum clearance problem. There was a hurdle on this question as to whether the Central Government will give any subsidy or not. At first the attitude of the Central Government was that they would give a loan instead of a subsidy. So far as our Government are concerned we pressed upon the Central Government the necessity of a subsidy in order to provide alternative accommodation at a reasonable rent which it may be expected that the bustee-dweller can pay. Without providing for alternative accommodation it was impossible for the Government to take up the bustee question at all. I myself had a long discussion with the Prime Minister about the utmost necessity of coming to a conclusion on the question of subsidy. I am glad to find that the Central Government have agreed now that wherever a bustee is to be taken up, the Central Government will pay 50 per cent. as loan, 25 per cent. as subsidy provided a matching subsidy is given by the State Government of the balance 25 per cent. The Government of West Bengal in spite of the difficulties of finance have agreed to contribute this 25 per cent. The result is that we are now seeing a start being made in right earnest about the tackling of the slum clearance problem. My

friends have said about amenities being provided in the shape of water, latrine and other things. I do not for one moment deny the necessity of them. As a matter of fact in 1951 when the Calcutta Corporation Act was passed sufficient powers had been given to the Calcutta Corporation to tackle these problems. Properly speaking, it is the duty of the Corporation of Calcutta to tackle such problems. At the same time my friends will see that provision has been made in the Act itself and I draw the attention of the honourable members to clause 6(6) where it is provided that the State Government may instead of demolishing huts and structures and erecting buildings, take measures to re-model the slum in such a manner and subject to such conditions as may be prescribed. Therefore, it does not necessarily follow that wherever we take up a slum area we shall demolish all the huts and erect something of the type of pucca structure in its place. If a slum is such that a little of re-modelling can serve the purpose, we shall take recourse to the same. But, generally speaking, my friends will realise the difficulty of taking this course, because what is a slum? The "slum" is not the land itself but the slum is the nature of the structures built on that land. These structures have been built in such a fashion that there is no light, there is no provision for latrine, there is no provision for water-supply. The interests in the land are so varied that it is very difficult to make an improvement unless a drastic step is taken. One of my friends has said just now that the owners do not agree to electricity being provided, to water-supply being provided by an outside agency. The result is that improvement does not take place. We have studied the problem of slums.

[5-10—5-30 p.m.]

We find that besides the owner there are tenants who have built huts in a portion of which they reside and the other portions have been let out. The income derived by them is much greater than the income derived even by the original owners. All these interests will have to be taken into consideration before this scheme can fructify.

So far as time element is concerned, I admit that it will take time. The problem has been before us for over a century and it is not possible to provide the necessary cement, necessary iron, necessary materials even and the necessary finance in order to cope with the whole problem at once. But I can assure the House that so far the Government of India has allotted about Rs. 2 crores 80 lakhs during the Second Five-Year Plan period. Through the intervention of our Chief Minister, I am glad to say, that the Finance Minister has agreed to consider the increase in this amount to a considerable extent. We do hope that the Government of India will increase this amount.

So far as the question of alternative accommodation is concerned, my friends will notice in the Bill itself that there is a specific clause provided in this Bill which provides that before the busteeman is evicted provision will have to be made for his accommodation at a rent which is comparable to the rent which he pays. This is clause 5—proviso—

> "Provided that the provisions of sub-sections (3) and (4) shall not apply unless the State Government has offered alternative accommodation to the occupier of such hut or other structure at a rent which the State Government is satisfied is comparable to what was being paid by the occupier and the occupier has refused or neglected to occupy such alternative accommodation within the time prescribed."

Therefore, my friends will realise that the problem of slum clearance is a vast one, a complicated one. Necessarily it will take more time and it will depend upon the finances at our disposal and the difficulties that we have to encounter. What has necessitated this Bill is really the compensation clause of these bustees which we have to pay. There is the Land Acquisition Act under which we can acquire any plot of land, there is the Calcutta Improvement Act under which acquisition could take place. But it is the intention of the Government of India as well as of this Government that so far as the acquisition of bustee area is concerned that if we desire to improve the condition, it is necessary that the compensation should be fixed at a particular level. That is the crux of this Bill.

With regard to the question of Howrah, I do realise that Howrah presents a problem and that is the reason why we have started the Howrah Improvement Trust. Howrah Improvement Trust will no doubt partially tackle the problem—I do not say wholly but partially. There again the question of finance comes in. We shall be very glad to extend it to any other area but before we do so we must have the necessary finance at our disposal. Finances at our disposal are not adequate still to cope with the problem of Calcutta alone. In Calcutta the land value is very high. Some of the bustee lands are valued at Rs. 3,000, 4,000, 5,000 and even 10,000. They are surrounded by pucca structures and necessarily it is not possible to have pucca structures of three or four storeys high in order to accommodate these bustee-dwellers. Our investigation shows that these bustee people are living in crammed rooms which should not accommodate one, two or three persons where there are presumably 10 or 15. Our investigation shows that even if we take up a bustee and even if we erect a three or four storeyed building, the people who are occupying the huts at present, it will be difficult to accommodate them. Therefore the problem is a very serious one. We hope to tackle it with the co-operation of all concerned.

So far as Sudhir Babu is concerned, his question relates to the execution of the scheme. My friend wants to know whose land are we going to acquire? The Bill is before the House, the Bill is going to be passed. The question of execution of this scheme will arise when the Bill is passed by the House. Of course there are schemes which we have presented before the Government of India. I am not in a position just now to disclose all the details of them but the details will be before the House as soon as the scheme is finalised. Therefore my friend need not be anxious about it. Those people who have got suspicion about the intention of the Government being political or otherwise, well, I must say, there is no help about it. So long as the Government is there it has to discharge its duties and functions.

With these words I commend my motion for the acceptance of the House.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan (i) that the Calcutta Slum Clearance Bill, 1957, be referred to a Joint Committee of both the Houses consisting of 27 members—19 members from this House, namely:—

(1) The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy, Chief Minister,

(2) The Hon'ble Siddhartha Sankar Roy, Minister-in-charge, Judicial and Legislative and Tribal Welfare Departments,

(3) The Hon'ble Bimal Chandra Sinha, Minister-in-charge, Land and Land Revenue Department,

(4) Sj. Anandilall Poddar,

(5) Sj. Bijoy Singh Nahar,
(6) Sj. Narendra Nath Sen,
(7) Dr. Maitreyee Bose,
(8) Sj. Jagannath Kolay,
(9) Janab Jehangir Kabir,
(10) Sj. Nepal Chandra Roy,
(11) Sj. Bankim Chandra Kar,
(12) Sj. Ganesh Ghosh,
(13) Dr. Suresh Chandra Banerjee,
(14) Sj. Hemanta Kumar Basu,
(15) Sj. Jatindra Chandra Chakravorty,
(16) Sj. Somnath Lahiri,
(17) Sj. Amarendra Nath Basu,
(18) Sj. Deben Sen,
(19) The Hon'ble Iswar Das Jalan, Minister-in-charge, Department of Local Self-Government and Panchayats (the mover) and eight members from the Council;

(ii) that, in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee;

(iii) that the Committee shall make a report to the House by the 31st January, 1958;

(iv) that in other respects the rules and procedure of this House relating to Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

(v) that this House recommends to the Council that the Council do join in the said Joint Committee and communicate to this House the names of the Members to be appointed by the Council to the Joint Committee,

was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: May I make one statement with regard to this which I thought Mr. Jalan will mention. The Government of India has agreed to give us green signal to a project of Rs. 80 lakhs for the starting of the schemes of slum clearance. It has been suggested by some member—I think Sj. Lahiri and others that we should start first of all with a vacant space and not trouble with the bustee area and there are three plots in Cossipore which have been taken up—two by the Improvement Trust and one by the Construction Board. We applied to the Government of India under the new scheme that was mentioned by Mr. Jalan. We have received information that the Central Government has agreed to the expenditure of Rs. 70 lakhs or Rs. 80 lakhs for these things. As soon as these are constructed the neighbouring bustee people will have to go there and then the bustee lands will be available. The other information I want to give is that at the instance of the Calcutta Corporation we applied to the Government of India for permit to supply pumps to 300 tube-wells in the different bustees of Calcutta because centrifugal pumps are not available in this country. There has been some difficulty with regard to getting import but I am hoping that it will be

possible to get these pumps because by the time the whole scheme is completed it will be necessary to give more supplies of water to the preesnt bustees.

[At this stage the House adjourned for ten minutes.]

[After adjournment.]

[5-30-5-40 p.m.]

The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1957.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to introduce the West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1957.

[Secretary then read the title of the Bill.]

Sir, I beg to move that the West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1957, be taken into consideration.

Sir, this is a new innovation.

Sj. Jyoti Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই অবস্থায় যখন উনি এটা কন্সিডারেশনএর জন্য মুভ করেছেন তখন আমি একটা বিশেষ ব্যাপারের উপরে একটা পয়েন্ট অফ অর্ডার তুলে কিছু বলতে চাই। কারণ, পরে বললে কিছু অসুবিধা হতে পারে। কারণ, আমার একটা ধারণা হয়েছে বিলটার বিষয়ে ভাবতে গিয়ে যে, এইরকম বিল এইভাবে আসতে পারে কি না, কারণ আমাদের কনস্টিটিউশনের একটা ধারাতে এবং আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস এ্যাক্টএ এরকম প্রভিশন আছে যাতে করে অফিস অফ প্রফিট যদি কেউ হোল্ড করেন তাহলে তিনি এম, এল, এ, হিসাবে দাঁড়াতে পারেন না। এ নিয়ে আগে মামলা হয়ে গেছে, দুই-একটা বলেই বলছি। আপনি জানেন যে, পার্লামেন্টে এইরকম ব্যবস্থা তারা করেছে, যাতে কোরে এক্সজেম্পশনএর কতকগুলি ব্যবস্থা পরে করা হয়েছে। এখানে এটার মূল উদ্দেশ্য যে এটা একটা স্বীকৃতিও বটে, এই পোস্ট একটা অপোজিশন লীডারএর এবং সংগে সংগে এখানে মাহিনার ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত ভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা হচ্ছে। সেই হিসাবে ঐ যে ধারাগুলির কথা আমি বললাম, তার বিরোধী কি না, এই প্রশ্নই আমার মনে জেগেছে। এগুলি আগে ঠিক করে না নিলে এবং আপনি রুলিং যদি সম্পূর্ণ না দেন, তার পরে আমরা আলোচনা করলাম, এক হিসাবে এটা পাশ হল, তার পরে যদি গোলমাল শুরু হয়, এটা একেবারেই বাঞ্ছনীয় হবে না। কারণ, এরকম জিনিষ এই প্রথম ভারতবর্ষে হচ্ছে; সেইজন্য রুলিংএর আপনার কাছে এই প্রশ্ন হচ্ছে এবং আমার এই প্রশ্নের একটা দৃষ্টিভংগী আছে, এই আমার পয়েন্ট অফ অর্ডার।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I had the matter examined by my Law Department. Sir, Article 191 of the Constitution says "A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State other than an office declared by the Legislature of the State not to disqualify its holder". It must be an office of profit under the Government of India or of any State Government. The Leader of the Opposition in the State Assembly is not the holder of an office of profit. As the very designation connotes he is the leader of a political party which is not in office but a party in opposition to the party running the administration for the time being. The expression "Leader of the Opposition" does not connote any office held by him but only describes the status of the person.

It is, therefore, not only not an office of profit but also not a position created by the Government. The position is certainly not one which is in any sense subordinate to the State Government and it cannot therefore be said that the holder of the post is holding it under the Government. Any allowance sanctioned for the person who is the Leader of the Opposition will come under Article 195 which governs the grant of salaries and allowances to the members of the Assembly. This will be only a case of special allowance to a member who holds a particular position in the Assembly.

Mr. Speaker: Mr. Basu, I must frankly tell you that I have myself considered the position and please do not think that this matter has not been agitating me from the same angle. My personal view for what it is worth is the same as the view of the Law Officers who have been advising the Government side. But let us go on with the debate. I shall give my further attention to it. I may tell you that this question was specifically raised with reference to Mr. Attlee and although the matter was not finalised, it was definitely held that he was not a Government servant or holding an office of profit. But since you have raised the question I can assure you that the fullest consideration will be given to the matter.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, there is another aspect of the matter. After all, if this Bill is passed it does not hurt anybody and if higher authorities think that it does affect the position of the member, we can always have an addition to the list of the members who are exempted from the operation of this Bill. I do not think it makes any difference.

As I was saying this is the first instance of its kind in this country at least in this Legislature. There are two reasons why we take it up. One was that until this session you Sir, the Speaker, did not recognise any particular party as the party in opposition. It is only this time that it is being declared that there is a party which is in opposition. In all these matters we depend upon the practice which prevails in the British House of Commons as we follow it in many other instances. In Britain the Leader of the Opposition of the House of Commons is paid a salary and therefore we thought it would be only proper that we should also recognise the designation of a particular person who is the Leader of the party in opposition. Sir, I may say, in passing, that I had an opportunity of discussing this matter last night with Mr. Gaitskell who is the Leader of the Opposition in order to clarify my mind with regard to the steps which we are going to take. In this suggestion of ours we do not think of an individual party or of an individual Leader of the House but we are thinking of the office and of the facts that you, Sir, have recognised a particular party as the party in opposition and whatever may be in future this party so long as it remains in opposion—so far as this administration is concerned, it should recognise it in proper manner. We have also followed the system of the House of Commons as regards indicating the emolument that is to be paid to the Leader of the Opposition. This point I also discussed with Mr. Gaitskell. The Leader of the Opposition in England is paid almost the same salary as the Deputy Minister or a little above the Deputy Minister below the State Minister. He does not get any other allowance. He gets only a consolidated salary.

[5-40—5-50 p.m.]

I said that in our case we are thinking of giving to the Leader of the Opposition the same salary and allowances as are allowable to the Deputy Speaker. He said, "Well, in our case it is consolidated salary, in your case it may be otherwise. In our case, the other holders of office also get consolidated salaries, in your case you may change it."

Sir, I have nothing very much to add. In the Bill we have provided two things. We have inserted a new clause in the West Bengal Salaries and Allowances Act, 1952, by which we have added the words "the Leader of the Opposition" to the words "the Deputy Speaker". Secondly, we have made one other point clear by altering a section of the Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) Act, 1937, under which the Deputy Speaker of the West Bengal Legislative Assembly and the Deputy Chairman of the West Bengal Legislative Council are not allowed to draw any salaries or allowances as are drawn by members. Here also we have added the words "the Leader of the Opposition" in that section. So, the emoluments will be more or less the amounts that are provided for here, viz., the salary, house rent and the motor-car allowance.

Sir, with these words I move that the Bill be taken into consideration.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri: Mr. Speaker, Sir, this Bill, as it appears, has been mooted not only hurriedly but very thoughtlessly, without due regard to the constitutional and other laws of our country and without proper assessment of the facts and circumstances under which a salary may be paid to a Leader of the Opposition.

Sir, if you look at the Statement of Objects and Reasons, you will find that it has been admitted that payment of salary to the Leader of the Opposition is not covered by the provisions of the Constitution. Efforts have been made to draw inspiration from the practice prevailing in the House of Commons. It has been said that in Britain the Leader of the Opposition in the House of Commons is paid a salary. In parliamentary matters not covered by the Constitution of our country, the practice prevailing in the House of Commons is followed. Following the same, steps are being taken to pay a salary to the Leader of the Opposition. Sir, that part of the argument which says that even though the Legislature has not been authorised by the Constitution to pay a salary to the Leader of the Opposition, it can still make laws in that behalf following the practice prevailing in the House of Commons, is obviously fantastic and cannot stand a moment's scrutiny. Sir, it is idle to suggest that this Legislature can derive powers and authority to legislate from any other source excepting the written Constitution of India. This Legislature, Sir, is the creature of the Constitution and it cannot travel beyond the limits prescribed by the Constitution. It is only in matters of procedure—in the conduct of the business of this House—that parliamentary practices as prevailing in England are followed where there are no clear rules or rulings in that behalf. To acquire a substantial right to legislate by imitating a practice followed in England is preposterous. Sir, every country without exception that pays a salary to its Ministers, Speaker, Deputy Speaker, members of the Legislature and the Leader of the Opposition, does so by legislation through its Legislature under authorities given to it by expressed terms of the written Constitution. Even, Sir, if there is an occasion to increase the salary of the Leader of the Opposition, the Constitution has to be amended. This is what happened recently in Queensland where by the Constitution (Amendment) Act, 1944, the salary of the Leader of the Opposition was increased from £800 to £1,250.

Sir, here the Ministers, the Speaker, the Deputy Speaker, the Chairman of the Council and the Deputy Chairman of the Council are paid their salaries under specific provisions of the Constitution. Even the recruitment and conditions of service of the secretarial staff of this House are covered by the Constitution. The salaries and allowances paid to the Ministers are covered by Article 164 of the Constitution. The salaries of the Speaker, Deputy Speaker, Chairman and Deputy Chairman are paid

under Article 186 of the Constitution. The recruitment and conditions of service of persons appointed to the secretarial staff of these Houses are regulated under Article 187 of the Constitution. The members of this House are paid salaries and allowances under Article 195 of the Constitution and not by imitating the parliamentary practice prevailing in England. Prior to the Constitution, similar powers were given to the State Legislature by the Government of India Act, 1935. I was told by Dr. Roy that under Article 195—Sir, imagination had developed—he purports to pay a salary to the Leader of the Opposition. Sir, I will read out that Article of the Constitution to the House: "Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by the Legislature of the State by law and, until provision in that respect is so made, salaries and allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Legislative Assembly of the corresponding Province."

[5-50—6 p.m.]

Not a word about the Leader of the Opposition, and unless, Sir, an express provision was made in the Constitution to legislate for the salary of the Leader of the Opposition, I do not think this Bill can at all be carried into effect. I would remind you, Sir, that things in England are however different. She has no written constitution. There is accordingly no limit to the authority of the British Parliament over all matters and persons within its jurisdiction. The English Legislature is rather omnipotent; there is no law which it cannot make or change. It is after several centuries of its existence that only in the year 1937 for the first time it provided for a salary for the Leader of the Opposition by the Ministers of the Crown Act, 1937. British Parliament took that decision when it found that two-party system has been established, that the minority party was in a position to assume the office of the Government in case the Government resigns, and thirdly, the Opposition has a shadow Cabinet consisting of its own members specially qualified for the purpose. Sir, I am supported in my contention in the parliamentary practice itself as would be found from May's Parliamentary Practice. Sir, I will read for the interest of this House certain passage from that particular book (May's Parliamentary Practice, 15th Edition, p. 245). "The prevalence (on the whole) of the two-party system has usually obviated any uncertainty as to which party has a right to be called the 'Official Opposition'. It is the largest minority party which is prepared in the event of the resignation of the Government to assume office. The Leader of the Opposition and his principal colleagues form a group popularly known as the Shadow Cabinet, each member of which contributes expert knowledge gained, for the most part, by official experience to the task of directing criticism of Government policy from the point of view of a party which is bidding for the support of the nation."

Sir, these are the criteria. Here what do we find? We find that the Leader of the Opposition, for whom this salary is being fixed, commands a party of 50 members among the total opposition of 96 in a House of 56. Sir, it is idle to suggest that it is being accepted as a statutory recognition. Sir, Shri Sarat Chandra Bose was the Leader of the Opposition in this House. Did his leadership go unrecognised because he was not paid a salary? Sir, if this provision is accepted you have to make similar provisions in the Upper House. The Leader of the Opposition in the Upper House will claim the same recognition. Things here cannot be compared with those of England. There is one Opposition Leader in the House of

Commons. Here, there would be one in the Parliament, one in each of the States and not only in the Assembly but also in the Upper Houses. Sir, the flood-gate would be open for further expense when at least the Opposition was crying for economy.

Sir, there is another aspect of the thing. If you follow others, what is done in Australia? In Australian Commonwealth Parliament, the Leader of the Opposition in the House of Representatives is paid an allowance of £600 per year and the Leader of the Opposition in the Senate is paid £300 and an allowance of £400 is also paid to the leader, not being the Leader of the Opposition, of a recognised political party of which not less than 10 members are members of the House of Representatives. So, Sir, if you follow this, if you open the flood-gate and if you follow the practices followed elsewhere, then any leader commanding 10 members in this House would claim "Give me remuneration". You cannot do it unless you change your Constitution. Get your Constitution amended and then you can bring the Bill here.

Sir, I do not think that at least the Opposition should take this Bill in good grace. Dr. Roy has no love or affection for us. He is not even inclined to favour us. It is nobody's case that this is the outcome of good-will and co-operation that is in sight for some time between the party in power and the Opposition. It cannot be a boon to the Opposition, on the contrary it is a curse. It is a bait, a clever bait, held out by Dr. B. C. Roy. We are sorry to find that the Opposition has swallowed it, but there is still time to disgorge it. Sir, could we again feel proud of our revolutionary character, of our revolutionary urge when the people will laugh at us and say that we cannot resist this little temptation of the small salary? We should throw it out and play our role. Dr. Roy has no love for us.

Sir, in view of these constitutional and legal defects I move my amendment formally that this Bill be circulated for eliciting further opinion, opinion from real jurists and experts, not Mr. S. Roy.

[6—6-10 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

মিষ্টার স্পীকার, স্যার, আপনি বুঝতে পারেন যে, বিরোধীদলের নেতাকে বেতন দেবার জন্য যে বিল বিধানসভায় আনা হয়েছে, সে বিল সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা, বিরোধীদলের আর একজন সদস্যের পক্ষে কিরকম কষ্টকর! তবুও নীতির দিক থেকে আমাদের দেশের বিরোধীদলের ঐতিহ্যের দিক থেকে, আমাদের দেশের গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থে, আমাদের দেশে সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাজনীতিক আদর্শ সৃষ্টি করার কথা বিবেচনা করে এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ না করে আমি পারি না।

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, কয়েকদিন আগে এই বিধান সভায় আমরা ট্যাক্স বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিবাদ করেছিলাম। আপনার আরো স্মরণে আছে যে, এই বিধানসভায় অসংখ্য দরিদ্র সরকারী কর্মচারীদের এই দুর্মূল্যের বাজারে মাগ্‌গী-ভাতা বাড়াবার জন্য আমরা দাবী করেছিলাম। আপনার নিশ্চয় মনে আছে যে, এই বিধানসভায় কয়েকদিন আগে সাধারণ মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবার জন্য আমরা দাবী করেছিলাম। কিন্তু বিধানবাবু ও তাঁর সরকার আমাদের দাবীর কোনটিও আনেন নি; অর্থাভাবের অজুহাত দেখিয়ে একটী পয়সাও দেন নি, শ্রমিক কর্মচারীদের অবস্থার সামান্যতম উন্নতির জন্য।

People have been denied of all their just and very modest demands on plea of paucity of funds.

অথচ সেই বিধানবাবু আজ নিয়ে এসেছেন বিরোধীদলের নেতাকে মোটা বেতন দেবার

জন্য একটা বিল। এর কারণ আমি মনে করি বিরোধীদলের প্রতি, গণতন্ত্রের প্রতি, বিধানবাবুর ভালবাসা অথবা শ্রদ্ধা নয়। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য তিনি এই বিল আনেন নি।

Its aim is to blackmail the opposition. Its aim is to bring the opposition into disrepute of the people.

জনসাধারণের কাছে বিরোধীদলকে হেয় প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়েছে। তিনি জনসাধারণের কাছে প্রচ্ছন্নভাবে বলতে চান—"দেখো তোমরা না খেয়ে মরছো, অভাব-অভিযোগের তাড়নায়, আর এদিকে বিরোধীদলের নেতা তাঁর বেতন বাড়িয়ে নিলেন মাসিক বারশো টাকায়।" ভোটের সময় তিনি এই বিল দেখিয়ে বলতে পারবেন, "বিরোধীদল বলে উচ্চপদস্থদের বেতন বৃদ্ধি করা উচিত নয়। কিন্তু দেখো জনসাধারণের দুঃখের সময় বিরোধীদলের নেতা নিজের মোটা বেতন নিয়ে নিয়েছেন।" সুতরাং আমি মনে করি যে, কংগ্রেস সরকারের এটি একটা চক্রান্ত, যে চক্রান্তের একমাত্র উদ্দেশ্য হল বিরোধীদলকে জনসাধারণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা। এই ফাঁদে বিরোধীদল পা দেবে না, এই বিশ্বাস আমি রাখি। কেউ কেউ বলছেন এর জন্য টাকা তো অল্পই খরচ হবে। বিরোধীদলের নেতাকে মাসিক ১,২০০ টাকা বেতন দিয়ে, বছরে মাত্র বার হাজার টাকা বাড়তি খরচ লাগে। আমাদের দেশে বাৎসরিক রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ যেখানে ৬০ কোটী টাকার মত, সেই জায়গায় এই অঙ্ক অর্থাৎ ১২ হাজার টাকা, নিশ্চয়ই খুব বেশী ব্যয় নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বেশী কমের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে নীতির। যদি নীতিহীন মনে করি তাহলে লাখ টাকাও নেব না, কিংবা বাড়তি ৫০ টাকা দিলেও নেব না। এই হল নীতির প্রতি শ্রদ্ধা। শুধু তাই নয়, আপনি জানেন যে, জনসাধারণকে কি বলা হচ্ছে। চারিদিক থেকে বলা হচ্ছে "দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত করতে হবে তোমরা পেটে গামছা বাঁধো, তোমরা কৃচ্ছ্রসাধন কর।" জনসাধারণকে আরো কৃচ্ছ্রসাধন করতে আমি বলি না। কারণ জনসাধারণ যথেষ্ট কৃচ্ছ্রসাধন করেছে। তাদের আরও কৃচ্ছ্রসাধন করতে বলার অর্থ তাদের উপবাস করতে বলা। এখন নেতাদের কৃচ্ছ্রসাধন করে দেশের সামনে উদাহরণ স্থাপন করার সময় এসেছে। কিন্তু লীডার অফ দি হাউস ঠিক এর উল্টা কাজ করছেন। একদিকে জনতাকে কৃচ্ছ্রসাধন করতে বলা হচ্ছে আর অন্যদিকে তাঁদের নিজেদের মাইনে বাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই দুটো নীতি একসঙ্গে চলতে পারে না। এই ব্যবহার নীতিগত দিক থেকে আমি প্রতিবাদ করি। বিধানসভা জনতাকে যদি কৃচ্ছ্রসাধন করতে বলে, তাহলে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও সেই নীতি মেনে চলা উচিত। কথায় বলে "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখাও"। যে নিজে ধর্ম অভ্যাস করে না, তার কোন নৈতিক অধিকার নেই জনসাধারণকে তা করতে বলার। একদিকে জনসাধারণকে বলবো কৃচ্ছ্রসাধন কর, আর অন্যদিকে নিজেদের মাইনে বাড়িয়ে নেব, এর আমি তীব্র প্রতিবাদ করবো। এ জিনিষ চলতে পারে না। আমি মনে করি এই ব্যবহার সুষ্ঠু নয়; জনসাধারণকে এক কথা বলবো, কাজের বেলায় অন্য জিনিস করবো একে হিপোক্র্যাসি বলে আমি মনে করি। এই ভণ্ড অভ্যাস বিরোধী পক্ষ করে না, করতে পারে না। এটা সরকারপক্ষীয় বৈশিষ্ট্য হতে পারে, বিরোধীদলের নয়। সমস্ত বিরোধীদল এই ভণ্ড অভ্যাসের প্রতিবাদ করবেন এই বিশ্বাস আমার আছে। এই সম্পর্কে কয়েকটী কথা আমার কানে এসেছে; সেগুলি সম্বন্ধে কিছু না বলে পারি না। সেটা হচ্ছে এই যে—

Mr. Speaker: Mr. Banerjee, are you quite sure that you are entitled to use the word "hypocrisy". If you are not quite sure, I will make you withdraw the word "hypocrisy".

Sj. Subodh Banerjee: I am quite sure that I am entitled to use it.

Mr. Speaker: I don't think so. You are not entitled to use any harsh words but you can register your protest as much as you can but I shall not allow any unparliamentary word to be used in this House. Please take note of that.

Sj. Subodh Banerjee:

এই সম্পর্কে বলবো যে, বিধানসভার সদস্যদের বেতন এবং ভাতা বৃদ্ধি নিয়ে কথা উঠেছে এবং ৩০ মাইলের বেশী দূরে এবং ৩০ মাইলের কম দূর হতে আগত সদস্যদের ভাতা সম্বন্ধে যে বৈষম্যমূলক প্রভেদ আছে তা দূর করা উচিত বলে মনে করি। কিন্তু এই বৈষম্য ব্যয়-বৃদ্ধি করে দূর করার বিরোধী আমি। যাঁরা কম হারে এই ভাতা পাচ্ছেন, তাঁদের বৃদ্ধি করতে বলি না, যাঁরা বেশী পাচ্ছেন তাঁদের কম করে আনা হোক। আমি জানি এই ব্যাপারটি এই বিলের সঙ্গে সম্পর্কহীন তবুও যেহেতু প্রশ্ন উঠেছে কোথাও কোথাও তাই আমার বক্তব্য আমি এখানে পরিষ্কারভাবে রাখতে চাই। অবশ্য এও আমি জানি যে, ইন্টারেস্টেড সার্কল থেকে এসব কথা বিরোধীদলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার জন্য বলা হচ্ছে।

এই দাবী আমি করছি যে, বিধানসভার জন্য খরচ কমান হোক। তার জন্য মফঃস্বলের সদস্যদের ভাতা কম করে দিয়ে যে বৈষম্যমূলক প্রভেদ আছে তা দূর করতে হবে। যাঁরা বেশী পাচ্ছেন, তাঁদের ভাতা কমিয়ে সামঞ্জস্য বিধান করুন। আর বিধানসভার জন্য খরচ বাড়াবেন না।

Mr. Speaker: I think I am right Mr. Banerjee. So I would request you that you can register your protest as much as you like but do not use harsh words. There are two things involved in the present bit of legislation. It is not an unknown thing that is being done so far as the Parliamentary Government is concerned In other words, there are countries where the Leader of the Opposition is paid. Whether the Constitution of India, as has been pointed out by Mr. Ray Choudhuri, permits it or not—that is entirely a different matter. I, think it is worthy of consideration. But this Bill has been brought by the Government in recognition of a right which exists in other countries. While Parliamentary Government is in existence, I would allow all of you to register a protest as much as you can, but at the same time I would request you to be careful not to make any unparliamentary remark because it would reflect against a member of the House.

Sj. Subodh Banerjee:

মিষ্টার স্পীকার, স্যার, আপনি এইমাত্র বললেন এবং এই বিলের অবজেক্টস এ্যান্ড রিজনসএ লেখা আছে যে, বিভিন্ন দেশে বিরোধীদলের নেতাকে বেতন দেওয়া হয়। আমি বলবো এবং প্রমাণ করবো যে, কোথাও এভাবে দেওয়া হয় না। আমি জানি, আমার এই কথার প্রতিবাদ উঠবে। আমি জানি, গ্রেট বৃটেন, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য কমনওয়েলথ দেশের উদাহরণ দেবেন। কিন্তু সে উদাহরণ এখানে খাটে না।

Mr. Speaker: I do not mind your saying that. But you must not use any language which is unparliamentary.

[6-10—6-20 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি দেখাচ্ছি, কেন এই সব দেশের নজির পশ্চিমবাংলার পক্ষে খাটে না।

The constitution of Great Britain is the constitution of a unitary form of Government. Has it got any federal characteristic?

কিছুই নেই সেইদিক হতে আমাদের সংবিধানের সঙ্গে তার প্রভেদ আছে। তা ছাড়া গ্রেট বৃটেনএ বিরোধীদলের নেতাকে কোথায় বেতন দেওয়া হয়? হাউস অফ কমন্সএ। আমাদের দেশে পার্লামেন্ট যদি এই বিল অনত তাহলে কথা ছিল; গ্রেট বৃটেনএর উদাহরণ

তখন দিতে পারতেন। ক্যানাডার উদাহরণ কেহ কেহ দিয়েছেন। আমি বলব এবং আপনিও জানেন ক্যানাডার উদাহরণ এখানে খাটে না।

Canadian Government is unitary form of Government with federal characteristics like Indian constitution—please look at article 91 of the Canadian constitution. There you will find that residuary power lies with the Centre indicating unitary form of Government.

সেই জায়গায় কোন স্তরের বিরোধীদলের নেতাকে বেতন দেওয়া হয়? সেখানেও সর্বজাতীয় স্তরে ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টএর বিরোধীদলের নেতাকে বেতন দেওয়া হয়েছে। সেখানে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টএ বিরোধীদলের নেতাকে বেতন দেওয়া হচ্ছে, স্টেট লেজিসলেচারএ অর্থাৎ অঙ্গরাজ্যগুলিতে এই বেতন দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। এই হাউস কি কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট, যে এখানে বিরোধী দলের নেতাকে বেতন দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ক্যানাডার নজির দেখিয়ে? তাহলে দেখা গেল যে কানাডার উদাহরণ এখানে খাটে না। অস্ট্রেলিয়ার কথাও কেহ কেহ বলেছেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার নজির এখানে আদৌ খাটে না। অস্ট্রেলিয়ায় হচ্ছে টুলি ফেডারাল গভর্নমেন্ট। অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্য স্বাধীন।

and then residuary powers lie not with the Centre but with the States.

অঙ্গরাজ্যগুলির প্রত্যেকটী সেখানে স্বাধীন। বাংলাদেশে কি তাই?

Australian Constitution and Indian Constitution are fundamentally different. Australian Constitution is that of a federal form of Government while Indian Constitution is that of a unitary form of Government with federal characteristics.

দুটি আলাদা জিনিষের, যেমন গরুর সঙ্গে ছাগলের তুলনা চলতে পারে না, এও তেমনি চলে না। তুলনা সেখানেই চলতে পারে যেখানে দুটোই এক পর্যায়ের জিনিষ। অস্ট্রেলিয়ার নজির আমাদের এই রাজ্যে খাটে না। সুতরাং অস্ট্রেলিয়ার উদাহরণ দেওয়া ব্যর্থ। যদি এসম্পর্কে আরও জানতে চান তাহলে আমি নিকোলাসএর অস্ট্রেলিয়ান কনস্টিটিউশনএর পেজ নাইনটিন দেখতে অনুরোধ করব। আমাদের দেশের শাসন-ব্যবস্থা, অর্থাৎ—

unitary form of Government with federal characteristice.

এই ব্যবস্থাযুক্ত কোন দেশে অঙ্গরাজ্যগুলিতে কোথাও বিরোধীদলের নেতাকে বেতন দেওয়া হয় না। ভারতবর্ষের কোন রাজ্যেও দেওয়া হয় নি; এখানকার লোকসভায় দেওয়া হয় নি। এই কারণে বলছিলাম যে, পৃথিবীর কোন দেশে এই ব্যবস্থা নেই। কথায় কথায় গ্রেট বৃটেনএর কথা বলা হয়। আমি অবাক হয়ে যাই, মিঃ স্পীকার, স্যার, এই দেখে যে, আমাদের দেশ নাকি স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু আজও সেই পরাধীন মনোবৃত্তি, ঐ ইংরেজকে নকল করার মনোভাব বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। মন্ত্রীরা ভুলে যান যে,—

The Constitutional development of a country is the result of an organic process—it cannot be thrust from outside nor can it be achieved by sheer imitation.

নিজের দেশের আচার, ব্যবহার, রীতি-নীতির সংঘাতের মাঝখানে দিয়ে ইতিহাসে অগ্রগতির নিয়ম পালন করে একটা দেশ এগিয়ে চলে। এক দেশ যেভাবে এগিয়েছে, যে রূপ নিয়েছে, যে শাসন-পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, সেই রীতি-নীতি না থাকা সত্ত্বেও যদি সেই বৈশিষ্ট আর এক জায়গায় পুঁতে দেন তাহলে স্বাভাবিক জীবন তার থাকতে পারে না। গ্রেট বৃটেনএর কথা বলেছেন। বিরোধীদলের নেতাকে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা কবে থেকে হয়েছে? বিংশ-শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষের দিকে। ৩০০ বছর ধরে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পরীক্ষা করার পর ১৯৩৭ সালে বিরোধীদলের নেতাকে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সেই পরীক্ষা কি আমাদের দেশে হয়েছে? তবে কেন সে উদাহরণ দেন? তাদের এক অভিজ্ঞতা, আমাদের অন্য। তাদের নজির অন্ধভাবে আমাদের এখানে খাটান যায় না। শুধু তাই নয়—

In great Britain, Canada and such other countries the opposition is a part

of the State machinary

এখানকার জুডিসিয়াল মেম্বারএর সংগে আমার এ-সম্পর্কে কথা হয়েছিল। তিনি স্বীকার করেন না যে, গ্রেট বৃটেনে, কানাডা প্রভৃতি দেশে—

opposition is a part of the State machinery.

তিনি আইনজ্ঞ বলে শুনেছি, আমি তাঁকে কয়েকটি বই পড়তে বলব।

There the opposition is called His or Her Majesty's loyal opposition.

লয়াল কথাটা কি প্রমাণ করে? লয়াল কথাটা প্রমাণ করে যে—

they are loyal to the State.

এ ছাড়াও আমি আরও যুক্তি দেখাব. ক্যানাডার কথাই ধরুন।

Theory and practice of modern government by Hermann Fiver, Vol. 2, page 992. Please mark the line—

"The leader of the opposition under our system is just as much a part of the constitutional system of Government as the Prime Minister himself."

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ওটা কি আমাদের দেশের কিছু লেখা. না বিলাত থেকে এসেছে?

Sj. Subodh Banerjee:

আপনারা গ্রেট বৃটেন, ক্যানাডাকে সামনে রেখে উদাহরণ দিচ্ছেন এবং বলছেন যেহেতু ওরা করেছে অতএব আমরা করব। তাই সেইসব দেশের কথা বলতে হচ্ছে। এ ছাড়াও, মিঃ স্পীকার, স্যার—

Please read Beauchesne's Parliamentary rules and forms of House of Commons of Canada —

"His Majesty's Opposition is a happy one and said that a better phrase could not have been invented." "To designate so, they were certainly, to all intents and purposes, a branch of His Majesty's Government."

ক্যানাডার প্রত্যেকটী জায়গায় বলা হয়েছে

Opposition is a part of the Government.

আমাদের দেশে কি—

Opposition is part of the Government?

তারপর গ্রেট বৃটেনএর কথা বলছেন—

Please see Keith's British Cabinet system—

"The essential position of the Opposition, as part of the mechanism of the State is marked by the fact that a settlement in 1937 of the salaries of Ministers was accompanied by the grant of a salary of £2,000 a year to the Leader of the Opposition. The opposition is a component part of the mechanism of the State."

বিরোধীদলের নেতাকে ২ হাজার টাকা বাৎসরিক বেতন দেওয়ার কারণ কি? কারণ হল—

It is a component part of the mechanism of the State.

আমাদের দেশের বিরোধীদলের ঐতিহ্য তা নয়। যদি ঐতিহ্যের কথা ধরেন, ইতিহাসের কথা ধরেন, তাহলে এর বিরোধী ঐতিহ্যই দেখবেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের দিনে—

The opposition was wedded to the principle of overthrowing the Imperialist State and establishing a national State.

এখন আমরা যারা বিরোধী দলে আছি, তাদের অধিকাংশই বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরোধী।

[6-20—6-30 p.m.]

They are determined to put an end to the existing capitalist State and replace it by a Socialist State.

সুতরাং অপোজিশন ইজ এ পার্ট অফ দি মেকানিজম অফ দি স্টেট, একথা এখানে বলা চলে না। আমাদের দেশের বিরোধীদলের ঐতিহ্য তা নয়। আমাদের দেশের বিরোধীদলের ঐতিহ্য গ্রেট বৃটেনের বিরোধীদলের মত সংস্কারবাদী নয়, আমাদের দেশের ঐতিহ্য বিপ্লবী, ওদের দেশের সংস্কারবাদী। আমাদের দেশের ইতিহাস অসহযোগের, ওদের ইতিহাস হল রেসপন্সিভ কো-অপারেশন, সহযোগের। সুতরাং ঐসব দেশের নজির আমাদের দেশে চলতে পারে না। সরকার পক্ষের সংগে মৌলিক বিষয়ে ও দেশে বিরোধীদলের কোন প্রভেদ নেই। উভয়েই পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখতে চায়। এই উদ্দেশ্যে উভয়ে বিরোধ বিরোধ খেলা করলেও সহযোগিতা করে। আমাদের দেশে সরকার পক্ষ ও বিরোধীদলের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে।

[At this stage the blue light was lit.]

আরও কিছু সময় দিতে হবে।

Mr. Speaker: A tradition has to be built—we are yet in the nursery.

Sj. Subodh Banerjee:

কোথাও কোথাও যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বিরোধীদলের নেতা হিসাবে কাজের জন্য তাঁকে বেতন বেশী দেওয়া দরকার। আমি মনে করি যে, এটা একটা অপমানজনক প্রস্তাব। এম, এল, এরা যা বেতন পান তাহলে সেটা কি তাঁদের কাজের মূল্যের পরিমাপ? তাঁদের কাজ ২০০ টাকা মূল্যের? ইট ইজ এ প্রিপসটারাস প্রপোজিশন, কথায় কথায় এঁরা ইংলন্ডের কথা বলেন। ১৯১১ সালে যখন সেখানকার পার্লামেন্টের সদস্যদের বেতন দেবার প্রশ্ন ওঠে, তখন এ-সম্পর্কে কি ধারণা ছিল সেটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। লয়েড জর্জ তখন বলেছিলেন—

"When we offer £400 a year as payment of members of Parliament, it is not a recognition of the magnitude of the services, it is not a remuneration, it is not a recompense, it is not even a salary: it is just an allowance, and I think the minimum allowance to enable men to come here, men who would render incalculable services to the State and whom it is an incalculable loss to the State not to have here, but who cannot be here because their means do not allow it."

আমি কোনক্রমেই বিরোধীদলের নেতার মূল্য ১,২০০ টাকা মনে করতে পারি না। আমি মনে করি যে, বিরোধীদলের নেতার মূল্য টাকা-আনায় নিরূপণ করা যায় না। সুতরাং ১,২০০ টাকা ফর সার্ভিস রেনডার্ড এই অপমানজনক যে প্রস্তাব কংগ্রেসের তরফ থেকে আনা হচ্ছে, তার প্রতিবাদ করা দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে, বিশেষ দায়িত্বের জন্য এই বাড়তি বেতন দেওয়া হচ্ছে। গ্রেট বৃটেনে বিরোধীদলের নেতার বিশেষ দায়িত্ব আছে। আপনি হ্যান্সার্ড খুলে দেখলে দেখবেন যে, তাতে মিনিষ্টার এবং অপোজিশন লীডারের যখন বেতন দেবার প্রশ্ন ওঠে ১৯৩৭ সালে, তখন—

What are the duties and responsibilities of the leader of the opposition.

তা বলা আছে। স্যার জন সাইমন সেগুলি বিস্তারিতভাবে বলেছেন, স্যালারি অফ মিনিস্টারস বিল আলোচনা কালে। কিন্তু আমাদের দেশে এই হাউসে কি 'বিজনেস' হবে না হবে সে-ক্ষেত্রেও বিরোধীদলের নেতাকে জিজ্ঞাসা করা হয় না। অথচ কথায় বলা হচ্ছে যে, বিশেষ দায়িত্ব আছে যদি ঐ বিশেষ দায়িত্বের জন্য বাড়তি বেতন দেবার নীতি গৃহীত হয় তাহলে চিন্তা করেছেন কি কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়? "চীফ হুইপ অফ দি অপোজিশন", তাঁর বিশেষ দায়িত্ব বিরোধীদলের নেতার তুলনায় খুব কম নয়।

Are you going to pay him extra salary and allowances?

তারপর ডেপুটি লীডার অফ দি অপোজিশন, তাঁরও দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে, তাঁকেও তাহলে বাড়তি বেতন দেবেন না কেন?

[At this stage again the blue light was lit.]

Mr. Speaker: I have given you 25 minutes; there are other members to speak.

Sj. Subodh Banerjee: Please give me five minutes more.

Mr. Speaker: Not five minutes, I will give you two minutes.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনি বিলাতী বই পড়েই মুস্কিল করেন।

Sj. Subodh Banerjee:

এ ছাড়া একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। গ্রেট ব্রিটেনেও এ-জিনিষের জন্য আলোচনা হয়েছে।

If you grant a sum to the Leader of the Opposition, then that sum is paid out of public funds raised by the House and as such he ought to be servant not of the Opposition but of the House. The Leader of the Opposition today cannot be a servant of any one but the Labour Party. He cannot be the servant of the Opposition. He is the Leader of the Opposition of the Labour Party and by their constitutional rules must carry out the decision of that party.

Mr. Speaker: Are you referring to the case when Mr Attlee was in power.

Sj. Subodh Banerjee: This was in the year 1937. It is not Attlee—That much I can say

সেদিক থেকে আমাদের এখানে লীডার অফ দি অপোজিশন কি বলা যায়? আমরা আশা করব লীডার অফ দি অপোজিশন বিধানসভার যত ছোট ছোট দল আছে, তাদের স্বার্থ রক্ষা করবেন কিন্তু বহু ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে অন্যান্য বিরোধী-দলের মতভেদ আছে যেমন এ-ক্ষেত্রে আছে। সে-সব স্থলে লীডার অফ দি অপোজিশন কার মত প্রতিফলিত করবেন? নিশ্চয়ই নিজের দলের মতই প্রতিফলিত করবেন, এবং এটা অন্যায়ও নয়। তাই করা উচিত।

In that case how can he function as the leader of the opposition? He can at best be called leader of the Communist Party in opposition to the Government.

সর্বশেষে আর একটি কথা বলব। এখানে বিরোধীদলের নেতার ইজ্জতের কথা তুলে বেতন বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে। ইজ্জত কার কাছে? সরকারের কাছে, না, দেশের লোকের কাছে? টাকা দিয়ে ইজ্জতের মাপ হয় না। দেশবন্ধু কি টাকা নিয়েছিলেন? শরৎবাবু কি টাকা নিয়েছিলেন? টাকা না নিলেও কি তাঁদের ইজ্জত দেশবাসীর কাছে কম ছিল?

Prestige depends not on money; it depends on your honesty and on your integrity, on your efforts, on your devotion to the cause of the people, on your struggle in bettering the conditions of the people.

এ-সবের উপর ইজ্জত নির্ভর করে; টাকার উপর নয়। কাজেই এইসব কথা তোলা একেবারে অবান্তর। আমি মনে করি যে, গভর্নমেন্টের আরও উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দেশে এক বিশেষ ধরণের বিরোধী পক্ষ গড়ে তোলা, যে ধরণের বিরোধী পক্ষ গ্রেট ব্রিটেনে আছে, যারা—

reformist opposition, revolutionary opposition.

নয়—

In the interest of developing mass movement in our country, to ensure better material condition of the people, in the interest of fortering healthy politics in our country free from opportunism, in the interest of building socialism in our country, this rotten reformist politics as envisaged in this Bill should be abandoned.

এই ধরণের রাজনীতি দূর করে দেওয়া দরকার বলে মনে করি। আমি তাই বলব, এই যে বিল আনা হয়েছে, সেটা দ্বারা আমাদের দেশে পার্লামেন্টারী মোহ সৃষ্টি করার চেষ্টায় করা হচ্ছে, যাতে পুঁজিবাদের বিরোধিতা না করে বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে সংস্কারের পথে বিরোধী-দলগুলি চলে। এইসব কথা বিবেচনা করে আমি বিরোধীদলের কাছে আবেদন করব যে, তারা এই বিলটা নাকচ করে দিন, এরকম একটা জঘন্য উদ্দেশ্য যে বিলের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে, সেই বিলকে যেন তারা গ্রহণ না করেন।

[6-30—6-40 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলের বিরোধিতা করতে উঠে আমি কতকটা অস্বস্তি বোধ করছি। কিছুদিন ধরে সংবাদপত্রে নানারকম বাকবিতণ্ডা এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করে হয়েছে—বিশেষ করে বিরোধীদলের মধ্য থেকে যখন একটা সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে, সেই জায়গায় মূল বিলের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে আমাদের মধ্যে যে কিছুটা মতবিরোধ আছে, সেটা প্রকট হয়ে পড়ছে। এই বিলের যে উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্য বিলের মধ্যে লেখা হয়েছে সেটা সত্য কিনা জানি না, তবে মনে হয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় খুব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে, দেয়ালের লিখন পড়ে নিজের জন্যই হয় ত পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নিচ্ছেন। বিরোধী পক্ষের নেতার পদমর্যাদা বাড়াবার জন্যই নাকি বিল আনা হয়েছে বলা হচ্ছে, তাঁর পদমর্যাদা বাড়ুক বিরোধীদলের মর্যাদা বাড়ুক—সকলের সংগে আন্তরিকভাবে আমিও এক মত।

I yield to none on this score.

কিন্তু তার জন্য অন্য বহু উপায় রয়েছে, বেতনের বন্দোবস্ত না করে আমাদের মত দরিদ্র দেশে, যেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ হয় পার্লামেন্টারী ঠাট বজায় রাখবার জন্য, যে-সময় মন্ত্রীমহাশয়দের মাইনে কমাবার দাবী উঠেছে জনসাধারণের মধ্য থেকে, সেখানে এই ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব কেন হয়? যেখানে দেশের লোককে আমাদের মন্ত্রীমহাশয় বলে থাকেন আরও কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য, সেখানে এই খরচ বাড়াবার প্রশ্নের পিছনে অন্য কোন মতলব বোধ হয় আছে। ইংলণ্ডের নজিরের কথা অনেক তুলেছেন, আমি মোটা মোটা বই থেকে উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য আর ভারাক্রান্ত করতে চাই না, কিন্তু এ নজির যে এখানে খাটে না তার কারণ দুটি। প্রথম কারণ ইংলণ্ডের অপোজিশন হ'ল "হার ম্যাজেস্টিজ অপোজিশন" যার অর্থ "রাণীর বেতনভুক ভৃত্য"। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক সঙ্গতি, পার্লামেন্টারী ট্র্যাডিশন এবং সামাজিক কাঠামো আমাদের দেশে সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে, ইংলণ্ডে, ভোটাররা পলিটিক্যালি কনসাস, নির্বাচনের আগে মন্ত্রীরা পদাধিকারের সুযোগ সেখানে নেয় না, সেই জায়গায় আমাদের দেশের ভোটাররা রাজনৈতিক চেতনায় সচেতন নয় এবং নিজেই সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করে, নির্বাচনের আগে মন্ত্রীরা তা করে থাকেন, এই যেখানে অবস্থা, সেখানে এই উপমা খাটে না। আর সেখানে আমরা দেখছি যে, ইংল্যান্ডএ মাত্র দুটি পার্টি কিন্তু এখানে তা নয়।

তৃতীয়তঃ, পার্লামেন্টে যদি এই আইন আনা হত, বিরোধীদলের নেতাকে যদি মাইনে দেওয়া হত তাহলে হয় ত ঐরকম যুক্তি দেখান চলত। আর যদি অনুকরণই করতে হয়, তাহলে আমি বলতে চাই যে, আমাদের এখানে রাজ্যপাল বা রাজ্যপালিকা, তাঁকে যখন হিজ এক্সেলেন্সি অর হার এক্সেলেন্সি বলা হয় না, অনুকরণ যদি করতে হয় তাহলে তাঁকে আগে হিজ

এক্সেলেন্সি অর হার এক্সেলেন্সি বলা হোক! এবং আমাদের যিনি রাষ্ট্রপতি আছেন, তিনি চলে যাবার পর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দুহিতাকে সেখানে রাণী আখ্যা দিয়ে দেওয়া হোক! অনুকরণ যদি করতে হয়, তাহলে তাতেই মানাবে ভাল!

চতুর্থ কথা—আমাদের দেশে, বাংলাদেশে, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন এই বিল ফার্স্ট অফ ইটস কাইন্ড এবং তা এনে তিনি পায়োনিয়ার হতে চান, পথপ্রদর্শক হতে চান।

আরো ত কত সমস্যা রয়েছে, নিম্নমধ্যবিত্ত কর্মচারীদের ২৫ টাকা মাইনে বাড়াবার কথা বলেছিলাম, সেই মাইনে বাড়িয়ে পথপ্রদর্শক হোন না কেন, ভারত সরকারের কাছে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কাছে। দুর্নীতি বন্ধ করবার জন্য আমরা বার বার দাবী করছি, দুর্নীতি বন্ধ করে বাংলাদেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলে পায়োনিয়ার হোন না কেন? বিরোধী-দলের নেতা নিজেই সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন যে, এই পদের দায়িত্ব পালনের জন্য নাকি অনেক খরচ হয়, তাই তাঁর দলের পক্ষ থেকে সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে যে, ৫ শো টাকা যেন বেতন করা হয়।

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, neither I am interested nor is this House interested to know what Mr. Jyoti Basu told once with regard to that.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমরা যে শ্রেণীর প্রতিনিধি বলে নিজেদের দাবী করি, তাতে এ-কথা কি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারি না যে, এত টাকার প্রয়োজন কি সত্যই হয়? কটা মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আয় ২শো টাকা, ক'জন কেরাণীর বা শ্রমিকের বেতন দুশো টাকার উপর, এ-কথা কি আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারি? বিরোধী-দলের নেতা এ-কথাও বলেছেন যে, এই পদের প্রাপ্য মর্যাদা এবং প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করার জন্য তিনি সবরকমের চেষ্টা করবেন। তাঁর পেছনে আন্তরিকভাবে আমরা সমস্ত দলের লোকেরা থাকবো, এই ব্যাপারে আমরা সকলে দাঁড়াবো, কিন্তু বিনীতভাবে তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তিনি ভেবে দেখুন যে, টাকার অঙ্কের মানদণ্ডে কি মর্যাদা বিচার হবে, আমাদের এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশে? ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা আপনি জানেন, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কমপেনসেটরী এ্যালাউয়েন্সএর জন্য তাঁরা লড়াই করলেন এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত তাঁদের বাধ্য করিয়েছেন ঐ কমপেনসেটরী এ্যালাউয়েন্সের দাবী প্রত্যাহার করে মীমাংসা করতে। এখন কি বিরোধীদলের নেতাকে তিনি সেই কমপেনসেটরী এ্যালাউয়েন্স দিয়ে পাপক্ষালনের চেষ্টা করছেন?

[At this stage blue light was lit.]

আর দু-মিনিট নেবো স্যার।

Mr. Speaker: You are repeating the same thing over and over again. Please finish early.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: I will take only two minutes and finish what I have got to say. Please do not interrupt me.

আমার শেষ বক্তব্য হচ্ছে পার্লামেন্টারী ব্যাপারে, যেমন নমিনেশন ইত্যাদি ব্যাপারে কংগ্রেসের যে, পার্লামেন্টারী বোর্ড আছে তার অনুমতি নেওয়া দরকার। ডাঃ রায় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের একজন কর্তা, ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য। তিনি এই ব্যাপারে তাঁদের অনুমতি নিয়েছেন কি না জানি না, যদি না নিয়ে থাকেন তাহলে এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মনে যে সন্দেহ জেগেছে যে, বিরোধী-দলের মধ্যে বিভিন্ন যে দল আছে, তাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য তিনি চেষ্টা করছেন, "টোপ" ফেলছেন বলে যে ব্যঙ্গ চিত্র আমরা দেখেছি, সেটা ভিত্তিহীন বলে লোকে মনে করবে না। কাজেই এ-কথা আমি বলতে চাই যে, আমাদের দিক থেকে "বেতনভুক বিপ্লবী" তৈরী করবার চেষ্টা যেন মুখ্যমন্ত্রী না করেন এবং বিরোধী-দলের কাছেও আবেদন জানাবো যে, সেই ফাঁদে আমরা যেন পা না দিই। এই বলে এই বিলের সম্পূর্ণ বিরোধীতা নীতিগতভাবে আমি করছি।

Sj. Sisir Kumar Das: In support of the point of order raised by Mr. Sudhir Chandra Ray Choudhuri I would just point out to the House......

Mr. Speaker: Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri did not really raise a point of order. His point of view is that, having regard to the provisions of the present Constitution, such a measure is not legal.

Sj. Sisir Kumar Das: Such a measure can be passed. That is what I am pointing out. The whole point is this—the State Legislature can legislate on subjects which are on the second State List. In Item 38 you will find that salaries and allowances of Members of the Legislature of the State, of the Speaker and the Deputy Speaker can be passed. But with regard to Ministers' allowances and salaries it is in Item 40......

Mr. Speaker: Perhaps you are not aware that the person who is most concerned is the Leader of the Opposition and he has asked us to consider the legality of the matter right at the start. I can assure this House that we are giving our utmost attention to it.

[6-40—6-50 p.m.]

Sj. Sisir Kumar Das: Sir, if I am interrupted in this way how can I proceed? I want to say, Sir, that there is a lacuna in this measure which cannot be filled up by mere legislation.

Sir, salaries of members of the Legislature, salaries of the Ministers, salary of the Speaker and salary of the Deputy Speaker are subjects which can be legislated upon but the subject of the salary of the Leader of the Opposition cannot be legislated upon. That is one point. If you want to make legislation on this subject you have to take recourse to the Centre because the residuary subjects are within the scope of the Indian Legislature, and if the Indian Legislature think it necessary they can pass a legislation to the effect that the States will have power to make legislation to that effect. In that case the legislation will be perfectly all right. Otherwise the Bill would have been perhaps in order had it been an amendment of this Act, viz., the Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) Act, 1937. If the Leader of the Opposition had been paid a salary as a member of the Legislative Assembly performing certain functions as a member of the Legislative Assembly, that would have been quite in order; but what you have done is that you have brought this Bill as an amendment to the West Bengal Salaries and Allowances Act, 1952, and you have coupled it along with the salary of the Deputy Speaker. Therefore, under that head you cannot legislate. The proper head under which you can legislate is, according to me, item 38, and if any salary was to be provided that would have been by way of an amendment of the Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) Act, 1937. Perhaps that could be justified under the Constitution but it cannot be justified under this head, viz., the Salaries and Allowances of Ministers for the State. So this legislation as it has been brought in the form of an amendment to the West Bengal Salaries and Allowances Act, 1952, is out of order and *ultra vires* of the Constitution.

Further, Sir, the view of my party is this—I have been asked by my leader to state—that on principle we support this Bill but only if Rs. 500 is paid but not more than that. The whole of our objection relates to the legality of the Bill.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমি জানি না আজকে এটা শেষ হবে কি না, শেষ হবার আশা নাই। কারণ, আমরা এখানে এমন একটা নূতন জিনিষ আলোচনা করছি যা নিয়ে অনেক নূতন প্রশ্ন উঠবে এবং তা উঠাও উচিত; এবিষয়ে আমাদের ব্লকের একটা দৃষ্টিভঙ্গী আছে, এবং আমাদের বিরোধীপক্ষ থেকে এমন অনেক খুঁটিনাটি কথা বলা হয়েছে, যার উত্তর দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আমরা এটা মনে করি যে, তাঁরা যেটা বলেছেন, তাতে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে বলবার চেষ্টা করেন নি, যদিও এর আগে একজন বক্তা ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন। এগুলির জবাব না দিলেও চলতে পারে। কিন্তু আর যে-সমস্ত কথা বলা হয়েছে, তার জবাব দেবার প্রয়োজন আছে। আশা করি সেজন্য আমাকে একটু সময় দেবেন। আমি প্রথমেই যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা হচ্ছে সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। এবং এসম্পর্কে আমাদের কি দৃষ্টিভঙ্গী সেটা আগে বলে নিতে চাই। আমরা যাঁরা এখানে এসেছি, তাঁদের সংবিধান অনুযায়ী যে-সমস্ত অধিকার বা ক্ষমতা ইত্যাদি যা দেওয়া হয়েছে তা সবই অর্থাৎ পার্লামেন্টারী ডেমোক্র্যাসি বিলাত বা অন্যান্য দেশ থেকে নেওয়া হয়েছে। তা আমরা পছন্দ করি বা না করি বা আমরা অন্য ধরণের গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি। যাই হোক, এই অবস্থাটা মেনে নিয়েই নির্বাচনে দাঁড়িয়ে আমরা এখানে এসেছি। কারুর দয়ায় আমরা এখানে আসি নি, এটা আমরা সকলেই জানি। এখানে অনুকরণের কোন কথা নাই। আমাদের সংবিধানে লেখা আছে যে, যেখানে আমাদের দেশে এখনো স্পষ্টভাবে কোন পদ্ধতি গড়ে উঠে নি, সে-সব ক্ষেত্রে আমরা হাউস অফ কমনসএর যে-সমস্ত পদ্ধতি আছে, সেগুলি মেনে চলবার চেষ্টা করি। সেখানে সবকিছুই ভাল এটা মনে করার কোন কারণ নাই। অনেক জিনিষের বিরোধিতা করলেও গত ১০ বৎসর ধরে আমরা এটাই বলার চেষ্টা করেছি যে, যদি ব্রিটেন থেকে কিছু নিতে হয় তবে তাদের পার্লামেন্টারী ডেমক্র্যাটিক প্র্যাকটিসএ যা-কিছু ভাল আছে তা নেবার প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগাবশতঃ সেগুলো অনেক সময় নেওয়া হয় নি। তাদের খারাপ জিনিষগুলিই নেওয়া হচ্ছে। তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি সেখানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যেভাবে তর্ক-বিতর্ক হতে পারে, বিরোধীরা যে-সমস্ত সুবিধা পান, ডিবেট ইত্যাদি ব্যাপারে সেগুলো আমরা এখনও পাই নি, দশ বৎসর স্বাধীনতা হবার পরেও। ইংরাজ আমলের রুলস এবং আইন এখনো আমাদের এখানে রয়েছে, কোনরকম পরিবর্তন হয় নি। ব্রিটিশ হাউস অফ কমনসের একটা ব্যাপারের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার মনে আছে, স্পীকার মহাশয়, একজন পার্লামেন্টের সদস্যের একটা টেলিফোনিক কনভারসেশন ট্যাপড হয়, পুলিশ গোপনভাবে কথা শোনে এবং এ নিয়ে ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সে একটা স্টর্ম বয়ে যায় এবং লীডার অফ দি হাউস, লীডার অফ দি অপোজিশনকে পরে এই আশ্বাস দেন যে, এ বিষয়ে সমস্ত রকম আলোচনা হবে। আমরা এটা এখানে কল্পনাও করতে পারি না। এটা আমাদের দেশে কল্পনা করা যায় না, কারণ, এখানে লীডার অফ দি অপোজিশনকে পয়সা দিই বা না দিই, আমাদের পিছনে পিছনে পুলিশ ঘুরে বেড়ায়। এবং আমাদের টেলিফোন তারা বারে-বারে ট্যাপড করে এবং নানাবিধভাবে আমাদের পিছনে লাগে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিসএ যেটুকু গণতন্ত্র এসেছে, তা পার্লামেন্টারী ডেমক্র্যাসি না হতে পারে, তা শ্রমিক গণতন্ত্র না হতে পারে, এবং সেটা বুর্জোয়াসি ডেমক্র্যাসি হতে পারে, কিন্তু সেখানে অপোজিশনকে মর্যাদা দিয়ে ফরেন পলিসির ব্যাপারে, ইন্টারন্যাশনাল পলিসির ব্যাপারে, অর্থাৎ সমস্ত মূলগত নীতির ব্যাপারে কিভাবে বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনা করা হয় সেটা হাউস অফ কমনসএর রিপোর্টে আমরা দেখেছি এবং পড়েছি। সেগুলো এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। ওখানে পার্লামেন্টএর সভ্যদের কিরকম মর্যাদা দেওয়া হয় সেটা এখানে কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং আমি বলি তাঁদের ভুল জিনিষগুলো আমাদের অনুকরণ করতে হবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

[6-50—7 p.m.]

চারশো বছর ধরে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করবার পর ১৯৩৭ সালে প্রথম আইনের ব্যবস্থা করেন লীডার অফ দি অপোজিশনএর জন্য, এবং এটা দয়া করে যে তাঁরা করেছিলেন বলে আমার মনে হয় না। যদিও সেখানে লেবার পার্টি ও কনজারভেটিভ পার্টির মধ্যে তফাৎ

নিশ্চয়ই আছে, অনেক কারণে, শুধু মূলগত কারণেই নয়, এবং এটা দয়া করে করা হয়েছে বলে আমি মনে করি না। গ্রেট বৃটেনে, সেখানকার জনসাধারণের অভিজ্ঞতা থেকে, তাদের অনেক দিনের পার্লামেন্টারী অভিজ্ঞতা থেকে এই জিনিষটা এসেছে, একদিনে এটা আসে নি। আমরা যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে এটা দেখতে পাই। বিলাতে যে অপোজিশন পার্টি, তারা হচ্ছে পার্ট অফ দি গভর্নমেন্ট; কিন্তু তাহলেও তারা সেখানকার গভর্নমেন্টের বিরোধীতা করেন। এক গভর্নমেন্ট আর এক গভর্নমেন্টকে তাড়াবার ব্যবস্থা করেন, এটা তো অপোজিশনএর কাজ বলে তাঁরা ঘোষণা করেন বারে-বারে। একবার কনজারভেটিভ পার্টি হয়, কখনও লেবার পার্টি হয়, আবার কখনও তাদের তাড়িয়ে লিবারেল পার্টি হয়, অন্যপক্ষ এসে এইভাবে হয়। এটা ঠিক যে, তাঁরা বলেন—

Her Majesty's opposition or His Majesty's opposition.

তাঁরা এ-কথা বলেন, তার মানে, অপোজিশনও সরকারের একটা অংশ। আমাদের যেমন বৃটেন কনস্টিটিউশন আছে, তাঁদের তা নয়। সেই হিসাবে তাঁদের রাণী বা রাজার কাছে তাঁদের আনুগত্য আছে; আর আমাদের যে বৃটেন কনস্টিটিউশন আছে, তার কাছে আমাদের আনুগত্য আছে, এবং সই করে আমাদের এখানে আসতে হয়। সেই হিসাবে আমরা কনস্টিটিউশনএ অংশ গ্রহণ করি, এবং এইভাবে আমাদের কনস্টিটিউশনকে মেনে নিয়ে আমরা এখানে এসেছি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এটা যদি বলি—এমন কি লেবার পার্টি, কনজারভেটিভ পার্টির মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাতে তাঁরা সেখানে যে একেবারে একই সরকার; একেবারে নিরর্থক; এ-কথার কোন অর্থ হয় না। কারণ, সেখানে একটা সরকার, আর একটা সরকারকে পাল্টাবার জন্য আন্দোলন করেন, সংগ্রাম করেন, সে বিষয় সন্দেহ নাই। তাদের আন্দোলন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলাদা হতে পারে, কিন্তু এটা, তাঁদের সীমাবদ্ধ পরিকল্পনার মধ্যে, তাঁরা এই জিনিষ করেন, সে বিষয় সন্দেহ নাই। এবং কনস্টিটিউশনাল পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা এই কথা বিলেতে বারে-বারে লিখেছেন যে—

The function of the opposition is not merely to discredit the policy of the Government in the eyes of the floating vote but also to induce it to modify the policy.

তার মানে এটা পরিষ্কার কথা, একবার নির্বাচন হয়ে গেলে চার, পাঁচ বছরের মধ্যে সরকারের পতন প্রায় একেবারে অসম্ভব। এটা অনেক জায়গায়ই দেখা যায়। খুব কম ক্ষেত্রেই, বিলেতে দেখেছি সেই পতন ঘটেছে মাঝ পথে। আমাদের এখানে এই যে-সব বক্তৃতা হয়, তা কিসের জন্য? আমরা তো মনে করি না ঐ পক্ষকে কনভিন্স করাবার কিছু আছে। আমরা এদিকে এখানে আছি, যাতে করে পরের বারে ঐদিকে গিয়ে আমরা বসতে পারি, আর ও'রা এধারে বসতে পারেন, তা না হলে আমাদের পার্টি হিসাবে থাকাই নিরর্থক। বিলেতে হয় তো এটা নাই। বিলেতে তাঁরা কি করেন, বা না করেন, সেটা আলাদা কথা। আমরা হয় তো কোন জায়গায় পারছি না, আবার অনেক জায়গায় পারছি। কিন্তু কথা হচ্ছে অপোজিশনএর এটাই হচ্ছে কাজ। আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো ডিসক্রেডিট করতে সরকারকে। আমরা কি শুধু কতকগুলি প্রশ্নোত্তর দ্বারা ইনফরমেশন চাই? আমরা কি করবো এই ইনফরমেশন নিয়ে? এইজন্য করি, আমরা চাই এইগুলি কাগজে বের হোক, এরা ডিসক্রেডিটেড হোক, যাতে করে পাবলিক জানতে পারে, এবং আমরা পরের বারে ওদিকে গিয়ে বসতে পারি। এইভাবে অপোজিশন কাজ করে। যতদিন ওঁরা গদীতে বসে থাকবেন, ততদিন নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করবো পাবলিক ওপিনিয়ন সংগঠিত করতে যাতে করে, আমরা ওঁদের সরিয়ে, ওধারে বসতে পারি, এবং আমাদের এ প্রচেষ্টা জনসাধারণের কল্যাণের জন্য, তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্য নয়। সেইজন্য এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমি এই কথা বলতে চাই। আমরা এই বিল যখন আলোচনা করি, আমাদের কাছে প্রধান কথা ছিল—আমাদের বহুরকম অধিকার আছে, অপোজিশন লীডার হিসাবে আমরা, যারা এখানে আছি, সেই সমস্ত অধিকারগুলি শুধু সংরক্ষণ করা নয়, যাতে অধিকার আরও পাই এবং যাতে অধিকারগুলি আরও সম্প্রসারিত হয়, এইগুলি আমরা চাই। যাঁরা এই বিল এনেছেন, তাঁদের কাছে আমি প্রথমে বলবো, এই বিল আনার সঙ্গে সঙ্গে যেন সব কর্তব্য শেষ হয়ে না যায়। এবং এই বিল যদি পাশ হয়, তার পরেও বলবো,

বিলেতে অপোজিশন পার্টির আরও যে-সমস্ত অধিকার আছে, সেগুলিও যেন দয়া করে আমাদের দেন। সেইভাবে যদি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন, তাহলে আমরা বুঝবো সত্যিকারের মর্যাদা অপোজিশন পার্টিকে ও অপোজিশন লীডারকে দিচ্ছেন। গত দশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এ-কথা বলতে পারি না যে, সেই মর্যাদা আমরা অপোজিশন পার্টি পেয়েছি। সেইজন্য এই বিল সম্পর্কে এখন আমি এই কথা নীতিগতভাবে বলবো,—। এই বিল যখন আসে আমরা বলেছি এর পক্ষপাতি, অর্থাৎ এটা একটা স্ট্যাটুটরি প্রভিশন হচ্ছে, এদিক দিয়ে একটা গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে, আইনের দ্বারা যে, তাঁরা অপোজিশন ও অপোজিশন লীডারকে মানবেন। অবশ্য এই জিনিষ কোথাও নেই, যে এটা ওঁদের দয়ার উপর নির্ভর করে, ওঁদের ইন্টারপ্রিটেশনএর উপর নির্ভর করে, পার্লামেন্টএ কি আছে বা না আছে, আমাদের কি আছে বা না আছে, আমাদের এই বিভক্ত ক্ষুদ্র পশ্চিম-বাংলায় আমরা ভুক্তভোগী। আমার মতে পাঁচ-ছয় বছর আগে, প্রথম যে নির্বাচন হয়, তারপরে আমাদের যে স্টেটাস ছিল, আমরা যতজন এখানে ছিলাম, তাতে বর্তমানে এইরকম স্ট্যাটাস লীডার অফ দি অপোজিশনএর পাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। শ্রীযুক্ত মবলঙ্কর যে প্রথম রুলিং পার্লামেন্টএ দিয়েছিলেন, সেটা পড়ে দেখে তখন আমার মনে হয়েছিল, এখনও আমার মনে হয়, পরবর্তীকালে যে এক পশ্চিম-বাংলা ছাড়া, ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায়, সেখানে তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন, একজন না একজনকে লীডার অফ দি অপোজিশন করতেই হবে। এমন কি মেম্বর কমও যেখানে ছিল, দু-চারজন, সেখানেও একটা প্র্যাকটিক্যাল দিক থেকে বিচার করে, এই জিনিষ তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের এখানে দুর্ভাগ্যবশত আমরা সেই রুলিংএর মধ্যে যাচ্ছি না; এবং এই হাউসে আগের বছর যে রুলিং হয়েছিল সেটা একটা অদ্ভুত রুলিং, অর্থাৎ—

leader of the Chief opposition party.

আমাদের এখানে যে অবস্থা, ভারতবর্ষের আর কোথাও এরকম হয় না। ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি বা অন্য কোন পার্টির অপোজিশন না থাকা সত্ত্বেও, সেখানে তাঁরা রেকগনিশন পেয়েছিল লীডার অফ দি অপোজিশন হিসাবে। সেইজন্য আমরা মনে করেছিলাম এই আইনের মধ্যে যে একটা সেকশন এই খসড়া আইনে ঢুকছে, এটা যদি হয়, তাহলে চিরকালের মত একটা ব্যবস্থা হল বলে আমরা মনে করি। আমরা চাই অপোজিশন পার্টির মর্যাদা, তার যতরকম অধিকার আছে, তা সমস্ত দেওয়া হোক, তা লিপিবদ্ধ করে আইনে পরিণত হোক। এইটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা।

তারপর প্রশ্ন আসছে, কত মাইনে হবে? গ্রেট বৃটেনএ ডেপুটী স্পীকারের যে মাইনে তাই দেবার জন্য প্রস্তাব হয়েছে কেন? তা জানি না, এটা বিচার করবার, বোঝবার চেষ্টা করেছি, আমি বুঝতে পারি নি। আমার মনে হয় সেটা আরবিট্রারিলি ওঁরা ঠিক করেছেন।

আমি মনে করি মর্যাদা এবং টাকার ব্যাপারটা একেবারে আলাদা করে ফেলতে হবে। মর্যাদার প্রশ্ন যদি হয়, তাহলে লীডার অফ দি অপোজিশন বলে তাঁকে যেন গণ্য করেন যে পার্টি পরের বারে লীডার অফ দি হাউসএর পাওয়ারএ আসতে পারে। সেই দৃষ্টিতে দেখুন। কাজেই সেখানে মিনিস্টারিয়াল র‍্যাঙ্কএর মর্যাদা ও টাকা, উভয়ের দিক দিয়ে বিচার করে দেখবেন। আমরা জানি লীডার অফ দি হাউসএর কাজ হ'ল একরকম এবং লীডার অফ দি অপোজিশনএর কাজ একেবারে অন্য ধরণের। লীডার অফ দি অপোজিশনএর এত রকম কাজ, যে তা সরকারে থাকলে হয় না। যার জন্য এই সমস্ত চিন্তা করে, এইটা আমি মনে করি যে, ঐটা আরবিট্রারি। আমরা যখন বলছি পাঁচশো টাকার বেশী হওয়া উচিত, নয় সর্বসাকুল্যে, এ্যালাউয়েন্স, ঘরভাড়া সমস্ত কিছু নিয়ে। আমি পাঁচশো টাকা কেন বলছি? আমাদের অর্থের দিকে নিশ্চয়ই তাকাতে হবে। অধিকারের দিকে যেমন তাকাবো, তেমনি অর্থের দিকেও তাকাতে হবে। অধিকারের দিকে তাকাতে গিয়ে, অধিকার সংরক্ষণ করতে গিয়ে প্রচুর টাকা ব্যয় হয়ে যাবে, এটা আমরা চাই না। এখন আমাদের আর্থিক যে অবস্থা তাতে দেখছি মোটামুটি হিসাব করে সমস্ত বাৎসরিক আয় যদি ধরি, তাহলে একজন এম, এল, এ, তাঁর মাসে গড়ে ৩৫০ টাকা রোজগার হয়।

[7—7-4 p.m.]

Mr. Speaker: Mr. Basu, will you like to take a little more time, because in that case I will adjourn the House now.

Sj. Jyoti Basu: I will finish this point and tomorrow we will resume further discussion.

সেইজন্য আমরা এই টাকার ব্যাপারে এই কথাই বলেছি যে, এটা ৫০০ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। কারণ, এটা ঠিক যে, খরচের ব্যাপারে খুব বেশী নয়। আজকাল দেখছি যে এদিক-ওদিকে অনেক ফাংশন হচ্ছে, সেই সব ফাংশনএ আমাদের অনেক সময় যেতে হয়—১০ জায়গা থেকে লোক আমাকে ডেকে পাঠায়, পার্টি হিসাবে নয়। সম্প্রতি একটা জিনিষ দেখেছি যে, লীডার অফ দি অপোজিশন হিসাবে—আমার সঙ্গে বা আমাদের পার্টির সঙ্গে নীতিগত মিল না থাকলেও, ব্যক্তিগতভাবে ডেকে পাঠায়, যেহেতু লীডার অফ দি অপোজিশনএর একটা স্ট্যাটাস আছে। সেইজন্য ব্যক্তিগতভাবে অনেক জায়গা থেকে আমাকে ডেকে পাঠায় অনেক সমস্ত ব্যাপারে এবং অনেক ফাংশনএ আমাদের যেতে হয়, যার জন্য আমরা বলেছি এবং আমরা দেখেছি যে, ১০০।১৫০ টাকা বেশী দেওয়া যেতে পারে এবং এইটা টাকা'র দিক থেকে বেশী কিছু নয়। তাই সেদিক থেকে এত বড় বড় কথা বলার প্রয়োজন নেই। যে কথা এখানে বলা হয়েছে, সে কথা আমরাও চিন্তা করেছি যে, বিশেষ করে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যখন সংকট কাল শুরু হয়েছে, সেই সময় কংগ্রেস সরকারের পক্ষে খরচ বাড়াবার কথা আমরা ভাবতেও পারি না। এইসব কথা বিবেচনা করে ৫০০ টাকা বলেছি। এখন একটা কথা উঠতে পারে যে, আমাদের সরকার হলে আমরা কি করতাম। একটা কথা এখানে বলতে চাই যে, আমরা অন্ততঃ মাইনের ব্যাপারে চিফ মিনিস্টারএর মাইনে ৫০০ টাকার বেশী কিছুতেই করতাম না, অবশ্য কিছু এ্যালাউয়েন্স থাকতে পারতো, কিন্তু মূল মাইনে ৫০০ টাকার বেশী কিছুতেই করতাম না। তিনি অবশ্য কিছু বেশী পেতেন তবে অন্য মন্ত্রীদের চেয়ে খুব বেশী নয়। সেইজন্য আমরা মনে করি এবং আমাদের ধারণা যে, কম করে ধরে ৫০০ টাকা হলে সমস্ত দিক থেকে—মর্যাদার দিক থেকে, টাকা কম খরচের দিক থেকে, এই দুইটি মিলিয়ে এখানে আমরা এইটা রেখেছি। আর একটা কথা বলছি যে, এদিক থেকে অন্য যে-সমস্ত বক্তারা বক্তৃতা দিলেন, গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন, এবং নানারকম কথার অবতারণা করেছেন, সেগুলির জবাব দিতে চাই। যদি আমাকে অনুমতি দেন তবে কালকে আমার আরো ২০।২৫ মিনিট লাগবে।

Mr. Speaker: I would request all members of this House to kindly listen to me. We are going to give a reception tomorrow from the Assembly in which all the honourable members have been invited and, as a matter of fact, the delegates not only from the United Kingdom but from all over the world will be present in the reception. The reception is likely to last one hour, i.e., from half-past four to half-past five. Since that time would be lost, I have decided to call the House tomorrow at 2 o'clock. The House stands adjourned till 2 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7-4 p.m. till 2 p.m. on Friday, the 13th December, 1957, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 13th December, 1957, at 2 p.m.

Present

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 8 Deputy Ministers and 215 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[2—2-10 p.m.]

Recognition of the West Bengal Settlement Employees' Association

***118.** (Admitted question No. *483.) **Sj. Provash Chandra Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*a*) whether the West Bengal Settlement Employees' Association, which represents about 14,000 employees, has been given due recognition; and

(*b*) if not, the reasons therefor?

The Minister for Land and Land Revenue (the Hon'ble Bimal Chandra Sinha): (a) and (b) No formal application seeking recognition was submitted by the said Association.

Sj. Saroj Roy:

যখন প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল অবশ্য তখন তারা এ্যাপ্লিকেশন করে নি; বর্তমানেও কি তারা কোন এ্যাপ্লিকেশন করে নি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: At least I have not received any such application yet.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে রিকগনিশনএর জন্য কোন সর্ত্ত আছে কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: That is not governed by my Department but that is governed by the general circular issued by the Government regarding all departmental associations.

Service condition of Tahasildars

***119.** (Admitted question No. *151.) **Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) সরকারী তহশিলদারদের চাকুরী, স্থায়ী সরকারী চাকুরী হিসাবে ব্যবস্থা করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা;

(খ) তহশিলদারদের বর্তমান মাসিক ভাতার বদলে মাসিক বেতন দিবার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা;

(গ) ইহা কি সত্য যে—

(১) মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ও কেশপুর সার্কেলের তহশীলদারগণকে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সরকারী ট্রেজারীতে টাকা জমা দেওয়ার জন্য ও অন্যান্য সরকারী কাজের জন্য যে টি-এ বিল প্রাপ্য হয়, তাহা দেওয়া হয় নাই;

(২) উপরোক্ত তহশীলদারগণকে ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালের তাহাদের টাকা আদায়ের কমিশনের প্রাপ্য টাকা এখনও দেওয়া হয় নাই, এবং

(৩) সরকারী খাজনা পাঠানর যে এম্ ও ফি যাহা তহশীলদাররা এতদিন পর্যন্ত দিয়া আসিয়াছে, সেই খরচ এখনও তাহাদের দেওয়া হয় নাই; এবং

(ঘ) যদি (গ) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক ইহার কারণ জানাইবেন কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

(ক) ও (খ) ভবিষ্যৎ ভূমি-রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা সম্বন্ধে সরকার বিবেচনা করিতেছেন—সেই প্রসংগে তহশীলদারদের বেতন দেওয়া সম্ভব হইবে কিনা তাহাও বিবেচিত হইবে।

(গ) না।

(ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Saroj Roy:

এখানে বিবেচনা করা হচ্ছে বলেছেন। কতদিন সময় লাগবে এই বিবেচনা করতে, পে কি হবে এবং সার্ভিস পার্মানেন্ট হবে কি না?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

বিবেচনার তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়, তার কারণ এটা ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্টএর সংগে জড়িত আছে, তবে আমার মনে হয় যে ধরণে সরকার চিন্তা করছেন তাতে তা বিবেচনা করতে অন্তত ৪।৫ মাসের প্রয়োজন হবে।

Sj. Saroj Roy:

বর্তমানে যে সংখ্যক তহশীলদার আছে, এই বিবেচনার মধ্যে তাদের সমস্তকে রাখা হবে কি না?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

একেবারে সমস্তর কথা বলতে পারি না, তার কারণ তার মধ্যে অনেকে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে সে কথা আলাদা, তবে তহশীলদাররা যাতে ছাঁটাই না হয় সেজন্য সরকারের দৃষ্টি নিশ্চয়ই থাকবে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

উইথ রেফারেন্স টু এনসার (ক) মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, জমিদারী হাতে নেবার পর গভর্নমেন্ট এ পর্যন্ত কতজন তহশীলদারকে ছাঁটাই করেছেন?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

সে কথা খাতা না দেখে বলতে পারি না।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

কি কি কারণে ছাঁটাই করা হয়েছে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

বয়স বেশী হয়ে গিয়েছে, অথবা টাকা সময়মত জমা দিতে পারে নি, অথবা ভাল আদায় করতে পারে নি।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

জমিদারী কত বৎসর গভর্নমেন্ট হাতে নিয়েছেন?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

আইন পাশ করার পর থেকে—সকলেই জানেন।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আমার মনে হয় আড়াই বৎসর হয়ে গিয়েছে, এই আড়াই বৎসরের মধ্যেও কি আপনারা ঠিক করতে পারেন নি যে এই তহশীলদারদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

যথেষ্ট করা হয়েছে, তার কারণ বর্তমানে যে অবস্থা চাল্ আছে তাতে তাদের পার্মানেন্ট গভর্নমেন্ট সারভেন্ট করা সম্ভব নয়; তবে যে প্রস্তাব হয়েছে সেটাই বলছি—এটা আলোচনা চলছে সুতরাং প্রতিশ্রুতির মত বলছি না—সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্টএর বিভিন্ন বিভাগে যত রকম খাজনা বা লোন কলেকশন করা হয় তাতে এই সমস্ত তহশীলদারদের একত্র করে তাদের ব্লক বাড়িয়ে দিয়ে তাদের আদায়ের উপর কমিশন না দিয়ে তার উপর মাইনে করে করা হবে এটাই আলোচনা চলছে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

জমিদারী হাতে নেবার পর ভূমিরাজস্ব বেড়েছে, না কমেছে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উঠে না।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

যদি বেড়ে থাকে তাহলে এদের মাইনে বাড়ান না কেন?

Mr. Speaker: That is neither relevant nor logical.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

তহশীলদারদের কাগজপত্র রাখবার জন্য কোন বাক্স আছে কি না?

Mr. Speaker: I disallow that question.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই তহশীলদারদের প্রতি মাসে যে এলাউয়েন্স মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পাবার কথা তা তারা পায় না, একথা কি মন্ত্রী মহাশয় জানেন?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

মাসের ১৫ তারিখ কেন ৭ তারিখের মধ্যে তাদের দেবার জন্য হেড কোয়ার্টার্সকে নির্দেশ দেওয়া আছে। কিন্তু এই কাজে প্রাক্টিক্যাল ডিফিকাল্টি আছে, তার মধ্যে অন্যতম ডিফিকাল্টি হচ্ছে—যে পরিমাণ টাকা মনি অর্ডার করে পাঠাতে হয় সেই পরিমাণ টাকা মনি অর্ডার করতে পোস্ট অফিস তিন সপ্তাহের মধ্যেও পেরে ওঠে না। এই সম্পর্কে ভারত সরকারের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া করছি।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে দুই মাসের মধ্যেও অনেকে এ্যালাউয়েন্স পায় না?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

দুই মাস কেন কোন কোন ক্ষেত্রে ৭।৮ মাসেও টাকা পায় নি। সরোজবাবুর এক প্রশ্নে আমরা খোঁজ নিই। চিঠি লেখা সত্ত্বেও তারা হিসাব মিটাতে পারে নি এবং বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও হিসাব দিতে পারে নি।'

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মন্ত্রী মহাশয় ছাঁটাইএর কারণ হিসাবে বলেছেন যে বয়স বেশী হয়ে গিয়েছে; এই নীতি কি সরকারের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

Mr. Speaker: It is a very vague question according to me.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি আমার কোয়েশ্চেনটা বুঝেছেন কি?

Mr. Speaker: There are permanent service-holders as well as temporary service-holders. One rule applies to permanent Government servants and another rule applies to temporary Government servants. "Niti" with reference to each is different. What is the class of Government servants you have in mind?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: I have in mind the type of employees about which reference has been given in the answer.

Mr. Speaker: Either they are permanent or they are temporary Government servants. They are dealt with differently under different rules. Are you thinking of temporary Government servants?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

যে এমপ্লইজদের সম্বন্ধে জবাব দিয়েছেন সেই এমপ্লইজদের সম্বন্ধেই বলছি......

Mr. Speaker: I object to the frame of your question. Please change the entire frame.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জবাব দিয়েছেন ছাঁটাই করার কারণ হিসাবে যে বয়স বেশী হয়ে গিয়েছিল। আমার প্রশ্ন, এই নীতি কি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সরকারী কর্মচারীদের বেলায় প্রযোজ্য?

Mr. Speaker:

অন্যান্য ক্ষেত্রে—

may mean other types of servants.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি প্রশ্নটা এই জন্য করছি যে আমরা জানি রাইটার্স বিল্ডিংসএ সুপারএনুএটেড হয়ে গেলেও পিঁজরাপোল রাখার মত করে নিউ পোস্ট ক্রিয়েট করে রাখা হয়।

Mr. Speaker: That is with reference to permanent Government servants. Therefore, I disallow it.

Sj. Durgapada Das:

বর্তমানে যে ছাঁটাই করার কারণ দেওয়া হয়েছে তাতে বয়স বেশী ও অযোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এডভার্স পুলিস রিপোর্ট বলে কত জনকে ছাঁটাই করা হয়েছে?

Mr. Speaker: That question does not arise.

[2-10—2-20 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমার জিজ্ঞাসা এই যে ওদের মাইনের বিষয় বিবেচনা করতে সরকারের কতদিন লাগবে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I have already replied that question.

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রী মহাশয়ের ষ্টেটমেন্টে বলেছেন—বর্তমানে তাদের কালেকশনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে তাদের পারমানেন্ট করা যায় কিনা সরকার বিবেচনা করছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে—যদি কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে কর্মীর সংখ্যা কম হয়ে যাবে, তিন জনের কাজ একজন করবে, তাহলে বাড়তি লোকদের কি হবে?

Mr. Speaker: Mr. Roy, you are putting a hypothetical question. The meaning of your question is under altered circumstances if there is a surplus, how will that surplus be absorbed. Therefore it is a hypothetical question. Whether there is going to be a surplus under the altered arrangements remains to be seen.

Sj. Saroj Roy: My question is this. Because the Minister-in-charge has already given us a statement that he is going to do such and such things......

Mr. Speaker: Make no mistake about it. He never said "I am going to do something." He said the matter is under consideration. When a thing is under consideration that means there has been no finality. Therefore, when the finality is reached the result will be visible, not before that. Next question.

Slum improvement in Barrackpore industrial area

***120.** (Admitted question No. *713.) **Sj. Gopal Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(ক) সারা বারাকপুর মহকুমার শ্রমিক প্রধান এলাকায় বস্তি উন্নয়ন সম্পর্কে সরকার এ পর্যন্ত কি করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে পরিকল্পনা কি; এবং

(খ) এ বিষয়ে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে কোনরূপ অর্থ সাহায্য করা বা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে কিনা?

The Minister for Local Self-Government (the Hon'ble Iswar Das Jalan):

(ক) অর্থাভাবের দরুণ এযাবৎ কিছুই করা সম্ভব হয় নাই। ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Gopal Basu:

আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে—ঐ মিউনিসিপ্যালিটীর বস্তী এলেকার কলেরা বসন্ত প্রভৃতি এপিডেমিক আকারে দেখা দিয়ে জনস্বাস্থ্য যে বিপন্ন করতে পারে, সেই জনস্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করে এগুলি কি বিবেচনা করতে পারেন না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

টাকার অভাবে এখন কিছুই হতে পারছে না।

Sj. Gopal Basu:

আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—মন্ত্রী মহাশয় বিবেচনা করছেন কি না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

বিবেচনা করেছি, টাকা হলেই হবে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

সরকার যে স্লাম ক্লিয়ারেন্স বিল এনেছেন এই আইনটা মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি, can by notification be extended to other towns?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Yes, it can be extended anywhere.

Dr Narayan Chandra Ray:

কলকাতা ছাড়া অন্য এলেকা কভার করবে কি না? যদি কভার করে তবে কতকাল পরে এক্সটেন্ড হবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

আমি ত বল্লামই সব জায়গায়ই এক্সটেন্ডেড হতে পারবে। কতকাল পরে হবে তা এখন বলা যায় না।

Improvement of roads within Kalna Municipality

***121.** (Admitted question No. *638.) **Sj. Hare Krishna Konar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) কালনা শহরের রাস্তাগুলির উন্নতি সাধনের জন্য কালনা মিউনিসিপ্যালিটী একটি পরিকল্পনা সরকারকে দিয়াছিলেন,

(২) ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৭-৫৮ সালে বারুইপাড়া রাস্তাটি (স্টেশন হইতে বাজার পর্যন্ত, বারুইপাড়া হইয়া) উন্নয়নের কথা আছে, এবং

(৩) তদনুযায়ী কালনা মিউনিসিপ্যালিটী তাহার দেয় টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐ রাস্তাটি সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন কিনা, এবং

(২) তাহার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন কিনা?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

(ক) (১) হ্যাঁ।

(২) হ্যাঁ, কিন্তু অর্থাভাবের নিমিত্ত এই রাস্তার উন্নয়ন ১৯৫৭-৫৮ সালে কার্যকরী করা যাইবে না।

(৩) এ বিষয় সরকার অবগত নহেন।

(খ) (১) না।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ঐ মিউনিসিপ্যালিটী যে ৫ বছরের সামগ্রিক পরিকল্পনা দিয়েছিল, সেই সামগ্রিক পরিকল্পনা সরকার মঞ্জুর করেছেন কি না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

এক বছরের পরিকল্পনা মঞ্জুর হয়েছে।

Sj. Hare Krishna Konar:

আমার প্রশ্নটা ছিল—টোটাল প্ল্যান সম্বন্ধে পরিকল্পনা সরকার মঞ্জুর করেছেন কি না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

টোটাল প্ল্যান করা হয় নাই।

Sj. Hare Krishna Konar:

এবারে যে পরিকল্পনা ছিল—রাস্তা করার, সে কত টাকার পরিকল্পনা ছিল? আগামীতেই কত টাকা দেওয়া হবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

গত বছরে ৪৭,০০০ টাকার পরিকল্পনা ছিল, এ বছরে নয়, সেটা একজিকিউট হলে পর নেক্সট ইয়ারএ দেখা যাবে?

Sj. Hare Krishna Konar:

আমার (২) প্রশ্নে যে বারুইপাড়া রাস্তাটির উন্নয়নের কথা বলেছি আপনি তার উত্তরে বলেছেন "হ্যাঁ"। ঐ রাস্তা সম্বন্ধে কত টাকার পরিকল্পনা আছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

এখন বলতে পারব না—কোন্ মিউনিসিপ্যালিটী কোন রোড দিয়েছিল, ফার্স্ট ইয়ারএ কোন রাস্তা এবং সেকেন্ড ইয়ারএই বা কোন রাস্তার কথা ছিল না দেখে বলা যাবে না।

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন—ঐ কালনা মিউনিসিপ্যালিটীকে রাস্তা করার জন্য কত টাকা দেওয়া হবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

এখন তা বলতে পারব না। কত টাকা আমরা পাব সেইটে দেখে ঠিক হবে।

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, অর্থাভাবের ফলে বাংলাদেশের অন্য কোন মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার কাজ বন্ধ আছে কি না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

কি জানতে চান তা ফলো করতে পারছি না।

Sj. Hare Krishna Konar:

আমার প্রশ্নটা ছিল, কালনা মিউনিসিপ্যালিটীর দেয় পরিকল্পনার রাস্তাটা অর্থাভাবে শেষ করা যায় নাই বলেছেন, এক্ষেত্রে আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—বাংলাদেশের অন্য কোন মিউনিসিপ্যালিটীর দেয় পরিকল্পনা এ বছর অর্থাভাবে না-মঞ্জুর করা হয়েছে কি না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

বিনা নোটিসে বলতে পারব না, নোটিস দিলে বলতে পারব।

Sj. Hare Krishna Konar:

এ সম্পর্কে আমার আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে—কালনা মিউনিসিপ্যালিটিকে জানানো হয়েছে তাদের পরিকল্পনা সরকার মঞ্জুর করতে পারছেন না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

তা আমি না দেখে বলতে পারব না।

Sj. Hare Krishna Konar:

আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—ঐ মিউনিসিপ্যালিটী একটা টোটাল প্ল্যান দিয়েছিল এবং সেই প্ল্যানের জন্য টাকাও রেখেছে। সুতরাং গভর্নমেন্ট তাদের একটা উত্তর দিয়েছেন কি না যে এ বছর পারবেন কি পারবেন না—অনর্থক তাদের সাসপেন্সএ রাখা হচ্ছে, জানিয়ে দেওয়াটা ত ও'র ডিপার্টমেন্টেরই কাজ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

আমি তা না দেখে এখানে বলতে পারব না।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Rates of unit of electricity supplied by the State Electricity Board from Mayurakshi Hydel Station

40. (Admitted question No. 699.) **Sj. Radhanath Chattoraj:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that the State Electricity Board is charging six annas and six pies (old currency) per unit of electric energy for domestic consumption distributed from the Mayurakshi Hydel Station; and

(*b*) if so, the reason why the State Electricity Board is charging a higher rate, as mentioned under (*a*) than what it is charging in other parts of the State?

The Minister for Irrigation (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji): (a) and (b) The rate was annas 6 net, i.e., 6.5 annas minus a rebate of 0.5 anna up to 30th June, 1957. This was the rate of the North Calcutta Grid supplying electricity to the districts of 24-Parganas, Nadia and Murshidabad. The rate was reduced from 1st July, 1957 to annas 5 net, which was the rate in the districts of Howrah, Hooghly, Burdwan, Bankura and Purulia.

Sj. Durgapada Das:

বীরভূমকে যে ইলেকট্রিক এনার্জি সাপ্লাই করা হয়, সেটা কি ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা থেকে উৎপাদিত হয়ে আসে, না ডি-ভি-সি থেকে আসে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ময়ূরাক্ষী থেকে, আর ডি-ভি-সি থেকেও গ্রিড যোগ করা হয়েছে।

Sj. Durgapada Das:

ডি-ভি-সি থেকে যেটা নেওয়া হয় সেটা ত কলকাতায় সাপ্লাই করা হয়।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

কলকাতার যেটা সেটা আলাদা। ওটা নয়।

Sj. Durgapada Das:

ডি-ভি-সি যে কলকাতায় সাপ্লাই করছে, তার ইউনিট কত পড়ে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেটা জবাবেই লেখা আছে—পড়ে দেখুন। কলকাতা নীট ক্যালকাটার জন্য গ্রিড দেওয়া হয়েছে।

Sj. Durgapada Das:

কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনে এনার্জি কোথা থেকে হয়, একি তারাই তৈরি করে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন ইলেকট্রিসিটি তৈরি করে আর ডি-ভি-সি থেকেও নেয়।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ময়ূরাক্ষী হাইডেল ষ্টেশন থেকে দুমকায় এনার্জি সাপ্লাই করা হয় তার রেট কত?

Mr. Speaker: That refers to some other State.

Sj. Radhanath Chattoraj:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, যে সমস্ত জমিতে জল ওঠে না সে সমস্ত জমিতে ইলেকট্রিক পাম্প দিয়ে জল দেবার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা হচ্ছে সেচের প্রশ্ন, ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের প্রশ্ন নয়।

Sj. Radhanath Chattoraj:

ইলেকট্রিক পাম্পের দ্বারা সেচের সাহায্যের কথা আমি বলছি—তাহলে কেন এ প্রশ্ন করা যাবে না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না, কারণ প্রশ্নটা এখানে যা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক সাপ্লাই রেট নিয়ে। সেচের কোন সম্পর্ক এখানে নাই।

Dr. Kanai Lal Bhattacharjyya:

দেখা যাচ্ছে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন যে রেটএ সাপ্লাই করে সেটা ডি-ভি-সির যে রেট তার অর্ধেক। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন হাওড়া, বর্ধমান ইত্যাদি জায়গায় পাঁচ আনা রেটে হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করা হয়, ডি-ভি-সি পাওয়ারএর তরফ থেকে। অথচ হাওড়ায় ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন সাপ্লাই করে। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন যে রেটে সাপ্লাই করে তার থেকে ডি-ভি-সির রেট যে ডবল একথা কি তাঁর জানা আছে?

Mr. Speaker: How does that question arise?

Dr. Kanailal Bhattacharya: The question arises from the fact that hydro-electricity unit is 5 annas.

Mr. Speaker: We know it is higher.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Yes, it is higher. I was asking whether the Minister knows that it is double the rate.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: He says he knows it.

Dr. Kanailal Bhattacharya: There are many facts which we know but we want the Minister to state on the floor of the House whether he knows that this discrimination is still there.

[2-20—2-30 p.m.]

Sj. Durgapada Sinha:

হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক স্টেশন থেকে যে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করা হয়, তার রেট কিভাবে রা হয়?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা ইলেকট্রিসিটি বোর্ড থেকে করা হয়, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট করেন না।

Sj. Mihirlal Chatterjee: Will the Hon'ble Minister be pleased to state it what minimum rate does the Mayurakshi Project supply electricity?

Mr. Speaker: Perhaps there is a little confusion. I do not think the Ion'ple Minister has anything whatsoever to do with the Electric Department. The Board of Electricity fixes all these. He knows as much as I or ou do. If he has nothing to do how can he answer?

Sj. Copal Basu:

২৪-পরগণার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, এখন মোলাজোড়ের কাছে গাড়োলিয়া মউনিসিপ্যালিটিতে ইলেকট্রিক রেট দশ পয়সা আর মোলাজোড়ে পাঁচ আনা ছয় আনা—এর কারণ কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এ থেকে এ প্রশ্ন আসে না।

Sj. Radhanath Chattoraj:

কোন্ কোন্ জেলায় ইলেকট্রিসিটি যাবে এ বছরে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টএ প্রশ্ন করুন।

Irrigation Scheme for Kaliachak police-station of Malda district

41. (Admitted question No. 462.) **Sj. Mohibur Rahaman Choudhury:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have any irrigation scheme in the district of Malda to irrigate the lands of entire Kaliachak police-station, Malda; and

(*b*) if not, what steps Government propose to take to protect the police-station from flood and drought?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: (*a*) Not at the present moment.

(*b*) Hydrological observations are being taken in order to prepare a scheme for the area.

Toffi Dara Sluice Gate within Kaliachak police-station, district Malda

42. (Admitted question No. *386.) **Sj. Manoranjan Misra:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that in Kaliachak police-station in the district of Malda the Toffi Dara Sluice Gate, which was constructed six or seven years' ago, is in a very bad condition; and

(*ii*) that the above gate requires immediate repair and the adjoining bundh requires extension to check flood water?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state whether Government have any immediate proposal for repairing the sluice gate thoroughly and for the extension of the bundh in a suitable way?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: (a)(i) No.

(*ii*) No repair to the sluice is necessary. Some minor repairs to the afflux bundh and extension of the bundh are necessary.

(*b*) The question of thorough repair of the sluice gate does not arise. A scheme for extension and improvement of the bundh and construction of a pipe sluice over Tangramari Dhap is under consideration of Government.

Remission of rent at flood-affected areas of Birbhum district

43. (Admitted question No. 143.) **Sj. Mihirlal Chatterjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*a*) whether any remission of rent has been granted by Government in Birbhum district for lands—

(*i*) which have become unfit for cultivation due to deposit of sand caused by the last flood, and

(*ii*) which have yielded no crop last year due to the flood havoc; and

(*b*) what policy is being pursued for granting remission in the above cases?

The Minister for Land and Land Revenue (the Hon'ble Sj. Bimal Chandra Sinha): (a) No.

(*b*) The policy has been laid down in Tauzi Manual, a copy of which is placed on the Library table.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এইসব ফ্লাড এফেকটেড এরিয়াতে কি ল্যান্ড রেভিনিউ সাসপেনসন অর্ডার দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

এই সাসপেনসন অর্ডার রয়েছে গত বছর থেকে রেমিশনএর জন্য কালকটরকে লেখা হয়েছে তৌজি ম্যানুয়েল এসেছে বিবেচনা হচ্ছে, এই সাসপেনসন অর্ডার বলবৎ আছে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এ বছর কি সাসপেনসন অর্ডার বলবৎ থাকবে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

প্রয়োজন হলে থাকবে।

Introduction of the West Bengal Panchayat Act, 1960-61

44. (Admitted question No. 538.) **Sj. Natendra Nath Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(ক) পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র এলাকায়, না আংশিক এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত চালু করা হইবে;

(খ) কোন্ সময়ে এই গ্রামে পঞ্চায়েত চাল্‌ করা হইবে; এবং

(গ) আংশিক এলাকায় হইলে, কোথায় কোথায় হইবে?

The Minister for Local Self-Government (the Hon'ble Iswar Das Jalan):

(ক) ও (খ) সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন চাল্‌ করা হইবে। বর্তমান বৎসরে আংশিক এলাকায় চাল্‌ করা হইবে।

(গ) বর্তমান বৎসরে ৫৮ (আটান্ন)টি সমাজ (জাতীয়) উন্নয়ন ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েত চাল্‌ করা হইতেছে। এই উন্নয়ন ব্লকগর্লি সাধারণতঃ এক-একটি থানা লইয়া গঠিত। যে যে ব্লকে বর্তমান বৎসরে গ্রাম পঞ্চায়েত চাল্‌ করা হইবে, তাহার একটি তালিকা লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল।

Dr. Kanai Lal Bhattacharjyya:

বলা হয়েছে পঞ্চায়েতগর্লি চাল্‌ করা হবে, পঞ্চায়েত চাল্‌ করতে গিয়ে কি পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হবে এই বছরে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: This is not the question at all.

Dr. Kanai Lal Bhattacharjyya:

চাল্‌ করা হবে ওবছর থেকে, পঞ্চায়েত ফর্মেসন হবে বাই ইলেকশন অর বাই নমিনেশন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Partly by nomination and partly by election.

Dr. Kanai Lal Bhattacharjyya:

এই যে পার্টলি বাই নমিনেশন ইলেকশন করা হবে তার জন্য কোন র্ল তৈরি করা হয়েছে কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Rules have been framed.

Dr. Kanai Lal Bhattacharjyya:

এটা কি এখনও পাবলিশ করা হয় নি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Not yet.

Dr. Kanai Lal Bhattacharjyya:

সেটা কোন মাস থেকে শর্র্‌ হবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: May be by March.

Sj. Radhanath Chattoraj:

ভোটগর্লি কি ব্যালট প্রথায় হবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: You will see it when the rules are published.

Sj. Durgapada Sinha:

কতজন নমিনেশন আর কতজন ইলেকশনের দ্বারা হবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Panchayats which were formed in 1955-56 might be by nomination and with regard to the rest by election

Allegations against the Administrator of the Barrackpore Municipality

45. (Admitted question No. 246.) **Sj. Ganesh Ghosh:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state if it is a fact—

(*a*) that the Barrackpore Municipality was superseded by the Government in June, 1954, for two years and a non-official Administrator was appointed in November, 1954;

(*b*) that the Administrator purchased a tractor and trailors at a cost of about Rs.36,000 from Messrs. E. M. Allcock and Mahato in 1956 without any previous sanction of the Government as required by the Municipal Accounts Rules;

(*c*) that the Administrator could not pay the salaries of several employees of the municipality in the first week of the months at the end of the year 1956 due to paucity of fund;

(*d*) that in April, 1956, the supersession period was extended for one and a half years with the service of the same Administrator though allegations were made by the public against him to the Government; and

(*e*) that the Government sanctioned a loan of Rs.20,000 in 1956 for the purchase of some road trailers?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: (a) Yes. The Administrator took over charge on the 29th October, 1954.

(*b*) and (*c*) No.

(*d*) The period of supersession was extended in May, 1956, for the period from 12th June, 1956 to the 31st March, 1957. Certain allegations against the Administrator were received but those were found to be baseless after proper enquiry.

(*e*) Yes.

Sj. Ganesh Ghosh: With regard to answer (d) will the Hon'ble Minister kindly say as to who made those enquiries?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Enquiries were made by the S.D.O.

Sj. Ganesh Ghosh: It is his discretion as to how the enquiry will be conducted—he did not mention as to how the enquiries were made—am I correct?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: We did not make such enquiries. We entrust it to the officers.

Sj. Ganesh Ghosh: Did the report come to the Minister?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Yes.

Sj. Ganesh Ghosh: Did the Minister look into the report?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Yes.

Sj. Ganesh Ghosh: Can the Hon'ble Minister give us an idea as to the content of the report?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I do not think it is desirable to divulge it in the public interest.

Sj. Ganesh Ghosh: Is the Hon'ble Minister satisfied that the enquiry was properly held and the report was correct?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Well, I think so.

Sj. Canesh Ghosh: With regard to answer (b) the Minister says no. Is it a fact that the sanction of the Government was obtained earlier for those expenditures?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: The answer is "no".

Sj. Canesh Ghosh: The question is that the Administrator purchased a tractor and trailors at a cost of about Rs. 36,000 from Messrs. E. M. Allcock and Mahato in 1956 without any previous sanction of the Government. I want to ask you is it a fact that Government made those sanctions earlier for those purchases?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I ask for notice.

Sj. Canesh Ghosh: The question is there. I want a precise answer. The answer says "no". With regard to the question of giving previous sanction to certain purchases I ask if the answer be in the negative, then is it a fact that the earlier Governmental sanction was obtained? The Minister says—I want notice but the notice is already there.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: No such sanction is necessary.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

National Extension Service Block at Bagnan, Howrah

***122.** (Admitted question No. *148.) **Sj. Amal Kumar Canguli:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) when and with what purpose the National Extension Service Block was established at Bagnan;

(*b*) what is the annual expenditure met by the Government to run the establishment of this Block including the salaries of the appointed personnel and what is the total amount spent up till now for the said purpose; and

(*c*) what development work have been done by this Block and the net amount expended for such works?

The Minister of State for Development (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (a) On 2nd October, 1955. For bringing about improvement in the economic and social condition of the people of the area.

(*b*) The estimated annual expenditure to run the establishment of the Block is Rs.59,040. Total amount spent up to March, 1957, is Rs.49,100.

(*c*) A statement is laid on the Library Table. Total amount spent up to March, 1957, is Rs.42,280.

Sj. Amal Kumar Canguli:

এই ব্লকের জন্য মোট কত টাকা কত বছরে খরচ হবে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

৪ লক্ষ টাকা ৩ বছরে।

Sj. Amal Kumar Canguli:

বছরে এস্টাবলিসমেন্টের জন্য ৫৯,০৪০ টাকা খরচ হচ্ছে—তাহলে মন্ত্রী মহাশয় কি মনে করেন যে ৪ বছরে প্রায় ২ লক্ষ টাকার উপর........

Mr. Speaker: The question is disallowed.

Sj. Amal Kumar Ganguli:

এষ্টাবলিসমেন্টের জন্য খরচ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার মত হবে ৪ লক্ষ টাকা থেকে—তাহলে ব্লকের কাজের জন্য দেড় লক্ষ টাকা খরচ হবে, এটা কি সাফিসিয়েন্ট?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

কোন্ খরচের কথা আপনি বলছেন?

Sj. Amal Kumar Ganguli:

এষ্টাবলিসমেন্টের জন্য ৫৯,০৪০ টাকা এ্যানুয়াল খরচ হয়—তাহলে ধরা যেতে পারে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার মত ৪ বছরে খরচ হবে।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমি বলেছি ৪ লক্ষ টাকা ৩ বছরে খরচ হবে।

Sj. Amal Kumar Ganguli:

ব্লকের জন্য যে ৪ লক্ষ টাকা খরচ হবে সেখানে এষ্টাবলিসমেন্টের খরচ ২ লক্ষ টাকার কিছু কম হবে। তাহলে লোক কি ভাববে না যে এটা ঠিকমত খরচ হচ্ছে না?

Mr. Speaker: Your question is ill-framed.

লোকে কি ভাববে, না ভাববে তা নিয়ে প্রশ্ন হয় না। বলুন না এষ্টাবলিসমেন্ট অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে।

[2-30—2-40 p.m.]

Sj. Ananga Mohan Das: Supplementary question, Sir,

একটা ব্লকে যত টাকা খরচ হয়েছে তার মধ্যে কত টাকা অফিসারদের জন্য খরচ হয়েছে আর কত পারসেন্ট লোকের উপকারের জন্য খরচ হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

৪ লক্ষ টাকা বাজেটের মধ্যে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মাইনে। বাকী ৩০।৪০ হাজার টাকা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড আদার এক্সপেন্সেস এবং অফিস তৈরি; ২ লক্ষ ৩০।৪০ হাজার টাকা ডিফারেন্ট ব্লকস, ডিফারেন্ট হেডসএ হয়েছে।

Sj, Narayan Chobey: Total amount spent up to March, 1957, beginning from 2nd October, 1955—

এটুকু কাজ হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এন-ই-এস প্রোগ্রামএ ৩০।৪০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। আমরা ৫ মাইল রাস্তা করতে পেরেছি, কিন্তু আমি উইথ দি পার্মিসান অফ দি স্পীকার আপনাকে বলতে পারি জিনিসটা এভাবে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। আপনারা যেভাবে দেখছেন।

that is not the only criterion to judge whether it has been a success or not.

আমরা এগ্রিকালচার এবং কটেজ ইন্ডাস্ট্রিতে নজর দিয়েছি।

Mr. Speaker: The question was extremely simple, was this amount spent between 1955 and 1957? The answer should be Yes or No.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: No, it was not.

Sj. Saroj Roy:

রাস্তা কতখানি হল তা যদি ডেভেলপমেন্টএর ক্রাইটেরিয়ান না হয় তাহলে খবরটাই ডেভেলপমেন্টের ক্রাইটেরিয়ন?

[No reply.]

Sj. Amal Kumar Canguli:

১৭০টি ব্লকে বিভিন্ন কো-অপারেটিভসএ এই মোট খরচটা ধরে দেওয়া হয়েছে কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

নোটিশ দিলে বলতে পারব।

Sj. Amal Kumar Canguli:

বাগনান ব্লকে ৫টি মালটিপারপাস সোসাইটি করা হয়েছে বলেছেন, কোথায় কোথায় হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

তা বলা সম্ভব নয়।

Sj. Copal Basu:

এই ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা কি খুব বেশী মনে করেন না?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: No.

Sj. Rama Shankar Prasad: Will the Hon'ble Minister be pleased to state what improvements, economic and social, in the condition of the people of that area have been achieved up till now?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I cannot say that now. It is not possible to gauge within two years what improvements in the economic and social conditions have been achieved.

Sj. Rama Shankar Prasad: But something must have been done by now.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Something must have been done, but I cannot tell you that now.

Sj. Amal Kumar Canguli:

বিভিন্ন জায়গায় হাঁসগুলি কি সবই জীবিত আছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I think they are all alive.

Sj. Amal Kumar Canguli:

কোন্ কোন্ ইউনিয়নএ দেওয়া হচ্ছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: No, please give me notice. I do not know the names of the unions.

Road development in Raina police-station of Burdwan district

***123.** (Admitted question No. *48.) **Sj. Gobardhan Pakray:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state—

(ক) বর্ধমান জেলায় রায়না থানায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কয়টি নূতন রাস্তা তৈয়ারী করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে;

(খ) তাহাদের নাম কি; এবং

(গ) কতদিনে কাজ শুরু হইবে?

The Minister for Works and Buildings (the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta):

(ক) তিনটি।

(খ) (১) রায়না হইতে জামালপুর।

(২) অহরবেল্যা হইতে বালিয়াপুর।

(৩) অহরবেল্যা হইতে পহলামপুর।

(গ) নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নহে।

Lalat-Janka Road, Midnapore

***124.** (Admitted question No. *84.) **Sj. Basanta Kumar Panda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state which portion of the Lalat-Janka Road in the district of Midnapore will at present be made pucca and within what time limit?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: The portion from Janka to Herya will be made pucca during the Second Five-Year Plan period.

Sj. Basanta Kumar Panda: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the eastern extremity of the road up to Rasulpur Ghat has been taken up?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: I have already told you that the portion from Janka to Herya will be taken up.

Sj. Basanta Kumar Panda: Janka is not the eastern extremity but Rasulpur Ghat is the eastern extremity. Will the Hon'ble Minister be pleased to state why the portion up to the eastern extremity will not be taken up?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Due to the paucity of funds.

Sj. Basanta Kumar Panda: Will it be on the existing kachha district board road or there will be diversions?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: We generally follow the existing roads except where diversions are required in order to obviate many curves in the existing roads.

Sj. Basanta Kumar Panda: Has the total extent of diversion been settled by now?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Not yet. The survey is being made.

Sj. Basanta Kumar Panda: Then the final plan has not yet been made?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: No.

Sj. Basanta Kumar Panda: What portion of this road has been completed up to now?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: The work has not yet been started.

Sj. Basanta Kumar Panda: In the last budget, you sanctioned Rs. 1 lakh. What have you done with that money?

Mr. Speaker: That money will go back to its original source—you know it.

Road from Sankrail to Ekabbarpur in Howrah district

***125.** (Admitted question No. *154.) **Sj. Apurba Lal Majumdar** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে—

(১) সাঁকরাইল রেলওয়ে স্টেশন হইতে একবরপুর পর্যন্ত ৮ মাইল দীর্ঘ কাঁ রাস্তাটি গোবিন্দপুর, যুযেশ্বর, দেউলপুর, ধুলোগড়, ইত্যাদি ইউনিয়নে সহিত রেলস্টেশনের যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে এবং উক্ত রাস্তাটি মেরামতি অভাবে গরুর গাড়ী, মটর ও রিক্সা ইত্যাদির চলাচলের পক্ষে বর্তমানে বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে, এবং

(২) বর্ষার সময় সারা রাস্তাটি কর্দমাক্ত হইয়া সমস্ত যানবাহন চলাচলের অযোগ হইয়া পড়ে এবং জনসাধারণের যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহাদে অপরিসীম দুর্দশা ও ক্ষতি সাধিত হয়; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) সাঁকরাইল হইতে একবরপুর গ্রাম পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের কোন পরিকল্পন সরকারের আছে কিনা, এবং

(২) কোন পরিকল্পনা থাকিলে, উহা কবে কার্যকরী করা হইবে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

(ক) এই মর্মে স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে।

(খ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সাঁকরাইল হইতে ধুলাগোড়ী পর্যন্ত অংশটি স্থান পাইয়াছে এবং ঐ অংশের উপর শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হইবে।

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

আপনি বলেছেন স্থানীয় অধিবাসীদের আবেদনপত্র পাওয়া গিয়েছে, এ সম্বন্ধে কোন রকম বিবেচনা করেছেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

বিবেচনা করেছি বলেই একটা পোরশান নেওয়া হয়েছে।

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

এ পোরশানটা কতদিন আগে নেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়।

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

এটা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গোড়াতেই নেওয়া হয়েছে কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নেওয়া হয়েছে, আগে পরের কোন কথা নাই।

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

অপর অংশটা গ্রহণ করার সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয় কিছু বিবেচনা করছেন কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

তাহলে কি এটা পিছিয়ে যাবে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য পড়ে থাকবে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

তা বলতে পারি না।

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

কি বল্লেন?

[No reply.]

Overcrowding in State Buses in Route No. 33

***126.** (Admitted question No. *495.) **Sj. Rama Sankar Prasad:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

(*a*) whether the attention of the Government has been drawn to the sufferings of passengers of State Bus in route No. 33, particularly in the portion of this route between Bondel Gate and Moulali-C.I.T. Road junction, due to fearful overcrowding; and

(*b*) if so, will the Hon'ble Minister be pleased to state what action the Government propose to take to mitigate the sufferings of passengers due to overcrowding?

The Deputy Minister for Home (Transport) (Sj. Satish Chandra Ray Singha): (a) There is overcrowding at times over portions of this 11 mile long route.

(*b*) To relieve overcrowding another service has been introduced through Entally with effect from 1st October, 1957.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Is the Hon'ble Minister aware that in the new route, which has been introduced to relieve congestion, the increase of fares has more or less neutralised this relief?

Sj. Satish Chandra Ray Singha: We hope that there will be no further overcrowding on this route although there may be some difficulty for some time.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন, এই ১০নং স্টেট বাস রুটএর ফেয়ার কমাবার জন্য কোন চেষ্টা হয়েছে কি?

Sj. Satish Chandra Ray Singha:

সেরকম কোন রিপোর্ট আমার কাছে আসে নি।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

রিপোর্ট এলে কোন ব্যবস্থা করবেন কি?

[No reply.]

[2-40—2-50 p.m.]

Proposal for renaming Purulia district

***127.** (Admitted question No. *579.) **Sjkta. Labanya Prova Ghosh:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state—

পুরুলিয়া জেলার নাম পরিবর্তন করিয়া মানভূম জেলা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

The Minister for Land and Land Revenue (the Hon'ble Bimal Chandra Sinha):

না, এইরূপ কোনও পরিকল্পনা নাই।

Sjkta. Labanya Prova Ghosh:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন, পুরুলিয়া জেলার অধিবাসীরা সকলেই পুরুলিয়া জেলার নাম পরিবর্তন করে মানভূম জেলা নাম রাখবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছেন?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

মধ্যে মধ্যে এ বিষয়ে গভর্নমেন্টের কাছে চিঠিপত্র এসেছে, কিন্তু সেই সময় গভর্নমেন্টের স্টেট রি-অর্গেনাইজেশন কমিশন পুরুলিয়া নাম করেছিলেন, সেইজন্য সেটার পুরুলিয়াই নাম আছে।

Sjkta. Labanya Prova Ghosh:

যে পরগনার জন্য মানভূম জেলার নাম হয়েছিল, তার সমস্তটাই পুরুলিয়া জেলার মধ্যে অবস্থিত, এটা মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

সে কথা জানি। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, ঐ খণ্ডিত মানভূম জেলাকে আর মানভূম নাম রাখার কোন স্বার্থকতা নেই।

Sjkta. Labanya Prova Ghosh:

সরকার জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী পুরুলিয়া জেলার নাম পরিবর্তন করে মানভূম নাম রাখতে প্রস্তুত আছেন কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

সে কথা পরে হয়ত বিবেচিত হতে পারে, এখন কোন সেকরম প্রস্তাব নেই।

Sj. Deben Sen: In view of the great desire among the inhabitants of Purulia to have the name changed into Manbhum, will the Hon'ble Minister be pleased to take this into consideration and take necessary steps?

Mr. Speaker: This is a suggestion—disallowed.

Incidence of Influenza cases within municipalities

***128.** (Admitted question No. *310.) **Dr. Pabitra Mohon Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(a) the names of the municipalities in West Bengal where Influenza was declared as dangerous epidemic disease since last month;

(b) how many Influenza cases have been recorded in each municipality during the said period;

(*c*) if any, death was recorded in any of the municipalities during the said period; and

(*d*) what preventive, curative and segregation measures, if any, have been taken by the Government in those municipal areas?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy): (a) In all the municipalities of West Bengal as well as in the Corporation of Calcutta, Infleuza was declared as a dangerous disease.

(*b*) to (*d*) Statements "A", "B" and "C" are laid on the Library Table.

Dr. Pabitra Mohan Roy:

মন্ত্রী মহাশয় এর আগে যে ভয় প্রকাশ করেছিলেন যে আবার ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ দ্বিতীয় বার দেখা দিতে পারে, সেটা কি এখনও আছে?

Mr. Speaker: Disallowed.

Dr. Pabitra Mohan Roy:

যে লিস্ট এ্যাটাকস অ্যান্ড ডেথস সম্বন্ধে দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির মত এতবড় একটা এলাকায় ১৫টি কেস। কিন্তু ছোট ছোট জায়গা, যেমন নৈহাটী—৩,৫৬০ এবং ভদ্রেশ্বর—৬,৬৬২, এই রকম কেসগুলি দেখে আমার মনে হয়, ঠিক প্রপার ইনভেস্টিগেশন সব জায়গায় হয়েছে কি না সন্দেহ। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সাবডিভিসনাল হেল্‌থ অফিসার সেগুলি পরীক্ষা করে দেখেছেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

আমার জানা নেই।

Dr. Pabitra Mohan Roy:

এ সম্বন্ধে তিনি কোন অনুসন্ধান করেছেন কি না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

আমার তা মনে হয় না।

Dust nuisance caused by Gouripore Electric Welding and Manufacturing Co. of Naihati

***129.** (Admitted question No. *287.) **Sj. Gopal Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত বর্তমানে Container and Closers, Ltd., নামে পরিচিত Gouripore Electric Welding and Manufacturing Co.-এর sand blasting machine হইতে অনবরত ধোঁয়ারমত লোহা ও বালুর কণা উৎক্ষিপ্ত হইয়া পার্শ্ববর্তী সমস্ত এলাকার জনস্বাস্থ্য বিপন্ন করিতেছে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহা হইলে মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, ঐ লোহা ও ধূলিকণাকে সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে Suction Pump বসাইবার জন্য অন্যথায় ঐ sand blasting machine গঙ্গার ধারে ঐ কারখানার জমিতে সরাইয়া নেওয়ার জন্য সরকার পক্ষ হইতে নির্দেশ দেওয়ার কথা বিবেচনা করেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

(ক) হ্যাঁ, এই কারখানার বালি ঝাড়া কলের অংশবিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় বালুকণা উৎক্ষিপ্ত হইয়া স্বাস্থ্যহানিকর অবস্থা হইয়াছিল; কিন্তু মেরামত করায় বর্তমানে এই দোষ প্রশমিত হইয়াছে।

(খ) সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের পরিদর্শনকারী কর্মচারীর নির্দেশ অনুসারে কারখানার কর্তৃপক্ষ ঐ কল মেরামত করার ব্যবস্থা করিয়াছেন ও যত শীঘ্র সম্ভব গঙ্গার ধারে সরাইয়া নেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন।

Sj. Gopal Basu:

স্যান্ড ব্লাস্টিং মেশিনগুলি থেকে এখনও বালিকণা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, একথা মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

প্রশমিত হয়েছে।

Sj. Gopal Basu:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই মেশিনটা জনস্বাস্থ্য বিপন্ন করছে, কাজেই এটা ওখান থেকে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা কখন হবে?

Mr. Speaker:

উনি ত বলেছেন, ঐ কল সরাবার ব্যবস্থা করেছেন।

Sj. Gopal Basu:

কত দিনে সেটা সরান হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

যত শীঘ্র সম্ভব।

Sj. Gopal Basu:

কত শীঘ্র সরাবার জন্য আপনারা নির্দেশ দিয়েছেন, সেটা মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি? অর্থাৎ টাইম-লিমিটটা কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

সরাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, জায়গা পেলেই হবে।

Sj. Gopal Basu:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন, গঙ্গার ধারে প্রচুর জায়গা পড়ে আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

আমাকে সন্ধান দেবেন এইসব প্রচুর জায়গার।

Sj. Gopal Basu:

হ্যাঁ, দেবো।

Sj. Narayan Chobey:

যখন সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের পরিদর্শনকারী কর্মচারীরা কোন এলাকা পরিদর্শন করতে যান তখন তাঁরা কি কোন ডেট অর্থাৎ উইদিন দিস ডেট এই রকম একটা সময় ঠিক করে যান?

Mr. Speaker: It is not possible. Disallowed.

Leprosy in West Bengal

***130.** (Admitted question No. *284.) **Sj. Sudhir Kumar Pandey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা কত;

(খ) কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার জন্য মোট কত চিকিৎসালয় আছে;

(গ) এ-সব চিকিৎসালয়ে ১৯৫৫-৫৬ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট কত রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে;

(ঘ) বে-সরকারী কুষ্ঠচিকিৎসালয়গুলিকে সরকার ১৯৫৫-৫৬ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে কত অর্থসাহায্য করিয়াছেন; এবং

(ঙ) মেদিনীপুর জেলার বিনপুর থানার অন্তর্গত শীলদা কুষ্ঠাশ্রমে সরকার অর্থসাহায্য করিয়াছেন কিনা; এবং করিয়া থাকিলে, তাহার পরিমাণ কত?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

(ক) ৩৫৬,৩৮৫ জন।

(খ) বহির্বিভাগ চিকিৎসার জন্য ১২৭টি চিকিৎসালয় এবং অন্তর্বিভাগ চিকিৎসার জন্য ১০টি চিকিৎসালয় আছে।

(গ) ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট ৩৫,৮৬৬ জন এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট ৫৫,৮৩৬ জন রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে।

(ঘ) ১৯৫৫-৫৬ সালে ১,৩৩,২৪২ টাকা এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ১,১৬,৮৮৬ টাকা সরকার ঐ-সব চিকিৎসালয়গুলিকে সাহায্য করিয়াছে।

(ঙ) হ্যাঁ, ১৯৫৫-৫৬ সালে ৩,১৮৪ টাকা সাহায্য করা হইয়াছিল।

Sj. Sudhir Kumar Pandey:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে ৩,৫৪৯ জন কুষ্ঠরোগী অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে চিকিৎসা লাভ করেন নাই, তার কারণ কি?

The Hon'ble Dr. Anath Banlhu Roy: It does not arise.

Sj. Sudhir Kumar Pandey:

আপনার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে ৩,৫৬,৩৮৫ জন কুষ্ঠরোগী আছে, এবং তার মধ্যে ৩৫,৮৬৬ জন ১৯৫৫-৫৬ সালে ও ৫৫,৮৩৬ জন ১৯৫৬-৫৭ সালে অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে চিকিৎসা লাভ করেছে, তাহলে বাকী থাকে ৩,৫৪৯ জন; এরা কোন চিকিৎসা লাভ করে নি, তার কারণ মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

তারা চিকিৎসার জন্য আসে নি।

Sj. Sudhir Kumar Pandey:

তাদের দারিদ্র্যের জন্য এবং অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ চিকিৎসার চিকিৎসালয় যথেষ্ট কম থাকার জন্য তারা চিকিৎসা লাভ করতে পারেন নি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

তা হতে পারে।

Sj. Sudhir Kumar Pandey:

অতিরিক্ত প্রশ্ন, স্যার। ১৯৫৫-৫৬ সাল অপেক্ষা ১৯৫৬-৫৭ সালে কয়েক হাজার টাকা কম বরাদ্দ করা হয়েছে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার জন্য, এর কারণ কি মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

যেমন যেমন দরকার হয়েছিল, তেমনি তেমনি বরাদ্দ করা হয়েছে।

Sj. Sudhir Kumar Pandey:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে আমাদের এখানে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা শতকরা এক ভাগ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

হতে পারে।

Sjkta. Sudharani Dutta:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, বাঁকুড়ায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা কত?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

বাঁকুড়ায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা হচ্ছে ২৯ হাজার ১৮ জন।

Sjkta. Sudharani Dutta:

বাঁকুড়া জেলায় অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ চিকিৎসার জন্য কয়েকটি চিকিৎসালয় আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

বাঁকুড়ায় ২৪টি আছে লোকাল বডির দ্বারা পরিচালিত, আর গভর্নমেন্টের ৫০০ শয্যাযুক্ত একটা আছে, তাছাড়া আরও দুটা আলাদা আছে।

[2-50—3 p.m.]

Sj. Sudhir Kumar Pandey:

মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন, শীলদা কুষ্ঠাশ্রমে যে পরিমাণ সাহায্য করা হয় তাতে রোগীদের প্রয়োজনীয় ইনজেকশন ও ওষুধ দেওয়া যায় না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

হতে পারে।

Sj. Sudhir Kumar Pandey:

মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন, শীলদা কুষ্ঠাশ্রমের কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে শীলদা কুষ্ঠাশ্রমের সাহায্য বাড়ানর জন্য আবেদন জানিয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

আমার জানা নেই।

Sj. Sudhir Kumar Pandey:

মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন, শীলদা কুষ্ঠাশ্রমে যে সাহায্য দেওয়া হয় তাতে খোরাকী ও চিকিৎসার জন্য প্রত্যেকের মাত্র ৮ টাকা করে পড়ে, তার দ্বারা চিকিৎসা ইত্যাদির সম্ভব হয় না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

সেটাই নিয়ম রয়েছে যে ৮ টাকা বড়দের আর শিশুদের ৪ টাকা।

Sjkta. Sudharani Dutta:

বাঁকুড়া জেলায় কোন বে-সরকারী হাসপাতাল আছে কি না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

বলেছি বে-সরকারী ২৪টি আছে।

Sj. Sudhir Kumar Pandey:

শীলদা কুষ্ঠাশ্রমে মাত্র শতকরা একজন আছে বলেছেন। এই দিক থেকে বিবেচনা করে এই কুষ্ঠাশ্রমকে সম্প্রসারিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

না, নেই।

Dr. Narayan Chandra Ray:

কলিকাতার আলবার্ট লিপার হর্সপিটাল তুলে দেবার জন্যই কনজেসশন এত বেড়েছে—
This is a very acute problem. The Minister must answer it.
১৯৫৬-৫৭ সালে এই শালদা কুষ্ঠাশ্রমে কোন টাকা দেওয়া হয়েছে কি না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

আমার জানা নেই।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আপনি টাকা কমিয়েছেন, ২০ হাজার টাকা কম খরচ হচ্ছে। আপনি ১৯৫৫-৫৬ সালের কথা বলেছেন কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি, ১৯৫৫-৫৬ সালে কোন টাকা দেওয়া হয় নি কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

নোটিশ দিলে বলতে পারি।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমি জিজ্ঞাসা করি, কলিকাতার রোগীদের অন্তর্বিভাগের চিকিৎসার জন্য কিছু ব্যবস্থা করেছেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

কলিকাতায় যেগুলি হয় সেগুলি যেসব হাসপাতাল সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার প্রশ্ন তা নয়। লিপার হর্সপিটাল তুলে দেবার পর এই কলিকাতা এরিয়ার মধ্যে রেসিডেনশিয়াল হর্সপিটাল যা আছে সেখানে ইনডোরএ থাকতে পারে সেই রকম কোন বন্দোবস্ত করেছেন কি না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

সেই সব রোগীদের অন্য জায়গায় বাঁকুড়ায় গৌরীপুরে লিপার কলোনিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই সব হাসপাতাল তুলে দেবার পর ছয় মাস থেকে এক বৎসরের মধ্যে কত রোগীকে সেখানে পাঠিয়েছেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

সেটা নোটিশ দিলে বলতে পারি।

Sj. Saroj Roy:

এই যে ইনফেকশাস লেপ্রোসি কেসগুলি সেখানে আছে হর্সপিটালএ, তার মধ্যে কত পার-সেন্টেজ ভাল হয়েছে সেই রিপোর্ট দেবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

নোটিশ চাই, কারণ এটা ষ্ট্যাটিসটিকসএর কাজ।

Sj. Saroj Roy:

এই সমস্ত ইনফেকশাস টাইপ কুষ্ঠরোগীদের তাড়াতাড়ি ভর্তি করার ব্যবস্থা আছে কি না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

কুষ্ঠরোগীদের তাড়াতাড়ি ভর্তি করার কথাই উঠে না।

Sj. Saroj Roy:

মেদিনীপুরের বিনপুরে এই সূত্রে মেদিনীপুর গোয়ালতোড়ে যে একটা ছোট কুষ্ঠাশ্রম ছিল তা তুলে দেওয়া হয়েছে। এই জমি যদি দেওয়া যায় তাহলে গোয়ালতোড়ে সরকার কোন কুষ্ঠাশ্রম করতে চাবেন কি না?

Mr. Speaker: The question is disallowed.

Sj. Copal Basu:

কলিকাতার আশেপাশে শিল্পাঞ্চলে প্রচুর কুষ্ঠরোগী ঘুরে বেড়ায়। এই সব কুষ্ঠরোগীদের এইসব এসাইলামএ থাকতে দেবার ব্যবস্থা আছে কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

যতখানি পারা যায় করা হয়।

Sj. Rabindra Nath Ray: Is the Hon'ble Minister thinking of the preventive side of leprosy—through segregation.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Isolation is not prevention.

Dr. Narayan Chandra Ray:

বেলেঘাটার যে ইনফেকশাস ওয়ার্ড আছে সেখানে লেপ্রোসি ওয়ার্ড খোলবার কথা আছে, সেটা খোলা হয়েছে কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

না, খোলার কথা হয় নি।

Sj. Saroj Roy:

এখানে প্রশ্ন ছিল, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৬-৫৭ সালের হিসাব চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু আপনি শালদা কুষ্ঠাশ্রমের হিসাব দিয়েছেন ১৯৫৫-৫৬ সালের। তাহলে ১৯৫৬-৫৭ সালে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

এটা আমার জানা নেই।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Establishment of National Extension Service Block in Kaliachak Thana

46. (Admitted question No. 465.) **Sj. Mohibur Rahaman Choudhury:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) whether the Government have any proposal for including Kaliachak Thana, consisting of 18 Unions under N.E.S. Block and Community Project scheme immediately; and

(*b*) if not, whether the Government consider the desirability of including those Unions in N.E.S. Block?

The Minister of State for Development (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (a) and (b) Not immediately. But the Government have decided to cover the entire rural areas of the State with National Extension Service Blocks during the Second Five-Year Plan period.

Electrification of Kaliachak police-station, district Malda

47. (Admitted question No. 466.) **Sj. Mohibur Rahaman Choudhury:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) whether the Government have any proposal for electrification of Kaliachak police-station in the district of Malda; and

(*b*) if not, whether the Government consider the desirability of taking immediate steps for electrification of the area?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: (a) No.

(*b*) Kaliachak has been surveyed by West Bengal State Electricity Board and it has been found that the place has not much load prospects so as to warrant immediate electrification. However, the matter will be reviewed during the subsequent years of Second Five-Year Plan.

Road from Bajkul to Egra in Midnapore district

48. (Admitted question No. 83.) **Sj. Basanta Kumar Panda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state—

(*a*) when the pucca road from Bajkul to Egra in the district of Midnapore will be completed; and

(*b*) whether it will be in the existing District Board Road or there will be any deviation?

The Minister for Works and Buildings (the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta): (a) Within the Second Plan period.

(*b*) There will be diversions where necessary.

Sj. Basanta Kumar Panda: When the work of the construction of this Bhagabanpur road will begin?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Detailed survey is being carried this year and I think that will be completed before the end of the financial year.

Sj. Basanta Kumar Panda: Have the details been finalised?

[No reply.]

Tamluk-Contai Road

49. (Admitted question No. 88.) **Sj. Basanta Kumar Panda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state when the Tamluk-Contai pucca road will be completed by construction of bridges over the rivers Haldi and Rasulpur in the district of Midnapore?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Tamluk-Contai Major District Road in Midnapore district (39 miles) has been completed in all respects except for two unbridged gaps at Rasulpur and Haldi crossings. A bridge over the Rasulpur river has been provided for in the Second Five-Year Plan. Haldi will remain unbridged for the present.

Sj. Basanta Kumar Panda: How far the project—the bridge over the Rasulpur river—been completed?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: The construction has not yet been commenced.

Sj. Basanta Kumar Panda: Is the Hon'ble Minister contemplating over this?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: This will be reconsidered after completion of Rupnarain and Cassaiy Bridges.

Sj. Basanta Kumar Panda: Is the Hon'ble Minister aware that if these two bridges are completed the distance from Calcutta to Digha will be greatly minimised?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Yes.

Construction of morgue and menials' quarters in Bangitola Union Health Centre, Malda

50. (Admitted question No. 455.) **Sj. Monoranjan Misra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that ceiling arrangements in the quarters of the menial staff and the constructon of a morgue in Bangitola Union Health Centre have not yet been made; and

(*b*) if so, whether the said works will be taken up immediately?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy): (*a*) Yes.

(*b*) These will be taken up as early as possible.

Allotment for diet for patients of Bangitola Union Health Centre, district Malda

51. (Admitted question No. 456.) **Sj. Monoranjan Misra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that allotment of diet to the indoor patients of Bangitola Union Health Centre, Malda, is less than that in the Sadar Hospital of the Malda district; and

(*b*) if so, whether Government consider the desirability of increasing the diet allotment for the said Health Centre?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

STARRED QUESTION

(to which oral answer was given)

Fair price shops in Calcutta

131. (SHORT NOTICE.) (Admitted question No. *801.) **Dr. Narayan Chandra Ray:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

(*a*) number of modified ration shops opened in Calcutta up to date;

(*b*) total number of people covered by these shops;

(*c*) average daily offtake in maunds of rice and wheat from the shops;

(*d*) whether rice and wheat are supplied regularly;

(e) how many varieties of rice are supplied from these shops and the price per seer of each variety;

(f) whether Government have any report that certain varieties of rice sold through modified ration shops are sometimes found unfit for human consumption; and

(g) if so, what steps are being taken by Government to supply rice of good quality?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (a) Number of fair price shops functioning on 23rd November, 1957, is 1,084 in Calcutta Initial Area. In addition, 1,280 Chakki shops have been functioning exclusively for the sale of atta to consumers.

(b) Number of persons covered by Family Identity Cards already issued in Calcutta Initial Area is 38·8 lakhs.

(c) Average daily offtake—

	Mds.
Rice	... 6,632
Wheat	... 3,151
Atta	... 6,043 (from Chakki shops).

(d) Yes.

(e)—

Varieties of rice issued.	Price per seer. As.	p.
Burma rice	... 7	0
American rice	... 9	0
Bengal coarse	... 8	6
Bengal medium	... 9	6
Bengal fine	... 10	6

(f) No.

(g) Does not arise.

Mr. Speaker: Question time over.

[3—3-10 p.m.]

Statement of the Hon'ble Labour Minister on the two Adjournment motions disallowed on the 12th December, 1957.

The Hon'ble Abdus Sattar: Both the motions relate to non-implementation of an award in respect of the workmen of Messrs. Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd.

I am glad to be able to inform the House that through the efforts of the Labour Directorate the "stay-in-strike" in the above establishment has been withdrawn on the basis of agreement arrived at with the Management. In terms of this agreement the Management will disburse the full dues of the workmen as awarded by the Tribunal by the 16th December, 1957, i.e., Monday next. This will be done on an interim basis subject to the right of appeal to the Hon'ble Supreme Court by either party.

The impressions sought to be conveyed by the motions that the Management has been allowed to delay implementation of an Award made a long time ago is not correct. The Award was published under Government order, dated the 16th September, 1957, in the "Calcutta Gazette", Part I, dated the 26th September, 1957. Subsequently, at the instance of the Tribunal another notification was issued under rule 20 of the Industrial Disputes Rules, 1947, in respect of certain errors in arithmetical calculations. This notification has been issued on the 29th November, 1957, last. As soon as the statutory period of 30 days from the date of publication in the Gazette expired the Management was asked to implement the provisions of the Award under section 17(a) of the Industrial Disputes Act, 1947. The legal consequences of non-implementation of the Award were also brought to the attention of the Management and they were informed that proceedings under section 33(c) of the Industrial Disputes Act for recovery of the awarded dues of the workmen would also be initiated against them. Soon after this was done the Management attended a joint conference with the Union officials and entered into the agreement referred to above in terms of which the awarded dues of the workmen will be paid to them on the 16th December, 1957, next.

I wish to take this opportunity of assuring the House that Government are determined to take steps so that all Awards and Agreements entered into under the law are enforced as speedily as possible. We shall never hesitate to take whatever action is called for in this matter as we believe that any delay in the implementation of the terms of Awards and Agreements will inevitably hamper our objective, which is maintenance of good industrial relations, so that the rights of workers as recognised in law are given effect to and production is not affected.

NON-OFFICIAL BILL

The Bengal Wakf (Amendment) Bill, 1957

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, with your leave I beg to introduce the Bengal Wakf (Amendment) Bill, 1957.

Mr. Speaker: I take it that the House has no objection to leave being granted to Dr. Ghani to introduce his Bill.

[There was no objection.]

Leave is accordingly granted.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, this is a Bill to amend the Bengal Wakf Act of 1934. That was an old Act which was drafted by very capable people then. It was a very good piece of legislation no doubt for that time, but the times have changed.

Mr. Speaker: Dr. Ghani, leave has been granted to you to introduce the Bill. Please hear what is going to follow.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I would ask my friend Dr. Ghani to withdraw his Bill because the Government of West Bengal has in active consideration the preparation of a Wakf Amendment Bill almost with the precise objective which he has mentioned in his Bill. But before the Bill is actually framed, it is necessary to discuss this matter with those who are interested in the provisions of the Wakf Act. Many groups have approached us and I have promised that as soon as the present session is over, we will meet together and discuss the points that arise out of the Wakf Act. Dr. Ghani may also be good enough to come and give us his advice. I would, therefore, at this stage suggest that the Bill be withdrawn.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: In view of the statement made by the Hon'ble Chief Minister I would certainly withdraw the Bill. In fact for the last six months I have been trying to bring this Bill forward and in the very early stage of the present session I gave notice of it. I never knew that the Government was thinking in the same line and that Dr. Roy was also thinking in the same line. I would gladly offer my best services to him for the amendment of this Act. I hope that he will take it up very soon. It is a very urgent matter—a large number of wakf estates are suffering and they are almost on the point of breakdown.

Mr. Speaker: I take it that the House has no objection to leave being granted to Dr. Ghani to withdraw his Bill.

[There was no objection]

Leave is granted to Dr. Ghani to withdraw his Bill.

Amendment to Amendment to the Bengal Motor Vehicles Rules, 1940

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in the proposed rule 52, published under notification No. 5571W.T., dated the 5th September, 1957, the clause (j) with the proviso thereto be omitted.

আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই যে একটা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি গঠিত হচ্ছে তাতে মেম্বরদের ১৫ টাকা ডেলি এলাউন্স এবং অন্যান্য ভাতা দেবার জন্য বলা হচ্ছে। এতদিন যদি এই এলাউন্স ছাড়াও চলতে পারে তবে আর নতুন কোরে দেবার কি প্রয়োজন আছে তা বুঝতে পারি না।

Dr. Ranendra Nath Sen:

আমি কিছু বলতে চেয়েছিলাম এবং তার পরে ডাক্তার রায় কিছু বললে ভাল হত। আমি বেশী বলব না, মাত্র ২।৪টা কথা বলবার আছে, যদিও আমি কোন এ্যামেন্ডমেণ্ট দিতে পারি নি।

[3-10—3-20 p.m.]

আমি যে কয়টা অবজারভেশন করবো আশা করি ডাঃ রায় ভেবে দেখবেন। এখন কিছু করতে পারবেন না কিন্তু পরে সেটা ভেবে দেখা যেতে পারে। এই যে অ্যামেন্ডমেণ্ট অফ ১২৮ অফ দি স্টেট রুল সেখানে আমরা দেখছি মোটর ভেইকলসগুলো, ট্রান্সপোর্ট ভেইকলসগুলোর আয়তন বাড়ান হয়েছে ফ্রম ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি টু ৮ ফুট ১ ইঞ্চি এই তার অ্যামেন্ডমেন্ট আনছি—

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: There is no notice for that There is only one notice.

তার উপর কোন নোটিশ পাডে নি যেটা সুবোধবাবু বলেছেন উইথ রিগার্ড টু ফিস।

Dr. Ranendra Nath Sen:

এই যে যেখানে অরিজিনাল অ্যামেন্ডমেন্টএ
you have sought to bring some amendments on these also.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আগে যদি নোটিশ দিতেন তাহলে উত্তর দিতে পারতাম।

Dr. Ranendra Nath Sen:

আমি সারটেন সাজেশসান রাখছি, দেখুন সেগুলো গ্রহণযোগ্য কিনা। সেখানে রুল আছে আয়তন যা আছে সেটা বাড়াবার মত হয়েছে রিকোমেন্ডেশান রয়েছে অ্যামেন্ডমেন্টএর মত মনে হয়। কলকাতা এবং হাওড়ার মত ট্রাফিকএর পক্ষে এটা খুব অসুবিধা। এখানে c

বলেছেন,
128, original rules in the case of transport vehicle other than motor cabs. এখানে যেটা বাড়ছে ৮ ফুট ১ ইঞ্চি পর্যন্ত।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

কোন অ্যামেন্ডমেন্টএ বলছেন?

Dr. Ranendra Nath Sen:

Rule 128

আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে পরিমাণে কলকাতা এবং হাওড়ায় বাস এবং লরীর এ্যাকসিডেন্টএর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে সেখানে যদি চওড়া করবার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে এ্যাকসিডেন্টএর সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত এই রুলস যে অ্যামেন্ডমেন্ট আসছে—একটু ভেবে দেখবেন, তাড়াতাড়ি অ্যামেন্ডমেন্ট আনবেন না, হাওড়ার মত সহরে দারুন এ্যাকসিডেন্টএর সৃষ্টি হবে। তারপর ট্রেলার সম্পর্কে যে কথা আছে—যে সমস্ত লরী ট্রেলার নিয়ে যাতায়াত করে এবং হেভি লোডিং হয় তাতে আজকের দিনে যে পরিমাণ এ্যাকসিডেন্ট হতে আরম্ভ হয়েছে......

Mr. Speaker: Dr. Sen, you have no amendment. The only amendment which is there has been placed before the House. I could quite understand what you are driving at but the point is there cannot be any change at this stage in the absence of any amendment.

Dr. Ranendra Nath Sen:

আমি সেই কথাই বলছি, এখন অ্যামেন্ডমেন্ট ও'রা আনতে পারবেন না, পরিবর্তন করতে পারবেন না কিন্তু কয়েকটি সাজেশন আমি দিচ্ছি। রুলস পরিবর্তন ত এটা শেষ নয়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যেমন মাণিকতলার মোড়ে সেদিন একটা ট্রেলার সমেত লরী এ্যাকসিডেন্ট করেছে এবং এই সমস্ত রুলস তারা ভায়লেট করেছে। আমরা খবরের কাগজে দেখেছি যে তার প্রোজেকশন যতখানি রাখবার কথা তার চেয়ে বেশী প্রোজেকশন রেখেছিল এবং এটা হরদম হয়। এটা কলিকাতা হাওড়ার মত ইন্ডাস্ট্রিয়াল সহরে হচ্ছে. এতে লোকের জীবনহানির একটা আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। রুলস যদি অ্যামেন্ড করতে হয় তাহলে এই সমস্ত ব্যাপারগুলি নিয়ে এসে অ্যামেন্ড করা দরকার এবং তাহলে পর সত্যিকারের রুলস অ্যামেন্ডমেন্ট করার মানে হয়। যেমন একটা ভাল জিনিস এখানে আনা হয়েছে চালান সম্পর্কে বলা হয়েছে,
challan for goods carried with the vehicles should be kept with the driver. এতে স্মাগলিংএর মস্ত বড় একটা ব্যবস্থা ছিল চালান ছাড়া চালানো। এইরকম কয়েকটা ভাল জিনিস আনতে পারেন। তা সত্ত্বেও আমি বলবো যে গভর্নমেন্টের যে পুলিস ডিপার্টমেন্ট তাদের যে পরিমাণ ঘুষ ইত্যাদি আছে তাতে এই চালানের ব্যাপারে অ্যামেন্ডমেন্ট আনা সত্ত্বেও সেই সমস্ত জিনিস হবার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে অর্থাৎ ঘুষ মারফত স্মাগলিং হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এটার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ ছাড়া আর দুটো জিনিস আছে যেটা রুলস পড়তে পড়তে আমার মনে স্ট্রাইক করছিল, অবশ্য গভর্নমেন্টের মনে স্ট্রাইক করেছে কি না জানি না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: If he really wants his observations to be effective he should give it in writing so that we could examine them.

Dr. Ranendra Nath Sen: I will give that in black and white.

রুল ১১২তে ডিফেকটিভ মেসিন সম্পর্কে একটা রুল দেওয়া আছে যাতে কোন রকম ডিফেকটিভ মেসিন না থাকে। স্টেট ট্রান্সপোর্ট বাসগুলি যেগুলি রাস্তায় রান করে তার বেশীর ভাগ ডিফেকটিভ মেসিন থাকে যার জন্য স্টেট বাসগুলি এত এ্যাকসিডেন্ট করে প্রাইভেট

বাসগুলির চেয়ে বেশী। কারণ স্টেট ট্রান্সপোর্ট বাসগুলির মেসিনগুলি ডিফেকটিভ। এ বিষয়ে গভর্নমেন্ট যেন নেসেসারী চেঞ্জেসের কথা একটু চিন্তা করে দেখেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I am opposing the motion that has been moved by Sj. Subodh Banerjee. In the first place this clause regarding payment of fees to the members of the State Transport Authority is not a new thing. It has been there since 1940. The reason why it was put in was, if you want non-officials to come in, the rule is, a member of the State Transport Authority shall receive a daily fee of Rs. 15 for every day on which he attends the meetings of the Authority and further be entitled to receive free travelling and halting allowances at the scale and on the conditions applicable to the members of the West Bengal Legislature and any such member performing the journey in connection with business of the Authority otherwise than to attend the meeting of the Authority shall be entitled to receive travelling and halting allowances. Sir, this is the existing rule which has been there for some time. The rule also provides for persons who are members of the Legislature and also members of the State Transport Authority.........

(Sj. Subodh Banerjee:

এটা একটু করেকশন ক'রে নেবেন। এখানে ভুল আছে, লেজিসলেটিভ আছে। সেটা লেজিসলেচার হবে।)

Originally it was "admissible to the members of the Bengal Legislative Assembly in connection with the business of the Authority"; otherwise, ordinarily these non-official members would not come. Now, when we have given power to the State Transport Authority for taking action, it would be more desirable that we could implement the services of non-officials in the discharge of their duties and therefore, Sir, I oppose the amendment.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in the proposed rule 52, published under notification No. 5571W.T., dated the 5th September, 1957, the clause (j) with the proviso thereto be omitted, was then put and lost.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1957

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, with your permission I beg to move that the West Bengal Salaries and Allowances Amendment Bill be withdrawn. The reason for that is this. We have felt that the provisions of the Bill that have been placed before the House are absolutely correct but there may arise some doubt as to whether it would be constitutionally correct. Therefore we have decided to put in another Bill, a copy of which I have already placed with the Secretariat, which may with your permission be taken up on Monday. Very likely the Secretariat of the Legislative Assembly would be able to circulate the Bill this afternoon. If so, there should be no difficulty in discussing this on Monday. I deliberately do not go into the merits of the discussion that took place yesterday because I have enough to say with regard to them but I hope, Sir, you will permit me to withdraw this Bill and I have already applied to the Secretariat to allow me to move the new Bill on Monday.

The provisions of the new Bill are exactly similar to what they are in the old Bill. Only, as I said just now, there are a few expressions in the Amending Bill that I have placed before the House which probably in the altered method might place it on a firm footing.

[3-20—3-30 p.m.]

Another reason why I felt that the thing should be changed was because my personal view was as was also the view of my party that under no circumstances should there be any suggestion direct or indirect that the Leader of the Opposition has anything to do with Government. It will be a bad day for the Leader of the Opposition—or the leader of a party—who is disciplined enough to give guidance to the administrative group on any matter of legislation should be even under any close relationship with the Government or in receipt of a salary from the Government. He would be ineffective. There would be no purpose in his continuing to be the Leader of the Opposition so far as we are concerned. In order to make that position clear we have altered the approach to the question and I hope, Sir, that we shall be able to finish the Bill on Monday.

Sj. Jyoti Basu: Sir, before you say anything on the subject, I think you would make it clear as to how exactly we shall proceed after we receive a copy of the new B.ll—whether we shall start *de novo* the entire Bill. You know, Sir, I did not finish my speech.

Mr. Speaker: Mr. Basu, I may tell you and the other honourable members of this House that just before the commencement of the day's business a copy of the new Bill—a cyclostyled Bill—was laid before me and I have gone through it. I found that there was no change whatsoever so far as the substance goes—may be there is a little change of language. It is exactly the same and I can assure you that none of the honourable members will be inconvenienced so far as the substance is concerned. Therefore, I do not think any useful purpose would be served by repeating the arguments which are already before the House. Only those who have not finished their speeches will speak and I shall hear if they have any new thing to say. However, in view of all this, I think the House will have no objection to the motion of Dr. Roy that the Bill be withdrawn.

[There was no objection.]

Leave has been granted to withdraw the Bill.

Before we proceed to the next item, I may say that we originally decided to sit till 7-30 p.m. because of the reception which is to begin from 4-30 p.m. and one hour will be spent on this. So, when there is no other business we may take up the Flood Control resolution.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমি একটা কথা জানাতে চাই—সেটা হচ্ছে. এই বিলটা কি আপনার নির্দেশেই আমাদের সামনে নতুনভাবে আসছে?

Mr. Speaker:

হ্যাঁ, নতুনভাবে আসছে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমি এ কথাটা জোরের সঙ্গে বলছি যে, যে বিল আমাদের কাছে আসে নি, যে বিলের কপি আমরা পাই নি, তার উপর বক্তৃতা দিতে পারব কি পারব না, এই সম্পর্কে আপনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন সেটা কি আপনার নির্দেশ না অনুরোধ?

Mr. Speaker:

অনুরোধ.

but founded on sound line.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

সংশোধনী প্রস্তাবের উপর বলবার সুযোগ পাওয়া যাবে কি না?

Mr. Speaker:

নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

Debate on Flood Control and Irrigation

Mr. Speaker: Sj. Benoy Krishna Chowdhury will speak.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গকে তিন অংশে ভাগ করা হয়েছে- উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ। উত্তর অংশ সম্পর্কে আমি কিছু বলব না, কারণ মাননীয় সত্যেন মজুমদার মহাশয় সে সম্পর্কে আলোচনা করবেন। বাকী অংশ সম্পর্কে আমি আলোচনা করব। আলোচনার প্রথমেই আমি এটা জানাতে চাই যে, এই রিপোর্টের ভিতর দিয়ে ১৯৫৬ সালের ভয়াবহ বন্যার পরেও বন্যা ও বন্যা নিরোধ সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সরকারের একটা গুরুতর ও মারাত্মক মনোভাব ফুটে উঠেছে। এই রিপোর্টের ভিতর খালি দেখান হয়েছে একটা আইনের দ্বারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এই বন্যার ব্যাপারে আমরা যদি দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় বরাদ্দকৃত টাকার তুলনামূলক বিচার করি তাহলে দেখব যে, যেখানে বিহারে ৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে, উত্তর প্রদেশে ৪৯ কোটি টাকা, আসামে ২৬ কোটি ১১ লক্ষ টাকা, সেক্ষেত্রে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। স্যার, আপনি জানেন এই আইন সভায় সরকার পক্ষ থেকে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল যে, ভাগীরথীর জলধারা ও ফ্লো দ্বারা যদি ইরিগেশন করতে হয়, তাহলে ভাগীরথী ও অন্যান্য নদীতে নতুন জলপ্রবাহ এনে তাদের পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই প্রয়োজনীয় ব্যাপারটি গৃহীত হল না। আমি সুন্দরবনের কথা পরে আলোচনা করব। এখানে এটুকু শুধু জানিয়ে রাখি যে, বাঁধ রক্ষার জন্য ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা যা বায়বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার টাকা থেকে হয় নি। তার জন্য খুচরো খুচরোভাবে টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। কাঁসাই পরিকল্পনা সম্পর্কে সেচ-মন্ত্রী সম্পূর্ণ অবহিত -এই কাঁসাইএর জন্য একটা নগন্য অংশমাত্র বরাদ্দ হয়েছে। এবং সত্যিকারের কাজ এ পর্যন্ত কিছুই এগোয় নি। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মাত্র ছয় মাস পূর্বে এই প্রস্তাব হয়েছে। এখানে আমি বলতে চাই, ছয় মাসের কথা এটা নয়, গত ৫০ বৎসর ধরে এই বন্যা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিজ্ঞ লোক ও সরকারী কর্মচারী আলোচনা করছেন এবং এ সম্পর্কে বহু কাগজপত্র সরকারী দপ্তরে আছে—গত ৫০ বৎসর ধরে বহু হুঁসিয়ারী সত্ত্বেও সরকার কিছুই করছেন না। ১৯৫৬ সালের ভয়াবহ বন্যার পরও যদি সরকার এ বিষয়ে কিছু না করেন তাহলে কি করে বলা যায় যে তাঁরা এ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। তাঁরা একটা আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব দেখাচ্ছেন এবং নিজেদের ডিফেন্ড করছেন। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে বন্যা হয়েছে এরকম ভয়াবহ বন্যা একশ বছরের বৃদ্ধ লোকেও দেখেন নি--এরকম ব্যাপক ও তীব্র বন্যা কেউ দেখে নি। ময়ূরাক্ষীর জন্য ১৬ কোটি টাকা এবং দামোদরের জন্য ১৪৫ কোটি টাকা খরচের পর এই ঘটনা ঘটল। অন্য দেশে হলে এতগুলি টাকা খরচের পরেও কেন এই ভয়াবহ বন্যা হয় যার তুলনা ১০০ বছরের বৃদ্ধও দেখেন নি, তা একটা ভালভাবে অনুসন্ধানের বিষয় হোত।

[3-30—3-40 p.m.]

অন্য যে কোন সরকার হলে এত কোটি টাকা খরচ করার পর সেখানে কেন এই রকম বন্যা হয়, যে বন্যার তুলনা অন্তত পক্ষে গত ১০০ বছরেও দেখা যায় নি, সেটা ভালভাবে তাদের কাছে অনুসন্ধানের বিষয় হত। কিন্তু এখানে তাঁরা কি বলছেন? তাঁরা আইনের সুযোগ নিয়ে বলছেন যে ময়ূরাক্ষীতে তো বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু আমার প্রশ্ন—কেন নেই? তাঁরা বলছেন এটা নেই এই কারণে যে বিহার সরকার নাকি আপত্তি করছেন। বিহার সরকার

কি পাকিস্তান সরকার? ভারত যদি এক এবং অবিচ্ছেদ্য হয় তাহলে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে বিহার সরকারকে চাপ দিয়ে বাংলার যেটা একান্ত প্রয়োজনীয় সেটা কেন করা হবে না? যেখানে ১৬ কোটি টাকা খরচ করা হল সেখানে আমি জানি যে আরও ২।৩ কোটি টাকা খরচ করলে পর এর যে একটা অন্য গুরুত্বর দিক—বন্যা নিয়ন্ত্রণের দিক—সেটা করা যেতে পারত। কিন্তু সেটা কেন করা হল না? তাহলে কি মনে সন্দেহ জাগে না যে আজও সেই দামোদর পরিকল্পনার জন্য ৪টি ড্যাম করার কথা যেখানে গুডউইন সাহেব বলেছিলেন এবং তিনি যেখানে বলেছিলেন যে অন্তত পক্ষে ৪৭ লক্ষ একর ফিট জল সেখানে রাখা দরকার, সেখানে সে কথার কোন মূল্যই দেওয়া হচ্ছে না। বর্তমানে যে ৪টি—তিলাইয়া, কোনার, মাইথন, পাঞ্চেৎ—হতে চলেছে এ ছাড়াও অন্ততঃ পক্ষে আয়ার, খালপাহাড়ী, বের্মো এবং বোখারো আস্তে আস্তে হওয়া দরকার, বিশেষ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে। আমি নিজে দেখেছি যে আয়ার এবং খালপাহাড়ীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অন্ততঃ বেশী। এই দুটি শাখা অন্ততঃ মাইথনের রক্ষার জন্য তার উপরে খালপাহাড়ী এবং পাঞ্চেৎকে রক্ষার জন্য, তার উপরে আয়ারের বাঁধ থাকা একান্ত প্রয়োজন। সেদিক থেকে আমরা এটাও দেখেছিলাম যে ২৪শে সেপ্টেম্বরের বন্যার পর বর্তমানে যিনি ডেপুটী চীফ ইঞ্জিনীয়ার দেবেন মুখার্জি তিনি স্বীকার করেছিলেন যে অন্ততঃ পক্ষে আয়ার বাঁধটি হওয়া দরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন এই সেকেন্ড ফেজটা করা হচ্ছে না? এও কি বিহার সরকারের আপত্তির জন্য? বা এও কি এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার এগুতে চাচ্ছেন না? এই কারণে আজকে আমরা জানি যে, ১২ হাজারের মতন ডি-ভি-সি কর্মচারীরা ছাঁটাই হতে চলেছে। কিন্তু এই নূতন ধরণের কাজ নিলে পর সেখানে অনায়াসে তারা চাকরি পেতে পারত। এই সমস্ত দিক থেকে মনে প্রশ্ন জাগে যে সত্যি এ'রা এ বিষয়ে সিরিয়াস নন।

এ ছাড়াও এই ধরনের মূলতঃ কতকগুলি প্রশ্নের কথা বলতে চাই। নদী শাসন ব্যাপারে যারা অভিজ্ঞ তাঁদের প্রত্যেকের একমত যে যদি না আপার ক্যাচমেন্ট এরিয়াতে সয়েল কনজারভেশন বা ভূমি সংরক্ষণের কাজ যথাযথভাবে করতে পারা যায় তাহলে বাঁধ বেঁধে যা কিছু কাজ করা হোক না কেন সে সমস্ত কিছুই হবে না। অর্থাৎ
It is putting the cart before the horse.
এর মতন। কারণ সেখানকার অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়াররা এই কথা বলেন যে বারি বিন্দু প্রথম যেখানে পড়ে সেখানে প্রথমে তাকে আটকাও যাতে সে তার পরিমাণ, তার ভলিউম এবং তার গতি এই নিয়ে তার মোমেন্টাম গেন করবার আগে যদি সেখানে তাকে চেক করা হয় তাহলে তবেই সেখানে যথেষ্টভাবে তাকে আমরা আটকাতে পারি। এই সমস্ত কারণের দিক থেকে সেখানে এফরেস্টেশন করবার দরকার ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে যেসমস্ত চাষবাসের কাজ হয় সেই চাষবাসগুলো যথাযথভাবে মেথডিক্যালী যাতে সেগুলো ভূমিক্ষয় নিবারণ করেও চাষ চলতে পারে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত ছিল। সেখানে ছোট ছোট চেক ড্যাম তৈরি করা উচিত ছিল যাতে সিল্ট আরও বেশী আসতে না পারে। কারণ আমরা জানি যে সমস্ত ছোট নাগপুর এলাকা, যেটা ল্যাটারাইট জোন, যেখানে পারসেন্টেজ অফ পার্কোলেশন খুব কম এবং যেখানে বৃষ্টিপাতে রান-অফ হচ্ছে ৮০ টু ৮৫ পারসেন্ট, সেখানে সেইরকম জায়গায় যদি ভূমিক্ষয়ের দ্বারা শুধু জল নয়, জলের সঙ্গে সিল্ট নিয়ে আসে তাহলে যেভাবে আমরা রিজার্ভার করি সেই রিজার্ভোর জীবন পর্যন্ত অল্পস্থায়ী হবে। সেজন্য সমস্ত দিক থেকে আজকে ভূমি-সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল। অথচ এই ভূমিসংরক্ষণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ৭ কোটি টাকার বেশী খরচ করবেন না বলে তাঁরাও নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। এ'রা দেখিয়েছেন যে আজ পর্যন্ত ২১ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এই ২১ কোটি টাকার ভেতরে হয়ত ফ্লাড কন্ট্রোলএর জন্য বাঁধের জন্য কিছু খরচ করেছেন। কিন্তু আসলে ভূমিসংরক্ষণ এবং প্ল্যাগিং অফ গ্যালিজ-গুলোকে বন্ধ করে সেখানে অন্য যে সমস্ত কাজ যে কাজগুলো অত্যন্ত ক্রিমীনালী নেগলেকটেড হয়েছে, যার ফলে এই জিনিসগুলো হতে চলেছে।

দ্বিতীয়ত, আমি আর এটা বাড়াতে চাচ্ছি না। শ্রদ্ধেয় মেঘনাথ সাহা মরবার আগে বলেছিলেন যে এই ৪টি বাঁধ যথেষ্ট নয় এবং ৬½ লক্ষ বন্যা এ'রা দেখিয়েছেন সেই ৬½ লক্ষ কসেকস জল কমিয়ে ২½ লক্ষ কসেকস করলেই সেখানে হবে। কিন্তু আপনারা জানেন যে

যদি দু টন লরী তুলতে হয় তাহলে দু টনের জন্য ব্রীজ করলে হয় না বরং ১০ টন লরী গড়িতে চলতে পারে, তবে ২ টন লরী সেখানে সহজে যায়। সেজন্য ডিজাইনড ফ্ল্যাট আরও ঢের বেশী বন্যার জন্য সেখানে প্রস্তুত থাকা দরকার। আমরা দেখেছি, ১৯১২ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের যে পরিমাণ রাখা হয়েছিল তাতে দেখা গিয়েছিল যে মধ্যাংশের চেয়ে ক্যাচমেন্ট এরিয়াতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও বেশী। এখানে যে রিপোর্ট আছে সেই রিপোর্টের ভেতরে এই কথা বলা হচ্ছে যে এবার আপার ক্যাচমেন্ট এরিয়াতে বিশেষ কিছু সেইরকম বৃষ্টি হয় নি এবং যা হচ্ছে মধ্য এরিয়াতেই হচ্ছে। কিন্তু ধরুন আপার ক্যাচমেন্ট এরিয়াতে এই ধরনের বৃষ্টি যদি হয় তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কোথায়? সেদিক থেকে আরও বাঁধের সেখানে প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, এই বাঁধগুলিকে কেমনভাবে ব্যবহার করা হবে এটা একটা বৈজ্ঞানিকদের প্রশ্ন। এই দিক থেকে স্যার সিরিল ফক্সএর মতন লোক বলেছেন যে এগুলোকে ষ্টোরেজ ড্যাম হিসাবে ব্যবহার করে নদীকে তার স্বাভাবিক প্রবাহ বন্দ করে নদীকে নষ্ট করে না দিয়ে নদীতে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ করুন। এবং নদী গর্ভকে পরিমিত বন্যার প্লাবনে তার গর্ভ পরিষ্কার রাখুন যাতে সেখানে স্বাভাবিকভাবে নদী বেঁচে থাকে। অর্থাৎ এসব না করে নদী মেরে জিনিস করলে পর কিছুই হবে না। কারণ নদীর দ্বারা একটা ভূভাগ গঠন হয় এবং একটা ভূভাগের গঠনকারী যে নদী সেই নদীর উপর এত সহজে এই রকম একটা প্রক্রিয়া নিলে অত্যন্ত ভীষণভাবে খারাপ ফল হয় নীচে। অতএব নদীকে রক্ষা করার যে ব্যবস্থা আছে সেটাকে অবহেলা করা হয়েছে।

চতুর্থত, আর একটা বড় জিনিস লক্ষ্য করার আছে। এই যে ক্যাচমেন্ট এরিয়া যেটা বর্তমানে ইরিগেশন কমান্ড এরিয়া সেখানকার বন্যানিয়ন্ত্রণ করার যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে সেখানে শুধু সেচের জন্য ক্যানেল কেটে গেছেন। অসংখ্য ক্যানেল চারিদিকে চলে গেছে। ক্যানেলের দুধারে উঁচু বাঁধ চলে গেছে। এই অসংখ্য বাঁধের ফলে এই অঞ্চলের জলনিকাশের ব্যবস্থার কি ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে সেদিকে তাঁরা লক্ষ্য করেন নি। কারণ মনে রাখতে হবে যে, যে অঞ্চলে তাঁরা ক্যানেল করেছেন সেটা ইজিপ্ট বা ব্যবলন নয়। এই জায়গায় অন্ততঃ পক্ষে মেন রেন-ফল হয়ত ৫৫ ইঞ্চি। অতএব এইরকম জায়গায় সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে, ক্যানেল খননের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে যদি সেখানে জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা না রাখা হয়, তাহলে ফল অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে। জলনিষ্কাশনের দিকে তাঁরা একেবারেই নজর দেন নি। উপরন্তু স্বাভাবিকভাবে জলনিষ্কাশনের যে পথ ছিল সেই পথেও এঁরা বাধা সৃষ্টি করেছেন। স্যার উইলিয়াম উইলকক্স বলেছিলেন যে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে দামোদর এবং রেলওয়ে লাইনেতে অসংখ্য স্যাটানিক ড্যামস আছে। এই স্যাটানিক ড্যামস তৈরী করে তারা জলের স্বাভাবিক ধারাকে রোধ করছেন। তার ফলে এবার আমরা দেখেছি, যে জায়গায় কোনদিন বন্যা হত না, সেই জায়গায় এঁদের কল্যাণে বন্যা গিয়ে হাজির হয়েছে। বন্যা হাজির হয়েছে মঙ্গল-কোটে—কোন কালে যেখানে বন্যা যেত না। নিগোলে, নাগগ্রামে বন্যা গেছে। এইরকম অসংখ্য উদাহরণ আমি দিতে পারি যে যেখানে কোন কালে কোনদিন বন্যা হবার সম্ভাবনা হত না এঁদের ক্রিয়ার ফলে সেখানে বন্যা গেছে। সেজন্য সেদিকে যথেষ্ট পরিমাণে নজর দেওয়া উচিত ছিল। তা ছাড়া মনে রাখা দরকার দামোদর এমন একটা নদী যে নদীতে বন্যা পুরোনো খাদ দিয়ে চলে যেত। হরিদা, বাকা, বেহুলা ইত্যাদি তার যে সমস্ত খাদ ছিল সে সমস্ত খাদ-গুলোতে স্বাভাবিক জলনিষ্কাশনের যে ব্যবস্থা ছিল সেগুলিকে যদি উন্নত করা না হয় তাহলে এই অঞ্চলে বন্যানিবারণ করা যেতে পারে না। এঁরা তাও করছেন না, উল্টে তাঁরা করছেন কিনা বেহুলায় সস্তায় ক্যানেল করে দিচ্ছেন। অর্থাৎ যে বেহুলার বুকের উপর দিয়ে ঐ অঞ্চলের জলনিষ্কাশন হত তার দুদিকে বাঁধ করে দিয়ে সেই জলনিষ্কাশনের পথ তাঁরা বন্ধ করে দিয়েছেন। এইরকমভাবে প্রতিটি দিকে তাঁরা নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছেন। সেজন্য আমার মনে হয় তাঁরা সমস্যার সমাধান যতখানি করেছেন তার চেয়ে বেশী সমস্যা আরও বেশী জটিল করেছেন, এই হচ্ছে আমার প্রশ্ন।

পঞ্চমত, মনে রাখা দরকার যে দামোদর এমন একটা নদী যার মাঝখানটা মোটা, কিন্তু তারপর জামালপুরের পর থেকে তার জল বওয়ার ক্ষমতা অত্যন্ত কম। গিরেখালনার পয়েন্ট থেকে আরম্ভ করে মতির হানা, দেওয়াবহানা, মণ্ডেশ্বরীর ভেতর দিয়ে তার প্রধান জলধারা চলে যাচ্ছে রূপনারায়ণে। দামোদরের অন্যান্য যেসমস্ত পুরোনো খাল ও ক্যানেল নদীগুলি রয়েছে তা অনেক দিন আগে থেকেই ছিল। দামোদর যেখানে বর্ধমানের কাছে ২ লক্ষ কসেকস জল বহন করতে পারত, আজ সেখানে গিরেখালনার পয়েন্টের দিক থেকে ২৫ হাজার কসেকসএর বেশী জল বহন করবার ক্ষমতা নেই। সেজন্য বন্যায় যদি জল ছাড়াও হয় তাহলে সেই বটলনেকএ এসে পরবর্তী অঞ্চলে সে ক্ষতি করবে। অতএব এখানে একটা ফ্লাড-ফ্লাসিং সিসটেম করে যদি এই অঞ্চলের নদীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যবস্থা করা হত তাহলে একরকম হত। এটা ১৯৩৯ সালের তখনকার মন্ত্রীসভার আমলে ঠিক হয়েছিল যে এই রকম ধরনের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে, কিন্তু তারপর পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে আর এ জিনিস করা হয় নি। সেজন্য সেদিকটা মনে রাখতে হবে। আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে বিশেষ করে সেটা ভাগীরথী সম্পর্কে বলা হয়েছিল, কারণ সমস্ত জলধারা শেষ পর্যন্ত গিয়ে ভাগীরথীতেই পড়বে। অতএব সেই ভাগীরথীর জলনিষ্কাশনের ক্ষমতা যদি বন্ধি করা না যায় তাহলে কিছুই হবে না। সেটা তো করাই হচ্ছে না, উল্টে বর্তমানে শিলাবতী এবং রূপনারায়ণের যে অবস্থা হচ্ছে তাতে রূপনারায়ণের মুখ একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ১৯০১-২ সালে কোলাঘাটের কাছে যখন ব্রীজ তৈরী করা হয় সেই ব্রীজ তৈরী করার ভেতরে যে ৯টি পিলার দেওয়া হয়েছে, তার ফলে জল সেখানে আস্তে আস্তে কমে আজকে রূপনারায়ণের মুখ সেখানে অনেকখানি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

[3-40—3-50 p.m.]

সে দিকে উচিত ছিল সেই রূপনারায়ণের মুখকে প্রশস্ত রেখে তাকে অন্ততপক্ষে এটা অনেক আগেকার পুরানো ইতিহাস থেকে দেখলে দেখা যাবে ভাগীরথীর উপর বহু পুরানো রূপ-নারায়ণের জলধারা সমুদ্রে গিয়ে পড়তো। সেচের মুখ বন্ধ হলে পর সেটা শুধু এই অঞ্চলের প্লাবনের কারণ হবে না কলিকাতার বন্দরকেও বিপন্ন করে তুলবে, কারণ সমুদ্রে যদি ভাল রকম বোর আসে বা বান আসে তাহলে সেই বানে যত মুখ বন্ধ হয়ে যাবে তত সেটা কলিকাতার দিকে আরো বেশী পরিমাণে যেতে পারে এবং সেইজন্য উন্নতির দিক থেকে যে পরিকল্পনা সেটা না নিয়ে বরং আরো অবিবেচনার সঙ্গে তাঁরা ক্যালকাটা-পুরী রোডের উপর যে ব্রীজ তৈরী করতে যাচ্ছেন এই ব্রীজের দ্বারা তাঁরা আরো এই রূপনারায়ণকে বধ করতে যাচ্ছেন বহু টাকা খরচ করে। অথচ আধুনিককালে ১৯০১ সালে যখন ইঞ্জিনীয়াররা ব্রীজ তৈরী করেছিলেন, তখন নদী বিজ্ঞান, পূর্ত বিজ্ঞান এতখানি উন্নত হয় নি, সেসময় যে জিনিস সম্ভব ছিল না, আজকে এই উন্নতির যুগে নদী বিজ্ঞান এবং পূর্ত বিজ্ঞান যতখানি উন্নত হয়েছে, সেখানে সম্ভব আছে যে অন্য উপায়ে ব্রীজ তৈরী করে ঐ রূপনারায়ণের যে সমস্যা সেই সমস্যা সমাধান করা যায়, তা সেখানে করা হয় নি। অন্য দিকে আমরা দেখেছি কাঁসাই ত নেওয়াই হল না এমন কি কেলেঘাই নদী ওখানে ভগবানপুর পটাশপুর থেকে আরম্ভ করে নন্দীগ্রাম খেজুরী প্রভৃতি অঞ্চলে যে বন্যার সৃষ্টি করছে তার জন্য কেলেঘাই স্কীম সেই ইংরাজদের আমল থেকে আরম্ভ করে এই বর্তমান মন্ত্রী সেখানকার কর্মী হিসাবে আন্দোলন করে এসেছিলেন, সেই কেলেঘাই নদীর স্কীমএর আজকে কবর হচ্ছে, তাঁরই মন্ত্রীত্বের সময়। এবং সেদিক থেকে চিন্তা করা দরকার যে এই অঞ্চলে কেমন করে জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে পারা যায়। অন্য দিকে ময়ূরাক্ষী সম্পর্কে এইটা আমরা দেখেছি যেটা নিয়ে আজকে আর বিতর্কের মধ্যে যাচ্ছি না, কিন্তু এটা নিয়ে বীরভূম-মুর্শিদাবাদের ঐ অঞ্চলের বহু লোকের বাস্তব, নিজেদের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা যে, যেভাবে জল ছাড়া হয়েছে তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে, একত্রে একভাবে দেখেছেন যেন সেই মেঘের মত আসছে জল নানা দিক থেকে। এটা কখনও হতে পারে না যদি ধীরে ধীরে ছাড়া হতো। পরে এঁরা অনেক কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, সেই কৈফিয়তের কতখানি সত্য বা অসত্য তা নিয়ে আমি এখানে তর্ক করতে চাচ্ছি না, কারণ সে সমস্ত খাতাপত্র আমাদের হাতে নেই, ওঁদের হাতে আছে এবং বিপদে পড়লে খাতা সারান যায়, এও আমরা জানি, কিন্তু এটা আমরা দেখেছি যেভাবে জল ছাড়া হয়েছে তিলপাড়া ব্যারেজের থেকে তার ফলে, এমনি ত সমস্যা

রয়েছে বহু দিন থেকে, ব্রাহ্মণী, বারকা, প'য়ে, তোতাই, বক্রেশ্বর প্রভৃতি নদী এবং ময়ূরাক্ষীর জলধারা গিয়ে কাঁদির কাছে হিজলের বিল ব'লে, বহুদিন আগে থেকে, সেই হিজলের বিল প্রায় ১০০ স্কোয়ার মাইলস ধরে যে বিল ছিল, যে বিল এই জলগুলিকে নিজের গহ্বরে নিয়ে সেই জলধারার গতিবেগকে খানিকটা স্তিমিত করে দিয়ে তারপর সেটা ঐ বাবলা নদীর মাধ্যমে ভাগীরথীতে এসে পড়ত, কিন্তু যখন থেকে বারহারোয়া লাইন তৈরী হল, যখন এখানে সাহেবগঞ্জের লাইন তৈরী হল তখন সেই হিজেলের বিলের একটা দিক অবরুদ্ধ হয়ে গেল এবং সেই অবরুদ্ধ হয়ে যাবার ফলেতে সেই হিজেলের বিলেতে ক্রমে ক্রমে পলি পড়ে যেতে লাগলো, তার ফলে সেই বন্যাবেগকে তার প্রথম যেমন মহাদেবের জটায় ভাগীরথীর বন্যার ভারকে প্রথম নেওয়া হতো হিজল বিল তার এই বিস্তৃত বক্ষে ময়ূরাক্ষী, কুঁয়ের, বক্রেশ্বর, প্রভৃতির বিপুল জলভার বহন করতেন তারপর তাকে শান্ত করে দিয়ে ধীরে বাবলা নদীর মধ্যে দিয়ে ছেড়ে দিতেন। এই জিনিসটাকে নষ্ট করা হয়েছে এবং সেই নষ্ট করার ফলেতে আজকে সেখানে যে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সম্পর্কে সেখানে কোন ব্যবস্থা হয় নি। তার ফলে আপনারা জানেন কাঁদির মত একটা জায়গা মুর্শিদাবাদের মধ্যে একটা প্রকান্ড শস্য ভান্ডার সেই কাঁদি এই ১৯৫৬ সালের বন্যায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা এবং এই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জন্য দায়ী হচ্ছে কে এবং সেটাই আজকে ভাল করে অনুসন্ধান হওয়া উচিত এবং সেখানে তিলপাড়াব ছাড়া জল যে সেই সমস্যাকে জটিল করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কতখানি করেছে সে বিষয় হয়ত সন্দেহ থাকতে পারে কিন্তু সেটা যে বাড়িয়েছে এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এই সমস্ত দিক থেকে সমস্যা রয়েছে এবং সেই সমস্যাগুলিকে সঠিকভাবে সেখানে সমাধানের কোন চেষ্টাই হচ্ছে না। তাছাড়া সুন্দরবনের সমস্যা। সেই সমস্যা জটিলভাবে দেখান হয়েছে যে ইংরাজ আমলে তারা অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে, অবিবেচনাপ্রসূতভাবে তারা ল্যান্ড ফর্মেশন শেষ হবার আগেই তারা প্রিমেচিওরলী রিক্লেম করেছেন এই অঞ্চল এবং করে সে সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আজকে এ কথাও স্বীকার করেছেন কারণ আজকে আমি বলি না যে সমস্যাটা অত্যন্ত সহজ, সমস্যা অত্যন্ত জটিল একথা স্বীকার করি। কিন্তু এটাও কথা ১৯৫৬-৫৭ সালে মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি এতখানি বন্ধ্যা নয় যে সেখানে কোন সমাধান হতে পারে না এবং সেই দিক থেকে সেই আন্তরিকতা দরকার, সেই প্রচেষ্টা দরকার। এবং আজকে এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন যে এটা শুধু নিছক ইঞ্জিনীয়ারিং স্কীলএর কথা নয়, তার সাথে অর্থনীতি, দেশের সমাজনীতি, দেশের প্রয়োজন মিলিয়ে রয়েছে। তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে আজকে এই ১১ লক্ষ লোকের অধ্যুষিত যেখানে ৬॥ লক্ষ একর জমি চাষ হয় ইচ্ছা করলেই সেটাকে প্লাবিত করে দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যায় না। সেখানে এই মানুষগুলিকে রেখে এই চাষের যোগ্য জমিগুলিকে রেখে ক্রমশ কি করে সুন্দরবনের সমস্যা সমাধান করা যায় তার সম্পর্কে সেখানে চিন্তা করা দরকার। সেটা চিন্তা করতে গেলেই তার যে সমস্যা সে সমস্যা দুমুখীন—এক হচ্ছে সমুদ্রের দিক থেকে নোনা জলের সমস্যা, আর এক হচ্ছে উপরের যে নদী মজে যাওয়া, বিশেষ করে মাতলা এবং কালিন্দী, এই দু'টি নদী তার উপর থেকে জলধারা যত কমে এসেছে ততই ক্যানিংএর পরে দেখলেই দেখা যাবে যে চর পড়ে গিয়েছে, কালিন্দীরও এই অবস্থা। এর ফলে এই অঞ্চলে বিরাট একটা সমস্যা রয়েছে। তাই সেই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ ঐ গংগা ব্যারেজ এবং তা দিয়ে উপর থেকে জল এনে এই সমস্ত মজা নদীগুলিকে পুনর্জীবিত করা, বাঁধ সংরক্ষণের চেষ্টা করা দরকার। সেই বাঁধ সংরক্ষণের ব্যাপারে ওঁরা যে কথা তুলেছেন যে লোক কোথায় রাখবো, নানা সমস্যার কথা তুলছেন, তার কোন অর্থ হয় না। তার কারণ ঐ অঞ্চলে সেখানে লোকের একটা স্বার্থ জড়িত আছে, সেই অঞ্চলের লোকের দ্বারা কমিটি তৈরী করে সেই স্থানীয় লোকের সহযোগিতা নিয়ে তাদের মাধ্যমে কেন এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন না তা আমরা বুঝি না। তাই আমার মনে হয় সমস্ত দিক বিবেচনা করে তারা এই বিষয় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন, এই কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয় বন্যা সম্পর্কে যে পুস্তিকা বিতরণ করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা সমস্যা খুবই বিচিত্র এবং

এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। আমাকে অল্প সময়ের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি আমার এলাকা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলবো—আমার এলাকা হচ্ছে চাকদহ, ভাগীরথীর পূর্ব পারে। এই এলাকা সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই এলাকার বিশেষ একটা সমস্যা সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নি। তিনি শুধু বলেছেন যে নদীসমূহ মরে গিয়েছে, ফলে নানা স্থানে বিল তৈরী হয়েছে, এই সব বিল থেকে জলনিষ্কাশন করা দরকার। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে শুধু আমার এলাকা নয় মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলীতেও একই অবস্থা। নদীর তীরে অবস্থিত এইসব এলাকা শ্রাবণ মাসে বন্যায় ভেসে যায়। সুতরাং এইসব এলাকায় ফসল কাটা শেষ করতে হবে শ্রাবণ মাসের আগে কিংবা আষাঢ় মাসের মধ্যে। তা যদি না করতে পারা যায় তাহলে শ্রাবণ মাসে বন্যা এসে সমস্ত ফসল ধুয়ে নিয়ে যাবে—যা এখন প্রায় প্রতি বৎসরই হচ্ছে। এরকম চললে এই এলাকা অচিরে মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। আমার এলাকার লোকেরা বন্যাকে শত্রু মনে করে না। বন্যাকে তারা মিত্র বলেই মনে করে, যেমন পূর্ববঙ্গের লোকেরা বন্যাকে মিত্র মনে করে। বন্যার ফলেই পূর্ববঙ্গ শস্যশ্যামলা সুন্দর হতে পেরেছে। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ চড়া ভূমি। এসব ভূমিতে বন্যার জল থেকে যদি পলি মাটি না পড়ে তাহলে এইসব চড়া ভূমিতে কোন শস্য উৎপাদন হতে পাবে না। তাই বন্যা না হলে এইসব চড়া ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবে। এই সব স্থানে শ্রাবণ মাসের আগে এবং আষাঢ় মাসের মধ্যে পাকা ফসল কাটতে হবে এবং ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি কিংবা চৈত্র মাসের প্রথম ভাগে বীজ বপন করতে হবে। কারণ যদি ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে বা চৈত্র মাসের প্রথম ভাগে বীজ বপন করতে পারা যায়, তবে ঐসব অঞ্চলে আষাঢ় মাসের মধ্যেই শস্য পেকে যাবে এবং শ্রাবনে বন্যা আসার আগেই সেই পাকা শস্য কেটে ঘরে তোলা যাবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তা সম্ভব নয়। বৃষ্টি চৈত্র মাসে হতে পারে, ফাল্গুনেও হতে পারে, বৈশাখের মাঝেও হতে পারে।

[3-50—4 p.m.]

সুতরাং আমাদের এখানে বিশেষ করে জলের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বড় বড় পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই। মন্ত্রী মহাশয় যেসব বড় বড় পরিকল্পনার কথা বলেছেন সে সবের ওখানে কোন দরকার নাই, এ এলেকার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য- নদীর পাড়গুলি অপেক্ষাকৃত উঁচু, তারপর পাড় ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে এবং ঢালু পাড়ের মাঝে মাঝে খাল, বিল ও নালা আছে। ঐসব খাল, বিল ও নালা যদি নদী থেকে খাল কেটে জল এনে ভরে রাখা যায়, তবে সে জল প্রয়োজন মতো কাজে লাগানো যেতে পারে। সেই জল যদি ডিজেল পাম্প দিয়ে পাম্প করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে ফাল্গুন মাসের শেষে অথবা চৈত্র মাসের প্রথম দিকেই চাষের কাজ আরম্ভ হতে পারে। আমাদের আর আকাশের ওপর নির্ভর করতে হয় না। গত বৎসর হাহাকার হল বন্যা হয় নাই বলে, কিন্তু ঐ রকম সহজ বন্দোবস্ত থাকলে, খাল নালা কেটে দিলে জলে ভর্তি হয়ে থাকত। তাই বলি যদি ডিজেল পাম্পের ব্যবস্থা করেন তাহলে সহজেই ফাল্গুন মাসে জল দেওয়া যায় এবং আষাঢ় মাসেই আমরা শস্য পেতে পারি। এতে সমস্যার সমাধান সহজ হতে পারে। বহু শস্য অল্প খরচ করে অল্প সময়ে আমরা পেতে পারি। এসব আমি নিজে ভেবে চিন্তে ঠিক করি নাই, কৃষকেরাই আমাকে একথা বলেছে। আমি তাই মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি—তিনি বিশেষভাবে বিষয়টি ভেবে দেখুন। আমি নিজে ঘুরে দেখেছি, তা থেকে আমার মনে হয় এটা সম্ভব। আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে, আমি এসব ব্যাপার কিছু কিছু বুঝি, এবং যারা চাষ করেন তাঁরা এ সমস্ত বোঝেন। আমাদের এলাকায় যদি শস্য উৎপাদন করতে হয়, পুকুর কেটে চলবে না। ডিপ টিউবওয়েলের সঙ্গে যদি পাম্পের বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন, অথবা নদী থেকে খাল কেটে যদি জলের সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন, তাহলে প্রচুর শস্য উৎপাদন করা সম্ভব। তারপরে পুকুর সমস্যা। সেদিন ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ বলেছেন এবং আমিও বিশ্বাস করি যে পুরানো পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করে এ সমস্যার সমাধান হতে পারবে। আমি ভেবে পাই না নূতন পুকুর কেন কাটানো হয় না।

একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি. একজনের ৯ বিঘা জমি আছে, ভাল জমি মাঠের মধ্যে বিস্তৃত। জলের অভাবে এই মাঠে চাষ আবাদ করা হচ্ছে না। এই অঞ্চলে সেচ কাজের জন্য একটি পুকুর কাটার উদ্দেশ্যে ঐ লোকটি এই জমি ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক। 'এ সম্বন্ধে কি করা যায়' ঐ অঞ্চলের লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করায় আমি বল্লাম—আপনারা নিজেদের প্ল্যান মতো একটা পুকুর কেটে নিয়ে সেচের জলের ব্যবস্থা করুন। কিন্তু পুকুর কাটার মতন টাকা তাদের নেই। তাই আমি তাদের বললাম সরকারের শরনাপন্ন হতে। শেষ পর্যন্ত তারা এই শর্তে রাজী হল যে পুকুর কাটা হলে তাতে মাছের চাষ করবে জমির মালিক—চারদিকের কৃষকেরা পাবে জল। সরকার পুকুর কাটার টাকাটা জমির মালিকেই দেবেন ঋণ হিসেবে। সে ঋণ সে মাছ বিক্রী করে শোধ করবে। লিখা হল মৎস্য বিভাগকে। তাঁরা জানিয়ে দিলেন পুকুর কাটা তাদের বিভাগের কাজ নয়। জিজ্ঞাসা করা হল এগ্রিকালচার বিভাগকে। তাঁরা বললেন পুকুর কাটা তাদের বিভাগের ব্যাপার নয়। সেচ বিভাগ থেকেও বলা হল পুকুর কাটা তাদের বিভাগে পড়ে না। এখন পর্যন্ত টের পাওয়া গেল না পুকুর কাটা কোন্ বিভাগের কাজ। যদি ভাল জমি পাওয়া যায় তাহলে নতুন পুকুর কেন কাটা হবে না, বুঝা দায়।

বড় বড় পরিকল্পনা রূপায়ণ দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ এবং তাতে বহু টাকা খরচের প্রয়োজন। সুতরাং সেই সব ব্যয় বহু—বড় বড় পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ -আপনারা পরে করবেন। এখন আমি যে কয়টি সহজ পরিকল্পনার কথা বললাম -যাতে ব্যয় বাহুল্য মোটেই নেই, অতি সহজসাধ্য—মন্ত্রী মহাশয় যদি সেই সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহলে পশ্চিম বাংলার সমূহ উপকার হতে পারে।

Sj. Satindra Nath Basu: Mr. Speaker, Sir, I have been very glad to have the opportunity of speaking in today's debate. I am speaking on flood devastation mainly of North Bengal districts. The only river that has been causing devastation in North Bengal is the great Teesta. This river Teesta had its original course rising from Tibet and coming down to Kalimpong. It came down up to Kurseong and then from Kurseong it comes down up to Siliguri and then the whole course diverted via Jalpaiguri and went through the district of Rangpur and finally joined with Brahmaputra. That was the original course of the river Teesta but in the year 1950 this original course of the river had been diverted. I do not know whether it is due to the Assam Link. Now this course of the original river Teesta was obstructed and it diverted and it took the original course of the river Buri Teesta at Mondal Ghat, and that is why the railway line at Mondal Ghat was breached and there was a great dislocation of the railway service from that. Since then this Teesta has taken the original course of Buri Teesta and has been feeding the rivers Karatoa, Mahaganga and Atrai, etc., at the lower region. That is why my constituency, Gangarampur, in West Dinajpur has been devastated from the year 1952 up till now—every year. Only this year it has not been devastated as in the last years. This year again we have been suffering from drought because there was no rain this year. I also learn with great relief that during the flood of 1952 a North Bengal Flood Control Commission was appointed and since then the survey is being made throughout the districts of North Bengal and I learn that the survey has already completed its work. But I do not know whether they have given any schemes—major or minor—only to save the people of these districts of North Bengal to get rid of this devastation from flood which is a recurring devastation and causing great havoc to the people of North Bengal, specially the districts of Jalpaiguri, Cooch Behar, Malda and West Dinajpur. Every year large tracts of land are being devastated causing great havoc to the people of the districts of North Bengal. But, Sir, neither the Central Government nor the Provincial Government has taken up any suitable schemes whether major or minor, to save the people of these North Bengal districts and to get rid of this devastation from flood. All these I have seen with my own eyes. Heaps of sands are accumulated

due to the flood water which has been coming down and thereby it causes devastation to the paddy lands. I have also seen the vast sheet of water with a height of 12 to 14 feet. Sands are accumulated on these lands which once grew large number of produces. You are, Sir, well aware that West Dinajur and Balurghat Subdivision once were very heavy growing area and that is why it is called that West Dinajpur is the granary of West Bengal. From the year 1948 up till 1954 I learn that a large quantity of paddy used to be exported from this district of West Dinajpur—nearly 25 lakhs of maunds of paddy.

[4—4-10 p.m.]

Sir, I had been to my constituency and I bring it to your notice that last year I saw things with my own eyes and tears came to my eyes when I found that agriculturists transplanted their paddy seedlings three times and three times there was devastation by floods, but no remedy could be found by the Government or by ourselves. So, I would submit that these things should be taken note of and immediate steps should be taken by the State Government and the Central Government so that these people of North Bengal can get rid of these devastating floods.

With great emphasis, I would point out that originally these rivers—Punarbhaba, Karatoa and Atrai—were all flowing rivers and there was one scheme, viz., the Teesta Valley Scheme, which was adopted when Bengal was not partitioned, but, unfortunately, due to the dog-in-the-manger policy followed by the East Pakistan Government, this scheme, which could have delivered goods to the people of both West Bengal and East Bengal, could not be given effect to so that we have been suffering a good deal from the devastation of floods.

Sir, the river Teesta has some tributaries and these tributaries have always affected the countryside. Perhaps you are aware that Kurigram town was greatly affected by Kurla, Dhurla and other tributaries of the Teesta though Rangpur district is not affected by the water of the Teesta. Water passes through and connects the other rivers—the Mahananda, the Karatoa and the Punarbhaba—and these parts have been greatly affected during the rainy season since 1952. Every year the districts of West Dinajpur, Jalpaiguri and Cooch Behar are affected by floods and, as a result, the production of paddy, jute and tobacco is very much hampered in these North Bengal districts. So if any remedy is to be taken it should be taken immediately so that people may grow more food It is now the policy of the Government that we must grow more food. So I would appeal through you, Sir, that Government should take immediate steps in this regard. I learn from this report that the West Bengal Government—the Irrigation Department—has taken up some small irrigation schemes to be implemented in the North Bengal districts. It is a matter of great relief to us that three irrigation scheme are going to be implemented in the district of West Dinajpur. These three schemes will greatly relieve the people of that district. I hope Government will take into consideration some other schemes also in this behalf.

Sir, so far as the subdivisional town of Balurghat is concerned, that is also situated on the river Atrai. Every year, the people of Balurghat subdivision and also the people of various thanas like Tapan, Gangarampur, etc., are affected by floods. There is a heavy concentration of refugees round about Balurghat town. Every year these poor people are devastated by flood water. So, some town-protection scheme should immediately be taken up to save the town from the havoc of floods. That is my humble suggestion. So far as Gangarampur is concerned, some protection works

must be taken up at Gangarampur to save it from the river Punarbhaba which is causing great devastation to the people of my constituency. Similar steps should also be taken in Bangshihari on the river Tangan.

[At this stage the honourable member having reached the time-limit resumed his seat.]

Dr. Kanai Lal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের সামনে যে বিবৃতি পেশ করেছেন তাতে এটা স্বীকার করেছেন যে পশ্চিমবাংলার প্রায় প্রত্যেকটি জেলা বন্যা আক্রমণের সম্মুখীন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তাঁর বিবৃতির ভিতর দিয়ে তিনি যে কোটি কোটি টাকা খরচের কথা আলোচনা করেছেন তাতে এমন কিছু আশার আলো আমরা দেখতে পাই না যাতে মনে করতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গ বন্যা আক্রমণের যে সম্মুখীন হয়েছে তা থেকে রোধ হতে পারে। আমি জানি সমস্যা অত্যন্ত জটিল এবং এই জটিল সমস্যার সমাধান করা অত্যন্ত শক্ত। তাহলেও মনে করি যেভাবে বিবৃতি তিনি আমাদের সামনে পেশ করেছেন তার দ্বারা সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা সমস্যার সমাধানের পথে যাওয়া সম্ভব হবে বলেও মনে করি না। প্রায় ৭ বৎসর আগে উত্তরবঙ্গে এক বিধ্বংসী বন্যা হয়ে গেল। এই গত ৭ বছর ধরে ষ্টেট গভর্নমেণ্ট থেকে নানা জল্পনা কল্পনা হল, নানা রকম কমিটি ফর্ম হল, হওয়ার পর যে সিদ্ধান্তে তারা এসেছেন তাদ্বারা আজ পর্যন্ত এমন কিছু সমাধানের পথে সরকার যাচ্ছেন বলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—আমার এখানে প্রথম বক্তব্য হচ্ছে, উত্তরবঙ্গে যে সমস্ত নদীগুলি থেকে বন্যা হয় তার কারণ মন্ত্রী মহাশয় যা নির্ণয় করেছেন তা থেকে আমি দ্বিমত নই। সত্যই যে ধরণের সিল্টিং আপ হয়, হওয়ার ফলে নদীগর্ভ যেভাবে বুজে যায়, তার দ্বারাই এই বন্যার সৃষ্টি হয় এবং সেটা নিরোধ করবার জন্য যে সমস্ত স্কীম করেছেন সিকিম, ভূটানে, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নাই। এটা করতে অনেক দিন সময় লাগবে, তার আগে হয়ত বন্যায় দেশ ভেসে চলে যাবে। সেজন্য মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বক্তব্য হচ্ছে, শুধু উত্তরবঙ্গের বন্যানিরোধ করবার জন্য তাদের কতকগুলি ছোট ছোট পরিকল্পনা করা উচিত ছিল। তিনি হয়ত বলবেন উত্তরবঙ্গের গোটা কতক শহর রক্ষার জন্য বড় বড় এমব্যাংকমেন্ট তিনি তৈরী করেছেন। আমার মনে হয় শুধু এমব্যাংকমেন্ট তৈরী করে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। যে জলের স্রোত হিমালয় থেকে নেমে আসবে সেখানে নদীগর্ভ যদি বুজে যায় তাহলে যত বড়ই এমব্যাংকমেন্ট করা হোক না কেন, সেই জল এমব্যাংকমেন্ট ছাপিয়ে শহরে গ্রামের ভিতর ঢুকবে। জলপাইগুড়ি জেলায় যে এমব্যাংকমেন্ট করেছেন তাতে জলপাইগুড়ি জেলা রক্ষিত হচ্ছে বটে, কিন্তু যখন বন্যার জল আসবে তখন দেখা যাবে যে জলপাইগুড়ি শহর রক্ষিত হোল বটে, কিন্তু তার অপর পাড়ে বার্নেশ দোমহানি ইত্যাদি যে সমস্ত গ্রাম্য এলাকাগুলি আছে, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত হয়ে যাবে। তাছাড়া জলপাইগুড়ি শহরে ভালভাবে জলনিষ্কাশন হয় না যার জন্য শহরের স্বাস্থ্য বিশেষভাবে বিপন্ন সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তোর্ষা নদীতে বাঁধ বাঁধার জন্য কুচবিহার শহরে তাঁরা যে প্রথম পরিকল্পনা করেছেন সেটার বিরুদ্ধে আমরা বহুবার বলেছি। অবশ্য শেষ দিকে তাঁরা এই বাঁধ বড়ভাবে বেঁধেছেন যার দ্বারা কুচবিহার শহরকে কিছুটা রক্ষা করা গিয়েছে। আমার মনে হয় শুধু এই বাঁধ বেঁধে নয়। যেভাবে এই বড় বড় নদীগুলি সিল্টিং আপ হচ্ছে, তাতে সেখান থেকে ছোট ছোট খাল কেটে যদি সমস্ত দেশময় বিস্তৃত করে দেওয়া যায় তাহলে তার দ্বারা যে শুধু বন্যা প্রতিরোধ হবে তা নয়, তার দ্বারা সেচেরও উন্নতি হতে পারে। সেজন্য মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো যে ছোট ছোট পরিকল্পনার মধ্যে উত্তরবঙ্গে এই সমস্যার সমাধান অন্ততঃ কিভাবে সাময়িকভাবে করা যেতে পারে, সেদিকে একটু দৃষ্টি দিন এবং বড় বড় নদীগুলি থেকে ছোট ছোট খাল সরু সরু খাল সমস্ত উত্তরবঙ্গের মধ্যে কাটা যায় কি না, সে সম্বন্ধেও তাঁকে চিন্তা করতে আমি বলবো।

[4-10—4-20 p.m.]

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, মন্ত্রী মহাশয় তাঁর বিবৃতির মধ্যে বলেছেন বিগত যে বন্যা হয়ে গেল বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী জেলায় সেই বন্যার কারণ ডি-ভি-সির বাঁধ নয়, সেই বন্যার অন্য কারণ। বৃষ্টির জল অত্যধিক হওয়ায় ময়ূরাক্ষীর জল এসে এই বন্যা সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলগুলিকে বন্যা থেকে কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে তার কোন পরিকল্পনার আভাষও মন্ত্রী মহাশয়ের বিবৃতি থেকে পেলাম না। আমি মনে করি এ সম্পর্কে সরকারের পরিকল্পনা করা দরকার। সরকার কমিটি করেছেন। শুধু কমিটি করলেই হবে না। কমিটির সুপারিশএর মধ্যে ভালভাবে নাই, ছোট ছোট সামারি করে দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা আমরা খুব বেশী উপকৃত নই, যাতে আমরা আমাদের সাজেসশন দিতে পারি।

আমার তৃতীয় বক্তব্য মন্ত্রী মহাশয়ের সামনে রাখছি। এই নদী পরিকল্পনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার সংগে সংগে আজকে ভাগীরথীর যেভাবে সিল্টিং আপ হয়ে যাচ্ছে এবং জলধারা ব্যাহত হচ্ছে, এবং জাহাজ চলাচলের অসুবিধা দেখা দিয়েছে, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং বিবেচনা করা উচিত। যে আজকে যদি সত্যিই ভাগীরথীকে নেভিগেবল করে রেখে দেওয়া যায় এবং বেশীর ভাগ জল হুগলী নদী দিয়ে সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে আমি মনে করি বন্যানিরোধ অনেকটা সহজ হবে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Mr. Speaker, Sir, in the statement supplied to us by the Hon'ble Minister he has referred to my resolution and he has also tried, if I may say so, to ridicule me for my suggestion that the Enquiry Committee should finish its work within six months. I shall explain first that the period of six months was in my mind not from the point of view of any long-term investigation or long-term programme but from the point of view of certain immediate duties which the Government must perform. Now, Sir, the Hon'ble Minister has referred at some length to the problems of the flood in North Bengal and I shall also in my speech deal mainly with the problems of the five districts which comprise North Bengal, namely, Cooch Behar, Jalpaiguri, Darjeeling, West Dinajpur and Malda. The problems of these districts are of a special category different from the problems of the lower districts of Bengal. In the three districts, Cooch Behar, Jalpaiguri and Darjeeling, they face the maximum onrush of flood water when they come out of the gorges of the Himalayas. In West Dinajpur and in Malda the same rivers flow down carrying flood waters and there also the contour is more or less alike to that in Terai area and Duars area of Jalpaiguri and Darjeeling. Now, Sir, after perusal of the statement supplied to us by the Hon'ble Minister I am compelled to say that I am thoroughly disappointed because in this statement I find it is out and out permeated with a sense of self-complacence and an attempt to confuse us by diverting our attention from the immediate problem. The Hon'ble Minister has raised here the question of big dams and he has said that it is not possible, or it is very difficult and it is a long-term programme and he has provided us with certain information as to what has already been done by the Government but the very statement lacks in certain very essential particulars. There is no mention of the estimate of damages caused by floods, to public utilities, to crop, to houses and to life. There is no estimate of the expenditure the Government has to incur for offering relief to the flood affected people. And then a very big point is missing, that is, in all flood control projects the problem of securing public co-operation is very essential and the Hon'ble Minister has not thought it fit even to mention the question of public co-operation. That is the spirit with which the Government is trying to solve this problem.

Now, Sir, another curious matter I find is this and that is that the Hon'ble Minister has mentioned among one of the achievements the setting up of the North Bengal Flood Advisory Committee and a funny thing I notice about it is that one of the members is dead since one year and still his name occurs in the list of members. There are two other members who are members as M.L.As. but they have ceased to be M.L.As. and still I find that they are mentioned there as M.L.As.

Then as regards collection of hydrological data I am not very satisfied from my personal experience because floods have occurred in Bengal, particularly in North Bengal, in 1950, 1952 and then in 1954. In 1954, Sir, you may remember that floods occurred over a large number of provinces in Northern India and the problem was so serious that a delegation of Members of Parliament composed of representatives of all parties headed by the Prime Minister visited the different flood devasted areas. I was fortunate enough to be a member of that delegation and in the course of our programme it was so arranged that while visiting every province we shall have a talk with the Irrigation Department. The Irrigation engineers of Uttar Pradesh and Bihar provided us with certain informations but when we came to West Bengal I was thoroughly disappointed to find that the gentleman who was deputed there from the Irrigation Department to provide us with information was completely unaware of the nature of problems. Since I happen to come from those parts which were affected at that time, I had to offer information about some of the rivers—asked questions from him and thereby elicited certain informations. This question of collection of hydrological data is not a new one. The Flood Enquiry Committee in 1922 recommended this thing and it was incumbent upon the Government after Independence to take up that matter seriously. Floods occurred in 1950, due to earthquake and other reasons, in 1952 and again in 1954 There was enough time to start the work of collecting hydrological data. That was thoroughly neglected. Now the Hon'ble Minister has mentioned that some work has been done in this matter of collection of hydrological data. There also I find that that information and that work both are very partial and very limited. I would refer him a book, Flood Control Project in the Second Five-Year Plan published by the Central Government and there the various informations necessary for collecting a comprehensive picture about the behaviour of these rivers are mentioned and many of these things do not occur, even they are not mentioned, in this Report

Then, Sir, he has raised only the question of dams. He has also mentioned—I shall not be unfair to him the necessity of soil conservation and of anti-erosion works but his whole attention has been concentrated on this question of whether it is feasible to erect a dam or not and to convince us that it is a long-term affair, and that no step can be taken hurriedly. But, Sir, even there in the Flood Control Project in the Second Five-Year Plan several remedial measures have been suggested. With your permission, Sir, I shall quote from that Report—"The measures generally adopted are embankments, where feasible, to keep the flood out of areas which were subjected to inundation" and in connection with the question of embankments I may suggest that from the talk we had with the Irrigation Engineer of Uttar Pradesh we were given the idea that earthen embankments have proved to be most effective in checking floods. We were told—I am a layman in this matter by an expert of the Government that in the case of the three biggest rivers in the world—the Missisipi, the Yellow river and the Indus river—floods of these rivers have been checked mostly by earthen embankments. If we take that idea and if we give up the obsession of only constructing dams I think the problem of controlling floods to some extent at least immediately will be easier and simpler.

[4-20—5-30 p.m.]

Then, Sir, amongst the remedial measures has been suggested storage in reservoirs, preferably on the tributaries—this point should be clearly kept in mind. Other measures are—detention basins, where the excess of flood water may be stored for a short time; diversion of the water of one river

into another; increasing the slope of the river by cutting down loops; dredging and channelling portions of the river, where waterway has been reduced due to silting; local protection works such as revetments and spurs to safeguard particular areas exposed to the danger of erosion. Now, Sir, it seems that the Government of West Bengal is concentrating only on the 7th item, but that also is not sufficient, as for example, let us take up the town protection schemes by the Government of West Bengal. That is only a very short part of the total programme of flood control. The flood control projects in the Second Five-Year Plan have envisaged the programme in three stages—short term, medium and long term. Among the short term aspects are included the question of revetments and spurs and also the collection of hydrological data; then there are other matters such as—check anti-erosion measures, small check dams, soil conservation. Now only the town protection works have been given the major attention and that also in many cases at the cost of the rural areas, for instance those situated opposite the town in Cooch Behar. In Cooch Behar flood water has been diverted in a manner which causes destruction to the rural areas. The question of Jalpaiguri has been referred to by Dr. Bhattacharyya. I do not like to enlarge upon that. Even in Siliguri the Siliguri town has been protected but it has been totally neglected by the Government so that the river may change its course and thereby it may infiltrate into the region of the railway station—the major railway station on North Eastern Railway and thereby cause serious havoc. That aspect also has not been undertaken by the Government. I find that the whole attention is concentrated on the protection of towns. He has been kind enough to mention that some schemes have been taken up in rural or urban areas. Bue he has not been kind enough to provide us with the details, but I know in West Dinajpur and Malda and in Siliguri and Jalpaiguri, there are many places where the construction of small check dams should be taken up. This will give them immediate relief and this will also be a source of irrigation. If the small check dams are constructed, they can also provide irrigation because irrigation also is a special problem of our region. There are uplands and there are low lands. Now if small detention basins or small reservoirs are constructed, they can not only mitigate the severity of the floods but they can also be used for irrigation purposes, particularly lift irrigation, because in our area the pump irrigation and lift irrigation will be necessary. Government has not thought it fit to go in that direction. Then, Sir, there are some other measures which are immediate and which, I think, can be immediately taken up and it is essential that they should be taken up, otherwise these problems will occur with severity every year. Take up the question of rivers—Teesta, Jaldhaka, Torsha and Mahananda—coming out of the gorges. If some measures are taken for dredging the beds where the rivers come out of the gorges and they flow downwards—if measures are taken for deepening the beds of these rivers, for diverting the flood water by digging canals, then immediately something can be done to mitigate the severity of the floods and at the same time to give relief to the people. I seriously request the Government to consider this matter whether it is possible or not; but, in my opinion, we should take up the question of Leesh and Gheesh which has been mentioned by the Hon'ble Minister—these rivers coming immediately from the gorges flow into the Teesta. Their beds have been raised by the deposit of sands and boulders. It is not impossible to my mind—a layman—to undertake the work of deepening the beds of these rivers by either dredging or removing the boulders. If this is neglected the flood water of Teesta cannot be controlled.

Lastly, Sir, I do not like to encroach too much upon your indulgence. I say, Sir, we are not experts and so we cannot give ready-made suggestions here; but we can draw the attention of the Government to these problems.

We can urge upon the Government to see what can be done immdiately to help the people and, above all, I want to impress upon the Government the necessity of public co-operation. We heard much of public co-operation while I was in Parliament. I was not here in the last Assembly but my experience is that while the Government speaks of public co-operation, the very measure the Government adopts does not encourage public co-operation —rather it discourages the people. If we can take the people into confidence, we know that the impossible can be made possible. We have the experience of Huai River in China which has been appreciatively quoted by the Commission which was sent to China from here.

[At this stage the House was adjourned till 5-30 p.m.]

[After adjournment]

[5-30—5-40 p.m.]

Sikta. Anima Hore:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বাস করি উত্তরবাংলায়। সেই জন্য আমি জলপাইগুড়ি সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আজ প্রথমেই আমি সেচ সম্বন্ধে বলতে চাই, পশ্চিম বাংলার। আর এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তার কারণ হচ্ছে, এর সঙ্গে খাদ্যসমস্যা জড়িত। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী ও মাননীয় সেচমন্ত্রীর বিবৃতিতে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সরকারের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজগুলির মধ্যে খাদ্য উৎপাদনকেই প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। এবং এই কাজের প্রথম যে কাজ, সেই হিসাবে সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে, বড় বড় পরিকল্পনাগুলিকে। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষ পর্যন্ত বড়, মাঝারি, ছোট—২০৬টি কাজে সেচবিভাগ মোট ২২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা খরচ করছেন ও করবেন —যার দ্বারা ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার একর জমি সেচ পাবে। হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ শাসনে কয়েক বৎসরের শেষে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মোট আবাদী জমির মাত্র শতকরা ১৪·৮ ভাগ সেচের অধীনে ছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেটা বেড়ে ৩১·৭ ভাগ হয়েছে। তাতে ধান উৎপাদন বেড়েছে ২৮ ভাগ অর্থাৎ ৯ লক্ষ টন। সরকারের এই উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয়। মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে, ৪০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। এই দুর্দিনেও দেখা যাচ্ছে যে তাতেও আমাদের খাদ্যসমস্যার ঘাটতি থাকছে ১২ লক্ষ টন। এই খাদ্য যদি আনতে হয় বিদেশ থেকে তাহলে আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে অর্থ সেই অর্থকে ব্যয় করতে হবে খাদ্যের পিছনে। তাতে আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যাহত হবে। সেই জন্য আমি প্রস্তাব করতে চাই যে এই দুর্দিনে সরকার থেকে ৬০ দিনে বা ৯০ দিনে পাকে কৃষকদের মধ্যে এরূপ ধান্যের বীজ বিতরণ করা হোক, যা শীতকালেও আবাদ হতে পারে, সেই জন্য বিনা মূল্যে সেচের জল কৃষকদের মধ্যে জরুরি ব্যবস্থা হিসাবে দেওয়া হোক। এই সামগ্রিক খাদ্যসমস্যা যাতে কিছু কমে যায় সেই জন্য শীতকালে বিনামূল্যে জল দেওয়া হোক। আরও উপযুক্ত জল পেলে নিশ্চয় তাতে ফসল বাড়বে ও শীতকালেও একটা ফসল হতে পারে। আর একটা প্রস্তাব করতে চাই যে এগ্রিকালচার প্রভৃতি ডিপার্টমেন্টএ কিছু কর্মচারী আছে—সেই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্মচারী আছে তাদের পাঠান হোক গ্রামে গ্রামে —যুদ্ধকালীন ও বিপদকালীন অবস্থার মত—তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ফসল উৎপাদন ও চাষের দিকে নজর দেবে। এই সূত্রে আমি নিবেদন করতে চাই যে এখানকার আইন সভার সদস্য, বিধানপরিষদের সদস্য, লোকসভার সদস্যরা গ্রামে গ্রামে যেয়ে এই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলুক, যাতে খাদ্য উৎপাদন বেশী করে হয় এবং খাদ্যসমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করা যায়। দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা বলা যেতে পারে তাতে নিশ্চয়ই কিছু উপকার পাওয়া যাবে। আমি এখন আমাদের জেলার সেচব্যবস্থার সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আমাদের উত্তরবাংলার জলপাইগুড়ি জেলায় জামনই নামে এক রকমের সেচব্যবস্থা আছে। নদী থেকে সরু সরু নালা কেটে কৃষকরা জমিতে জল নেয় কিন্তু সেখানেও কৃষকদের খাসমহলে উচ্চহারে কর দিতে হচ্ছে। সেইজন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করতে চাই—এই কর কমিয়ে অর্ধেক করে দেওয়া হোক, যাতে

কৃষকরা নিজেদের চাষের দিকে নজর দিতে পারে। তাহলে তারা উৎসাহিত হবে—তাদের নিজেদের জমিনই দ্বারা সেচব্যবস্থা করতে পারবে। এতে সরকারের খরচাও কমবে এবং খাদ্যসমস্যাও কমবে। উত্তরবঙ্গের নদী সম্বন্ধে এই হাউসএ অনেক সভ্য আগেই বলেছেন। আমি শুধু এখানে একটা নদীর কথা বিশেষভাবে বলতে চাই—তোর্ষা নদীর কথা। আজ থেকে ৩০ বৎসর আগে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, জলপাইগুড়িতে তখন যে এক্‌সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ও ইরিগেশন ইঞ্জিনীয়ার ছিল তারা রিপোর্ট দিয়েছিলেন—এই তোর্ষা নদী কোন দিন এক মাইল পূর্বে শীলতর্ষা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ঐ অঞ্চলে যেসমস্ত চা-বাগান, যেসমস্ত কৃষি-জমি তা বন্যায় নষ্ট করে দিতে পারে। আজকে করছেও তাই। আমি সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিস্তা নদী সম্বন্ধে অনেকেই বলেছেন—আমি আর কিছু বলতে চাই না সময়াভাবে।

Sj. Ramanuj Halder:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও পূর্ত সম্পর্কে যে আলোচ্য বিষয় আজ এই বিধানসভায় রাখা হয়েছে তার গুরুত্ব যথেষ্ট আছে। নদীবহুলা এই বাংলাদেশ; যাকে নদী-মাতৃক দেশ বলা হয়—আমাদের এই বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ার পরেও পশ্চিমবাংলার উপর দিকে একমাত্র বৃহৎ নদী বয়ে চলেছে। সে হলো গঙ্গার একটি ধারা ভাগীরথী দিয়ে হুগলীতে এসে পড়েছে। এই নদীর স্রোত সম্প্রতি মাত্র অন্য পথে পদ্মা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের দিকে চলেছে। তাই নয় বহুদিন পূর্বে, ১৯৪৭ সালের আগে থেকেও এই নদীগুলি বিশেষ করে গঙ্গার জলধারা যখন পদ্মার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলছিল তখন থেকে এই পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির একান্ত ক্ষতি শুরু হয়েছে।

[5-40– 5-50 p.m.]

নদীগুলি প্রবল স্রোতহারা হয়ে মজে যেতে শুরু করেছে। পশ্চিমবাংলার হুগলী নদী ও ভাগীরথীর বক্ষ দিয়ে তৎকাল হতে জাহাজ যাতায়াতের অসুবিধা দেখা দিল। সেই সময় তৎকালীন চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ওয়েবষ্টার একটা পরিকল্পনা দিয়েছিলেন যে ডায়মন্ড হারবার থেকে খিদিরপুর পর্যন্ত একটা খাল খনন করা হোক, জাহাজ চলাচলের জন্য। সুতরাং এই নদীর আজকাল যে মজে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয়। এ বিষয়ে বহুদিন আগে থেকে সরকারের অবহিত হওয়া উচিত ছিল। এই নদীর ধারা যদি হুগলী ভাগীরথীর মধ্যে প্রবাহিত না করা যায় তাহলে শুধু আমাদের এই নদীটি যে মজে যাবে তা নয়, বজবজ থেকে আরম্ভ করে নৈহাটী পর্যন্ত যেসমস্ত শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, তাও ধ্বংস হবে। পশ্চিমবাংলাকে কয়েকটি জোন্সএ ভাগ করে দেখান হয়েছে। মন্ত্রী মহাশয় তাঁর ষ্টেটমেন্টে বলেছেন যে নদীর তলদেশ মজে যাচ্ছে, আগের মতন নদী আর খরধারা বজায় রেখে তার গভীরতা রক্ষা করতে পারছে না। আমি এখন সাউদার্ন জোর্নএর কথা বিশেষ করে বলব। এবং এই কথা বলব যে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বন্যা হলে ক্ষতি হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পশ্চিমবাংলার সর্ব দক্ষিণ অঞ্চল যে সুন্দরবন, সে সুন্দরবন অঞ্চলের বন্যার একটা বিশেষত্ব আছে। সেখানে বন্যা হলে সমুদ্রের লবনাক্ত জল মাঠের মধ্যে প্রবেশ করে। যার ফলে চাষের যে শুধু সেই বৎসরের জন্য ক্ষতি হয় তা নয়, পরবর্তী বৎসরেও ফসল হানির যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দেয়। এখন কথা হচ্ছে, এই বন্যা আজকাল এত বেশী হচ্ছে কেন? এর কারণ যে প্রকৃতির খেয়াল তা নয়, উপযুক্ত প্রণালীতে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সরকার নদীসংস্কার ও নদীর তীরসংস্কার করতে পারছেন না। সরকার যে পরিকল্পনা করেন, সে পরিকল্পনা অনুযায়ীও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। একথা ঠিক নদীর চরগুলি বিলি করায় যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, তৎকালীন জমিদাররাই এই বিলি করেন। সেই বিলি করার ফলে জলোচ্ছাসকালে নদীর জলস্ফীতি হয়ে বন্যা হয়। এবং চরহারা সমুদ্র ও নদীর প্রায় প্রান্ত দিয়ে বাঁধ দেওয়া হয়। এখনো পর্যন্ত সরকার সেই বাঁধের ভার গ্রহণ করার পরও নদীর সম্পূর্ণ কিনারা দিয়ে বহুক্ষেত্রে বাঁধ চালান হয়েছে। সুতরাং সমস্যা এখনও কমে নি বরং আরো কিছু কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদ হয়ে যাবে—একথা জমিদাররা পূর্বে থেকেই জানতে পেরে তারা তাঁদের অধিকারভুক্ত বাঁধগুলি উপযুক্তভাবে মেরামত করেন নাই। কিন্তু সরকারের এ বিষয়ে যথাসময়ে অবহিত হওয়া উচিত

ছিল। ইতি মধ্যে যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হতো, তাহলে এমন অপূরণীয় ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি হত না। সুন্দরবনের যে বাঁধ, সরকারীভাবে যাকে উপযুক্ত বলা হয়, প্রায় সকল ঋতুতেই সে বাঁধের ক্ষয় ক্ষতি ঘটে থাকে। গ্রীষ্মের দিনে ঝড় ও ঝঞ্ঝাবাত্যায় তার অনেক অংশ ধূলি হয়ে উড়ে যায়, এবং জায়গায় জায়গায় বৃহৎ ফাটল ধরে এবং বর্ষার দিনে কোটালের সময় জলোচ্ছ্বাসের ফলে খোলা মাটিকে প্লাবিত করে নষ্ট করে দেয়। সুতরাং এই রকমের যে বাঁধ সে বাঁধ সুকৌশলে সংস্কার করার একান্ত প্রয়োজন। আমি নিজে বিশেষভাবে জানি যে সরকারের এক বিভাগের সঙ্গে আর এক বিভাগের সম্পূর্ণ যোগাযোগ না থাকার ফলে বহু প্রকারে এই বাঁধের ক্ষতি হয়। ফিসারী এবং অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় ডায়মন্ড হারবার মহকুমার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত চড়াগঙ্গা খালের কথা জানি, যেখানে সরকার থেকে সামান্য মাত্র টাকার ফিসারির জন্য খাল মৎস্যের বৃহৎ স্বার্থ সংযুক্ত ব্যক্তিকে বিলি করায় সে অঞ্চলে ২০-২৫ হাজার বিঘা জমি লোনা জলে নষ্ট হয়। সুন্দরবনের বাঁধ-সংস্কারের কথা সরকার বরাবর বলে আসছেন, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ১০।১১ বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু আজো পর্যন্ত সেখানে ঊর্ধ্বতন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, ইঞ্জিনীয়ারদের থাকার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে কাজ করবার জন্য কোন বৈজ্ঞানিক পন্থাও অবলম্বিত হয় নাই।

Sjkta. Anjuli Khan::

মিঃ স্পীকার, পশ্চিমবাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যা দীর্ঘকালের একটা জটিল সমস্যা, যা অনায়াসে সমাধান করা সম্ভব নয়। এর জন্য সুচিন্তিতভাবে বহু পরিকল্পনা করে পরীক্ষিত-ভাবে কাজ করা দরকার। মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয় স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী অনেক পরি-কল্পনার কথা বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের অনেক মতবাদ এর ভিতর আছে। অনাবৃষ্টির ফলে যেমন শস্যোৎপাদনের ক্ষতি হয়, তেমনি অতিবৃষ্টির ফলেও শস্যহানি ঘটে। এই ক্ষতি রোধ করতে হলে অল্পমেয়াদী পরিকল্পনাই সরকারের এখন নেওয়া উচিত। এবং যেখানে অনাবৃষ্টির ফলে ব্যাপক শস্যহানি ঘটে সেসব জায়গায় যদি ওভারফ্লো ক্যানেল— যেমন আমাদের প্রাচীন ভারতে ছিল সে সম্বন্ধে যদি আলোচনা করা যায়, উইলিয়াম উইলকক্স লিখিত এনসেন্ট সিসটেম অফ ইরিগেশন ইন বেংগল এতে যা লেখা আছে সেগুলি যদি আমরা দেখি এবং সেই মতে যদি আমাদের চাষ আবাদের কাজ করি, তাহলে সরকারের পক্ষে এই সমস্যা সমাধানের অনেক সাহায্য হবে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক বন্যায় যে শস্যহানি হয় তার জন্য এমবাংকমেন্টএর ব্যবস্থা করা দরকার। আমি এখানে মেদিনীপুর অঞ্চলের কয়েকটি কথা বলতে চাই, মেদিনীপুরে কংসাবতী, শীলাবতী ছাড়াও বুড়িগঙ্গা পাবং প্রভৃতি নদী রয়েছে। অবশ্য নদীগুলির মধ্যে কংসাবতী ও শীলাবতীই প্রধান। কংসাবতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য খড়গপুরে যে, এমবাংকমেন্টএর ব্যবস্থা আছে, যে পি-ডবলিউ-ডির বাঁধ আছে তাতে সেসব অঞ্চলে বন্যা হলেও বিশেষ ধ্বংস-লীলা তার ফলে হয় না। কিন্তু কেশপুর অঞ্চলে এবং দাসপুরের ১নং ও ২নং ইউনিয়নে এমবাংকমেন্টএর ব্যবস্থা নাই। এই অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য আঞ্চলিক জমিদার, ৬।৭ হাজার টাকা বাঁধ নির্মাণের কাজে খরচ করতেন। তাতে তাঁরা যে বাঁধ বাঁধতেন তার ফলে সেখানে বোরো ধান হইত। জমিদাররাই সেটা করতেন, সেটা আমরাও করেছি। সেই জন্য আমি বলছি—সেই জিনিসটা সরকার যদি এখনো পর্যন্ত রাখেন এবং অন্যান্য জায়গায়ও সেই প্রণালীতে কিছু কিছু কাজ করেন তাহলে ভাল হয়। বড় বড় পরিকল্পনা, কাঁসাই প্রভৃতির যেসব পরিকল্পনা আছে রিজার্ভয়ার প্রভৃতির, কিন্তু সেসব বড় বড় পরিকল্পনা আরম্ভ হলেও শেষ হতে সময় লাগে। ততদিন সরকার এবং প্রজার উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হবে। আর ঐ বাঁধগুলি যদি সরকার এখন হাতে নেন তাহলে মৎস্যের চাষ এবং শস্য দু রকম চাষের ফল তার ভিতর থেকে পাবেন। সেই জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন দয়া করে এই কাজটা করেন। সমস্ত ডিটেল পশ্চিমবাংলার সমস্ত জায়গায় গিয়ে দেখা সম্ভব নয়, তিনি যদি বলেন অনেক খবর আমরা এনে দিতে পারি, সেগুলি করলে সরকারেরও উপকার হবে এবং জনসাধারণও উপকৃত হবে। এই শুধু বলেই আমি শেষ করলাম।

[5-50—6 p.m.]

Sj. Haran Chandra Mondal:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয় বন্যানিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যে বিবৃতি রেখেছেন তার সমস্ত ব্যাপারে আমার বক্তব্য বলার সময় নেই। আমি শুধু দক্ষিণবঙ্গ অঞ্চল বিশেষ করে সুন্দরবন সম্পর্কে সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কে বলছি।

সরকারী নীতিতে দেখা যায় ৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকার একটা পরিকল্পনা সুন্দরবনের বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ছিল। কিন্তু সে কথা সরকারের মনেই থেকে যায়। কারণ দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় এ অঞ্চল সম্পর্কে কোন টাকার বরাদ্দ ছিল না। পরে যেটুকু কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলাপ করে টাকা ব্যয় করা হ'ল তার পরিমাণ ১ কোটি ২১ লক্ষ ১৭ হাজার। কিন্তু এ টাকা ব্যয় করে কি হল? কার ব্যাংক পূর্ণ হল? সে কথা খোঁজ নেওয়া দরকার। এদিকে আমরা দেখছি এত টাকা ব্যয়ের পরেও ঠিক মত বাঁধ মেরামত হয় নি। সুন্দরবনের একটা অঞ্চল বাঁধ মেরামতের কথা আমরা বারবার বলেছিলাম। এমন কি "যুগান্তর" পত্রিকা সে সময় ছবি সহকারে বাঁধের অবস্থা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ায় বাঁধ ভেংগে লোনা জল ঢুকে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। আজ সেখানে মানুষের হাহাকার। এমন কি সরকার বন্যাপীড়িত ক্যানিং থানার বাসন্তী মসজিত-বাটী অঞ্চলের গরীব মানুষের জন্য রিলিফের ব্যবস্থা করলেন না। অথচ সরকার বলেছেন প্রচুর টাকা নাকি রিলিফের ব্যাপারে ব্যয় হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি সে টাকা যায় কোথায়? তাতে কার পকেট পুরে?

যাই হোক আমরা মনে করি জনসাধারণের আস্থাভাজন লোক নিয়ে মৌজাভিত্তিক কমিটি করে সরকারী তত্ত্বাবধানে বাঁধ সংরক্ষণ করা সরকারের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। বাঁধ সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণেরই একমাত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং সেই সকল অভিজ্ঞ লোক নিয়ে স্থানীয় সরকারী ভূমিরাজস্ব বিভাগের তহশীলদারদের সাহায্যে বাঁধ কমিটি করে বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করলে অর্থের অপচয় বন্ধ হবে এবং অর্থের সদ্ব্যয় হবে। স্থানীয় জন-সাধারণও বিশেষ আন্তরিকতার সংগে কাজ করবে। সরকারী ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য এক্সপার্ট-গণ ঘুরে ঘুরে মৌজা কমিটির কাজের তত্ত্বাবধান করলেই চলবে, বাইরে থেকে কনট্রাকটর নিযুক্ত করে বা অফিসার নিযুক্ত করে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন নেই, তাতে দুর্নীতি বাড়ে, ব্যয় বাড়ে, কিন্তু কাজ তেমন হয় না। সরকারের এই নীতিতে যে দুর্নীতি কি রকম চলেছে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। নদী বাঁধের পশ্চিম সুন্দরবন ডিভিসনের সরকারী কর্তৃপক্ষ পি, আর, ঘোষ নামক জনৈক ভদ্রলোকের কাছ থেকে "কাবেরী" নামক লঞ্চখানা ভাড়া নিয়েছেন। ঐ ভদ্রলোক অন্য একজনের কাছ থেকে লঞ্চখানা অল্প টাকায় ভাড়া নিয়ে সরকারের কাছে বেশী টাকায় ভাড়া খাটিয়ে মাসে প্রায় ৪।৫ শত টাকা আয় করছেন। তাছাড়া লঞ্চখানা মোটেই ভাল নয়। প্রায়ই খারাপ হয়ে পড়ে থাকে। এই ধরণের একখানা লঞ্চ একজন দালাল মারফত কিনে অযথা বেশী টাকা খরচ করা সরকারী অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঐ ভাংগা লঞ্চখানাই সরকার কেনার জন্য ৪৫,৭৫০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। এর কারণ কি? বাঁধ বিভাগের কোন বড় কর্মচারীর সাথে পি, আর, ঘোষ মহাশয়ের আত্মীয়তাই কি এর কারণ? সরকার কি আত্মীয় পোষনের জন্য জনসাধারণের অর্থের অপচয় করবেন? তাই আমি আবার বলছি, মৌজাভিত্তিক বাঁধ কমিটি করে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় বাঁধ মেরামত করাই সহজতর উপায় এবং এই উপায়ে সরকারী অর্থের সদ্ব্যয় হতে পারে এবং অপচয় বন্ধ হতে পারে।

বাঁধ মেরামতের জন্য অন্তত মাইল প্রতি একজন স্থায়ী বেলদার মৌজা কমিটির অধীনে নিয়োগ করতে হবে। যাঁরা ওখানকার অবস্থা জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে বেলদাররা চৈত্র বৈশাখ মাস পর্যন্ত "ঘোগ" বা বাঁধের ছিদ্র মেরামত করে এবং আশ্বিন মাসের কোটাল

পর্যন্ত বাঁধ পাহারা দেয় এবং বিপদের সময় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। বাঁধ মেরামতের এখনই উপযুক্ত সময়। অথচ সরকার এখন সব বেলদার ছাটাই করেছেন। এটা ঠিক নয়।

স্লুইস ও স্লুইস বাক্সগুলি মেরামতের এখনই উপযুক্ত সময় এবং প্রায় প্রতিটি মৌজার স্লুইস বাক্সগুলি মেরামত করা প্রয়োজন। অবিলম্বে ঐগুলি মেরামত করা না হলে আগামী চাষ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। জলনিকাশের খালগুলিও বহুদিন সংস্কার করা হয় নি। সুতরাং সরকারের সেচ বিভাগের অবিলম্বে খাল সংস্কারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সর্বশেষে আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি যে নদীর বাঁধসংরক্ষণ সুন্দরবন অঞ্চলের এক গুরুতর সমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধানের উপরই সুন্দরবনের কৃষি কাজের উন্নতি নির্ভর করছে। অন্যথায় সুন্দরবনে চাষ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। সুতরাং বড় বড় ব্যয়বহুল পরিকল্পনার কথা না বলে, আমার উপরোক্ত মতামতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অবিলম্বে বাঁধ ও স্লুইস মেরামতের সুব্যবস্থা করার জন্য আমি সরকারের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

Sj. Renupada Halder:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে সুন্দরবনের বাঁধ মেরামত এবং জলনিকাশের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় আমি বলতে চাই যে সুন্দরবনের বাঁধ প্রতি বছর কোন না কোন জায়গায় ভেঙ্গে প্লাবন হচ্ছে এবং বর্ষার জলে চাষাবাদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বহু জায়গায় শস্যের ক্ষতি হচ্ছে। আমরা বারবার এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি কিন্তু কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা না নেওয়ার জন্য আজকে অবস্থা সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় এরূপ ঘটছে। সুন্দরবনে প্রায় ২২ শত মাইল বাঁধ আছে। এই বাঁধকে মেরামতের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা সরকারকে নিতে হবে এবং তা যদি না হয় তাহলে সুন্দরবনে যে আমাদের ৪ লক্ষ ১৬ হাজার টন খাদ্য উৎপন্ন হয় সেটা থেকে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। সেজন্য সেই সুন্দরবনে যাতে ফলন বাড়ে তার জন্য সেখানকার সমস্ত বাঁধ সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে মেরামত করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এই মেরামত সম্পর্কে বিভিন্ন রকম কথা আমরা শুনেছি। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন বাঁধের পাশে বন থাকলে বাঁধ রক্ষা করতে পারা যায়, অনেকে আবার বলেন বাঁধ রক্ষা করতে হলে বাঁধের পাশে ইট দিয়ে বাঁধকে রক্ষা করতে হবে, এরকম ধরণের কথা তারা বলেন। আবার এমন বিশেষজ্ঞও আছেন যারা বলেন বাঁধকে তুলে দিয়ে লোনা জল সেখানে ঢুকতে দিলে জমির তলদেশ উঁচু হবে, এবং তা যদি করা যায় তাহলে বাঁধ রক্ষা করা যাবে। এই সম্পর্কে সরকারকে আগেই বলা হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা ঠিকভাবে কার্যকরী করা হয় নি।

ক্যানিংএর একটা জায়গায় সেখানে পরীক্ষামূলকভাবে আছে, সেটার এখনও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা করা হয় নি, পরীক্ষা চলছে। অন্য কোন জায়গায় এরকম ধরণের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি। তারা এই পরিকল্পনা যদি অন্য জায়গায় নেওয়া হয় তাহলে আমাদের দেশে যে অবস্থা যে পরিস্থিতি আজকে দেখা দিয়েছে তাতে ক্ষতির মাত্রা খুব বেশী হবে। কারণ সেই সমস্ত অঞ্চলে যদি এই ধরণের বাঁধ তুলে জমিতে লোনা জল যায় তাহলে সেখান থেকে সাধারণ মানুষকে চলে যেতে হবে, যে সমস্ত চাষী সেখানে আছে তাদের সেখান থেকে চলে যেতে হবে। সেজন্য যদি তার বিকল্প ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে পরিকল্পনা নেওয়া যাবে না। কাজেই সরকারের কাছে আমার বিশেষ দাবী যাতে আশু সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা নিয়ে এই সমস্ত অঞ্চলে বাঁধ মেরামত করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সাথে সাথে বলবো যে-সমস্ত স্লুইস এবং অন্যান্য জলনিকাশের ব্যবস্থা সুন্দরবন এলাকায় করেছেন সেই সমস্ত স্লুইসগুলি ভেঙ্গে গেছে। গত ১০ বছর ধরে তার মেরামতের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। প্রতি বছর শোনা যায় যে, স্লুইস গেট ভেঙ্গে সেখানে লোনাজল ঢুকে চাষাবাদ নষ্ট হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে যে, এ বছর সরকার একশোটা স্লুইস গেট করবার জন্য ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু সেটা অত্যন্ত নগন্য। সুন্দরবন এলাকায় বিরাট অঞ্চলে স্লুইস গেট প্রত্যেকটা মৌজায় প্রত্যেকটা ইউনিয়নে ৪।৫টা করে লাগে—সেদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেই সমস্ত অঞ্চলে বাঁধ মেরামত করে এবং স্লুইস গেট দিয়ে চাষাবাদের চেষ্টা করার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

[6—6-10 p.m.]

Sj. Harendra Nath Dolui:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ এই সভাগৃহে যেসব বিষয়ের আলোচনা হচ্ছে তা বাস্তবিকই বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে গুরুতর সমস্যা এবং বিপজ্জনক সমস্যা। ভারতের অন্যতম শস্যশ্যামলভূমি নদীমাতৃক বাংলাদেশ। নদীর কল্যাণে আমাদের এই বাংলাদেশ সুজলাসুফলা। বহুকাল আগে থেকেই পার্বত্য অঞ্চল থেকে যেসমস্ত জলস্রোত সাগর সঙ্গমে যায় সেই সমস্ত নদী আমাদের আশীর্বাদস্বরূপ ছিল, কিন্তু কালে কালে সেই সমস্ত নদী এখন আমাদের নিকট অভিশাপে পরিণত হয়েছে। আমাদের জাতীয় সরকার এই বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করেছেন তাদের এই শুভ প্রচেষ্টার জন্য আমি তাদের অভিনন্দিত করি। বাংলাদেশের আরও যেসব সমস্যা আছে তা এই নদী সমস্যার সঙ্গে যুক্ত। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেসকল নদী বিভিন্ন জেলার উপর দিয়ে যাচ্ছে, তাদের সকলকার সমস্যা আলোচনা করা এই অল্প সময়ের ভিতর অত্যন্ত কঠিন। আমি যে জেলা থেকে এসেছি, যে কনস্টিটিউয়েন্সীতে আমার বাস সেটাকে একটা অনাদৃত অঞ্চল বল্লেই চলে। মেদিনীপুরের একটা সাবডিভিসন, হুগলী জেলার একটা সাবডিভিসন এবং হাওড়া জেলার একটা সাবডিভিসন বহুকাল থেকেই এই বন্যার অত্যাচারে উৎপীড়িত। রূপনারায়ণ একটা প্রবল নদী এই নদীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে শিলাবতী, কংসাবতী এবং তারকেশ্বর প্রভৃতি। এই অঞ্চল দিয়ে জলস্রোতগুলি প্রবল বেগে সাগর সঙ্গমে বয়ে যায় এবং যাবার সময় যারা এই নদীগুলির বন্যার দৃশ্য দেখেছেন তারা জানেন যে কিভাবে বহু জায়গা জমি ঘরদোর সমস্ত কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে যায়—সেই দৃশ্য এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই কাজেই এই বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। যেসব নদী পরিকল্পনা হচ্ছে তার জন্য আমাদের সেচমন্ত্রীকে আমি তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন জানাই। তিনি কাঁসাই পরিকল্পনা আরম্ভ করেছেন, এই পরিকল্পনা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় তবে অনেক সুবিধা হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে যদি শিলাবতী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় তবে আরও অধিক সুবিধা হবে। এই শিলাবতী নদীর বন্যায় প্রবল বেগে ঘাটাল টাউন ও মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার যে কি নিদারুন অবস্থা হয় তা অবর্ণনীয়। কয়েক বৎসর ধরেই এই বিষয়ের অনুসন্ধান চলছে, কিভাবে এই নদীর বন্যানিয়ন্ত্রণ করা যায়। এটা করতে পারলে খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিক থেকেও অনেক উপকার হতে পারে। আরও একটা বিষয় এখানে বিবেচনা করবার আছে। নদী বেড়গুলি ক্রমাগত উঁচুতে উঠছে এবং গ্রামগুলি নিচে নেমে যাচ্ছে। এদিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। অল্প সময়ের ভিতর সবকিছু বলা সম্ভব নয়, আমি আরও কিছু বলতে পারতাম। যাই হোক, শেষকালে এটুকু বলব যে, মন্ত্রী মহাশয়কে তাঁর শুভ প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ দি। কিন্তু দামোদর পরিকল্পনার সঙ্গে রূপনারায়ণ এবং শিলাবতী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় যে অঞ্চল থেকে এসেছেন সেইসব অঞ্চলেরও উপকার হতে পারে।

Sj. Phakir Chandra Ray:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সেচমন্ত্রী বন্যানিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে বিবৃতি দান করেছেন তাতে বন্যার কারণ এবং বন্যা প্রতিরোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বন্যা প্রতিরোধের জন্য কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে তা এই বিবৃতির মধ্যে পেলাম না। সকলেই লক্ষ্য করেছেন, স্পীকার মহাশয়, এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বৃটিশ গভর্নমেন্ট একটা প্রকাণ্ড ভুল করেছিল সুন্দরবন জোতদারদের বন্দোবস্ত দিয়ে—ঠিক সেই রকম আরেকটা ভুল হয়েছিল বৃটিশ সরকারের যে, দামোদরের শাখা ও গতিপথ লক্ষ্য না করে রেলপথ নির্মাণ করে, জি, টি, রোড নির্মাণ করে। এখানে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, আসাম লিংক নামে যে রেল রাস্তা হয়েছে, উত্তরবঙ্গে বন্যার অন্যতম কারণ এই আসাম লিংক। আসাম লিংকএর পূর্বেও বৃটিশ সরকার যথেচ্ছাচারিতা চালিয়েছেন যেখান সেখান দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করে। কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ঠিক সেইভাবে চলছেন না। এই সন্দেহ নিরশন করা দরকার। বড় বড় বন্যার কথা বলা হয়েছে। ছোট ছোট বন্যা প্রতি বৎসর বহু ক্ষতি করছে, যদিও এগুলি কন্ট্রোল করা যায় এবং সেজন্য বহু টাকাও খরচ করতে হয় না। বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকেরও দরকার হয় না; জনসাধারণের

অভিজ্ঞতারও দাম আছে। জনসাধারণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি ইঞ্জিনীয়ারদের অভিজ্ঞতার যোগাযোগ হয় তাহলে ছোট ছোট নদীর উপদ্রব থেকে জনসাধারণ বাঁচতে পারে। আরেকটা কথা বলেই শেষ করব, কারণ বেশী সময় নাই। ১৯৫৬ সালে যে বন্যা হয়েছিল সেই সম্পর্কে এক্সপ্লানেশন এই স্টেটমেন্টএ আছে. কিন্তু এই বন্যায় যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল বর্ধমান, হুগলী. হাওড়া এই সমস্ত জেলায় সেই ক্ষতির পরিমাণ কমান যেত যদি সুযোগ সুবিধামত ছোট ছোট যেসব নদনদী আছে তাদের গতিপথ লক্ষ করে বাঁধ তৈরী করা হোত। তাহলে যে ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে—ক্ষতি হোত বটে. তবে তার পরিমাণ এত বেশী হোত না।

[6-10—6-20 p.m.]

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়. প্রায় দেড় ঘণ্টার উপর এই বন্যা সম্বন্ধে আলোচনা হল। সরকার পক্ষ থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে এই রাজ্যে বন্যার ব্যাপকতা এবং গুরুত্ব দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা সকলে এই দুটো বিষয়ে একমত। আমরা সরকার পক্ষ থেকে কি করেছি. তারও প্রচুর বর্ণনা আছে এবং সরকারের তরফ থেকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, বন্যানিরোধ সম্পর্কে দীর্ঘ মেয়াদী কোন পরিকল্পনা আমরা এখনো তৈরী করতে পারি নি। সেখানে কোন লুকোচুরি নাই। কেন পারি নাই--তার কারণও দেখান হয়েছে। সেই কারণে কেউ সন্তুষ্ট হয়েছেন. কেউ হন নাই। তবে এর পেছনে যে গুরুত্ব আছে. না পারার পেছনে যে কারণ আছে. সেগুলি আশা করি সব সদস্য ধরতে পেরেছেন। আজকের আলোচনা শুধু এই নিয়েই হয়েছে। তবে কোন কোন সদস্য ওর সঙ্গে সেচের ব্যবস্থা, খাদ্যের অবস্থা ইত্যাদি আনুসঙ্গিক কথা এনে ফেলেছেন। আমি সেই সব বিষয়ে যাব না। আমি শুধু বন্যার ব্যাপারে জবাব দেব। অধিকাংশ সদস্য বন্যা সম্পর্কে গঙ্গা বারাজের সম্বন্ধ উল্লেখ করেছেন। আপনারা জানেন দীর্ঘদিন ধরে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গঙ্গা বারাজের জন্য চেষ্টা করছি। প্রথমে এই পরিকল্পনা তৈরী. অনুসন্ধান করা ইত্যাদি আমরাই করেছি। এখন সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে চলে গেছে। যদিও গঙ্গা বারাজ বাংলাদেশের ভিতরে হবে. তবুও ভারতের বিভিন্ন বহু রাজ্যের সঙ্গে ও পাকিস্তানের সঙ্গে এই গঙ্গা বারাজের সম্পর্ক আছে বলে কেন্দ্রীয় সরকার এটা নিজেদের হাতে নিয়েছেন। তাঁরা এর পরিকল্পনা তৈরী করছেন। কাজেই এ সম্বন্ধে আমি ঠিক বলতে পারি না—কবে এ জিনিস আরম্ভ হবে। তবে এটা ধামা চাপা পড়বে না।

মাননীয় সদস্য বিনয়বাবু বলেছেন যে পূর্বের পরিকল্পনা। বিনয়বাবু কেন বলবেন? আমার স্টেটমেন্টএও আছে—আমাদের পরিকল্পনায় আরো চারটে বাঁধের কথা ছিল। সুতরাং সেগুলি নেওয়া হল না কেন? অন্ততঃ একটা বাঁধ—আয়ার বাঁধ? সে বিষয়ে ডি-ভি-সির যিনি ডেপুটী চীফ ইঞ্জিনীয়ার তিনিও মত প্রকাশ করেছেন। ডি-ভি-সি থেকে একটা কি দুটো বাঁধ করবার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাব এসেছিল। বাংলাদেশের সরকার সেজন্য অপেক্ষা করতে বলেছেন। এই জন্য যে গত একশো বছরের মধ্যে দামোদরের যে সবচেয়ে বেশী বান দেখা গিয়েছে. তাতে প্রতি সেকেন্ডে সাড়ে ছয় লক্ষ ঘন ফুট জল নামতে দেখা গেছে। ঐ চারটা বাঁধের তিনটা হয়ে গেছে। আর একটা সমাপ্তির কাছে। এই কয়টী বাঁধ হলে বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। তবে তার চেয়ে বেশী যদি জল হয়, যদি ১০ লক্ষ ঘনফুট জল হয়. তবে ছয়টি বাঁধের দরকার হয়। তবে ১০ লক্ষ ঘনফুট জল যে হবে না কোন দিন তা বলা যায় না। একশো বছরে যা হয় নি, তা কালকেও হতে পারে। এখন সেই সম্ভাবনা ধরে নিয়ে ৫০।৬০ কোটি টাকা খরচ করবার মত আর্থিক অবস্থা পশ্চিমবাংলা সরকারের নাই। এখন যে বাঁধগুলি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে তার খরচ তিন ভাগ হয়ে ভারত সরকার, বিহার সরকার ও পশ্চিমবাংলা সরকারের উপরে পড়বে। আর বাকী সেচের অন্যান্য খরচও পশ্চিমবাংলা সরকারের ঘাড়ে পড়বে। মোট খরচ একশো কোটি টাকার মধ্যে ৫৫ কোটি টাকার উপর পশ্চিমবাংলার ঘাড়ে পড়ছে। কাজেই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের যে আর্থিক অবস্থা তাতে উন্নয়নের নামে আরো ৫০ বছরে যে বিপদ নাও আসতে পারে, তার জন্য অত কোটি টাকা খরচ করা চলে না। বিনয়বাবু সাবধান করে দিয়েছেন যে বন্যানিয়ন্ত্রণ করতে

গিয়ে নদীকে একেবারে মেরে ফেল না। এই পরিকল্পনার ভেতর এই প্রস্তাব আছে যে, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে চাষের জল, সেচের জল, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জল ইত্যাদি সমস্ত জল মেরে ফেল না। এই যে দামোদর নদ গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়, তার উপর দিয়ে তখন মানুষ গরু বাছুর সমস্ত হে'টে পার হয়, সেই দামোদর নদের ড্যাম থেকে জল ছেড়ে দিয়ে নদীকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে। ডি-ভি-সির সেচ এলাকায় জলনিকাশের ব্যবস্থা করা হয় নাই বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা আদৌ ঠিক নয়। হতে পারে কোথাও কোথাও সামান্য দোষত্রুটী আছে। তবে সেচের সঙ্গে জলনিকাশের ব্যবস্থা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত আছে। যা সামান্য ত্রুটী ছিল সেগুলো ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ করে নিয়েছি। এইসব কারণে এই জলনিকাশের ব্যবস্থা নেই বলে যে আর বাঁধ বা ড্যাম তৈরির দরকার নাই এবং যার জন্য গত বার ১৯৫৬ সালে প্রবল বন্যা হয়েছে বলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন বিনয়বাবু, সে কথা ঠিক নয়। আমার রিপোর্ট—ডি-ভি-সি কতটা বন্যা নিরোধ করতে পারছে, তা স্টেটমেন্টএ বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। এখন আর তা বলবো না। ডি-ভি-সির কম্যান্ড এরিয়ার বাইরে পশ্চিমবাংলার বহু জেলার বহু জায়গায় বিরাট প্লাবন হয়েছে ১৯৫৬ সালের পূর্বে। তার জন্য নিশ্চয়ই ডি-ভি-সিকে দায়ী করতে পারেন না। এর পেছনে বড় কারণ আছে। সেই কারণগুলি আমার স্টেটমেন্টএ দেখিয়ে দিয়েছি।

তারপর রূপনারায়ণের মুখ বন্ধ হয়ে যাবার কারণ হিসেবে অনেকে কোলাঘাট ব্রীজের কথা বলেছেন। এতে রূপনারায়ণের মুখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। রূপনারায়ণের বুকে বহু জায়গায় চর পড়েছে ঠিক। কিন্তু তার মুখ যেখানে রূপনারায়ণের সঙ্গে হুগলী নদীর মিলন হয়েছে সেখানটা বন্ধ হয়ে যায় নি। আমার স্টেটমেন্ট একটু ভাল করে পড়ে দেখবেন রূপ-নারায়ণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, কার্ভেচার, কে ভল্যুম সমস্ত ক্রস-সেকশনএ যতখানি জল ধরতে পারে ২৫।৩০ বছরেও তার কোন পরিবর্তন হয় নাই। নদীর বুকে চর ওঠানামা করছে এবং তার ফলে নৌকা চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে। রূপনারায়ণের বুকে যতটা জল ধারণের ক্ষমতা তা ২৫।৩০ বছরেও এতটুকু কমে নাই—একই রকম আছে। তার মুখ মোটেই বন্ধ হয় নাই। কেন্দ্রীয় গবেষণাগার পুণা রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে একটা মডেল এক্সপেরিমেন্ট করিয়ে, তাদের মতামত নিয়ে, এই বাঁধ তৈরি হচ্ছে। কাজেই এতে নদীর কোন ক্ষতি হচ্ছে বা হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

কেলেঘাই নদীরও কিছু হয় নাই। কেলেঘাই নদীর পাশে যাঁরা বাস করেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করে দেখবেন ৫।৬ বছরের মধ্যে সেখানে কোন বন্যা হয় নাই। তার জন্য কৃতিত্ব আমরা নিচ্ছি তা নয়। বর্ষা কম হয়েছে বলে স্বীকার করি। কেলেঘাই নদীর উপর দিকে সয়েল কনজার-ভেশন, চেক ড্যাম, এফরেস্টেশন ইত্যাদি কাজ হচ্ছে। তাতে কিছু উপকার হচ্ছে। ময়ূরাক্ষীও কোন ক্ষতি করে নি। বরং কিছু উপকার করেছে। আমি এক্সপার্টদের রিপোর্ট থেকে তুলে দেখিয়েছি। এই কমিটির মেম্বার কারা আছেন, তাঁদের নাম দিয়েছি। কোন সদস্য বলেন নাই যে, এ'রা অযোগ্য। ময়ূরাক্ষী বন্যার জন্য দায়ী নয়, বরং কিছুটা বন্যানিরোধ করেছে। সেটাকে অস্বীকার করে মাননীয় সদস্যরা যদি ময়ূরাক্ষীর ঘাড়ে দোষ চাপান তাহলে আমি নাচার।

[6-20—6-30 p.m.]

ডাঃ সুবোধ ব্যানার্জি মহাশয় বলেছেন—বন্যা খুব গুরুতর সমস্যা—তাড়াতাড়ি সমাধান করতে পারছি না। তিনি বলেছেন যে, চাষীদের সুবিধা করে দিন। এটা খুবই ভাল কথা যে যতদিন না বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়—তার মাঝে যদি চাষের কোন সুব্যবস্থা করতে পারি—তাহলে তার আগে বন্যার বিপদ থাকলেও খাদ্যশস্যের অভাব থাকবে না। তিনি যেসব প্রস্তাব করেছেন—যেসব খাল নালা আছে, তাতে যাতে ভাগীরথী হুগলী থেকে জল যায়—সেই করে সেইগুলি ভরিয়ে রেখে পরে পাম্প করে জল দেওয়া যাবে এবং কিছু বড় বড় টিউবওয়েল দিয়ে চাষ করা। আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে বাংলাদেশেতে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি বড় টিউবওয়েল করার প্রস্তাব আছে এবং সেটা কৃষিবিভাগ করছে। তাতে ও'র যে এলাকা তাতে দু-একটা এলাকা পড়ে। তবে একটা জিনিষ আমরা দেখছি—যেখানে হাজার হাজার টিউবওয়েল হচ্ছে

ইরিগেশানএর টিউবওয়েল যেমন বিহার উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী ও ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে আমি কথা বলে দেখেছি যে সেখানে টিউবওয়েল করে জল দিতে গেলে তার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ও রেকারিং এক্সপেন্ডিচার যা পড়ে তাতে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ছেড়ে দিয়ে রেকারিং এক্সপেন্ডিচার যদি ধরি, তাহলে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার তুলতে গেলে গভর্নমেন্টকে সাবসিডী দিতে হয়। গভর্নমেন্ট জলকরের ভিতর দিয়ে খরচ তুলতে পারেন না। তথাপি সেখানে জলকর ২৫ টাকার কম নেই—৫০-৬০ টাকা পর্যন্ত আছে। কোন কৃষক ধানের ক্ষেতে ২৫ টাকা বা ৫০ টাকা জলকর দিয়ে চাষ করতে পারে না। যেসব জায়গায় আখের চাষ আছে সেখানে তারা ট্যাক্স দিতে পারে বলে সেখানেই বেশী টিউবওয়েল ইরিগেশান হয়। আমাদের নদীয়া অঞ্চলে আখের চাষ হচ্ছে—সেটা যাতে বাড়ে তার জন্য আমরা সেখানে টিউবওয়েল ইরিগেশান করবার পরীক্ষা করছি।

শচীনবাবু বলেছেন—সর্ট টার্ম মেজার করুন। আমার রিপোর্টএ আছে আমরা ২২টা সর্ট টার্ম মেজারএর কাজ করেছি। মাননীয় একজন সদস্য মহাশয় বলেছেন যে শুধু শহরের নাম দিয়েছি কেন? কিন্তু এর মধ্যে ৭টা বাদ দিলে বাকী ১৫টাই হচ্ছে পল্লী অঞ্চলে। বিরাট বিরাট পল্লী এলাকায় হাজার হাজার একর জমি আছে—১০ মাইল একটা বাঁধে। যেমন আমরা ডায়না, জলঢাকায়, সিরিয়ায়, চেল নদীর তীরে দিয়েছি এবং বার্নেসেও দিয়েছি।

[এ ভয়েস: রেল মানে ঝগড়া আছে?]

রেল মানে ঝগড়া নেই। রেল, রোড অ্যান্ড ইরিগেশন—তিন জনে মিলে কমিটি আছে। আপনারা দেখবেন যে রেল ব্রীজ কমিটি আছে, রোড ব্রীজ কমিটি আছে—যাতে তিন জনে মিলে সহযোগিতায় কাজ করে। ঝগড়া আমরা করি না।

(এ ভয়েস: নাম করুন।)

নামগুলির জন্য আপনারা প্রশ্ন করুন না কেন এ্যাসেম্বলীতে—আমি তার জবাব দিয়ে দেব।

কানাইবাবু বলেছেন দোমোহানীর কথা। জলপাইগুড়ি শহর রক্ষা করতে গিয়ে আমরা নাকি দোমোহানীর ক্ষতি করেছি। আবার এখানে বলেছেন—কুচবিহার শহর রক্ষা করতে গিয়ে ওপাশের ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু জলপাইগুড়ি সদর রক্ষা করতে গেলে দোমোহানীর ক্ষতি হয় না, কারণ সেখানে ওপারে চওড়া নদী আছে। কুচবিহারে তোর্ষা নদী অত চওড়া নয়, জলপাইগুড়িতে তিস্তা যত চওড়া। ওপারে যা ইচ্ছে করুন, তাতে জলপাইগুড়ির এপারে দোমোহানী এফেক্টেড হয় না। এর ভিতরে একটা জিনিস ওরা স্বীকার করেছেন যে, এখানে সমস্যা এত জটিল যে এখানে কোন একটা কিছু করলে অন্য জায়গায় তার প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কাজেই এই সব কাজ করতে গেলে রিভার রিসার্চ ইন্সটিটিউটএ মডেল এক্সপেরিমেন্ট করে তবে করা উচিত। কিন্তু সে করতে গেলে ৫০।৬০টা নদীর ৫০।৬০টা জায়গায় যদি আমাদের কাজ করতে হয় এবং প্রত্যেকটা মডেল এক্সপেরিমেন্ট যদি ৪।৫ বৎসর ধরে করি, তাহলে অনেক সময় লাগে। তাই ইঞ্জিনীয়ারএর মতে যতটা সম্ভব সতর্কতা নিয়ে আমরা ঐ সব পরিকল্পনা করেছি। কানাইবাবু আরও বলেছেন যে ১০০ বছরের মধ্যে এই যে ঋণ এবং এর জন্য কি প্রতিকারের ব্যবস্থা হচ্ছে? সাধারণত ২।৪ বছরের মধ্যে যেসব বিপদ আসে সেগুলির সমাধান তাড়াতাড়ি করতে হয়। ১০০।২০০ বছরে কবে কোন সমস্যা আসবে আজ থেকে তার জন্য তৈরী হওয়া কোন ক্ষেত্রেই চলে না। যে তিনটি বিরুদ্ধ অবস্থার যোগাযোগ হয়েছিল—গঙ্গা থেকে বান নেমেছিল ভাগীরথীতে, হুগলী নদী দিয়ে সমুদ্রে বান ডেকে ছিল, আর বাংলাদেশের ড্যামগুলির নীচে যে বৃষ্টি হয়েছিল সেই রকম বৃষ্টি গত ৩০।৪০ বছরে হয় নি—এই তিনটি বিরুদ্ধ অবস্থার এক সঙ্গে সমাবেশ হয়ে ১৯৫৬ সালের বন্যা হয়েছিল। প্রতি বছরই যে এই ত্রয়োস্পর্শের মিল হবে এটা ধরা যায় না। কাজেই দীর্ঘ দিন পরে যা হতে পারে সে নিয়ে এখন সমাধান করার মত টাকা আমাদের নেই।

সত্যেনবাবু বলেছেন—"নো মেনশন অব এষ্টিমেট অব ড্যামেজ"। কত ক্ষতি হয়েছে, কি পরিমাণ রিলিফ দিয়েছি ইত্যাদির খবর নেই। কিন্তু সেগুলি রিলিফ ডিপার্টমেন্ট অনেক বারই দিয়েছেন। বন্যানিরোধ সম্বন্ধে সরকার কিভাবে চেষ্টা করছেন, আমি সেটা দেখাতে গেছি। আর কমিটির নাম করেছেন—তার একজন মারা গেছেন এবং যে দুই জন এম-এল-এ ছিলেন আজ তারা নেই। আমার রিপোর্টটা দেখবেন—তাতে বলা আছে যে অত্র তারিখে কমিটি হয়েছিল—সে কমিটির নাম আমার এপেনডিক্সএ দেখুন। যে তারিখে কমিটি হয়েছিল সেই তারিখে এরা বেঁচে ছিলেন ও এম-এল-এও ছিলেন। আমি শুধু প্রথম কমিটির নামগুলোই দিয়েছি। পাবলিক কো-অপারেশন সম্বন্ধে বলেছেন। এই পাবলিক কো-অপারেশন না পেলে হয়ত আমাদের কাজ করা কঠিন হত। সমস্ত দৃষ্টি ত আমাদের বাঁধ তৈরির দিকে দেওয়া হয়েছে—এ কথাটা ঠিক নয়। আমার রিপোর্টটায় আমি বলেছি যে বাঁধ তৈরির আগে সয়েল কনজারভেশন সব চেয়ে বড় কথা। তার জন্যই আমাদের রিকনাইসেন্স পার্টি, সার্ভে পার্টি ঘুরছে। আমরাও মনে করি যে ড্যাম তৈরি করার আগে সয়েল কনজারভেশন বড় কথা এবং সেটা আমার রিপোর্টএও আছে।

একজন বলেছেন যে ছোট ছোট খাল কেটে নদীকে ভরাট কেটে দাও। তার বাড়ী বোধ হয় নর্থ বেঙ্গলএ নয়। নর্থ বেঙ্গলএ নদী যদি এতটুকু কেটে দেন তাহলে তা সমস্ত নদীর ভিতর দিয়ে চলে যাতে কেউ আটকাতে পারবে না। এই রকমভাবে ছোট নদী কাটতে গেলে প্রত্যেকটা নদীর মুখে প্রপার স্লুইস করে তাতে কন্ট্রোল করতে হবে। তার মানে ৪০টা স্লুইস যদি করি—যে স্লুইস ফ্লাড কন্ট্রোল করতে পারবে—তাহলেই তাকে ভাগ করে দেওয়া যায়। এমনি কোন ভাগ নেই—তাতে মাটির উপর দিয়ে নদী কোনখান দিয়ে চলে যায় বুঝা যায় না।

[6-30—6-35 p.m.]

ড্রেজিংএর কথা সম্বন্ধে বলেছেন। কিন্তু ঐ পাহাড়ের উপর ড্রেজিং করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। (জনৈক সদস্যঃ পাহাড়ে নদী।) হ্যাঁ, পাহাড়ে নদী সমতলে এসে অন্য নদীতে পড়ছে। মাননীয় সদস্য ঐ অঞ্চলের লোক। তিনি ১৯৫২ সালের বন্যা দেখেছেন, ১৯৫৪ সালের বন্যা দেখেছেন, সেই বন্যায় ৭।৮।১০ ফুট পর্যন্ত বালিই পড়েছে, গাছ পাথর বাদ দিয়ে। এইরকম এক জায়গায় ড্রেজিং করে দিলে একসপেরিমেন্ট হিসাবে সেটা করে দিলেও এবং ড্রেজিংএর জায়গাটা গভীর হলেও হয়ত এক বছরেই ভরে যাবে। তাছাড়া ড্রেজার নিয়ে আসাও সম্ভব নয় রেলে কোরে ছাড়া। ওখানে এক স্ক্রেপার ছাড়া যাওয়ার উপায় নাই। আর ওখানে যেতে গেলে পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে যেতে হবে; ভারতের সংগে সম্বন্ধ নাই নদী পথে যাবার। লীজ ঘাস নদী সেখানে ড্রেজার উঠতে পারে না। ড্রেজিং মেশিন বাদে ড্রেজিং করবে তা হতে পারে না। তাহলে তিস্তার উপর তার এফেক্ট এসে পড়বে। আমরা সেটা দেখছি এবং চেষ্টা করছি। আমরা গভীরভাবে সব চেষ্টা করে দেখব। আমি ইঞ্জিনীয়ারদের কাছে ভার দিয়েছি—যে কোনগুলো কাজে লাগাবো। কিন্তু এই প্রস্তাবগুলোর অধিকাংশ ইতিমধ্যে এসেছে, আলোচিত হয়েছে এবং যেটা যেটা গ্রহণযোগ্য সেটা সেটা গ্রহণ করা হয়েছে, কোনটা কোনটা চেষ্টা করা হচ্ছে, এখনও শেষ হয় নি। তোরসা নদীর কথা বলেছি এর উপর আর বলব না।

সুন্দরবনের কথায় আসছি। সুন্দরবনে স্থানীয় কমিটির সাহায্যে কাজ করা হয়, এটা আমিও চাই, আমার রিপোর্টে আছে। সুন্দরবনের ব্যবস্থা সেচবিভাগ ভাল করে চালাতে পারছিল না বলেছি। কেন পারছিল না তার কারণ-আছে। এটা ভূমিরাজস্ব বিভাগের হাতে চলে এসেছে। তার আগে আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট কমিটি করা হয়, বিভিন্ন দলের লোক নিয়ে। এই ডেভেলপমেন্ট কমিটি আবার গ্রামে গ্রামে সুন্দরবনের দিকে দিকে ডেভেলপমেন্ট কমিটি করবেন।

বেকেমার নিয়োগের কথাও এর মধ্যে আছে। মোটামুটি যেসব প্রশ্ন তোলা হয়েছে আমি তার জবাব দিবার চেষ্টা করেছি। আর যেসব সমাধানের প্রস্তাব করেছেন তার মধ্যে যেগুলো গ্রহণ করা যায় আমরা গ্রহণ করব এবং অন্যগুলি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করে দেখব।

যদি বন্যা পশ্চিমবাংলার কোন জেলায় হয় তবু এতে বন্যার তীব্রতার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারব। কখন যে কোথায় বন্যা হতে পারে তার পূর্বাভাস পাওয়ার উপায় নাই। কাজেই সেই বন্যাসমস্যা যে কত জটিল, কত গুরুতর সেটা সকলেই স্বীকার করবেন।

Mr. Speaker: Before I adjourn the House, I wish to inform the members that this House will debate on Refugee Relief tomorrow and I have fixed altogether four hours for the purpose, i.e., the House will assemble at 9 and break up at 1 o'clock. You have heard the Chief Minister informing the House that the Salary Bill for the Leader of the Opposition will be introduced in the House on Monday. I have been informed by my Secretary that the Bill in its draft has been circulated amongst the members and if any of the honourable members has not received it yet, I would request him to contact my Secretary and it will be supplied straightaway. So far as amendments are concerned, I have directed my Secretary and the office to receive amendments up to 1 p.m. on Monday. The debate on that Bill will commence at 3 p.m. on Monday.

The House stands adjourned till 9 a.m. tomorrow.

Sj. Canesh Chosh: I think we will have one hour for questions on Monday.

Mr. Speaker: That I will have to think over—I will see how many amendments come in.

Adjournment

The House was then adjourned at 6-35 p.m. till 9 a.m. on Saturday, the 14th December, 1957, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 14th December, 1957, at 9 a.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 207 Members.

[9—9-10 a.m.]

Comment in the "Capital" regarding Sj. Panchu Gopal Bhaduri's non-official resolution.

Sj. Ganesh Ghosh: Mr. Speaker, Sir, I would like to draw your attention to a comment which has appeared in the "Capital" regarding the non-official resolution which was moved on the last non-official day. It was in the name of Sj. Panchu Gopal Bhaduri. The comment is a total distortion of the resolution and an attempt has been made to discredit the Communist Party.

Mr. Speaker: On which resolution?

Sj. Ganesh Ghosh: On the resolution regarding discrimination in employment in British firms. Sir, I would request you to place this matter before the Privileges Committee.

Mr. Speaker: Please hand over it to me.

Debate on Refugee Relief

Sj. Bankim Mukherji:

সভামুখ্য মহাশয়, বাস্তুহারা পুনর্বাসন ব্যাপার পরিপূর্ণ বিফল হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করবার কোন অবকাশ নাই। এই ব্যাপারে বর্তমান সরকারের যে মূঢ়তা, অকর্মণ্যতা ও পরিকল্পনা বিহীন অথচ জালজুয়াচুরি প্রবঞ্চনায় পরিপূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ঘটনাবলী তা ইতিহাসে বিরল। অপব্যয়ের সীমা পরিসীমা নেই। এবং এই বিভাগের নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে কিছু কিছু ব্যবসায়ী দালালের পক্ষে অল্প লোক হলেও বাস্তুহারা এবং বাংলার জনসাধারণের কাছে এটা একটা নির্মম প্রহসনে পরিণত হয়েছে। তার সংগে সংগে যে আত্মম্ভরিতা, হৃদয়হীনতা, আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব গত কয়েক বছর ধরে দেখিয়ে আসছেন তাতে বাংলাদেশ বর্বরতার পর্যায়ে নেমে এসেছে। রাস্তাঘাট, শিয়ালদহ স্টেশনএ বাস্তুহারা ক্যাম্পএ সর্বত্র যে দৃশ্য আমরা দেখতে পাই তাতে সভ্য সমাজে সভ্য বলে পরিচয় দেবার আমাদের এতটুকু মাত্র অবকাশ নাই। এই অবস্থাতে আত্মম্ভরিতা এবং আত্মসন্তুষ্টিতে পরিপূর্ণ কতকগুলি কাকাতোয়ার মত বুলি আওড়িয়ে তারা গত কয়েকবছর ধরে চলেছেন এবং সেদিক থেকে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তাদের একটা বুলি হচ্ছে এই যে পূর্ব পাঞ্জাবের মত ঘটনা এখানে ঘটে নি। অর্থাৎ ঝঞ্ঝা, প্লাবন, তুষার স্রোতের মত যদি বাস্তুহারা পশ্চিমবঙ্গে আসত—যেমন করে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্ব পাঞ্জাবে এসেছে—তাহলে তার কি অসুবিধা হত? সে রকম একটা আক্ষেপ আমরা বার বার শুনতে পাই। এরকম প্লাবনের মত যদি বাস্তুহারা আসত তাহলে কি সুবিধা হত। বরং আমি তো মনে করি অল্প অল্প করে আসার ফলে তারা সময় পেয়েছেন। যদি তাদের হৃদয় থাকত, কোন পরিকল্পনা থাকত, তাহলে পর এই যে সুযোগ পেয়েছেন গত দশ বছর ধরে তাতে এদের পুনর্বসতি হয়ে যেত—বহু সময় যথেষ্ট সময় তারা পেয়েছেন। আমরা কি মনে করবো? সরকার কি মনে

করেন, পাঞ্জাবের পুনরাবৃত্তি হলে পর কি হত? এটুকু হত পূর্বে পাঞ্জাব থেকে যেমন করে মুসলমানরা বিতাড়িত হয়েছিল প্লাবনের মত পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুহারা আসলে পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে সেই পরিমাণে বিতাড়িত হত—এটাই কি গভর্নমেন্ট চান? সেজন্য কি তারা বার বার আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে পাঞ্জাবের ঘটনা বাংলায় ঘটে নি? সেজন্যই পুনর্বাসনের কষ্ট হচ্ছে কি? এই থেকে কি এই ধারণাই আসে না যে এটাই তাদের মনে মনে কামনা? কিন্তু আমি মনে করি যে বাংলা গর্বিত যে পাঞ্জাবের ঘটনা বাংলায় ঘটে নি। বার বার যে ধর্মান্তকারীরা চেষ্টা করে নি তা নয়, কিন্তু বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মানুষ তা প্রতিরোধ করেছে। সেজন্য বাংলা গর্বিত এবং আজও ভারতবর্ষ দুনিয়ার সামনে নিজের ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলার রাষ্ট্র বলে গর্বিত, তার আসল কারণ হল যে পশ্চিমবাংলার মানুষ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব সম্পন্ন। এটা কোন গর্বের কথা নয় এবং সেটা কোন অজুহাত হতে পারে না পুনর্বাসন ব্যাপারে। তারা যদি পরিকল্পনা করতেন, ১ লক্ষ লোকের জন্য পরিকল্পনা করতেন, তাহলে পর সেটা যদি ৩০ লক্ষে পরিণত হয়ে যায়, তাহলে পর শুধু প্রশ্ন থাকে সেটাকে ৩০ টাইম্‌স মাল্টিপ্লাই করার, ৩০ গুণ করে পরিকল্পনা করা ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু পরিকল্পনার কাঠামো ১ লক্ষ যা ১০ লক্ষ তাই, ৩০ লক্ষও তাই, শুধু অর্থের ব্যাপার। তারপর নতুন এক বুলি হয়েছে, আমরা কয়েক বছর ধরে শুনে আসছি স্যাচুরেশন পয়েন্ট—কবে কোথা থেকে কে নির্দেশ করলো যে স্যাচুরেশন পয়েন্ট তার কোন তথ্য আমরা পাই নি, এমন কি যে রিপোর্ট তিনি সম্প্রতি দিয়েছেন তাতেও নতুন কিছু পাই নি সে স্যাচুরেশন পয়েন্ট। তারপরে আর একটা নতুন বুলি এখন এসেছে যে প্ল্যানিং পিরিয়ড এবং ফরেন এক্সচেঞ্জ কম। আমরা কি মনে করবো যে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটা, এটা পরিকল্পনার বাইরে, এটা অপরিকল্পিত, আনপ্ল্যানড—প্ল্যানিংএর সংগে এর কোন সম্পর্ক নেই? আমি মনে করি যে প্ল্যানিং কমিটি এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এটা প্ল্যানিংএর ভেতরকার একটা ব্যাপার এবং ফরেন এক্সচেঞ্জের জন্য কি ভারতবর্ষের পরিকল্পনায় বড় কিছু আটকে আছে, তার মধ্যে প্রাইওরিটি কি নেই? পূর্ববাংলা থেকে যে বাস্তুহারারা এসেছে তাদের ব্যাপারে কি প্রাইওরিটি নেই? কিন্তু আমরা দেখতে পাই কি? আমরা দেখতে পাই সমস্ত ব্যাপারে যদি প্রুনিং হয়, ছাটাই হয় তাহলে পশ্চিমবাংলার উপর তা ঘটে থকে। আমরা দেখতে পাই সমস্ত ব্যাপারে রিফাইনারী যা হবে সমস্ত কমিটির নির্দেশ বাদ দিয়ে হবে বারাউনিতে, কোলকাতায় নয়। ইলেকট্রিফিকেশন শিয়ালদহে বন্ধ হবে, হবে মোগলসরাই প্রভৃতি জায়গায়। এইরকম যদি কিছু ছাটাই হয় তাহলে দুর্গাপুরের কাজ স্থগিত থাকবে, ফরাক্কা ব্যারেজ স্থগিত থাকবে—সমস্ত ব্যাপারেই পশ্চিম বাংলার উপর প্রুনিং হয়। কিসের জন্য এটা হবে? অথচ পশ্চিমবাংলা প্রব্লেম প্রভিন্স বলে কুখ্যাত। ধিক্কার দিই এই গভর্নমেন্টকে, তাদের জোর নেই দিল্লীর সরকারকে তারা কোন বিষয়ে বাধ্য করতে পারেন না। আমি মনে করি যদি এই গভর্নমেন্ট আমাদের সংগে যোগ দিতেন তাহলে পর দিল্লীর সাহায্য নিরপেক্ষে পশ্চিম বাংলায় যে পাট আছে, চা আছে তা যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করি তাহলে পশ্চিম বাংলার সম্পদ নিয়ে পশ্চিমবাংলা গড়ে উঠতে পারে। আজকে এই প্রদেশ থেকে সবচেয়ে বেশী অর্থ লুণ্ঠিত হচ্ছে অথচ প্রুনিং হয় এই পশ্চিমবাংলার উপর। তার পরের পয়েন্ট হচ্ছে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কোন প্ল্যানিং ছিল না। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত শুধু খয়রাতী সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং তা কি পরিমাণে দেওয়া হয়েছে—বাড়ী এবং ব্যবসার জন্য তাদের সাড়ে বারশো এবং সাড়ে সাতশো টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

[9-10—9-20 a.m.]

এই ৫০০ টাকার সাহায্য দানে কোন একটা পরিবারের পুনর্বাসন হতে পারে? এটা সেই গভর্নমেন্টএর পক্ষেই সম্ভব যারা হালের বলদ কিনবার জন্য ক্যাটেল লোন দেন। যারা একরে দেড়শও গোবর দিয়ে স্বাস্থ্যোন্নতির পরিকল্পনা করেন তাদের পক্ষেই এভাবে টাকা বরাদ্দ করা সম্ভব। এই অর্থব্যয় করার মানে সমস্তটাই অপব্যয়, এতে একটা পরিবারেরও পুনর্বাসন হবে না। এইভাবে অর্থব্যয় করার ফলে একেকবার থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে অথচ মানুষের কোন কাজে আসছে না। এভাবে অর্থব্যয়ের অর্থ আমরা এটা এখানে বলতে চাই—এতে না

হয়েছে মানুষের ঘরবাড়ী, না হয়েছে ব্যবসাবাণিজ্য। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে কি কাজ হয়েছে? একথা জৈন সাহেবও স্বীকার করেছিলেন। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি হয়েছিল সেই কমিটির রিপোর্ট আজও প্রকাশিত হয় নি। ১৯৫৪ সালে যে হাই পাওয়ার কমিটি হয় এই কমিটিতে ছিলেন

Dr. Deshmukh, Dr. Roy, Jain, U. Methrani, I.C.S.

এরা সবাই মিলে যে কমিটি করলেন পূর্বোক্ত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির কাজের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তাতেও মত পার্থক্য দেখা দিয়েছিল—ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি বলেছেন শতকরা ১৪ জনের কথা, এরা অবশ্য সেটা বাড়িয়ে বলেছেন শতকরা ১৮ জন। মাননীয় সভাপাল মহাশয়, ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে দার্জিলিংএ যে কনফারেন্স হয় তাতে যে সিদ্ধান্ত যে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছিল তার একটাও কি এঁরা পালন করেছেন? যদি পালন করতেন, যদি তার নির্দেশ পালন করবার পর বলতেন যে ৬০ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন সহজসাধ্য নয়, আমরা এখন স্যাচুরেশন পয়েন্টএ এসে গিয়েছি, আমরা আর করে উঠতে পারছি না, তিল ধারণের আর স্থান নাই, তাহলে না হয় একথায় মূল্য ছিল। কিন্তু তাঁরা সেই মিনিস্টারিয়াল কমিটির কথা অবহেলা করেছেন। তাঁদের কথা ছিল তদন্ত করতে হবে, যে লোন দেওয়া হয়েছে, যে ডোল দেওয়া হয়েছে, অন্যান্য যা সাহায্য করা হয়েছে তাতে পুনর্বাসন হয়েছে কিনা এবং সেটা ফলো আপ করতে হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন নির্দেশই কার্যকরী করা হয় নি। তাঁদের কথা ছিল স্টেট ডেভেলপমেন্ট বোর্ড কোয়ার্টার্লি বসবে, এবং বসে কাজের হিসাবনিকাশ করবে। কিন্তু কাজে কি এটা হয়েছে। আমি মনে করি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটা যদি এইরকমভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায়, বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করা যায় তাহলে শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এবং অর্থের অপব্যয় ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় পুনর্গঠনের ভিতর দিয়েই একমাত্র পুনর্বাসন সম্ভব, তা না হলে সম্ভব নয়। কিন্তু সেই বোর্ড কখনো বসেছিল কিনা কিম্বা কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিনা জনসাধারণ জানেন না। আমাদের ধারণা সেই বোর্ড বসে নি। এঁরা বলেছিলেন, ১৯৫৫ সালের মধ্যে যেসমস্ত পরিবার তাদের ১৯৫৫ সালের মধ্যেই পুনর্বাসন করতে হবে—এই নির্দেশ ছিল, কিন্তু তা করেছেন এঁরা ১৯৫৬ সালতো দূরের কথা, আজকে ১৯৫৭ সাল উত্তীর্ণ হতে চলল, এখন আমরা জানি শতকরা ৮০ জনের উপর লোক ক্যাম্পে আছে। ছয় মাসের মধ্যে ট্রানসিট ক্যাম্প থেকে সরিয়ে দিতে হবে এরকম কথা ছিল। তারপর, ইউনিয়ন বোর্ড স্কীমএর কথা। এই ইউনিয়ন বোর্ড স্কীমএ মাস্টারদের কত মাইনে দেওয়া হয়েছে? ইউনিয়ন বোর্ডএর প্রেসিডেন্টরা কোন কাজ করেছে কি? এই যে ইউনিয়ন বোর্ডএর প্রেসিডেন্ট এবং স্কুলমাস্টারদের মাইনে দিয়ে কাজ করানোর চেষ্টা এটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে—এরকমভাবে পরিকল্পনাহীনভাবে কাজে হাত দেবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ড স্কীমটা একেবারে অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছে। আজকে শিয়ালদা স্টেশনে আমরা যেসমস্ত লোক দেখতে পাই তারা এই স্কীম থেকে বঞ্চিত, এই স্কীম যে নিরর্থক হয়েছে এবং এজন্য কতগুলি টাকাও যে জলে গেল সেই কথা বলাই বাহুল্য। এতে বাংলাদেশের মুখ কলঙ্কিত হয়েছে। যারা বাকী থাকবে, যেমন ইনফারম, তাদের জন্য ইনফার্মারি করা হবে, সাইনবোর্ড দেওয়া হবে, এই হচ্ছে এই সরকারের কার্যের দৃষ্টান্ত। তারপরের কথা হল, এই সিদ্ধান্ত ছিল যে, ভ্যারাইটি অফ ওয়ার্ক, নানাপ্রকার কাজ সেখানে দেওয়া হবে। কিন্তু নানাপ্রকারের কাজের মধ্যে শুধুমাত্র ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পএ রেখে মাটি কাটার কাজ। মাটি কাটাই একমাত্র কাজ যে বিষয়ে আমাদের মাননীয় বন্ধু প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় এক্সপার্ট, তাঁর যে টেস্ট রিলিফ তাতে গ্রীষ্মকালে মাটি কাটা হয় আর বর্ষাকালে তা সব ধুয়ে যায়। এভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় হচ্ছে। এই সমস্ত ক্যাম্পে একটু প্রাইভেসি রক্ষার ব্যবস্থা নাই, যদিও এ সম্পর্কে আমরা বার বার বলেছি। সেখানে কোন মানুষের থাকা উচিত নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই সমস্ত জায়গায়, ধুবুলিয়া, কাশীপুর, কুপার্স ক্যাম্প ইত্যাদি জায়গায় মানুষের পর মানুষ, পরিবারের উপর পরিবার খোলা ঘরে পড়ে থাকে। গোপনতার কোন ব্যবস্থা নাই। কিছুমাত্র পারিবারিক গোপনীয়তার ব্যবস্থা নাই। এটাও কি আপনারা করতে পারেন না? সেখানে কথা ছিল টি-বি পেসেন্টদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা টি-বি পেসেন্টকে আপনারা বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছেন? একঘরে এক পরিবার

থেকে অন্য পরিবারে ছড়িয়ে পড়ে ক্যাম্পে ক্যাম্পে আজকে টি-বি দেখা দিয়েছে। সভাপাল মহাশয়, এর সম্বন্ধে আর বেশী দৃষ্টান্ত দিয়ে বলার সময় নাই। তবে একথা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারা যায়, এ'রা যেসব কথা দিয়েছিলেন বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রত্যেকটি অবহেলা করেছেন। তৎপরিবর্তে তাঁরা এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, ওটাকে অব্যবস্থা বলাই ভাল। তাহেরপুরে তারা পাঠিয়েছেন চার হাজার ব্যবসায়ী একটা গ্রামে, যার ফলে দুই হাজার বেশী লোক চলে এসেছে। আর বাকী দু হাজার কেন সেখানে আছে, কি ব্যবসা তারা সেখানে করে তদন্ত সাপেক্ষ। এই সমস্ত ব্যাপারেই আমরা দেখতে পাই, এ'রা এমন অকর্মণ্য যে কোন ব্যবস্থাই তারা করতে পারেন না। আজ তাঁরা বলছেন, বাংলার বাইরে পাঠাবেন। বাংলার বাইরে পাঠালে কি অবস্থা হয় তা আমরা দেখেছি। আসামের কথ বলি—আসাম তো বাড়ীর পাশে, সেই আসামে কিভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি, আপনি জানেন, এবং হয়ত কাগজেও পড়েছেন, নওগাঁ জেলা, গোয়ালপাড়া জেলা ক্যাম্পগুলি থেকে উদ্বাস্তুদের পুলিস দিয়ে সীমান্ত পার করে দেওয়া হয়েছে। হাতি দিয়ে ক্যাম্পগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। যদিও এই সভাকক্ষে এ নিয়ে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে তবুও কি এই সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রতিকার করা হয়েছে তাদের এভাবে সীমান্ত পার করিয়ে দেওয়ার জন্য বা তাদের পাট, ধান ওঅন্যান্য ফসল হাতি দিয়ে তচনচ করে দেওয়ার জন্য? আসাম সরকারকে বল্লে পর তাঁরা বলেন, আমরা জমি দিতে পারব না। ২০ বৎসরের লীজ ছাড়া আমরা বাড়ী করতে দিতে পারি না।

[9-20—9-30 a.m.]

লক্ষ লক্ষ একর খাস জমি আসাম গভর্নমেন্টের হাতে আছে। সেই জমিকে পুনর্বাসন দিলে পর সমস্ত বাংলায় এখন পর্যন্ত যে লোক আছে, তাদের পুনর্বাসন দেওয়া যায়—একমাত্র আসামে। একথা পূর্বেও আমি এ্যাসেম্বলীতে বলেছি। তখন গভর্নমেন্ট দায়িত্ব নেন নি। প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি—তিনিও দায়িত্ব নেন নি। তিনি বলেছিলেন—আমি জানি না। এই রকম দেখতে পাই—বেতিয়াতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ৪৭৫ জন পশ্চিম বাংলার লোককে ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বেতিয়ায় ডিসট্যান্স ভাঙ্গবার জন্য। যদিও এখনও তাদের ফিরিয়ে আনেন নাই। তারা তার পাঠাচ্ছে, টেলিগ্রাম করছে, তাদের যদি ফিরিয়ে আনা না হয়, তাহলে তারা অনশন করবে। উড়িষ্যার কয়েকটা দ্বীপের মত জায়গা করা হয়েছে যেখানে কোন বসতি নাই, কটক সহরের বাইরে দুটো স্থানে খালি জায়গায় নালা ও নর্দামার মধ্যে তারা পড়ে আছে। বাস্তুহারারা যদি নিজের দেশে নিজের জাতির ভেতর পশ্চিম বাংলারও সম্মান না পায়, বাংলা গভর্নমেন্ট যদি তাদের প্রতি—ব্যথা অনুভব না করেন, সম্মান না করেন, আমরা যতই ভারতীয় ঐক্যের কথা বলি না কেন, সেই রকম ঐক্য গড়তে এখনো দেরী আছে। এখন পর্যন্ত বাঙ্গালী হিসেবে, উড়িয়া হিসেবে, বিহার দেখতে পারে না। আসামে এখনো বাঙ্গাল খেদাও মুভমেন্ট চলছে, তারা বাঙ্গালীকে দেখতে পারে না। তারা যদি আজ আমাদের দেশে, আমাদের ঘরে সম্মান না পায়, তাহলে কি করে বাস্তুহারারা আসামে, উড়িষ্যায় সম্মান পাবে?

এই সময় একটা কথা না বললে অন্যায় হবে। সেটা হচ্ছে মুসলমানদের পুনর্বাসনের ব্যাপার। মুসলমান যারা পাকিস্তান থেকে ফিরে এসেছে, তারা এখনো বাড়ীঘর ফিরে পায় নি। তাদের বাড়ীঘর অমেরামত অবস্থায় থাকার দরুন ভেঙ্গেচুরে পড়ে যাচ্ছে। কোর্টে ডিগ্রী পেলেও তা জারী হচ্ছে না। এতে পশ্চিম বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা বিরোধের বীজ রয়ে যাচ্ছে। গভর্নমেন্টের কি উচিত নয় তাদের বিকল্প ব্যবস্থা করা, তাদের বাড়ীঘর মেরামত ক'রে ঠিক ক'রে রাখা? তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে। আমার কথা হচ্ছে—এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর যে অপব্যয়, তার ভেতর যে প্রবঞ্চনা, যে ঘুষ, তার কথা আমি আর না-ই তুললাম, সেটা সর্ববাদীসম্মত। অকল্যান্ড হাউসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বহু কথা উঠেছে। সে কথায় তাঁরা কান দেন না। তাঁরা বারবার বলেন কো-অপারেশন চাই অন্য পার্টির। কি কো-অপারেশন? মিনিস্টারের রিপোর্টে রয়েছে—আমরা হলুম এ ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড, পলিটিক্যাল পার্টি। আমি বলি—এটা অত্যন্ত গর্বের কথা, আমি শ্লাঘার সঙ্গে তা স্বীকার করি, আমাদের পার্টি ইন্টারেস্ট নিন, আমাদের পার্টি বাস্তুহারাদের সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত। তাদের সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট আজ ডিসইন্টারেস্টেড। কাজেই তাঁরা চান আমরাও তাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকি, ডিসইন্টারেস্টেড

থাকি। কিন্তু উই আর ইন্টারেস্টেড—এ কথা আমরা গর্বের সঙ্গে বলি। তারা বলেন—এই সমস্ত লোককে এক্সপ্লয়েট করা হচ্ছে। আমি চার্জ করি—কেন, গভর্নমেন্ট কি তাদের এক্সপ্লয়েট করেন নাই? কেন গভর্নমেন্ট তাদের আজও পুনর্বাসন দেন নাই? তা যদি দিতেন তাহলে এই ৪০ লক্ষ লোকের ৮ লক্ষ পরিবার গভর্নমেন্টের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকতেন, তাঁরা গভর্নমেন্টের পেছনে থাকতেন। তাঁরা যদি তাদের এক্সপ্লয়েট না করে থাকেন, তাহলে এটা তাদের ক্ষমাহীন অপরাধ। একথা বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না—তাঁরা এদের কোন দিন সাহচর্য নেন নাই। একটা এ্যাডভাইসরী কমিটি হয়েছে। তার নিয়ন্ত্রণে সামান্য কয়টি ট্রেনিং সেন্টার হয়েছে। আমরা চাই এই এ্যাডভাইসরী কমিটি আরো ব্যাপক হোক। আমরা চাই একটা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড করা হোক, আমরা চাই একটা হাই পাওয়ার করা হোক। তাতে চার-পাঁচজন মিনিস্টার থাকবেন—ইরিগেশন মিনিস্টার থাকবেন, ওয়ার্কস এ্যান্ড বিল্ডিংসএর মিনিস্টার থাকবেন, ইন্ডাস্ট্রিজ এ্যান্ড কমার্সএর মিনিস্টার থাকবেন, চীফ মিনিস্টার থাকবেন, রিলিফ মিনিস্টার থাকবেন। এইভাবে তাকে আরও ব্যাপক করা হোক। বাংলাদেশে পুনর্বাসনের আগে টেস্ট রিলিফএর সঙ্গে সমন্বয় করা হোক। এটা আমরা চাই। কিন্তু তা করা হয় নাই। আমি এই কথা বলতে চাই—এইভাবে যদি চেষ্টা করেন এবং আর একটা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি করেন তাহলে কাজ হতে পারে। নতুবা প্রফুল্লবাবু যে স্ট্যাটিস্টিকস দেন, তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস নাই। আমরা চাই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংএর জন্য ব্যাপকতর একটি কমিটি করা হোক। তাঁরা সিদ্ধান্ত করুন, তারপর যেন আমরা জানতে পারি যে তাঁরা জমি পান নি। দু লক্ষ বিঘা জমি তাঁরা স্বীকার করেছেন। সেই জমিতে—তাঁরা বলেছেন—বাধা আসে। এই বাধা আসতে পারে না যদি ওখানকার প্রজাদের সঙ্গে তাঁরা একটা ব্যবস্থা করেন। হয়ত বেশী সময় পেলে পর এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা যেতে পারে।

একটা গ্রামের যদি পাঁচ একর জমি ডেভেলপ করা হয়, তাহলে সেখানে ফলন দেড়া বাড়তে পারে। সেই গ্রামের লোকের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করা হবে এইভাবে যে আমরা এই যে ডেভেলপ করবো এর জন্য তোমাদের এতটা জমি ছাড়তে হবে। এ করা অসম্ভব নয়। সমস্ত পার্টির সহায়তা নিয়ে এটা করা যেতে পারে।

তারপর শেষ কথা হচ্ছে—সমস্ত লোকে ভুলতে পারে, কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না যে পূর্ববাংলার প্রত্যেকটি ঘরে অতীত বিপ্লবের জন্ম, আমরা ভুলতে পারি না মাস্টার সূর্য সেন ও তাঁর দলবলের কথা, আমরা ভুলতে পারি না সতীন সেনকে, আমরা ভুলতে পারি না পূর্ববাংলার যে বিপ্লবীমনোভাব ছিল, যা সমস্ত ভারতবর্ষকে এগিয়ে এনেছে, তার কথা। তার জন্য আমরা চাই না সেই বাঙ্গালীকে ভ্রাম্যমাণ ইহুদীর মত ওয়ান্ডারিং জুদের মত রেণু রেণু করে কেউ ছড়িয়ে দেয়। আমরা তা সহ্য করতে পারি না। বাংলার মার শীর্ণস্তনে যেটুকু রস আছে তা ধরে তারা আকড়ে আছে, যতক্ষণ কুলাবে তারা এখানে থাকবে। কারো সাধ্য নাই তাদের সরিয়ে দেয়। যতক্ষণ না গভর্নমেন্ট তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে স্যাচুরেশন পয়েন্ট এসেছে ততক্ষণ তারা ছাড়া পাবে না। সমস্ত ভারতবর্ষ তাদের ভুলতে পারে, আমরা বাঙ্গালী তাদের কিছুতেই ভুলতে পারি না। তারা আমাদের অস্থির অস্থি, একই মজ্জার মজ্জা, একথা আমরা ভুলতে পারি না। পশ্চিমবাংলার দুর্ভাগ্য—আমাদের ভাগ্য এমন একজন লোকের হাতে রয়েছে যার হৃদয় নাই, যার মমত্ববোধ নাই, যার বাঙ্গালী বিপ্লবী মনোভাবের প্রতি দরদ নাই, যিনি পূর্ব-বাংলার সম্মান দিতে জানেন না। আমাদের দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য বাংলার, তার হাতে গভর্নমেন্ট আছে। অন্য কোন গভর্নমেন্ট হলে পর এর ব্যবস্থা ঢের বেশী ভাল হতে পারতো।

Sj. Haridas Mitra:

মিঃ স্পীকার, স্যার, যে পূর্ববাংলার ত্যাগে এবং দুঃখে, আত্মোৎসর্গে ও আত্মবিসর্জনের ভেতর দিয়ে বর্তমান ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এসেছে......

Mr. Speaker: I know it is a very important subject but having regard to the importance of the number of speakers who are going to address this House, the Chief Whip has allotted time and I would request all of you on both sides of the House strictly to abide by the time-table. If each of the

honourable members wants two minutes more, then the debate will not end till long after 1 o'clock. I would request all honourable members strictly to follow the time-table.

Sj. Haridas Mitra:

সেই পূর্ববাংলার লোক আজ উম্বাস্তু হয়ে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় দলে দলে এসে হাজির হয়েছে। আমরা দেখেছি ভারতবর্ষ ভাগ হবার আগে কংগ্রেস সরকার তথা কংগ্রেসের নেতারা তখন বাংলাদেশের বিশেষ করে পূর্ববাংলার যাঁরা এম-এল-এ ছিলেন তাঁদের বলেছিলেন ভারতবর্ষের ভাগ মেনে নেবার জন্য। তখন তাঁরা যৌথ দায়িত্ব নিয়েছিলেন, যে দায়িত্বের কথা আজ অস্বীকার করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মহাশয় বলেছেন তাঁর এই পুস্তিকার মধ্যে কে দায়িত্ব দিয়েছিল, কে দায়িত্ব নিয়েছিল? আমি বলবো—নৈতিক দায়িত্ব ভারত সরকার নিয়েছিলেন। তার ফলে পূর্ববাংলার এম-এল-এ-রা ভোট দিয়েছিলেন এই ভাগ হবার জন্য। আজকে সেই দায়িত্ব এড়াবার জন্য এই চেষ্টার তীব্র প্রতবাদ করি। মনে আছে—১৫ই অগাস্ট তারিখে রেডিও মারফত ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন—আমরা পূর্ববাংলার মানুষের সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন আছি—

They are with us and will remain with us, whatever may happen, and we shall be sharers in their good and in their ill fortunes alike.

এই কথাতে পরিষ্কার নৈতিক দায়িত্বের স্বীকৃতি রয়েছে। স্বীকৃতি রয়েছে যে বাংলাদেশে এদের পুনর্বাসন ব্যবস্থার সাথে ভারত সরকারের দায়িত্ব আরো বেশী এদের উপর বর্তে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম, ভারতবর্ষের ভাগ করবার পরিকল্পনা হয়েছিল ১৯৪৭ সালের জুন মাসের পূর্বে ও নোয়াখালী দাঙ্গার পরে সেই পরিকল্পনার উপর কংগ্রেস নেতারা যখন সরকার গঠন করলেন, তখন এ সম্বন্ধে তাঁরা কোন স্কীম করলেন না।

[9-30—9-40 a.m.]

তাঁরা ভাবলেন না যে এইসব মানুষ পূর্ববাংলা থেকে চলে আসবে। তাঁরা ভাবলেন না যাদের ত্যাগ ও আত্মবিসর্জনে এই স্বাধীনতা গড়ে উঠেছে তারা যে ওখানে থাকতে পারবে না, তারা যে এই স্টেটএ বেশীর ভাগ লোক বাস করতে পারবে না যে স্টেটএ তার মর্যাদা নেই, যে স্টেটএ তার মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি নেই, তাদের জন্য তাঁরা কোন স্কীম করেন নি। আমরা দেখেছি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কোন স্কীম হয় নি। আমরা দেখেছি ১৯৪৬ সালের নোয়াখালির রায়টএর পরে পশ্চিমবাংলায় পূর্ববাংলা থেকে লোক আসতে আরম্ভ করেছে। আমাদের মন্ত্রীরা হয়ত ভেবেছিলেন সেই রাজা ক্যানুটএর মত সেই সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গকে তার হুকুমেই তিনি বন্ধ করে দেবেন, সেই তরঙ্গ বুঝি কূল ছাপিয়ে আসবে না, তাই ভেবেছিলেন তাঁরা ঐ পূর্ববাংলার উম্বাস্তুরা আর আসবে না। এই পুস্তিকায় প্রফুল্ল সেন মহাশয় বলেছেন যে এরা যে এত বেশী সংখ্যায় আসবে আমরা ভাবতে পারি নি, যদিও বা এসেছিল ভেবেছিলাম আবার তারা ফিরে যাবে। এ কোন দেউলিয়া চিন্তাধারা সরকার গঠন করেছেন? অসংখ্য দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন, জনসাধারণের ভোটে এখানে এসে বসেছেন, অথচ দায়িত্ব কাঁধে নেবার বেলায় সেই দেউলিয়া চিন্তাধারা দেখা যাচ্ছে। যারা আজকে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারতো, যারা বাংলা দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারতো, যারা নতুন জীবন দান করতে পারতো সমস্ত পশ্চিম-বাংলার আনডেভেলপড ইকনমিকে যারা ডেভেলপ করাতে পারতো, সেই পূর্ববাংলার সম্পদশীল মানুষের দল এখানে এসে পৌঁছল, তখন তাদের কাজে লাগাবার জন্যে, পশ্চিমবাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে, পশ্চিমবাংলার মঙ্গলের জন্যে, ভারত রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্যে, তাদের কাজে লাগান হল না। তারা হাটে ঘাটে, মাঠে, পথে প্রান্তরে, ঝড় জঙ্গলে তাদের জীবনের শেষ দিন গুণে যেতে আরম্ভ করলো। আমরা দেখেছি যে ১৯৫০ সালের আগে পর্যন্ত কোন প্ল্যান হয় নি, ১৯৫৪ সালে তারা প্রথম প্ল্যানএর কথা মনে করলেন, যখন প্ল্যানএর কথা তাঁরা মনে করলেন তখন অধিকাংশ উম্বাস্তু যাযাবর জাতিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। শেয়ালদা স্টেশন, হাওড়া স্টেশন পূতি গন্ধময় মানুষের অযোগ্য জায়গা হয়ে পড়েছে। তাই সেন্ট্রালএর মিনিস্টার টি টি কৃষ্ণমাচারী পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন যে ৮০ কোটি টাকা তোমরা খরচ করেছো কিন্তু

একজনকেও পুনর্বাসন দিতে পার নি। এই পুনর্বাসন দপ্তরের কথা আজকে নাই বললাম, সে বাজেট সেসনে আলোচনা করবো, এখানে অপব্যয় বঞ্চনায় সমস্ত ভর্তি হয়ে গিয়েছে, চারিধারে চুরী চলেছে, পুকুর চুরীর মত অবস্থা হয়েছে, যে কথা অকল্যান্ড হাউসএর নাম বললে মানুষ শিউরে ওঠে, কৃষ্ণমাচারীর সেই কথা আমরাও বলবো যে আপনারা কাউকে পুনর্বাসন দিতে পারেন নি যদিও ৮০ কোটি টাকা আপনারা সরকার থেকে পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে জার্মানী, কোরিয়া, পেলেস্টাইন ঐসব জায়গাতে দেশ ভাগ হয়ে গিয়েছে। জার্মানীতে পনর্বসতির একটা এমন অবস্থায় এসেছে সেখানে তারা প্ল্যানিং করে সরকার প্রপার ডেভেলপমেন্ট করে পুনর্বসতি করেছে, প্যালেস্টাইনএ হয়েছে, কোরিয়াতে হয়েছে, সেখানে কি উদ্বাস্তু সমস্যা নেই। কিন্তু এখানে আজকে উদ্বাস্তু সমস্যা সমস্ত পশ্চিমবাংলাকে ছেঁকে ফেলেছে সেই ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ১০ বৎসর ধরে পুনর্বাসন ডেভেলপমেন্ট বাঙলিং আফটার বাঙলিং করে চলেছে। এই বাঙলিংএর যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত একটি মানুষও পুনর্বাসন পাবেন না। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় পরিষ্কার স্বীকার করেছেন যে ১৯ লক্ষ ৭৫ হাজার লোকের কিছু কিছু রিহ্যাবিলিটেশনএর সাহায্য করতে পেরেছেন এবং এদের যে সাহায্য তারা করেছেন তাতে বর্তমানে এদের যে আয় দাঁড়িয়েছে সেটা মাসে চৌদ্দ টাকা ছয় আনা। আর পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের ইনকাম ২৪ টাকা ৩ আনা। আপনারা ত আত্মম্ভরিতা করছেন, পশ্চিমবাংলায় মন্ত্রীমহাশয় তিনি আত্মম্ভরিতা করছেন, আত্মতুষ্টির মনোভাব নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন যে বোধহয় পুনর্বাসনের বহু ব্যবস্থা তিনি করে ফেলেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে এই চৌদ্দ টাকা ছয় আনা একটা মানুষের ক'দিন চলতে পারে। যেখানে আজকে সাধারণভাবে অন্ততঃ ৩০ টাকা না হলেও সরকারী হিসাবে ২৪ টাকা তিন আনাও যেখানে প্রতি মানুষের আয় আছে যাতে মানুষ চালাতে পারে না সেখানে কেমন করে মানুষ এত কম আয়ের উপর চলবে। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ক্যাম্পএ তিন লক্ষ লোক আছে। আমি বলবো এই তিন লক্ষ লোক বিগত দিনে পূর্ববাংলায় সম্পদ সৃষ্টি করেছিল। এই তিন লক্ষ লোক, কামার কুমর, জোলা তাঁতি, এই তিন লক্ষ লোকের মধ্যে শিল্পীর নব জন্ম লাভ হয়েছিল, এই তিন লক্ষ লোকের মাধ্যমে তারা দেশে সোনার ফসলে ভরিয়ে তুলেছিল, একদিন বরিশাল গ্রেনারী অব বেঙ্গল হয়েছিল তা এদেরই চেষ্টায়। সেই তিন লক্ষ লোকের যদি প্রপারলি সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়া যেত তাহলে আজকে অন্তত আমাদের দেশে যে ১২ লক্ষ টন খাদ্যের ঘাটতি হয়েছে সেই খাদ্যের সমস্যার খানিকটা সমাধান এরা করতে পারতো। এদের বলিষ্ঠ বাহু একদিন সোণার ফসল ফলিয়ে দিয়েছিল। পশ্চিমবাংলার এই যে আনডেভেলপড ইকনমি এই আনডেপেলপড ইকনমিতে এরা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারতো, এদের যদি প্রথম থেকে প্ল্যানিংএর মধ্যে নিয়ে যাওয়া হতো। ক্যাম্পএ তিন লক্ষ মানুষকে আজ ছয়-সাত বৎসর ধরে বসিয়ে খাইয়ে খাইয়ে তাদের অকর্মণ্য করে দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে লেথার্জী এসে গিয়েছে, কুঁড়েমি এসে গিয়েছে। আজকে যদি বলা যায় যে এদের অনেকে কাজ করতে চায় না ত হলে সে দায়িত্ব, সে দোষ করেও সম্পূর্ণ দোষ যাঁরা তাদের বসিয়ে বসিয়ে খাইয়েছেন, যারা তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন নি, যারা তাদের জন্য কোন প্ল্যানিং করেন নি, যারা জমির ব্যবস্থা করেন নি, যারা ছোট শিল্প গড়ে তোলেন নি। দার্জিলিংএ কনফারেন্স হয়েছে, এর আগের কনফারেন্স যা ১৯৫৫ সালে হয়েছিল সেখানে একটা নতুন কথা সর্বপ্রথম এসেছিল যে জমি স্যাচুরেশন পয়েন্টএ এসে গিয়েছে কিনা পশ্চিমবাংলায় এবং তারই জন্যে সেখানে আরো কতকগুলি সাজেসশনএর মধ্যে ডেভেলপমেন্ট বোর্ডএর কথা ছিল এবং ১৯৫৫ সালের মধ্যে সমগ্র পুনর্বাসন শেষ করতে হবে এমন কথাও আমরা সেখানে পেয়েছিলাম, কিন্তু এবার যে দার্জিলিংএর কনফারেন্স এ আগের থেকে যড়যন্ত্র করে দার্জিলিংএর শৈলশিখরে বসে, পশ্চিমবাংলার মানুষের চোখের বাইরে বসে, এই কনফারেন্স হয়েছে এবং এই কনফারেন্সএ প্রথম কথাই বলা হয়েছে যে যারা ক্যাম্পএ রয়েছে এদের পশ্চিমবাংলার বাইরে বের করে দিতে হবে কারণ পশ্চিমবাংলায় আজকে জমি নেই, স্যাচুরেশন পয়েন্টএ এসে গিয়েছে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই যে একটা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি হয়েছিল এবং সেই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির বেসিসএ একটা মিনিস্টারিয়েল কমিটি হয়েছিল, তাদের রিপোর্ট ছাপিয়েছিলেন ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে। সেই মিনিস্টারিয়েল কমিটির রিপোর্টএ পরিষ্কার বলা আছে যে,

যেসমস্ত উদ্বাস্তুরা এই পশ্চিমবাংলায় এসেছে তাদের এই পশ্চিমবাংলাতেই পুনর্বাসন করা সম্ভব। এই মিনিস্টারিয়েল কমিটির মধ্যে ডাক্তার রায় ছিলেন, বর্তমানে যিনি কমিশনার আছেন মিঃ রায় চৌধুরী তিনিও তাঁর সেক্রেটারী ছিলেন। সেই কমিটির রিপোর্ট আমরা পড়ে দেখেছি যে তাতে পরিষ্কার এই কথা বলা আছে। তার আগে অর্থাৎ এই মিনিস্টারিয়েল কমিটির আগেও ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির আগে এইচ, এস, এম, ইশাখএর কমিটি হয়েছিল ১৯৪৬এর জুন মাসে, সেই কমিটির রিপোর্ট আমরা পড়ে দেখেছি, সেই কমিটির কাজ ছিল ল্যান্ড টু ল্যান্ড প্লট বের করা এবং সেই প্লট অনুযায়ী বাংলাদেশে কত জমি আছে, কত চাষী আছে, পার ক্যাপিটা কত জমি দিতে পারা যাবে তার হিসাব তাতে দেওয়া হয়েছিল। আমরা জানি ইশাখ কমিটি ১৯৪৬এ হয়েছে এবং তারপরে দেশ বিভক্ত হয়েছে।

ইশাক কমিটি ১৯৪৬ সালের জুন মাসে হয়েছিল। ইশাক কমিটি যে কথা বলেছিলেন, সেই ইশাক কমিটির রিপোর্টে যে ১৪টি জেলা পশ্চিমবাংলায় রয়েছে সেই দিক থেকে আমরা দাবী করছি যে সেই ইশাক কমিটির রিপোর্ট পুনর্মুদ্রিত করে দেওয়া হউক, দেখবো যদি তা থেকে আমরা কোন সাজেসশন পশ্চিমবাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে দিতে পারি।

[9-40—9-50 a.m.]

মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ৫·৭৮ লাখ একর অনাবাদী জমি পশ্চিমবাংলায় রয়েছে। তার মধ্যে দুই লাখ একর জমি রিফিউজীরা ইতিপূর্বেই দখল করেছে। বাকী থাকে ৩·৭৮ লাখ একর পতিত জমি। ক্যাম্প রিফিউজী যদি তিন লাখ হয় এবং প্রতি রিফিউজী ফ্যামিলিতে যদি চার জন করে লোক ধরা যায় তাহলে এক লাখের কম ফ্যামিলির জন্য সেই অনাবাদী পোনে চার লাখ একর জমি যদি দেওয়া যায় তাহলে প্রতি ফ্যামিলির জন্য বার বিঘা করে জমি হচ্ছে। মন্ত্রী মহাশয়ের সংখ্যাতত্ত্ব থেকেই এটা আমি দেখাচ্ছি। কারণ অনাবাদী জমিকে তিনি একেবারে ফেলে দিচ্ছেন। আমার কথা হচ্ছে যে সরকার প্রতি কৃষক পরিবারকে পাঁচ বিঘা মাত্র জমি দিতে চান, আমি সেখানে ডবলের বেশী জমি দেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলছি স্কীম করতে হবে এবং অনাবাদী জমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের উপযোগী করতে হবে, সেচের উপযোগী করতে হবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি না যাই, নতুন সমাজ গড়বার আদর্শ নিয়ে যদি না যাই, শুধু পুঁজিপতিদের সঙ্গে মেলামেশা করবার আদর্শ নিয়ে যদি চলা যায়, তাহলে সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আসবে না। শুধু যদি বলি সোস্যালিস্ট প্যাটার্ন অব সোসাইটি করব তাহলে সেই সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ন অব সোসাইটি হবে না। দণ্ডকারণ্যের কথা বলা হয়েছে, পশ্চিমবাংলা থেকে দূরে, অনেক দূরে ৩টা রাজ্য নিয়ে সেই যে দণ্ডকারণ্য তারজন্য দার্জিলিং কনফারেন্সে, বলা হয়েছে যে ১০০ কোটি টাকা খরচ লাগবে। আর সেটাও যে ক বছরে হবে তার স্থিরতা নেই। আমরা বলি যে ১০০ কোটি টাকার অনেক কম খরচে এই পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা করলে পর তাতে পশ্চিমবাংলার সম্পদ বাড়বে, পশ্চিমবাংলার আন্ডারডেভেলপড ইকনমি কমে গিয়ে ডেভেলপমেন্ট হবে, এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় নতুন মানুষ গড়ে ওঠবার সুযোগ আসবে। তাতে সমগ্র পশ্চিমবাংলার সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে। এই পরিকল্পনা আজকে গ্রহণ করতে হবে। যে মানুষ বাহিরে যাবে না, তাকে জোর কোরে তার উপর প্রেসার দিয়ে, ডোল বন্ধ কোরে দিয়ে, বাহিরে পাঠানর ব্যবস্থায় আমরা অত্যন্ত আপত্তি করি।

এবার আসামের কথায় আসি। যদি দেখা যায় পশ্চিমবাংলার কোন রকমে হচ্ছে না তাহলে ত পাশে আছে আসাম—সেই আসামে যেখানে মাত্র ৯০ লক্ষ বাস করে, আবার সেই ৯০ লক্ষ লোকের মধ্যেই ৩৬ লক্ষ লোক পূর্ববাংলা থেকে গিয়ে আসামে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, সেখানে ত অনেক স্থান আছে। ১৯৪৯-৫০ সালে আসাম গভর্নমেন্ট কায়তী কমিশন বলে কমিশন বসিয়েছিলেন, সেই কমিশন হিসাব দেখিয়েছেন যে সেখানে পতিত জমি প্রায় ১১ লক্ষ ১৬ হাজার একর রয়েছে। তার উপরে চারণভূমি বাবত আরও ৪;২৪ লক্ষ একর জমি সেখানে রয়েছে। মোটামুটি আসামে ১৮০ লক্ষ একর জমি রয়েছে। এই আসামে যদি ১০ বিঘা করে জমি প্রতি উদ্বাস্তু পরিবারকে দেওয়া যায় তাহলে ৬০ লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবার শুধু আসামেই

বসতে পারে। সেই ব্যবস্থা আমাদের সরকারের করা উচিত। ত্রিপুরায়ও কি আর লোক বসান যেতে পারে না? পাঞ্জাবে ৯ লক্ষ উম্বাস্তুর জন্য ৩৫০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, আর এখানে ১১·৭৫ লক্ষ অর্থাৎ পৌনে কুড়ি লক্ষ লোকের জন্য ৪০ কোটি টাকা খরচ করেছেন দেখাচ্ছেন। এ ছাড়া আরও বাংলার উপরে যে অবিচার তারজন্য বাংলা সরকার চাপ দিতে পারেন না? উম্বাস্তু পরিকল্পনার জন্য যে ১১৩ কোটি টাকা এবার ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে চেয়েছিলেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে তার মধ্যে ৬৬ কোটি টাকা দিয়েছেন সেজন্য কেন ডাঃ রায় এই এ্যাসেম্বলীর অধিবেশন ডাকেন নি? কেন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেন নি? কেন বলেন নি আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন। আমরা সেন্টারের উপর চাপ দিই যাতে ১১৩ কোটি টাকা পেতে পারি? কেন সেই ৬৬ কোটি টাকা পেয়ে গভর্নমেন্ট বাইরে উম্বাস্তুদের পাঠিয়েছিলেন একটা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি তৈরী না কোরে? এ সমস্ত কাজ করা চলবে না। বিহারে যে নিয়েছিলেন —আমি নিজে বেতিয়ায় গিয়ে দেখে এসেছি—সেখানে যে প্রকার ট্রান্সিট ক্যাম্প রয়েছে তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, অত্যন্ত শোচনীয়। বাংলাদেশে যে রকম টেন্ট আছে সেখানেও সেই রকম টেন্ট আছে, কিন্তু সেগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অবশ্য কিছু সেখানে টিনের ঘর তৈরী করেছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব এই টেন্টএর ব্যবস্থা তুলে দিন, কারণ টেন্টএর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা জুয়াচুরি হয়।

[At this stage the member having reached his time-limit resumed his seat]

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহোদয়! আজ ১০ বছর ধরে উম্বাস্তু সমস্যা পশ্চিম বাংলার উপর গুরুভার সৃষ্টি করেছে। সরকার উম্বাস্তুদের জন্য যদি সুষ্ঠু পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন তাহলে আজ পশ্চিমবাংলার শাসন ধারার সাথে এই উম্বাস্তু সমস্যা যেভাবে বিজড়িত হয়ে পড়েছে যেভাবে তাদের অর্থনৈতিক জীবন ক্ষীণ হয়ে পড়ছে, যেভাবে বাংলার অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে পড়ছে, তা নিশ্চয় হত না। ভারত সরকারের কাছে যে কোটি কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে ১০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে। সেই টাকায় যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা হত তবে সেই টাকার দ্বারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার অনেক সমাধান করা যেত। আজ উম্বাস্তুদের মধ্যে বেকার সমস্যা, যক্ষ্মা এবং নানা রকম সমস্যা প্রবল হওয়ায় তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তারা বাংলা দেশের উপর বিশেষ দৌর্বল্য নিয়ে এসেছে। কাজেই সেদিকে আমি বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে একমত যে পশ্চিম পাঞ্জাবের মত সেখান থেকে পূর্ব পাঞ্জাবে সমস্ত উম্বাস্তু যেমন একসঙ্গে চলে এসেছে পূর্ববঙ্গ থেকে যদি সেইভাবে লোক আসত তাহলে পশ্চিমবাংলার অবস্থা আরও যে শোচনীয় হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে সংখ্যায় উম্বাস্তুরা বারে বারে এসেছে ঠিক সেইভাবে যদি ভারত সরকার তাদের সাহায্যের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ কোরে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতেন তাহলে নিশ্চয় আজ এই দুরবস্থা ঘটত না। উম্বাস্তু আগমন ও তাদের জন্য পুনর্বাসনের পরিকল্পনা চারটা পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। (১) দেশ বিভাগের পর থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কোন রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নি। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সামান্য ডোল এবং পুনর্বসতির জন্য কিছু লোনএর ব্যবস্থা করা হয়েছে। (২) ১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হয়েছে। সেই সুপারিশে পুনর্বাসন সমস্যার একটা সামগ্রিক ভিত্তিতে দেখাবার প্রচেষ্টা করা হয়। সেই সমস্ত সুপারিশ কার্যে পরিণত করতে পারলে উম্বাস্তুদের দুঃখ দুর্দশা অনেক কমে যেত। (৩) ১৯৫৫ সালে দার্জিলিং সম্মেলন হয়, তাতে মন্ত্রীরা অবস্থা রূপায়িত করবার কোন কার্যকরী পন্থা গ্রহণ না কোরে তার বিরোধী কিছু গৃহীত হল যে পুনর্বাসনের সুযোগে অনেক কড়াকড়ি করা হবে। (৪) গত অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় দার্জিলিং সম্মেলনে আরও নতুন নীতি গ্রহণ করা হল —আরও কড়াকড়ি করা হবে এইভাবে মন্ত্রীদের কমিটি বার বার উম্বাস্তু সমস্যা নিয়ে একবার কতকগুলি নীতি গ্রহণ করেছেন, আবার পরের সম্মেলনে সেগুলি নাকচ কোরেছেন এবং পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে উম্বাস্তুদের শীঘ্র শীঘ্র পুনর্বাসন করে দেবেন এবং যতশীঘ্র সম্ভব ক্যাম্প তুলে দেবেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পার্লামেন্টে বক্তৃতায় বললেন যে উম্বাস্তুরা যে অনবরত পূর্ববঙ্গ থেকে আসবে আর তাদের পুনর্বাসনের জন্য আমরা চিরকাল কি দায়ী থাকব?

[9-50—10 a.m.]

হরিদাসবাবু যে কথা বলেছেন যে বাস্তবিকই পণ্ডিত নেহরু দেশ বিভাগের সময় বলেছিলেন 'দে আর অব আস', সে কথা তিনি কি করে ভুলে গেলেন। পূর্ববাংলা একটা সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। সেখানে তাদের থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কাজেই যতদিন সম্ভব তারা সেখানে থাকে এবং যখন জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে তখন তাদের সেখান থেকে আসতে হয়। কাজেই সে দায়িত্ব ভারত গভর্নমেন্টের, পণ্ডিত নেহেরু দেশ বিভাগের সময় গ্রহণ করেছিলেন, সে দায়িত্ব আজকে তাঁর যখন জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে তখন তাদের সেখান থেকে আসতে হয়। কাজেই সে দায়িত্ব ভারত পুনর্বসতি দিয়েছেন তা হচ্ছে ৭২,০০০ কৃষক ফ্যামিলী, আর ৪৩,০০০ কৃষককে তারা দিতে পাচ্ছেন না। আমরা দেখছি মন্ত্রী কমিটির যে রিপোর্ট রয়েছে তা এই স্টেটএ ভেস্ট করার ফলে এখানে প্রায় এক লক্ষ ৬০ হাজার একর জমি

Districts of Midnapore, Bankura, Birbhum, Burdwan.

এ তারা পেয়েছেন। কিন্তু তারা বলেছেন লেটারাইট জমি বলে একশত কোটি টাকা খরচা করে পুনর্বাসনের জন্য স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় যেসমস্ত জমি পাওয়া গেছে এবং মন্ত্রী কমিটির যে রিপোর্ট রয়েছে সে ৫·৭৮ লক্ষ একর জমি পাওয়া গেছে এবং তার মধ্যে ২ লক্ষ একর জমি উদ্বাস্তুরা গ্রহণ করেছে, বাকি জমি যেসমস্ত আছে তাতে যদি এই উদ্বাস্তুদের বসানো যায়, কৃষকদের বসানো যায়, ১০ বিঘা করে জমি দিলে আরও ৭০ হাজার পরিবারকে বসানো যাবে। দণ্ডকারণ্যের যে স্কীম তাতে যথেষ্ট টাকা খরচ হবে। হয়ত সেখানে এরকমই কঙ্করময়, জঙ্গলময়, পাহাড়ময়, জমি হবে এবং সেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে সরকারের নিশ্চয় অনেক টাকা খরচ হবে। এই গভর্নমেন্ট চাচ্ছেন ৬০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় সেখানে ১১৩ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছিল কিন্তু তা থেকে কমিয়ে মাত্র ৬০ কোটি টাকা তারা পাচ্ছেন। তারা ৬৬ কোটি টাকা চাচ্ছেন এবং আমাদের গভর্নমেন্ট ৬০ কোটি টাকা পাচ্ছেন? সেদিক থেকে ভারত গভর্নমেন্টের কাছে পুনর্বাসনের জন্য আরও বেশী টাকা নিশ্চয় চাইতে হবে। বরং এই কথা তাদের বলতে হবে যে দণ্ডকারণ্যে যে স্কীম তাতে যে টাকা খরচ হবে এবং তাতে যে সমস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে তার বদলে পশ্চিমবাংলায় যেসমস্ত অনুর্বর এবং জলা জমি আছে সেগুলিকে আরও বেশী করে উন্নয়ন করে তাতে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে? আজকে পুনর্বসতি সমস্যা যে স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, আপনারা বলছেন অনেক জায়গায় শিল্প প্রতিষ্ঠান করতে চান। আমি সম্প্রতি তাহেরপুরের যে খবর জানি সেখানে স্পিনিং মিল করবার কথা হয়েছিল কিন্তু সেই স্পিনিং মিলএর ভার দেওয়া হয়েছিল ধনী [illegible] উপর। তারা সেখানেই মিল বা কল প্রতিষ্ঠা করুন না কেন তাদের সবসময় লক্ষ্য থাকবে তারা যাতে বেশী করে শোষণ করতে পারেন। সেদিকেই তারা লক্ষ্য রাখবেন। কাজেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, অর্থনৈতিক পুনর্বাসন নীতি যদি কতকগুলি ধনীর উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কোন মতেই উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হবে না। সেজন্য আমি বলছি সেটা সরকারকে গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারের নীতির দ্বারা সোট করতে হবে। এ্যাডভাইসরী কমিটি হয়েছে। সকলে মিলে যা চেয়েছিল, এ্যাডভাইজরি কমিটি মাত্র একবার আহ্বান করা হয়েছে এবং তার কাছে এ পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা দেওয়া হয় নাই। অথচ আমি বুঝতে পারছি না সরকার এই এ্যাডভাইজরি কমিটি কেন করলেন। এ্যাডভাইজরী কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। সহযোগিতা করতে হবে। সরকারের কাছে আমরা সে দাবী করেছিলাম নিশ্চয়ই তারা তা শুনবেন।

Sj. Jatindra Chandra Chakraborty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে যে সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলছে সেটা বাংলাদেশের ও বাঙ্গালী জাতির সামনে অন্যতম গুরুতর কঠিনতম সমস্যা। গত ১০ বছরে এই সমস্যার সমাধান হল না। বাঙ্গালী জাতির একটা বিরাট অংশ আজ ১০ বছর ধরে তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যারা জাতির সম্পদ হতে পারতো আজ কুৎসিত অপচয়ের মধ্য দিয়ে তাদের সমাধি রচনা হচ্ছে। বার বার আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, সন্দেহ জেগেছে যে বাংলাদেশের অন্যান্য সমস্যার যেমন কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে সমাধান করা হচ্ছে না, তেমনি এই সমস্যাকে জিইয়ে রাখার

জন্য একটা প্রচেষ্টা চলছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই চক্রান্তের অংশীদার। তা যদি না হয় পাঞ্জাবের যে সমস্ত উদ্বাস্তু তাদের সঙ্গে যদি তুলনা করি তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে এইরকম বৈষম্যমূলক আচরণ দেখি কেন? আমি কয়েকটা তথ্য আপনার সামনে উপস্থিত করছি গভর্নমেন্ট পাবলিকেশন 'ইন্ডিয়া—১৯৫৭' থেকে সেগুলি যোগাড় করেছি। পাঞ্জাবের রিফিউজীর সংখ্যা হচ্ছে ৪৭·২০ লক্ষ, আর ইস্টবেঙ্গলের রিফিউজীর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৪০ লক্ষের মত। আমাদের এই তথ্যে দেওয়া হয়েছে যে ৪১ লক্ষ। কিন্তু কোটির হিসাবে আমরা দেখি যে 'গ্রান্ট' ১৯৫৬-৫৭ সালে পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য যেখানে দেওয়া হয়েছে ৪৮·৯১ কোটি টাকা সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য দেওয়া হয়েছে ৭৫·৩৮ কোটি টাকা। 'খয়রাতী সাহায্য' পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের প্রায় দ্বিগুণের বেশী দেওয়া হয়েছে, অথচ যেখানে 'লোন' দেবার কথা সেখানে দেখছি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ২৭·৬১ কোটি এবং পাঞ্জাবের জন্য ২৫·৬২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। যে টাকা আদায় করা হবে সেখানে বাংলায় উদ্বাস্তুদের বেশী দেওয়া হচ্ছে। 'হাউসিং'এর জন্য যেখানে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ২৮·৭৬ কোটি টাকা সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৫৯·৫৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, 'কম্পেনসেশন' বাংলাকে 'নিল', কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ৫৬·১২ কোটি টাকা 'এ্যাডজাস্টমেন্ট মেড ফর পেমেন্ট অব কমপেনসেশন' বাংলার ক্ষেত্রে 'নিল' কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে দেখছি ১৪·৮২ কোটি টাকা। এমনি করে যদি আমরা সব টাকা যোগ দিই তাহলে দেখতে পাই যে ৩৪৫ কোটি টাকা মোট খরচ হয়েছে—তার মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় সমানসংখ্যক উদ্বাস্তুদের জন্য যেখানে ১০৮·২৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য খরচ হয়েছে ২৩৬·৮৮ কোটি টাকা। দ্বিতীয়তঃ আমরা জানি যে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কতখানি প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনি জানেন, স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের যে পুনর্বাসন দপ্তর আছে তারা বাংলার উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে কতখানি উদাসীন। আমি কয়েকটা উদাহরণ আপনার কাছে দিতে চাই। ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৪ সালে ডাঃ রায় তাঁর বাড়ীতে একটা সম্মেলন ডেকেছিলেন বিভিন্ন শিল্পপতিদের নিয়ে। সেখানে তদানীন্তন যিনি মন্ত্রী ছিলেন মিসেস রেণুকা রায়, বর্তমানে যিনি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মিঃ খান্না এবং তখন যিনি রিহ্যাবিলিটেসন ডাইরেক্টর ছিলেন মিঃ হিরণ্ময় ব্যানার্জী মহাশয় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ডাঃ রায় প্রস্তাব করেছিলেন যে রিফিউজীদের কাজ দেওয়া হবে এই উদ্দেশ্যে কোনও কারখানা বা শিল্প কোনও শিল্পপতি গড়ে তুলতে এগিয়ে আসেন তাহলে যত লোককে কাজ দেওয়া হবে সেই হিসাবে মাথাপিছু প্রায় আড়াই হাজার তিন হাজার করে টাকা দেওয়া হবে সেই সমস্ত শিল্পপতিদের কিম্বা যে টাকা 'টোটাল ইনভেস্টমেন্ট' হবে তার শতকরা ৫০ ভাগ দেওয়া হবে।

[10—10-10 a.m.]

এইরকম প্রায় ২০০টি স্কীম নিয়ে শিল্পপতিরা এগিয়ে এসেছিলেন এবং সেই স্কীমগুলি দাখিল করেছিলেন। তদানীন্তন এ্যাডভাইসর শ্রী ডি এন গাঙ্গুলী এবং তাঁর অধীনস্থ প্ল্যানিং অফিসার শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় ব্যানার্জী যাতে পুনর্বাসন তাড়াতাড়ি হয় তারজন্য এই স্কীমগুলি মঞ্জুর করে দিয়েছিলেন। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ কমিটি- যাতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরাও আছেন—কলকাতায় এবং নয়াদিল্লীতে যে বৈঠক হয় তাতে সেই প্ল্যানগুলি মঞ্জুর করা হয়। আমি শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি যে, তারমধ্যে কয়েকটা স্কীম মাত্র অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য চালু করা হয়েছে। এর কারণ কি তার জবাব আজকে আমরা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে চাই। ১৯৫৩ সালে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ ৫৩ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ফেরত গিয়েছে এবং ১৯৫৪ সালে ৫ কোটি টাকা ফেরত গিয়েছে। যদি উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকার সত্যসত্যই উদাসীন না হতেন তাহলে এই স্কীমগুলি কার্যকরী করে বহুলাংশে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন করা যেত। আমরা জানি, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। এই বৈষম্যমূলক আচরণ আজকেও চলছে। পশ্চিম বাংলার একমাত্র আই-সি-এস অফিসার শ্রী এ বি চাটার্জী কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরে ছিলেন—তিনি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ফলে এই দপ্তর থেকে অপসারিত হয়েছেন। এইসব কারণে আজকে পুনর্বাসন ব্যাপারে যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের

মন্ত্রী আছেন তার উইথড্রয়্যাল আমি দাবী করি। আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি—আমার এই দাবী সমর্থন করতে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এর উপর আজকে বাংলাদেশের কংগ্রেস কর্তাদের পক্ষ থেকেও চক্রান্ত ও কারচুপি চালান হচ্ছে।

[Dr. Radha Krishna Pal said something which was inaudible]

Mr. Speaker: You should have respect for every member. Each person has his own way of delivery and so it should not be the subject-matter of criticism.

Sj. Jatindra Chandra Chakraborty:

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আজ সুপরিকল্পিতভাবে চক্রান্ত চলছে। ইস্টবেঙ্গল রিফিউজীরা যারা পলিটিক্যালি মোর কন্সাস কিন্তু আজ যারা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে পড়েছে—যারা গত নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে তাদের পলিটিক্যালি ভিকটিমাইজ করবার জন্য এবং তারা যাতে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির শক্তি বৃদ্ধি না করে তার জন্য কংগ্রেসের মধ্যে থেকে আজকে চক্রান্ত চলছে—যার ক্লাইম্যাক্স আমরা দেখেছি দার্জিলিং সম্মেলনে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা জানি আমাদের যিনি পুনর্বাসনমন্ত্রী তিনি ওভারবার্ডেনড—তিনি দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর নিয়ে আছেন। বর্তমানে আমাদের খাদ্য সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। হয়ত সেদিকে নজর দিতে গিয়ে অকল্যান্ড হাউসএর করাপট্ অফিসারদের উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এ সম্পর্কে অর্থাৎ করাপশনএর ব্যাপারে অনেক তথ্য আমার হাতে আছে—যেসমস্ত তথ্য আমি আগামী বাজেট অধিবেশনে ছাড়বো। শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ রায়ের কল্যাণে একজনকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ, ডি, খান এবং জীবন চ্যাটার্জি প্রভৃতির কথা আমি পরে বলব। এখানে শুধু শ্রীঅধীর দের বৃদ্ধা মাতা—তিনি ২৪শে আগস্ট তারিখে আমাদের পুনর্বাসন মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন এ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য, বিবেচনা করার জন্য—করাপশন সম্বন্ধে আমি এখানে নাই বললাম—এটুকু শুধু বলব যে, অধীর দের মাতা তাঁর কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, যে ডিম্যান্ড জানিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে আমাদের পুনর্বাসন মন্ত্রী কোনই ব্যবস্থা করেন নি। দ্বিতীয়তঃ এই করাপট অফিসারদের সম্বন্ধে এখানে কিছু বলেও লাভ নেই, কারণ আমরা জানি—একজন অফিসার স্বর্গতঃ নিখিল সেন এফিডেভিট করে বলেছেন যে গত বাজেট অধিবেশনে তার সম্পর্কে সমালোচনার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নি। তারপর এই সরকারের মাড়োয়ারী প্রীতির কথা সবাই জানে। আজকে বাংলাদেশে পুনর্বাসনের কাজ কিভাবে ব্যাহত হচ্ছে এই প্রসঙ্গে সেটা আমি একটু দেখাতে চাই। বিড়লার টেক্সমাকোর কাছে ৩০০ রিফিউজী নিজেদের চেষ্টায় যে বাড়ী তৈরী করেছে সেগুলি ঐ কোম্পানীর পক্ষ থেকে দখল করবার চেষ্টা হচ্ছে। টাগোর পার্কএর কাছে, পোদ্দারনগরে ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করে ২০ বিঘা জমির উপর যে বাড়ী তৈরী করা হয়েছে—সে জায়গায় মালিক এখানে আছেন—তিনি তখন এই সর্তে রাজী হয়েছিলেন যে, তাঁর আরও যে ২০০ বিঘা জমি উদ্বাস্তুরা দখল করে আছে উদ্বাস্তুদের সে জায়গা থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। কিন্তু, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ২০০ বিঘা জমি থেকে আজকে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করা যায় না এটা এই সরকার ভাল করেই জানতেন। সুতরাং ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরী করা বাড়ী ঐ মালিকের কুক্ষিগত হয়ে পড়বে, এবং এই জমির মালিক আমরা জানি শ্রীআনন্দীলাল পোদ্দার মহাশয়।

Mr. Speaker: I cannot hear you nor can I see you anymore.

Sj. Bijoy Singh Nahar

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, উদ্বাস্তু সমস্যা শুধু বাংলাদেশের সমস্যাই নয়, এটা সমস্ত ভারতবর্ষের বিরাট সমস্যা। এই সমস্যার যতদিন সমাধান না হয় ততদিন বাংলাদেশের সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক কাঠামো কিছুতেই মঙ্গলজনক হওয়া সম্ভব নয়। আমি আশা করেছিলাম, এই পরিষদে যাঁরা বক্তৃতা করবেন তাঁরা সকলে সমস্বরে একসঙ্গে মিলে এই সমস্যার কিভাবে সমাধান করা যেতে পারে, এবং তারজন্য কি পরিকল্পনা করা যেতে পারে তা আমরা পরস্পরকে

কেবল আক্রমণ না করে আলোচনা করব, কিন্তু আমার সেই আশা ভুল হয়েছে। কারণ, বিরোধী পক্ষের নেতা বলেছেন, তারা বক্তৃতা করেন তাদের মঙ্গলের জন্য নয়, তাঁরা বক্তৃতা করেন জনসাধারণকে উত্তেজিত করবার জন্য......

Mr. Speaker: I would request everybody not to be personal, because I would expect in a resolution like this Government would be benefited by concrete suggestions that would be given by honourable members. The vilification or post-mortem examination is not required because it does not do good to anyone.

[10-10—10-20 a.m.]

Sj. Bijoy Singh Nahar:

বাংলাদেশের বাইরে যাতে উদ্বাস্তুদের পাঠান না হয় তার সম্বন্ধে এখানে অনেক কথা বলা হয়েছে। কংগ্রেস থেকেও বহুবার বলা হয়েছে, যেসমস্ত উদ্বাস্তু বাইরে যেতে না চায় তাদের পাঠান হবে না—সরকারও একথা স্বীকার করেছেন। তবু বিরোধীদল সত্যাগ্রহের হুমকী দিচ্ছেন। কুপার্স ক্যাম্পে তাঁরা সম্মেলন করে এই প্রস্তাব পাস করেছেন যে, উদ্বাস্তুদের বাইরে পাঠালে তীব্র আন্দোলন হবে, সত্যাগ্রহ করা হবে। কুপার্স ক্যাম্প সরকার গ্রহণ করেছেন এবং সেখানে যারা আছেন তাদের সকলকেই পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এটা জানা সত্বেও তাঁরা এই আন্দোলন সৃষ্টি করছেন এবং বাংলাদেশে উদ্বাস্তুরা যাতে ভালভাবে বাস না করতে পারে তার চেষ্টা করছেন।

একটা জাতি কখনই বড় হতে পারে না, যদি না সে বাইরে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা দেখেছি গতকাল পার্লিয়ামেন্টারী ডেলিগেশন, যারা বাংলাদেশে এসেছেন, তাঁর মধ্যে যিনি অভ্যর্থনার উত্তরে কিছু বললেন, সেই মাননীয় অতিথি তিনি যদিও ব্রিটিশ গিনীতে বসবাস করছেন, কিন্তু একদিন তিনি ভারতবাসী ছিলেন এবং ভারতবর্ষ থেকে গিয়ে সেখানে বসবাস করে নিজের চেষ্টায় শক্তিশালী হয়েছেন, এবং সেখানকার রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে দেশবিদেশে যাচ্ছেন। বাংলার বাইরে গেলেই বাঙ্গালী শেষ হয়ে যায়, এই প্রচার বন্ধ হওয়া দরকার, তবে যারা যেতে পারে না, যাদের যাবার সামর্থ নেই, তাঁরা নিশ্চয়ই থাকবেন। কিন্তু যেমনভাবে আজকে অবাঙ্গালীরা এসে এখানে বসবাস করছে, ব্যবসা করছে, তেমনি বাংলার অনেক কৃতীসন্তান বাংলার বাইরে বহু জায়গায় রয়েছে, তাঁরা সেখানে কাজকর্ম করছেন, বহু টাকা রোজগার করছেন, শিক্ষায় সমৃদ্ধিশালী হচ্ছেন, বাংলার কৃষ্টি বাড়াচ্ছেন, নানা প্রকার ব্যবসা সেখানে তাঁরা করছেন। অতএব এই অপপ্রচার যাতে বন্ধ হয়, তারজন্য বিরোধী পক্ষের নেতৃবৃন্দদের কাছে আমি অনুরোধ জানাই। এই অপপ্রচার বন্ধ করা উচিত, যে এখান থেকে যাদের পাঠান হয় বাংলার বাইরে তা কেবল সরকার নিজের দায়িত্ব এড়াবার জন্য করছেন। এ কথা সত্য নয়। বাংলার সরকার চেষ্টা করছেন রিফিউজী সমস্যা সমাধানের জন্য, তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার জন্য বাস্তুহারাদের বাইরে পাঠান হচ্ছে না। আজকে যত জমি এখানে পাওয়া যায় তারজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু অনেক সময় অসুবিধায় পড়তে হয়, যখন উদ্বাস্তুদরদী বিরোধী পক্ষের নেতৃবৃন্দরা একবার বলেন, এখানে জমি রিক্লেম করে তাদের বসবাস করার ব্যবস্থা করা হোক, আবার যখন রিক্লেম করা হয় তখন তাঁরা সেখানকার চাষীদের কাছে গিয়ে বলেন, তোমরা এখানে বসে থাকো, রিফিউজি ভাইদের আসতে দিও না।

বাগজোলা এলাকায় ১৭ হাজার একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে, সেখানে উদ্বাস্তু ভাইদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বলে। কিন্তু বিরোধী পক্ষের নেতৃবৃন্দরা সেখানে গিয়ে একটা গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করেছেন। এই সমস্ত জমির মালিক যারা কোন দিন সেখানকার অধিবাসী ছিলেন না, যাঁরা সেখানে কোনদিন চাষাবাদ করেন নি, তাঁদের ডেকে নিয়ে গিয়ে সেখানে বসাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং যাতে উদ্বাস্তুভাইরা জমি না পেতে পারে তারজন্য বহু রকম চেষ্টা বারে বারে করা হয়েছে। আজকে যদি সরকারের প্রচেষ্টাকে অকেজো করার চেষ্টা করেন, তাহলে তাতে কি বাংলাদেশের রিফিউজিকে সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে?

আরও বলবো যে, বায়নানামা স্কীমএ সরকারী টাকার সাহায্যে বহু উম্বাস্তুভাইদের জন্য জমির ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং সরকার তাদের আরও সাহায্য দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বিরোধী পক্ষের নেতৃবৃন্দেরা সেই সমস্ত জমির মালিকদের উস্কানী দেন যে বায়নানামা স্কীমে তোমরা রাজী হয়ো না, এবং এই স্কীমএ উম্বাস্তুরা যাতে সেখানে জমি নিয়ে বসবাস করতে না পারে তারজন্য মালিকের পক্ষ নিয়ে তাঁরা কাজ করেন। আমার কাছে এ সম্বন্ধে রিপোর্ট আছে, বিশেষ করে শ্রীভবানী সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী মহাশয় এই নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছেন যে, যেখানে বায়নানামা স্কীমএ জমি দেওয়া হচ্ছে সেই জমি যাতে উম্বাস্তু ভাইরা না পেতে পারে। একদিক দিয়ে তাঁরা দরদী সেজে উম্বাস্তু ভাইদের জন্য পুনর্বাসনের চেষ্টা করছেন, আবার অন্য দিক দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকে তাঁরা ব্যাহত করবার চেষ্টা করছেন।

আমি ক্যাম্প সম্বন্ধে দু একটা কথা বলবো। আজকে ক্যাম্প তুলে দেবার কথা হয়েছে। ক্যাম্পগুলি যে অবস্থায় রয়েছে তাতে কোন ভদ্রলোক সেখানে বাস করতে পারে না, এবং করা উচিতও নয়। আমার এক বন্ধুবর বললেন, এইভাবে ডোল দিয়ে লোককে ভিখারী করা হয়, এবং এই ডোল দেওয়ার ব্যবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন উম্বাস্তু ভাইবোনেরা, তাদের নিজেদের কর্মক্ষমতা থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হবে। সুতরাং এটা বন্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। ক্যাম্প এখনও পর্যন্ত চালু রাখা হয়েছে, সেটা আর চালু রাখা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। যে তিন লক্ষ পরিবার ক্যাম্পএ আছে, তাদের যাতে তাড়াতাড়ি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়, তারজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ জানাবো। রিহ্যাবিলিটেশন মিনিস্টার যে বই দিয়েছেন তাতে পরিকল্পনা রয়েছে যে এই ক্যাম্পগুলি তুলে দিয়ে সর্বাগ্রে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থায় পুনর্বাসন করবার জন্য ব্যবস্থা করা হবে। আমি এরজন্য সরকারকে অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি যাতে এই পরিকল্পনাকে তাড়াতাড়ি কাজে লাগান যেতে পারা যায় তারজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

আর একটা কথা। শিয়ালদা স্টেশনে এবং বিভিন্ন জায়গায় যেসমস্ত উম্বাস্তু ভাইবোনেরা অতি জঘন্যভাবে পড়ে রয়েছে, এটা কোন সমাজের পক্ষে, কোন সভ্য দেশের পক্ষে একটা সুন্দর দৃশ্য নয় এবং গৌরবের কথাও নয়। তাদের যাতে আর সেখানে না থাকতে হয়, তার জন্য খুব তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। কিন্তু আমরা জানি ও দেখেছি, শিয়ালদা স্টেশন ও অন্যান্য জায়গা থেকে উম্বাস্তু ভাইবোনদের যখন অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়, অমনি তখন, তার সঙ্গে সঙ্গে আবার বহু লোক সেখানে এসে হাজির হয়। এইজন্য তাদের টপ প্রায়রিটি দেওয়া হয় রিহ্যাবিলিটেশনএর জন্য। আমরা শিয়ালদা স্টেশনএ দেখতে পাই যে যেখানে রিফিউজী ছাড়াও অনেক নন-রিফিউজি রয়েছে। ছয় হাজারের মধ্যে তিন হাজারের মত নন-রিফিউজী রয়েছে। এই অবস্থায় তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করা হবে তা আমি জানি না। তবে এটা ঠিক যে তাঁরা রিফিউজি হয় বা না হয়, শেয়ালদা স্টেশনএ বা রাস্তার উপর থাকবার তাদের কোন অধিকার নেই। তাদের পুনর্বাসন যাতে তাড়াতাড়ি হয়, তারজন্য ব্যবস্থা করা উচিত। আমি জানি বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা তা পছন্দ করবেন না। এদের তাড়াতাড়ি রিহ্যাবিলিটেশন করা হোক, এটা হয়ত তাঁদের মনোমত হবে না। কারণ দেখা যায়, তাঁরা সেখানে গিয়ে কনফারেন্স, সভাসমিতি করেন, আন্দোলন সৃষ্টি করেন এবং তাদের নিয়ে নিজেদের সমস্ত কাজে ব্যবহার করেন। সুতরাং আজ যখন তাদের ক্যাম্প তুলে দেবার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে তখন তাঁরা সেখানে গিয়ে আন্দোলন করছেন এবং উম্বাস্তু ভাইবোনদের মিথ্যা বুঝিয়ে বলা হচ্ছে 'তোমরা এখান থেকে যেও না, বাংলার বাইরে তোমাদের নিয়ে যাবে, পুনর্বাসনের জন্য, সেখানে তোমাদের কোন সুখসুবিধা হবে না।' এইজন্য হয়ত তাঁদের পক্ষে এই কাজটা ভাল লাগবে না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, কলিকাতা সহরের উপর থেকে এইরকম একটা দৃশ্য যাতে তাড়াতাড়ি উঠে যায় তারজন্য সরকার নিশ্চয়ই কঠোর হস্তে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, এবং ওঁাদের পক্ষে যদি বিরোধী পক্ষকিম্বা অন্য যেকোন লোক বাধা দিতে আসে, তারও কঠোর হস্তে ব্যবস্থা করবেন।

[Interruptions from Opposition Benches.]

Mr. Speaker: Each member is entitled to hold his own view. Nobody wants you to agree with his view. Please listen to what he says.

Sj. Bijoy Singh Nahar:

তারপর আমি এই কথা বলবো। আজকে সরকারের পক্ষ থেকে যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাতে অনেক ডিসক্রিমিনেশন, ব্যবধান রয়েছে এই উদ্বাস্তুদের ও পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের মধ্যে। সাত-আট বছর ধরে যারা পশ্চিমবাংলায় এসে রয়েছে তারা যাতে সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবাংলার অধিবাসী হতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। আজ দশ বছর পরেও সেই ধারণা সব সময় তাদের মনে জাগিয়ে রাখা হয়—'আমরা শিশু থেকে আরম্ভ করে উদ্বাস্তু, আমরাত বাংলার লোক নই, আমরা আর একটা আলাদা জাত হচ্ছি।' এই ধরণের কথাবার্তা, চিন্তা যাতে দূর হয় তার জন্য প্রত্যেকটি দলের লোকের চেষ্টা করা উচিত। যতদিন উদ্বাস্তু হিসাবে তাঁরা নিজেদের মনে করবেন ততদিন ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স থাকবে, এবং ভিক্ষার উপর, সরকারী সাহায্যের উপর, ড্রাই ডোলস বা ডোলসএর উপর তাঁদের নির্ভর করতে হবে। যাঁরা খালি সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করতে চান তাঁরা কখনই বড় হতে পারবেন না।

আমি কয়েকটা সাজেসশন দিয়ে সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই। এই যে সরকার থেকে চীফ রেশন ও চীফ রাইস বা ড্রাই ডোলস দেওয়া হচ্ছে তাতে সরকারের বহু টাকা লাগছে। আমি এখানে সাজেসন করবো ক্যাম্পএ যেখানে ড্রাই ডোলস দেওয়া হচ্ছে সেখানে চালের পরিবর্তে যদি ধান দেওয়া হয় তাহলে বাড়ীর মেয়েরা পরিশ্রম করে ঢেঁকিতে সেই ধান ভেঙ্গে চালের ব্যবস্থা করতে পারেন, এবং এ থেকে অনেক কিছু হতে পারে। ১৫ পয়সা সের চাল দিয়ে যা খরচ হচ্ছে, তারও অনেক পরিমাণ টাকা বেঁচে যাবে, অথচ উদ্বাস্তু ভাইরা মনে করবে আমরা পরিশ্রম করে চাল তৈরী করছি, আমরা ভিখারী জাত নই।

আর একটা কথা বলে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। এই সমস্যাকে জাগিয়ে রাখবার জন্য যখন বিরোধী পক্ষরা রয়েছেন, তখন সেখানে সরকারী কর্মচারীরা মনে করছেন যে এটা তাঁদের একটা ভেস্টেড ইন্টারেস্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁরা অনেকে মনে করছেন যে যদি এই ব্যবস্থা উঠে যায়, দেশে উদ্বাস্তু সমস্যা না থাকে, তাহলেত অনেকের চাকরী যাবে, অনেক লোককে অসুবিধা ভোগ করতে হবে। সেইজন্য এত স্লো স্পীডএ কাজ হচ্ছে। আমার বন্ধু একজন বললেন অকল্যান্ড হাউসের কথা, সেখানকার নানা রকম অসুবিধার কথা শোনা যায়। আমি সরকারকে এই কথা বলবো, এই ডেপার্টমেন্টে যে সকল সরকারী কর্মচারী রয়েছেন, তাঁদের একটা গ্যারান্টী দিন যে তাদের চাকরি যাবে না। কারণ অকল্যান্ড হাউস বোধহয় আর দু-এক বছরের জন্য থাকবে, উদ্বাস্তুসমস্যা সমাধান করে এই ডিপার্টমেন্ট তুলে দেওয়া হবে। যাতে এখানে যারা কর্মচারী রয়েছে, সেসব এই ডিপার্টমেন্টএর লোক রয়েছে, তাদের যদি গেরান্টি দেওয়া হয় যে তাদের চাকরী যাবে না, তাদের অন্য ব্যবস্থা হবে কিন্তু এই ডিপার্টমেন্ট থাকবে না, অকল্যান্ড হাউস থাকবে না, রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশনএর প্রশ্ন থাকবে না, দুই এক বৎসরের মধ্যেই এই সমস্যা সমাধান করে এই ডিপার্টমেন্ট তুলে দেওয়া হবে তারপরে তাদের যদি সাহায্য দিতে হয় তাহলে রিলিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হবে। কিন্তু এই বিষয়টা যদি বৎসরের পর বৎসর জীবিত করে রাখা হয় তাহলে সমস্ত বাংলাদেশ শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং এটা যেন না থাকে এটাই আমি বলবো।

[10-20—10-30 a.m.]

Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury:

স্পীকার মহোদয়, মাননীয় বিজয়বাবু বলেছেন যে, সোনারপুরে সরকারের জমি দখলের পরিকল্পনা আছে। যেখানে নাকি কোনদিন চাষ হত না, সেখানে বিরোধী পক্ষের লোকেরা সব উস্কানী দিয়ে জমি দখল করতে দিচ্ছে না। কিন্তু বিজয়বাবু কোনখান থেকে যে এ তথ্য পেয়েছেন জানি না। আমি সোনারপুরের অধিবাসী। সেই সোনারপুরে চাষ হত না ঠিক কবে থেকে জানেন সূর্য থেকে যখন পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তখন চাষ হত না। কিন্তু ইদানীংকালে কয়েক বছর বাদ দিয়ে সোনারপুরে বরাবরই চাষ হচ্ছে। সোনারপুরের ঘটনা যখন

তুললেন তখন সোনারপুরের ঘটনা দিয়ে এদের উম্বাস্তু পরিকল্পনার যে নীতি সে নীতিটা একটু আপনাদের সামনে বলি। আজকাল কংগ্রেস পক্ষের তরফ থেকে এবং মন্ত্রীরা বড় বেশী বলেন যে আমাদের নাকি কোন সহযোগিতা বা কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম নেই। সেই সহযোগিতার একটু ইতিহাস বলি। ওখানে চাষীদের জমি দখল করে উম্বাস্তু পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হচ্ছে। সেখানে সহযোগিতা কিরকম তাহলে হবে? উনি আমার উঠোন চষবেন আর আমি ওনার সঙ্গে সহযোগিতা করব। সেজন্য বলি—প্রভু সহযোগিতার নামে এ কি আপনার ছলনা। এবার কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজমএর কথা বলি। কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম আমরা অনেক দিয়েছিলাম এবং কিরকম সহযোগিতা করতে চেয়েছিলাম শুনুন। তখন রেণুকা রায় পুনর্বাসনের মন্ত্রী ছিলেন। আমরা সেখানে দাগ নম্বর, মৌজা নম্বর দিয়ে ১০ হাজার বিঘে জমি দেখিয়ে দিয়ে বললাম যে এখানে উম্বাস্তু পুনর্বাসন করা হোক, কিন্তু সে সহযোগিতা তাঁরা নিলেন না। সহযোগিতা কিরকম করলেন, না এইসব কাজে যারা ব্যস্ত ছিলেন তাঁদের জমি নিয়ে নিলেন। কমরেড গঙ্গাধর নস্কর তাঁর জমির উপর নোটিশ পড়েছে এবং তিনি ঐ কেসের আসামী। অর্থাৎ চাষীর জমি দখল ব্যাপারে সহযোগিতা করা হয় নি বলে এইরকম ব্যাপার হয়। কনস্ট্রাকটিভ সাজেসন দুই-তিন বার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁরা সেসব গ্রহণ করেন নি। অথচ এই সহযোগিতার নামে ভণ্ডামীর কথা তাঁরা বারবার এই এ্যাসেম্বলীতে ও বাইরে বলেন। এবং আমি সেই ভণ্ডামিটাই আজকে বিশেষ করে দেখাতে চাই। এখানে যে জমি দখল করা হচ্ছে তার মধ্যে ৮০ ভাগ হচ্ছে চাষীর জমি দখল করা হয়েছে। কিন্তু কোন দেশে উম্বাস্তু পুনর্বাসন কি চাষীকে উম্বাস্তু করে হয়েছে? পশ্চিমবঙ্গের যারা চাষী তারা বন কেটে আবাদ করেছে সেই সমস্ত হাজার হাজার চাষীকে উম্বাস্তু করে উম্বাস্তু পুনর্বাসন করা হচ্ছে। সোনারপুরে ১৯৫৩ সালের প্রথমে এবং তারপর থেকে চাষীদের যে হোমস্টেড ল্যান্ড তার প্রায় ২২ হাজারের উপর নোটিশ পড়ে। তার জন্য তারা বাধাও দিয়েছে। আপনারা জানেন যে এজন্য বারুইপুর থানার চাষীরা সত্যাগ্রহ করে এবং মেয়েলোকেরা পর্যন্ত ট্রাক্টরএর সামনে শুয়ে পড়ে। রিফিউজিদের লাঙ্গল নেই বলে সেখানে ট্রাক্টর দিয়ে তাদের চাষ করাবেন বলে গভর্নমেন্ট সেখানে ট্রাক্টর দিয়ে জমি দখল করতে গেলেন। অর্থাৎ চাষ করবার জন্য গভর্নমেন্ট তাদের কোন ইমপ্লিমেন্ট দেন নি। কিছুদিন আগে মুড়োগাছায় চাষীর জমি দখল করতে গিয়ে রিফিউজিদের বলা হয়েছিল যে তোমরা যদি চাষীর জমি দখল না কর তাহলে তোমাদের ডোল বন্ধ করে দেওয়া হবে। চাষীর জমি দখল করতে গেছে অথচ তাদের গরু নেই। ১লা জুলাই আলিপুরের এস ডি ও এ বিষয়ে নেতৃত্ব করেছেন। গরু কোথা থেকে পাওয়া যাবে, না পুলিস স্থানীয় চাষীর গরু চুরি করে রিফিউজিদের লাঙ্গলে জুড়ে দিয়েছে। ১লা জুলাই এই ঘটনা ঘটেছে। বার বার তারা সহযোগিতার কথা বলেন বলে আমি তাঁদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে উম্বাস্তু পুনর্বাসনের নামে সেখানে স্থানীয় চাষীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। সেজন্য বলছি যে সরকার যেন মনে রাখেন যে আমাদের বাংলাদেশে একটা কথা আছে—'অতি বাড় বেড়ো না।' তাঁরা বড় বেড়েছেন যার জন্য উম্বাস্তুর নাম করে তাঁরা চাষীর জমি দখল করতে যাচ্ছেন এবং চাষীর জমি দখল করার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করেছে বলে সেখানে মেয়েলোকের মাথা ফাটান হয়েছে, টিয়ার-গ্যাস ও গুলী চালান হয়েছে। অতএব যেখানে সরকারের তরফ থেকে বলা হয় যে আমরা উম্বাস্তু পুনর্বাসন করছি সেখানে বলব যে এর নাম কি উম্বাস্তু পুনর্বাসন? এখানে তথ্য দিয়ে পরিবেশন করা হচ্ছে যে সোনারপুরে আমাদের যে জমি পাওয়ার আশা ছিল সে জমি লোকাল এজিটেশনএর জন্য পাওয়া গেল না। সেখানে বলি যে লোকাল এজিটেশনএর জন্য না, চাষীর ভিটেতে ঘুঘু চরাবার যে পরিকল্পনা হয়েছিল সেই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তারা দাঁড়িয়েছিল বলে জমি পাওয়া গেল না। এখানে আমি পাল্টা প্রস্তাব দিতে চাই। আপনারা যদি সহযোগিতা করতে চান এবং সেটা যদি ভণ্ডামি না হয় তাহলে সেই পাল্টা পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। আমি এখানে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি যে আপনাদের ঐরকম নীতি নিলে কোন কাজই হবে না।

Mr. Speaker:

আমি 'হিপোক্রিসি'টাকে আনপার্লিয়ামেন্টারী বলছি। হিপোক্রিসির বাংলা তর্জমা হচ্ছে ভণ্ডামী।

Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury:

আমি এই কথা বলে যাচ্ছি যে বড় বড় লোকের যে জমি আছে সে জমি আমরা দেব। অর্থাৎ যারা ভাগে চাষ করান তাদের সংগে যদি আধাআধি বন্দোবস্ত করা যায় তাহলে জমি পাবেন। তার মানে আট বিঘা ভাগে চাষের যে জমি তার যদি চার বিঘা দেন যে সে নিজে জমি চাষ করবে তাহলে তা সে করতে পারবে। এই করলে উদ্বাস্তুরা সেখানে জমি পাবে। এবং এই যদি করেন তাহলে সেখানে জমি পাওয়া যাবে। এ ছাড়া সেখানকার যেসমস্ত জমির দাগ নম্বর মৌজা নম্বর দিয়েছিলাম সেখানে আপনারা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করতে পারেন। কিন্তু কোন সহযোগিতা পাওয়া যাবে না, যদি আপনারা চাষীর জমি দখল করতে যান। সেজন্য ও'রা সহযোগিতার কথা বলেন বলে আমি বিশেষ করে এই কথা উল্লেখ করছি যে আসলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নামে ইস্ট বেংগল এবং ওয়েস্ট বেংগল লোকের সংগে একটা ঝগড়া ও'রা বাধিয়ে দিতে চান। সোজা কথায় রামের জমি শ্যামকে দিয়ে ও'রা দাতা হতে চাচ্ছেন। কিন্তু ওদিকে রাম-শ্যাম ঝগড়া করে মরছে। এই অবস্থা সেখানে সৃষ্টি করছেন। যাই হোক, এই কথাটা আমি শুধু বলতে চাই যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নামে এইরকম ভণ্ডামী যেন তাঁরা না করেন।

তারপর প্রফুল্লবাবু একটা তথ্য দিয়েছেন যে উদ্বাস্তুদের মাথা পিছু ২০০ টাকা করে খরচ করা হচ্ছে এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ৭০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এর মধ্যে অবশ্য একটা হিসাব উনি দেখান নি সেটা হচ্ছে এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর খরচ। অর্থাৎ স্বজনপোষণ, বাজে খরচ ইত্যাদি বাদ দিলে ঐ ২০০ টাকার কত টাকা কত কমে ৫০ টাকায় না ৭৫ টাকায় আসবে সে হিসাবটা উনি যদি জবাব দেবার সময় দেন তাহলে ভাল হয়। বাজে খরচের একটা নমুনা আমি দেখাচ্ছি। বাঁশদ্রোণীতে কিরকমভাবে বাজে খরচ হয়েছে তার কথা বলি। প্রফুল্লবাবুর দপ্তর শান্তিনিকেতনী কায়দায় সেখানে একটা স্কুল চালাবার চেষ্টা করছে। সেখানে ৫ বছর ধরে ১৫ই হাজার টাকা খরচ হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাইনে দেবার জন্য এবং স্কুল পরিচালনা করবার জন্য। ছাত্রছাত্রী ঐ গলফ ক্লাবের আমবাগানে বসে আর বৃষ্টি হলে দৌড় মারে কেন না স্কুল ঘর নেই। মস্টারমশাই ও ছেলে টাকা আছে, গভর্নমেন্টের পরিকল্পনা আছে কিন্তু স্কুল ঘর নেই। অর্থাৎ সবই আছে শুধু খাওয়া পরার অভাব। এইভাবে এঁরা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন চালাচ্ছেন। চাকদহ কলোনীর একটা ছবি এনেছি। সেখানে কিরকমভাবে উন্মুক্ত প্রান্তরে আমগাছের তলায় স্কুল চালনা হচ্ছে। আর কিরকম সেখানে পুনর্বাসন হচ্ছে না, যেসমস্ত হাউস বিল্ডিংস লোন দেবার কথা ছিল তা প্রথম কিস্তিতে দেওয়া হয়েছে ওখানকার স্থানীয় লোক যাঁরা কিছু টাকা ঢেলেছে তাদের মধ্যে। তারপর কি অবস্থা হচ্ছে জানি না। কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তি আর এল না এবং ফলে হল যে মেঝে পর্যন্ত হয়ে পড়ে আছে। ও'দের রিকনস্ট্রাকশনএর কাজ হচ্ছে খুব এবং হয়ত দেখবেন যে হাউস বিল্ডিংস খাতে এত টাকা খরচ হচ্ছে।

Sj. Canesh Chosh: Sir, where is Sj Prafulla Chandra Sen who is in charge of the Refugee Rehabilitation Department?

Mr. Speaker: Mr Tarun Kanti Ghosh is here, and I understand that he is the chief spokesman.

The Hon'ble Tarun Kanti Chosh: Sj. Prafulla Chandra Sen is listening to the debate and we are here

[10-30—10-55 a.m]

Sj. Khagendra Kumar Roy Chowdhury:

তারপরে যে ট্রেড লোন দেবার কথা সেখানে তাঁরা জবর দখল কলোনীতে যেখানে নিজেরা চাষ কোরে পুনর্বাসন করেছে সেখানে কোন লোন দেবেন না, দরখাস্ত করেছে, এখনও দেন নি। সেখানে তাদের সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে না। ১৯৫০ সালে এসেছে কি আসে নি সেটার জন্য যেরকম প্রমাণের দরকার সেটা তাদেরই দিতে হবে। এই হচ্ছে বিধি। আমাদের কথা হচ্ছে,

তাদের যদি পুনর্বাসন করতে চান তাহলে নিজের চেষ্টায় যারা করেছে তাদের সাহায্য করুন। তা না কোরে সমস্ত কিছু একত্র পাকিয়ে উম্বাস্তুদের পুনর্বাসন করতে যাচ্ছেন। সেইজন্য বলতে হচ্ছে যে পুনর্বাসননীতি ঠিক নয়।

শেষ সময় আমি আর একটা জিনিস বলব। ২৪-পরগনায় আমরা দাগ নম্বর, মৌজা নম্বর দিয়েছিলাম অনেক জায়গায়, মেছোঘেরীর নম্বরও দিয়েছিলাম। হেমবাবু থাকলে বলতে পারতেন, বড় বড় জোতদারের জমির দাগ নম্বর দিয়েছিলাম, তা সত্ত্বেও কিছু করা হয় নি। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের যে জমি চাঁদমারীর মাঠ বলে পরিচিত—সুকুর সাহেব সেটা জানেন—সেখানে উম্বাস্তু বসালেন না, আর বসালেন কোথায়, না আমাদের ভিটাবাড়ীতে। সত্যই কি এর নাম উম্বাস্তু পুনর্বাসন? সত্যকারের রাস্তা এ রাস্তা নয়, সে রাস্তায় যাওয়ার চেষ্টা হয় নি। যে নীতিতে বলছেন তা দেখে মনে হয় কার জমি কে চাষ করে, কার ধান কে কাটে, পুলিশের লাঠি—কার লাঠি কার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ছে। কলিকাতার এক ভদ্রলোক কলিকাতার বাহিরে গিয়ে একটা বাগান কিনলেন—ফলের বাগান, এবং একজন মালী রাখলেন। পাশেই এক বামনঠাকুরের বাস, তিনি আম পেড়ে নেন। মালী বললে—ঠাকুর! আম পাড়ছো যে? ঠাকুর বলেন—কার আম কে বা পাড়ে। তারপর গাছে যখন কাঁঠাল পাকল তখন ঠাকুর কাঁঠাল নিয়ে যায় দেখে মালী বলে—ঠাকুর! কাঁঠাল নিচ্ছ যে? ঠাকুর বললেন—কার কাঁঠাল কে বা নেয়। শেষ পরে যখন লিচু পাকল তখন মালী দেখে ঠাকুর গাছে উঠে লিচুও পেড়ে নিচ্ছেন, মালী বললে কি হে ঠাকুর! লিচুও পেড়ে খাচ্ছ না কি? ঠাকুরের ঐ এক কথা কার বা লিচু কে বা খায়। তখন মালীর আর সহ্য হল না, তলায় একটা বাঁশ পড়েছিল সেই বাঁশ তুলে ঠাকুরের পিছনে মারলে খোঁচা। ঠাকুর বললে—কি করিস? মালী বললে—কার বা বাঁশ, কোথায় যায়। (হাস্য)।

[At this stage the House was adjourned for 10 minutes.]

[*After adjournment.*]

[10-55—11-5 a.m.]

Procession outside the Assembly Gate.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে, শিয়ালদহ স্টেশন থেকে একদল বাস্তুহারা ডেপুটেশনে এখানে এসেছে।

Mr. Speaker:

ওসব ব'লে কিছু লাভ নেই।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

তারা মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়, একটা তারিখ ঠিক ক'রে দিন যেদিন দেখা হ'তে পারে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

অধিবেশনের শেষে হেমন্তবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি তারিখ, সময় সব তাঁকে জানিয়ে দেব।

Debate on Refugee Relief

Sj. Anandilal Poddar:

माननीय स्पीकर महोदय, रोज-रोज यहां शरणार्थियों के जो जलूस लाये जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी तक उनका पुनर्वास नहीं हो सका है। अगर उनका पुनर्वास हो जाय तो फिर हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों को यह चीज हो

नहीं रह जायगी। इनका पुनर्वास अभी तक नहीं हो सका है इसका कारण आपलोग यह देखते हैं कि जब कभी सरकार के द्वारा इनके पुनर्वास की चेष्टा की जाती है तो कोई न कोई झगड़ा-झमेला इनके द्वारा लगा दिया जाता है।

मुझे सबसे अधिक दुख आज हेमन्त बाबू के भाषण पर हुआ जबकि उन्होंने पं० नेहरू के ऊपर आक्षेप लगाया। परन्तु पं० नेहरू ने जो भी आश्वासन दिया था उसमें उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा था कि जो भी हमारे भारतवर्ष के रहनेवाले हैं, उनसे उन्हें विशेष अधिकार दिया जायगा जो आज भारतवर्ष में नहीं रहते हैं—जो भारतवर्ष में १० या २० वर्ष में आवेंगे। श्री हेमन्त बाबू सन् १९५० में कांग्रेस में थे। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय वे कांग्रेस Parliamentary Party के Secretary थे। उस वक्त किसी नेता ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि बंगाल के विभाजन के बाद ऐसी समस्या उपस्थित होगी। उस समय दिल्ली को साफ साफ लिखा गया था कि हमारे यहां कोई refugee समस्या नहीं है। मुझे दुख है उनकी बातों से। आज जब वे विरोधी दल में चले गए तो उन बातों को भूल गए और आज नई नई बातें सरकार पर लगाई जाती है। सन १९४८, १९४९, १९५० में यह कभी नहीं सोचा गया। इसके लिए कांग्रेस Parliamentary Party के Secretary का सबसे बड़ा दोष मैं मानूंगा।

माननीय स्पीकर महोदय, हमारे भाई Jatin Chakravarty जो हैं उनसे मैंने सुना है कि .....

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আপনাকেই বলছি।

Sj. Anandilal Poddar:

मुझे दुख है कि भाई के नाम से संबोधित करने पर उन्हें दुख है। परन्तु मुझे १६ वर्ष से असेम्बली में जो training मिली है उसमें मैंने यहां पर यही सुना है कि All members are brothers. खैर कोई बात नहीं। ये भाई नहीं Mr. Jatindra Chakravarty हैं। इनको एक पुरानी बीमारी हो गई है। डाक्टरों से मैंने सुना है कि राजयक्ष्मा (Phthisis) एक बहुत बड़ा रोग है। उनको जो रोग हो गया है उसका नाम है मारवाड़ी। जब कभी कोई बात होती है तो ये सिर्फ एक ही बात कहना जानते हैं कि यह मारवाड़ी का हुआ।

इन्होंने Texmaco का नाम लिया है। पर उन्हें मालूम होना चाहिए कि यह एक बहुत बड़ा मिल है। सारे भारतवर्ष को इस बात का गर्व है कि कलकत्ते में एक कारखाना है, एक Machinery Corporation है जिसका नाम Texmaco है जो मशीन बनाता है। इस प्रकार इस Textile Industry द्वारा देश का बहुत बड़ा उपकार हो रहा है। उसके लिए कोई विरोधी भाई यह नहीं कह सकता कि Texmaco ने जितना उपकार किया है उतना कोई दूसरा कारखाना हिन्दुस्तान में उपकार कर सकता है या कर रहा है।

आज जो जमीन acquire हो रही है वह घनश्यामदास के बगीचे के लिए नहीं लिया जा रहा है। अगर जमीन ली जा रही है तो इस लिए कि industry expand की जा रही है। कारखाना बढ़ाया जा रहा है। उसमें कितने लोगों को नौकरी दी जा चुकी है और कितनों को दी जायगी। मुझे दुख है कि उन्होंने यह सब नहीं कहा।

दूसरा प्रश्न उन्होंने किया पोद्दार नगर के लिये। Jatindra बाबू का सर शर्म से नीचा हो जाना चाहिए था जबकि उन्होंने ऐसा अलाप किया। जो भी Squatters Colony है उनको मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार के पुनर्वास मंत्री श्री अजीत प्रसाद जैन और हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री डा० विधान चन्द राय ने एक ऐलान किया था कि Squatters Colony के regularisation करने का एक ही उपाय हो सकता है कि इन जमीनों के ऊपर जिसको refugee ने squat किया है मकान बनाया जाय। जिस जमीन के ऊपर refugee ने squat किया है उन जमीनों के मालिक, जितनी जमीन की जरूरत है उतनी वे मुफ्त में दें।

खुशी की बात है कि Calcutta Credit Corporation Ltd. ने पोद्दार नगर के लिए जमीन offer की। उसमें १० बीघा जमीन मुफ्त में भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को दी गई। ३८४ मकान उनके लिए वहां बने। गांगूली और पोद्दार नगर की स्कीम जब मंजूर हुई तो विरोधी पक्ष के भाइयों में किसीने इसका विरोध नहीं किया। तब तो खुशी थी कि अच्छे-अच्छे मकान बनेंगे जैसे दिल्ली और पंजाब में बने हैं इसी तरह के बंगाल में भी बनेंगे।

आज विरोधी दल के भाई चिल्लाते हैं कि २०८ करोड़ रुपये तो पंजाब के शरणार्थियों के लिए खर्च किया गया किन्तु पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों के लिए क्यों नहीं किया गया? किन्तु जब भारत सरकार खर्च करने के लिए आई तब तो सभी ने मंजूर किया और जो खर्च किया गया किसीने विरोध नहीं किया। श्री अजीत प्रसाद जैन ने आश्वासन दिया था कि अगर scheme सफलीभूत रही तो सभी भाइयों के लिए इसी तरह के मकान बनाये जायंगे। परन्तु जब मकान बन गए तो चिल्लाहट होती है कि मकान में कोई नहीं जायगा। मकान खाली रहेंगे।

मैं माननीय मुख्य मंत्री से एक बात के लिए अनुरोध कर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार के घोर विरोध शरणार्थी भाइयों के लिए किए जा रहे हैं हो सकता है कि Calcutta Slum Clearance Bill के पास होने के बाद बस्ती में रहनेवालों पर यह आरोप लगाया जाय कि इतना अधिक भाड़ा है कि वे नहीं दे सकेंगे और न रह सकेंगे। इसलिए सरकार को अभी से सोचना चाहिए कि इसके लिए आगे क्या करना है।

हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों का कहना है कि १९४६ के Noakhali incident के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? मगर Noakhali incident के बाद काफी सन्देह हुआ। उसके बारे में अगर सोचा जाय तो उस वक्त से आज तक बंगाल में बहुत कुछ हो गया है। आज जो हमारी दाहिनी ओर बैठे हैं वे अपने हृदय पर हाथ धर कर सोचें कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया था। उन्होंने क्या कहा था? चूंकि आज वे विरोधी दल में चले गये हैं तो उनके दिल में कभी भी यह आवाज नहीं उठती, उनके दिल में कभी भी यह जलन नहीं होती कि हमारे जितने भी शरणार्थी भाई हैं उनका पुनर्वास शीघ्र हो जाय। अब तो इन्हें केवल एक ही बात सूझती है कि किसी

तरह से इस समस्या को चलाओ। अगर सचमुच शरणार्थी भाइयों का पुनर्वास करना है तो आप सभी को और हम सभी को एक साथ बैठ कर सोचना चाहिए कि किस प्रकार से काम हो रहा है और किस प्रकार करना चाहिए।

माननीय स्पीकर महोदय, आज मैंने सोचा था कि जब हमारे विरोधी दल के नेता अपने अपने भाषण को देंगे तो कम से कम एक भाई गाली-गलौज न करके यह बतलाएंगे कि यदि वे पश्चिम बंगाल के मंत्री—पुनर्वास मंत्री होते तो क्या करते। किस तरह की scheme करते ? किस तरह से काम करते ? १० वर्ष के बाद भी हमारे जो भाई आ रहे हैं उनका पुनर्वास कैसे करते ? पर मुझे दुख है कि एक भी भाई ने कुछ भी नहीं बतलाया बल्कि गाली-गलौज ही हमारे बेचारे मंत्रियों के ऊपर उगलते रहे।

Sj. Narayan Chobey:

बेचारे मंत्री!

Sj. Anandilal Poddar:

हां बेचारे मंत्री। If you cannot understand Hindi language please try to understand.

श्री हरिदास मित्र ने कहा है कि Germany का problem मिन्टों में solve हो गया। पर क्यों वहां का problem मिन्टों में solve हो गया ? इसलिए हो गया कि वहां के जो लीडर थे उन्होंने किसीको कभी भी बहकाया नहीं। वहां के रहनेवालों को कहा कि जब Germany में रहते हो और जर्मन जाति के हो तब इस तरह से काम करो कि जर्मन देश ऊंचा उठे। उनसे काम कराया गया उनको निकम्मा नहीं बनाया गया।

पर यहां पर शरणार्थियों को Dole अगर नहीं दिया जाता है तो कहते हैं कि ये लोग कहां जांयगे जबकि अपना घर और देश छोड़ कर आये हैं। अगर Dole दी गई और अगर काम कराने की चेष्टा की गई तो बोलते हैं कि Dole दे कर उन्हें निकम्मा बनाया जा रहा है। अतः जितनी जल्दी हो सके डोल बन्द करके पश्चिम बंगाल सरकार जहां भी शरणार्थियों को ले जाना चाहती है बहुत जल्द ले जाना चाहिए।

पंजाब के शरणार्थियो के बारे में कहा जाता है परन्तु पंजाबी भाइयों में आधे से अधिक पंजाब से बाहर चले गए। उनलोगों ने वहीं रहने की जिद् नहीं की। उनलोगों ने कभी भी यह नहीं कहा कि हमलोग एक जगह पर जायंगे या एक ही जगह पर बसेंगे।

एक सवाल यह उठाया जाता है कि वोट देने के कारण ही बंगाल का विभाजन हुआ। ईस्ट बंगाल के M. L. A.s ने इसलिए वोट दिया था कि वे यहां पर चले आयेंगे। मैं आपलोगों से एक सवाल पूछता हूं अगर ईस्ट बंगाल के हिन्दुओं ने बंगाल विभाजन के लिए वोट न दिया होता तो क्या पूरा बंगाल पाकिस्तान में नहीं चला गया होता ? यदि चला जाता तो हमारी वही दशा होती जो आज हमारे सिन्ध के रहनेवाले भाइयों की है जिनके लिए न कोई घर है, न कोई प्रान्त है। वही दशा ईस्ट बंगाल के एम० एल० ए० बंगाल का कराते और पश्चिम बंगाल होता ही नहीं।

किन्तु सौभाग्य की बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बुद्धि और विवेक से काम लिया। उनकी बुद्धिमता का ही परिणाम हुआ कि आज पश्चिम बंगाल बचा रह गया। तभी यहां पर कम से कम हमारा पश्चिम बंगाल बन गया।

जब दण्डकारण्य की scheme भारत सरकार द्वारा बनाई गई और एक सौ करोड़ रुपया खर्च करने की योजना बनी तब भी उसके लिए एक आवाज उठाई गई। कहा गया कि यहां के रहनेवालों को वहां नहीं जाने दिया जायगा।

अगर आसामवालों ने जमीन नहीं देने के लिए झगड़ा किया तो भी कहा जाता है कि ऐसा वहां क्यों हुआ? परन्तु हमारे बंगाली भाइयों पर यदि कभी भी अत्याचार हुआ तो बंगाल सरकार ने सबसे पहले आवाज उठाई है। उस अत्याचार का प्रतिकार किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सबसे पहले उसके लिए दिल्ली और आसाम को लिखा है।

मैं एक सवाल विरोधी भाइयों से पूछता हूं कि क्या विरोधी दल सिर्फ बंगाल में ही है या आसाम में भी है? हमारे विरोधी दल के भाई आसाम में भी तो हैं। इन भाइयों की पार्टी जब वहां है तो फिर आसाम की असेम्बली में क्या उनलोगों ने सवाल किया? वे कम से कम अपने भाइयों को बोलते।

Sj. Narayan Chobey:

आसाम में मिनिस्टरी किसकी है?

Sj. Anandilal Poddar:

Ministery तो यहां पर भी कांग्रेस की है और वहां पर भी कांग्रेस की है। मुझे खुशी है कि एक भाई ने सवाल किया कि आसाम में मिनिस्टरी किसकी है? केवल केराला को छोड़ कर सारे भारतवर्ष में कांग्रेस की मिनिस्टरी है। दुर्भाग्य से कहिए या सौभाग्य से कहिए वहां पर कम्यूनिस्ट की मिनिस्टरी बन गई है।

विरोधी दल के लोग आसाम में भी है और विहार में भी। पर वहां पर उन्होंने क्या क्या आवाजें उठाई है? किसके लिए क्या क्या कहा? किसके लिए क्या क्या गान गाये? या शरणार्थी भाइयों के लिए किस रूप में रोये? शरणार्थी भाइयों को कम से कम बतलाओ तो भाई हम तुम्हारे लिए सिर्फ बंगाल में ही रोते हैं। आसाम में हमारी पार्टी तो है परन्तु हमलोग वहां बोल नहीं सकते। आसामियों के साथ हम झगड़ा कैसे करें? प्रान्तीयता का बीज हमारे विरोधी दल के भाई यहीं बोना जानते हैं। परन्तु मेरे भाइयों! इससे यहां कुछ भी नहीं होगा।

स्पीकर महोदय, मैं यह नहीं कहता कि scheme के बारे में गवर्नमेन्ट को गलती नहीं हुई। जब नया नया स्टेट बना, तो गल्ती अवश्य हो सकती थी और हुई भी। परन्तु इसके पहले किसी नेता ने यह नहीं सोचा था कि इतनी जटिल और इतनी बड़ी समस्या बंगाल में आयेगी।

मैं अपने विरोधी भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि वे शान्तिपूर्वक बैठ कर सोचें कि इन शरणार्थी भाइयों के पुनर्वास के लिए सुगम और सुलभ उपाय क्या हो सकता है।

Sj. Hemanta Kumar Basu: On a point of personal explanation.

আনন্দিলাল পোদ্দার মহাশয় বলেছেন যে হেমন্তবাবু দেশবিভাগের পর যতদিন কংগ্রেসে ছিলেন ততদিন উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে কিছু করেন নি, বলেন নি, ভাবেন নি। আমি বিরোধী দলে যাবার পরে এ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, এটা আমার উপর সম্পূর্ণ অযথা আক্রমণ। আপনি চীফ মিনিস্টারকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, হিরন্ময় ব্যানার্জি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

Mr. Speaker: Your word is good enough to this House. You need not cite witnesses.

Sj. Ram Sankar Prasad:

माननीय स्पीकर महोदय, अभी Motion Pictures Employees का जुलूस आ रहा है ।

Mr. Speaker: I am not going to allow you to intervene now. Please take your seat. I am on my legs. You ought to know that when the Speaker is on his legs it is common courtesy for all honourable members to take their seats at once.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: I understood when the honourable member Sj. Anandilal Poddar was speaking.....

Mr. Speaker: I won't allow you to clarify anything. I can only allow you if you want to speak on anything personal.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, it is against the whole Opposition. He made the statement that the Opposition is instigating the refugees not to work

Mr. Speaker: When members on your side get up, they may stoutly deny that—they will be given every opportunity for that.

[11-5—11-15 a.m.]

Sj. Phakir Chandra Ray:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বিবৃতি থেকে বুঝা যায় যে, ক্যাম্প ও কলোনীতে যে উদ্বাস্তু রয়েছে তাদের সমস্যা এত জটিল এবং এতবড় যে তাঁরা পেরে উঠছেন না—এইরকম একটা মনোভাব রয়েছে বিবৃতির মধ্যে। না পারার কারণ ভারত সরকার থেকে সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না, উদ্বাস্তুদের থেকে সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না, বিভিন্ন দল থেকেও সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি এর মধ্যে আরেকটা কথা যোগ করলে ভাল হ'ত—বিভিন্ন রাজ্যসরকার থেকেও সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না এটা বল্লেই এক্সপ্লানেশনটা কমপ্লিট হোত। এই সমস্যা শুধু সোস্যাল সমস্যা নয়, পলিটিক্যাল সমস্যা নয়; এই সমস্যার সমাধান করতে হলে সোস্যাল, ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল দিক থেকে চেষ্টা করতে হবে, না হলে হবে না। অভিযোগ শোনা যাচ্ছে, যে, বিভিন্ন দল উদ্বাস্তু সমস্যাকে পার্টি পারপোজএ এক্সপ্লয়েট করছে, কিন্তু এই অভিযোগ থেকে, কংগ্রেস দলও মুক্ত নয়। যখন কোন প্ল্যান তৈরী করা হয় বিভিন্ন দলের উপযুক্ত পরামর্শ যদি নেওয়া হয় এক্সিকিউশনএর সময় এবং তাদের একটিভ কো-অপারেশন সিক করা হয় অর্থাৎ যদি নেশানাল প্ল্যানএ এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয় তাহলে একটা সুষ্ঠু সমাধানের পথ পাওয়া যেতে পারে। এটা পলিটিক্যাল প্রবলেম তো বটেই। এখন পাকিস্তানে সেপারেট ইলেকটরেট নিয়ে গোলমাল হচ্ছে। ধাক্কা পড়ছে সেখানকার হিন্দুদের উপর। যখনই গোলমাল হয় তখনই হিন্দুরা সেফ বোধ করে না। কাজেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমনের সম্ভাবনা যতদিন পর্যন্ত না হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয় ততদিন থেকে যাবেই। দেশ যখন ভাগাভাগি হয় তখন তার রাজনৈতিক দায়িত্ব তৎকালীন লিডারসরা স্বীকার করেছিলেন, আজকে কোন দায়িত্ব নেই এ কথা বল্লে চলবে না। নিশ্চয়ই দায়িত্ব আছে। যতদিন পর্যন্ত না পাকিস্তানের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপিত হচ্ছে ততদিন স্যাটিসফ্যাকটরী সলিউশন

পাওয়া যাবে একথা মনে করা যায় না। আরেকটা কথা আছে। যখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু এল তখন কোন প্যাক্ট হল না, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যখন এল তখন নেহরু-লিয়াকং আলি এ্যাক্ট হল ; কিন্তু উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ হল না। এর মূলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই প্যাক্টএর আসল যে উদ্দেশ্য তা সিদ্ধ হল না, মাইনরিটির সিকিউরিটির পাকিস্তানে এ্যাসিওর্ড হল না। এখন এ সম্পর্কে ভারত সরকারের কোন দায়িত্ব নাই একথা বলা যায় না। ভারত সরকারকে এ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত করবার ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবং এই ব্যাপারে যদি বিভিন্ন দলের সহযোগিতা নিয়ে ভারত সরকারের উপর যথেষ্ট প্রেসার দিতে পারেন তাহলে নেসেসারি পলিটিক্যাল কন্ডিশন সেখানে সৃষ্টি হবে। পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব পক্ষপাতিত্ব দুষ্ট ; পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের রিহ্যাবিলিটেশন ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছ থেকে যে পরিমাণ সাহায্য পাওয়া গিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের রিহ্যাবিলিটেশন ব্যাপারে তার চেয়ে ঢের বেশী সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রে ও রাজ্যে একইতো দল, তবুও কিছুমাত্র চাপ ভারত সরকারের উপর দেওয়া হচ্ছে না। আরেকটা কথা। নেহরু-লিয়াকৎ-প্যাক্টএর পর রিফিউজিদের টেম্পোরারী আশ্রয় দেবার জন্য যে সমস্ত ক্যাম্প ছিল সেই ক্যাম্পগুলি ডিসবান্ড করে দিয়ে ইউনিয়ন স্কীম নেওয়া হয়, কিন্তু সেই ইউনিয়ন ক্যাম্পগুলি সাকসেসফুল হল না, কারণ ইউনিয়ন বোর্ডএর প্রেসিডেন্টদের কাছ থেকে উপযুক্ত পরিমাণ সহযোগিতা পাওয়া গেল না, যদিও যখনই গ্রামাঞ্চলে কোন কাজ করতে হয় তখন এই ইউনিয়ন বোর্ডগুলিই গভর্নমেন্ট ইউনিটস বলে পরিগণিত হয়। আজকের দিনে ইউনিয়ন বোর্ড যেভাবে কনস্টিটিউটেড হয় এবং যারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তাদের এই সমস্ত রেসপন্সিবিলিটি যা তাদের উপর আসে তা ডিসচার্জ করার ক্ষমতা নাই বা সেই মনোভাবও নাই। যদি রিহ্যাবিলিটেশনএর ব্যাপারে প্রত্যেক লেভেলএ বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির সহযোগিতা পাওয়া যায় তবেই এই জাতীয় দুর্যোগের হাত থেকে সরকার রক্ষা পেতে পারেন।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, একটু আগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী এবং আমাদের এই সভার সদস্য শ্রীবিজয় সিং নাহার তাঁর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে একটা কথা প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশে রিফিউজি ক্যাম্পে যেভাবে মানুষ বসবাস করে সেইভাবে মানুষ বসবাস করতে পারে না এবং করাও উচিত নয়। তাঁর মত মানুষের মুখ থেকে এই কথা নিঃসৃত হবার পর রিফিউজি ক্যাম্পএর অবস্থা সম্পর্কে আর বেশী কোন কথা বলা প্রয়োজন মনে করি না। ৫ লক্ষ লোক বাংলাদেশের রিফিউজী ক্যাম্পএ বসবাস করে। তাদের কেহ কেহ গত পাঁচ-ছয়-সাত বৎসর যাবত রিফিউজি ক্যাম্পএ বসবাস করছে। সরকার তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, যে যে জায়গায় ক্যাম্প হয়েছে সেই অঞ্চলেই তাদের পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা হবে। এই পাঁচ-ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে অতি কম সংখ্যক লোকই রিফিউজি ক্যাম্পএর আশেপাশে জায়গায় পুনর্বাসন পেয়েছে। সরকারের উপর তাদের এতদিন যে বিশ্বাস ছিল সেটা আজকে আর নাই। এতদিন রিফিউজী ক্যাম্পবাসীরা যে বিশ্বাস এই সরকারের উপর রেখেছিল সেই বিশ্বাস পালন ও রক্ষা করার ক্ষমতা সরকারের নাই। এই প্রসঙ্গে আমার বিশেষ করে মনে পড়ে সরকারের বায়নানামা-পত্রের যে স্কীম আছে সেই স্কীমের কথা। বিভিন্ন ক্যাম্পে বহু রিফিউজি গত দুই-তিন বৎসরের মধ্যে সরকারের বায়নানামা স্কীম অনুযায়ী নিজেদের চেষ্টায় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহযোগিতায় বিভিন্ন অঞ্চলে জমির মালিকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে বায়নানামা করেছে এই খবর আমাদের সকলেরই শোনা আছে। আমাদের পুনর্বাসন দপ্তরের যিনি মন্ত্রী—তিনি একজন স্ট্যাটিস্টিকস বিশারদ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গেলে বিনা স্ট্যাটিস্টিকসএ কথাবার্তা বলা সুবিধাজনক নয়। আমি কয়েকদিন আগে একটা ক্যাম্পের প্রায় ৪০ জন লোকের একটা স্ট্যাটিস্টিকস নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হয়েছিলাম। সেই স্ট্যাটিস্টিকসএ আমি একে একে নাম দিয়ে দেখিয়েছিলাম কোন্ মানুষ কোন্ তারিখে কোন্ জায়গায় জমি বন্দোবস্ত করেছে, বায়নানামা সই করেছে—দুই বৎসর আড়াই বৎসর যাবৎ সে সমস্ত বায়নানামা করা হয়েছে এবং করার পরে তার কাগজপত্র নিজ নিজ ক্যাম্পের সুপারিন্টেন্ডেন্টএর মারফত অকল্যান্ড হাউসএ করে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই অকল্যান্ড হাউস এমন একটা জায়গা যেখানে গেলে সব জিনিস আটকে থাকে।

লোকগুলি দুই-তিন বৎসরের মধ্যে সেইসব বায়নানামা সম্বন্ধে কোন জবাব পায় নি। এদিকে বায়নানামার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, সেগুলি তামাদি হয়ে গিয়েছে। যদি সরকারের অব্যবস্থায়, যদি সরকারের গাফিলতির ফলে, অকল্যান্ড হাউসএর গাফিলতির ফলে এইসব মানুষের বায়নানামাগুলি তামাদি হয়ে থাকে, তাহলে তারজন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করা কি অকল্যান্ড হাউস বা ডাঃ রায়ের সরকারের কর্তব্য নয়? একটা ক্যাম্পের ৩০-৪০ জনেরই যদি এরকম অবস্থা হয় তাহলে আমার মনে হয় বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে যদি সন্ধান করা যায় তবে দেখা যাবে যে ক্যাম্পে ক্যাম্পে বহুলোক এখন পর্যন্ত আছে যারা নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বাসন চায়, নিজেদের চেষ্টায় জমির খোঁজ নিয়েছে, বায়নানামা করেছে, কিন্তু সরকারের গাফিলতির জন্য অকল্যান্ড হাউসএর জন্য, ডিপার্টমেন্টাল গাফিলতির জন্য তারা পুনর্বাসন থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

[11-15—11-25 a.m.]

আজ দুঃখের সঙ্গে আমাদের শুনতে হয়- সেই সমস্ত মানুষ যারা বায়নানামা করেছে, তাদের এখন হয় মধ্যপ্রদেশে যেতে হবে, না হলে চলে যেতে হবে উড়িষ্যায়। বিভিন্ন ক্যাম্পে সরকারী কর্মচারীদের মারফত একটা ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। "যদি মধ্যপ্রদেশে যেতে প্রস্তুত না থাকো, উড়িষ্যায় যেতে প্রস্তুত না থাকো, তাহলে তোমাদের ডোলস বন্ধ করা হবে।" এই ত্রাসের কারণ কি? আজ ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের যাবার স্থান নির্বাচন সম্বন্ধে কোন অপসন তাদের নাই। তাদের বায়নানামাগুলি সরকারী গাফিলতিতে তামাদি হয়ে গেছে। অনেক রিফিউজি মধ্যপ্রদেশে না গিয়ে উড়িষ্যায় যেতে চায়, সেরকম অনেক লোক আছে, তারা বলেছে আমাদের বায়নানামা সরকারের দোষে নষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের মধ্যপ্রদেশে পাঠাবেন না, কারণ সেখানে তাদের ভাষা আমরা বুঝি না। উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ আছে। তাদের ভাষাও বুঝতে পারি; তারাও আমাদের ভাষা বুঝতে পারে। আমাদের উড়িষ্যায় পাঠান। যাদের বায়নাপত্র সরকারের দোষে নষ্ট হয়েছে, তাদের জোর করে মধ্যপ্রদেশে পাঠান উচিত নয়। আমি জানি সেই সমস্ত লোক ত্রিপুরাতে চলে যেতে চায়, তারা যেতে চায় আসামে, সেখানে তারা নিজেদের চেষ্টায় বায়নানামা করে জায়গা সংগ্রহ করে বসবাস করতে চায়। সরকার তাদের সেই সুবিধা করে দিন। সরকার এতদিনেও ক্যাম্প থেকে কোনই পুনর্বাসন দিতে পারেন নি। যারা নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে চায়, যারা আসামে যেতে চায়, উড়িষ্যায় যেতে চায়, ত্রিপুরায় যেতে চায় তারা যেন সেই অপশন থেকে বঞ্চিত না হয়। জোর জবরদস্তি না করে, নিজের নিজের ইচ্ছামত স্থানে পুনর্বাসন করে নেবার সুযোগ উদ্বাস্তুদের দেওয়া উচিত।

মাননীয় বিজয় সিং নাহার কিছুক্ষণ আগে বলেছেন– উদ্বাস্তুদের চাল না দিয়ে ধান দেওয়া হোক। যে বুদ্ধিতে সে কথা বলেছেন, যে দরদ থেকে সে কথা বলেছেন, আমরা তা বুঝতে পারি। কিন্তু তাঁর এ কথা সম্পূর্ণ আনপ্রাকটিক্যাল। উদ্বাস্তুদের যদি কেবলমাত্র ধান দেওয়া হয় তাহলে তো ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা না খেয়ে মারা যাবে। ক্যাম্পগুলির মধ্যে অনেক ক্যাম্প এখন এমন জায়গায় অবস্থিত যে তার ধারে কাছে কয়লা পাবার কোন উপায় নাই, জ্বালানী কাঠও পাবার উপায় নাই। কারণ তিন-চার বছর একই ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের রাখার ফলে ক্যাম্পের কাছে যত গাছপালা ছিল রান্নার জন্য হোক বা জ্বালানীর জন্যই হোক, সব গাছ তারা কেটে বরবাদ করে দিয়েছে। এ কথা হাউসের সকলে জানেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ও জানেন। কাজেই চালের পরিবর্তে ধান দেবার প্রস্তাব আনবেন না। বিজয় সিং নাহার মহাশয়ের প্রস্তাব যতই সাধু হোক না কেন, তা বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়।

মন্ত্রী মহাশয় তাঁর রিপোর্টে বলেছেন—এখন থেকে এম্‌ফাসিস দেওয়া হচ্ছে যাতে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ মারফত রিফিউজিরা উপার্জন করতে পারে। আমি সামান্য একটা কাজের কথা বলি। আজকালকার দিনে আপনারা জানেন বাংলাদেশে রেশন দোকান মারফত মণপ্রতি সাড়ে বাইশ টাকা দরে চাল বিক্রী হচ্ছে। আমি কোন কোন সারপ্লাস ডিস্ট্রিক্ট জানি, সেই সমস্ত সারপ্লাস ডিস্ট্রিক্টএ ধানের দাম দশ টাকা সাড়ে দশ টাকা। আমি গল্প করছি না বা এক্সাজারেশন করছি না, নিছক তথ্যের উপর একথা বলছি, সমস্ত রেসপনসিবিলিটি নিয়ে

বলছি—সেখানে ধানের দাম দশ টাকা সাড়ে দশ টাকা। দেড় মণ ধানে এক মণ চাল হতে পারে। তার উপর যদি এক টাকা মজুরী দেওয়া হয়, তাহলে চালের দাম ষোল টাকা বার আনা পড়ে। তার উপর যদি আরো এক টাকা মুনাফা দেওয়া হয়, তাহলে সতের টাকা বার আনা এক মণ চালের দাম হয়। যেখানে মিলওয়ালা সতের টাকা বার আনায় চাল উৎপন্ন করছে, সেই এলাকায় সরকার সাধারণের কাছে রেশন দোকান থেকে চাউল বিক্রী করছে সাড়ে বাইশ টাকা। আপনারা জানেন—বহু ডিস্ট্রিক্ট আছে, যেমন বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট, সেখানে ক্যাম্প রিফিউজীদেরে কাজ দেবার জন্য সরকার ধান ভাঙ্গাবার ব্যবস্থা অনায়াসে করতে পারেন। এই কাজে সরকারের লাভ হবে, লোকসান হতে পারে না। সাড়ে বাইশ টাকা দরের চাল রেশন মারফতে রিফিউজীদেরে না খাইয়ে, সরকার যদি নিজে দশ টাকা সাড়ে দশ টাকা করে ধান খরিদ করেন, তাহলে সাড়ে সতের টাকা দরে তাঁরা আজ বাংলাদেশে চাল উৎপন্ন করে রিফিউজীদের খাওয়াতে পারেন।

Sj. Narendra Nath Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দেশ বিভাগের ফলে যে উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেই সমস্যা সর্বভারতীয় সমস্যা হলেও পশ্চিমবাংলার সমাজ জীবন ও অর্থনৈতিক জীবন আজ বিধ্বস্ত হতে বসেছে। এই সমস্যা মূলতঃ পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশেরই সমস্যা ছিল। পাঞ্জাবের সমস্যা অল্পদিনেই সমাধান হয়েছে। কিন্তু যেভাবেতে পাঞ্জাবের সমস্যার সমাধান হয়েছে, তার সঙ্গে বাংলাদেশের সমস্যা এক নয়। দেশ বিভাগের পূর্বে পাকিস্তানের প্রবর্তক মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্তানের মাইনরিটিদের সর্বপ্রকার সমান অধিকার দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দুর উপর যে নৃশংস অত্যাচার আরম্ভ হল, নারীর উপর অত্যাচার, শিশুহত্যা প্রভৃতি যে অত্যাচার আরম্ভ হল, তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল পূর্ব পাঞ্জাবে সমানভাবে এবং তার ফলে পূর্ব পাঞ্জাবের এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের মধ্যে লোক বিনিময় করতে উভয় রাষ্ট্রের সরকার বাধ্য হলেন, যদিও আমাদের সরকার ধর্মনিরপেক্ষ সরকার। কিন্তু পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের ক্ষেত্রে তা হতে পারে নি। পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগ রাষ্ট্র হিন্দু বিতাড়নের এক বিরাট ষড়যন্ত্র করেছিল এবং হিন্দুদের জীবন বিপন্ন করে ফেলেছিল,—যেটা দেখা দিয়েছিল ১৯৫০ সালে বিরাট নরহত্যার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবাংলায় সম্ভব হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু মুসলমান আতঙ্কিত হয়ে পার্টিশনএর অল্পকাল পরে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল পাকিস্তানের স্বপ্নে বিভোর হয়ে। কিন্তু তারা অল্প দিনেই ফিরে আসতে বাধ্য হল। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু অধিবাসীরা তাদের পদাঘাত করে বিতাড়িত না করে তাদের সাদরে গ্রহণ করে নিলো। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের পুনর্বসতির চেষ্টা করেছেন। কাজেই যে অবস্থা ও যে ব্যবস্থা পাঞ্জাবে সৃষ্টি হয়েছিল, সেই অবস্থা আমাদের বাংলাদেশে সম্ভব হয় নাই।

[11-25—11-35 a.m.]

পাঞ্জাবে এক সঙ্গে সমস্ত লোক বিনিময় হবার ফলে যত সংখ্যক রিফিউজি পূর্ব পাঞ্জাবে আসতে বাধ্য হয়েছিল তার সংখ্যা গভর্নমেন্টের জানা ছিল বলে গভর্নমেন্টের পক্ষে সেখানকার উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান করা সহজ হয়েছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে কত হিন্দু কিভাবে আসবে সেটা ঠিক করা সম্ভব হয় নি। কেন না ১৯৫০ সালে সেখানে যে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল তারপরেও সেখানকার হিন্দুরা চেয়েছিল পিতৃপুরুষের ভিটায় বাস করতে। কাজেই যারা আজকে আসছে তাদের যখন সেখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে তখনই চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ কোন গ্রামে হয়ত একটি মেয়েকে টেনে নিয়ে চলে গেলে তখন তার কোন প্রতিকার হল না, ফলে সেখানকার হিন্দু অধিবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে চলে আসতে বাধ্য হল। সুতরাং তারা এখনও আসবে এবং তাদের এই আসা বন্ধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় বা বন্ধ করা উচিত হবে বলে আমি মনে করি না। পার্টিশনএর পর যদি আমরা পাঞ্জাবের মতন পূর্ববঙ্গে যত হিন্দু আছে তাদের সকলকে গ্রহণ করবার জন্য সেইভাবে প্রস্তুত হতে পারতাম তাহলে আজকে যে সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হতে হচ্ছে তা আর হতে হত না।

আজকে আমাদের এই উদ্বাস্তু সমস্যা সর্বভারতীয় সমস্যা হওয়া সত্ত্বেও এবং ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও এই সমস্যার সমাধান হয় নি। বস্তুতঃপক্ষে আমরা উদ্বাস্তুদের রিহ্যাবিলিটেশন করাতে পারি নি। একথা সরকারও স্বীকার করেছেন। এ সমস্যার যে সমাধান হয় নি তার মূলতঃ কয়েকটা কারণ রয়েছে। আমাদের এতক্ষণ যে বিতর্ক চলল এর ভেতরে আমরা অনেক সমালোচনা শুনলাম—ঋণ, বিজিনেস লোন, ল্যান্ড পার্চেজ লোন ইত্যাদি সম্বন্ধেও অনেক শুনলাম। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই সমস্যার সমাধানের পক্ষে যে অন্তরায় রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটা কারণ রয়েছে। সরকারী নীতির ত্রুটির সঙ্গে উদ্বাস্তুদের প্রবঞ্চনামূলক কার্যকলাপও রয়েছে। এর ফলে একই লোক বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্নভাবে সরকারী কর্মচারীর সহযোগিতায় নানাভাবে অর্থ এবং সাহায্য গ্রহণ করার ফলে যারা প্রকৃত উদ্বাস্তু তারা সাহায্য পেতে বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্য উদ্বাস্তু সমস্যা আজও সমাধান হতে পারি নি। দ্বিতীয় হল, উদ্বাস্তু বিভাগের দুর্নীতি। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আমাদের উদ্বাস্তু বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে যথেষ্ট দুর্নীতি আছে যা নাকি আজকে এই সমস্যা সমাধানের পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ। তৃতীয় হল, উদ্বাস্তুদের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রচার এই সমস্যা সমাধানের পক্ষে একটা মস্ত বড় অন্তরায় বলে মনে করি। স্যার, আমি যে সরকারী ত্রুটির কথা বলছি সেটা হচ্ছে এই যে গোড়া থেকে ১৯৪৮ সালে যখন উদ্বাস্তু সমস্যা প্রথম দেখা দিল তখন সরকার উদ্বাস্তুদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে পাঞ্জা প্রচলিত করেছিলেন সেই পাঞ্জাগুলি চেক করবার কোন ব্যবস্থা হয় নি এবং তাতে যেকোন লোক উদ্বাস্তু হতে পারত। তার ফলে দেখা গেছে যে বহু লোক যারা উদ্বাস্তু নয় তারাও উদ্বাস্তুর অধিকার দাবী করেছে। এই পাঞ্জার কোন রেজিস্টার আছে কিনা তা আমি জানি না। একটা লোকের যদি পাঞ্জা হারিয়ে যায় তাহলে সে আর তার কোন কপি পায় না বা এমন কোন ডকুমেন্ট পেতে পারে না যার ফলে সে নিজেকে সত্যকারের উদ্বাস্তু বলে প্রমাণ করতে পারে। যে পাঞ্জা ছাড়া হয়েছিল পাঞ্জা বন্ধ হবার পরেও এখনও তা বিক্রি হচ্ছে। ১৯৫০ সালে যে বর্ডার স্লিপ প্রবর্তিত হয়েছিল সেই বর্ডার স্লিপ প্রবর্তনের নীতির মধ্যে ভুল রয়ে গেছে। এই বর্ডার স্লিপগুলি পেন্সিলে লেখা হয়েছিল এবং এই বর্ডার স্লিপ ঠিক পঞ্জীর মত কত কার কাছে দেওয়া হল, কত ডিস্ট্রিবিউটেড হল, কত ফেরত এল এগুলো চেক করা হয় নি - যার ফলে এখনও নৈহাটি এবং অন্যান্য জায়গায় এই বর্ডার স্লিপ টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায়। এই বর্ডার স্লিপগুলো পেন্সিলে লেখা বলে একই বর্ডার স্লিপের উপর নাম তুলে তুলে দিয়ে বিভিন্ন লোক উদ্বাস্তু হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করছে এবং সরকারী কর্মচারীদের সহায়তায় ঋণ ও সাহায্য লাভ করছে। এইরকম আজকাল অনেক হচ্ছে। এটা আজকে সরকারের পক্ষে এক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্যার, উদ্বাস্তুদের যেসব কলোনী রয়েছে সেসব কলোনীর মধ্যে বহু লোক এখনও আছেন একথা অস্বীকার করার উপায় নেই - যারা উদ্বাস্তু নন বা উদ্বাস্তু আখ্যাও পেতে পারেন না। আমি কিছুদিন আগে মন্ত্রী মহাশয়কে এইরকম একটা কেস দিয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে যে এক ব্যক্তি আজ প্রায় ২৫ বছর ধরে এখানে বাস করছেন এবং বুক বন্ডে ৭৫০ টাকা মাইনের চাকরী করেন অথচ গভর্নমেন্ট কলোনীতে জায়গা দখল করে উদ্বাস্তু হয়ে বসে আছেন। আজও কাঁকিনাড়া বা বারাকপুর সাবডিভিসনের বহু জায়গায় একই লোক বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ভাবে ঋণ গ্রহণ করছে। মুসলমানের পরিত্যক্ত গৃহ দেখিয়ে বহু লোক ল্যান্ড পারচেজ লোনএর সুযোগ নিয়ে সরকারকে প্রবঞ্চিত করছে। একটু আগে যিনি বায়নানামার কথা বললেন, আমি তাঁর সঙ্গে একমত হই না। কারণ বায়নানামাগুলো কার্যকরী করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি বটে, কিন্তু আমি জানি একই জমির মালিকের কাছ থেকে বা বিভিন্ন শরীকের কাছ থেকে একই লোক বিভিন্নভাবে বায়না করে গভর্নমেন্টের কাছে দলিল দাখিল করে। এইগুলো চেক হওয়া প্রয়োজন, আর তা না হলে এইভাবে বায়নানামা চলতে দেওয়া সম্ভব নয়। আমি জানি কাঁকিনাড়া ও হালিশহরে এইরকমের বহু কেস রয়েছে। বায়নানামা দেখিয়ে সরকারের কাছ থেকে ল্যান্ড পারচেজ লোন বহু লোকে নিয়ে বাড়ী অর্ধেক তৈরী করে বাকী টাকা হজম করে অন্যত্র চলে গেছে এবং সেখানে গিয়ে আর এক নামে রিফিউজি হওয়ার চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে আমি একটা ঘটনা বলি। নিউ আলিপুরের এক কলোনীতে এক লোক স্ত্রীকে ডাইভোর্স করে দিয়ে তার নামে আর একটা লোন নিয়েছে। অথচ তারা এক সঙ্গেই বাস করছে। সুতরাং আজ যদি

এগ্‌লো বন্ধ না হয় তাহলে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হবে না এবং প্রকৃত উদ্বাস্তু যারা তাদের সমস্যার সমাধান কখনও হবে না। আমার আরও অনেক বলবার ছিল, কিন্তু সময় হয়ে যাওয়াতে আমাকে থামতে হচ্ছে।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

মিঃ স্পীকার, স্যার, ওপক্ষ থেকে যাঁরা বক্তৃতা দিলেন তাঁদের সকলের কথা আমি শ্‌নেছি। বিজয়বাব্‌ নেই তা না হলে তাঁকে কয়েকটা কথা বলতাম। ও'দের পাঁচ বছরে ১০-১৫ বার এইরকম অভিনন্দন দিতে দেখব। তাঁরা কি রকম অভিনন্দন দেন না মিঃ সেন যখন বলেন যে জল হলে ধান হবে তখনও তাঁরা অভিনন্দন দেন এবং আবার যখন তিনি বলেন যে বৃষ্টি হয় নি বলে ধান হল না তখনও তাঁরা অভিনন্দন দেন। যাইহোক, এখানে শ্‌ধ্‌ আমি ক্যাম্পের কথা বলতে চাচ্ছি। স্যার, আপনি দেখবেন যে এই রিপোর্টে তাঁরা ক্যাম্পকে টপ প্রায়রিটি দিচ্ছেন। টপ প্রায়রিটি দিচ্ছেন ভালই এবং আমরাও সেটা চাই। কিন্তু যে শব্দটি খ্‌ব চমৎকার লেখা আছে সেটা হচ্ছে লিকুইডেশন। প্রফ্‌ল্লবাব্‌ প্রায় সবই লিকুইডেট করে এনেছেন। কিন্তু আবার ক্যাম্পকে লিকুইডেট করবার জন্য তাঁর একট্‌ তাড়াহ্‌ড়া পড়ে গেছে। একথা বলছি কারণ এটার সঙ্গে একট্‌ ওর সম্পর্ক আছে। আপনি জানেন যে হাওড়ায় যে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সেসন সেখান হয়ে গেল সেই সেসনে তারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে কিছ্‌ এককালীন ডোল বা লোনের টাকা দিয়ে এদের ছেড়ে দাও। এটাই আবার দার্জিলিংএ র্‌প নিয়েছে মন্ত্রীদের সম্মেলনে। এটা কেন নিয়েছে সে কথা যখন আমার মনে হয় তখন থমাস উডএর কবিতা একট্‌ উল্টে পাল্টে বলতে ইচ্ছা করে যে—

"Alas, for the rarity
Of Congress charity
Under the sun,
Oh, it was pitiful
Near a whole cityful
Home they had none".

তর্‌ণবাব্‌র বাড়ীর পাশের কনস্টিটিউয়েন্সিতে গিয়ে দেখ্‌ন যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ডেভলাপমেন্টের ছবি কেলেন্ডারে বেরিয়েছে। অর্থাৎ অশোকনগরের অনেক বাড়ী, চমৎকার ঘরের সমস্ত ছবি দেওয়া আছে। তারই কাছে তর্‌ণবাব্‌র ক্যাম্পের ছবি দেন নি কেন? সেখানে উদ্বাস্তু ভাইবোনেরা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে সে ছবি কি আপনার মনে পড়ে না? সেখানে খালি ঘরে বিভিন্ন জন্তুজানোয়ার বাস করছে, অথচ সেই ঘরে আমাদের মা ভাইবোনেদের জায়গা নেই। এ'রা জায়গা দিতে চান না—চরে খেতে বেড়াবার জন্য তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবং এই সিদ্ধান্ত তাঁরা হাওড়ায় ও দার্জিলিংএ নিয়েছেন। এই রিপোর্টের মধ্যে দেখেছি যে তাঁরা ক্যাম্পকে টপ প্রায়রিটি দেখাচ্ছেন। কিন্তু সে জায়গার মধ্যে অনেক জিনিস আছে। আপনারা এসব দেখবেন বনগাঁয়। রামগড় ক্যাম্পের স্‌পারিন্টেন্ডেন্ট সেখানে বাস্তুহারাদের বলছেন তোমরা কিছ্‌ টাকা নিয়ে সরে পড়ে অন্যত্র জায়গা দেখে নাওগে।

[11-35—11-45 a.m.]

দেখছেন কি? সেই দেখার মধ্যে অনেক জিনিস আছে। এ কথা এমনি বলছি না। আমরা দেখতে পাই রামগড় ক্যাম্পের স্‌পারিন্টেন্ডেন্ট বাস্তুহারাদের বলছেন যে তোমরা কিছ্‌ টাকা নাও, নিয়ে সরে পড়। জায়গা দেখে নাও, এবং যে যেখানে পার যাও। এক জায়গায় এস-ডি-ও বলেছেন—তোমরা 'ভলান্টারিলি' সহি কর, কোরে ক্যাম্প ছাড়বার ব্যবস্থা কর, তা না হলে ডোল বন্ধ করা হবে। স্পীকার মহাশয়! এই ডোল সম্বন্ধে দ্‌ই-একটা কথা বলতে চাই। ডোলটা বড় মজার জিনিস। কথায় কথায় তাদের কাছে ডোল বন্ধ করার কথা বলা হয়। কেউ যদি সেই ক্যাম্প ঘ্‌রে আসেন—তর্‌ণবাব্‌কে বলি তিনি মাঝে মাঝে চেষ্টা করবেন সেইসব ক্যাম্পে আসতে—তাহলে দেখবেন যে কি দ্‌র্ভাগ্যে সেই বাস্তুহারাদের পড়তে হয়েছে। বাস্তুহারা মেয়েটা যদি

বাস্তুহারা প্রমাণিত না হয় তাহলে ঐ মেয়েটার বরাতে আর ডোল নেই। আপনাদের ডিপার্ট-মেন্ট বলছে যে বাস্তুহারা এটা দেখাতে হবে। যে বাস্তুহারা এটা যদি প্রমাণিত না হয় তাহলে তরুণবাবুর ডিপার্টমেন্ট সেই বাস্তুহারাদের সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করবেন সে সম্বন্ধে আশঙ্কা আছে। কারণ, এই অবস্থায় ডোল নিয়ে খেলা করা হচ্ছে। দুর্ভাগ্য যদি কারও হয়, যদি তার স্ত্রী মারা যান, তাহলে তার ঐ ক্যাম্পে আর ডোল মিলবে না। ওদের যে এক মাস দু মাস সময় দেওয়া দরকার তা মনে করেন না। বাস্তুহারা তোমার স্ত্রী মারা গেছে, অতএব তুমি একা, তোমার এখানে কিছু নাই, এখন চ'রে বেড়াও, এখন থেকে তুমি একজন ভ্যাগ্রান্ট। লিকুইডেশনএর কথা ও'দের মাথায় খুব ধরেছে। এইভাবে ও'রা এগিয়ে যাচ্ছেন। এই ডোল তাঁদের হাতের মুঠোর যন্ত্র। বাস্তুহারাদের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কারা যে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে সে কথা বাংলা দেশের মানুষ জানে বাস্তুহারাদের নিয়ে তাঁরা খেলা করছেন—এর জবাবদিহি তাঁদের করতে হবে। এই ডোল বন্ধ করা—এ অবস্থা কখন চলতে দেওয়া যেতে পারে না। এতে মনে হয় ভাত দেবার নাম নেই কিল মারবার গোঁসাই। কথায় কথায় ডোল বন্ধ কোরে ভয় দেখাবার বেলায় আছেন। স্পীকার সাহেব! এই ক্যাম্পের কথা বলবার নয়। ভদ্রকালী ক্যাম্পে দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চলেছে। ডাঃ রায় মীমাংসা করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত মেয়েদের সেখানে কোন ডোল দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। আমি মাননীয় পূরবী মুখার্জীকে বলব—তিনি মহিলা, মায়ের জাত, তিনি কি দেখবেন না যে তারা খেতে পাবে না, আর গভর্নমেন্ট তাদের কি রাস্তায় দাঁড় করাবেন? আজ এই কথা বিবেচনা করবার দিন। সেই ক্যাম্পের যে টেন্টগুলো তাদের অবস্থা কত খারাপ। ঐ তাঁবুগুলোর মধ্যে কি অবস্থায় তারা বাস করছে তা বলা যায় না। আমরা জানি তারা মাবাপ নিয়ে এই বাড়ীতে বাস করে, আবার একই ঘরে ভাসুর, শ্বশুর, নিয়ে স্বামীস্ত্রীকে বাস করতে হয়। তা যে কি করে সম্ভব তা বুঝতে পারেন। ওদের প্রাইভেসি বজায় রাখা যায় না. তাই বলি ঐ টেন্টগুলি একবার ঘুরে দেখে আসুন না যে কি অবস্থায় তারা আছে। 'কুপার্স ক্যাম্প' সেদিন দেখে এলাম- চোখকে ত অবিশ্বাস করা যায় না, —সেখানে আবার ঐ ধরণের তাঁবুও নেই, সেটা গভর্নমেন্টের একটা গুদাম ছিল, সেই ঘরের মত ধানের গুদামের মধ্যে তাদের রাখা হয়েছে। সেখানে চ্যাটাই দিয়ে প্রাইভেসি বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে তারা দিনের পর দিন ক্যাম্পে রয়েছে। তা ছাড়া টেন্টগুলোর অবস্থার কথা এখানে তুলে ধরতে চাই যে কিভাবে তাদের তাঁবুর মধ্যে রাখা হয়েছে। কিন্তু এ সমস্তগুলো এখানে পড়ে দেওয়া যায় না। সবই সরকারী কর্মচারীদের রিপোর্ট। যদি তরুণবাবু জানতে চান পড়ে দেখুন, এতে দেওয়া আছে। চার-পাঁচ মাসের নতুন তাঁবু, সেই তাঁবু টানালে পর তার মধ্যে বৃষ্টির জল পড়ে। বাহিরে বৃষ্টি পড়ার আগে ঘরের মধ্যে বৃষ্টির জল আসে। ট্রানসিট ক্যাম্পের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলছেন--মহাদেব রামকুমার তাঁবু সাপ্লাই করেছেন। তাঁরা লিখেছেন তাঁকে এবং তাঁরা আশা করছেন দুই-একটা পশলা বৃষ্টি পড়লে তারপরে বোধহয় আর জল পড়বে না। তারপর জল পড়া বন্ধ হতে পারে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নি। পূর্ণ হবে কি কোরে? তাঁদের প্রিয় বন্ধুরা তাঁবুর দাম নিয়েছেন ১৭৫ থেকে ২৫০ টাকা। তার সেই মুনাফাটা ত মহাদেব রামকুমারকে যোগাতে হবে। এইরকম অনেক মহাদেব রামকুমার—তাঁদের বন্ধু লোক —তাদের মুনাফা না কমাতে পারলে হতে পারবে না। কেন, এটা তাঁরা টিন কিনতে পারতেন না? তাহলে যেকোন রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে লোকে নিয়ে যেতে পারত। টিন দিলে সেটা একটা এ্যাসেট হয়ে থাকত। তা বেচলে পরে গভর্নমেন্টের ঘরে টাকা ফিরে আসত। কিন্তু আজও সে ব্যবস্থা হচ্ছে না। তাহলে যে তাঁবু করনেওয়ালা লোকদের যে একটা মুনাফা করার ব্যবস্থা হবে না। সেখানে অনেকগুলি জায়গার কথা উল্লেখ আছে। আমি সমস্ত অফিসারের কথা বলতে চাইছি না। তাতে সময় চলে যাবে। আমি বলি এগুলি কোন জেলখানা নয়; কিন্তু এগুলিকে জেলাখানা করা হয়েছে। সেখানে একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট আছেন, তাঁর হুকুম হয়েছে ক্যাম্পের মাঠে ওরা মিটিং করতে পারবে না। তাহলে ওগুলিকে কি বলতে হবে—জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট? তাহলে বলতে হবে বাংলা দেশের লোকে......

[At this stage the honourable member having reached his time-limit resumed his seat.]

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়। এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য যে মানবিক উদার দৃষ্টিভঙ্গী আমরা কংগ্রেসের তরফ থেকে আশা করেছিলাম সে দৃষ্টিভঙ্গীর মোটেই কোন পরিচয় আজ পর্যন্ত আমরা পাই নি। গত কালকার ঘটনা একটা বলছি। হাওড়া স্টেশনএর পাশে যে ৫১টা পরিবার দীর্ঘ ৫ মাস ধরে বাস করছে এই পাঁচ মাসের মধ্যে তাদের মধ্যে ১৮ জন অনাহারে, বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে ইতিপূর্বেই মারা গেছে, আর এক রাত্রিতে সে জায়গায় ১৪টা রোগী থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রতি পশুর মত বর্বরোচিত ব্যবহার কোরে টেনে হিঁচড়ে উন্মুক্ত ময়দানে সেখান থেকে আট মাইল দূরে—ফেলে দেওয়া হয়। জানি না মন্ত্রী মহাশয় এ খবর রাখেন কিনা। কিন্তু এই ধরণের ব্যবহার ওরা কি চেয়েছিল? সেখানকার কটা চাষী পরিবার বাংলাদেশের মধ্যে না হউক বাংলাদেশের বাহিরে যেকোন জায়গায় মধ্য প্রদেশে বা অরণ্যে—যে কোন জায়গায় তাদের পুনর্বাসন চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ ছয় মাস চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমরা দুঃখের সঙ্গে দেখেছি যে একরাত্রির মধ্যে তাদের মধ্যে টাইফয়েড জ্বরে মুমূর্ষু রোগী থাকা সত্ত্বেও কিভাবে তাদের টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর সারা রাত্রি ঐ সাঁতরাগাছির জঙ্গলে তাদের ফেলে রাখা হয়েছে। এই দৃষ্টান্ত হাওড়া স্টেশনে বা শিয়ালদহ স্টেশনে চোখের সামনে আমরা দেখেছি। শুধু আজ নয়, এই প্রকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব আমরা তিন বৎসর ধরে লক্ষ্য করে আসছি। এ'রা উদ্বাস্তু ব্যাপারে এক পাও এগুতে পারেন নি। তাঁরা আজ নূতন কোরে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন 'ফর লিকুইডেশন অব ক্যাম্পস' সেই ক্যাম্পের ভিতর প্রায় ২০ লক্ষ ৬৫ হাজার উদ্বাস্তু বাস করে। তার মধ্যে ৬৫ হাজার 'পার্মানেন্ট লায়েবিলিটি ক্যাম্প' তাদের বাদ দিয়ে বাকী উদ্বাস্তুর সংখ্যাও প্রায় ২ লক্ষ। এই যে দু লক্ষ দেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে আছে সেই ক্যাম্প লিকুইডেট করতে গেলে তাদের সেই ক্যাম্প ছাড়তে হবে, অথচ কয়েক হাজার দরখাস্ত বায়নানামা করে ফেলে রেখেছে এবং তারা দুই বছর তিন বছর বসে রয়েছে। সেই বায়নানামার ভিত্তিতে অনুসন্ধান কোরে যদি সেগুলো ডিসপোজ অব করতেন তাহলে বুঝতাম। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে কোন খবর তারা পায় নি। আজ বাংলাদেশে দুই লক্ষ উদ্বাস্তু আছে। তাদের আর জায়গা আছে কিনা, স্যাটুরেশন পয়েন্ট হয়েছে কিনা—সে সম্বন্ধে যে কথা দার্জিলিং কনফারেন্সে বলেছেন—তা দেখতে হবে। সেজন্য আমাদের পক্ষ থেকে তথ্য দেওয়া হয়েছে যে শুধু মাত্র ৪টা জেলায়—পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া ও ২৪-পরগনা, মোট দু লক্ষ একর জমি আছে। সেই জমি যদি ডেভেলপ করা যায় তাহলে সেখানে উদ্বাস্তুদের বাস করান অসম্ভব হবে না। তাহলে মনে হয় এই দু লক্ষ ৬০ হাজারকে বা ৪০ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারকে বসালে প্রতি উদ্বাস্তু পরিবারকে ১৫ বিঘা কোরে জমি দিতে পারা যাবে।

[11-45—11-55 a.m.]

তা সত্ত্বেও আমরা জানি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন না। উদ্বাস্তুরা ক্যাম্পএ আছে। তাদের বায়নানামা গ্রহণ করবেন না। সেখানে পতিত জমি আছে, তার রিক্লামেশন করবার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না। যত টাকা দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে আমরা হিসাব করে দেখেছি মাত্র ডেভেলপমেন্টএর জন্য ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এই সামান্য টাকায় রিক্লামেশন সম্ভবপর নয়, অথচ তারা বলেছেন, তাড়াতাড়ি করে ক্যাম্প খালি করে দিতে, এটা কি করে সম্ভব বুঝতে পারছি না। এই উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হলে তার মধ্যে যে জমি আছে সেটা রিক্লামেশনএর ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সেই টাকা গভর্নমেন্টের হাতে নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাত্র যে সামান্য টাকা খরচ হয়েছে সেই টাকা আপনার পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়ায় সম্ভব নয়। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন কিছু হতে পারে. ..

[At this stage the red light was lit.]

সবে মাত্র তিন মিনিট বললাম, আমায় আর একটু সময় দিন। তারপর আমি আসছি জমি সম্পর্কে। আমরা দার্জিলিং কনফারেন্সএর সময় দেখেছি যে আসামের রিহ্যাবিলিটেশন মন্ত্রী

শ্রীহরেশ্বর দাস মহাশয় বলেছেন আসামে কোন জমি নাই। আমরা জানি উত্তর-পূর্ব আসাম ছেড়ে দিলেও সেখানে প্যাসচার ল্যান্ড ৪·২৮ লক্ষ একর, ফ্যালো ল্যান্ড ১১ লক্ষ একর, আনকালটিভেটেড ল্যান্ড ৩৬ লক্ষ একর আছে। তা ছাড়া আমরা জানি স্টেট রি-অর্গেনাইজেশন-এর যে রিপোর্ট রয়েছে সেই রিপোর্ট অনুযায়ী দেখছি যে একমাত্র ত্রিপুরায় ৮০ হাজার একরের অধিক এবং কাছাড়ে ৬ হাজার একরের উপর জমি রয়েছে।

তারপর বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশের বাইরে উদ্বাস্তুদের পাঠানো হচ্ছে সে সম্পর্কে দু-একটা কথা আমি বলি। বেতিয়া উদ্বাস্তুদের কথা আমরা জানি যে সেখান থেকে ১৬ হাজার উদ্বাস্তু চলে এসেছিল। এ তথ্য উড়িষ্যা সম্পর্কে আমরা জানি, সরকার নিজেই স্বীকার করেছেন যে সেখান থেকে ১৯ হাজার এবং পরে আরও ৬ হাজার ফিরে এসেছে। এই ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই ল্যান্ড ডেভেলপমেন্টএর, স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রির কোন পরিকল্পনা নাই।

[At this stage the Hon'ble member having reached his time-limit resumed his seat.]

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের মাননীয় মন্ত্রি মহাশয় তার বিবৃতিতে যে কথা বলেছেন সেটা একটু বিশ্লেষণ করা দরকার। তারা কথায় কথায় বলে থাকেন যে, বাংলাদেশে ৩১ লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছে, তার ফলে সরকারের ঘাড়ে একটা প্রচণ্ড দায়িত্ব পড়েছে, যার জন্য কিছু করে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অথচ আসল অবস্থা তা নয়। প্রকৃত অবস্থা হল এই ৩১ লক্ষের মধ্যে ১৯ লক্ষ ৭৫ হাজারের আংশিক পুনর্বাসনের এবং আরও তিন লক্ষ ক্যাম্প রিফিউজি এই বাইশ লক্ষ পচাত্তর হাজার উদ্বাস্তুর দায়িত্ব তারা নিয়েছেন এ কথা তাঁরা বলতে পারেন। বাকি আট লক্ষের কথা তাঁদের বলা উচিত নয় বা বলার কোন অধিকার আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ এই আট লক্ষের কোন দায়িত্বই সরকার নেন নি। এই আট লক্ষ উদ্বাস্তু ভাইবোনেরা কোন পয়সা সরকারের কাছে চায় নি, তারা নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক পুনর্বসন করেছেন। সুতরাং সরকার এদের কথা কেন বলছেন? সরকারের কেরামতির সঙ্গে একবার সাধারণ উদ্বাস্তুদের তুলনা করে দেখুন, সরকার ৪০ কোটি টাকা খরচ করেছেন ১৯ লক্ষ ৭৫ হাজার উদ্বাস্তুর জন্য এবং তা খরচ করেও তাদের পুরাপুরি পুনর্বাসন দিতে পারেন নি; পুনর্বাসন দিয়েছেন কেবলমাত্র ১ লক্ষ ১৩ হাজার পরিবারকে মোট তিন লক্ষ ৯৫ হাজার পরিবারের মধ্যে। সরকারের মতেই তাহলে দেখা যাচ্ছে অর্ধেকের বেশী উদ্বাস্তুকে তারা পুরা পুনর্বাসন দিতে পারেন নি। ভাল কি মন্দ তা ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তার জন্য আপনারা খরচ করেছেন ৪০ কোটি টাকা। আর ৮ লক্ষ উদ্বাস্তু অর্থাৎ দেড় লক্ষের বেশী পরিবার নিজেদের চেষ্টায় তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হয়েছে। কার কেরামতি দেখুন, বলুন না একবার? এরা নিজের নিজেদের চেষ্টায় নিজেদেরকে পুরাপুরি পুনর্বাসন করেছে এবং বাংলাদেশের খাদ্য-উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য করেছে। আর আপনারা ৪০ কোটি টাকা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন, অথচ সেই সংখ্যক উদ্বাস্তুকেও পুনর্বাসন দিতে পারেন নি। এইগুলি প্রমাণ করে যে, কি পরিকল্পনাহীন কাজ হয়েছে। এখন আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই, আপনাদের গায়ে লাগছে কিনা দেখুন।

প্রথম কথা ৩ লক্ষ ক্যাম্প রেফিউজী এদের সম্বন্ধে আপনারা কি চিন্তা করছেন? এদের আপনারা দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছেন। তারজন্য কত টাকা খরচ করবেন? পোদ্দার মহাশয় বল্লেন ১শো কোটি টাকা। তিন লক্ষ ক্যাম্প রিফিউজীর জন্য ১শো কোটি টাকা খরচ করতে যাচ্ছেন দণ্ডকারণ্যে। সেখানে তারা থাকতে পারবে কিনা তার কোন স্থিরতা নেই, সেখান থেকে তারা চলে আসতে বাধ্য হবে কিনা তারও কোন স্থিরতা নেই। কে জানে এই ১শো কোটি টাকা আপনারা হয়ত আবার জলে ডোবাবেন। টাকা মন্ত্রী মহাশয় দেবেন না সরকার দেবেন না, দিতে হবে জনতাকে ট্যাক্সের আকারে। জনসাধারণের রক্ত নিয়ে এক্সপেরিমেন্টের নাম করে টাকা লণ্ডভণ্ড করে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি বাংলাদেশের মন্ত্রিমণ্ডলীর তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে কি বলা হয়েছিল যে, এই ১শো কোটি টাকা খরচ করে বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রী

গড়ে তোলা যেতে পারে এবং সেই শিল্পগুলিতে ক্যাম্প রিফিউজিদের নিতে পারা যায়? কেন এটা আপনারা বলেন না? কতকগুলি লোককে নিয়ে গিয়ে সেখানে ফেলবেন, কোন ঠিক নেই সেই জায়গায় কলোনী গড়ে উঠবে কিনা। সেই টাকাগুলো বরবাদ হয়ে যাবে কিনা তার কোন স্থিরতা নেই, অথচ মন্ত্রীমণ্ডলী হাততালি দিচ্ছেন, দণ্ডকারণ্যে স্কীমের বড় বড় ছবি ছাপাচ্ছেন, বড় বড় বাণী দিচ্ছেন। এতে কি ফল হবে জানি না। যদি বলতেন এই ১শো কোটি টাকা বাংলাদেশে খরচ হবে—হয়ত তিন লক্ষ ক্যাম্প রিফিউজীর সকলকে পুনর্বসতি দেওয়া যেত না কিন্তু বাংলাদেশে যদি এই টাকা ভালভাবে খরচ করতে পারতেন তাহলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অনেকখানি অগ্রগতি হোত, শিল্পোন্নতি অনেকখানি করা যেত। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং তার সাথে বেশ কয়েক লক্ষ্য উদ্বাস্তুর অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হত। এইরকম পরিকল্পনা আপনাদের নেই, তাদের বাংলাদেশের বাইরে পাঠাতে হবে, অতএব পাঠিয়ে দাও। তারা মরুক হাজুক তাদের জন্য পশ্চিমবাংলা সরকারের মাথা ব্যাথা নেই। দ্বিতীয় জিনিস, আপনারা হিসাব দিয়েছেন তিন লক্ষ ৯৫ হাজার পরিবার এদের মধ্যে ১ লক্ষ ১৩ হাজারকে আপনারা পুনর্বসতি দিয়েছেন। কি ধরণের পুনর্বসতি দিয়েছেন? তারা নিজেরা সংসার প্রতিপালন করতে পারে কিনা তার হিসাব নিয়েছেন? আপনারা টাকার হিসাব দিয়েছেন। টাকা দিলেই কি লোকে ব্যবসা করতে পারে, ব্যবসা করার ধাত থাকা চাই। তা তাদের আছে কিনা দেখেছেন? টাকা দিয়েছেন মানি কিন্তু সেই টাকা দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হয়েছে কিনা, তাদের ব্যবসা দাঁড়িয়েছে কিনা, এসবগুলো কি দেখেছেন? এ জিনিস ঐভাবে হয় না। আপনারা ব্যবসার জন্য ঋণ দিয়েছেন, কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক বাজারে বড় বড় দোকান দাঁড়াতে পারছে না, আর রিফিউজিরা ছোটখাট দোকান নিয়ে কতটুকু দাঁড়াতে পারবে প্রতিযোগিতার মধ্যে, এ চিন্তা কি করেছেন অর্থনৈতিক দিক থেকে? ধরে নিয়েছেন যেহেতু সেইহেতু ১ লক্ষ ১৩ হাজার পরিবারের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করে দিয়েছি এ যুক্তি অচল। বাকী যা রয়েছে ২ লক্ষেরও বেশী পরিবার এদের আপনারা পুনর্বাসন করতে পারেন নি—টাকা উড়িয়েছেন কিন্তু রিহ্যাবিলিটেট করতে পারেন নি। এদের কোথায় পুনর্বসন দেবেন? জমি কোথায়? এগ্রিকালচারাল ফ্যামিলির কথা বলেছেন এবং পরিবার পিছু আপনারা খরচ করবেন তিন হাজার টাকা করে এবং এদের রিহ্যাবিলিটেট করার জন্য আপনারা ১৩ কোটি টাকা খরচ করবেন বলেছেন। কোন জায়গায় তাদের জমি দেবেন জিজ্ঞাসা করি? কোন জায়গায়, ক্যাটিগরী-ক্যালি বলুন যে অমুক জায়গায় জমি আছে, অমুক জায়গায় দেবো। চাষীর জমিতে রিফিউজি বসানো নীতির আমি প্রতিবাদ করি। আপনারা পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলার লোকদের মধ্যে একটা বিবাদ বাধাতে চান। আমি নিজে জানি তিন পুরুষ ধরে জমি চাষ করছে এমন চাষী যারা সুন্দরবনের বাঘ তাড়ালো, সাপ তাড়ালো, কুমীর তাড়ালো, সেইসব চাষীকে আপনারা উচ্ছেদ করে দিচ্ছেন, রিফিউজি বসাবার নাম করে। এইভাবে সেখানে আর একদল উদ্বাস্তু আপনারা সৃষ্টি করছেন, পশ্চিম বাংলার এবং পূর্ব বাংলার লোকদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিভেদ সৃষ্টি করছেন। ভিক্ষা দিয়ে কাজ নেই, ঠাকুর মশাই আপনার কুকুর সম্মলান—দেশের ভাল না করতে পারেন খারাপ করবেন না, দেশের মধ্যে এই বিভেদের বিষাক্ত হাওয়া সৃষ্টি করবেন না।

[11-55—12-5 p.m.]

গরীব চাষীর ভূমিহীন ভাগচাষীর এবং আজকে যারা ভূমিহীন রয়েছে তাদেরও জমি দেবার প্রশ্ন আছে। আপনারা বলছেন এগ্রিকালচারাল রিফিউজি ৪৩ হাজার ৭০০ পরিবারকে জমি দেবেন, বাংলাদেশের কোন্‌ এলেকায় তাদের চাষের জমি দেবেন? আমি মনে করি যদি বাংলা-দেশে শিল্প গড়া যায় তাহলে পুনর্বাসনের সুযোগ এখনও ঢের আছে। কিন্তু বাংলাদেশে চাষের জমির জন্য প্রচণ্ড চাহিদা আছে। চাহিদা থাকা সত্ত্বেও চাষীকে জমি দিতে পারছেন না। তবু উদ্বাস্তুদের জমি দেবার কথা বলা হচ্ছে? এই প্রসঙ্গে সাতকড়িপতি রায়ের কথা মনে পড়ে। এই জমি তাঁর, এই জমি চাষীরও নয়, ভাগ চাষীরও নয়, বলা হল। সেখানে রিলিফ রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টএর অফিসার গেলেন, পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে এলেন। হাইকোর্ট স্বীকার করেছেন জমি চাষীর বলে, অথচ এই সরকার সেই চাষীদের জমিতে রিফিউজি বসিয়ে দিলেন। আমি তাই বলছি এরকম করে পুনর্বাসন হবে না, উপরন্তু এতে আরো

কতকগুলি জিনিস সৃষ্টি হবে যাতে অবস্থা জটিলতর হবে। যদি প্রকৃতই আপনারা রিফিউজি পুনর্বাসন চান তাহলে সর্বাগ্রে একটা কাজ করুন—অকল্যান্ড হাউস সাফ করুন। একটা কমিটি করুন, অ্যান্ড দে মাস্ট গো ইনটু ইট। অকল্যান্ড হাউস ভাল করে নতুন করে গড়ে তোলা দরকার। একটা ছোট কমিটি করুন যাঁরা ডিটেলসএ যাবে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন মশাই জানেন এবং আমি বিধানবাবুকেও বলেছিলাম এবং প্রফুল্লবাবু বিধানবাবুর সামনে স্বীকার করেছিলেন যে ওখানে করাপশন আছে। একথা যদি সত্যি হয়, এটা যদি স্বীকার করেন, তাহলে ওটা রিঅর্গানাইজ করায় আপনাদের আপত্তি কি?

Sj. Manindra Bhusan Biswas:

মিঃ স্পীকার, স্যার, একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, রিফিউজি পুনর্বাসনের অর্থ বাস্তুহারাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন। তাদের বাঁচবার মত ব্যবস্থা করা—সে ব্যবস্থা এমন হবে যাতে সামগ্রিকভাবে রিফিউজি এবং স্থানীয় জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হয়। প্রারম্ভেই আমি বলতে চাই, আমাদের বনগাঁ এই বিষয়ে অগ্রাধিকার দাবী করতে পারে। বনগাঁয় শ্যামল রাঙা, সোনার মাটি বড় সুফলা, বনগাঁয় সবুজ তাজা সরেস ভূমি বড় সম্ভাবনায় ভরা। বনগাঁর আপন করা আলো-বাতাস বড় স্নেহমমতায় পূর্ণ। বনগাঁ তার চাষীছেলেদের হাতছানি দিয়ে ডাকে 'আয় আয়' বলে। ঠাকুরমার ন্যায় বনগাঁয় সারা উত্তরাংশ জুড়ে রয়েছে, কোদলা। তার পূর্বে ও পশ্চিমে মা ও মাসীর ন্যায় ইছামতী ও চৈতা তাকে স্নেহসিক্ত করছে। বাস্তুহারারা বনগাঁর বনবাদাড়-ঝোপঝাড় সব সাবাড় করেছে, সর্বত্রই জমিতে আমন ধানের ও পাট পাটের আবাদ করছে। কিন্তু বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রতি বছর বন্যায় এবং প্রবল বর্ষার জলে সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢে বর্ষার জল সরতে না পেরে পাটপাট শেষ হয়। ভাদ্র মাসে বিলগুলিতে অতিরিক্ত জল ঢুকে আমনধান নষ্ট করে দেয়। বনগাঁবাসীর তরফ থেকে সরকারের কাছে আমার ঐকান্তিক আবেদন, জল সরাবার জন্য কিছু খাল ও স্লুইস গেটএর ব্যবস্থা করুন যাতে বনগাঁর দরিদ্র চাষী ও বাস্তুহারারা বাঁচতে পারে। কি মরা কি মরা বনগাঁর উত্তর অংশে কিছু কিছু আমন ধান হয়। মরা নদীর কোটলায় সংস্কার করলে এবং কিছু কিছু খাল কেটে বিলের সাথে যোগাযোগ করলে বনগাঁয় সোনার ফসল ফলতে পারে। জল সরাবার ব্যবস্থা হলে বনগাঁর প্রতি টুকরা নীচু জমিতে হয়ে উঠবে পাটি পাট। তাতে এনে দেবে চাষীর ঘরে অসময়ের ধান। কোদলার অমূল্য পলিমাটিতে সারা বাগদা থানা শাকসবজী ও তরিতরকারীতে ভরে উঠতে পারে এবং যে সমস্ত খাল আছে তাতে মৎস্যচাষ হতে পারে। অকাইপুর ইউনিয়ন থেকে ধরমপুর পর্যন্ত বনগাঁর সমস্ত পশ্চিমাংশ জুড়ে যেসমস্ত বিল রয়েছে প্রতি বছর বান নেমে হাজার হাজার বিঘার ধান নষ্ট করে দেয়। স্থানে স্থানে বাঁধ বেঁধে এবং স্লুইস গেট করে এই অংশকে বাঁচান যেতে পারে। এই জমিগুলিতে বহুদিন সারেরও প্রয়োজন হবে বলে মনে করি না। বনগাঁর ইছামতী সত্যিই ইচ্ছা কল্পতরু তার বাঁকে বাঁকে কলার ক্ষেত, ফলের ক্ষেত, এক বিরাট অংশের যোগান দিতে সক্ষম। ভাদ্রমাসে যখন ইছামতী দিয়ে মাছের ডিম ভেসে যায় তা অনায়াসে কাজে লাগান যেতে পারে। বনগাঁর ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে, তাকে সহজে অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি থেকে বাঁচান যেতে পারে। বনগাঁর উঁচু জমিতে অল্প ব্যয়ে জমির উৎকর্ষসাধন করা খুব সম্ভব। বহু জায়গায় তিন ফসল ফলানও অসম্ভব নয়। তাই আবার বলছি, বনগাঁর ভূমি বড় সম্ভাবনাপূর্ণ। বনগাঁ আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে স্বাধীন ভারতে যাতে তার যোগ্য স্থান লাভ করতে পারে। আমি জোর করে বলতে পারি বাংলায় যে পরিকল্পনাগুলি করা হচ্ছে তার শতাংশের এক অংশও যদি বনগাঁয় প্রয়োগ করা হয় তাহলে বনগাঁ আমনধান ও পাটি পাট দিয়ে বাংলাদেশকে আরো সমৃদ্ধিশালী করতে পারে।

Sj. Sunil Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি না করে আমি বর্তমান রিপোর্ট সম্পর্কে দু-একটা কথা বলব এবং আমি দু-একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে পুনর্বাসন দপ্তরের অপদার্থতার পরিচয় দেব। এই রিপোর্টের সারমর্ম হল এই যে, ১ লক্ষ ৯০ হাজার উম্বাস্তুকে তারা পুনর্বাসন দিতে পেরেছেন এবং তিন লক্ষ উম্বাস্তুর, ক্যাম্পবাসী উম্বাস্তুর দায়িত্ব তারা নেবেন। অবশ্য

১ লক্ষ ৯০ হাজার উদ্বাস্তুর তারা পুনর্বাসন করেছেন একথাও পরবর্তী অবস্থায় তারা স্বীকার করতে পারছেন না যেখানে তাঁরা বলছেন ২৮ পৃষ্ঠায় ৩নং লাইনে—

"Some indication of the extent of distress prevalent among the displaced persons already considered to be rehabilitated can be had from the fact that over 13,000 families who received such benefits have deserted from rehabilitation sites and Government colonies of West Bengal."

এখানে তাঁরা স্বীকার করছেন যে ১ লক্ষ ৯০ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়েও দিতে পারেন নি, তাহলে দাঁড়াল কি? এক লক্ষ ৯০ হাজার লোকই পুনর্বাসন পায় নি, আর সরকার তিন লক্ষ পরিবারকে পুনর্বাসন দেবার কথা বলছেন, আর সংগে সংগে চোখ রাঙ্গাচ্ছেন, এই বলে যে ভবিষ্যতে যেসমস্ত উদ্বাস্তু আসবে তাদের দায়িত্ব নেবেন না। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই রিপোর্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁরা দুটো সুরে কথা বলছেন দে আর স্পিকিং ইন টু ভয়েসেস। আমি ৬নং পৃষ্ঠার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁরা যেখানে বলছেন—

the chances of their obtaining rehabilitation in States outside West Bengal being very remote.

একদিকে তাঁরা বলছেন বামপন্থীরা, বিরোধী পক্ষের লোকেরা প্রসেসন করে ডেমনস্ট্রেশন করে, সরকার উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা করলেও বিরোধীরা সেই ব্যবস্থার সংগে সহযোগিতা করে না, আর সংগে সংগে বলছেন যে, এই রিপোর্টেই স্বীকার করেছেন যে, বাইরে জমি পাওয়া সম্ভব নয়—তাহলে এই অবস্থায় সুষ্ঠু পুনর্বাসন কি করে সম্ভব হতে পারে?

[12-5—12-15 p.m.]

এখানে আন্দামানের কথা বলা হয়েছে। যে অবস্থায় আন্দামানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য কাজ সুরু করেছিলেন, তাতে উদ্বাস্তুরা সেখানে যেতে রাজী ছিল এবং আমরাও উদ্বাস্তুদের সেখানে পুনর্বাসনের পক্ষে সহমত ছিলাম। কিন্তু সেখানে পুনর্বাসন বন্ধ হয়ে গেল কেন? তিনি কি খবর রাখেন আজকে আন্দামানে উদ্বাস্তুরা কত দুঃখ দুর্দশায় পড়েছে? সেখানে দক্ষিণ ভারতের শাসকবর্গরা এসে উদ্বাস্তুদের কি রকম দুর্গতি অবস্থায় ফেলেছে, সে সম্পর্কে কি খবর রাখেন? সেখানে সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেবার দায়িত্ববোধ তাঁরা করেন কিনা, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি? এই রিপোর্ট থেকে দেখতে পাই আইন না ভাঙ্গলে পরে সরকারের কাছ থেকে কোথাও স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। আজকে তাঁরা স্বীকার করেছেন ১৩ হাজার ফ্যামিলী যে ডেজার্ট করে ছিল, তার সংগত কারণ ছিল। কারণটা হচ্ছে যে তাদের রিহ্যাবিলিটেশনএর সুষ্ঠু বন্দোবস্ত সরকার করতে পারেন নি। কিন্তু আমার মনে হয় ১৩ হাজারের চেয়ে অনেক বেশী পরিবার ডেজার্ট করেছিল। তাঁরা সেদিন বলেছিলেন যারা উদ্বাস্তুদের নিয়ে নাচায়, উত্তেজিত করে, তারা উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিরোধী। সেদিন আমরা যেটা বলেছিলাম বেআইনী, যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম, সেই প্রতিবাদ আজকে স্বীকৃতি পেয়েছে। তার আরও স্বীকৃতি আমরা দেখতে পাই-১২ পৃষ্ঠায়, যেখানে ১৩৭টি স্কোয়াটার্স কলোনী স্বীকার করে নিয়েছেন, এবং তার মধ্যে মাত্র ৭৪টিকে পুরোপুরিভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসের কথা, যখন এই সকল স্কোটার্স কলোনী সুরু হল, উদ্বাস্তুরা মরিয়া হয়ে নিজেদের গরজে, নিজেদের চেষ্টায় বিভিন্ন জায়গায় কলোনী গড়ে তুললো, সরকার থেকে সেদিন প্রেস নোট দিয়ে চোখ রাঙিয়ে বলা হয় যে ওটা বরদাস্ত করা হবে না, তোমরা বেআইনী কাজ করছো। সেদিন আমরা প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলাম, যার ফলে আজকে স্বীকৃতি তারা পেয়েছে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে, এই ব্যবস্থা দাঁড়িয়েছে, যে পুনর্বাসন যদি চাও, তাহলে আইন ভংগ। এ কথা সরকারই বলে দিচ্ছেন যে যদি আইন না ভাঙ্গ তাহলে পুনর্বাসন করা যাবে না, দেওয়া যাবে না। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। দক্ষিণ কলিকাতার লেক ক্যাম্প সম্বন্ধেও কথা ছিল। গত বছর চিঠি লিখেও তার জবাব পাওয়া যায় নি, প্রায় এক বছর হল, মন্ত্রী মহাশয় তার জবাব দেন নি, সে সম্বন্ধে আমি পুনরায় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের প্রচারিত পুস্তকটা পেলাম। যেখানে অনেক রকম এস্টিমেশন আছে। সে সম্পর্কে বিবিধ আলোচনা হয়েছে, আমি শুধু একটা এস্টিমেশন, যেটা প্রফুল্লবাবু করেন নি সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি এই এস্টিমেট যদি করতেন যেখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, এবং যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে তার মধ্যে অপচয়ের এস্টিমেটটা কত? দুর্নীতির খাতে কি পরিমাণ টাকা এই ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, সেই এস্টিমেশনটা তিনি কোথাও ধরেন নি। আমি ব্যক্তিগতভাবে যে কয়েকটি ঘটনা জানি—সরকারী দপ্তরে গত কয়েক মাস এবং কোন কোন জায়গায় দেড় বছর যাবৎ পড়ে আছে, আমি তারই দু-একটা উদাহরণ পুনরায় তাঁর কাছে তুলে ধরতে চাই। এ ব্যাপারে গত বছর এখানে বলবার চেষ্টা করেছিলাম। বেহালাতে পেয়ারাবাগান কেলেংকারী বলে একটা ঘটনা পরিচিত হয়ে গিয়েছে। সেখানে ডিপার্টমেন্ট থেকে রিফিউজীদের পাঠান হয়েছিল। যারা আদৌ রিফিউজী পদবাচ্য নয়, তাদের সেখানে পাঠান হল এবং সে কথা শ্রীমতি রেণুকা রায় মহাশয়ার কাণে ওঠে এবং আমরাও তার নিকট দরবার করি। তারপর তিনি ঘটনাটা খুবই দুর্ঘটনা বলে মনে করলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে সে সম্পর্কে এনকোয়ারী করা হবে। এ্যান্টি-করাপশন ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক গিয়ে খোঁজ খবর করলো। তার কিছুকাল পরে আমরা দেখলাম, সেখানে ঋণের প্রতি হাজার টাকায় চারশো টাকা ফেরত দেবার কথা হল মার্শী ল্যান্ড বলে, কিন্তু কি জানি, কি ঘটনা ঘটলো, যারা এই সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের চক্রান্ত আবার দেখা গেল। এই সমস্ত ব্যক্তিদের সাড়ে বত্রিশশো টাকা করে পুনরায় ঋণ দেওয়া হল। এই ঘটনা জানাবার পর যদি বুঝতাম যে এই রকম ঘটনা আর ঘটছে না, তাহলে না হয় এই ঋণ দেওয়ার যৌক্তিকতা থাকত। কিন্তু তারপর এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে সরকারের কাছে দৌড়ঝাপ করবার পর আমার অভিজ্ঞতাটুকু রাখার চেষ্টা করছি। মড়াপোতা মাঠ বলে আমাদের ঐ অঞ্চলের আর একটা কাহিনী আছে। ওখানকার ব্যবসাই হচ্ছে লো মার্শী ল্যান্ড কেনা বেচা, এবং এইভাবে ১০ হাজার, ১১ হাজার বা সাড়ে এগার হাজার টাকায় বহু জমি বেহালাতে কেনা হয়েছে। সেখানে যে জায়গাটা মড়াপোতার মাঠ বলে পরিচিত, সেটা আর একটা কেলেংকারীর কথা, যে দেড় মাস, দুই মাসের মধ্যে এই রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টএর চক্রান্তে পড়ে সাড়ে ১১ হাজার টাকা মূল্যের জমি ষাট হাজার টাকায় বিলি হল এবং দেখা গেল যে ৭২টি ফ্যামিলিকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়ে গিয়েছে। সাড়ে এগার হাজার টাকার জায়গায় ৭২ হাজার টাকা সরকারের ঘর থেকে গেল। আমাদের এই দরবার করবার ফলে সাময়িকভাবে ফ্যামিলীর মুভমেন্ট বন্ধ হয়েছে। কিন্তু ৭২ হাজার টাকা পেমেন্ট হয়ে গিয়েছে দেড় মাস, দু মাসের মধ্যে। এই ঘটনা জানবার পরেও এইরকম ধরণের আরও বহু ঘটনা রিফিউজি ডিপার্টমেন্ট থেকে হয়েছে। ১০ হাজার টাকার জমি মাত্র দেড় হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে গেল দেড় মাসের মধ্যে। এ-আর-আর থেকে আরম্ভ করে সবাই সেখানে যেতে আরম্ভ করলেন, এবং দেখা গেল যারা এই চক্রান্তকারী, তাঁদেরই বাড়ীতে বসে তাঁরা খানাপিনা করেন এবং ফিরে গিয়ে অন্য রকম রিপোর্ট ইত্যাদি দেন। আরও আশ্চর্যের কথা হচ্ছে যে, সেখানে মাত্র কিছুকাল পরে আরও কিছু নতুন রিফিউজি পাঠান হয়েছে। নিত্যনতুন ঘটনা ঘটেছে। এইরকম লো মার্শী ল্যান্ড কিনে আবার এক ধরণের ব্যবসা সুরু হল। আমি এইজন্য বারম্বার দপ্তরে দপ্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি এবং অভিজ্ঞতা হল সরকারের হাজার হাজার টাকার অপচয় ঘটলেও বাস্তুহারাদের উপকার হল না— চক্রান্তকারীদের পকেটেই টাকাটা গেল। এইরূপ ঘটনা দিনের পর দিন ঘটে চলেছে। আমি আলিপুর দপ্তরে অকল্যান্ডে এবং স্বয়ং খাঁ সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। খাঁ সাহেব যেটা আমাদের বললেন সেটা আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। তিনি বললেন এটাত টোটালিটেরিয়ান স্টেট নয়, যে সহজে এগুলিকে ধরা যায়? তিনি আরও অনেক কিছু বলবার চেষ্টা করলেন, শেষে বললেন এটা রাশিয়া হলে হতো। কিন্তু আমাদের দেশ যেহেতু ডেমক্র্যাটিক কান্ট্রি, সেইজন্য এই সমস্ত ব্যাপারে প্রতিকার করা সহজে যায় না। বিশেষ করে শুনে রাখুন, সেটা করা যায় না, কেন? এটা স্বয়ং খাঁ সাহেব আমাকে বলেছেন যে এই সমস্ত কারবারের পিছনে আছে অনেক রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার এদেশ আমাদের টোটালিটারিয়ান স্টেট নয় বলে, এবং যেহেতু উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা এর পিছনে আছেন, সেই কারণে কিছু করা যাচ্ছে না। সুতরাং এ'দের কি ধরনের ডেমোক্রাসি সে সম্পর্কে আমি আর বেশী কিছু উচ্চারণ করতে চাচ্ছি না। কিন্তু

আশ্চর্যের কথা এইরকমভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা বেহালা অঞ্চলে অপচয় হচ্ছে। আমার অনুরোধ এ সম্বন্ধে একটা কমিটি গঠন করে, তাদের দ্বারা অনুসন্ধান করে দেখুন, সেখানে কি পরিমাণ টাকা গুটি কয়েক সমাজবিরোধী মানুষ এবং আলিপুরে দপ্তরের সরকারী কর্মচারীরা মিলে লুটতরাজ করছে? এই ঘটনা হবার পর, দেড় বছর যাবার পরে, আমি শুনি এটা এ্যান্টি-করাপশন ডিপার্টমেন্টএর হাতে রয়েছে এবং আমি রিপোর্ট পেয়েছি সুপারিন্টেডেন্ট মহাশয়ের কাছ থেকে। তিনি এই কথা বলেছেন যে জে, বি, সেন মহাশয় তম্বির করে বলেছেন যে এনকুয়ারি আর করা যাবে না। একটা ডিপার্টমেন্টাল এনকুয়ারি তিনি করছেন, সুতরাং অনুরোধ জানান যেন এটা এখন স্থগিত থাকে। দেড় বছর ধরে এইরকমভাবে চাপ দিয়ে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। শ্রীবিজয় সিং নাহার মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি একটা কথা তুলেছেন, তার উত্তরে তাঁকে আমি এই কথাটা শুনিয়ে দিই। আমরা এই বামপন্থী ভদ্রলোক যেখানে বলছেন, তার জবাবে আমি তাঁকে বলি, তিনি এই সমস্ত জায়গায় নিজে গিয়ে হস্তক্ষেপ করবার চেষ্টা করেন। সেখানকার স্থানীয় কংগ্রেসী নেতারা যোগেন মণ্ডল মহাশয়কে কোথা থেকে আমদানী করেছেন জানি না ; তাঁরা সকলে মিলে গাঁয়ের মধ্যে, পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে মিটিং করতে আরম্ভ করেছেন এবং বলতে আরম্ভ করেছেন যে যদি তোমরা কমিউনিস্টদের পাল্লায় পড়ো তাহলে তোমাদের দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে। যদি তিনি প্রমাণ চান তাহলে আমার সংগে চলুন, আমি এর প্রত্যেকটি জিনিস প্রমাণ করে দিতে পারবো। এই ঘটনার কথা বিজয়বাবু শুনে রাখুন, বেশী দূরে নয়, মাত্র ৭ মাইল দূরের কথা, বেহালার বিভিন্ন অঞ্চলে জায়গায় এই ঘটনা ঘটেছে। আমার সময় সংক্ষেপ বলে শেষের দিকে আমি একটিমাত্র কথা আপনার কাছে উল্লেখ করতে চাই। এখানে সুধাংশু সরকার মহাশয়ের একটা কেসের কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। আপনারা জানেন যে গভর্নমেন্ট স্মল সপএর জন্য তাঁকে একটা গ্র্যান্ট কিছু লোন দিয়েছিলেন। তার স্ত্রী কিছুকালের মধ্যে অসুস্থ হয়ে, যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন, তখন সরকার পক্ষ থেকে নীখিল সেন মহাশয় তাঁকে বলেন যে তিনি এ সম্পর্কে ব্যবস্থা করবেন, যদি অধীর দে সম্বন্ধে তিনি একটা কোন পাল্টা স্টেটমেন্ট দেন। কিন্তু এই অধীর দে সম্পর্কে তিনি কোন স্টেটমেন্ট দিতে রাজী হন নি বলে তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসাদি বন্ধ হয়ে যায় এবং তার বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট ইসু করা হয়। তারপরে যখন অম্বিকা চক্রবর্তী মহাশয় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে গিয়ে ব্যবস্থাদি করেন, তখন এই সার্টিফিকেট ইসুটা তুলে নেওয়া হয়। অবশ্য সার্টিফিকেট ইসুটা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু আসল যে ব্যাপার, সেই যে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত নারী, তার কোন ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত তিনি করে উঠতে পারেন নি।

এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[12-15—12-25 p.m.]

Sj. Jagannath Mazumder:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আজকে এই বাস্তুহারা সমস্যা নিয়ে যে আলোচনা চলছে তাতে প্রথমেই বলতে হবে যে আমাদের দেশের রিসোর্সেস সীমারিত, কিন্তু এই বাস্তুহারা সমস্যার দায়িত্ব অসীম এবং সমস্যাও অভূতপূর্ব। সুতরাং এই সমালোচনার মধ্যে সহানুভূতি থাকা দরকার এবং অভিসন্ধি থাকা উচিত নয় বা কোনরকম রাজনৈতিক উত্তাপ বা উত্তেজনা সৃষ্টি করা উচিত নয়। এই এতবড় একটা সমস্যা সমাধানকল্পে ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। সেজন্য সকলেরই উচিত সেখানে সহানুভূতির সংগে সমস্যা বিবেচনা করে সকলের সহযোগিতা নিয়ে সে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করা। এখন আমি আমার নদীয়া জেলা সম্বন্ধে বিশেষ করে কিছু বলব। তার কারণ সেখানে প্রায় ৭ লক্ষ রিফিউজী রয়েছে অর্থাৎ পশ্চিমবংগে যত রিফিউজী সমাগম হয়েছে তার ¼ অংশ রিফিউজী এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের স্বর্গীয় নেতা তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহৃদয়তার এবং তাঁর প্রচেষ্টার জন্য নদীয়া জেলায় এত সংখ্যক রিফিউজী সমাগম বা তাদের পুনর্বসতি সম্ভব হয়েছিল। সেই নদীয়া জেলার বাস্তুহারাদের যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তার সম্বন্ধেই আমি দু-একটি কথা বলব। এই নদীয়া জেলার যে সমস্যা সেই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত পশ্চিম বাংলার অন্যান্য সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হতে পারে। নদীয়া জেলা ক্ষুদ্র জেলা। এই জেলাতে যেসব বাস্তুহারা পুনর্বসতি পেয়েছে তাদের পুনর্বসতির প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি

হয়েছে। গভর্নমেন্ট অকৃপণ হস্তে তাদের ঋণ, ডোল ও সাহায্য দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত যে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন তা এখনও সম্ভব হয় নি। সেজন্য পুনর্বাসনের প্রথম পর্যায়ের দরকার যে সময় শত শত, সহস্র সহস্র, হাজার হাজার, রিফিউজী সমাগম হয়েছিল সে সময় তাদের পুনর্বাসনের জায়গা দেওয়া। তখন সমস্তটাই অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে রূপান্তরিত করা হয়ত সম্ভব ছিল না। কিন্তু আজকে সেই দ্বিতীয় পর্যায়ের সময় এসেছে এবং সেই দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা আমাদের আজ করতে হবে। অর্থাৎ এই দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন কি করে সম্ভব বা সে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব তার আলোচনা করা বিশেষ দরকার। নদীয়ায় সীমায়িত জমি। সেখানে প্রত্যেকটা চাষীর এক একরের বেশী মাথাপিছু জমি নেই। সেখানে যে সমস্ত রিফিউজী জমি পেয়েছে তারা গড়ে তিন বিঘের বেশী জমি পায় নি। সুতরাং এদিক থেকে নদীয়ার কি গ্রামে কি শহরে যেসমস্ত রিফিউজী বসে আছে তাদের কারুরই অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সম্ভব হয় নি। নদীয়া কৃষিপ্রধান জেলা, সেখানে শিল্প নেই। আজকে সেজন্য এই সমস্ত রিফিউজীদের রুজিরোজগারের জন্য সেখানে ছোট বড় মাঝারি শিল্পের প্রয়োজন। কিছুদিন পূর্বে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে গয়েশপুর এবং তাহেরপুরে দুটো সুতোকল স্থাপিত হবে। কিন্তু পরে শোনা যাচ্ছে যে তাহেরপুরের সেই ২৫ হাজার স্পিন্ডলএর সুতোকল স্থাপনের পরিকল্পনা বাতিল হবার উপক্রম হয়েছে। এবং তার কারণ হচ্ছে যে শিল্পপতিকে নিয়ে সেখানে শিল্পোদ্যমের উদ্যোগ করা হয়েছিল সে শিল্পপতি সেখানে শিল্প স্থাপন করতে চাচ্ছেন না। এখন এই যদি অবস্থা হয় তাহলে সরকারকে আমি অনুরোধ করব যে এই জায়গায় যেখানে টাউনশিপএর পরিকল্পনা করা হচ্ছে সেখানে সরকারী প্রচেষ্টায় এই সুতোকল স্থাপন করা হোক। গয়েশপুরে যে আর একটি সুতোকল স্থাপনের প্রচেষ্টা হচ্ছে সেখানে আমি অনুরোধ করব যে এই প্রচেষ্টা আরও ত্বরান্বিত করা হোক এবং এ বিষয়ে যদি প্রাইভেট শিল্পপতিরা এগিয়ে না আসেন তাহলে গভর্নমেন্ট এগিয়ে আসুন। এ ছাড়া আরও কয়েকটা টাউনশিপ তৈরী করা পরিকল্পনা হচ্ছে। গয়েশপুর, তাহেরপুর, খোসবাগান মহল্লায় তিনটে টাউনশিপ এবং শোনা যাচ্ছে কুপার্স ক্যাম্পে আর একটা টাউনশিপ তৈরী করা হবে। কুপার্স ক্যাম্প একটা অদ্ভূত জায়গা। সেখানে আমাদের বিরোধী পক্ষের দলের লোকেরা কিছুদিন পূর্বে একটা কনফারেন্স করেছিলেন। কিছুদিন আগে 'আনন্দবাজার'এর রিপোর্টার এ সম্বন্ধে একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যও বিতরণ করেছে। সেখানে অধিকাংশ লোকই এগ্রিকালচারিস্ট এবং এইসব চাষী ফ্যামিলির ভেতরে টাউনশিপ কি হবে সেটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সেখানে যদি টাউনশিপএর পরিকল্পনা হয় তাহলে সেই সমস্ত চাষী পরিবারের রুজিরোজগারের কি উপায় হবে? সুতরাং কোন স্থানে টাউনশিপ পরিকল্পনার পূর্বে সেখানকার পরিবারের রুচি অনুযায়ী তাদের জীবনধারণের পদ্ধতি অনুযায়ী তারা কি করতে পারে তার সমাধান করা দরকার। সেজন্য এই সমস্ত জায়গায় আগে অর্থনৈতিক পুনর্বসতি কোন পথে হবে তার উপায় করে তবে সেই জায়গায় টাউনশিপ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। এই হচ্ছে আমার মত।

এ ছাড়া নদীয়াতে আর একটা সমস্যা বর্তমানে দেখা দিয়েছে, সেটা হচ্ছে রিফিউজী স্টেটাস প্রমাণ করা। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি নিজে জানেন যে কালীনগর কলোনীর পাশে একটা বুনো পরিবার বর্ডার পার হয়ে বহুদিন থেকে এসে আছে। আজকে তারা নিজেদের রিফিউজী স্টেটাস প্রমাণ করতে পাচ্ছে না। এমন কি আপনিও তাদের রিকমেন্ড করেছিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা নিজেদের রিফিউজী স্টেটাস প্রমাণ করাতে পারে নি। কারণ রুল এবং আইনের এরকম একটা কঠিন বাধা রয়েছে যার ফলে তারা এটা পাচ্ছে না। আজকে সেই বাধা দূর করতে হবে এবং তাদের জন্য এমন একটা ব্যবস্থা করুন যে যারা জানেন তাদের রিকমেন্ডেশনই তারা তাদের এই বাধা দূর করতে পারবে। এ ছাড়া আমি শক্তিনগর কলোনীর কথা বলতে চাই। সেখানে রিফিউজীরা তাদের নিজেদের চেষ্টায় কলোনী করেছে এবং অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য বিবিধ ব্যবস্থাও করেছে। কিন্তু সেই শক্তিনগর কলোনীতে আজকে বহু লোক এডিশনাল হাউস-বিল্ডিং লোন—তাদের সব পুঁজি হয়ত বাড়ীতে নিয়োগ করেছে—পাচ্ছে না। অতএব যারা নিজের চেষ্টায় পুনর্বসতি করতে চান তাঁদের যদি সহায়তা করেন তাহলে নদীয়া জেলায় অনেক উপকার হবে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, একটা কথার প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জগন্নাথবাবু বুনো পরিবার বলে উল্লেখ করেছেন। এতে সেইসব মানুষ অপমান বোধ করে। সুতরাং তাদের বুনো না বলে আদিবাসী বলা উচিত।

Sj. Panchugopal Bhaduri:

স্পীকার, স্যার, পুনর্বাসন নীতি সম্পর্কে কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে একাধিক বক্তা সমালোচনা করে বলেছেন যে সরকারী নীতিতে দূরদৃষ্টি এবং সততার অভাব রয়েছে। আমি আশা করি পুনর্বাসন মন্ত্রী মহাশয় কংগ্রেস বেঞ্চের এই সমালোচনাগুলোর নোট নেবেন। এই তাঁর অনসৃত নীতি সম্পর্কে খুব মস্তবড় একটা ইনডিক্টমেন্ট। আমি শুধু এর সঙ্গে আরও দুটো কথা যোগ করে দিতে চাই। সেটা হচ্ছে যে তাঁদের দায়িত্ববোধের অভাব এবং অকর্মন্যতা। শ্রীজগন্নাথ মজুমদার মহাশয় বললেন যে সমালোচনা সহানুভূতির সঙ্গে করতে। কিন্তু সেই সমালোচনা যে সহানুভূতির সঙ্গে করা যায় না তারই কয়েকটা দৃষ্টান্ত আমি উপস্থিত করছি। এর আগে এখানে পুনর্বাসন মন্ত্রী মহাশয় এমন তথ্য দিলেন যাতে মনে হয় যে প্রায় সবগুলো জবরদখল কলোনীই রেগুলোরাইজ হয়ে গেছে। আমি আমাদের স্থানীয় এলাকা থেকে খবর পেলাম যে সেখানে তিনটি জবরদখল কলোনীর মধ্যে দুটো কলোনীতে কিছু কিছু অর্পণপত্র দেওয়া হয়েছে। একটা নেহেরু কলোনীর ১৬৫টা প্লট হোল্ডারএর মধ্যে মাত্র ৬১টাকে দেওয়া হয়েছে এবং কিছু উম্বাস্তু শিবিরের ৩৭২টা প্লটের মধ্যে মাত্র ১৫০টাকে দেওয়া হয়েছে। আর একটা উম্বাস্তু কলোনীর, শ্রীরামপুরে, মধ্যে দেওয়ার কথা কিন্তু এখনও স্ক্রুটিনী পর্যন্ত হয় নি।

[12-25—12-35 p.m.]

এ ছাড়া হিন্দু বাড়ীতে ও পাড়ায় এবং মুসলমান বাড়ীতেও পাড়ায় যে বহুশত উম্বাস্তু রয়েছে তাদের সম্পর্কে অনেক দরখাস্ত করা হয়েছে, কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। এ সম্পর্কে আমার জিজ্ঞাস্য—একে কি আমরা দ্রুত পুনর্বাসন বলতে পারি? এর ভিতর কি, এই যে এইভাবে অল্প অল্প করে অর্পণপত্র দেবার ব্যবস্থা, এর মধ্যে দিয়ে কি কিছু লোককে ভিটে ছাড়া করবার একটা উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে না? এইভাবে পালা করে অর্পণপত্র দেবার মধ্য দিয়ে দলগত সংকীর্ণতা দেখা দিয়েছে। হিন্দু বাড়ীতে এবং মুসলমান বাড়ীতে আজো পর্যন্ত যে সমস্ত বাস্তুহারারা রয়েছে তারা পুনঃপুনঃ পুনর্বাসনের দাবী করা সত্ত্বেও তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় নাই। কি কারণে হয় নাই?

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনাকে আহবান করি, আপনি গিয়ে দেখে আসুন অবস্থাটা কি। সে অঞ্চলে মুসলমান বাসেন্দাদের মধ্যে একটা স্থায়ী সন্ত্রাস জাগিয়ে রাখা হয়েছে। তার মূলে রয়েছে মুসলমানদের নাগরিকতার সুস্থ গণতান্ত্রিক চেতনা ধ্বংস করা। এই ব্যাপারটা শ্রীরামপুরের চাতরা মল্লিক বাড়ী ও গোয়ালপাড়া গেলেই উপলব্ধি করতে পারবেন। আর হিন্দুর পুনর্বাসন সমস্যা জীয়িয়ে রেখে দেওয়ার ফলে স্থানীয় পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু এবং পূর্ববঙ্গ হতে আগত হিন্দুর মধ্যে একটা বিরোধের সৃষ্টি করা। সেদিক থেকে আপনি দেখুন সরকারের ঘোষণা যার ফলে উম্বাস্তু বেকার ও পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী বেকারদের মধ্যে একটা বিভেদের সৃষ্টি করা হয়েছে। যার ফলে আজ দেখা যাচ্ছে কতকগুলি সংস্থা রয়েছে যেখানে উম্বাস্তুরা চাকরী পান কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী বেকারেরা পান না। আমি বলব, সরকারের এই যে সংকীর্ণ নীতি এই নীতির ফলে আজ পশ্চিম বাংলায় বেকার সমস্যার সমাধান না হয়ে বরং বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এবং আমরা দেখতে পাই জে. কে. স্টীল ও বি. সি. নানএর এ্যালক্যালী কেমিক্যালস প্রত্যেকটি ফ্যাক্টরীতে কর্মসংস্থান সম্পর্কে এই নীতি বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে।

আমি আর একটা কথা বলেই শেষ করব, যক্ষ্মারোগে আজ শ্রীরামপুর শহরে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করেছে। আর যক্ষ্মারোগীদের মধ্যে উম্বাস্তুদের সংখ্যা খুব বেশী। পুনর্বাসন পিছিয়ে দিলে শ্রীরামপুরের যক্ষ্মারোগের ব্যাপকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যাবে না।

Sjkta. Labenya Prova Ghosh:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়! আমাদের জাতীয়জীবনের সর্বপ্রধান যে সমস্যা যা আমাদের সামনে রয়েছে তার মধ্যে উদ্বাস্তু সমস্যা অন্যতম। এক সমাজ জীবনের বিবিধ সংস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছে তাদের সুষ্ঠু সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা গুরুতর সমস্যা—এ মানুষের জীবন নিয়ে কারবার। ভারতবর্ষে এ এক বিরাট ও নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে—সাময়িক ব্যবস্থা দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না। একটা সুবৃহৎ সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা, একটা বলিষ্ঠ কার্যকরী পরিকল্পনা ব্যতীত এই যে জাতীয় বিপদ এ হতে উত্তীর্ণ হতে পারা যাবে না। এই সম্পর্কে আমরা দিনের পর দিন দেখছি ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত সম্মতি দিয়ে এই উদ্বাস্তু সমস্যার যাঁরা সৃষ্টি করেছেন সেই কংগ্রেস শাসন শক্তি এই উদ্বাস্তু সমস্যাকে আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করে সমস্যার উপযুক্ত সমাধানের চেষ্টা করছেন না। ফলে পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতের অন্যত্র উপযুক্ত সমস্যা নিয়ে বহু অব্যবস্থা ও দুর্গতি ঘটছে।

আমরা দেখেছি কৃষিজীবনের ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করলে সুবিধা হবে না। কারণ কৃষিক্ষেত্রের উপর অত্যধিক চাপ রয়েছে। অথচ শিল্পজীবনেও আমরা অনগ্রসর। এবং শিল্পের ক্ষেত্রে বহু সম্ভাবনা রয়েছে, যদি দেশের বিভিন্ন স্থানে নূতন নূতন শিল্পনগরী করে উদ্বাস্তুদের বসানো যায়, সমস্যার উপযুক্ত সমাধান হতে পারে এই আমার বিশ্বাস। পুরুলিয়া শহরে ও ছোটনাগপুরে এইরকম কতকগুলি ছোট ছোট শিল্পনগরী করার স্থান পাওয়া যেতে পারে। পুরুলিয়ায় কয়েকটা করলে স্থানীয় চাষীদের সুবিধা হবে। সেজন্য সরকারকে আমাদের সমস্ত জেলার জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে অগ্রসর হতে বলছি। তাহলে জেলার জনসাধারণও দুর্গত মানুষের জন্য আন্তরিক সহানুভূতি দিবে। অন্যদিকে, আমরা বলব —ছোটনাগপুরের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পিত ব্যবস্থা যাতে হয় সেজন্য সরকার যেন যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেন। অন্ততঃ ছোটনাগপুরের বাংলা ভাষাভাষী যে অঞ্চল আছে সেখানে যাতে শাসনতান্ত্রিক অনুকূল ব্যবস্থা হয় তার জন্য যেন চেষ্টা করেন এই আমার অনুরোধ।

Sj. Niranjan Sen Gupta:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে এতক্ষণ বিভিন্ন বক্তা সরকারের নীতির ব্যর্থতা দেখিয়েছেন এবং কিভাবে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হতে পারে তার কিছু পথও বাতলিয়েছেন। তাই আমি সমস্তটা সমস্যা সম্পর্কে বলব না কেবল দু-তিনটি সমস্যার মধ্যেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব। এবং আশা করি মাননীয় স্পীকারের মারফত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারব। আমি স্কোয়াটার্স কলোনী, জবরদখল গৃহ এবং সরকারী কলোনী এই তিনটি বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করব।

সরকার যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে জবরদখল কলোনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নি, দু-একটা জায়গায় সামান্য উল্লেখ আছে। আমি বলব—জবরদখল কলোনী সম্পর্কে মিনিস্টা-রিয়াল কমিটি, ডেভেলপমেন্ট কমিটির যে সুপারিশ তাতে যেভাবে কলোনীগুলিকে রেগুলারাইজ করতে বলা হয়েছে সরকার সে দিক দিয়ে যাচ্ছেন না। সরকারের সম্পূর্ণ নীতি হচ্ছে জবর-দখল কলোনীর যারা বাসিন্দা তাদের উৎখাত করা। এবং গত বাজেট সেসনে যে আইন তাঁরা উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে পাশ করেছেন সেই আইনের আওতায় পুলিশকে লেলিয়ে উদ্বাস্তুদের আঘাত করবার ক্ষমতা তাঁরা হাতে নিয়েছেন। আমরা সম্প্রতি দেখছি কম্পিটেন্ট অথরিটির থ্রুতে তাদের উৎখাত করবার চেষ্টা চলছে। এবং সেই অথরিটির থ্রুতে তাদের ডিসপ্লেস করে জমি ও এই কয়েক বৎসর সেই জমিতে বাসের ক্ষতিপূরণ ও খরচ খরচা যাতে নেওয়া হয় তার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া ডাইরেক্টর অব স্কোয়াটার্স কলোনীর মারফত তাদের উপর নানারকমভাবে নিপীড়ন চালানো হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, জবরদখল কলোনী গড়ে ওঠবার ইতিহাস আমরা সকলেই জানি। আপনিও জানেন, কিভাবে এগুলি গড়ে উঠেছে। মানুষের উদ্যম, মানুষের শ্রম, ত্যাগ ও শক্তির প্রয়োগে, পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুরা এসে এই জবরদখল কলোনী গড়ে তুলেছিল। তাঁরা আপন আপন কাঁধে মাটি বয়ে রাস্তা করেছে, রাতারাতে যতকিছু জঙ্গল কেটে বাসের যোগ্য করে নগরী

বসিয়েছে। আর, সরকারের নীতি হচ্ছে সেখান থেকে উৎখাত করে তাদের আর অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া। তাদের সেই ত্যাগ, তাদের সেই উদ্যম ও সহিষ্ণুতা সরকার স্মরণ ও স্বীকার করছেন না। এই যে অকৃতজ্ঞতা, এই যে মানুষের প্রতি মমতাহীনতার নীতি, এই নীতির প্রয়োগে তাঁরা আজ উদ্বাস্তু ভাইদের বঞ্চিত করে নিজের গড়া গৃহ থেকে আজ তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমরা সরকারের এই নীতির প্রতিবাদ পূর্বেও করেছি, এখনো করছি।

সরকার ফিরিস্তি দিয়েছেন, ২৭৩টি কলোনীর ভিতর ১৩৭টা রেগুলারাইজ করবার চেষ্টা করছেন। এবং তার ভিতর ৭৪টা কলোনীতে কিছু কিছু অর্পণপত্র দিয়েছেন।

[12-35—12-45 p.m.]

এই ৭৪টা কলোনীর যে কয়েকটি অর্পণপত্র দিয়েছেন, এ দেওয়ার মানে কিছু নাই। এক এক কলোনীতে শতশত গৃহ আছে, শতশত পরিবার আছে, তাদের ভিতর ৫-১০ জনকে অর্পণপত্র দিয়ে বা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা রেগুলারাইজ করার দৃষ্টিভঙ্গি দেখাচ্ছেন। সুতরাং এই যে তাড়াবার নীতি, উদ্বাস্তু ভাইদের গৃহহারা করবার নীতি, সেই নীতি আজকে বদলাতে হবে। কারণ, আজকে যারা বড় বড় ধনী এবং জমির মালিকদের জমিতে বসেছিলেন এবং সেই জমিগুলিকে বাসযোগ্য করে তুলছিলেন, আজ সরকার জমির মালিকদের স্বার্থের খাতিরে এই উদ্বাস্তুদের পুনরায় উদ্বাস্তু করার সংকল্প করেছেন। আমি বলব আজকে যে অর্পণপত্র দেবার প্রতিজ্ঞা করছেন তাঁরা তা দিচ্ছেন না, কিম্বা অল্প অল্প অর্পণপত্র দিয়ে অন্যান্য অসুবিধা তাদের কাছে তুলে ধরছেন। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার, গত বাজেট অধিবেশনে আমরা বলেছিলাম যে, ১৯৫০ সাল পর্যন্ত যারা এসেছেন তাদেরই উদ্বাস্তু বলে মেনে নেবেন এই কলোনীতে বসাবার জন্য। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, জগন্নাথবাবু যেটা বল্লেন সেটা মন দিয়ে শোনা উচিত আজকে সামান্য সামান্য ত্রুটি দেখিয়ে তাদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে তোমাদের উদ্বাস্তু বলে প্রমাণ নাই, এই নীতির আজকে বিরুদ্ধাচরণ করা দরকার। আমি আনন্দিত যে, আমাদের মাননীয় কংগ্রেস সদস্য একথা তুলেছেন যে, আজকে উদ্বাস্তুদের স্বীকৃতির নীতি অন্য ধরণের হওয়া উচিত। আমি বলব বিশিষ্ট ধরণের নাগরিক এম-পি, এম-এল-এ, কিম্বা গেজেটেড অফিসার বা কোন স্বীকৃত উদ্বাস্তু প্রতিষ্ঠান দ্বারা যদি তাদের স্বীকৃতি দেওয়া থাকে উদ্বাস্তু বলে তাহলেই তাদের উদ্বাস্তু বলে মেনে নেওয়া হবে। এই নীতি সরকার গ্রহণ করুন এটাই আমাদের আবেদন। আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে আজকে জবরদখল কলোনী থেকে উদ্বাস্তুদের উঠিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে সরকারী ডাইরেক্টরেট মারফত কিম্বা কর্মপিটেন্ট অথরিটি মারফত এটাই সরকারী নীতির ব্যর্থতার প্রমাণ। আমরা দেখেছি এইসব উদ্বাস্তুভাইরা সরকারী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করছে। গত নির্বাচনেও দেখেছি সেটা এবং আজকে কেন সরকার তাদের উঠিয়ে দিতে চান তার কারণ হচ্ছে সরকার জানেন যে, অধিকাংশ উদ্বাস্তু সরকারী নীতির বিরোধী। তাই আজকে আবার তাদের বাস্তুহারা করে সরকার তাদের জোর করে তুলে দিয়ে শিক্ষা দিতে চান, কিন্তু আমি এখানে বলব যে সরকারী নীতি সফল হবে না। কারণ হচ্ছে এসব উদ্বাস্তুরা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছে সরকারী নীতি কি। সরকার শত চেষ্টা করলেও তাদের ভীত করতে পারবেন না, ত্রস্ত করতে পারবেন না, তারা নিশ্চয়ই সরকারী নীতির এই ব্যর্থতার কথা বলবে যতদিন তাদের পুনর্বাসন না হয়, একথা আমি জোর করে বলতে পারি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে বলি তাঁরা এই নীতি ত্যাগ করুন।

তারপর, আরেকটা কথা হচ্ছে—সেখানেও সরকারী নীতির ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। স্কোয়াটেড হাউস, জবরদখল গৃহগুলি সম্পর্কে আমি দুয়েকটা কথা বলতে চাই। আপনারা বিভিন্ন সময়ে বলে থাকেন মুসলিম রিফিউজিদের জন্য কিছু করতে পারবেন না, কারণ তাদের গৃহগুলি যারা দখল করে আছে তাদের যদি সরাতে চাই অমনি চারদিক থেকে কলরব উঠবে এটা আপনারা লোকের কাছে বলেন কেন? মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, বর্তমানে যে জবরদখল গৃহগুলি আছে তাতে যে উদ্বাস্তু ভাইরা আছে তাদের আপনারা আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন তোমরা এমন জায়গা খুঁজে নাও এমন জায়গায়

বাসস্থান কর যেখানে আমরা তোমাদের সাহায্য করতে পারি। অনেকে বায়নানামা করেছে, হাজার হাজার বায়নানামা এজন্য করা হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই বায়নানামাগুলি সরকারী এপ্রুভালএর অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এবং আজকে যদি বলেন, এদের সম্পর্কে আমরা কোন ব্যবস্থা করতে পারব না এবং তা নিয়ে সাধারণ মানুষ আজকে যদি এজিটেশন করে তাহলে আপনাদের কথাও সত্য হয় না এবং তাদের পক্ষে, কোন অন্যায় হবে না। তাই আজকে সরকারকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আজকে মুসলিম রিফিউজীদের ব্যবস্থা করতে গিয়ে এইসব রিফিউজীদেরও বাসস্থান দিতে হবে। এবং তার জন্য তারা যে বায়নানামা করেছিল, তারা যদি জায়গা বা ঘর আপনাদের দেখিয়ে দেন তাদের সেই স্থান দিতে হবে। এই ব্যবস্থা এতদিন আপনারা করেন নি, আপনারা ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন এবং মুসলিম রিফিউজিদের প্রতি দরদ দেখিয়ে বিভিন্ন কথা আপনারা বলেছেন। আজকে এই হাউসের মাধ্যমে আমি জানাতে চাই যে এইসব নীতির এবং ঔদাসীন্যের তীব্র প্রতিবাদ চারদিক থেকে উঠছে। আমি জবরদখল কলোনীর দুয়েকটি উদাহরণ দিব, যেমন দক্ষিণ কলিকাতায় ১৩ হাজার ফ্যামিলীর জন্য মাত্র অর্পণপত্র দেওয়া হয়েছে। যেখানে ১৩ হাজার ফ্যামিলি আছে সেখানে রেগুলারাইজ করছেন মাত্র ২০০কে। আমার যে কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছি সেই কাঁচরাপাড়া শহীদনগরে ৩০০ পরিবার আছে—তার মধ্যে ৪২টি পরিবারকে অর্পণপত্র দেওয়া হবে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন —বাকী পরিবারগুলি কি ভেসে এসেছে—তারা কি পূর্ববঙ্গের লোক নয়- তাদের কি এখানে বাড়ী আছে, গৃহ আছে? এরকম পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র যে কলোনীগুলি নিজেদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে সেই কলোনীগুলিকে রেগুলারাইজ করবার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন না এবং প্রলোভন দেখিয়ে কিছু কিছু লোককে তাঁদের দলে টেনে আনছেন। আমি বলব, সরকার এখানে তাদের পার্টিজ্যানশিপ দেখাচ্ছেন এবং রাজনীতি নিয়ে খেলা করছেন। অবশ্য শ্রীযুক্ত নাহার মহাশয় বলেছেন বিরোধী দল রাজনীতি আনে উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে। আমি সেখানে বলব, সাধারণ মানুষের দুঃখদৈন্যে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান যদি রাজনীতি হয় তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি তথা বিরোধীদল সেই রাজনীতি চিরদিন করে যাবে। আমরা যে রাজনীতি করি সেই রাজনীতি এদের পুনর্বাসনের জন্যই করি দুঃখদৈন্য দূর করবার জন্যই করি এই রাজনীতি আমরা চিরদিন করে যাব। আমার শেষ কথা হচ্ছে গভর্নমেন্ট কলোনীগুলি সম্পর্কে। সেখানে আমরা কি দেখি সেখানে সব ব্যাপারেই অব্যবস্থা। রাস্তার অভাব, পানীয় জলের অভাব, সেখানে হাউস-বিল্ডিংস লোন হয়তো অর্ধেক দিয়েছেন আর তিন-চার বছর পর্যন্ত কিছুই দেওয়া হয় নি, এবং অর্ধেক বাড়ী হয়েছে এবং অর্ধেক বাড়ী খালি পড়ে আছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে স্পীকার মহাশয়ের মাধ্যমে বলব এগুলি যদি তিনি অনুসন্ধান করে দেখেন তাহলে প্রত্যেক কলোনীতে, যেমন হালিশহরের মল্লিক বাসে বিভিন্ন কলোনী, মধ্যমগ্রামের কলোনীগুলি। দুয়েকটি বাদে হয়ত দেখবেন, সর্বত্র দারুণ অব্যবস্থা রয়েছে। অর্থনৈতিক পুনর্বাসন নাই, রাস্তা নাই, পানীয় জল নাই, আর এর অভাবে এগুলি ডেজারটেড হচ্ছে এবং মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। এদিকে তাই মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জবাব চাচ্ছি।

Sjkta. Maya Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে উদ্বাস্তু সমস্যা, এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করবার জন্য বর্তমান অধিবেশন থেকে একটি দিন ধার্য করে দিয়েছেন এবং বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন দল থেকে তাদের মতামত এখানে রেখেছেন। আমি প্রথম থেকে সব কেয়াবফুলি শুনছিলাম এবং একটু অবাক হয়ে ভাবছিলাম। আমি আশা করেছিলাম সমস্ত অপজিশন এক ভয়েসে একই প্রবলেম নিয়ে একইভাবে বলবেন, কিন্তু বাংলাদেশে প্রায়ই যা আশা করতে পারি না তাই ঘটেছে এখানেও। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভঙ্গীতে বিভিন্ন দলের বক্তারা তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। উপায় নাই, এই পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছুর সামঞ্জস্য করে এর মধ্যে থেকে বাস্তুহারা ভাইবোনদের যে সমস্যা তার যতটা সমাধান করা যায় আমরা তার কতটা করেছি সেইটা বলে আমি এনলাইটেন করবার চেষ্টা করছি। এখানে কথা উঠেছে, আমাদের যখন নাকি স্বাধীনতা আসে তখন দেশ বিভাগ করতে হয়েছিল বলে দেশনেতৃবৃন্দ যে সমস্ত কমিটমেন্ট করেছিলেন তা পালন করা হয় নি বলে হরিদাসবাবু বলেছেন।

[12-45—12-55 p.m.]

একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন, সেই কমিটমেন্ট অনার করা হয় নি। এই কমিটমেন্ট কেন করা হয়েছিল? পূর্ব পাকিস্তানে যখন আমাদের ভাইবোনেরা যাঁরা সেখানে থাকবে তাঁরা যখন সেখানে

for a communal frenzy or for fear of life and property and religion

এমন কোন সিচুয়েশন সৃষ্টি হবে যাতে তাঁরা সেখানে থাকতে পারছে না ভারত সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ তখন তাদের এই দেশে স্থান দেবার জন্য দায়ী থাকবেন—তাঁদের গ্রহণ করবার জন্য এবং তাঁদের বিপদ থেকে মুক্তি দেবার জন্য দায়ী থাকবেন। দশ বছর কেটে গেল, আজ সেখানে অব্যবস্থা আছে, কোনরকম কমিউন্যাল ফ্রিঞ্জি আছে এমন ঘটনা আজকের দিনে আমরা চোখে দেখতে পাই না। আজ পশ্চিমবাংলায় কত লোক এমনিতেই আছে সার্ভিস নিয়ে ফর ইকনমিক রিজনস; প্রি-ইনডিপেন্ডেন্স পিরিয়ড থেকেই পূর্ববাংলায় বহু লোক এনলাইটেমেন্টএর জন্য কলকাতায় থাকতেন, কলকাতা শহরের বেনিফিট নেবার জন্য বহু লোক তাঁদের ছেলেমেয়েদের এডুকেটেড করবার জন্য পয়সা খরচ করে এখানে রাখতে চান। অবশ্য আমি একথা বলতে চাই না যে অন্য কারণ নাই তাদের এখানে রাখবার জন্য। এবং একথা যে কত সত্য তার প্রমাণ আমরা ভিসা অফিসে গেলে দেখতে পাই—কি বিরাট লাইন দিয়েছেন আমাদের ভাইয়েরা বোনেরা। যদি আজকে সেখানে কমিউন্যাল ফ্রিঞ্জির কোন ঘটনা থাকত যে ফর ফিয়ার অফ রিলিজিয়ন, এ্যান্ড প্রপার্টি তারা চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে তাহলে পাকিস্তানে যাবার জন্য বিরাট লাইন দিয়ে তাঁরা উন্মুখ হয়ে থাকত না। আমি তাই এই কনক্লুশন সহজেই করতে পারি যে, এই কমিটমেন্ট ডিসঅনার করা হয় নি। এই কমিটমেন্ট রাখবার জন্য আজকে আমাদের সরকারের হাতে এই দায়িত্ব এসেছে এবং তিন লক্ষ লোক যারা ক্যাম্পএ আছে তাদের সম্পর্কে প্ল্যানিংএর কথা এসেছে। বিরোধী পক্ষের কোন কোন সদস্য বলেছেন আমাদের কেন প্ল্যান নাই। আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমাদের আশেপাশের বেঞ্চির দিকে তাকালে আজকের দিনের এই অবস্থার জন্য কারা দায়ী তা ডেপুটি লীডার অব দি অপজিসন বুঝতে পারবেন যে, যাঁরা এখানে বসে আছেন তাঁরা কিনা। একথা খুব সত্য যে, টেম্পোরারী অফিসএর জন্য কোন প্ল্যানিংএর দরকার হয় না। যখন অবিরলধারায় পূর্ববঙ্গের আমাদের ভাইবোনেরা আসতে থাকেন এবং শিয়ালদা স্টেশন ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয় তখনো আমরা মনে করি নি এই অবস্থা আমরা মেনে নেব। আমি এখানে একটু সময় নিয়ে দু-একটা কথা বলতে চাই। আমরা এই অবস্থা সহজভাবে কখনো মেনে নিই নি। তারপর, মাননীয় ডেপুটি লীডার অফ দি অপজিসন বলেছেন পাঞ্জাবের কথা। পাঞ্জাবের সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। সেখানে অনেক ফিরে এসেছে, এখানে কেন ফিরে এল না একথা বলা হয়েছে। আমাদের এটা সেকুলার স্টেট। আমাদের সরকারের হাতে তাদের ইকনমিক রিসোর্সেস রক্ষিত হয়েছে। আমাদের এটা সেকুলার স্টেটএ আমরা একথা বিশ্বাস করি না যে, আমাদের কোন ভাই ধর্মের কারণেই হোক বা যেকোন কারণেই হোক, আমাদের দেশ থেকে চলে যাবেন। ওখানে একটা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যারা পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল বলে তাদের প্রপার্টি থেকে গিয়েছে সেই ইভাকুয়ী প্রপার্টির বেনিফিট পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা পেয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে সেটা পাওয়ার আশা দুরাশা বলে মনে করি এবং অন্যায়ও বটে। আমরা যদি পাঞ্জাবের সঙ্গে কমপেয়ার করে কখনো মনে করি যে, পাঞ্জাবে যদি হয়ে থাকে তাহলে এখানে কেন হবে না, তবে ভুল করা হবে। ইভাকুয়ী প্রপার্টি সেখানে ১০০ কোটি টাকার উপর যা অমাদের বাংলাদেশে আমরা চিন্তাও করতে পারি না। আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা ফিরে এলে আমরা তাদের চলে যেতে বলি না। ২৪-পরগনার অনেক অঞ্চলে মুসলমান ভাইরা বসে আছেন, উদ্বাস্তু ভাইয়েরাও পাশের ঘরে বসে আছেন। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন, আমরা ইভাকুয়ী প্রপার্টি কেন বদল করে আনি নি? এই সমস্যা আমাদের সামনে আসে নি। ডেপুটি লীডার বলেছেন, এই প্রপার্টি তাদের হাতে দিয়ে দিতে হবে। একথা আমরা জানি, কিন্তু আমরা অলটারনেটিভ এক্কোমোডেশন করতে পারছি না বলে দিতে পারি না। আসলে সমস্যাটা পাঞ্জাবের সমস্যার মত এত সোজা ও সহজ নয়। তারপর গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় কৃষকদের থেকে জমি নিয়ে দেবার কথা বলা হয়েছে—এটা একটা বড় সমস্যা এবং এই প্ল্যানও আমাদের আছে। কিন্তু যখন আমরা কোন প্ল্যান করে ফ্যালো ল্যান্ড রিক্লেম করার চেষ্টা করি এবং

বাস্তুহারাদের কোন ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পএ বসাবার চেষ্টা করি—যেমন বাগজোলা, সোনারপুর-আরাপাঁচ স্কিমএ আমাদের উদ্বাস্তু ভাইয়েরা নিজেদের রক্ত, পরিশ্রম ও সময় দিয়ে সেখানে খাল কেটে জমি রিক্লেম করার চেষ্টা করেছিল—তখন আমরা সেখানে তাদের বসাতে পারি না। শ্রীযুক্ত খগেন রায় চৌধুরী মহাশয় সে কথা তুলেছেন। আমার এই ঘটনার সংগে প্রতিদিনকার সম্পর্ক ছিল। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ব্যাপারে আমরা পূর্ববংগ ও পশ্চিমবংগ এই সেন্টিমেন্ট না তুলে একটা এ্যাডজাস্টমেন্টএর বেসিসএ যদি প্ল্যান করে জমি রিক্লেইম করার চেষ্টা করি তাহলে দেখা যাবে স্থানীয় চাষীদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যে, যারা শুধু ভূমিহীন এই অজুহাত দেখালেই জমি দিতে রাজী আছেন এবং আমরাও তাদের থেকে জমি নিয়ে দিতে রাজী আছি। এ সম্বন্ধে বহু দরখাস্ত আসার পর আমরা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে ডেপুট করেছিলাম এবং একটা কেবিনেট ডিসিশনও হয়েছিল যে, যাদের ৬ বিঘার কম জমি আছে তাদের থেকে জমি নেওয়া হবে না। কিন্তু তার পরেই দেখা গেল যে, ক্যাম্পে ক্যাম্পে উদ্বাস্তু ভাইদের এক্সসাইট করা হচ্ছে, আরেক দিকে গ্রামে চাষীদেরও এক্সসাইট করা হচ্ছে; সেখানে জমি নিয়ে একটা দাংগাও হয়েছিল। এই দাংগার পর আমরা ক্যাম্পবেল হসপিটালএ সমস্ত রকম ট্রিটমেন্টএর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। তারপর, অনেকে বলেছেন যে, এই ফ্যালো ল্যান্ডএর ব্যাপারে—বাংলাদেশ অনেক জমি আছে এবং আমরা স্যাচুরেশন পয়েন্টএ আসি নি। গত বাজেট অধিবেশনে আমরা স্ট্যাটিস্টিকস দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি যে আমরা স্যাচুরেশন পয়েন্টএ এসে গিয়েছি। এবারও আমি জোরের সংগে বলছি যে, আমরা স্যাচুরেশন পয়েন্টএ এসে গিয়েছি। বর্ধমান বাঁকুড়ায় যে জমি পাওয়া যায় তাতে টাকা খরচ করে কোন বেনিফিট পাওয়া যায় না, কারণ দেখা গিয়েছে ইকনমিক হোল্ডিং হয় না। ছোট জমি করতে গেলে ডেভেলপমেন্টএর খরচ উদ্বাস্তু ভাইদের মাথার উপর পড়বে এবং তাতে তারা কোন রকম ইকনমিক্যালি বেনিফিটেড হবে না। আমরা অনেক প্ল্যানিং প্রজেক্ট নিয়েছি যাতে, অনেক ইন্ডাস্ট্রি চালাচ্ছি। এবং তার একটা ছোট স্ট্যাটিস্টিকস স্পীকার মহাশয় আপনার মাধ্যমে আমি তাঁদের দিতে চাই।

[12-55—1-5 p.m.]

প্রায় ৯২,৪৮৪ জন বাস্তুহারা ভাইবোনকে আমরা চাকরীর মাধ্যমে প্রভাইড করছি লোন, বিজিনেস লোন বা অন্যান্য কাজের মাধ্যমে যারা এখন করে খাচ্ছে সেই সবের কথা ছেড়ে দিলেও গভর্নমেন্ট স্পনসোর্ড প্রাইমারী স্কুলএ সাত হাজার, ক্যাম্প প্রাইমারী স্কুলএ ১,৭৯২, সেকেণ্ডারী স্কুলএ ১,০৫০, কলেজ টিচার ১৫০, গভর্নমেন্ট অফিসার ৮,৭৮৮, ফ্যাক্টরীতে ২৬,২৫২, কমার্শিয়াল এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিংএ ১,৫৫২, স্টেট ট্রান্সপোর্ট ২,৫০০, মার্চেন্ট মেরিনএ ১,০০০, ট্রেইনড আন্ডার রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডাইরেক্টরেট যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা হলেন ১,৫০০, ব্যাংকএ ১,২৭৮, এমপ্লয়েড আফটার ট্রেনিং বাই গভর্নমেন্ট এ্যাফোর্ট ২৯,৬১৬। কাজেই আমাদের ২২ লক্ষ নয়, ১৯ লক্ষের মধ্যে এই যে দিতে পেরেছি এটা ব্যাড ফিগার বা আনপ্ল্যানড ওয়েতে চলছে, এটা আমি মনে করি না।

সব শেষে মেডিক্যাল সম্পর্কে যে দু-একটা কথা উঠেছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলছি -টি, বি, পেসেন্ট সম্পর্কে। আমি নিজে এটা ফিল করি, আমি বহুবার কুপার্স ক্যাম্পের মত ক্যাম্পে দেখতে গিয়েছি। সেখানে টি, বি পেসেন্টদের সংগে আলাদা করে মিট করেছি। সম্পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে তাদের সম্পর্কে। তাদের জন্য সবকিছু ব্যবস্থা আমরা করছি। আপনারা করাপশনএর বিষয়ে বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমি বলতে চাই স্পেসিফিক কেস নিয়ে যদি আমার সামনে আসেন তাহলে আমি জানি কি করে কি করতে হয়। তার সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে—এই এস্যুরেন্স আমি আপনার মাধ্যমে তাঁদের দিচ্ছি।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বাজেটের ডিবেট নয়। আমরা এই রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেশন সম্বন্ধে আজকে যে সমস্যার মধ্যে পড়েছি, তাতে আমরা প্রত্যেকে যারা নির্বাচিত হয়ে এখানে এসেছি, তাঁরা সকলে সমবেতভাবে চিন্তা করে একটা পথ খুঁজে বের করবার জন্য এই ডিবেট হয়েছিল এবং যাঁরা যাঁরা এতে যোগদান করেছেন, এর মধ্যে তাঁরা যে কথা বলেছেন তারজন্য

আমি তাঁদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। যদিও আমি মনে করি এর মধ্যে খানিকটা রাজনীতি এসে পড়েছে, তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, তাহলেও তারা যে সমস্ত কথা বলেছেন, আমি তা শুনে তার সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবার চেষ্টা করবো।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে যদি এই ডিবেট থেকে আমাকে কেউ প্রশ্ন করেন—শেষ পর্যন্ত কি কিছুই হয় নাই এই রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন সম্বন্ধে? আমি বলবো—সে কথা নিশ্চয়ই মিথ্যা; অনেক কিছু করা নিশ্চয়ই হয়েছে। আবার উল্টো দিকে যদি আমাকে কেউ প্রশ্ন করেন—

Are you completely satisfied with your work for the refugees?

নিশ্চয়ই না। তার কারণ সেটা হয়তঃ করা দরকার, যা করলে আমরা প্রত্যেকে পুরোপুরিভাবে বলতে পারি যে সত্যিই আমরা তাদের পুনর্বাসন দিয়েছি, তা নিশ্চয়ই আমরা করতে পারি নাই। দুটোর মাঝামাঝি জায়গায় আমরা রয়েছি। আজকে এত বড় একটা বিরাট সমস্যা, যে সমস্যা একদিনের নয়, যা দিন দিন, বছরের পর বছর করে এসেছে, সেই সমস্যা এত বিরাট যে এই ধরনের বিরাট কোন সমস্যার সম্মুখীন পৃথিবীর অন্য কোন দেশকে কখনো হতে হয়েছে কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশ এত বড় বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়েও যে, দীন দরিদ্র গরীব কাঙ্গাল দেশ যে কিছু করতে পেরেছে তারজন্য আমি মনে করি আমাদের খুব একটা আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব না থাকলেও আমাদের দেশের যে একটা প্রাণ আছে, সেটা নিশ্চয়ই প্রমাণ হয়েছে। আমি একথা নিশ্চয়ই বলবো না যে উদ্বাস্তু ভাইবোনদের প্রত্যেককে আমরা পুরোপুরি পুনর্বাসন দিতে পেরেছি; প্রত্যেককে সুখী করতে পেরেছি, প্রত্যেককে অর্থনৈতিক জীবনে পুনর্বাসন দিতে পেরেছি। তা নিশ্চয়ই পারি নাই। আমরা যে তাদের একটা বাসস্থান করে দিয়ে, তাদের খাইয়ে পরিয়ে অন্ততঃ রাখবার চেষ্টা যেটুকু হয়েছে, সেটা কিছু কম নয়। যা হয়েছে তার চেয়েও অনেক গুণ বেশী করতে হবে।

আজকে এখানে যে আলোচনা হয়েছে, সেই আলোচনা থেকে আমি একটা কনক্লুসনএ বলতে চাই যে আমাদের এখানে সত্যিকারের প্রবলেম হচ্ছে দুটো। একটা প্রবলেম হচ্ছে—যে সমস্ত উদ্বাস্তুকে, যার সংখ্যা ১৯ লক্ষ ৭৫ হাজার তাদের আমরা রিহ্যাবিলিটেশন বেনিফিট দিয়েছি; আর একটা প্রবলেম হচ্ছে ক্যাম্প রিফিউজী যাদের আমরা এখনো রিহ্যাবিলিটেট করতে পারি নি। তাঁরা ক্যাম্পে থাকেন, ডোলএ খাওয়া দাওয়া করেন বা তাদের এডুকেশন ও মেডিক্যাল রিলিফ দিতে পেরেছি। প্রথম যে প্রবলেম ১৯ লক্ষের মধ্যে শ্রদ্ধেয় দাদা প্রফুল্লবাবু যে পুস্তিকা আপনাদের এখানে দিয়েছেন, তাতে আপনারা দেখবেন, শতকরা ৫০ ভাগ এর মধ্যে পুনর্বাসন পায় নি। এই যে ৫০ ভাগ পুনর্বাসন পায় নি, আমি বলতে পারি তাদের পুরোপুরি পুনর্বাসন হয় নি। অতএব আজকের দিনে পশ্চিম বাংলার যদি প্রবলেম ধরতে হয়, তাহলে ঐ ১০ লক্ষ মানুষের পুরোপুরিভাবে পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা এবং আর যে দু লক্ষ আড়াই হাজার লোক ক্যাম্পে রয়েছে, তাদের পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করে দেওয়া। ৩ লক্ষ লোক যারা ক্যাম্পে রয়েছে তার মধ্যে ৬০-৭০ হাজার হচ্ছে পার্মানেন্ট লায়েবিলিটি। তাদের কথা আমি এখানে ধরছি না। আর ৫৫ হাজারের মত যারা রয়েছে, তাদের ক্যাম্পেই পুনর্বাসন দিতে হবে। এই যে পুস্তিকা যা আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনাদের দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখবেন যে আমরা পুরাপুরি তথ্য যা পেয়েছি, যা পারি নাই, আজকের দিনে সত্যিকার তথ্য তা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। তার কারণ আমি মনে করি, এখানে অনেক সদস্য যে কথা বলেছেন—রাজনীতি বা অন্যান্য অনেক জিনিস বলেছেন, তা বাদে আমি বলতে চাই—এ এমন একটা সমস্যা যা আমি মনে করি সমগ্র বাংলার সমস্যা, প্রত্যেকটি দলের সমস্যা, সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্যা! এর মধ্যে যেটা সাফল্য বা ব্যর্থতা সবই আপনাদের কাছে বলতে আমরা প্রস্তুত এবং আপনাদের উপদেশ ও আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা না পেলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

আজকে ধরুন এই যে ১৯ লক্ষ পরিবারকে, আমি বাজেট সেসনের সময়ও বলেছিলাম, পাঁচশো টাকা হাউস-বিল্ডিং লোন, কিছু স্মল ট্রেডার্স লোন দেওয়া হল, এতে কি তাদের পুনর্বাসন হওয়া সম্ভব? আপনারা এ প্রশ্ন করতে পারেন, করেন নি কেন তখন? তার

উত্তর এখানে আমাদের পুস্তিকার মধ্যে ভালভাবে দেওয়া রয়েছে। তখন যখন বাস্তুহারার স্রোত আসতে লাগলো, তখন কেউই আশা করে নি যে সত্যিকারে এত লোক এখানে আসবে। তখনকার দিনে এ ধারণা ছিল হয়ত আমাদের পশ্চিম পাকিস্থানে যাই হোক না কেন, আমাদের বাংলা-দেশের ঐতিহ্য আলাদা। আমরা এখানে চিরকাল হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই ভেবে বাস করে এসেছি। অতএব পূর্ববাংলায়ই হোক আর পশ্চিমবাংলায়ই হোক এখানকার মুসলমান ভাইরা এখানে থাকতে পারবে, ওখানকার হিন্দুভাইরাও ওখানে থাকতে পারবে। অতএব যদি কেউ কখনও চলে আসতে বাধ্য হয় সাময়িক উত্তেজনার ফলে, তারা আবার সেখানে ফিরে যেতে পারবে এবং সেটাই স্বাভাবিক। যেহেতু আমাদের একটা আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। একটু আগে শুনলাম আমার বন্ধু হরিদাসবাবু বললেন--কেন সরকার তখন পরিকল্পনা করেন নি? এটা তাঁদের একটা দেউলিয়া নীতি বলে বলেছেন। আমি প্রশ্ন করি--তিনি নিজে নেতাজীর একজন অত্যন্ত স্নেহাস্পদ, তিনি কি নিজে কখনো চিন্তা করেছিলেন যে ১৯৪৭ সালে ওখানে যে কয়টি হিন্দু আছে, তাঁদের সবাইকে ওখান থেকে চলে আসতে হবে? নিশ্চয়ই তা তিনি করেন নি, এ জিনিস চিন্তা করাও উচিত নয়। বাংলার যে নীতি ও আদর্শ চলে আসছে, তাতে এটা কেউ চিন্তাও করে না। আজও আমরা চিন্তা করি না যে আরো ৮০ লক্ষ চলে আসবে এবং ঐ ৮০ লক্ষ লোককে আমাদের পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে। তা সম্ভব নয়, যখন ক্ষেপে ক্ষেপে লোক এলো। পূর্বে আমরা চিন্তা করেছিলাম কিছু টাকা দিয়ে দিলে পর কিছু দিন থেকে তাদের যে ঘরবাড়ী জমাজমি ফেলে এসেছে, ওখানে, সেখানে তারা ফিরে যাবে। কিন্তু আমরা দেখেছি তা সম্ভব নয়। অতএব আজকে যদি ৫০ পারসেন্ট রিহ্যাবিলি-টেটেড পুরাপুরি না হয়ে থাকে তবে এর একটি বড় কারণ এই যে তাদের জন্য পুরোপুরিভাবে রিহ্যাবিলিটেট করবার পুরোপুরি চিন্তাও আমরা তখন করি নি। আজকে নূতন করে সেই চিন্তা করতে হচ্ছে। আজকে আমাদের সহকর্মিণী শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জী যা বলেছেন আমি তার পুনরুক্তি করবো না। সেটা এই যে আমি ইভাকুয়ী প্রপার্টির কথা তুলি নি। এই কারণে যে মুসলমানরা কেন চলে যায় নাই? উই আর প্রাউড অফ ইট যে আমাদের বাংলাদেশ থেকে মুসলমান ভাইরা যায় নি। তারজন্য আমরা অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত। এই কথাটা একটু বলি। আমরা এই সমস্যার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য যে সেখানে ৪০-৫০ লক্ষ লোক চলে গেল, ওর ২০-৫০ লক্ষ লোক চলে এলো জমি পেল, ঘরবাড়ি পেল, ব্যবসা পেল। সেখানে তাদের পুনর্বাসন হয়ে গেল। কিন্তু এখানে তা সম্ভব হয় নাই। তার জন্য আমরা যেমন অসাম্প্র-দায়িক রাষ্ট্র হিসেবে গর্বিত, তেমন অর্থনৈতিক সমস্যার দিক দিয়ে যে এটা একটা সমস্যা সেটা জানাবার জন্য একথা বলবার জন্য উল্লেখ করা হয় নাই যে মুসলমান ভাইরা চলে যাক। এ জিনিসটা কংগ্রেস অন্ততঃ চায় না সেটা বঙ্কিমবাবু ভালভাবেই জানেন এবং এখানকার প্রত্যেকটি সদস্যও সে কথা ভালভাবে জানেন। পাকিস্থান হয়ত সে কথা বলতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশ কিভাবে পরিচালিত হয়, সে কথা আমাদের দেশের প্রত্যেকটি হিন্দু-মুসলমান জানেন। অতএব আজকে সেই যে সমস্যা, সেই সমস্যার জন্য আমাদের নূতন করে চিন্তা করতে হচ্ছে।

এই যে ১০ লক্ষ লোককে আমরা আংশিক পুনর্বাসন দিয়েছি, তাদের পুরোপুরি পুনর্বাসন দিতে গেলে কি করতে হবে, তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাদের জন্য আমরা চিন্তা করেছি যে আজকে যদি আমরা আরো ৬০ কোটি টাকা খরচ করি, তাহলে এই যে ১০ লক্ষ লোককে আংশিকভাবে পুনর্বাসন দিয়েছি, তাদের আমরা হয়তঃ পুরোপুরি পুনর্বাসন দিতে পারবো বলে বিশ্বাস করি। আমার বন্ধু সুবোধবাবু যে কথা বলেছেন, আমার বন্ধু খগেনবাবু যে কথা বলেছেন, সে সম্পর্কে আমি তাঁদের পুরোপুরি সমর্থন করি যে একজন কৃষককে উদ্বাস্তু করে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে জমি যদি তাদের দিতে হয় তাহলে সেটা কারুর না কারুর জমি হবে।

[1-5—1-15 p.m.]

আজকের দিনে এটা একটা বিরাট সমস্যা। এ বিষয়ে আমাদের এগুলেও মুস্কিল, পেছোলেও মুস্কিল। আমাদের সরকারের দিক থেকে সবরকম চেষ্টা করা হয়। যেমন আগে যেটা ফ্যালো ল্যান্ড ছিল সেটাকে ভালো করে ডেভালপ করে সেখানে আমরা পুনর্বসতি দেবার চেষ্টা করছি।

কিন্তু যেটা ফ্যালো ল্যান্ড ছিল সেটাকে ডেভালপ করার পর তার যে মালিক সে তখন তার উপর দাবী জানায় এবং তার যে দাবী সেটা হয়ত খুব অযৌক্তিক নয়। কারণ দেখা যায় যে ঐ মালিকের হয়ত মাত্র চার বিঘা জমি আছে। বাগজলা, সোনারপুর-আরাপাঁচ অঞ্চলে যে জমি জলে ডুবে ছিল এবং সেখানে কিছুই হয়ত করতে পারা যেত না সেটা কিন্তু ডেভেলপড হয়ে যাবার পরই তারা তখন বলে যে আমরা গরীব হয়ে গেছি। অর্থাৎ তারা বলে যে এটাতো তাদের দেয় নয় এবং আজকে যখন এটা ডেভালপ হয়েছে তখন কেন তারা তা পাবে না। এই সরকার গণতান্ত্রিক সরকার বলেই তখন তাদের কথা নিশ্চয় শুনতে হয় এবং যার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাগজলা বা সোনারপুর-আরাপাঁচে যেখানে আমরা ২৭ হাজার বিঘে জমি পাব ভেবেছিলাম সেখানে তা পেলাম না। এর মধ্যে নিশ্চয় রাজনীতি রয়েছে এবং তা খগেনবাবুর অস্বীকার করবারও উপায় নেই। আমরা যত ভালো কথা বলি না কেন কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য সেটাতে বিরোধীপক্ষরা বাধা দেবেন কিম্বা বিরোধীপক্ষ ভালো কথা বললে আমাদের তরফ থেকে হয়ত বাধা উঠতে পারে। সেজন্য বলি যে এটা অস্বীকারের নয় যে

we are not developed to that extent.

রাজনীতির উর্দ্ধে সমস্ত জিনিস চিন্তা করবার জ্ঞান হয়ত আমাদের এখনোও আসে নি। কিন্তু রাজনীতির কথা বাদ দিলেও আমি একথা বলব যে কৃষকের জমি যেটা চলে গেছে সেটা যখন ডেভলপ হল তখন সে এসে বলে যে ওটা ডেভলপ হয়েছে বলে কি আমরা চিরকাল গরীব থাকব - বা আমার জমি কি আমি ফেরত পেতে পারি না এবং সেইসময় আমাদের পক্ষে কি করব না করব সেটা মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায়। আজকের দিনে স্যাচুরেশন পয়েন্টএ পৌঁছেচে কিনা সেটা একটা বড় কথা। কিন্তু আমরা এখানে যা দেখতে পাচ্ছি তাতে এটুকুন দেখতে পাচ্ছি যে নতুন করে কোন জায়গায় জমি নেওয়া শক্ত। অর্থাৎ যেখানে আমরা মনে করি না কেন জমি পাব সেখানেই বাধার সৃষ্টি হয় এবং সেখানকার কৃষক, ভাগচাষী, ভূমিহীন কৃষকরা যখন এগিয়ে আসেন তখন আমরা দেখতে পাই যে নিশ্চয় সত্যিকারের তাদের দাবী থাকতে পারে জমি পাবার। অতএব আজকের দিনে জমির অভাবের জন্য পুনর্বাসন যদি না হয়ে থাকে তাহলে তারজন্য আপনারা সরকারকে দায়ী করতে পারেন না। অন্য যেকোন জিনিস প্রডিউস করতে পারা যায়, কিন্তু ল্যান্ড প্রডিউস করতে পারা যায় না। তাই আমাদের আজকে নতুন করে চিন্তা করতে হচ্ছে যে কটেজ, স্মল স্কেল, মিডিয়াম স্কেল ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে এই কাজ আমরা কি করে করতে পারি। বিভিন্ন টাউনশিপে, বিভিন্ন গভর্নমেন্ট কলোনী যেসব রয়েছে সেইসব জায়গায় যখন খুব বেশী করে পুনর্বাসন হচ্ছে তখন সেখানেই ঐসব জিনিস আরম্ভ করে নতুন করে পুনর্বাসন দেবার চেষ্টা আমরা করছি। আমার এক বন্ধু যতীনবাবু এবং আমার দাদা হেমন্তবাবু বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন যে ধনীর উপর আমরা কেন নির্ভর করছি।

Mr. Speaker: There is no "dada" in this house

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I am sorry.

চিরকাল বলে আসছি বলে এখন কি করে আর হেমন্তবাবু নামটা বলি। এখানে শ্রদ্ধেয় হেমন্তবাবু যে কথা বললেন তার উত্তরে আমরা বলি যে ধনীদের আমরা কোন টাকা দিচ্ছি না, তাঁদের আমরা লোন দিচ্ছি এবং তার সুদ তাঁরা দেবেন। এবং এরজন্য তাঁদের সঙ্গে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে যে, যেখানে তাঁরা কলকারখানা করবেন সেখানে তাঁদের রিফিউজীদের চাকরী দিতে হবে। অতএব দেখুন একটা ২৫,০০০ স্পিন্ডলসএর সুতোকল যদি কেউ করতে যায় তাহলে সেখানে ৭০ লক্ষ টাকা খরচা হবে এবং এই ৭০ লক্ষ টাকার মধ্যে আমরা হাইয়েস্ট ৩৫ লক্ষ টাকা যেটা ধার দিচ্ছি সেটা তারা সুদ সহ শোধ করে দেবে। আর একটা বড় কথা হচ্ছে যে এই ৭০ লক্ষ টাকা কি উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে? আজকে জাপানে যেভাবে রয়েছে সেরকমভাবে বিগ্‌ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড মিডিয়াম-স্কেল ইন্ডাস্ট্রি ক্রশ-পারপাসএ না চালিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হচ্ছে সুতোটা হয়ত স্পিনিংমিলএ করলাম, আর হ্যান্ডলুমটা তাতে বুনলাম—এইভাবে দুটো জিনিস আমরা চালাতে পারব। এর ফলে মিডিয়াম স্কেল ইন্ডাস্ট্রি এবং কটেজ ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে বড় ইন্ডাস্ট্রির কম্পিটিশন না হয়ে পরস্পর পরস্পরকে তারা সাহায্য করতে পারবে। তাই আজকের দিনে আমরা যে সমস্ত স্কীম করছি এইসব করতে সময় লাগে।

ফরেন এক্সচেঞ্জএর কথা আপনারা জানেন, একটা মেসিন আসতে কত দেরী লাগে তাও জানেন, এবং এর সঙ্গে আমাদের অভাব আছে, আনএমপ্লয়মেন্ট রয়েছে এবং আমরা এখনও সেসব সল্‌ভ করতে পারি নি। কিন্তু সেই পথে চলেছি যে পথে গেলে আমরা বিশ্বাস করি যে আজ থেকে দুই-চার বছরের মধ্যে এই যে প্রবলেম আছে তা অনেকাংশে আমরা সল্‌ভ করতে পারব। এ ছাড়া আমরা যে কটেজ ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছি সে বিষয়ে আমি একটা ছোট কথা আপনার মাধ্যমে শ্রদ্ধেয় বন্ধুদের বলতে চাই। তাঁরা জানেন কি জানেন না তা আমি জানি না, যে এই কোলকাতা শহরে যে ডিম বিক্রি হয় তা বছরে দুই কোটি টাকার মতন ডিম পাকিস্তান থেকে আসে। এই যে দুই কোটি টাকার ডিম পাকিস্তান থেকে আসছে এটা কি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তৈরী হতে পারত না? আমি বঙ্কিমবাবু, ডাঃ ঘোষ এবং হেমন্তবাবুকে বলব যে তাঁরা কি কোন জায়গায় রিফিউজি কলোনীতে গিয়ে চেষ্টা করেছেন যাতে করে সেখানে পোলাট্রি ফার্ম তৈরী করে ডিম সরবরাহ করা যায়? কোলকাতা শহরে কত কোটি টাকার দুধ বিক্রি হয় তা জানি না তবে যারা এখানে দুধ ব্যবসা করে তাদের শতকরা ৯৯ জন অবাঙ্গালী। আমি নিজে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী তফাত দেখতে চাই না। কিন্তু আমি একথা বলতে চাই যে কোলকাতা থেকে ৩০ মাইলের মধ্যে যেসমস্ত রিফিউজী কলোনী রয়েছে সেখানে নিজেদের চেষ্টায় ডেয়ারী করা যেতে পারে। সরকার থেকেই যেসব করে দিতে হবে তার তো কোন মানে নেই। পৃথিবীর সব দেশেই কি সবই সরকার স্পুন-ফিড করে করছে? এক মানুষ ডেয়ারী করে পোলাট্রি করে যেকোন জিনিস দৈনন্দিন যা আমরা খাই তা সেখানে উৎপন্ন করে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে এবং এরজন্য কোন সরকারী সাহায্যের দরকার হয় না। আজকে সরকারকে যারা দোষ দিচ্ছেন তাদের আমি বলব যে তাঁরা গিয়ে কলোনীতে কলোনীতে কো-অপারেটিভ গঠন করুন পোলাট্রি, ডেয়ারী করার চেষ্টা করুন এবং এজন্য সরকার থেকে যতটা সম্ভব সাহায্য নিশ্চয় করা হবে। আমি এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলব না তবে আমি শুধু একটা কথা ক্যাম্প রিফিউজী সম্বন্ধে বলতে চাই। ক্যাম্পে যারা যারা বছর বছর ধরে রয়েছে নিশ্চয় তাদের মধ্যে হয়ত একটু ডিপেন্ডেন্স অন গভর্নমেন্ট এসে পড়েছে সেটা তাদের দোষ নয় দোষ আমাদের যে আমরা এতদিন তাদের পুনর্বাসন দিতে পারি নি। কিন্তু এটা ঠিক যে উদ্বাস্তু যারা আজকে পশ্চিম-বঙ্গে এসেছেন এবং বাংলাদেশের ভার নয়, বরং বাংলাদেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে তাদের একটা বিরাট অবদান রয়েছে। জুটের জন্য আমাদের চিরকাল পূর্ববঙ্গের উপর নির্ভর করতে হত কিন্তু আজকে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু এখানে যাঁরা বসবাস করে তারাই জুটেতে পশ্চিমবঙ্গকে বিরাটভাবে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে। যারা ক্যাম্পে রয়েছে তাদের বেশীর ভাগই হচ্ছে এগ্রিকালচারিস্ট ফ্যামিলি। এই এগ্রিকালচারিস্ট ফ্যামিলিকে নিয়ে অন্য কাজে লাগালে সেটা পুরোপুরিভাবে সাকসেসফুল না হতে পারে। অতএব আমাদের নানারকম চিন্তা করতে হচ্ছে। বঙ্কিমবাবু যে কথা বলেছেন আমিও তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে বলব যে পূর্ববঙ্গের দান ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধে কারুর চেয়ে কম নয়। কিন্তু তার মানে কি এই যে তারা যদি বিহারে যেতে চায় তাহলে তার দানকে আমরা স্বীকার করলাম না। আজকে ভারতবর্ষ কি একটা দেশ, না ১০-১২টা দেশ সেটাই আমি জানতে চাই। যখন আমাদের স্বাধীনতা আসে নি তখন দেখেছিলাম যে সাম্প্রদায়িকতা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা মিথ্যা বিভেদ সৃষ্টি করে আমাদের দেশের বিরাট ক্ষতি করেছিল। সেইরকম আজকে আমরা যদি সেই-ভাবে প্রদেশে প্রদেশে দেশে দেশে এইভাবে প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করি তাহলে তা কি আমাদের দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না। আজকের দিনে সোস্যালিজম, কম্যুনিজমএর কথা যদি ভাবি তাহলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে আমি জানি যে দেশ, জাতি এবং সমগ্র মানব জাতকে এক করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। অতএব সেখানে বাঙ্গালী কেউ বিহারে গিয়ে বসবাস করলে তার স্বার্থত্যাগ যে আমরা ভুলে গেছি সেটা নিশ্চয় ঠিক বলে আমি মনে করব না। তবে তাঁরা দাবী করতে পারেন যদি তাদের উপর কোন কোন জায়গায় কিছু করা হয়ে থাকে সেটা অন্যায় এবং সেটা বন্ধ হওয়া উচিত এবং তারজন্য আমরা একসঙ্গে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু একটা জায়গায় অন্যায় হয়েছে বলে ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে গেল—বাঙ্গালী বাংলার বাহিরে যেতে পারবে না—এ জিনিস আমি মানতে রাজী নই। তবে এইটুকুন নিশ্চয় বলব যে এই সরকার থেকে জোর

করে কোন উদ্বাস্তুকে বাহিরে পাঠানোর চেষ্টা করা হয় নি এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয় এ কথা বলতে পারি যে আমাদের চেষ্টা থাকবে যতটা সম্ভব পশ্চিমবাংলার মধ্যে পুনর্বাসন দেওয়া এবং জোর করে আমরা কাউকে নিশ্চয় বাহিরে পাঠাব না।

[1-15—1-25 p.m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমার বন্ধুবর মাননীয় শ্রীবঙ্কিম মুখোপাধ্যায় মহাশয় খুব উষ্মার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলেছেন। বলেছেন যে পাঞ্জাবের সঙ্গে তুলনা করবার কি দরকার? পাঞ্জাবের সঙ্গে তুলনা করেছি বলে তিনি খুব রাগ করেছেন। পাঞ্জাবের সঙ্গে তুলনা এইজন্য করেছি—কয়েকটা জিনিস বলবার জন্য। আমরা একথা বলেছি যে এ দিক থেকে যত লোক গিয়েছে ওদিক থেকে তত লোক এসেছে। আমাদের গর্বের বিষয়, আনন্দের বিষয়, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে আমাদের এ জায়গা থেকে—পশ্চিমবাংলা থেকে—পূর্ববাংলায় মুসলমানেরা বেশী যায় নি, এবং যারা ১৯৫০ সালে গিয়েছিল তাদের অধিকাংশ আবার ফিরে এসেছে। এতে আমি শুধু এই কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছি—যে পাঞ্জাবে এক তরফা হয় নি, দো তরফা হয়েছে এবং তার দরুন যে সমস্ত মুসলমানেরা চলে গিয়েছিল তারা ২৫০ কোটি টাকার সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল। একথা আপনি জানেন, মাননীয় সভাপাল মহাশয় যে ৪৭ লক্ষ লোক পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে ভারতবর্ষে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছিল। এবং ৪৭ লক্ষ লোক যারা এসেছিল তারা পূর্ব পাঞ্জাবে ঐ পরিত্যক্ত ২৫০ কোটি টাকার সম্পত্তি পেয়েছে এবং ৪৭ লক্ষ লোককে এখানে পূর্ব পাঞ্জাবে পুনর্বাসন করা হয় নি। মাননীয় বঙ্কিমবাবুকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ৪৭ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র ৩০ লক্ষ লোকের পূর্ব পাঞ্জাবে পুনর্বাসন পেয়েছে—দিল্লী প্রদেশে ৬ লক্ষ, বোম্বাই প্রদেশে আড়াই লক্ষ, উত্তরপ্রদেশে চার লক্ষ লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং অন্যান্য প্রদেশে দুই লক্ষ লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। বঙ্কিমবাবু খুঁজে দেখেন ত দেখবেন যে কলিকাতা শহরে এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে, শিলিগুড়ি পর্যন্ত অন্য জায়গায় বহু আশ্রয়প্রার্থী নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে আশ্রয় করে নিয়েছে। আর একটা কথা বলেছেন বঙ্কিমবাবু যে স্যাচুরেশন হয় নি। কি জোরে স্যাচুরেশন হয় নি? তিনিও জোর করে বলেছেন, আমিও তাই জোর করে বলছি, ধমক দিচ্ছি না। তাঁর কথার উত্তরেতে আর একজন বিরোধীদলের মাননীয় নেতা তিনি বসে আছেন শ্রীযুক্ত সুবোধ ব্যানার্জী মহাশয় তিনি খুব জোরে বলেছেন নিশ্চয়ই স্যাচুরেশন হয়েছে, আর জমি নাই। কাজেকাজেই সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলবার নেই। আমার জানি যে তৎসত্ত্বেও কিছু কিছু জমি আছে। আমার কাছে হিসাবও একটা আছে। মাননীয় ল্যাণ্ড রেভিনিউ মন্ত্রী দিয়েছেন। তাতে দেখছি যে পশ্চিমবাংলার মেদিনীপুরে ৯০ হাজার একর ওয়েস্ট ল্যাণ্ড পড়ে আছে, বাঁকুড়ায় ৬৪ হাজার, বর্ধমানে ১৪ হাজার, বীরভূমে ১০ হাজার একর, এবং অন্যান্য জেলায় সামান্য সামান্য কিছু জমি আছে। মাননীয় সদস্য শ্রীবঙ্কিম মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জানাই যে বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী যে কৃষকের ৩০ বিঘা জমি আছে সেই কৃষকও সরকারী টেস্ট রিলিফে কাজ করছে। কি দাম সেই ৩০ বিঘা জমির? কিছু কিছু জমি থাকলেই হল না। পশ্চিম বাংলায় মাত্র ১৪ ভাগ জমিতে বনভূমি আছে। কাজেই যাঁরা মনে করেন পশ্চিমবাংলায় আরও জমি পাওয়া সম্ভব, যা বনভূমি তৈরি না করে চাষে নিয়ে আসা যাবে—কিন্তু করা উচিত নয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে সকলে নিশ্চয় একথা স্বীকার করবেন।

মাননীয় বঙ্কিমবাবু আর একটা কথা বলেছেন। খুব জোর দিয়ে যে টাকা হলে কি না হয়? টাকা যদি দেওয়া যায় তাহলে অনেক কিছু হয়। এ নিয়ে আমি বিশদ আলোচনা করতে চাই না। আমার সময় খুব কম। পশ্চিমবাংলার 'রিফিউজী ফাইন্যান্সিয়াল এডভাইসর'এর পক্ষ থেকে তিন কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, উদ্বাস্তুভাইদের ব্যবসা বাণিজ্য করবার জন্য। আমার কাছে খবর এসেছে যে তার মধ্যে ২ কোটি টাকা নষ্ট হয়ে গেছে। দুঃখের কথা। আমরা বাঙ্গালীরা ব্যবসা করতে পারি না, আমরা বাঙ্গালীরা শ্রমের কাজ করতে পারি না—তা সে পশ্চিমবাংলারই হউক আর পূর্ববাংলারই হউক। আজ পশ্চিমবাংলার সমস্যা হল যে পশ্চিম-বাংলারই লক্ষ লক্ষ লোক বেকার। পশ্চিমবাংলার যে পাটকল আছে, পশ্চিমবাংলায় যে সুতাকল আছে, পশ্চিমবাংলায় যে কয়লার খনি আছে, পশ্চিমবাংলার যে চায়ের বাগান আছে। পশ্চিম-

বাংলার বার্নপুর অঞ্চলে যে লোহার কারখানা আছে সেখানে পশ্চিমবাংলার কজন বাঙ্গালী কাজ করে? পূর্ববাংলার কজন লোক কাজ করে? আমাদের সমস্ত অর্গেনাইজড ইন্ডাস্ট্রিতে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার লোক কাজ করে, তার মধ্যে ৪ লক্ষের উপর অন্য প্রদেশের লোক। আমি প্রাদেশিকতার কথা বলছি না। আমাদের সেটা গুণ হউক আর দোষ হউক তার কথাই বলছি। আজকে অনেকে বলেছেন—মাননীয় সুবোধবাবুও বলেছেন—পশ্চিমবাংলায় জমিদার নাই, জমিও নাই; বঙ্কিমবাবু জোর গলায় বলেন তিনি তা মানেন না। সুবোধবাবু বলেছেন সত্যই স্যাচুরেশন পয়েন্টএ এসে গেছে; তবে জন্য ইন্ডাস্ট্রি কর। ভারতবর্ষে ৩৮ কোটি লোকের বাস তার মধ্যে ৩২ লক্ষ লোক অর্গেনাইজড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে, অর্থাৎ ১০ পার্সেন্ট লোকও ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে না। কাজেই কত ইন্ডাস্ট্রি করব? আমরা সেইজন্য ঠিক করেছি কতকগুলো সুতা কল করব আমরা ১১টা সুতা কল করব এবং সুতা কলে কিছু লোক নিয়োগ করব। আর করলেও তারা কাজ করবে কি না সন্দেহ। শুধু বক্তৃতা দিলেই হবে না, উপদেশ দিলেই হবে না। আমরা আরতি কটন মিলে টাকা দিলাম শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশের নিকট—তিনি বাঙ্গালী, বড় কর্মী এবং ভাল ভাল কারবার করেছেন। তাঁর হাতে টাকা দিয়েছিলাম, তিনি সেই সমস্ত টাকার সদ্ব্যবহার করেছেন, কাজ আরম্ভ করেছেন, স্পিন্ডল আনিয়েছেন। কাজ আরম্ভ করতে রিফিউজীদের পাঠালাম, তারা সকলেই প্রায় চলে এসেছে, সামান্য কিছু আছে। আমরা অন্য জায়গায় সূর্যনগরে আর একটা কলে টাকা দিলাম সেও আর একজন বাঙ্গালী ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের সেখানেও কর্মী পাঠালাম। তারা কোথায় স্থান পেল? শিয়ালদহ স্টেশনে। আবার অনেক কষ্টে বুঝিয়ে অনেক খোসামোদ করে তাদের ফিরে পাঠিয়েছি। কাজেই আজকে আমাদের সন্দেহ আছে যে যদি সুতার কল করিও তাহলে সেই রিফিউজী কর্মীদের আনাতে পারব কিনা। হয়ত ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ থেকে লোক আসবে। মাননীয় সদস্যেরা ও অনেকে গ্রামাঞ্চলে যান তাঁরা অবস্থাটা জানেন। আমরা বারবারে বর্ধমান জেলার কতকগুলি জায়গায় গিয়েছিলাম হুগলী জেলায়ও গিয়েছিলাম। দেখি দলে দলে বিহার থেকে লোক আসছে কাতারে কাতারে কাজ করবার জন্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কলিকাতা শহরে কয়েকটা দোকানে কোনরকম মাল দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি দেখেন একশটা দোকানের মধ্যে বিড়ির দোকান পানের দোকান সোডাওয়াটারের দোকান, এলুমিনিয়াম জিনিসপত্রের দোকান এসবের ৯৫% দোকান বাংলার বাহিরের অন্য প্রদেশের লোকে করেছে, আমরা করি নি। কাজেই কাজেই সরকারকে গালি দিলে চলবে না। সরকারের ত্রুটি আছে আমরা জানি। অকল্যান্ড হাউস সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলেছেন, কিন্তু দুর্নীতি শুধু কর্মচারীর মধ্যেই নয়, আমাদের মধ্যেও আছে। বর্ধমান জেলার নাম দিয়েছেন সেখানে ঋণ নেবার ৬ মাস পরে আর এক নাম গ্রহণ কোরে দরখাস্ত করেছে। এমন কেসও আমরা জানি। মাননীয় সদস্য জগন্নাথ মজুমদার মহাশয় বললেন অনেকে আশ্রয়প্রার্থী আছে তারা তা প্রমাণ করতে পারছে না। মাননীয় নিরঞ্জন সেন মহাশয়ও সেই কথা বলেছেন। যদি সত্যকার রিফিউজী হয়, বোনাফাইড রিফিউজী হয় প্রমাণ যদি না করতে পারে কাগজপত্র দেখিয়ে তারা ঠিক ঠিক প্রমাণ দিলে আমরা তাদের স্বীকার করে নেব। কিন্তু তাতে কত দুর্নীতি হবে তা ভাবুন। যেখানে অনেক দুর্নীতি হতে পারে সেই দরজা খুলে দিলে দুর্নীতির দরজাই খুলে দেব, তার খোসামোদ করলে অনেকে তাদের সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন বা দশ বার গেলে বিরক্ত হয়েও অনেকে দিয়ে দেবেন।

[1-25—1-35 p.m.]

যদি কেউ দেখাতে পারেন যে তিনি সত্যিকারের রিফিউজী এর যদি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তাকে নিশ্চয়ই আমরা রিফিউজীদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে তা থেকে বঞ্চিত করবো না। মাননীয় কয়েকজন সদস্য আসাম সম্বন্ধে বলেছেন। আসাম সম্বন্ধে আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি না। তবুও মাননীয় স্পীকার মহাশয় অনুমতি দিয়েছিলেন তাদের আসাম সম্বন্ধে কথা বলতে; আসামে কতটা জমি পাওয়া যাবে না যাবে সে কথা বলবার মালিক আমরা নই। সেখানে একটা সরকার আছে সেখানকার জনসাধারণ তাদের নির্বাচন করে পাঠিয়েছে। বঙ্কিমবাবু বল্লেন—আসুন আমরা সকলে মিলে কেন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া করি, যুদ্ধ করি। কেরালাতে

কমিউনিস্ট মন্ত্রীরা কোমর বেঁধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন কিনা আমার জানা নাই, কিন্তু তিনি আমাদের এখানে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য প্ররোচনা দিচ্ছেন—আমরা এরকম যুদ্ধে বিশ্বাস করি না, ভারতবর্ষের সর্বনাশ হয়ে যাবে। কাজে কাজেই বঙ্কিমবাবুর এই নির্দেশ আমরা গ্রহণ করতে পারি না। বঙ্কিমবাবু বলেছেন এবং অন্যান্য সদস্যরাও বলেছেন একথা যে আসামে অনেক জমি আছে। আসামে জমি আছে কি না আছে তার উত্তর আসাম গভর্নমেন্ট দিয়েছেন। আসামের আয়তন ৮৫ হাজার বর্গমাইল—সত্য কথা। সে তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৩৫ হাজার বর্গমাইল এবং আমরা প্রায় ৩২ লক্ষ রিফিউজী নিয়েছি, সুতরাং সমস্যা খুব বিকট। নদীয়া জেলা যার কথা জগন্নাথবাবু বল্লেন সেখানকার রিফিউজীর সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ। বায়নানামার কথা অনেকে বলেছেন, কোথাও কোথাও অসুবিধা হতে পারে, স্পেসিফিক্ কেস যদি দেন, তাহলে বুঝতে পারবো, মিহিরবাবু যেমন বল্লেন বুঝতে পারি যে তারা মধ্যপ্রদেশে যেতে চান না, উড়িষ্যায় যেতে চান। মধ্য প্রদেশের কথা বুঝতে পারে না, উড়িষ্যার কথা বুঝতে পারে না বলে কয়জন আশ্রয়প্রার্থী ফিরে এসেছে ; বল্লেন—সেখানে আমরা থাকতে পারি না বাংলায় আমাদের পুনর্বাসন করুন। কাজে কাজেই মাননীয় মিহিরলাল চ্যাটার্জি মহাশয় পূর্বে যে কথা উল্লেখ করেছেন আমি সেটা বিবেচনা করে দেখছি তাদের সম্বন্ধে কি করা যায়, কিন্তু উড়িষ্যায় পাঠালেই যে তারা ফিরে আসবে না—এমন কোন কথা নয়। বাংলা থেকেও অনেকে ফিরে এসেছে। বাঁকুড়ায় যারা গিয়েছিলেন, মেদিনীপুরে যারা গিয়েছিলেন, বীরভূমে যারা গিয়েছিলেন তারা অনেকে শিয়ালদায় আশ্রয় নিয়েছেন, সেখানে ফসল হয় না। এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে স্যাচুরেশন পয়েন্ট এসে গিয়েছে, বাংলাদেশে আর স্থান নাই। কাজেকাজেই মাননীয় সুবোধবাবু যে কথা বলেছেন এটা সত্য এবং আমি সেজন্য চেষ্টা করছি বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে কতক বাঙ্গালী নিয়োগ করবার কিন্তু বাঙ্গালী শ্রমবিমুখ এটা অস্বীকার করবার উপায় নাই। আমরা সব কাজ করতে চাই না, ফুটপাথএ থেকে কাজ করতে চাই না হাওড়া স্টেশনএ আমরা কুলির কাজ করতে চাই না যদি আমরা খেতে নাও পাই। তা ছাড়া অন্যান্য কাজ যেমন মাটির কাজ, এসবও আমরা করতে চাই না। এসব জানি আমরা, এসব স্বীকার করতে হবে, এসবই বুঝি আমরা। এই বাস্তবকে স্বীকার করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। তবে হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করছি যাতে আমরা কুটির শিল্পের উন্নতি করতে পারি, করেছিও। মাননীয় সদস্যরা শুনলে বোধ হয় আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে পশ্চিমবাংলায় ১৯৪৭ সালে ৮ কোটি গজ তাঁতের কাপড় হয়েছিল আর আজকে সেখানে ১৬ কোটি গজ তাঁতের কাপড় হয়েছে এবং এর অধিকাংশই করেছেন আমাদের আশ্রয়প্রার্থী তাঁতী ভাইয়েরা। আমাদের পশ্চিমবাংলায় পূর্বে আড়াই লক্ষ একর জমিতে পাটচাষ হত, আজকাল সেখানে ১০ লক্ষ একর জমিতে পাটচাষ এবং মেস্তাচাষ হয়েছে। আগে যেখানে সামান্য কয়েক কোটি টাকার পাট এবং মেস্তাচাষ হত আজকে সেখানে ৩০ কোটি টাকার পাট এবং মেস্তাচাষ হচ্ছে এবং তার মোটা অংশই আমাদের আশ্রয়প্রার্থী কৃষকভাইয়েরা করেছে এবং সেই অর্থ ভোগ করছে। আমরাও নিশ্চয়ই ছোট ছোট শিল্পের কথা ভাবছি এবং যেসমস্ত আশ্রয়প্রার্থীরা এসেছে তাদের মধ্যে ৩৫ হাজার লোককে ট্রেনিং দিতে চাই বিভিন্ন শিল্পে। শিক্ষা দিয়ে তাদের কাজ করাতে চাই তাদের কো-অপারেটিভ করাতে চাই তাদেরও সহযোগিতা নিয়ে—আমি রাজনীতির কোন কথা বলছি না। একজন মাননীয় সদস্য বল্লেন—আমরা যে এ্যাডভাইজারি বোর্ড করেছি মাত্র একটা সভা হয়েছে, আর কোন সভা হয় নি। সভা আবার হবে, নিশ্চয়ই আপনাদের কাছ থেকে উপদেশ নেব। কিন্তু এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে মিলেমিশে কাজ করতে পারা যায়। আপনারা প্রায়ই বলে থাকেন, সদস্য মহাশয়রা প্রায়ই বলে থাকেন—তোমাদের উপর বিশ্বাস নাই, তোমরা দুর্নীতিপরায়ণ, তোমরা সহযোগিতা চাইছ বটে কিন্তু ভাল লোক নও, তাহলে কি করে এই অবিশ্বাসের মধ্যে সহযোগিতা হতে পারে? অসম্ভব। সেজন্য আজকে আমরা পরিষ্কার করে আমাদের নীতি বলছি—একথা বলেছি যে বাংলাদেশে স্যাচুরেশন পয়েন্ট এসে গিয়েছে, আমাদের আর জায়গা নাই। যেখানে সেখানে পাঠালে যাবে না, বাংলা দেশেও যাবে না। যদি তাই যেত, মাননীয় সভাপাল মহাশয়, তাহলে আপনার জেলায় ৭ লক্ষ রিফিউজী কেন? ২৪পরগনায় ৯ লক্ষ রিফিউজী কেন? কুচবিহার ছোট জেলা, সেখানে ৮ লক্ষ লোকের বাস, তার মধ্যে আড়াই লক্ষ কেন? যাবে না ঐ বাঁকুড়ায়, যাবে না ঐ গড়বেতায়, যাবে না মিহিরবাবুর দেশে বীরভূমে। কাজেকাজেই সে সব জায়গায় যারা রয়েছেন, সরাতে

পারব না। বায়নানামার কথা কয়েক জন মাননীয় সদস্য বলেছেন। যখন আমি এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হই তখন বায়নানামা কি জিনিসটা বুঝতাম না—তারপরে যা দেখলাম তাতে অবাক হয়ে গেলাম। যতগুলি বায়নানামা তার ৭০ পর্সেন্ট কেস জগন্নাথবাবুর জেলায়, মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের জেলায়। আমার কাছে একটা ফাইল গেছল, তাতে দেখলাম পশ্চিম দিনাজপুরের একটা ক্যাম্প থেকে কয়েকজন লোক দরখাস্ত করেছে বায়নানামার জন্য। কোথায় যাব? না নদীয়া জেলায়, চাকদার কাছে। আমার একটু সন্দেহ হল ব্যাপার কি? যেখানে সাত লক্ষ রিফিউজী সেখানে আবার পশ্চিম দিনাজপুরের রিফিউজী যারা কোনদিন নদীয়া জেলা দেখেনওনি, আসতে চাইছে? খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম দালাল, এরকম অনেক দালাল আছে। কাজেকাজেই আমি বল্লাম তা হবে না, আমি বন্ধ করে দিয়েছি বায়নানামা। মাননীয় সদস্য জগন্নাথবাবুকে আমি বলছি যে নদীয়া জেলায় আর বায়নানামা হবে না, সম্ভবপর নয়। নিয়েজ আমার বেশী সময় নেই, আর তিন মিনিটেই শেষ করব। আমি মন্ত্রীত্ব নেবার পর একটা নতুন নীতি গ্রহণ করি, সে নীতি হচ্ছে এই যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ৩১/সাড়ে একত্রিশ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী ভাইবোনেরা এসেছে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবো- আপনাদের সহযোগিতা পেলেও করবো, আপনাদের বিরোধিতা পেলেও করবো। এই সাড়ে একত্রিশ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বাসন ব্যবস্থা অসম্ভব হলেও করবো- এই কথা আজ সকলের সামনে বলছি। অনেক মাননীয় সদস্য বলেছেন যে রিফিউজীদের আপনাদের কর্মনীতির উপর আস্থা নাই, তাহলে কুচবিহার জেলায় সাতটি আসনের মধ্যে সাতটিই কংগ্রেস পেত না, তাহলে নদীয়া জেলায় ১১টির মধ্যে কংগ্রেস ১০টি পেত না এবং ২৪-পরগনা জেলায় যেখানে সবচেয়ে বেশী আশ্রয়প্রার্থী, সেখানে সেই হাবড়াতে যেখানে মস্ত বড় নেতা দাঁড়িয়েছিলেন এবং সেখানকার প্রায় ৭০ ভাগ রিফিউজী সেখানেই আমাদের মাননীয় তরুণকান্তিবাবু জয়ী হয়ে এসেছেন। তাতে প্রমাণ এটাই হচ্ছে যে যারা পুনর্বাসন পেয়েছেন এবং যারা, যে সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী পুনর্বাসন পেয়েছেন তারাই আমাদের নীতি মেনে নিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, আমরা স্বীকার করি যে যারা ক্যাম্পএ আছেন দুই তিন লক্ষ রিফিউজী তাদের ৯০ পার্সেন্ট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন কেন না আমরা তাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা করতে পারি নি। কাজেকাজেই আমরা চাইছি যে তাদেরও পুনর্বাসন করবো এবং যাদের আংশিক পুনর্বাসন হয়েছে তাদের সম্পূর্ণ পুনর্বাসন করবো। আর এই যে ৮ লক্ষ রিফিউজী যাদের কিছু করা হয় নি বলে সুবোধবাবু বলেছেন সেই ৮ লক্ষের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের কাছে দরখাস্ত করেছে, তাদেরও পুনর্বাসন ব্যবস্থা করবো।

আমি কয়েকদিন আগে একটি আশ্রয়প্রার্থী কলোনীতে গিয়েছিলাম, প্রাইভেট কলোনী নিজেদের চেষ্টায় তারা গড়ে তুলেছে, সেখানে তারা হাজার হাজার টাকা খরচ করেছে, সেখানে তারা মস্ত বড় একটা কলেজ করেছে, সেখানে পাঁচশতের উপর ছাত্রছাত্রী আছে, তারা সেখানে একটা উচ্চ বিদ্যালয় করেছে, অনেকগুলি প্রাথমিক স্কুল করেছে, তারা একটি মাতৃসদন করেছে সেখানে। তাদের এ সত্ত্বেও অনেক অভাব আছে, অভিযোগ আছে।

[1-35—1-38 p.m.]

সেখান থেকে কংগ্রেসপ্রার্থী নির্বাচিত হতে পারেন নি। মাননীয় শ্রীহরিদাস মিত্র বন্ধুবর বহু ভোটে সেখানে জয়লাভ করেছেন। সেই কলোণীতে তাঁরা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং একটি সভা হয়েছিল এবং সেই সভায় পাঁচ-ছয় হাজার লোক ছিল। যদি মাননীয় বন্ধু হরিদাস-বাবু সেই সভায় উপস্থিত থাকতে পারতেন তাহলে আমি অত্যন্ত সুখী হতাম। যদিও হরিদাসবাবু ছিলেন না, কিন্তু অরবিন্দুবাবু মহাশয় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় আমি আমাদের এই নতুন নীতির কথা বল্লাম। আমি বল্লাম, আপনারা যদি এই কলোনীর অবস্থা ভাল করতে চান, রাস্তাঘাট আলোর ব্যবস্থা করতে চান, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সাহায্য করব, কিন্তু আমাদের পশ্চিমবাংলায় আর যাতে নতুন করে আশ্রয়প্রার্থী না আসে এবং আমাদের ক্যাম্পগুলি আর যাতে ভারাক্রান্ত না হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন যে, সেই সভায় তাঁরা আমাকে করতালি দিয়েছিলেন। তাঁরা

আমাকে বলেছিলেন, আপনি যুক্তির দিক থেকে ঠিক কথা বলেছেন। তবে তাঁরা একটা কথা বলেছিলেন, সেখানে হয়তঃ সকলকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে হতে পারে। আমি বলেছিলাম এ পর্যন্ত কেউ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে বলে তো আমার জানা নাই। তখন তারা বলেছিলেন, আপনি আপনার নীতির অন্ততঃ একটু সংস্কার করুন। ওখানে আমাদের যেসমস্ত আত্মীয়-স্বজন আছেন একে একে তাদের নিয়ে আসুন, আমি তখন বলেছিলাম হ্যাঁ, এটা বিবেচনা করা যেতে পারে। কাজেকাজেই এই যে আমাদের নীতি এই নীতিতে আমরা প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থীকে খুসী করব, এবং তারা আমাদের ভোটও দেবে। এবং এখানে তাদের পুনর্বাসনও হবে।

Adjournment

The House was then adjourned at 1-38 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 16th December, 1957, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 16th December, 1957, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 189 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

[Further Supplementaries to *131.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার প্রথম প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, ১০৮৪—এখানে আমি জিজ্ঞাসা করছি এটাই কি লেটেস্ট না, এর পরে আরো বেড়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এর পরে দু'চারটা বাড়লেও খুব বেশী বাড়ে নি।

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই খবরটাই লেটেস্ট?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এই খবরটা হচ্ছে ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসের, তারপর যে খুব বেশী বেড়েছে তা মনে হয় না।

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই র‍্যাশান সপে কার্ডহোল্ডারদের যারা টেকিং রাইস ওনলি, তাদের ক্যাটিগরী কিভাবে ভাগ করা হয়? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সাধারণতঃ আমরা রাইস, হুইট নিই, কিন্তু যেক্ষেত্রে রাইস ও হুইট কিছুই নেন না, তাদের বেলায় কি ব্যবস্থা হচ্ছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

প্রত্যেক উইকএ একজন লোক ২ সের হুইট নিতে পারে, ২ সের গম নিতে পারে, চাল এখন আমরা দিচ্ছি না।

Dr. Narayan Chandra Ray:

দিচ্ছেন, এই ডেফিসিয়েন্সি মেক আপ করার রেসপন্সিবিলিটি ঠিক করা হয় নি?
যেসব দোকানে আপনারা কোটা ফিক্স করে দিতে পারছেন না;১০ মণ, ১২ মণ সাপ্লাই

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

না, চাল নিয়েই আমাদের যা অসুবিধা হচ্ছে। আটা বা গম নিয়ে কোন অসুবিধা নাই।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মন্ত্রীমহাশয় অবগত আছেন কি, কতকগুলি দোকানে নাম লেখা অবস্থায়ও লোকে সেখানে গিয়ে ফিরে এসেছে এবং যার যা কোটা প্রাপ্য আছে তা পাচ্ছে না।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

চাল সম্বন্ধে হতে পারে, গম সম্বন্ধে নয়। আমি প্রথমেই বলেছি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আরো বেশী করে গম বা আটা দেওয়া।

Dr. Narayan Chandra Ray: Question (f) and question (g) এর এ্যানসারও না বলেছেন, এতে আপনারা নিজেরা আসেন না বলেই বলেছেন। এই এ্যাসেম্বলীতে যেসব কথা আলোচনা হয়েছে এর আগে, যেসব পয়েন্ট বলা হয়েছে, সেগুলি ধরবেন কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে, চাল সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা ও কথা হয়েছিল, সেই চাল মানুষের খাবার অনুপযুক্ত নয়।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি খবর দিতে পারেন কি, কোন চাল থেকে পচা গন্ধ ছাড়ে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কোন চাল থেকেই পচা গন্ধ ছাড়ে না। সেটা অবশ্য লোকের অভিমত। গুমো গন্ধ ছাড়িতে পারে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

কোন ভ্যারাইটি থেকে এই গন্ধ বার হয় লোকেট করে এটা কি বন্ধ করা যায় না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

গুমো চাল অনেক সময় পল্লীগ্রামে খেতে হয়।

Sj. Pabrita Mohan Roy:

গুমোটুমো নয়। দমদম এলেকায় গমেরও অসুবিধা হচ্ছে. এটা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আপনি যদি দয়া করে জানান নিশ্চয়ই করবো।

Sj. Narayan Chobey:

চাকী-শপে কি কার্ড বেসিসএ আটা দিচ্ছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা যখনই গম বা আটা সরবরাহ করি—চাল আমরা সব সময় দিতে পারি না—কার্ড বেসিসএ সরবরাহ করি।

Sj. Narayan Chobey:

চাকী-শপএ যে আটা বা গম পাওয়া যায়, তা কি—
on the basis of cards?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ঐ তো বলেছি,
against ration cards.

Sj. Narayan Chobey:

খড়গপুরে কার্ড ছাড়াও দেওয়া হয়।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি ক্যালকাটা অর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার কথা বলছি।

Sj. Somnath Lahiri:

।৶ আনা সের দরে যে চাল দেওয়া হয়, সেটা কি সব দোকানে, সমানভাবে ও নিয়মিতভাবে দেওয়া হয়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা চাল দিতে পারি না, সুতরাং নিয়মিতভাবে দেবার প্রশ্ন উঠতে পারে না।

Sj. Somnath Lahiri:

বাজে ভারাইটির চাল দেবার জন্য এবং লোকে পছন্দমত চাল না পাওয়ার জন্য কলকাতার কোন কোন দোকানে মারামারি পর্যন্ত ঘটে গিয়েছে, এ খবর রাখেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমার কাছে এরকম খবর নাই।

Sj. Deben Sen: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the facts he has supplied in reply to are all correct according to his information?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Yes, That is so

Sj. Deben Sen: Will the Hon'ble Minister please explain the discrepancy arising out of the total off-take given there and the number of people covered which calculated brings individual offtake to one seer per week and not two seers.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: May be, because there are people who want only rice and there are people who want only wheat. That is the reason of discrepancy.

Sj. Deben Sen: Please take both rice and wheat together and divide it amongst the people. Do not divide separately. I have divided rice and wheat taken amongst the people and I find that there is discrepancy. What is the reason for this discrepancy between the figures given here and the statement made by the Minister?

Mr. Speaker: What is the discrepancy?

Sj. Deben Sen: The discrepancy is that per week a man is given two seers--whether rice or wheat or both together, but the figures show that per week a man gets only one seer.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: It is difficult to understand because all the people possessing identity cards do not come to our shop either for rice or for wheat.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Deben Sen: Will the Hon'ble Minister be pleased to state the percentage of the people holding the cards who take advantage of these shops and if they do not do so, what are the reasons for not doing so?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I cannot say off-hand. I want notice.

Sj. Deben Sen: Will the Hon'ble Minister be pleased to state the reasons for their reluctance?

Mr. Speaker: I disallow the question.

Sj. Sunil Das: Whether it is a fact that under instructions from the Food Department the ration shops do not supply rice to those card-holders who do not take wheat?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: It is not a fact.

Sj. Sunil Das: Will the Hon'ble Minister be pleased to state that most of the shops in South Calcutta during the Pujas could not supply ration?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: It might be so far as rice is concerned, but the answer is 'no'.

Sj. Ananga Mohan Das:

গত নভেম্বর মাসে কলকাতা শহরে কত চাল ও আটা দেওয়া হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I ask for notice.

Distribution of cattle-purchase loan in Serampore subdivision

***132.** (Admitted question No. *547.) **Sj. Panchugopal Bhaduri:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(ক) হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার জন্য বর্তমান বৎসরে মোট কত টাকার গো-ঋণ বরাদ্দ করা হইয়াছে,

(খ) উপরোক্ত মহকুমার কোন্ থানায় কত টাকার গো-ঋণ গত মে মাস পর্যন্ত বিলি করা হইয়াছে,

(গ) কি পদ্ধতিতে এবং কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান অথবা সংগঠনের মারফত ঋণ বিলি করা হইয়াছে;

(ঘ) ইহা কি সত্য যে, শ্রীরামপুর মহকুমার রাজধরপুর ইউনিয়নের জন্য বরাদ্দ গো-ঋণ মহকুমা হেডকোয়ার্টার শ্রীরামপুর অথবা রাজ্যধরপুর হইতে বিলি না করিয়া চণ্ডীতলা হইতে বিলি করা হইয়াছে; এবং

(ঙ) সত্য হইলে, কি কারণে ঐরূপ করা হইয়াছে?

The Deputy Minister for Agriculture and Animal Husbandry (Sj. Smarajit Bandopadhyay):

(ক) ২৫,০০০ টাকা শ্রীরামপুর মহকুমার জন্য বরাদ্দকরা হইয়াছে।

(খ) (১) চণ্ডীতলা থানা- ১০,৭০০ টাকা।

(২) শ্রীরামপুর থানা—৩,৭০০ টাকা।

(গ) ঋণ-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের মারফত দরখাস্ত করেন এবং বণ্টনকারী সরকারী কর্মচারী দরখাস্তগুলি পরীক্ষা করিয়া নির্দিষ্ট দিনে উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে ঋণ দান করিয়া থাকেন। অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের মারফত ঋণ বিলি করা হয় না।

(ঘ) ইহা সত্য যে, শ্রীরামপুর থানার রাজ্যধরপুর ইউনিয়নের বাঁশগাহোটী এবং মল্লারবেড় গ্রামের ছয়জন ব্যক্তিকে ২৪।৫।৫৭ তারিখে চণ্ডীতলা হইতে বলদ-ক্রয় ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

(ঙ) উপরোক্ত গ্রামগুলি হইতে শ্রীরামপুর মহকুমা হেডকোয়ার্টার অপেক্ষা চণ্ডীতলা অধিকতর নিকটবর্তী। দরখাস্তকারিগণের সুবিধার্থে এবং তাহাদের সম্মতিক্রমে ঐরূপ করা হইয়াছে।

Sj. Panchugopal Bhaduri:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহ করে কি বলতে পারেন, শ্রীরামপুর মহকুমার চারটি থানার মধ্যে দুটি থানার হিসাব তিনি দিয়েছেন, তাহলে বাকী দুটো থানায় বলদ ক্রয় কি হয় নি?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

বাকী থানার রিপোর্ট আমার কাছে নেই।

Sj. Panchugopal Bhaduri:

যে দুটি থানার রিপোর্ট আছে, তার মধ্যে শ্রীরামপুর থানায় ৩,৭০০ টাকা গো-ঋণ দেওয়া হয়েছে বলেছেন। মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন কতজন লোককে এই ঋণ দেওয়া হয়েছে?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

কতজনকে দেওয়া হয়েছে বলতে হলে, আমি নোটিশ চাই।

Sj. Panchugopal Bhaduri:

ধরুন যে টাকা দিয়েছেন, সেই টাকা ২৫০ করে যদি মাথা পিছু ধরা হয়, তাহলে ১৪।১৫ জন লোকের বেশী দেওয়া যায় না, তাহলে এই দুটো ইউনিয়নে যে বলদ ক্রয়ের জন্য অল্প ঋণ দেওয়া হয়েছে, সেটা কি যথেষ্ট বলে মনে করেন?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

যখন যে টাকা বরাদ্দ হচ্ছে, সেইভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। সমগ্র হুগলী জেলায় এবারে দুই লক্ষ টাকা বলদ ক্রয় ঋণ দেওয়া হয়েছে। হয়ত কেউ, কেউ বাদ পড়ে গিয়েছে।

Sj. Panchugopal Bhaduri:

দরখাস্তকারীদের সংখ্যার তুলনায় খুব অল্প সংখ্যক লোককে ঋণ দেওয়া হয়েছে, এবং আর একটা প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন, যেখানকার দরখাস্তকারী, সেখানে না দিয়ে অন্য জায়গা থেকে দেওয়া হয়েছে। এটা কি কিছু অল্প-সংখ্যক লোককে ও আত্মীয়-স্বজনকে দেবার একটা বিশেষ কায়দা?

Mr. Speaker: The question is disallowed.

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

আপনার অভিমত হতে পারে, আমি তা মনে করি না।

Sj. Panchugopal Bhaduri:

এই রাজ্যধরপুর ইউনিয়ন হচ্ছে ৩ মাইল দূরে মহকুমা হেডকোয়ার্টার শ্রীরামপুর থেকে, আর চণ্ডীতলা হচ্ছে ৫ মাইল দূরে হেডকোয়ার্টার থেকে। তাহলে এই ঋণ নিকটবর্তী স্থানে শ্রীরামপুর থানায় না দিয়ে, দূরবর্তী স্থানে চণ্ডীতলায় দেওয়া হ'ল কেন? তার কোন সদুত্তর দিতে পারেন কি?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay: Already answered

Sj. Saroj Roy:

(ঙ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন দরখাস্তকারীগণের সুবিধার্থে করা হয়েছিল। আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন হচ্ছে দরখাস্তকারীগণের সংখ্যা ছিল কত, এবং ঐ সংখ্যার ভিতর কত জনের মত নিয়ে, ঐ জায়গায় দেওয়া হয়েছে?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

নোটিশ চাই।

Loss of agricultural cattle in Nadia district due to floods in 1956

***133.** (Admitted question No. *479.) **Sj. Jagannath Majumdar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, গত বৎসর বন্যার পর নদীয়া জেলায় বহু চাষের বলদ রোগে ও খাদ্যাভাবে মারা গিয়াছে;

(খ) সত্য হইলে, তাহার সংখ্যা কত;

(গ) নদীয়া জেলার চাষীদের বলদের অভাব পূরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং এই বৎসর ঐ জেলার জন্য কত টাকা বলদ-ক্রয় ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে;

(ঘ) ঐ মঞ্জুরীকৃত টাকার মধ্যে কত টাকার ঋণ ইতোমধ্যে কত-সংখ্যক চাষীর মধ্যে বিলি করা হইয়াছে;

(ঙ) বলদ-ক্রয় ঋণের জন্য দরখাস্তকারী চাষীর সংখ্যা বর্তমান বৎসরে এই জেলায় কত; এবং

(চ) ঐ জেলার বলদ ক্রয় ঋণের মোট প্রয়োজন কত ও তাহা কাহার দ্বারা নির্ধারিত হয়?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ৭,১০০টি।

(গ) গত ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট ৪,৫০,০০০ টাকা এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে এ-পর্যন্ত ৫,০০,০০০ টাকা বলদ ক্রয় ঋণ বাবদ দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) গত ১৯৫৬-৫৭ সালে ২,২২৬ জন এবং এ-বৎসরে ৩,০৩৭ জন চাষীকে সমস্ত টাকাই বলদ-ক্রয় ঋণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

(ঙ) ৬,৯৫৯ জন।

(চ) জেলাশাসকের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া জেলার ঋণের প্রয়োজন নির্ধারণ করেন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার।

Sj. Haridas Dey:

(খ) প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে ৭,১০০টি। এই সংখ্যা কার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

জেলা-শাসকের রিপোর্ট থেকে।

Sj. Haridas Dey:

এই যে (ঘ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, গত ১৯৫৬-৫৭ সালে ২,২২৬ জন এবং এ-বৎসরে ৩,০৩৭ জন চাষীকে বলদ-ক্রয় ঋণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, দরখাস্তকারী দেখছি ৬,৯৫৯ জন এবং তার মধ্যে দেখছি ৩,০৩৭ জনকে দেওয়া হয়েছে, তাহলে বাকী ৩,৯২২ জন চাষীকে দেওয়া হ'ল না কেন?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

দুঃস্থ অনুযায়ী এবং টাকার বরাদ্দ অনুযায়ী দেওয়া হয়। নদীয়া জেলাতে এপর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে, আর আমাদের সারা বাংলায় বরাদ্দ আছে এই বাবদ ২৮ লক্ষ টাকা। কাজেই এর চেয়ে বেশী দেওয়া সম্ভব নয়।

Sj. Haridas Dey:

এটা কি সত্য যে, জেলা-শাসক নদীয়া জেলায় গো-মড়কের জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা ইন্টারিম গ্রান্ট চেয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

আমি আগেই বলেছি, সারা পশ্চিম-বাংলার জন্য ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে, কাজেই এর চেয়ে বেশী দেওয়া যায় না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

গ্রামাঞ্চলে গাই ও বলদের রোগের চিকিৎসার জন্য ভেটারিনারী ডক্টরএর অভাবের জন্য গো-মৃত্যু কি বেশী হয়েছে?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

এখানে বলদ-ক্রয় সম্বন্ধে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে, গো-মড়ক সম্বন্ধে আলাদা প্রশ্ন করলে পরে বলবো।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

কিন্তু, প্রশ্ন (ক)তে আছে বহু চাষের বলদ রোগে ও খাদ্যাভাবে মারা গিয়াছে কি না? এবং তার উত্তরে আপনি বলেছেন, হ্যাঁ।

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

মারা গিয়েছে বলে কত ঋণ দেওয়া হয়েছে এইটাই ছিল প্রশ্ন। কেন মারা গিয়েছে তা তো প্রশ্ন করা হয় নি।

Sj. Saroj Roy:

গো চিকিৎসা করার যে ডিপার্টমেন্ট সেটা আপনার ডিপার্টমেন্ট। সেইজন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, গরুর যখন রোগ হয়েছিল, তখন তাদের চিকিৎসার জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল আপনি জানেন?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

নিশ্চয়ই ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আমাদের ট্রেন্ড গো-চিকিৎসকের সংখ্যা কম, সেইজন্য হয় তো সকল ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায় নি।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ইহা কি সত্য, যে গ্রামাঞ্চলে গো-চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদের নিতে হলে ফী দিতে হয়?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

আমার জানা নেই।

Sj. Ganesh Ghosh:

মন্ত্রীমহাশয় একটু আগে বললেন গরু মারা গিয়েছে বলে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এবং (ক) প্রশ্নের উত্তরে, হ্যাঁ, জবাবে, এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, গরু রোগে এবং খাদ্যাভাবে মারা গিয়াছে। তাহলে এটা কি তিনি অস্বীকার করছেন যে গো-চিকিৎসকের অভাবে একটাও গরু মরে নাই? কারণ, তারপরে তিনি জবাব দিয়েছেন যে, গো-চিকিৎসক আমাদের যত বাড়ছে তত দেওয়া হচ্ছে।

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

ট্রেন্ড গো চিকিৎসকের সংখ্যা কম আছে। কিন্তু পাশ করে যত বাড়ছে, তত গ্রামে গো-চিকিৎসার জন্য দেওয়া হচ্ছে।

Sj. Gangadhar Naskar:

বলদ ক্রয় করতে কত টাকা দেওয়া হয়েছে?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

এই যে টাকাটার হিসাব দেওয়া হয়েছে, এটাকে ভাগ করলেই পাওয়া যাবে।

Casual workers in Jute and Cotton Mills

***134.** (*Admitted question No. *267.*) **Sj. Panchugopal Bhaduri:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

পশ্চিমবঙ্গের চটকল এবং সুতাকলগুলিতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ১৯৫১-৫২ সালে শতকরা কত ভাগ শ্রমিক বদলীওয়ালা হিসাবে কাজ করিতেন এবং বর্তমানে করেন ?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar):

পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলিতে বদলী শ্রমিকের শতকরা সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল:

১৯৫১	...	১৩·১৩%
১৯৫২	...	১৩·৩০%
১৯৫৬	...	১৭·০৬%

(নবেম্বর পর্যন্ত)

সুতাকলের সংখ্যা জানা নাই।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Panchugopal Bhaduri:

এখানে ১৯৫১, ১৯৫২ সালের যে হিসাব দিয়েছেন, তারপরে ১৯৫৬ সালের যে হিসাব দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ৪টি পারসেন্ট বেড়ে গেল, মন্ত্রীমহাশয় এই বেড়ে যাবার কোন কারণ দেখাতে পারেন কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

পারি। একটা কারণ হচ্ছে এই যে, পার্মানেন্ট ওয়ার্কার কেউ মারা গেলে বা সুপারএ্যানুয়েটেড হলে সেই পার্মানেন্টএর জায়গায় বদলিওয়ালা নেওয়া হয়। সেইজন্য এই সংখ্যা এইরকম দাঁড়িয়েছে।

Sj. Panchugopal Bhaduri:

বদলীওয়ালা মানে হচ্ছে একজনের বদলে যে কাজ করে। যারা এ্যাপয়েন্টেড হয় তাদের কি পার্মানেন্ট করা যায় না ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এটা করা না করা চটকলের মালিকদের হাতে। এই পার্মানেন্টএর প্রপোরশন সম্পর্কে সম্প্রতি যে কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে, তার মধ্যে এটাও একটা আলোচ্য বিষয় থাকবে।

Sj. Panchugopal Bhaduri:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, বৎসর ধরে একজন লোক পার্মানেন্ট না হয়ে বদলী থাকে, এইরকম কি কোন রিপোর্ট, বিবরণী বা খবর আপনার কাছে আছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar:

এখন আমার হাতে সেরকম রিপোর্ট নেই।

Sj. Sitaram Gupta:

माननीय मंत्री महोदय क्या बतलायेंगे कि बदली काम करनेवालों को permanent करने का कोई कानून है या नहीं ?

Mr. Speaker:

बैठिए। इसका जबाब अभी नहीं मिलेगा ।

Sj. Sitaram Gupta:

माननीय मंत्री महोदय, क्या अवगत है कि बहुत से बदली काम करनेवाले जो ५ वर्ष से बदली जगहों पर काम कर रहे है और वे सब जगहें permanent है पर उन्हें बीच बीच में एक हफ्ते के लिए बैठा दिया जाता है ताकि वे permanent कानून से वंचित रह जांय ?

The Hon'ble Abdus Sattar: I have no materials with me

Janab Shaikh Abdulla Farooquie:

এই যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, এটা শুধু আই. জে. এম. এ.এর যে জুট মিলস আছে তাদের হিসাব, না তার বাইরে ওয়েস্ট বেংগলএ যত জুট মিল আছে তাদের সকলকে নিয়ে হিসাব দেওয়া হয়েছে?

The Hon'b'e Abdus Sattar:

চটকলে যে অনুসন্ধান করা হয়েছিল সেই রিপোর্ট অনুসারে দেওয়া হয়েছে।

Janab Shaikh Abdulla Farooquie:

এই প্রশ্ন এইজন্য করছি যে, ক্লাইভ জুট মিলএ ১৯৫৬এ ১৬শত পার্মানেন্ট আর ১৫ শত বদলী ছিল। এখানে যে ১৭.০৬ বলেছেন, তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে না, যা দাঁড়ায় সেটা ৪৫ পারসেন্ট বদলী আছে।

The Hon'b'e Abdus Sattar:

৮৮টি চটকলের রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কতগুলি আই. জে. এম. এ.এর তা অফ-হ্যান্ড বলা সম্ভব নয়।

Janab Shaikh Abdulla Farooquie:

তাহলে এই রিপোর্টকে কারেক্ট বলে ধরে নেওয়া যায় না?

Mr. Speaker:

তাহলে ধরে নেবেন না।

Sj. Narayan Chobey:

এই যে বলেছেন সুতা-কলের সংখ্যা জানা নেই। বহু পূর্বে নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও এই সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন না?

The Hon'ble Abdus Sattar:

যেভাবে চটকলের ব্যাপারে অনুসন্ধান করা হয়েছে, সেইভাবে সুতা-কলে অনুসন্ধান করার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি নি বলে হয় নি।

Sj. Panchugopal Bhaduri:

বদলীওয়ালাদের পার্মানেন্ট করবার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

The Hon'b'e Abdus Sattar:

পূর্বেই বলেছি চটকলের শ্রমিকদের ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্য একটা কমিটি নিযুক্ত হয়েছে এবং সেই কমিটির একটি আলোচ্য বিষয় আছে পার্মানেন্ট ও টেম্পোরারী ওয়ার্কারএর একটা প্রপোরশন ঠিক করা।

Sj. Gopal Basu:

মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন ওয়ার্কারস পার্মানেন্ট করার ব্যাপারে যে পার্মানেন্ট ওয়র্কার যদি কেউ মারা যায় তাহলে বদলী নেওয়া হয়। এর পরে প্রশ্ন হচ্ছে যে, চটকলে ৫০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে, তা সত্ত্বেও ১৩ পারসেন্ট থেকে বেড়ে ১৭ পারসেন্ট অর্থাৎ প্রায় ৪½ পারসেন্ট বাড়ার কারণ কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

কারণ হিসাব করলেই বুঝা যায়।

Sj. Gopal Basu: Let us have a clue to it.

[No reply.]

Sj. Sitaram Gupta:

माननीय मंत्री महोदय को क्या ज्ञात है कि गत ३ साल से पहले ही मे I. J. M. A. ने ऐसा सिद्धान्त ग्रहण कर लिया है जिससे बदली काम करनेवाले permanent न किए जासकें?

The Hon'ble Abdus Sattar:

मुझे ऐसा कुछ भी मालूम नहीं है।

Sj. Sitaram Gupta:

मंत्री महोदय को क्या मालूम है कि permanent न करने का खास वजह यह है कि workers के provident fund का रुपया मार दिया जाय?

Mr. Speaker: The question is disallowed

Retrenched workers of Indian Iron and Steel Company and Kulti Works

***135.** (Admitted question No. *325.) **Sj. Taher Hossain:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state whether 48 workers of Indian Iron and Steel Company, Burnpur Works, and 36 workers of Kulti Works are still remaining retrenched from 1953?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps Government have taken so far to reinstate the workers in their respective jobs?

The Hon'ble Abdus Sattar: (a) Yes. But the services of all of them were not terminated in 1953. Their services were terminated on different dates and three of these workers belonged to the Indian Standard Wagon Co., Ltd.

(b) The cases of these workers have been enquired into. Most of the cases did not appear to be fit for intervention as the action taken by the Management appeared to be justified. The cases of two workers are still under consideration of Government. Regarding two other workers, the Management was requested to reinstate them. The Management has since informed Government that it will not be possible for them to reinstate the two workers in their former posts but they have expressed their willingness to appoint the two workers in some other posts. Government have informed the Union of the position. Cases of six of the workers of Kulti Works have already been referred to Tribunal for adjudication.

Sj. Hare Krishna Konar: The Hon'ble Minister has said that "Most of the cases did not appear to be fit for intervention as the action taken by the Management appeared to be justified". Will he kindly state what were the charges against those workers?

The Hon'ble Abdus Sattar: The charges were of indiscipline.

Sj. Hare Krishna Konar: Will the Hon'ble Minister be pleased to state what kind of indiscipline was it for which the workers were dismissed?

The Hon'ble Abdus Sattar: Off-hand I cannot say; I want notice.

Sj. Hare Krishna Konar: The Hon'ble Minister has replied that the Government has enquired into the cases and that most of the cases did not appear to be fit for intervention. Now, the Hon'ble Minister says that he cannot say what kind of offence or indiscipline it was.

The Hon'ble Abdus Sattar: I have already said that the charge was one of indiscipline.

Sj. Hare Krishna Konar: Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether simply on a charge of indiscipline a worker can be dismissed and the Government will think that this is justified.

The Hon'ble Abdus Sattar: Where Government think that it is not justified, the case is referred to adjudication.

Sj. Hare Krishna Konar: How did the Government know that the cases were justified?

The Hon'b:e Abdus Sattar: After enquiry.

Sj. Hare Krishna Konar: But after enquiry the Hon'ble Minister is unable to say what were exactly the cases of indiscipline.

The Hon'ble Abdus Sattar: I shall require notice; all the papers are not with me.

Sj. Hare Krishna Konar: The Hon'ble Minister has said that—"Regarding two other workers, the Management was requested to reinstate them. The Management has since informed Government that it will not be possible for them to reinstate the two workers in their former posts". Will the Hon'ble Minister be pleased to state what has been the fate of these two workers?

The Hon'ble Abdus Sattar: I require notice.

Sj. Hare Krishna Konar: Does the Hon'ble Minister know that these two workers have been reinstated in their original posts?

The Hon'ble Abdus Sattar: I require notice.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Narayan Chobey: Does the Hon'ble Minister know that these two workers have been reinstated in their original posts?

The Hon'ble Abdus Sattar: I said I require notice.

Sj. Jatindra Chandra Chakraborty:

মননীয় মন্ত্রীমহাশয় যে বলেছেন--

"Regarding two other workers, the Management was requested to reinstate them."

এই রিইনস্টেট করবার জন্য কি কেবল অনুরোধ করেছেন? সরকারের তো নিশ্চয় এই কেস দুটো ইন্টারভিন করবার মত। মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যদি ম্যানেজমেন্ট না শোনে তাহলে সেটা এ্যাডজুডিকেশনএ পাঠান হয়: এই দুটো কেস এ্যাডজুডিকেশনএ পাঠান হয়েছে কি?

The Hon'ble Abdus Sattar:

হাঁ, পাঠান হয়েছে।

Sj. Narayan Chobey:

ঐ দুটো কেস অলরেডি ওল্ড পোস্টএ নেওয়া হয়েছে, আর উনি বলছেন এ্যাডজুডিকেশনএ দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker: Why not? I have repeatedly told you that if you have any information more than the Minister has, the question will be disallowed You ask him what are the two cases referred to adjudication.

Sj. Narayan Chobey:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় (বি)তে বলেছেন—

"The cases of the two workers are still under consideration of the Government."

সে তো ১৯৫৩ সালে, আর কতদিন কন্সিডারেশন চলবে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

আমার উত্তরটা শুনলে বুঝতে পারতেন। সমস্ত লোক ১৯৫৩ সালে ছাঁটাই করা হয় নি। পরবর্তী কালে ছাঁটাই করা হয়েছে।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

যাদের নিয়োগ করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে বা যাদের গভর্নমেন্ট রিকোয়েস্ট করেছেন ম্যানেজমেন্টকে কাজে নিতে, তাদের যে পুরাতন বেতন যে-সময় ছাঁটাই করা হয়েছিল সেই সময় থেকে পুরাতন বেতন দেবার কথা কি ভেবেছেন?

Mr. Speaker: Question disallowed

Denial of benefit of leave to workers by the Clive Jute Mills, Garden Reach

***136.** (Admitted question No. *369.) **Sj. Shaikh Abdulla Farooquie:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) whether the State Government are aware that a large number of workmen of the Clive Jute Mills in Garden Reach, 24-Parganas, have been deprived of statutory leave admissible under section 79 of the Indian Factories Act, 1948; and

(*b*) if so, what steps have been taken by the Government to make the Mill authorities comply with the provisions of the Factories Act?

The Hon'ble Abdus Sattar: (a) Only 21 workers have been denied this benefit.

(*b*) Their cases are under consideration of the Factories Directorate

Janab Shaikh Abdulla Farooquie:

এই যে 'আন্ডার কন্সিডারেশন' রয়েছে এর ফলাফল জানতে কতদিন লাগবে?

The Hon'ble Abdus Sattar: Regarding the remaining 21 workers the Factory Management stated that among them four are casual workers and 17 are temporary workers; so that they cannot get the benefit.

Sj. Narayan Chobey:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যে বলেছেন -

only 21 workers have been denied this benefit

আর এখন বলছেন যে কাননট গেট, এর কোনটা ঠিক?

The Hon'ble Abdus Sattar:

অনেক দিন থেকে ছাটাই করার পর উত্তর দেওয়া হয়েছে।

Janab Shaikh Abdulla Farooquie:

(বি)তে যে উত্তর দিয়েছেন—

their cases are under consideration of the factories directorate

এই আন্ডার কন্সিডারেশন তো বেনিফিট পাবার জন্য, এই কন্সিডারেশন কতদিনের মধ্যে হবে এবং তারা পয়সা পাবে?

The Hon'ble Abdus Satter: The matter will be disposed of after the enquiry is finished

Provident Fund benefits to workers of Clive Jute Mills, Garden Reach

***137.** (Admitted question No. *370.) **Sj. Shaikh Abdulla Farooquie:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state if it is a fact—

(i) that a large number of workmen of the Clive Jute Mills in Garden Reach police-station, 24-Parganas, who have completed one year of service, have not been admitted to the benefits of Provident Fund;

(ii) that the Regional Provident Fund Commissioner promised to instruct the Mill authorities to do the needful in this matter; and

(iii) that nothing has been done yet by the Mill authorities to extend Provident Fund benefits to those workers?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps have been taken by the Government in this matter?

The Hon'ble Abdus Sattar: (a) (i) and (ii) Yes.

(iii) The Mill authorities have reported that all workers who are eligible have been admitted as members of the Provident Fund. This is being investigated.

(b) Does not arise.

Janab Shaikh Abdulla Farooquie:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে ১৯৫৪ সালের জুন মাসের পর থেকে যারা ওয়ার্কএ লেগেছে এবং পেমেন্ট পেয়েছে তাদের আজ পর্যন্ত প্রভিডেন্ট ফান্ডের মেম্বার করা হয় নি এ কবছর ১৯৫৪ ১৯৫৫, ১৯৫৬ ১৯৫৭ পর্যন্ত?

The Hon'ble Abdus Sattar: The matter was taken up with the management which by a letter dated the 1st June, 1955, informed the Regional Provident Fund Commissioner that instructions were issued to give provident fund relief to those who were entitled.

By a letter dated the 31st October, 1956, the Union again reported that a large number of workmen who were entitled to get the benefits of provident fund were being deprived of those benefits. The Provident Fund Inspector concerned inspected the accounts on the 30th November, 1956 and issued instructions that temporary and casual workers rendering 240 days'

service during 12 months or completing one year's continuous service should be admitted to the fund without fail. He examined the service cards of some of the temporary workers but found that none of them had completed the required period of service so as to be eligible for membership.

It was, however, noticed that the records of temporary/casual workers were not being maintained properly and it could not be ascertained whether the temporary workers referred to in paragraph 1 above had been duly admitted to the fund.

The matter was taken up with the management and it has been reported by a letter, dated the 7th June, 1957, that all such workers who qualified for membership were enlisted as members of the Provident Fund. As regards those mentioned in paragraph 1 above the Company has reported that nine of them are already members of the fund and that the rest have left the Company long ago.

Janab Shaikh Abdulla Farooquie:

কিন্তু এখনও বহু ওয়ার্কার রয়েছে, যাদের নাম দিতে পারি; তাদের নাম দিলে মন্ত্রীমহাশয় কি এনকোয়ারির জন্য পাঠাবেন? মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে যে রিপোর্ট আছে তারপরেও বহু লোককে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু মেম্বর করা হয় নি।

The Hon'ble Abdus Sattar:

মাননীয় সদস্য অনুগ্রহ কোরে জানালে অনুসন্ধানের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা করা হবে।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, কোম্পানীর তরফ থেকে কাগজপত্র যেভাবে রাখা হয়েছিল, তা থেকে ধরা যাচ্ছে না যে কারা এনটাইটল্ড বা কারা এনটাইটল্ড নয়। এখনও পর্যন্ত কি কোম্পানীগুলি সেইরকম করেন, না কাগজপত্র ঠিক রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

নিশ্চয়ই, দেওয়া হয়েছে।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

নির্দেশের ফল পাওয়া গেছে?

The Hon'ble Abdus Sattar:

হ্যাঁ, ফল পাওয়া গিয়েছে।

Extension of Employees' State Insurance Scheme to Sidheswari Cotton Mills, Anantapur, Howrah

***138.** (Admitted question No. *440.) **Dr. Kanailal Bhattacharjee:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state whether it is a fact that the Employees' State Insurance Scheme has not been given effect to in Sidheswari Cotton Mills, Anantapur, Howrah, in spite of the fact that the Mills are situated within the district of Howrah?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state why the effect has not yet been given to the said Mills?

(*c*) If the answer to (*a*) is in the negative, will the Hon'ble Minister be pleased to state from which date the Scheme has been started there, and how many panel doctors have been appointed for the treatment of the workmen of the said Mills?

The Hon'ble Abdus Sattar: (a) Yes.

(b) The Mill is situated outside the implemented area of Howrah district.

(c) Does not arise.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Will the Hon'ble Minister be pleased to state what is the implemented area in the district of Howrah?

The Hon'ble Abdus Sattar: Excepting Shampur thana.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: How many factories are situated within Shampur P.S.?

The Hon'ble Abdus Sattar: The Mill concerned is not within the implemented area but I cannot say how many factories are there.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Is it a fact that that is the only factory within the Shampur P.S.?

The Hon'ble Abdus Sattar: May be.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Is it a fact that the owner of the factory is an influential Congressman of that area?

The Hon'ble Abdus Sattar: I do not know. I have got no such information.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Is it a fact that to give relief to the owner that scheme has not been implemented in that area?

The Hon'ble Abdus Sattar: How does that question arise? The mill is situated in an area where the scheme is not in force.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: I am asking certain question from the Minister. I want specific reply from him how many factories are situated within Shampur police-station—whether that is the only factory?

The Hon'ble Abdus Sattar: The scheme is within the enforced area; I cannot say the number without notice.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Why Shampur area has been excluded from the operation of this Act—there must be some reason?

The Hon'ble Abdus Sattar: The area is excluded why I cannot say.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: In the declaration it was stated that Howrah district and Calcutta will come under the operation of the Act but just now you are stating that Shampur has been excluded from that implemented area. Why only one police-station of the district of Howrah has been excluded from the implemented area?

The Hon'ble Abdus Sattar: These were duly notified when this was in force.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: May I know the reason for the exclusion?

The Hon'ble Abdus Sattar: The area was notified.

Discharge of workers by Messrs. Jardine Henderson Limited

***139.** (Admitted question No. *441.) **Dr. Kanailal Bhattacharjee:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state if it is a fact—

(i) that Messrs. Jardine Henderson Limited, in violation of section 33 of the Industrial Disputes Act, dismissed seven of its employees of the Head Office when a dispute concerning the dismissed employees is pending in the Tribunal;

(ii) that the said firm dismissed the "protected workmen"; and

(iii) that the said firm did not observe the legal principle of "last come first go" during such dismissal?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps, if any, have been taken or proposed to be taken by Government?

The Hon'ble Abdus Sattar: (a)(i) The Tea Districts Labour Association did not dismiss the seven employees but retrenched them with due notice as required under the provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947.

(ii) As yet rules have not been framed declaring certain per cent. of the workmen as "protected workmen."

(iii) Yes.

(b) The case of retrenchment of the seven employees has been referred to a Tribunal for adjudication.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: In reply to (a)(ii) it has been stated that the rules have not been framed, may I know the reasons for this delay, for in the absence of rules the workers are suffering because the company is taking advantage of the situation.

The Hon'ble Abdus Sattar: The rules are being framed.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Whether it is a fact that the employees who have been retrenched are not getting protection in the absence of rules as the rules would have made them protected workmen?

The Hon'ble Abdus Sattar: I have already said it is in the process of preparation.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: In answer to (a)(iii) it is said 'yes'—what action has been taken, may I ask?

The Hon'ble Abdus Sattar: Necessary action.

Indigenous medical systems

***140.** (Admitted question No. *497.) **Sj. Amarendra Nath Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(a) whether the Government have taken any steps towards absorbing the indigenous medical systems, such as Ayurvedic or Unani after a short course of modern scientific training into the State Health Scheme; and

(b) if not, whether the Government will consider the desirability of adopting steps towards the above end?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray): (a) No.

(b) The matter is under consideration.

Sj. Amarendra Nath Basu:

আপনি যে (এ) প্রশ্নের উত্তরে বললেন 'না', তার কারণ কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Because no steps have been taken yet.

Sj. Amarendra Nath Basu:

আপনি (বি) প্রশ্নোত্তরে বলেছেন, বিবেচনাধীন, এটা কতদিনে হওয়া সম্ভব?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: It is not known.

Sj. Ganesh Ghosh: Is the Government thinking about including Homeopathic science into its consideration?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Both are being considered.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে কতদিন পর্যন্ত অ্যাকশন কন্সিডারেশনে রয়েছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Since 1956.

Sahibkhali Union Health Centre, 24-Parganas

***141.** (Admitted question No. *516.) **Sj. Rajkrishna Mondal:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state if it is a fact that one Health Centre had been constructed at Sahibkhali, within Union Daldali, police-station Hasnabad, 24-Parganas?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) the date of its completion;

(ii) whether the Health Centre has been opened; and

(iii) if not, the reason of it?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: (a) and (b)(ii) Yes.

(b)(i) 13th February, 1955.

(iii) Does not arise.

Establishment of a Health Centre at Betna within Banshihari police-station, district West Dinajpur

***142.** (Admitted question No. *407.) **Sj. Basanta Lal Chatterjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার ৬নং ইউনিয়নে বেটনা হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও ৪,৫০০ টাকা জমা দেওয়া সত্ত্বেও হাসপাতালের কাজ এখনও পর্যন্ত আরম্ভ হয় নাই;

(খ) সত্য হইলে, তাহার কারণ কি; এবং

(গ) এই হাসপাতালের কাজ কখন শুরু হইবে এবং কতদিনের মধ্যে তাহা সম্পন্ন হইবে বলিয়া সরকার মনে করেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

(ক) ৪,৫০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় জমি এখনও সরকারের অনুকূলে রেজেস্ট্রীকৃত হয় নাই।

(খ) এবং (গ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

হাসপাতালের জন্য জমি পাওয়া যায় নি কেন, কি বাধা আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Money was deposited but land was not available.

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

জমির জন্য কোন চিঠি দিয়েছেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: It has not been settled.

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

যারা টাকা দিয়েছে তাদের কাছে জমি চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

এটা তাদের দেওয়ার কথা, অনুসন্ধান করার কথা।

Dr. Golam Yazdani:

এই সাড়ে চার হাজার টাকা কবে জমা দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

একটা দেওয়া হয়েছিল ১৯৫৪ সালের ১৮ই জানুয়ারী, আর একটা ১৭ই মার্চ, ১৯৫৪ সালে।

Dr. Golam Yazdani:

তারা টাকা দিচ্ছে ভলান্টারিলি, সে-ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টএর তরফ থেকে ইনিসিয়েটিভ নিয়ে করা উচিত নয় কি?

No reply

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

ইউনিয়ন বোর্ডের মারফৎ টাকা জমা দেওয়া হয়েছে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বলছেন। এ-বিষয়ে আপনাদের মতামত কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

এ-বিষয়ে গভর্নমেন্টকে এ্যাপ্রোচ করতে পারেন।

Improvement of the Sagore Dutt Hospital, Kamarhati

***143.** (Admitted question No. *205.) **Sj. Satkari Mitra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state what steps are being taken or will be taken in the near future for the improvement of the Sagore Dutt Hospital, Kamarhati, many departments of which have been closed down for a very long time?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The Sagore Dutt Hospital at Kamarhati is managed by the Administrator-General and Official Trustee according to provisions of the will of the late Sagore Dutt. The question of its improvement by Government does not arise.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

এই হস্‌পিটাল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেলের হাতে আছে। প্রয়োজন হলে তার উন্নতি করবার কথা কি গভর্নমেন্ট চিন্তা করেন না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: I may let you know the condition. The Sagore Dutt Hospital and Dispensary at Kamarhati, 24-Parganas, was established under the terms of a will of the late Sagore Dutt. The expenses for running the hospital are met from the income of the Estate of the late Sagore Dutt which is administered by the Administrator-General and Official Trustee according to the provisions of the will. The hospital had been facing financial difficulties for some time but under the will they cannot accept any grant from the Government.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে হস্‌পিটালটাকে যদি আপ-টু-ডেট করতে হয় লোকের উপকারের জন্য তাদের টাকা না থাকলে গভর্নমেন্ট সে-বিষয়ে কিছু করবেন কি না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy. It is under consideration.

Mr. Speaker: I personally know the provisions of the will and I know they cannot take any grant but they have to manage with their income only.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

তাহলে, স্যার, আমি আপনাকে বলছি, আমি প্রশ্ন করছি না ও'কে সাগর দত্ত হস্‌পিটাল যদি একেবারে প্রাইভেট হস্‌পিটাল হয় এবং যদি করবার কিছু না থাকে তাহলে এখানে প্রশ্ন করতে পারি না, যেমন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, দামোদর-ভ্যালী কর্পোরেশন সম্বন্ধে বাজেট ডিসকাস করতে গেলে সেটা আমাদের জুরিসডিকশনে আসে না। তাহলে উনি গোড়ায় বলে দিলে পারতেন যে, এটা আমাদের উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই।

Mr. Speaker:

ডাঃ অনাথবন্ধু রায় "ল" পড়েন নি।

[3-50—4 p.m.]

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

আমার কথা হচ্ছে, এটা যদি প্রাইভেট হাসপাতাল হয় এবং যদি একেবারেই করবার কিছু না থাকে তাহলে এখানে প্রশ্ন করতাম না। অনেক সময় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন দামোদর-ভ্যালী কর্পোরেশনএর বাজেট ডিসকাশনএর যে আমাদের জুরিসডিকশনএ আসে, এটা যদি গোড়াতেই বলতেন,—

Mr. Speaker:

ডাঃ অনাথবন্ধু রায় "ল" পড়েন নি।

Dr. Narayan Chandra Ray:

গতবার যে আইন হয়েছে, তাতে—
Sadar and Subdivisional hospitals
এর আওতার মধ্যে পড়ে।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

এটা গভর্নমেন্টএর কন্সিডারেশনএ আছে।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Pay-scales and service condition of the inferior staff of Health Centres

52. (Admitted question No. 685.) **Sj. Tarapada De:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) what are the pay-scales of different categories of inferior staff in Health Centres and Mobile Medical Units; and

(*b*) whether the posts are permanent and transferable?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray): (a) There is a uniform scale of pay for such staff, viz., Rs. 20—1/4—25 *plus* usual allowances.

(*b*) Posts sanctioned for Health Centres are permanent while those for Mobile Medical Units are temporary. All these are transferable.

Sj. Tarapada De:

ইনফিরিয়ার স্টাফ বলতে কাদের বোঝাচ্ছেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Menial staff of all categories.

Sj. Tarapada De:

মোবাইল ইউনিটএর এসব অধীনস্থ কর্মচারীদের পার্মানেন্ট করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The mobile unit is a temporary Service. So, there is no such consideration.

Sj. Tarapada De:

টেম্পোরারী সার্ভিস বলেই জিজ্ঞাসা করছি তাদের পার্মানেন্ট করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

ওগুলি একেবারে টেম্পোরারী সার্ভিস।

Sj. Tarapada De:

এ-কথা কি সত্য যে, পূর্বের স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই সমস্ত অল্প-বেতনের চাকুরীয়াদের ট্রান্সফার করবেন না, স্থানীয়ভাবে নিযুক্ত করবেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: It is not known to me.

Sj. Tarapada De:

এটা কি সত্যি যে, হেলথ্ ডাইরেক্টরেট প্রত্যেক জেলায় চিঠি দিয়েছিলেন যে, গুরুতর অপরাধ ছাড়া অল্প-বেতনের চাকুরীয়াদের যেন ট্রান্সফার না করা হয়?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

আমি তো এর জবাব দিয়েছি—আমি এ-সংবাদ জানি না।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

জানবার চেষ্টা করবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

জানবার দরকার হয় না।

Sj. Tarapada De:

এদের বাড়ী-ভাড়া এবং স্পেশাল এ্যাল উয়েন্স দেবার ব্যবস্থা আছে কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

নাই।

Sj. Tarapada De:

এসব অল্প-বেতনের চাকুরীয়াদের মাইনে বাড়াবার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

এদের অন্যান্য এ্যালাউয়েন্স আছে।

Sj. Tarapada De:

কি কি এ্যালাউয়েন্স আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

ডিয়ারনেস এ্যালাউয়েন্স ইত্যাদি।

Sj. Tarapada De:

কিন্তু সেটা কত করেছেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: According to basic pay.

Sj. Tarapada De:

অল্প-বেতনের কর্মচারীদের ট্রান্সফার বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: That is a transferable service. So, that question does not arise

Sj Tarapada De:

যা ডি. এ. দিচ্ছেন, তাতে তাদের চলতে পারে কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: With dearness allowance it is possible because it has been so. They are maintaining themselves.

Dr. Narayan Chandra Roy:

২নং প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন—
he answered that posts sanctioned for Health Centres are permanent,
যদি পার্মানেন্ট পোস্ট হয় তাহলে টেম্পোরারী চাকরী হয় কি করে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The thing is that these posts are permanent, but most of these people are temporary—they have not been made permanent.

***Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:**

পোস্ট যদি পার্মানেন্ট হয় তবে যেসব লোকদের নিয়োগ করা হয় তাদের পার্মানেন্ট করা হয় না কেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

এখনো সেই স্টেজ আসে নি।
We may consider it.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Are the incumbents permanently temporary?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: No, it cannot be. They will be made permanent in due time.

Sj. Tarapada De:

২০ টাকা মাইনে এবং স্পেশাল এ্যালাউয়েন্স ২৫ টাকা, এতে একমাসের খাওয়াপরা চলতে পারে কি না একবার পরীক্ষা করে দেখবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: That is a matter of opinion.

Water-supply arrangement in Kharagpur Municipality

53. (Admitted question No. 331.) **Sj. Narayan Chobey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) the arrangement made by the Kharagpur Municipality for supplying drinking water within the Municipal area;

(*b*) whether the capacity of the waterworks is sufficient to meet the requirement of the people of the Municipality; and

(*c*) if not, whether Government consider the desirability of urging the Municipality to set up waterworks of adequate capacity?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: (*a*) The Municipality has sunk 14 masonry wells and one ring-well and repaired nine ring-wells.

(*b*) The Municipality has no waterworks.

(*c*) A Water-Supply Scheme of the Kharagpur Municipality at an estimated cost of Rs.25,36,200 was drawn up by the Chief Engineer, Public Health Engineering, West Bengal, and sent to the Municipality for consideration. The scheme is still under consideration of the Municipal authorities.

Sj. Narayan Chobey:

মিউনিসিপ্যালিটি ১৪টি কুয়া করেছেন, কতদিনে করেছেন বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Within the last 3 years.

Sj. Narayan Chobey:

এর খরচ কি গভর্নমেন্ট দিয়েছেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: I want notice for this.

Sj. Narayan Chobey:

আপনি বলবেন কি খড়্গপুরের ১২ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৪টি কুয়া হলে মাথাপিছু কয়টা পড়ে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: This is not an adequate number—there should be one per four hundred.

Sj. Narayan Chobey:

এটা কি ইনএ্যাডিকোয়েট নয়?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, it is very inadequate from the figure you will see.

Sj. Narayan Chobey:

যদি ইনএ্যাডিকোয়েট বলে মনে করেন তাহলে এ্যাডিকোয়েট করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না গভর্নমেন্টএর?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The question of water supply is under consideration. The municipality cannot afford the money. The municipality had given a scheme. They cannot be given the money on loan. They have to find it out from other sources.

Sj. Narayan Chobey:

অনুগ্রহ করে বলবেন কি যে স্কীমটা দিয়েছিল সেটা কবে নাগাদ দিয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Last year.

Rural Health Scheme of Indian Medical Association

54. (Admitted question No. 487.) **Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that the Indian Medical Association submitted to the Government a Rural Health Scheme for rendering maximum service to the people utilising maximum number of trained personnel; and

(*ii*) that the Medical Co-ordination Committee agreed to the scheme in principle?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps have been taken by the Government for implementing this scheme?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray): (a)(i) Honorary Secretary, Indian Medical Association, Calcutta Branch, put up before the Medical Relief Co-ordination Committee and not to Government a note on the Rural Health Scheme.

(*ii*) Yes.

(*b*) The scheme now awaits consideration of the Central Co-ordination Committee.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: When did the Indian Medical Association submit its note to the Medical Relief Co-ordination Committee?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: 1954.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Since when is the Government considering the report of that Committee?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: I am sorry, that date is wrong—it is 6th March, 1957.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: The Indian Medical Association submitted its note on 6th March, 1957?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: No, it was submitted in 1954, but it was considered on 6th March 1957 at the fifth meeting of the Medical Relief Co-ordination Committee.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Is it a fact that that report was considered three years after it was submitted?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: I do not find any record on that.

[4—4-10 p.m.]

Adjournment Motions

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

স্যার, আমার একটা এ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন আছে, সেটা পড়ে দিচ্ছি, আপনি কনসেন্ট দেন নাই। তা হচ্ছে এই:—

"The proceedings of the Assembly do now adjourn to raise a discussion on an urgent matter of public importance and of recent occurrence, namely:—

The looting of paddy of the share-croppers of the village Bermajur, district 24-Parganas, by the land-owners with the help of police of Hatgachi camp setting fire to the house of the share-croppers of the said village and arrest of 22 Kisans including Shri Khudiram Bhattacharjee, Secretary of the Subdivisional Kisan Sabha, under section 54 of the Police Act on 12th December, 1957."

স্যার, পুলিশ বাড়ীতে লুট করেছে এবং রাত্রি-বেলায় বাড়ীতে ঢুকে আগুন দিয়েছে। কাজেই এ-জিনিষটা এ্যাডজোর্নমেন্ট মোশনএর মধ্যে আসে। কিন্তু আপনি কনসেন্ট দেন নাই, আমি পড়ে দিলাম সেটা। প্রকাশ্যভাবে সারা-রাত্রি ধরে তারা বাড়ীতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

Sj. Panchugopal Bhaduri:

স্যার, গত শনিবার হাওড়ায় বৈদ্যুতিক রেলের উদ্বোধন উপলক্ষে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, সে সম্বন্ধে—

I have an adjournment motion.

তা হচ্ছে এই—

"The proceedings of the Assembly do now adjourn to raise a discussion on an urgent matter of public importance and of recent occurrence, namely:—

The serious accidents taking place during the formal inauguration of the electric train from Howrah to Sheorafuli by the Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru with himself on board the same train on 14th December 1957 causing death to three persons and injuries to about 25 people due to thoughtless activities and heartless and callous attitude of the West Bengal police and the failure of the Chief Minister of the West Bengal Government to take proper security measure."

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রসঙ্গে একটা সেনটেন্স আপনার কাছে নিবেদন করছি। এই ঘটনা নিয়ে এ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন মুভ করতে আপনি যে অনুমতি দেন নাই, তার..............

Mr. Speaker: Mr. Bhaduri, considering the gravity of the matter even after I refused your motion I recalled the papers and carefully went through them. The decision is the same.

Sj. Deben Sen: Mr. Speaker, Sir, I have given you notice of an adjournment motion. The adjournment motion reads thus:

"The business of the Assembly do now adjourn for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely:—

Failure of the Government of West Bengal to take adequate police precaution at the time of the inaugural ceremony performed by the Prime Minister of India of the Electric Train Service between Howrah and Sheoraphuli on Saturday, the 14th December, 1957, resulting in the death of two persons and injuries to many others.

Mr. Speaker: Again the same remark applies. You came and saw me in my chamber. I thought these were important matters and I might fall into error. I carefully looked through the statement and I found I could not change my decision.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I want to mention two points. One is that the matter is going to be discussed in Parliament either today or tomorrow. So that question does not arise. They will do so.

The second question is that with regard to arrangements which were made, neither the Government nor the police had anything to do with them. They were done by the railway people.

Sj. Ganesh Ghosh: What Dr. Roy says, I think, is not correct because there are articles in the newspapers........

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, you know very well that you cannot refer to anything that appears in the newspaper.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri: When you allowed Dr. Roy it is unfair not to allow us. One member of the Opposition should reply to it.

Mr. Speaker: I can tell you that I am following the procedure adopted by the Legislative Assembly earlier.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri: But you allowed the Chief Minister to make a statement and you are not allowing the members of the Opposition. You are gagging them.

Mr. Speaker: Yes.

Sj. Deben Sen: On a point of privilege. It is this. In refusing consent to an adjournment motion is the Speaker guided by the rules laid down here or any other rules?

Mr. Speaker: I have read the way you put your case. The police is not responsible for driving the locomotive. The railway people might have been—I do not know myself—negligent in the matter. That is what you have written—by reason of unusual speeding up people were thrown out of the train.

There has been enough discussion... .....

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri: Why are you allowing to discuss it?

Mr. Speaker: That is not for you to tell. Dr. Roy, please go on.

Sj. Ganesh Ghosh: Mr. Speaker, on Saturday last I drew your attention to an article which appeared in "Capital" and in which the privilege of the House was infringed. I would be very glad if you would let us have your ruling?

Mr. Speaker: I have gone through the column which appeared in the "Capital". An attack was made against Mr. Panchugopal Bhaduri. It was alleged that he said something. I have looked into the paper and in my judgment it is an improper attack not warranted by facts. Therefore I am sending it to the Privileges Committee.

GOVERNMENT BILL

[4-10—4-20 p.m.]

The Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to introduce the Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957.

[Secretary then read the title of the Bill.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957, be taken into consideration.

Sir, I think an explanation is due to the House from me as to why we made this change and changed the name and the title of the Bill from what was mentioned before, namely, West Bengal Salaries Amendment Bill to Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill. You will recall that that day before I actually moved, Shri Jyoti Basu enquired whether the passing of this Bill or acceptance by the Leader of the Opposition of a salary would mean that he would lose his seat in the Assembly. I said then that although in my opinion and in the opinion of my law officers it was felt that perhaps such apprehension was not justified ...

I also mentioned that if there be any doubt we could have under section 191 an exemption clause declaring that the office of the Leader of the Opposition is to be exempted from the operation of section 191. But after carefully considering this matter I felt that the question is not beyond any shadow of doubt—because section 191 says—a person would be disqualified if he holds any office of profit under the Government of India unless that office is declared by the legislature of the State by law not to disqualify the holder. It is true by that process we might have made the office of the Leader of the Opposition to be exempted from the operation of this section but the sting remains, as I pointed out the other day when I introduced the new Bill. I felt that under no circumstances the Leader of the Opposition should be holding any office which might even by any stretch of imagination be considered to be an office under the Government. It is not a good thing for the Government; it is not a good thing either for the Opposition because the Opposition should be free—any member of the House should be free to express his opinion. An Opposition is recognised as a party in Opposition at least in the bigger States in the United Kingdom and other places because they feel that the Leader leading as he does a disciplined party, might be of great help in restricting any abnormal legislation being taken up by the administration. It is a fairly good check and in order to get that good check, it is essential that by no stretch of imagination he should be within the purview of the words "office under the Government". Sir, it has been held over and over again that while the Leader of the Opposition or any Member of the Opposition can express his own opinion, simply taking a salary in any form should not make him subject to this particular doubt that I have just mentioned. He will lose his usefulness and we will not also get the advantage that we get through a good and well-reasoned opposition. The words used in the other States where this system is in vogue are 'loyal opposition' whereas in those countries the loyalty is the

term, in this Republic of India loyalty is to the Constitution and so long as a person keeps to the Constitution and keeps loyal to it, he should be free—as free as possible—to express his opinion. It is expected, of course, that a Leader of the Opposition might be a potential leader of administration later on. Under such circumstances the Leader of the Opposition will exercise sufficient care and caution before he expresses any opinion on any particular matter because such opinion might be against their own administration later on. Where developments have taken place it is even more important that such healthy criticism should be made in a country which is developing and developing fast, because when a country is developing, when schemes are being implemented, it is obvious that there might be difference of opinion as to the method of approaching the goal and therefore it is more important to have every point of view placed before the Government and if we get a party—a well-knit party—led by a person who can be regarded by the Speaker as the Leader of the Opposition, he should be consulted as often as possible by the Government in order to get at the proper state of affairs. There are two things that are involved in this proposition of mine. One is—should we propose a salary for the Leader of the Opposition and the second is—if so, who is the Leader of the Opposition. We on the Government side have felt, for the purpose I have just indicated, that the Leader of the Opposition should get a salary. He not only leads his own party and group but he practically represents the whole of the Opposition group in the Assembly and therefore he has got ordinarily to work much harder and get himself interested in various schemes which may not be of a party character but which may be of use to the administration as such and therefore it is essential that that gentleman should be given a salary. Now the question that I have said at the beginning was whether that salary should be given under section 191 or the allowances and salary shall be given under section 195, the section under which we have moved this particular motion, namely, the Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957. There is an Act which is called the Bengal Legislative Chambers Members' Emoluments Act of 1937. Under that Act a certain salary is given to each member and also some allowances are given. This does not make a member who receives the salaries and allowances subservient to the Government or tied down with the Government in any shape or form and what we are proposing here is to give to the Leader of the Opposition certain extra allowances and salary more than what is payable to a member of the Legislature. The question may arise as to who is the Leader of the Opposition. Sir, in this matter the House of Commons Act, 1937, is a point which says that whichever party has the largest numerical majority in the House of Commons its leader would be, if the Speaker so decides, called the Leader of the Opposition. It is not that every party—small and big—is considered to be a party in opposition. There are two qualifications necessary. First of all, it must be a party. According to the rule of this Assembly, a group may be called a party if ten per cent. of the members of the Assembly belong to that particular party, i.e., if there are more than 25 persons. There may be two or three parties who may have more than 25 persons in this House. The question is—who should be the Leader of the Opposition? That is why an explanation has been put down. There the Leader of the Opposition means that a member of the West Bengal Legislative Assembly who is for the time being the Leader of the State Assembly party in opposition having the greatest numerical strength in the State Assembly. These words have been copied from the 1937 Act. I was told the other day by some members here that of the total number in opposition—96 or 97—fifty or fifty-one belong to the Communist Party, and therefore they satisfy this particular text.

[4-20—4-55 p.m.]

But it is also necessary that if any doubt arises as to which is or was at the material time the party in opposition to the State Government having the greatest numerical strength in the West Bengal Legislative Assembly or as to who is or was at the material time the Leader in the Assembly of such a party, the question shall be decided, for the purposes of this Act, by the Speaker of the said Assembly and his decision, certified in writing under his hand, shall be final and conclusive.

As regards the amount to be paid to the Leader of the Opposition, various countries have provided different formulas, depending upon the conditions existing and also depending upon the relationship of the ordinary member's fees with the fees of the Leader of the Opposition. Here we felt that if we want to give a status to the Leader of the Opposition, so far as salary means a status, and if we want to give him some amount of help through this provision of a salary and emoluments, the figures that we have given—Rs. 750 plus Rs. 250 plus Rs. 200—would be the correct figures. In this connection, I would implore members not to confuse the issue by talking of personalities. I am not, for the time being, concerned as to whether A is the Leader of the Opposition or B is the Leader of the Opposition. I am only concerned that a provision has to be made in the Bill itself so that whoever is, for the time being, the Leader of the Opposition, as defined in this Bill, should be getting the salary and allowances that we have proposed.

Sir, while I am moving for consideration of this Bill, I do not want to get into the various discussions that took place the other day. I shall listen to the various comments that might be made in the course of this debate before I give replies to them. Sir, with these words, I move that this Bill be taken into consideration.

Sj. Narendra Nath Sen: On a point of information, Sir. I would like to be enlightened on certain matters that may arise after this Bill is passed into law.

Sir, what I would like to know is this. In sanctioning a salary to the Leader of the Opposition, we are following the footsteps of the House of Commons and certain other Western countries, but there the Leader of the Opposition hardly leads any movement against the State or violates the law. So, what we are interested to know is, firstly, if this Bill is passed, what will the Leader of the Opposition here—whoever he may be and to whichever party he may belong—do—whether he will also follow the footsteps of the Leader of the Opposition in those countries or he will continue to lead processions and violate laws. Secondly, if he does so, what will be the position of the Government—whether Government will ignore his action or they will put him under arrest and set the machinery of law in motion against him. Thirdly, if that is also done—if the Leader of the Opposition is kept under detention or is convicted by a court of law—whether his salary will still be paid to him or it will be forfeited to the State.

Sir, these are some of the points which have been agitating our minds and we shall be glad if some light is thrown on these points.

Sj. Jyoti Basu: On the last occasion I had said that I will continue my speech today but I shall not do so. I shall make a new statement altogether. First of all, I withdraw the speech that I made on the Salaries Bill on the previous occasion. I withdraw the entire speech that I made while discussing the Salaries Bill on the previous occasion.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Is it open to any member to withdraw any speech that he has made?

Sj. Jyoti Basu: That is my statement. We had referred the issues involved in the present Bill to the Central leadership of our party, as the whole of India and the different State Assemblies are concerned with this piece of legislation which is being enacted in this State Assembly. Unfortunately the political bureau of our party could not meet earlier and in time. Now we have been asked by the political bureau to press on the Government to withdraw the Bill even at this stage, so that our party may consider the matter on an all-India plane in consultation with representatives of various State Assemblies later on. In case our request is rejected by the Government, we shall not only oppose the Bill but the Leader shall not draw more than what he draws at present as an M.L.A. Of course, our earlier decision—"our decision" means our party's decision—was that if our amendment—we have got an amendment—reducing the salary and allowances to Rs. 500 is defeated, the Leader of the Opposition shall not draw more than Rs. 500 per month from the public Treasury. We now alter this decision in view of the communication from the highest committee of our party. I apologise to the friends of the other Left parties in the House who had agreed to support our earlier stand, because this sudden change may have inconvenienced them. All the same if you are adjourning the House now, I would request the representatives of the various parties as well as the Chief Minister, who has sponsored this Bill, to sit round the table at least for five minutes to see whether after the speech of mine there can be any agreement with regard to the withdrawal of this Bill.

Mr. Speaker: I shall gladly allow it. The House stands adjourned for 25 minutes.

[At this stage the House was adjourned for 25 minutes.]

[After adjournment]

(Adjournment Motion)

[4-55—5-5 p.m.]

Sj. Jyoti Basu: Mr. Speaker, Sir, before you proceed on to today's business I should like to draw your attention to a fact which has just come to my notice. You will remember that a little while ago, when adjournment motions were moved on the tragedy which took place day before yesterday, the Chief Minister made a statement in which he said that this subject was being debated in a few days in Parliament, but this is the news which has come this morning. The Home Minister Pandit Govinda Ballav Pant said that the motion was out of order. The adjournment motion was moved by Professor Hiren Mukherji and it was ruled out of order. If there had been casualties or injuries to people, it was a matter of regret and sorrow to all of us. What happened was regrettable but he did not see how it could be the subject matter of an adjournment motion in Parliament. If there was anything concerning law and order, it called for attention there in the State Legislature. It did not come within the purview of the Central Government. Now, where exactly do we stand? Could you enlighten us?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I was depending upon an enquiry which has been made from the Central Government this morning asking for a complete report with regard to the incident, because the matter was to be discussed in Parliament. That is why I said that.

Sj. Deben Sen: In view of the confusion that has been created, will you please reconsider your decision and allow us to move the adjournment motion?

Mr. Speaker: I do not know what Shri Govind Ballav Pant said. The motion is before me and the statement and objects are all there. I have carefully examined the thing and what has been stated is that the accident was due to speedy movement of the train. If that is so, how can that arise?

Sj. Jatindra Chandra Chakraborty:
মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি যখন এ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন ডিসএ্যালাউ করেছেন, তখন যে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আমাদের কয়েকজনের প্রাণহানি ঘটলো এবং সংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে আরো বেশী হয় তো হবে, তাঁদের প্রতি শোক প্রকাশ করবার জন্য দু'মিনিট দাঁড়াবার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

Sj. Deben Sen: Mr. Speaker, Sir, what is the position? One Minister in Delhi says that it is a State subject and the Chief Minister here says it is not their subject, and you, Sir, also have given the verdict that it is not our subject. Where do we stand? Shall we go undiscussed? No light will be thrown upon it and we should not have an opportunity of discussing it?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The report is that the Speaker Mr. Ayyangar held over till December 18 his ruling on the admissibility of the adjournment motion tabled by Professor Hiren Mukherji and Shrimati Renu Chakravarty. This adjournment was intended to give the Deputy Minister for Railways time to contact Calcutta and place the facts before the House. Mr. Shah Nawaz Khan, Deputy Minister, said that he had tried to put through trunk calls since 10 this morning when he got notice of the motion, but the lines were out of order. When the Speaker asked him how long he would take to obtain information, Mr. Shah Nawaz Khan said "two or three days' time".

Sj. Deben Sen: The point is this. A catastrophe has happened and you are not allowing us to discuss it. We want to know whether two or three days after you are allowing us.

Mr. Speaker: I will give the ruling.

Sj. Jyoti Basu: Before you give your ruling, this afternoon you have stated that it is a grave matter—you agreed on that—but the only trouble was that there was some technical error, you think, in the adjournment motion. Is it because of technicality that you shall rule out the adjournment motion on such a subject?

Mr. Speaker: It is not the technicality. It was mentioned that the train speeded up too much with the result that some people were dropped.

Sj. Deben Sen: That was not in the adjournment motion. It was very clear—I said—due to the failure of the Government of West Bengal to make adequate police arrangements at the time of the inaugural ceremony. I have not mentioned that it is due to the speeding up of the train or anything else.

Sj. Sunil Das: You are dealing with the effect and not with the cause. The cause is that these people were not prevented by police from approaching the train.

Mr. Speaker: Leave it to me. I have considered it and found that speeding up was the proximate cause for the accident.

Sj. Deben Sen: Do you want to go into causes? Then that was not the cause I have ever mentioned.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: We insist on a debate being allowed.

Mr. Speaker: I will not allow it.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri: If you do not allow the debate to which we are entitled we feel that we should walk out of the House as a protest for five minutes.

Sj. Jyoti Basu: We once more urge upon you that there is no such thing in Mr. Deben Sen's motion. The motion is absolutely clear. The motion is supported by the statement. That does not matter.

Mr. Speaker: I cannot overlook the statement made.

Sj. Jyoti Basu: Then we have no other alternative but to express our protest and our deepest sorrow for those people who have died and our sympathy for their relatives. We have to walk out.

Dr. Prafulla Chandra Ghose: I want to speak to you about certain things about this adjournment motion. It is a very serious matter. It can neither be discussed in Parliament nor it can be discussed here on some technical ground or other. If that is so, what is the use of our remaining here? There is no other alternative for us but to walk out.

[At this stage the members of the Opposition *en bloc* walked out of the Chamber.]

[5-5—5-8 p.m.]

The Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clauses 1 and 2

The question that clauses 1 and 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to

Mr. Speaker: Mr. Bhaduri, you can speak if you like.

Sj. Panchugopal Bhaduri: No, Sir, I was going to say that though I am inside the House, but treat me as if I have withdrawn from the House.

Sj. Durgapada Das: Sir, I had some amendment.

Mr. Speaker: Your amendment is out of order.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I now adjourn the House *sine die*

Adjournment

The Assembly was then adjourned at 5-8 p.m. *sine die.*

Note.—The Assembly was prorogued with effect from 24th December, 1957, by a notification No. 5181A.R., dated the 26th December, 1957, and published in the *Calcutta Gazette, Extraordinary*, dated the 26th December, 1957.

WBGP-58/9-507A-006

Index to the

West Bengal Legislative Assembly Proceedings

(Official Report)

Vol. XVIII—No. 2—Eighteenth Session (November-December), 1957

(The 6th, 7th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, and 16th December, 1957)

[(Q.) Stands for question.]

Abdulla Farooquie Shaikh, Janab

Denial of benefit of leave to workers by the Clive Jute Mills, Garden Reach: (Q.) p. 444.

Provident Fund benefit to workers of Clive Jute Mills, Garden Reach: (Q.) p. 445.

Abdus Sattar, The Hon'ble

Casual workers in Jute and Cotton Mills: (Q.) p. 440.

Denial of benefit of leave to workers by the Clive Jute Mills, Garden Reach: (Q.) p. 444

Discharge of workers by Messrs. Jardine Henderson Limited: (Q.) p. 448.

Employment Exchange in Darjeeling district: (Q.) p. 112.

Employment Exchange at Kharagpur: (Q.) p. 114.

Eviction of the tea garden workers' family on the dismissal of the head of the family: (Q.) p. 7.

Extension of Employees' Provident Funds Act to Cinema employees: (Q.) p. 6

Extension of Employees State Insurance Scheme to Sidheswari Cotton Mills, Anantapur Howrah: (Q.) p. 447

Extension of the scope of the Minimum Wages Act: (Q.) p. 1.

Provident Fund benefit to workers of Clive Jute Mills, Garden Reach: (Q.) p. 445.

Retrenched workers of Indian Iron and Steel Company and Kulti Works: (Q.) p. 442.

Statement on the two adjournment motions disallowed on the 12th December, 1957: pp. 351-52.

Statement made on the statement of Sj. Bankim Mukherji, M.L.A., regarding rationalisation in Jute Mills: p. 179.

Absence of portraits of Deshbandhu C. R. Das and Netaji Subhas Chandra Bose in the lobby of the Assembly House: p. 225.

Adjournment Motions: pp. 177-79, 280-82, 456-57.

Amendment to Amendment to the Bengal Motor Vehicles Rules, 1940: pp. 353-55.

Amendment of the Wakf Act: p. 282.

Allegations against the Administrator of the Barrackpore Municipality: (Q.) p. 335.

Allotment for diet for patients of Bangitola Union Health Centre, district Malda: (Q.) p. 350.

Appointment of teaching staff of Rampurhat College: (Q.) p. 216.

Bandopadhyay, Sj. Smarajit

Distribution of cattle-purchase loan in Serampore subdivision: (Q.) p. 436.

Loss of agricultural cattle in Nadia district due to floods in 1956: (Q.) p. 438.

Banerjee, Sjta. Maya

Debate on refugee relief: pp. 421-23.

Banerjee, Sj. Subodh

Amendment to Amendment to the Bengal Motor Vehicles Rules, 1940: p. 353.

Debate on refugee relief: pp. 411-13.

Non-official Resolution: pp. 11-12.

Programme of Business: pp. 226-27.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: pp. 189-91, 242.

The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1957: pp. 309-16.

Banerjee, Dr. Suresh Chandra

Debate on flood control and irrigation: pp. 361-63.

Non-official Resolution: pp. 41-45, 50.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: pp. 183-84, 245.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 207, 229, 238-39.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 142, 152-53.

Basu, Sj. Amarendra Nath

Indigenous medical systems: (Q.) p. 448.

Basu, Sj. Chitto

Adjournment Motions: p. 281.

The Calcutta Slum Clearance Bill, 1957: pp. 297-98.

Food debate: pp. 89-91.

Non-official Resolution: pp. 12-14.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: p. 239.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: p. 245.

Basu, Sj. Gopal

Dust nuisance caused by Gouripore Electric Welding and Manufacturing Co. of Naihati: (Q.) p. 343.

Slum improvement in Barrackpore industrial area: (Q.) p. 327.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites Bill, 1957: p. 132.

Basu, Sj. Hemanta Kumar

Debate on refugee relief: pp. 389-90.

Food debate: pp. 68-69.

Point of personal explanation: p. 403.

Procession outside the Assembly Gate: p. 398.

Basu, Sj. Jyoti

Amendment of the Wakf Act: p. 282.

The Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 460-61.

Enquiry about discussion on the Official Language Commission: p. 10.

Food debate: pp. 61-68.

Non-admissibility of an Adjournment Motion relating to the incident during the electric train service: p. 461.

Non-official Resolution: pp. 24-27, 38.

Point of order: p. 305.

Sports Stadium: pp. 225-26.

Time of questions: p. 282.

The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1957: pp. 319-22.

Basu, Sj. Satindra Nath

Debate on flood control and irrigation: pp. 363-65.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites Bill. 1957: pp. 131-32.

The Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957: pp. 257-65.

The Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 458-61, 463.

The Bengal Motor Vehicles Rules, 1940

Amendment to. Amendment of—: pp. 353-55.

The Bengal Wakf (Amendment) Bill, 1957: pp 352-53.

Bhaduri, Sj. Panchugopal

Adjournment Motion· p. 456.

Casual workers in Jute and Cotton Mills. (Q.) p. 440.

Debate on refugee relief. p. 418.

Distribution of cattle-purchase loan in Serampore subdivision: (Q) p. 436.

Non-official Resolution· p. 23.

Walsh Hospital, Serampore: (Q.) p. 172.

Bhattacharjee, Dr. Kanailal

Debate on flood control and irrigation: pp 365-66

Demands for grants "27—Administration of Justice"· pp 162-63.

Discharge of workers by Messrs. Jardine Henderson Limited: (Q.) p. 448.

Extension of Employees' State Insurance Scheme to Siddheswari Cotton Mills, Anantapur. Howrah. (Q.) p. 446.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: p. 209.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957. pp. 242, 247

Bhattacherjee, Sj. Panchanan

The Calcutta Slum Clearance Bill, 1957 p. 299

Non-official Resolution: pp. 37-38.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp 204-205, 209, 232-33.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites Bill, 1957 p. 156.

Bhattacharjee, Sj. Shyamapada

Food debate pp. 85-86

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957 p 243.

Bhattacharyya, Sj. Syamadas

Non-official Resolution. pp. 23, 28-30.

Bill(s)

The Bengal Agricultural Income-tax (Amendment)—, 1957: pp. 257-65.

The Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment)—, 1957: pp. 458-61, 463.

The Bengal Wakf (Amendment)—, 1957: pp. 352-53.

The Calcutta Slum Clearance—, 1957: pp. 289-305.

The City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment)—, 1957: pp. 283-89

The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure in 1951-52)—. 1957: pp. 166-67, 181-82.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment)—, 1957, as referred back by the Council: p. 129.

Bill(s)—*concld.*

The West Bengal Gambling and Prize Competitions—, 1957: pp. 193-211, 229-41.

The West Bengal Land Reforms (Amendment)—, 1957: pp. 182-93, 241-57.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites—, 1957: pp. 129-56.

The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment)—, 1957: pp. 305-22, 355-57.

Biswas, Sj. Manindra Bhusan

Debate on refugee relief: p. 413.

Bose, Sj. Abani Kumar

Silting up of lower reaches of Damodar river between Amta and Shyampur, Howrah district: (Q.) p. 224.

Bose, Dr. Maitreyee

Point of personal explanation: p. 20.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 153-54.

The Calcutta Slum Clearance Bill, 1957: pp. 289-305.

Casual workers in Jute and Cotton Mills: (Q.) p. 440.

Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra

The Calcutta Slum Clearance Bill, 1957: pp. 295-96.

Debate on refugee relief: pp. 390-92.

Food debate: pp. 70-71.

Non-official Resolution: pp. 32-33.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 198-99.

The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1957: pp. 316-17.

Chatterjee, Sj. Basanta Lal

Establishment of a Health Centre at Betna within Banshihari police-station, district West Dinajpur: (Q.) p. 449.

Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites Bill, 1957: p. 155.

Chatterjee, Sj. Mihirlal

Debate on refugee relief: pp. 404-406.

Remission of rent at flood-affected areas of Birbhum district (Q.) p. 333.

Chattopadhyay, Sj. Bijoylal

Non-official Resolution: pp. 48-49.

Chattoraj, Dr. Radhanath

Rates of unit of electricity supplied by the State Electricity Board from Mayurakshi Hydel Station: (Q.) p. 330.

Want of culverts over the Mayurakshi Canals: (Q.) p. 224.

Work-charged staff under Irrigation Department: (Q.) p. 275.

Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath

Appointment of teaching staff of Rampurhat College: (Q.) p. 217.

Difference of pay between Special Cadre Teachers and Primary School Teachers: (Q.) p. 120.

Governing Bodies of Secondary Schools: (Q.) p. 121.

High Schools within Kaliachak police-station. (Q.) p. 217.

Hostel accommodation at Calcutta for women students seeking University education: (Q.) p. 217.

Howrah District Advisory Council of Social Education: (Q.) p. 124.

Chobey, Sj. Narayan

Employment Exchange at Kharagpur: (Q.) p. 113.

Want of a hospital or a maternity centre within the municipal area of Kharagpur: (Q.) p. 221.

Water-supply arrangement in Kharagpur Municipality: (Q.) p. 454.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 197-98, 205.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites Bill, 1957: p. 136.

Chowdhury, Sj. Binoy Krishna

The Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957: pp. 259-60.

Debate on flood control and irrigation: pp. 357-61.

Non-official Resolution: pp. 47-48.

The City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957: pp. 283-89.

Closing of Platform Nos. 8 and 9 of the Howrah Station on 14th December, 1957: p. 129.

Comment in the "Capital" regarding Sj. Panchu Gopal Bhaduri's non-official resolution: p. 381.

Condition of service of Nakal Majdurs under Irrigation Department: (Q.) p. 277.

Construction of morgue and menials' quarters in Bangitola Union Health Centre, Malda: (Q.) p. 350.

Damage to the concrete dyke of D.V.C. canal over the Khari river within Erol Union, district Burdwan: (Q.) p 223.

Das, Sj. Ananga Mohan

Food debate: pp. 75-77.

Recognition of Homoeopathic system of treatment: (Q.) p 221.

Das, Sj. Gobardhan

Appointment of teaching staff of Rampurhat College: (Q.) p. 216.

Das, Sj. Natendra Nath

Introduction of the West Bengal Panchayat Act, 1960-61: (Q.) p. 333.

Das, Sj. Sisir Kumar

Closing of Platform Nos. 8 and 9 of the Howrah Station on the 14th December, 1957: p. 129.

Non-official Resolution: pp. 36-37.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: pp. 184-85, 246.

The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1957: p. 318.

Das, Sj. Sunil

The Bengal Agricultural Income-Tax (Amendment) Bill, 1957: p. 259.

The Calcutta Slum Clearance Bill, 1957: pp. 294-95.

The City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957: pp. 283-85, 287.

Debate on refugee relief: pp. 413-14.

Demands for Grants—
"11—Registration": pp. 163-64.

Governing Bodies of Secondary Schools: (Q.) p. 121.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: p. 233.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: p. 255.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites, Bill, 1957: pp. 139-40.

Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath

Lalat Janka Road, Midnapore: (Q.) p. 339.

Road development in Raina police-station of Burdwan district: (Q.) p. 339.

Road from Bajkul to Egra in Midnapore district: (Q.) p. 349.

Road from Sankrail to Ekabbarpur in Howrah district: (Q.) p. 340.

Tamluk-Contai Road: (Q.) p. 349.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 136-37, 139, 140, 142, 144, 145, 148.

De, Sj. Tarapada

Howrah District Advisory Council of Social Education: (Q.) p. 124.

Pay-scales and service condition of the inferior staff of Health Centres: (Q.) p. 452.

Debate on flood control and irrigation: pp. 357-79.

Debate on refugee relief: pp. 381-432.

Demands for Grants

"27—Administration of Justice": pp. 160-66.

"11—Registration": pp. 160-66.

"9—Stamps": pp. 156-66.

Denial of benefit of leave to workers by the Clive Jute Mills, Garden Reach: (Q.) p. 444.

Dey, Sj. Haridas

Absence of portraits of Deshbandhu C. R. Das and Netaji Subhas Chandra Bose in the lobby of the Assembly House: p. 225.

Food debate: pp. 88-89.

Dhara, Sj. Hansadhwaj

Food debate: pp. 71-74.

Dhibar, Sj. Pramatha Nath

Adjournment Motion: p. 177.

Drainage of Bhuri Beel, Galsi, Burdwan: (Q.) p. 274.

Difference of pay between Special Cadre Teachers and Primary School Teachers: (Q.) p. 120.

Discharge of workers by Messrs. Jardine Henderson Limited: (Q.) p. 448.

Distribution of anti-biotic drugs to T.B. patients in Malda district: (Q.) p. 175.

Distribution of cattle-purchase loan in Serampore subdivision: (Q.) p. 436.

Divisions: pp. 21-22, 51-52.

Dolui, Sj. Harendra Nath

Debate on flood control and irrigation: p. 374.

Drainage of Bhuri Beel, Galsi, Burdwan: (Q.) p. 274.

Drainage of Dhakuria, Jadavpur and Tollygunj areas: (Q.) p. 271.

Dust nuisance caused by Gouripore Electric Welding and Manufacturing Co. of Naihati: (Q.) p. 343.

Electrification of Kaliachak police-station, Malda: (Q.) p. 349.

Elias Razi, Janab

Food debate: pp. 91-92.

Employment Exchange in Darjeeling district: (Q.) p. 116.

Employment Exchange at Kharagpur: (Q.) p. 113.

Establishment of a Health Centre at Betna within Banshihari police-station, district West Dinajpur: (Q.) p. 449.

Establishment of National Extension Service Block in Kaliachak Thana: (Q.) p. 348.

Eviction of the tea garden workers' family on the dismissal of the head of the family: (Q.) p. 7.

Extension of Employees' Provident Funds Act to Cinema employees: (Q.) p. 6.

Extension of Employees' State Insurance Scheme to Sidheswari Cotton Mills, Anantapur, Howrah: (Q.) p. 446.

Extension of the scope of the Minimum Wages Act: (Q.) p. 1.

Fair price shops in Calcutta: (Q.) p. 350.

Flood control and irrigation

Debate on—: pp. 357-79.

Food debate: pp. 61-105.

Ganguli, Sj. Ajit Kumar

Debate on refugee relief: pp. 408-409.

Ganguli, Sj. Amal Kumar

Condition of service of Nakal Majdurs under Irrigation Department: (Q.) p. 277.
Food debate: pp 79-80.
National Extension Service Block at Bagnan, Howrah: (Q.) p. 336.

Ghosal, Sj. Hemanta Kumar

Adjournment motion. p. 456.
Food debate: pp. 77-78.
The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: p. 255.

Ghose, Dr. Prafulla Chandra

Food debate. pp. 95-99.

Ghosh, Sj. Ganesh

Adjournment Motion: p 177.
Allegations against the Administrator of the Barrackpore Municipality: (Q.) p. 335.
Comment in the "Capital" regarding Sj. Panchu Gopal Bhaduri's non-official resolution: p. 381
Non-official Resolution: p. 23.
The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: p 209.
The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 134-35, 137-38.

Ghosh, Sjta. Labanya Prova

Debate on refugee relief: p. 419.
Food debate. pp. 69-70.
Proposal for renaming Purulia district: (Q.) p. 342.

Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti

Debate on refugee relief: pp. 423-28.
Electrification of Kaliachak police-station, Malda: (Q.) p. 349.
Establishment of National Extension Service Block in Kaliachak thana: (Q.) p 348.
National Extension Service Block at Bagnan, Howrah: (Q.) p. 336.

Golam Yazdani, Dr.

Distribution of anti-biotic drugs to T.B. patients in Malda district: (Q.) p. 175.
Maternity and Child Welfare Centre in Kharba police-station of Malda district: (Q.) p. 175.
Pediatric beds: (Q.) p. 173.
The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: p. 199.

Governing Bodies of Secondary Schools: (Q.) p. 121.

Halder, Sj. Ramanuj

Debate on flood control and irrigation: p. 373.

Scarcity of drinking water in Diamond Harbour subdivision: (Q.) p. 213.

Resuscitation of Balarampur Canal, within Diamond Harbour and Falta police-stations of 24-Parganas: (Q.) p. 268.

Halder, Sj. Renupada

Debate on flood control and irrigation: pp. 370-71.

Hamal, Sj. Bhadra Bahadur

Employment Exchange in Darjeeling district: (Q.) p. 110.

Eviction of the tea garden workers' family on the dismissal of the head of the family: (Q.) p. 7.

Hazra, Sj. Monoranjan

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 136, 156.

High Schools within Kaliachak police-station: (Q.) p. 217.

Hore, Sjta. Anima

Debate on flood control and irrigation: pp. 369-70.

Hostel accommodation at Calcutta for women student seeking University education: (Q.) p. 217.

Howrah District Advisory Council of Social Education: (Q.) p. 124.

Improvement of roads within Kanla Municipality: (Q.) p. 328.

Improvement of the Sagore Dutt Hospital, Kamarhati: (Q.) p. 450.

Incidence of influenza cases within municipalities: (Q.) p 342.

Indigenous medical systems: (Q.) p. 448.

Introduction of the West Bengal Panchayat Act, 1960-61: (Q.) p. 333.

Irrigation Scheme for Kaliachak police-station of Malda district: (Q.) p. 332.

Jalan, The Hon'ble Iswar Das

Allegations against the Administrator of the Barrackpore Municipality· (Q.) p. 335.

The Calcutta Slum Clearance Bill, 1957: pp. 289-91, 301-303.

Improvement of roads within Kalna Municipality: (Q.) p. 328.

Introduction of the West Bengal Panchayat Act, 1960-61: (Q.) p. 334.

Slum improvement in Barrackpore industrial area: (Q.) p. 327.

Jana, Sj. Mrityunjoy

Water-supply arrangement in rural areas during the Second Five-Year Plan: (Q.) p. 215.

Kangsabati River Project: (Q.) p. 269.

Khan, Sjta. Anjuli

Debate on flood control and irrigation: p. 371.

Kolay, Sj. Jagannath

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 229, 230, 231, 235, 236, 237.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: pp. 241-42.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites Bill, 1957: p. 142.

Konar, Sj. Hare Krishna

Damage to the concrete dyke of D.V.C. canal over the Khari river within Erol Union, district Burdwan: (Q.) p. 223.

Food debate: pp. 82-85.

Improvement of roads within Kalna Municipality: (Q.) p. 328.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: pp. 185-89, 242-44, 252.

Lahiri, Sj. Somnath

The Calcutta Slum Clearance Bill, 1957: pp. 291-94.

Lalat Janka Road, Midnapore: (Q.) p. 339.

Leprosy in West Bengal: (Q.) p. 344.

Loss of agricultural cattle in Nadia district due to floods in 1956: (Q.) p. 438.

Mahato, Sj. Bhim Chandra

Food debate: pp. 74-75.

Majumdar, Sj. Apurba Lal

The Calcutta Slum Clearance Bill, 1957: pp. 300-301.

Debate on refugee relief: pp. 410-11.

Road from Sankrail to Akabbarpur in Howrah district: (Q.) p. 340.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 196-97, 205, 207, 209, 210.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: pp. 242, 253-54.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 132-33, 135-36, 139-40, 141, 143-44, 145.

Majumdar, Dr. Jnanendra Nath

The Calcutta Slum Clearance Bill, 1957: pp. 296-97.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 239-40.

Majumdar, Sj. Jagannath

Debate on Refugee Relief: pp. 416-17.

Loss of agricultural cattle in Nadia district due to floods in 1956: (Q.) p. 438.

Non-official Resolution: pp. 14-15.

Maternity and Child Welfare Centres: (Q.) p. 219.

Maternity and Child Welfare Centre in Kharba police-station of Malda district: (Q.) p. 175.

Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan

The Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957: pp. 260-61.

Debate on flood control and irrigation: pp. 366-69.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 148-52.

Messages—

From West Bengal Legislative Council: p. 180.

Misra, Sj. Monoranjan

Allotment for diet for patients of Bangitola Union Health Centre, district Malda: (Q.) p. 350.

Construction of morgue and menials' quarters in Bangitola Union Health Centre, Malda: (Q.) p. 350.

Food debate: p. 92.

Toffi Dara Sluice Gate within Kaliachak police-station, district Malda: (Q.) p. 332.

Mitra, Sj. Haridas

Debate on refugee relief: pp. 385-89.

Drainage of Dhakuria, Jadavpur and Tollygunj areas: (Q.) p. 271.

Non-official Resolution: pp. 15-16.

The West Bengal Gambling and Prise Competitions Bill, 1957: pp. 202-203, 206, 210, 231.

Mitra, Sj. Satkari

Improvement of the Sagore Dutt Hospital, Kamarhati: (Q.) p. 450.

Mohibur Rahaman Choudhury, Janab

Electrification of Kaliachak police-station, Malda: (Q.) p. 349.

Establishment of National Extension Service Blocks in Kaliachak thana: (Q.) p. 348.

High schools within Kaliachak police-station: (Q.) p. 217.

Irrigation Scheme for Kaliachak police-station of Malda district: (Q.) p. 332.

Mondal, Sj. Haran Chandra

Debate on flood control and irrigation: pp. 371-72.

Mondal, Sj. Rajkrishna

Sahibkhali Union Health Centre, 24-Parganas: (Q.) p. 449.

Mookerjee, The Hon'ble Kali Pada

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 193-94, 205-206, 229, 232, 233, 236, 238.

Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar

Condition of service of Nakal Majdurs under Irrigation Department: (Q.) p. 277.

Damage to the concrete dyke of D.V.C. Canal over the Khari river within Erol Union, district Burdwan: (Q.) p. 223.

Debate on flood control and irrigation: pp. 375-79.

Drainage of Bhuri Beel, Galsi, Burdwan: (Q.) p 274.

Drainage of Dhakuria, Jadavpur and Tollygunj areas: (Q.) p. 271.

Irrigation Scheme for Kaliachak police-station of Malda district: (Q.) p 332.

Kangsabati River Project: (Q.) p. 270.

Rates of unit of electricity supplied by the State Electricity Board from Mayurakshi Hydel Station: (Q.) 330.

Reclamation of "Bariti Beel" within Barrackpore and Baraset subdivisions of 24-Parganas: (Q.) p. 273.

Resuscitation of Balarampur Canal within Diamond Harbour and Falta police-station of 24-Parganas: (Q.) p. 268

Silting up of lower reaches of Damodar river between Amta and Shyampur, Howrah district: (Q.) p. 224.

Toffi Dara Sluice Gate within Kaliachak police-station, district Malda: (Q.) p. 333.

Want of culverts over the Mayurakshi canals: (Q.) p. 224.

Work-charged staff under Irrigation Department: (Q) p. 275.

Mukherji, Sj. Bankim

Debate on refugee relief: pp. 381-85.

Demands for Grants—

"27—Administration of Justice": p. 160

"9—Stamp": pp. 157-60.

Point of information: p. 128.

Procession of teachers: p. 39-40.

Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal

Food debate: pp. 81-82.

Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi

Point of personal explanation: pp. 50-51.

Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath

Debate on refugee relief: pp. 415-16

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 205.

Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid

Adjournment Motion: p. 177.

The Calcutta Slum Clearance Bill, 1957: pp. 298-99.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 200-201.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites Bill, 1957: p. 136.

Nahar, Sj. Bijoy Singh

Debate on refugee relief: pp. 392-95.

Non-official Resolution: pp. 45-47

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 199-200.

National Extension Service Block at Bagnan, Howrah: (Q.) p. 336.

Non-admissibility of an Adjournment Motion relating to the incident during the Electric Train Service: pp. 461-63.

Non-official Resolution: pp. 10-53.

Number of Health Visitors and Dais in rural areas and their pay-scales: (Q.) p. 115.

Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.

The Bengal Wakf (Amendment) Bill, 1957: pp. 352-53.

The Calcutta Slum Clearance Bill, 1957: p. 301.

Rural Health Scheme of Indian Medical Association: (Q.) p. 455.

Scarcity of filtered water in the city: (Q.) p. 3.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957. pp 195-96, 236, 240.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archæological Sites Bill, 1957: p. 155.

Overcrowding in State Buses in Route No. 33: (Q.) p. 341.

Pakray, Sj. Gobardhan

Difference of pay between Special Cadre Teachers and Primary School Teachers: (Q.) p. 120.

Road development in Raina police-station of Burdwan district: (Q.) p. 338.

Pal, Sj. Rash Behari

Food debate: p. 79.

Panda, Sj. Basanta Kumar

The Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957: pp. 258-59, 262-63, 264.

The City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957: pp 285-86, 287-88.

Demands for Grants—

"27—Administration of Justice." "11—Registration": pp. 161-62.

Lalat Janka Road, Midnapore: (Q.) p. 339.

Road from Bajkul to Egra in Midnapore district: (Q.) p. 349.

Tamluk-Contai Road: (Q.) p. 349.

Tube-wells sunk by Government in Bhagabanpur and Khejuri police-stations, Midnapore: (Q.) p. 118.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 197, 202, 203-204, 210, 229-30, 231-32, 234-35, 236-38.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: pp. 242, 252-53.

Panda, Sj. Bhupal Chandra

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: pp. 243, 244, 255.

Pandey, Sj. Sudhir Kumar

Leprosy in West Bengal: (Q.) p. 344.

Pay-scales and service condition of the inferior staff of Health Centres: (Q.) p. 452.

Pediatric beds: (Q.) p. 173.

Poddar, Sj. Anandilal

Debate on refugee relief: pp. 398-402.

Point of Information: p. 128.

Point of Order: pp. 305-306.

Point of personal explanation: pp. 12, 20, 50.

Portraits of Deshbandhu C. R. Das and Netaji Subhas Chandra Bose in the lobby of the Assembly House. Absence of—: p. 225.

Post-Graduate Medical Education under the Second Five-Year Plan: (Q.) p. 5.

Prasad, Sj. Rama Shankar

Employment Exchange in Darjeeling district: (Q.) p. 110.
Extension of Employees' Provident Funds Act to Cinema employees: (Q.) p. 6.
Overcrowding in State Buses in Route No. 33: (Q.) p. 341.

Procession outside the Assembly gate: p. 398.

Procession of teachers: pp. 39-41.

Programme of Business: pp. 226-29.

Proposal for renaming Purulia district: (Q.) p. 342.

Provident Fund benefit to workers of Clive Jute Mills, Garden Reach: (Q.) p. 445.

Question(s)

Allegations against the Administrator of the Barrackpore Municipality: p. 335.
Allotment for diet for patients of Bangitola Union Health Centre, district Malda: p. 350.
Appointment of teaching staff of Rampurhat College: p. 216.
Casual workers in Jute and Cotton Mills: p. 440.
Condition of service of Nakal Majdurs under Irrigation Department: p. 277.
Construction of morgue and menials' quarters in Bangitola Union Health Centre, Malda: p. 350.
Damage to the concrete dyke of D.V.C. Canal over the Khari river within Erol Union, district Burdwan: p. 223.
Denial of benefit of leave to workers by the Clive Jute Mills, Garden Reach: p. 444.
Difference of pay between Special Cadre Teachers and Primary School Teachers: p. 120.
Discharge of workers by Messrs. Jardine Henderson Limited. p. 448.
Distribution of anti-rabotic drugs to T.B. patients in Malda district: p. 175.
Distribution of cattle-purchase loan in Serampore subdivision: p. 436.
Drainage of Bhuri Beel, Galsi, Burdwan: p. 274.
Drainage of Dhakuria, Jadavpur and Tollygunj areas: p. 271.
Dust nuisance caused by Gouripore Electric Welding and Manufacturing Co. of Naihati: p. 343.
Electrification of Kaliachak police-station, Malda: p. 349.
Employment Exchange in Darjeeling district: p. 110.
Employment Exchange at Kharagpur: p. 113.
Establishment of a Health Centre at Betna within Banshibari police-station, district West Dinajpur: p. 449.
Establishment of National Extension Service Block in Kaliachak thana: p. 348.
Eviction of tea garden workers' family on the dismissal of the head of the family: p. 7.
Extension of Employees' Provident Funds Act to Cinema employees: p. 6.

Question(s)—*contd.*

Extension of Employees' State Insurance Scheme to Sidheswari Cotton Mills, Anantapur, Howrah: p. 446.
Extension of the scope of the Minimum Wages Act. p. 1.
Fair price shops in Calcutta: p. 350.
Governing Bodies of Secondary Schools. p. 121.
High Schools within Kaliachak police-station: p. 217.
Hostel accommodation at Calcutta for women students seeking University education: p. 217.
Howrah District Advisory Council of Social Education. p 124
Improvement of roads within Kalna Municipality: p. 328.
Improvement of the Sagore Dutt Hospital, Kamarhati p 450.
Incidence of Influenza cases within municipalities. p 312.
Indigenous medical systems: p. 448.
Introduction of the West Bengal Panchyat Act, 1960-61: p. 333.
Irrigation Scheme for Kaliachak police-station of Malda district: p. 332.
Kangsabati River Project: p 269.
Lalat Janka Road, Midnapore: p. 339.
Leprosy in West Bengal: p. 344.
Loss of agricultural cattle in Nadia district due to floods in 1956 p 438.
Maternity and Child Welfare Centres. p. 219.
Maternity and Child Welfare Centre in Kharba police-station of Malda district: p. 175.
National Extension Service Block at Bagnan, Howrah p 336
Number of Health Visitors and Dais in rural areas and their pay scales p 115.
Overcrowding in State Buses in Route No. 33: p 341.
Pay-scales and service condition of the inferior staff of Health Centres: p. 452.
Pediatric beds: p. 173.
Post-Graduate Medical Education under the Second Five-Year Plan: p. 5.
Proposal for renaming Purulia district p 342.
Provident Fund benefits to workers of Clive Jute Mills, Garden Reach: p. 445.
Rates of unit of electricity supplied by the State Electricity Board from Mayurakshi Hydel Station. p. 330.
Reclamation of "Baiti Beel" within Barrackpore and Barasat subdivisions of 24-Parganas: p 273
Recognition of Homoeopathic system of treatment p 221
Recognition of the West Bengal Settlement Employees' Association: p. 323.
Remission of rent at flood-affected areas of Birbhum district p. 333.
Resuscitation of Balarampur Canal within Diamond Harbour with Falta police stations of 24-Parganas p 268.
Retrenched workers of Indian Iron and Steel Company and Kulti Works p. 112.
Road development in Raina police-station of Burdwan district. p 338.
Road from Bajkul to Egra in Midnapore district. p 349
Road from Sankrail to Ekabbarpur in Howrah district p 340
Rural Health Scheme of Indian Medical Association p. 155
Sahibkhali Union Health Centre, 24-Parganas: p. 449.
Scarcity of drinking water in Diamond Harbour subdivision: p 213.
Scarcity of filtered water in the city: p. 3
Service condition of Tahasildars: p. 323.
Silting up of lower reaches of Damodar river between Amta and Shyampur, Howrah district: p. 224.
Slum improvement in Barrackpore industrial area. p. 327.
Tamluk-Contai Road: p. 349.
Toffi Dara Sluice Gate within Kaliachak police-station, district Malda: p. 332.

Question(s)—*concld.*

Tube-well sunk by Government in Bhagabanpur and Khejuri police-stations, Midnapore: p. 118.

Walsh Hospital, Serampore: p. 172.

Want of culverts over the Mayurakshi Canals: p. 224.

Want of a hospital or a Maternity Centre within the Municipal area of Kharagpur: p. 221.

Water-supply arrangement in Kharagpur Municipality: p. 454.

Water-supply arrangement in rural areas during the Second Five-Year Plan: p. 215.

Water-charged staff under Irrigation Department: p. 275.

Rates of unit of electricity supplied by the State Electricity Board from Mayurakshi Hydel Station: (Q.) p. 330.

Ray, Dr. Narayan Chandra

Fair price shops in Calcutta: (Q.) p. 350.

Post-graduate Medical Education under the Second Five-Year Plan: (Q.) p. 5.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 207-208, 232.

Ray, Sj. Phakir Chandra

Debate on flood control and irrigation: pp. 374-75.

Debate on refugee relief: pp. 403-404.

Ray Choudhuri, Sj. Sudhir Chandra

The West Bengal Salaries and Allowances' (Amendment) Bill, 1957 pp. 307-309.

Reclamation of "Bariti Beel" within Barrackpore and Baraset subdivisions of 24-Parganas: (Q.) p. 273.

Recognition of Homoeopathic system of treatment: (Q.) p. 221.

Recognition of the West Bengal Settlement Employees' Association: (Q.) p. 323.

Remission of rent at flood-affected areas of Birbhum district: (Q.) p. 333.

Resuscitation of Balarampur Canal within Diamond Harbour and Falta police-stations of 24-Parganas: (Q.) p. 268.

Retrenched workers of Indian Iron and Steel Company and Kulti Works: (Q.) p. 442.

Road from Bajkul to Egra in Midnapore district: (Q.) p. 349.

Road development in Raina police-station of Burdwan district: (Q.) p. 338.

Road from Sankrail to Ekabbarpur in Howrah district: (Q.) p. 340.

Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu

Allotment of diet for patients of Bangitola Union Health Centre, district Malda: (Q.) p. 350.

Construction of morgue and menials' quarters in Bangitola Union Health Centre, Malda: (Q.) p. 350.

Distribution of anti-biotic drugs to T.B. patients in Malda district: (Q.) p. 175.

Dust nuisance caused by Gouripore Electric Welding and Manufacturing Co. of Naihati: (Q.) p. 343.

Establishment of a Health Centre at Betna within Banshihari police-station, district West Dinajpur: (Q.) p. 450.

Improvement of the Sagore Dutt Hospital, Kamarhati: (Q.) p. 450.

Incidence of Influenza cases within municipalities: (Q.) p. 343.

Indigenous medical system: (Q.) p. 449.

Leprosy in West Bengal: (Q.) p. 345.

Maternity and Child Welfare Centres: (Q.) p. 219.

Maternity and Child Welfare Centre in Kharba police-station of Malda district: (Q.) p. 175.

Number of Health Visitors and Dais in rural areas and their pay-scales: (Q.) p. 115.

Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu—*concld.*

Pay-scales and service condition of the inferior staff of Health Centres: (Q.) p. 452.

Pediatric beds: (Q.) p. 173.

Post-graduate Medical Education under the Second Five-Year Plan: (Q.) p. 5.

Recognition of Homoeopathic system of treatment: (Q.) p. 222.

Rural Health Scheme of Indian Medical Association: (Q.) p. 455.

Sahibkhali Union Health Centre, 24-Parganas: (Q.) p. 449.

Scarcity of drinking water in Diamond Harbour subdivision: (Q.) p. 213.

Scarcity of filtered water in the city: (Q.) p. 3.

Tube-wells sunk by Government in Bhagabanpur and Khejuri police-stations, Midnapore: (Q.) p. 118.

Walsh Hospital, Serampore: (Q.) p. 172.

Want of a hospital or a maternity centre within the municipal area of Kharagpur: (Q.) p. 221.

Water-supply arrangement in Kharagpur Municipality. (Q.) p. 154.

Water-supply arrangement in rural areas during the Second Five-Year Plan: (Q.) p. 215.

Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra

Amendment to Amendment to the Bengal Motor Vehicles Rules, 1940: p. 355.

The Bengal Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1957: pp. 257-58, 261-62, 263, 265.

The Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 458-60.

The Bengal Wakf (Amendment) Bill, 1957 p. 352

The Calcutta Slum Clearance Bill, 1957: pp 304-305

Demands for Grants—

"9—Stamps" pp. 156, 160, 164-66.

Difficulty of State Bus Services in the Beliaghata-Joramandir area: p. 178.

Food debate: pp 93-95.

Non-official Resolution pp 19-20, 30-32, 38-39

Point of personal explanation: p 12.

Sports Stadium p. 226.

The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure in 1951-52) Bill, 1957: pp. 168, 181, 182.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: p. 241.

The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1957. pp. 305-307, 355-56.

Roy, Dr. Pabitra Mohan

Incidence of Influenza cases within municipalities. (Q.) p. 342.

Reclamation of "Barnı Beel" within Barrackpore and Barasat subdivisions of 24-Parganas: (Q.) p. 273.

Roy, Sj. Provash Chandra

Recognition of the West Bengal Settlement Employees' Association: (Q.) p 323.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 210-41.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: p. 246.

Roy, Sj. Rabindra Nath

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 201-202.

Roy, Sj. Saroj

Kangsabati River Project: (Q.) p. 269

Service condition of Tahasildars: (Q.) p. 323.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: pp. 243, 245, 255-56.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 129-31.

Roy, The Hon'ble Siddhartha Sankar

The City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957: pp. 283, 288, 289.

Demands for Grants—

"27—Administration of Justice": p. 160.

"11—Registration": p. 160.

Non-official Resolution: pp. 33-36.

Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar

Debate on refugee relief: pp. 395-98.

Roy Singha, Sj. Satish Chandra

Overcrowding in State Buses in Route No. 36: (Q.) p. 341.

Rural Health Scheme of Indian Medical Association: (Q.) p. 455.

Sahibkhali Union Health Centre, 24-Parganas: (Q.) p. 449.

Scarcity of drinking water in Diamond Harbour subdivision: (Q.) p. 213.

Scarcity of filtered water in the city: (Q.) p. 3.

Sen, Sj. Deben

Adjournment Motion: p. 456.

Sen, Sjta. Manikuntala

Food debate: pp. 86-88.

Hostel accommodation at Calcutta for women students seeking University education: (Q.) p. 217.

Maternity and Child Welfare Centres: (Q.) p 219.

Number of Health Visitors and Dais in rural areas and their pay-scales: (Q.) p. 115.

Sen, Sj. Narendra Nath

Debate on refugee relief: pp. 406-408.

Point of Information: p. 460.

Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra

Debate on refugee relief: pp. 428-32.

Food debate: pp. 99-105.

Fair price shops in Calcutta. (Q.) p. 351.

Sen, Dr. Ranendra Nath

Adjournment Motion: p. 280.

Amendment to Amendment to the Bengal Motor Vehicles Rules, 1940: pp. 353-54.

Extension of the scope of the Minimum Wages Act· (Q.) p. 1.

Non-official Resolution: pp 16-19.

Sen Gupta, Sj. Niranjan

Debate on refugee relief. pp. 419-21.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: p. 209.

Service condition of Tahasildars: (Q.) p. 323.

Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra

Proposal for renaming Purulia district: (Q.) p. 342.

Recognition of the West Bengal Settlement Employees' Association: (Q.) p. 323.

Remission of rent at flood-affected areas of Birbhum district: (Q.) p. 333.

Service condition of Tahasildars: (Q.) p. 324.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957, as referred back by the Council: p. 129.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: pp. 182-83, 191-92, 250-51, 256-57.

Silting up of lower reaches of Damodar river between Amta and Shyampur, Howrah district: (Q.) p. 224.

Slum improvement in Barrackpore industrial area: (Q.) p. 327.

Speaker, Mr. (The Hon'ble Sankardas Banerji)

Amendment to the Wakf Act: p. 282.

Informing the members about next day's business: p. 379.

Observations by—on the Calcutta Slum Clearance Bill, 1957: p 291.

Observations by—on the City Civil Court and the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1957: p. 286

Observations by—on the debate on refugee relief. pp. 385-86, 393, 396.

Observations by—on food debate. pp. 66, 73, 81.

Observations by—on non-official resolutions: pp. 10, 15, 51.

Observations by—on point of order raised by Sj. Jyoti Basu: p. 306.

Observations by—on the West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 194, 195, 234.

Observations by—on the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: pp. 185, 187, 188, 191, 192, 241, 244, 246.

Observations by—on the West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1957: pp. 310, 311, 318, 356.

Procession of teachers: pp. 40-41.

Programme of Business· pp. 227, 228, 229.

Refusal of consent to Adjournment Motions: pp. 456, 457.

Refusal of consent to an Adjournment Motion relating to the incident during the Electric Train Service. pp. 462, 463.

Time of questions. p. 282.

Sports Staudium: pp 225-26.

Statement of the Hon'ble Labour Minister on the two Adjournment Motions disallowed on the 12th December, 1957: pp. 351-52.

Statement of Hon'ble Minister for Labour on the statement made by Sj. Bankim Mukherji, M.L.A., regarding rationalisation in Jute Mills: p. 179

Statement by the Hon'ble Prafulla Chandra Sen on the present food situation in West Bengal: pp. 55-61.

Taher Hossain, Janab

Retrenched workers of Indian Iron and Steel Company and Kulti Works· (Q.) p. 442.

Tamluk-Contai Road: (Q.) p. 349.

Time for questions: pp. 282-83.

Tofi Dara Sluice Gate within Kaliachak police-station, district Malda: (Q.) p. 332.

Tube-wells sunk by Government in Bhagabanpur and Khejuri police-stations, Midnapore: (Q.) p. 118.

Walk out

For non-admissibility of an Adjournment Motion relating to the incident during the Electric Train Service: p. 463.

Walsh Hospital, Serampore: (Q.) p. 172.

Want of culverts over the Mayurakshi Canals: (Q.) p. 224.

Want of a hospital or a maternity centre within the municipal area of Kharagpur: (Q.) p. 221.

Water-supply arrangement in Kharagpur Municipality: (Q.) p. 454.

Water-supply arrangement in rural areas during the Second Five-Year Plan: (Q.) p. 215.

The West Bengal Appropriation (Excess Expenditure in 1951-52) Bill, 1957: pp. 166-67, 181-82.

The West Bengal Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1957, as referred back by the Council: p. 129.

The West Bengal Gambling and Prize Competitions Bill, 1957: pp. 193-211, 229-41.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1957: pp. 182-93, 241-57.

The West Bengal Preservation of Historical Monuments and Objects and Execution of Archaeological Sites Bill, 1957: pp. 129-56.

The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1957: pp. 305-22, 355-57.

Work charged staff and Irrigation Department: (Q.) p. 275.

WBGP-59/60-1810A-700